ভৈষজ্য ব্যবহার।

(ভৈষজ্য কল্পতরুর দ্বিতীয়াংশ।)

অতি সরল ভাষায় যাবতীয় ঔষধের ক্রিয়া ও ব্যবহার।

(চিকিৎসক এবং অপর সাধারণ সকলেই বুঝিতে পারিবেন।)

প্রথম ভাগ।

শ্রীপুলিনচন্দ্র সান্ন্যাল এম, বি প্রণীত।

A TREATISE ON

THERAPEUTICS IN BENGALLEE.

PART I.

BY PULIN CHANDRA SANYAL, M. B.,

কলিকাতা;

২০১ নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট্

শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

৪ নং জগন্নাথ সুরের লেন, নব-কাব্যপ্রকাশ যন্ত্রে

শ্রীদীননাথ মান্না দ্বারা মুদ্রিত।

বিষয়	পৃষ্ঠা।

সূচীপত্র সমাপ্ত।

পরিশিষ্ট।

ডিস্‌ইন্‌ফেক্‌ট্যাণ্ট বা রোগবীজ বিনাশক ঔষধ।

(DISINFECTANT.)

যে সকল ঔষধের সংস্পর্শে রোগের বীজ সকল বিনষ্ট হয়—উহারা মরিয়া যায়। কলেরা, যক্ষ্মা প্রভৃতি রোগের বীজ নষ্ট করে।

উত্তপ্ত বায়ু।	করোসিভসব্‌লিমেট।
কার্ব্বলিকএছিড্‌।	এছিড বোরাছিক।
কোলটার।	এছিড স্যালিসিলিক, থাইমল।
অইল অব্‌ ইউক্যালিপ্‌টস।	ক্লোরাইড্‌ অব্‌ জিঙ্ক।

বিজ্ঞাপন।

ভৈষজ্য কল্পতরুর প্রথমাংশ কম্পাউণ্ডার সহচর নামে প্রকাশিত হইয়াছে। তাহাতে সমস্ত ঔষধের প্রস্তুত প্রণালী এবং সংক্ষিপ্ত আময়িক প্রয়োগ বর্ণিত হইয়াছে।

ভৈষজ্য কল্পতরুর দ্বিতীয় ভাগ ভৈষজ্য ব্যবহার নামে প্রকাশিত হইল। ইহাতে সমস্ত ঔষধের ক্রিয়া ও ব্যবহার প্রণালী বর্ণিত হইল। ভাষা খুব সরল করিবার চেষ্টা করিয়াছি। তবে কত দূর কৃতকার্য্য হইয়াছি, তাহা বলিতে পারি না। পুস্তকখানি এরূপ কৌশলে লিখিবার চেষ্টা করিয়াছি যে, নেটিভডাক্তার, মেডিকেলস্কুলের ছাত্র এবং পল্লিগ্রামের চিকিৎসক সম্প্রদায় সকলেই পাঠ করিয়া বুঝিতে পারেন এবং সকলেরই উপকারে আইসে। একই পুস্তকে এই ত্রিবিধ উদ্দেশ্য সাধন করিতে কৃতকার্য্য হইয়াছি কি না, তাহা পাঠকগণ বিচার করিবেন।

পুস্তকের আকার বৃহৎ হওয়াতে ইহাকে দুই খণ্ডে বিভাগ করিয়া প্রথম ভাগ আপাততঃ প্রকাশ করিলাম। দ্বিতীয় ভাগ শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে।

এই পুস্তকে যে সকল ভুল থাকিল, তাহার সংশোধনী দ্বিতীয় ভাগে দেওয়া যাইবে।

শ্রীপুলিনচন্দ্র সান্ন্যাল।

গ্রন্থকার প্রণীত অন্যান্য পুস্তক।

চিকিৎসা-কল্পতরুঃ—সাধারণের বোধগম্য অতি সরল ভাষায় যাবতীয় রোগের বিস্তৃত বিবরণ ও চিকিৎসা। চারি খণ্ডে প্রায় ১২০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। মূল্য প্রতি খণ্ড ১৷০ মাসুল ৵০ আনা।

চিকিৎসা কল্পতরু পল্লিগ্রামের চিকিৎসক সম্প্রদায়ের জন্য লিখিত। ইহাতে সমস্ত রোগের লক্ষণ, নিদান এবং চিকিৎসা খুব বিস্তৃত, বিশদ ও সরল করিয়া বুঝাইয়া দেওয়া গিয়াছে।

সাধারণ শিক্ষিত লোকদিগের মধ্যে অনেকেই চিকিৎসা শাস্ত্রের মর্ম্ম অবগত হইতে অভিলাষী কিন্তু, বৈজ্ঞানিক বিষয়ের ভাষার কাঠিন্য প্রযুক্ত তাঁহারা চিকিৎসা গ্রন্থ সকল পাঠ করিয়া সে অভিলাষ পূর্ণ করিতে পারেন না। চিকিৎসা কল্পতরু এরূপ ভাষায় লিখিত হইয়াছে যে, যে কেহ সামান্য লেখা পড়া জানেন, তিনিই পাঠ করিয়া আমোদ উপভোগ এবং সঙ্গে সঙ্গে চিকিৎসা শাস্ত্র শিক্ষা করিতে সক্ষম হইবেন। ইহা সরল বলিয়া যে ইহাতে শিক্ষার বিষয় কম আছে, তাহা নহে। বড় বড় ডাক্তারদিগের শিক্ষনীয় সমস্ত বিষয়ই ইহাতে বর্ণিত আছে। পুস্তকখানি এরূপ ভাবে লিখিত যে, পাশকরা ডাক্তার, পল্লিগ্রামের ডাক্তার এবং অপর সাধারণ সকলেই বুঝিতে পারেন এবং সকলেরই উপকারে আইসে।

কাশিমবাজারের শ্রীশ্রীমতী মহারাণী স্বর্ণময়ী মহোদয়ার সুযোগ্য ম্যানেজার রায় শ্রীনাথ পাল বাহাদুর লিখিয়াছেন ঃ—

"আপনার উপহার পুস্তকের স্থানে স্থানে পড়িয়াছি এবং তাহাতে রোগাদির নিদান সম্বন্ধে বিশদ ব্যাখ্যা ও চিকিৎসা প্রকরণ যে ভাবে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে তাহা আপনার চিকিৎসা শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি ও বহুদর্শীতার যথেষ্ট পরিচায়ক। শ্রীযুক্তা মহারাণী মহোদয়াও পুস্তকের কোন কোন অংশ দেখিয়া ইহা দ্বারা সাধারণের বিশেষ উপকার হইবে এই অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছেন। অতএব ইহার বহুল প্রচার একান্ত বাঞ্ছনীয়।"

হিতবাদী বলেন "তাঁহার প্রণীত এই চিকিৎসা কল্পতরু যে কেহ পাঠ করিবেন, তিনিই বুঝিতে পারিবেন, দুরুহ চিকিৎসাবিজ্ঞান সাধারণকে

সরল করিয়া বুঝাইয়া দিতে গ্রন্থকারের কেমন ক্ষমতা আছে। সাধারণের বুঝিবার উপযোগী এরূপ উৎকৃষ্ট ধরণের চিকিৎসা গ্রন্থ অতি বিরল। পল্লি-গ্রামের চিকিৎসক সম্প্রদায় এবং চিকিৎসা শিক্ষার্থীগণ এই পুস্তক পাঠে বিশেষরূপে উপকৃত হইবেন। সাধারণ পাঠক ইহাতে আনন্দ ও উপদেশ লাভ করিবেন।"

ভিষক দর্পণ বলেন "এই মাত্র বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে গ্রন্থ উৎকৃষ্ট হইয়াছে এবং পর পর খণ্ড সকল এইরূপে সম্পাদিত হইলে ইহা বাঙ্গালা ভাষায় একখানি বিশেষ মূল্যবান গ্রন্থরূপে পরিগণিত হইবে।

সরল শিশুপালন ও শিশু-চিকিৎসা।—২য় সংস্করণ মূল্য ।৵০ মাসুল ‹১০।

স্ত্রীচিকিৎসা।—দ্বিতীয় সংস্করণ পরিবর্দ্ধিত। মূল্য ১।০ মাসুল ৴০।

ওলাউঠা নিবারণ ও চিকিৎসা।—এই পুস্তকে আধুনিক বিজ্ঞান সম্মত ওলাউঠার প্রতিষেধক উপায় সকল লিখিত হইয়াছে। যে সকল নিয়ম পালন করিলে ওলাউঠা রোগ হইতে পায় না এই পুস্তক পাঠে সেই সকল নিয়ম শিক্ষা করিতে পাইবেন। ওলাউঠার লক্ষণ এবং চিকিৎসাও লিখিত আছে। চিকিৎসক এবং অপর সাধারণ সকলেরই জন্য। মূল্য ।০ চারি আনা, মাসুল ‹১০ দুই পয়সা।

এই সকল পুস্তক ২০১ নং কর্ণওয়ালিসষ্ট্রীট, কলিকাতা শ্রীযুক্ত বাবু গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের নিকট পাওয়া যায়।

সূচীপত্র।

বিষয়	পৃষ্ঠা।

ভৈষজ্য-ব্যবহার।

পীড়া কি?

আমাদিগের শরীরের ও মনের যে অবস্থায় শরীরের ও মনের স্বাভাবিক ক্রিয়া সকল নিয়মিতরূপে সম্পাদিত হয়, তাহাকেই স্বাস্থ্য বলে। এই স্বাভাবিক অবস্থার ব্যতিক্রমের নাম পীড়া। শরীরের স্বাভাবিক কার্য্য ব্যতিক্রমের নাম শারীরিক পীড়া এবং মনের স্বাভাবিক কার্য্য ব্যতিক্রমের নাম মানসিক পীড়া। নিয়মিতরূপে আহার পরিপাক হওয়া এবং নিয়মিতরূপে ঘর্ম্ম প্রস্রাবাদি নির্গত হওয়া শারীরিক সুস্থতার চিহ্ন। স্মরণশক্তি, বিচার ক্ষমতা প্রভৃতি মানসিক ক্ষমতা অব্যাহত থাকার নাম মানসিক সুস্থতা। শরীর ও মনের সহিত পরস্পর ঘনিষ্ট সম্বন্ধ থাকায় একের অসুস্থতায় অন্যের অসুস্থতা উৎপন্ন হয়; অর্থাৎ মন পীড়িত হইলে শরীরের পীড়া এবং শরীরের পীড়া হইলে মানসিক অসুস্থতা জন্মে।

আমাদিগের এই জীব দেহের উৎপত্তি বাহ্যিক নানাবিধ পদার্থ হইতে শরীর নানাপ্রকার পদার্থের রাসায়নিক সংযোগ হইতে উৎপন্ন। অর্থাৎ নানাবিধ পদার্থ সংযুক্ত হইয়া শরীর উৎপন্ন হইয়াছে। আমাদিগের হিন্দুশাস্ত্রে নির্দ্দেশ আছে, শরীর পঞ্চভূত হইতে উৎপন্ন। ক্ষিতি, অপ্ (জল), তেজ মরুৎ এবং ব্যোম এই পঞ্চভূত। ব্যোম অর্থে আকাশ। মরুৎ অর্থে বায়ু পাশ্চাত্য অর্থাৎ ইউরোপীয় বিজ্ঞান শাস্ত্রের মতে ভূত অর্থাৎ মূল পদার্থের সংখ্যা ৫টী নহে, পরন্তু অনেক বেশী। যাই হউক মোটের উপর বলা যায়, জীব শরীর কতক গুলি বাহ্য পদার্থের সমষ্টি মাত্র। আহার্য্য, পানীয়, শীতোষ্ণাদি সমুদয় বাহ্য পদার্থ। যেমন এই সকল বাহ্য পদার্থ সতত পরিবর্ত্তনশীল, শরীরও ঐ বাহ্য পদার্থ হইতে উৎপন্ন বলিয়া শরীরের অবস্থাও ঐরূপ সতত

পরিবর্ত্তন শীল। নানাবিধ বাহ্য পদার্থের সহিত শরীর এরূপ ভাবে সংসৃষ্ট যে, ঐ সকল পদার্থের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে আমাদিগের শরীরের অবস্থারও পরিবর্ত্তন হয়।

এইরূপ শারীরিক অবস্থা পরিবর্ত্তনের নামই পীড়া। বাহ্য পদার্থ সকল সর্ব্বদাই শরীরের উপর কতকগুলি নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া কার্য্য করিতেছে। যখন উহারা অনিয়মিত ভাবে শরীরের উপর কার্য্য করে, তখনই শরীরের অবস্থার পরিবর্ত্তন হইয়া পীড়া উপস্থিত হয়। আমাদিগের খাদ্য দ্রব্য বাহ্য পদার্থ। এই খাদ্য দ্রব্য শরীরের অবস্থানুযায়ী নিয়মিত ভাবে শরীরে গ্রহণ করিলে শরীরে আহার পরিপাক হয় এবং শরীর পুষ্ট হয়, অনিয়মিত ভাবে গ্রহণ করিলে অথবা অখাদ্য বস্তু উদরস্থ করিলে শরীর পীড়িত হয়। যাহা শরীর ধারণের মূল, সময় ও অবস্থা বিশেষে তাহাই পীড়ার কারণ। যে সূর্য্যোত্তাপ ও বায়ু আমাদিগের জীবন ধারণের মূল, সেই সূর্য্যোত্তাপ ও বায়ু শরীরের উপর অনিয়মিত ভাবে কার্য্য করিলে (অর্থাৎ অতিরিক্ত রৌদ্র ও বায়ু সেবন করিলে) শরীর অসুস্থ হইয়া পড়ে।

ঔষধ।

শরীর যে সকল পদার্থের সহিত সংসৃষ্ট, যে সকল পদার্থ শরীরের উপর নিয়ত কার্য্য করিতেছে, সেই সকল পদার্থ ও তাহাদের কার্য্যের উপর আমাদিগের অনেকটা ক্ষমতা আছে। আমরা আমাদিগের ইচ্ছামত শরীরের অবস্থানুযায়ী ঐ সকল পদার্থের ও তাহাদের শরীরের উপর কার্য্যের পরিবর্ত্তন করিতে পারি। আমরা এক খাদ্য দ্রব্যের বদলে অন্য খাদ্য দ্রব্য গ্রহণ করিতে পারি। আমাদিগের বাসস্থান ইচ্ছানুরূপ শীতল বা উষ্ণ করিতে পারি। শরীরের অবস্থা বিশেষে অল্প বা অধিক বস্ত্র দিয়া শরীর আবৃত করিতে পারি। আমরা আমাদের ইচ্ছানুরূপ শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রম কম বা বেশী করিতে পারি। তা ছাড়া, আমরা ঔদ্ভিজ্জ, ধাতব প্রভৃতি নানাবিধ পদার্থ, যাহারা শরীরের উপর কার্য্য করে, সেই সকল পদার্থ গ্রহণ করিয়া শারীরিক কার্য্যের পরিবর্ত্তন করিতে পারি। আমরা বুদ্ধি বলে এমন অনেক দ্রব্যের গুণ অবগত আছি, যাহারা শরীরস্থ হইয়া শরীরের ভিন্ন ভিন্ন যন্ত্রের উপর ক্রিয়া

প্রকাশ করে এবং ঐ সকল যন্ত্র বিকৃত হইলে তাহাদের দোষ সংশোধন করে। এই সকল বিবিধ উপায়, যদ্দ্বারা আমরা আমাদিগের শরীরের অবস্থার পরিবর্ত্তন করিতে পারি, তাহাদিগকেই ঔষধ বলা যায়।

যে সকল উপায় দ্বারা শরীরের অস্বাভাবিক অবস্থা স্বাভাবিক ভাব ধারণ করে, তাহাদিগকেই ঔষধ বলে।

স্বাভাবিক আরোগ্য।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, বাহ্য বস্তুর সহিত শরীরের ঘনিষ্ট সম্বন্ধ। বাহ্য বস্তুর-পরিবর্ত্তনের সহিত শরীরেরও পরিবর্ত্তন ঘটে। শারীরিক যন্ত্র সকল শরীরের অবস্থার পরিবর্ত্তনের সঙ্গে মিল রাখিয়া ও আপন পরিবর্ত্তিত অবস্থার অনুরূপ হইয়া কার্য্য করিতে সক্ষম। শরীরের এই পরিবর্ত্তন যদি অযথাভাবে ও খুব শীঘ্র শীঘ্র ঘটে, তবে তাহা পীড়া বলিয়া গণ্য হয়। আর যদি এই পরিবর্ত্তন খুব অল্পে অল্পে সংঘটিত হয়, তবে তাহা পীড়া না হইয়া শরীরের মঙ্গলের জন্যই হয়।

যথা,—আমরা গ্রীষ্ম প্রধান দেশের লোক যদি হঠাৎ শীত কালে শীত প্রধান দার্জিলিঙ্গ গমন করি, অথচ পর্য্যাপ্ত পরিমাণে শীত বস্ত্রাদি ব্যবহার না করিতে পাই, তবে হঠাৎ গরমের উপর ঠাণ্ডা হওয়াতে শরীরে হঠাৎ একটা ধাক্কা লাগে, তাহাতে হঠাৎ শরীরের এরূপ একটা পরিবর্ত্তন বা অবস্থান্তর ঘটে যে, আমরা নিশ্চয়ই পীড়াগ্রস্ত হই। কিন্তু, যদি দার্জিলিঙ্গ গিয়া আমাদিগের গাত্রবস্ত্রাদি ও বাসস্থানের আবশ্যকীয় বন্দোবস্ত করিয়া কিছু অধিক দিবস পর্য্যন্ত তথায় বাস করি, তাহা হইলে আমাদিগের শরীরের খুব অল্পে অল্পে সেই স্থানে বাসোপযোগী পরিবর্ত্তন ঘটে, অর্থাৎ আমাদের শরীর ক্রমে সেই দুরন্ত শীত সহিষ্ণু হইয়া উঠে। যাহাদিগের কেবল ভাত খাওয়া অভ্যাস তাহারা রুটী, লুচি প্রভৃতি খাইতে আরম্ভ করিলে প্রথমে অজীর্ণ রোগ গ্রস্ত হয়। যদি এই অজীর্ণ অল্প মাত্রায় উপস্থিত হয় এবং তাহাতে বিরক্ত না হইয়া আমরা প্রতিদিন ঐ নূতন খাদ্য দ্রব্য আহার করি, তবে ক্রমে ক্রমে আমাদিগের পাক যন্ত্র ঐ নূতনতর খাদ্য দ্রব্য পরিপাক করিতে অভ্যস্ত হইয়া পড়ে। অল্পে অল্পে পাক যন্ত্রের ঐ খাদ্য দ্রব্য পরিপাক করণোপযোগী পরি-

বর্তন ঘটে। এই নিয়ম বশতঃ শরীরে কোন অস্বাভাবিক পরিবর্তন ঘটিলে অর্থাৎ পীড়া হইলে, শরীর আপনা হইতেই আপন অবস্থার উপযোগী হইবার চেষ্টা করে। এই কারণে কোন কোন ব্যাধি শরীর হইতে একবারে দূর না হইলেও আর শরীরের অনিষ্ট করিতে পারে না। শারিরীক যন্ত্র সকল সেই পীড়িত অবস্থার অনুরূপ হইয়া চলে। এ ভিন্ন, শরীরের যন্ত্র সকলের মধ্যে এমন সম্বন্ধ আছে যে, একটী যন্ত্র পীড়িত হইলে আর একটী যন্ত্র তাহার হইয়া কার্য্য করে। একটী মূত্র যন্ত্র বিকৃত হইয়া কার্য্যে অক্ষম হইলে আর একটীর ক্রিয়া বৃদ্ধি হয়, সুস্থ মূত্র-যন্ত্রটী অসুস্থ যন্ত্রটীর হইয়া কার্য্য করে, তাহাতে সুস্থ যন্ত্রটী ক্রমে ক্রমে বড় হইয়া আপন অবস্থার উপযোগী হইয়া দাঁড়ায়। এই দৃষ্টান্তে আরও উপলব্ধি হইবে, কোন যন্ত্রের ক্রিয়া বৃদ্ধি হইলে, সেই যন্ত্র ক্রমে ক্রমে বড় হয়। পক্ষান্তরে, কোন যন্ত্রের কার্য্য কম পড়িলে, সেই যন্ত্র ক্রমে ক্রমে ছোট হইয়া যায়।

শরীরের আর একটী অদ্ভুত ক্ষমতা আছে। শরীরের ভিতর কোন অস্বাভাবিক পদার্থ প্রবেশ করিলে, শরীর আপনা হইতেই সেই পদার্থকে শরীর হইতে বাহির করিয়া ফেলিবার চেষ্টা করে। যথা,—অতিশয় গুরু পাক দ্রব্য বা বিষাক্ত দ্রব্য আহার করিলে, পাকস্থলী ঐ দ্রব্য বাহির করিয়া ফেলিবার চেষ্টা করে, তাহাতে বমন উপস্থিত হয়। চকের ভিতর কুটা বা ধুলা পড়িলে, চক দিয়া অনবরত জল ঝরে, তাহাতে জলের সঙ্গে ঐ ধূলিকণা বাহির হইয়া পড়ে। শরীরের রক্তের অবস্থা ও শারীরিক যন্ত্রাদির অবস্থা ভাল থাকিলে অনেক রোগ বীজ শরীরস্থ হইয়াও আপন বিক্রম প্রকাশে সমর্থ হয় না, শরীরের ভিতরেই বিনষ্ট হয়।

জীব শরীরে এক প্রকার তেজ বা বল নিহিত আছে ; তাহার নাম জীব-শক্তি। যত দিন এই জীবশক্তি কোন গুরুতর আঘাত দ্বারা নিতান্ত নিস্তেজ না হয়, তত দিন ইহা আপনা হইতেই আরোগ্যোন্মুখী হয়। কোন বৃক্ষের কিয়ৎ স্থান হইতে ছাল তুলিয়া লইলে, দেখা যায়, ক্রমশঃ চারিদিক হইতে আপনা আপনি নূতন ছাল জন্মাইয়া ক্ষতটি পুরিয়া যায়। যদি অতিরিক্ত পরিমাণে ছাল তুলিয়া লওয়া যায়, তবে বৃক্ষটী ক্রমে ক্রমে নিস্তেজ হইয়া মরিয়া যায়। উপরে বলা হইল জীবশরীর আপনা আপনি আরোগ্যোন্মুখী হয়।

১ম। জীব শরীরে একরূপ তেজ নিহিত আছে, তদ্দ্বারা ইহা আপন ক্ষতি পূরণ করিতে সমর্থ হয়।

২য়। জীব শরীরে এক প্রকার গুণ আছে, যদ্দ্বারা ইহা আপনাকে আপনার পরিবর্ত্তিত অবস্থার উপযোগী করিয়া লইতে পারে। হৃদয়ের ভালুবের (হৃদ-কপাটের) পীড়া হইয়া হৃদয়ের রক্ত নির্গমণের দ্বার সঙ্কুচিত হইলে, হৃদয় হইতে ভাল হইয়া রক্ত চলিতে পাবে না। এই সঙ্কুচিত দ্বারের মধ্য দিয়া রক্ত চালাইবার জন্য হৃদয়কে অধিক জোর দিয়া কায করিতে হয়। অধিক জোর দিয়া কায করিতে হইলেই হৃদয়ের মাংসপেশী বড়, মোটা ও শক্ত হওয়ার প্রয়োজন হয়। এই জন্য হৃদয় যন্ত্র আপনা হইতেই ক্রমে ক্রমে বড় হইয়া উঠে। এইরূপে হৃদয় বৃদ্ধি হইয়া আপন অবস্থানুযায়ী কার্য্যক্ষম হইলে, হৃদয়ের দ্বার সঙ্কুচিত হওয়ার জন্য রক্ত সঞ্চালনের ব্যাঘাত ঘটিতে পারে না। যেমন রক্ত বাহির হইবার পথ ছোট হয়, তেমনি সঙ্গে সঙ্গে হৃদয় বড় হইয়া বেশী জোরে রক্ত চালাইতে থাকে, সুতরাং পূর্ব্বের ন্যায়ই রক্ত সঞ্চালন হয়।

৩য়। জীব শরীরে কোন অপকারী পদার্থ প্রবিষ্ট হইলে, জীব শরীরের ঐ পদার্থ বাহির করিয়া দিবার ক্ষমতা আছে।

৪র্থ। জীব শরীরের নিয়ম এই যে, উহার একটী যন্ত্র বিকৃত হইলে, অপর একটী যন্ত্র তাহার হইয়া কার্য্য করে। একটী মূত্র-যন্ত্র পীড়িত হইলে, আর একটীর কার্য্য বৃদ্ধি-হয়। অনেকের শ্রবণ শক্তি কম পড়িলে স্পর্শ শক্তির বৃদ্ধি হয় ইত্যাদি।

৫ম। জীব শরীরে এক প্রকার সামঞ্জস্য করিবার ক্ষমতা আছে, তাহাতে শরীরের যে অবস্থাই হউক না কেন, শরীরের কার্য্য শক্তির পরিমাণ একরূপই থাকে, কেবল একটী যন্ত্রের ক্রিয়া অন্য যন্ত্রে প্রবর্ত্তিত হয় মাত্র। যথা,—ঘর্ম্মের পরিমাণ বৃদ্ধি হইলে, প্রস্রাবের পরিমাণ কম হয়। প্রস্রাব বৃদ্ধি হইলে, ঘর্ম্ম কম হয়। অতিশয় উদরাময় হইলে, প্রস্রাবের পরিমাণ কমিয়া যায় ইত্যাদি।

৬ষ্ঠ। শরীরের কোন যন্ত্রের পীড়া হইলে বা কোন অঙ্গে আঘাত লাগিলে, সেই যন্ত্রের আপনা হইতেই বিশ্রাম উপস্থিত, হয় এবং তাহাতে আরোগ্যের সুবিধা হয়। হস্তে আঘাত লাগিয়া অস্থি ভগ্ন হইলে, হস্তে এমন বেদনা উপস্থিত হয়, যে আমরা সেই হাত দিয়া আর কোন কায করিতে পারি না।

তাহাতে ক্রমে ক্রমে ভগ্ন অস্থি যুড়িয়া যায়। যদি বেদনা না হইত, তবে আমরা ইচ্ছামত হাত দিয়া কায কর্ম্ম করিতাম, তাহা হইলে ঐ ভগ্ন অস্থি নড়িয়া নড়িয়া বেড়াইত এবং জুড়িয়া যাইতে পারিত না।

উপরে যাহা বলা হইল, তাহাতেই বুঝা যাইবে যে, শরীরের এই সকল আরোগ্যকারী ক্ষমতাকে সাহায্য করাই বৈজ্ঞানিক চিকিৎসা।

অবস্থাভেদে এই চিকিৎসা প্রণালী নানাপ্রকারের আছে।

১ম। রোগ নিবারক উপায় অবলম্বন। যাহাতে আদৌ রোগ না জন্মাইতে পারে, সেইরূপ চেষ্টা করা। এই চেষ্টা কার্য্যকরী হইতে হইলে, স্বাস্থ্য বিজ্ঞান শাস্ত্রের সহায়তা আবশ্যক। আহার্য্য, পানীয়, বায়ু, ভূমি প্রভৃতির অবস্থা পরিজ্ঞাত হইয়া, যাহাতে শরীরের অবস্থা ভাল থাকে, সেইরূপ চেষ্টা করার নাম রোগ নিবারক চিকিৎসা। এই রোগ নিবারক চিকিৎসার আর এক প্রকার ভেদ আছে, তাহার নাম প্রতিষেধক উপায় অবলম্বন। যথা,—বসন্তের আক্রমণ নিবারণ করার জন্য টীকা গ্রহণ, কলেরার আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য কলেরাক্রান্ত স্থান হইতে পলায়ন, শরীরে কোন রোগের বীজ প্রবিষ্ট হইলে তন্নিবারক ঔষধ সেবন ইত্যাদি।

২য়। রোগের কারণ দূরীভূতকরণ। যদি রোগ নিবারক ও প্রতিষেধক উপায় বিফল হইয়া পীড়া উপস্থিত হয়, তবে সর্ব্বাগ্রে পীড়ার কারণ অনুসন্ধান করিয়া সেই কারণ দূরীভূত বা বিনষ্ট করিবার চেষ্টা করা বিহিত। যথা,—গরমি বা সিফিলিস পীড়ার বিষ শরীরে প্রবেশ করিয়া পীড়া উপস্থিত করিলে, পারা সেবন দ্বারা সিফিলিস বিষ নষ্ট করা কর্ত্তব্য। গুরু পাক দ্রব্য উদরে অবস্থিতি করিয়া উদরাময় উপস্থিত হইলে বমনকারক ও বিরেচক ঔষধ দিয়া সেই গুরুপাক দ্রব্য শরীর হইতে বাহির করিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। অল্পাহার ও অপুষ্টিকর আহার বশতঃ শরীর রক্তহীন হইলে, পুষ্টিকর আহার প্রদান করা কর্ত্তব্য। চক্ষের ভিতর ধূলিকণা প্রবিষ্ট হইয়া চক্ষু প্রদাহ হইলে, সর্ব্বাগ্রে ঐ ধূলিকণা বাহির করিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। শরীর দুর্ব্বল হইয়া প্যাল্পিটেশন (বুক দপদপানি) পীড়া হইলে শরীর সবল করা কর্ত্তব্য ইত্যাদি।

৩য়। ব্যাধি বিপরীত উপায় অবলম্বন। অত্যন্ত উত্তাপ বৃদ্ধি হইলে, সেই উত্তাপের হ্রাস করিতে হইবে। উদরাময়ে ধারক ঔষধ দেওয়া, অনিদ্রায়

নিদ্রাকারক ঔষধ প্রদান, মস্তিষ্ক উষ্ণ হইলে মস্তকে শীতল জল প্রয়োগ, পিপাসায় শীতলজল পান ইত্যাদি।

৪র্থ। ক্ষতিপূরক চিকিৎসা। শরীরে যে ধাতুর ক্ষয় হয়, সেই ধাতুর পূরণ করা আবশ্যক। যথা,—রক্তের ভাগ কম পড়িয়া রক্তাল্পতা রোগ হইলে, লৌহ ঘটিত ঔষধ দিতে হইবে। শরীরে পটাসের ভাগ কম পড়িয়া স্কার্ভি রোগ হইলে, পটাসসংযুক্ত দ্রব্য, যেমন নেবুর রস, গোল আলু প্রভৃতি আহার দেওয়া প্রয়োজন।

৫ম। যে যন্ত্রের ক্রিয়া বৈলক্ষণ্য ঘটিয়া পীড়া হয়, সেই যন্ত্রের ক্রিয়া যাহাতে স্বাভাবিক হয়, সেইরূপ ঔষধ দেওয়া কর্ত্তব্য। যথা,—যকৃৎ যন্ত্রে রক্ত জমিয়া পিত্তঃ নিঃস্বরণ কম পড়িলে, যকৃতের উপর সেক, তাপ, পুলটীস, প্রত্যুগ্রতা সাধক ঔষধ প্রভৃতি দিতে হইবে।

৬ষ্ঠ। যদি সত্ত্ব সত্ত্ব রোগের কারণ দূরীভূত করিতে না পারি, তবে রোগ নিবন্ধন যে সকল লক্ষণ উপস্থিত হয়, সেই গুলি নিবারণ করিবার চেষ্টা করাও কর্ত্তব্য। বিপরীত উপায় অবলম্বন দ্বারা এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়। যথা;—জ্বররোগ জন্য অনিদ্রা উপস্থিত হইলে, নিদ্রাকারক ঔষধ দেওয়া কর্ত্তব্য। আক্ষেপ হইলে, আক্ষেপ নিবারক ঔষধ, পিপাসা হইলে, পিপাসা নিবারক ঔষধ ইত্যাদি।

সদৃশ চিকিৎসা বা হোমিওপ্যাথি।

হোমিওপ্যাথি চিকিৎসকগণ বলেন যে, সুস্থ শরীরে যে ঔষধ সেবন দ্বারা যে যে লক্ষণ উপস্থিত হয়, সেই সেই লক্ষণাক্রান্ত পীড়ায় সেই ঔষধ প্রয়োগ করিলে, পীড়া বিনষ্ট হয়। যথা;—অহিফেন সেবনে প্রগাঢ় নিদ্রা, অচেতনাবস্থা বা কোমা উপস্থিত হয়, অতএব কোমা লক্ষণাক্রান্ত কোন পীড়া উপস্থিত হইলে, সেই পীড়া হোমিওপ্যাথিক মাত্রায় অহিফেন দ্বারা নিবারিত হয়। এই জন্যই ইহার নাম সদৃশ চিকিৎসা। কিন্তু, বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিলে, প্রতীয়মান হইবে যে, এই চিকিৎসা প্রণালীর মূল ভিত্তি ও সেই ব্যাধি বিপরীত উপায়ের উপরেই স্থাপিত।

শরীরের উপর ভেষজ দ্রব্যের ক্রিয়া পর্য্যালোচনা করিলে, আমরা দেখিতে পাই, একই ঔষধ ভিন্ন ভিন্ন মাত্রায় শরীরের উপর বিভিন্ন প্রকার কার্য্য করে। অধিক মাত্রায় অহিফেন প্রযুক্ত হইলে, তৎক্ষণাৎ গাঢ় নিদ্রা ও শরীরের অবসাদ উৎপন্ন হয়। খুব কম মাত্রায়, যেমন ২।৪ ফোটা লডেনম বা টিংচার ওপিয়ম প্রযুক্ত হইলে, ওপিয়ম নিদ্রা আনয়ন না করিয়া, শরীর ও মনের স্ফূর্ত্তি আনয়ন করে—শরীর ও মন উত্তেজিত ও প্রফুল্ল হয়। অতএব কোমা বা অচেতনাবস্থায় খুব অল্প মাত্রায় অহিফেন প্রযুক্ত হইলে অহিফেনের উত্তেজক শক্তিই শরীরের উপর কার্য্য করে, তাহাতে শরীরের অবসাদ ও অচেতনাবস্থা দূরীভূত হয়। রুবার্ব্ব বেশী মাত্রায় বিরেচক এবং অতি অল্প মাত্রায় ধারক হয়। ব্রাণ্ডি ও সুরা অল্প মাত্রায় উত্তেজক, বেশী মাত্রায় অবসাদক। ইপিকাক বেশী মাত্রায় বমনকারক, অল্প মাত্রায় বমন নিবারক। ষ্ট্রীকনিয়া ও নক্সভমিকা বেশী মাত্রায় পাকস্থলীর খেচুনি উপস্থিত করে, অতি অল্প মাত্রায় দুর্ব্বল পাকস্থলীকে সবল করিয়া ক্ষুধা বৃদ্ধি করে এবং খেঁচুনি নিবারণ করে। আইওডাইড অব পটাসিয়ম প্রচলিত মাত্রায় সর্দ্দি উপস্থিত করে, খুব অল্প মাত্রায় সর্দ্দি বিনাশ করে, আবার অপেক্ষাকৃত অধিক মাত্রাতেও সর্দ্দি নষ্ট করে। এইরূপে দেখিতে পাওয়া যায়, প্রায় সকল ঔষধই বেশী ও অল্প মাত্রায় বিপরীত গুণবিশিষ্ট। অতএব, হোমিওপ্যাথি এলপ্যাথির বা ব্যাধি বিপরীত চিকিৎসার প্রকার ভেদ মাত্র। যদি হোমিওপ্যাথিক মহাশয়েরা বেশী মাত্রায় ঔষধ প্রয়োগ করিতেন, তবে উহা সদৃশ চিকিৎসা হইত। যদি কোমা ক্ষেত্রে বেশী মাত্রায় অহিফেন দিয়া কোমা আরোগ্য করিতে পারিতেন, তবে উহা সদৃশ চিকিৎসা হইত। যে পরিমাণে ঔষধ সেবনে যেরূপ লক্ষণ উপস্থিত হয়, সেই লক্ষণে সেইরূপ মাত্রায় সেই ঔষধ প্রয়োগে যদি ফল ফলিত, তবে উহা হোমিওপ্যাথি হইত।

কবিরাজী ও হাকিমি মত।

কবিরাজী ও হাকিমি ব্যাধি বিপরীত চিকিৎসা। এলপ্যাথিমতে ও এই সকল মতে কোন মত দ্বৈধ নাই। কেবল ব্যাধির নিদান ও ঔষধ প্রয়োগ

প্রণালী সম্বন্ধে কিছু কিছু মতভেদ আছে। আয়ুর্ব্বেদ মতে বায়ু পিত্ত ও কফ শরীর ধারণের মূল এবং সমস্ত ব্যাধির মূলীভূত কারণ। ঐ মতে সমস্ত ব্যাধিই হয় বায়ু, না হয় পিত্ত, না হয় কফ বিকৃত হইয়া উৎপন্ন হয়। হাকিমী-মতে ও বায়ু পিত্ত কফ ও রক্ত বিকৃত হইয়া সমস্ত ব্যাধি উৎপন্ন হয়। ফলতঃ হাকিমী ও কবিরাজীমতে কিছুমাত্র বিভিন্নতা নাই। কেবল হাকিমীমতে আয়ুর্ব্বেদ ছাড়া ও কতকগুলি নূতন ভেষজ্ দ্রব্য ব্যবহৃত হইয়াছে। হাকি-মরা অনেক গুলি নূতন ঔষধের গুণ বাহির করিয়াছেন, সে গুলির উল্লেখ আমাদিগের আয়ুর্ব্বেদে নাই। আয়ুর্ব্বেদীয় চরক ও সুশ্রুত আরবী ভাষায় অনুবাদিত হইয়া হাকিমীমতের সৃষ্টি করিয়াছে। আর ঐ দুই পুস্তক ইউ-রোপীয় ভাষায় অনুবাদিত হইয়া আধুনিক এলোপ্যাথিমত সৃষ্টি করিয়াছে। অতএব আমাদিগের এই ভারতবর্ষই চিকিৎসা শাস্ত্রের জন্মভূমি ও লীলাক্ষেত্র। ভারতবর্ষীয় আমাদিগের পূর্ব্ব পুরুষ পূজনীয় আর্য্য ঋষিগণই পরম লোক হিতকর এই চিকিৎসা শাস্ত্র আবিষ্কার করেন। এককালে এই ভারত ভূমিতেই চিকিৎসা বিদ্যার দেশকালোপযোগী চরম উন্নতি হইয়াছিল। আমাদিগের পূর্ব্ব পুরুষগণই তাম্র, লৌহ প্রভৃতি ধাতু দ্রব্যের গুণ অবগত হইয়াছিলেন এবং বিবিধ বৃক্ষলতা ফল পুষ্পাদির রোগ নিবারক ক্ষমতা জানিতে পারিয়াছিলেন। যে লৌহ ধাতু আর্য্যগণ প্লীহারোগে ব্যবহার করি-তেন, ডাক্তারীমতে এখনও সেই লৌহ প্লীহারোগের উৎকৃষ্ট ঔষধ। আর্য্য-গণ সিফিলিষ পীড়ায় যে পারদ একমাত্র ঔষধ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া গিয়া-ছেন, ডাক্তারীমতে সেই পারদই উক্ত রোগের একমাত্র আরোগ্যকারী ঔষধ বলিয়া ব্যবহৃত হইতেছে। যেমন এই দেশজাত তুলা ইউরোপে গমন করিয়া সুতা ও বস্ত্র আকারে পুনর্ব্বার এই দেশে আসিয়া আমাদিগের অঙ্গ আবরণ করিতেছে, সেইরূপ এতদ্দেশ জাত চিকিৎসা প্রণালী ও ঔষধের গাছ গাছড়া ইউরোপে গিয়া আধুনিক উন্নত বিজ্ঞান শাস্ত্রের সহায়তায় পরি-মার্জ্জিত হইয়া ও বিভিন্নরূপ ধারণ করিয়া, আমাদিগের রোগ নিবারণ করিতেছে। আমাদিগের আর্য্যগণের সহস্রপুট লৌহভস্ম বিলাতি কলে পড়িয়া ফেরিকার্ব্বরূপ ধারণ করিয়া আমাদিগের ঘরে ঘরে বিরাজ করিতে-ছেন। এই দেশ জাত কুঁচিলা ইংলণ্ডে গিয়া টীং নক্সভমিকা ও হোমিও-

প্যাথি নক্সরূপ ধারণ করিয়া বিলাতি ঔষধরূপে আমাদিগের রোগ বিনাশ করিতেছে। আর এতদ্দেশীয় কবিরাজগণ আমার পশার গেলরে, আমার কেহ গুণ বুঝিলনারে বলিয়া মাথায় হাত দিয়া হা হুতাশ করিতেছেন; আর বিদেশী ঔষধের দোষ দেখাইয়া তারস্বরে চীৎকার করিতেছেন, ওহে হীন-বীর্য্য স্বদেশ বাসীগণ! তোমরা কি তীক্ষ্ণবীর্য্য ইউরোপীয় ঔষধ খাইয়া মারা পড়িবে? আইস স্বদেশ বাসীগণ! স্বদেশ বাসী হইয়া স্বদেশ জাত ঔষধের গুণ অবগত হও। দুর্ব্বল শরীরে স্নিগ্ধবীর্য্যশালী ঔষধ সেবন কর। তোমার টীংচার নক্সভমিকা ত্যাগ কর; আমার নিকট কুচিলারিষ্ট সেবন কর। আমরা চোক থাকিতে অন্ধ, বুদ্ধি থাকিতে বোকা, তাই আমাদিগের এমন দুর্দ্দশা। আমাদিগের এমন দুর্দ্দশা সমুপস্থিত হইয়াছে যে, কোন্ দ্রব্য স্বদেশী ও কোন্ দ্রব্য বিদেশী তাহাও আমাদিগের হৃদয়ঙ্গম করিবার ক্ষমতা নাই।

যে যে উপায়ে ঔষধ দ্রব্য শরীরস্থ করা যায়।

ঔষধ দ্রব্য শরীরে প্রবেশ করাইবার প্রধানতঃ দুইটী পথ আছে। প্রথম, বাহ্যিক প্রয়োগ দ্বারা; দ্বিতীয় আভ্যন্তরিক প্রয়োগ দ্বারা। চর্ম্মের উপর ঔষধ প্রয়োগ, লেপন বা মালিস প্রভৃতির নাম বাহ্যিক প্রয়োগ। আর ঔষধ সেবন বা গুহ্যদ্বারে পীচকারী করিয়া শরীরের ভিতর প্রবেশ করাইয়া দেওয়ার নাম আভ্যন্তরিক প্রয়োগ।

বাহ্যিক প্রয়োগ চারি প্রকারের আছে। (১) উপত্বাচ প্রয়োগ। (২) অন্তঃত্বাচ প্রয়োগ। (৩) অধঃত্বাচ প্রয়োগ, (৪) শিরার মধ্যে ঔষধ প্রয়োগ বা শিরার মধ্যে ঔষধ পীচকারী করিয়া দেওয়া।

(১). উপত্বাচ প্রয়োগ। ইহার ইংরাজী নাম এপিডার্ম্মিক মেথড (Epidermic Method)। দেখা গিয়াছে কোন কোন ঔষধ চর্ম্মের উপর মর্দ্দন করিলে উহা রক্তের সহিত মিশিয়া যায় এবং শরীরস্থ হইয়া উহার বিশেষ ক্রিয়া প্রকাশ করে। এইরূপ ঔষধের মধ্যে পারদ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। শরীরের যে সকল স্থানের চর্ম্ম নরম সেই সকল স্থানের চর্ম্মে, যেমন উরতের বা বগলের চর্ম্মে, পারার মলম মালিস করিলে পারা শরীরস্থ হয় এবং রোগীর মুখ আসিয়া পড়ে। পারদ ভিন্ন অন্যান্য ঔষধ এই উপায়ে এত সহজে শরীরস্থ হয়

না। জল ও তৈলাদি শরীরের উপর মর্দ্দিন করিলে কতক পরিমাণে শরীরে প্রবেশ করে। তাঁহার প্রমাণ এই যে, পিপাসা লাগিলে স্নান করিলে কতক পরিমাণে পিপাসার শান্তি হয়।

(২) অন্তঃত্বাচ প্রয়োগ। ইহার ইংরাজি নাম এন্‌ডারমিক মেথড (Endermic Method) বলে। এইরূপে ঔষধ প্রয়োগ করিতে হইলে চর্ম্মের উপর কোন প্রকারে ক্ষত উৎপন্ন করিয়া ঐ ক্ষতের উপর ঔষধ ছড়াইয়া দিতে হয়। তাহাতে কোন কোন ঔষধ শরীরস্থ হইয়া কার্য্য করে। যন্ত্রণা নিবারণার্থে এই উপায়ে মরফাইন্ প্রয়োগ করা যায়। বেদনা স্থানে এক আধুলি পরিমাণ ক্ষত উৎপন্ন করিয়া ঐ ক্ষতের উপর ¼ গ্রেণ মরফিয়া ছড়াইয়া দিলে উহা তৎক্ষণাৎ শরীরস্থ হয় এবং যন্ত্রণা নিবারণ করে। লাইকর এমন ফোর্ট দ্বারা অতি সহজে ক্ষত উৎপন্ন করা যায়। এক আধুলি পরিমাণ ব্লটিং পেপার কাটিয়া লইয়া লাইকর এমনিয়াতে ভিজাইয়া ফোস্কা তুলিবার যায়গায় স্থাপন করিবে। তাহার উপর আর একখানি কাগজ বা কলারপাতা দিয়া দুই চারি মিনিট পর্য্যন্ত চাপিয়া ধরিয়া থাকিবে। পরে ইহা তুলিলেই দেখিতে পাইবে ঐ স্থানের চর্ম্ম বিলক্ষণ নরম হইয়াছে। আঙ্গুল দিয়া ঐ স্থান ডলিলেই ঐ স্থানের চর্ম্ম উঠিয়া একটা পাতলা ছল্‌ছলে ক্ষত হইবে। ঐ ক্ষতের উপর মর্‌ফিয়া ছড়াইয়া দিলে উহা শরীরস্থ হইয়া কার্য্য করিবে। তদ্ভিন্ন, যন্ত্রণাযুক্ত নানাবিধ ক্ষতে (Ulcer) মর্‌ফিয়া ছড়াইয়া দিলে বা ক্ষতে প্রয়োগ করিবার মলমে অতি অল্প মাত্রায় মর্‌ফিয়া যোগ করিয়া ঐ ক্ষতে প্রয়োগ করিলে ক্ষতের যন্ত্রণা ও জ্বালা পোড়া তৎক্ষণাৎ নিবারণ হয়।

(৩) অধঃত্বাচ প্রয়োগ। ইহার নাম হাইপডার্ম্মিকমেথড। (Hypodermic Method)। চর্ম্মের নিম্নে ঔষধ পীচকারী করিয়া দেওয়ার নাম অধঃত্বাচ প্রয়োগ। এইরূপ উপায়ে সকল ঔষধ শরীরস্থ করা যায় না। কেবল কতকগুলি ঔষধের বীর্য্য অধঃত্বাচ রূপে ব্যবহার হয়। এই উপায়ে অতি শীঘ্র এবং সত্বর ঔষধের কার্য্য হয়। পীচকারী করার ঔষধ মাত্রায় অল্প হওয়া আবশ্যক এবং উহা চর্ম্মের প্রদাহ উৎপন্ন না করে তাহাও দেখা আবশ্যক। চর্ম্মের নিম্নে ঔষধ পীচকারী করিয়া দেওয়ার জন্য একরকম পীচকারীর ব্যবহার হয়, তাহার

নাম হাইপডার্ম্মিক সিরিঞ্জি। উহা ছোট একটী কাঁচের পীচকারী। তাহার মাথায় একটী সচ্ছিদ্র সুঁচ লাগান থাকে। প্রথমে ঔষধ টুকু পীচকারীতে করিয়া লইয়া উহার মাথায় ঐ সুঁচ লাগাইয়া যে স্থানে পীচকারী করিতে হইবে, সেই স্থানের চর্ম্মের নীচে ঐ সুঁচের ডগা প্রবিষ্ট করাইয়া দিতে হইবে। পরে পীচকারীর বোঁটা ঘুরাইলে ঐ ঔষধ ঐ সুঁচের ভিতর দিয়া চর্ম্মের নীচে সঞ্চিত হইবে এবং রক্তের স্রোতের সহিত মিশিয়া যাইবে। বাম হস্তের তর্জ্জনী ও বৃদ্ধাঙ্গুলির দ্বারা সেই স্থানের চর্ম্ম চিমটাইয়া ধরিতে হইবে এবং ডান হাতের দ্বারা পীচকারীর ডগ প্রবিষ্ট করাইতে হইবে। এইরূপ পীচকারী করিতে বড় বেশী যন্ত্রণা হয় না। যে সকল বীর্য্য ঔষধ খুব অল্প মাত্রায় কায করে এবং যাহারা জলে দ্রব হয়, সেই সকল ঔষধ অন্তঃত্বাচ প্রয়োগের উপযুক্ত। ব্রীটিস ফারমাকোপিয়ার অধঃত্বাচ প্রয়োগ জন্য তিনটী প্রয়োগ রূপ আছে, যথা মরফাইন, এপমর্‌ফাইন এবং আর্‌গটাইনি। মর্‌ফাইন এবং এপমর্‌ফাইন অহিফেনের বীর্য্য। আর্‌গটিন হচ্ছে আর্‌গটের সার। শরীরে কোন স্থানে অসহ্য যন্ত্রণা হইলে মর্‌ফাইন পীচকারী করিয়া দিলে তৎক্ষণাৎ যন্ত্রণা নিবারণ হয়। যে স্থানে যন্ত্রণা হয়, তাহার নিকটবর্ত্তী স্থানে পীচকারী করাই নিয়ম। কিন্তু শরীরের যে কোন স্থানে পীচকারী করিয়া দিলেও ঔষধ সেইখান হইতেই শরীরে ব্যাপ্ত হয়। নিউর‍্যালজিয়ার অসহ্য বেদনায়, মূত্রাশ্মরী নামিয়া আসার যন্ত্রণায়, পিত্তশূল রোগের অসহ্য যন্ত্রণায় মরফাইনের পীচকারী দেওয়া যায়। স্ত্রীলোকের জরায়ু হইতে অতিরিক্ত রক্তস্রাব হইলে তলপেটের চর্ম্মের নীচে আর্‌গটিন পীচকারী করিয়া দিলে তৎক্ষণাৎ রক্তস্রাব বন্ধ হয়। যেহেতু আর্‌গট রক্তস্রাব নিবারক এবং আর্‌গটিন্ উহার সার। এট্রপিন. ষ্ট্রীক নাইন, সল্‌ফিউরিক ইথর এবং কুইনাইন্ দ্রবও পীচকারী করিয়া দেওয়া যাইতে পারে। মর্‌ফাইন পীচকারী সচরাচর ব্যবহার হয়, আর্‌গটিন তত নহে। আর্‌গটিন্ পীচকারী করিলে, সময় সময় সেই স্থানের চর্ম্ম পচিয়া যায়। কুইনাইন্ পীচকারীতেও চর্ম্মের প্রদাহ হয়। মর্‌ফাইন পীচকারীতে এই সকল দোষ দৃষ্ট হয় না। রোগীর ধাত ছাড়িয়া অত্যন্ত দুর্ব্বল হইলে সল্‌ফিউরিক ইথর ১৫।২০ মিনিম্ মাত্রায় পীচকারী করিয়া দেওয়া যাইতে পারে।

ইহা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে, ঔষধ চর্ম্মের নীচে পীচকারী করিয়া দিলে উহার

তিন গুণ ক্রিয়া প্রকাশ পায়। ⅙ গ্রেণ মর্‌ফিয়া চর্ম্মের নীচে পীচকারী করিয়া দিলে ১ গ্রেণ মর্‌ফাইন সেবনের ফল হয়। এই কথা স্মরণ রাখিয়া পীচকারী করায় ঔষধের মাত্রা নির্ণয় করিবে।

এইরূপে ঔষধ প্রয়োগের সুবিধা এই যে, ইহাতে অল্প মাত্রায় অধিক কায হয়। সামান্যতঃ ঔষধ সেবন অপেক্ষা নিশ্চিত এবং অবধারিত ক্রিয়া প্রকাশ করে। ঔষধ গলাধঃকরণ ক্ষমতা না থাকিলে বা বমন হইতে থাকিলে এই-রূপে ঔষধ প্রয়োগ বিশেষ সুবিধা জনক।

হাইপডার্ম্মিক প্রয়োগ করিবার সময় দুই একটী বিষয়ে সাবধান হওয়া আবশ্যক।

(ক) পীচকারী করিবার সময় কোন শিরা বিদ্ধ করিবে না।

(খ) পীচকারীর ভিতর জল বুদ্‌বুদ না থাকে। ঐ বুদ্‌বুদ অর্থাৎ বায়ু কোন শিরার মধ্যে প্রবিষ্ট হইলে বিপদের আশঙ্কা আছে।

(গ) সাধারণতঃ পীচকারী করিবার জন্য বাহুর উপরিস্থ চর্ম্ম বেশ সুবিধা জনক। যে স্থানে লোক ইংরাজি টীকা লয় ঐ স্থানে অর্থাৎ ডেল্টয়েড্ মাংস পেশীর উপরকার চর্ম্মের নীচে।

(৪) শিরার মধ্যে ঔষধ প্রয়োগ বা ঔষধ পীচকারী করিয়া দেওয়া। ইহাকে ইংরেজিতে ইন্‌ট্রাভিনস্ ইন্‌জেক্‌শন (Intravenous Injection) বলে। এইরূপে ঔষধ প্রয়োগে অতি শীঘ্র কায করে এবং ঔষধ তৎক্ষণাৎ রক্তের সঙ্গে মিশিয়া যায়। কিন্তু ইহা বিপদ শূন্য নহে। ঔষধ পীচকারী করিবার সময় শিরা মধ্যে বায়ু প্রবেশ করিলে বিষম বিপদের কথা। তা ছাড়া শিরার প্রদাহ প্রভৃতিও হইতে পারে। এই সকল কারণে নিতান্ত আসন্ন অবস্থা ভিন্ন এইরূপ প্রথায় ঔষধ প্রয়োগ হয় না। অতিরিক্ত রক্তস্রাব হইয়া রোগী মর মর হইলে শিরা মধ্যে রক্ত পীচকারী করিয়া দিলে রোগীর প্রাণ রক্ষা হয়। অপর ব্যক্তির রক্ত রোগীর শিরার মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দেওয়ার নাম ট্রান্সফিউশন্ অব্ ব্লড। (Trans fusion) এইরূপ প্রক্রিয়া জন্য এক রকম যন্ত্র আছে তাহা নলের ন্যায়। যে ব্যক্তির ভেইনে বা শিরার রক্ত পূরিয়া দিতে হইবে তাহার বাহুর ভিতরদিকের একটা মোটা শিরাতে ঐ যন্ত্র নলের একটা সছিদ্র সূচী ফোটাইয়া দিতে হইবে এবং যাহার শরীর

হইতে রক্ত লইতে হইবে তাহারও বাহুর ঐ শিরায় যন্ত্রের আর এক দিকে সংলগ্ন সূচী ফুটাইয়া দিতে হইবে। এই ব্যক্তির শিরা হইতে রক্ত বাহির হইয়া রোগীর শিরার ভিতর যাইবে। এইরূপে দুই চারি আউন্স রক্ত রোগীর শরীরে প্রবেশ করিলেই রোগী সবল হইবে। প্রসবের পর অতিশয় রক্ত-স্রাব হইয়া রোগীর প্রাণ যায় যায় হইলে এইরূপ উপায়ে রোগী মৃত্যু মুখ হইতে রক্ষা পাইতে পারে। এই কাযের জন্য এক জনকে রক্ত দান করিতে হইবে।

কলেরা হইয়া রোগীর আসন্ন অবস্থা উপস্থিত হইলে শিরা মধ্যে হাইপ-ডার্ম্মিক সিরিঞ্জি দ্বারা লবণ গোলা জল পীচকারী করিয়া দিলে উপকার হইতে পারে। গরম জল পীচকারী করিয়া দিলেও নাকি উপকার হয়।

এই হইল চারি প্রকারের বাহ্যিক প্রয়োগ। তদ্ভিন্ন, নানাবিধ মালিসের ঔষধ (লিনিমেণ্ট), বেলেস্তারা প্রয়োগ, কোন স্থানে বেলেস্তারা দেওয়া বা কোন ঔষধের প্রলেপ দেওয়াও বাহ্যিক প্রয়োগ। কিন্তু এই সকল প্রয়োগে ঔষধের স্থানীয় ক্রিয়া মাত্র প্রকাশ পায়। এই সকল ঔষধ প্রায়ই শরীরের ভিতর প্রবেশ করে না। এতদ্ভিন্ন, ঔষধ দ্বারা ক্ষত ধৌত করা, ক্ষতের উপর ঔষধ লাগান এবং ঔষধের কুলি করা, চক্ষের ভিতর ঔষধের ফোট দেওয়াও বাহ্য প্রয়োগ।

তারপর ধর আভ্যন্তরিক প্রয়োগ দ্বারা ঔষধ শরীরে প্রবেশ করান। এইরূপ প্রয়োগ তিন প্রকারের আছে (১) ঔষধ সেবন দ্বারা (২) গুহ্য দ্বারে ঔষধ প্রবেশ করিয়া দেওয়া। (৩) শ্বাস পথে ঔষধের বাষ্প গ্রহণ।

(১) ঔষধ সেবন। এইটী হচ্ছে ঔষধ শরীরস্থ করিবার সাধারণ নিয়ম। অধিকাংশ ঔষধই এইরূপে আমরা প্রয়োগ করিয়া থাকি। এইটী সর্ব্বা-পেক্ষা সহজ উপায়। মিক্শ্চার করিয়া বা বড়ী করিয়া অথবা গুঁড়ার আকারে ঔষধ সেবন করিতে দেওয়া হইয়া থাকে। ঔষধের বিকট আস্বাদ ঢাকিবার জন্য নানা রকম উপায় অবলম্বিত হইয়া থাকে। মিক্শ্চারের সঙ্গে সিরপ এবং সুগন্ধ দ্রব্য মিশাইয়া দেওয়া যায়। অনেকে পিল ঔষধ গলাধঃ-করণ করিতে পারে না। তাহাদিগকে মিক্শ্চার করিয়া দেওয়াই সুবিধা। কোন কোন ঔষধ সেবনে ক্ষুধানাশ, বমনোদ্বেগ প্রভৃতি হয়, সে গুলির প্রতি

লক্ষ্য রাখা উচিত। এবং যাহাতে ঐ সকল উদ্বেগ না হয়, এরূপ ভাবে প্রয়োগ করিবে।

(২) গুহ্যদ্বারে ঔষধ প্রয়োগ করা। এইরূপ প্রয়োগ দুই প্রকার হইয়া থাকে। (ক) ঔষধের বড়ী পাকাইয়া গুহ্যদ্বারে প্রবেশ করাইয়া রাখিয়া দেওয়া। (খ) ঔষধের পীচকারী দেওয়া। প্রথম প্রকারের প্রয়োগকে সপোজিটরি দেওয়া বলে। (Suppositori) দ্বিতীয় প্রকারের প্রয়োগ রূপকে এনিমা দেওয়া বলে।

(ক) সপোজিটরি। গুহ্যদ্বারে বা তন্নিকটবর্ত্তী স্থানে যন্ত্রণা হইলে, অহিফেন, বেলেডানা প্রভৃতির সপোজিটরি প্রস্তুত করিয়া গুহ্যদ্বারে দিয়া রাখিলে, উহা শরীরে শোষিত হইয়া যন্ত্রণা নিবারণ করে। ব্রীটিসফারমা-কোপিয়ায় নানা রকমের সপোজিটরি আছে। তা ছাড়া আরও অনেক ঔষধ সপোজিটরি করিয়া দেওয়া যাইতে পারে।

(খ) এনিমা দ্বারা। গুহ্যদ্বারে ঔষধ পীচকারী করিয়া দেওয়ার নাম এনিমা দেওয়া। সচরাচর অহিফেনের এনিমা দেওয়া হইয়া থাকে। গুহ্যদ্বারে জরায়ুতে বা তলপেটে বেদনা হইলে অহিফেনের এনিমা দেওয়া যায়। তাহাতে ঔষধ শরীরস্থ হইয়া যন্ত্রণা দূর করে। গর্ভস্রাবের আশঙ্কা হইলে টীংচার ওপিয়মের এনিমা দিলে, যন্ত্রণা ও গর্ভস্রাব আশঙ্কা নিবারণ হয়। এই রূপ ভাবে এনিমা দিতে হইলে, অর্থাৎ ঔষধ শরীরে হজম করিবার জন্য এনিমা দিতে হইলে, ঔষধ ও জল একত্রে ৩।৪ আউন্সের বেশী না হয়। এই ঔষধ একটা ৪ আউন্স পীচকারীতে লইয়া উহার সূচল ডগ গুহ্যদ্বারে প্রবিষ্ট করাইয়া ঔষধ পীচকারী করিয়া দিতে হইবে। পরে ঔষধ যাহাতে শীঘ্র বাহির হইয়া না আইসে, তাহা করিতে হইবে। পীচকারী বাহির করিয়াই বৃদ্ধাঙ্গুলির দ্বারা ৪।৫ মিনিট পর্য্যন্ত গুহ্যদ্বার টিপিয়া ধরিয়া রাখিতে হইবে। অহিফেনের এনিমা দিতে হইলে ৩০।৪০ মিনিম্ টিংচার অহিফেন ২।৩ আউন্স জলের সঙ্গে মিশাইয়া পীচকারী দিবে। অথবা ব্রীটিসফারমা-কোপিয়ায় অনুমোদিত ½ ড্রাম টিংচার এবং ২ আউন্স জল ব্যবহার করিবে। উদরাধ্মান রোগে টরপেণ্টাইন এনিমা দিলে উদরাধ্মান নিবারণ হয়। (টরপেণ্টাইন ১ ড্রাম. মিউছিলেজষ্টার্চ্চ ১ আউন্স)। হিষ্টিরিয়া রোগীর

পক্ষে এসাফিটিডার এনিমা দেওয়া যায়। ইহাতে আক্ষেপ ও উদরাধ্মান নিবারণ করে।

বালকদিগকে ঔষধির এনিমা দিতে হইলে ১।২ আউন্স মাত্রায় জল ব্যবহার করিবে। ইহার অতিরিক্ত দিলে দাস্ত হইয়া যাইবে। শিশুদিগের গুহ্যদ্বারে ছোট ছোট ক্রিমি হইলে লবণ ও জল বা কুয়াশিয়া ভিজা জল পীচকারী করিয়া দিলে তৎক্ষণাৎ ক্রিমি বিনষ্ট হয়।

আরও দুই রকমের এনিমা দেওয়া আছে। ১ম, পর্‌গেটিভ্ এনিমা (Purgative Enema)। এই এনিমা দাস্ত করাইবার জন্য। ইহাতে বড় পীচকারী দরকার। ১২ আউন্স, ১৬ আউন্স পর্য্যন্ত পীচকারী করিয়া না দিলে দাস্ত হয় না। এই উদ্দেশে ব্রীটিসফার্ম্মাকোপিয়ার অনুমোদিত এনিমা সকল দেওয়া যাইতে পারে। যথা, সল্‌ফেট অব্ ম্যাগ্‌নেসিয়ার এনিমা। তা ছাড়া কেবল মাত্র জলের এনিমা দিলেও দাস্ত হয়। জল ও তৈল মিশ্রিত করিয়া অথবা জল ও ক্যাষ্টর অয়েল কিম্বা গরম জলে সাবান গুলিয়াও এনিমা দেওয়া যাইতে পারে। ছোট ছোট ছেলেদের দাস্ত করাইতে হইলে ৩।৪ আউন্স জল পীচকারী করিয়া দিলেই দাস্ত হয়। সদ্যোজাত শিশুর পক্ষে ১ আউন্স যথেষ্ট। দাস্ত করাইবার এমন সহজ উপায় আর নাই। কিন্তু ইহাতে বড় অন্ত্রের মল মাত্র নির্গত হয়। উপরের মল নির্গত হয় না। খুব শীঘ্র দাস্ত করাইবার দরকার হইলে, অথবা রোগীকে ঔষধ সেবন করাইবার সুবিধা না থাকিলে, এইরূপে দাস্ত করানই সুবিধা। সংন্যাস রোগ (এপপ্‌লেক্‌সি) গ্রস্ত অজ্ঞান রোগীর দাস্ত করাইতে হইলে ইহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপায়।

২য়। নিউট্রিয়েণ্ট এনিমা (Nutrient Enema) ইহাকে পথ্যের এনিমা দেওয়া বলে। রোগীর গলাধঃকরণ ক্ষমতা না থাকিলে, এইরূপ উপায়ে পথ্য দিয়া রোগীকে বাঁচাইয়া রাখা যায়। গলনলীতে ক্যান্‌সার হইলে, ঈসফেগসের ষ্ট্রীক্‌চার হইলে বা দুর্দ্দমনীয় বমন রোগ হইলে, এইরূপ উপায়ে পথ্য দেওয়া যাইতে পারে। তরল আকারের অতি পুষ্টিকর পথ্য গুহ্যদ্বারে পীচকারী করিয়া দিতে হয়। পথ্য পীচকারী দিবার পূর্ব্বে সাধারণ পর্‌গেটিভ এনিমা দিয়া রোগীর মলভাণ্ড পরিষ্কার করিবে। রেক্‌টমের (সরলান্ত্রের) শ্লেষ্মাঝিল্লির তরল পথ্য শোষণ করিয়া লইবার ক্ষমতা আছে, কিন্তু পথ্য পরিপাক

করিবার ক্ষমতা নাই। এজন্য, পথ্যের সহিত পাচক ঔষধ সংযোগ করিয়া দেওয়া বিহিত। এই উদ্দেশ্যে পথ্যের সহিত হাইড্রোক্লোরিক এছিড এবং পেপ্‌সিন যোগ করিয়া দেওয়া যায়। মাংসের ক্বাথ, পোর্টওয়াইন, ব্রাণ্ডি প্রভৃতির সহিত এছিড মিশাইয়া পিচকারী করিতে হইবে। মাত্রা ২।৪ আউন্সের বেশী না হয়। এইরূপে ৩।৪ ঘণ্টান্তর পথ্য প্রয়োগ করা যাইতে পারে। এনিমা দিয়া বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের দ্বারা কিয়ৎকাল পর্য্যন্ত গুহ্যদ্বার টিপিয়া ধরিয়া রাখা কর্ত্তব্য, নচেৎ পথ্য বাহিরে আসিয়া পড়ে। মাংসের যূষ ১ আউন্স, ব্রাণ্ডি ১ আউন্স, ডাইলুট হাইড্রোক্লোরিক এছিড ৩০ মিনিম। একেবারে এনিমা দেও। ডিম্বের ঘেলুর সঙ্গে পেপ্‌সিন মিশাইয়া এনিমা দেওয়া যাইতে পারে।

৩য়। শ্বাস পথ দ্বারা ঔষধের বাষ্প গ্রহণ। এই উপায়ে কোন কোন ঔষধ শরীরে প্রবেশ করান যায়। নাসিকার দ্বারা ঔষধের বাষ্প গ্রহণ করিতে হয়। অনেকেই জানেন ক্লোরফরম শুঁখাইলে মানুষ অজ্ঞান হয়। অনেক আক্ষেপযুক্ত রোগে ক্লোরফরম শুখান যায়। রোগীর মূর্চ্ছা হইলে, নাকে এমনিয়ার শিশি ধরিলে রোগীর মূর্চ্ছা ভঙ্গ হয়। কোন কারণে কেহ হঠাৎ অচেতন ও অজ্ঞান হইলেও এই উপায়ে সচেতন করা যায়। ব্রীটিস ফার্‌মাকোপিয়াতে শ্বাস পথে ঔষধ গ্রহণ করার ৬ প্রকার প্রয়োগ রূপ আছে। যথা হাইড্রছায়ানিক এছিড, ক্লোরিণ, কোনায়াম, ক্রিয়াজোট, আইওডাইন এবং ওলিয়ম পাইনি সিল্‌ভেস্‌ট্রীস। এই কয়টী সমস্তই শ্বাস যন্ত্রের পীড়ায় প্রযুক্ত হইয়া থাকে। যক্ষ্মাকাশ, লেরিঞ্জাইটীস ব্রংকাইটীস প্রভৃতি পীড়ায় উপকারক। এমনিয়া প্রভৃতি উগ্র ঔষধের বাষ্প অধিক ক্ষণ শ্বাস পথে গমন করিলে শ্বাসযন্ত্রে প্রদাহ উৎপন্ন হইতে পারে। এজন্য, এমনিয়া ও আইওডাইনের বাষ্প একাদিক্রমে খুব অধিক্ষণ শুঁখান কর্ত্তব্য নহে।

৪র্থ। ফিউমিগেশন। ঔষধের ধূম গ্রহণ।

৫ম। প্রসূতিকে ঔষধ খাওয়ান। কোন কোন ঔষধ প্রসূতিকে সেবন করাইলে গর্ভস্থ শিশুর ও স্তন্যপায়ী শিশুর উপর কার্য্য করে। সিফিলিস পীড়া গ্রস্ত মাতাকে আইওডাইন, মার্কারি প্রভৃতি সেবন করাইলে, তাহার

গর্ভস্থ শিশুকেও সেই সেই ঔষধ সেবন করান হয়। প্রসূতির স্তন দুগ্ধের সহিত অনেক ঔষধ মিশ্রিত হইয়া স্তন্যপায়ী শিশুর উপর কার্য্য করে, যেমন ওপিয়ম।

ঔষধের সংযোগ।

একবারে একটী মাত্র ঔষধ কি দুই তিন রকম ঔষধ একত্রে যোগ করিয়া দেওয়া উচিত কিনা তাহা বিবেচ্য। এই বিষয় স্থির করিতে হইলে অগ্রে রোগী দেখিয়া কি কি লক্ষণ দূর করিতে হইবে তাহা দেখা কর্ত্তব্য। তারপর প্রত্যেক ঔষধের গুণ এবং তাহাদের অসম্মিলনের বিষয় ভাবিয়া দেখা কর্ত্তব্য। যে সকল ঔষধ বেশী কার্য্যকারক এবং প্রত্যক্ষ ফলদায়ক, সে সকল ঔষধ অন্য ঔষধের সঙ্গে না মিশাইয়া দিলেও চলে। যেমন, আইওডাইড্ অব্ পটাসিয়ম, কুইনাইন, ওপিয়ম, ব্রোমাইড্ অব্ পটাসিয়ম্ ইত্যাদি। বিভিন্ন গুণ বিশিষ্ট ভিন্ন ভিন্ন ঔষধ একত্রে না মিশাইয়া দেওয়া উচিত। যথা ঘর্ম্মকারক, মূত্রকারক এবং কফ নিঃসারক ঔষধ একত্রে এক প্রেসক্রিপ্সনে দেওয়া উচিত নহে। তাহাতে কোন্ ঔষধ প্রয়োগ করিয়া কিরূপ ফল হইল তাহা বুঝা যায় না। ঔষধ প্রয়োগ করিবার পূর্ব্বে ঔষধ কি উদ্দেশ্যে দেওয়া যাইতেছে তাহা ভাবিয়া লওয়া উচিত। নিষ্প্রয়োজনে কোন ঔষধ দেওয়া উচিত নহে। অনেক চিকিৎসক রোগ ঠিক করিতে না পারিয়া নানাবিধ ঔষধ একত্রে মিশাইয়া দেন। উদ্দেশ্য এই যে, যদি কোনটা লাগিয়া যায়। এই রূপে ঔষধ প্রয়োগ চিকিৎসা শাস্ত্রানুমোদিত নয়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলিতে পারি, মুখে ক্ষতরোগ হইলে, উহা উপদংশজাত দুরারোগ্য ক্ষত অথবা অজীর্ণ জনিত সামান্য ক্ষত তাহা ঔষধ দেওয়ার পূর্ব্বে ঠিক করিতে হইবে। কারণ অজীর্ণরোগ ও উপদংশ রোগের চিকিৎসার্থ সম্পূর্ণ বিভিন্ন প্রকারের ঔষধ প্রয়োগ করিতে হইবে। অজীর্ণ ক্ষতে সামান্য অজীর্ণ নাশক ঔষধ এবং পটাসিয়ম ক্লোরেট নামক ঔষধে উপকার করে, আর উপদংশজাত ক্ষতে আইওডাইড্ অব্ পটাসিয়ম এবং মার্ক্যুরি প্রভৃতি প্রয়োগ করিবার দরকার। এক জন চিকিৎসক কোন রোগীর মুখের ক্ষত ঠিক করিতে না পারিয়া ক্লোরেট অব পটাসিয়ম, আইওডাইড অব্ পটাসিয়ম, মার্ক্যুরি এবং আর কি কি ঔষধ

মিশাইয়া দিয়া ছিলেন। তাহাতে একটা ভিচিকিচ্ছি রকমের প্রেস্‌ক্রুপ্‌সন হইয়া ছিল।

একরূপ গুণ বিশিষ্ট ভিন্ন ভিন্ন ঔষধ একত্রে মিশাইয়া দিলে তাহারা পরস্পরের গুণ বৃদ্ধি করে। যথা মূত্রকারক ঔষধ পাটাস ছাইট্রাস এবং নাইট্রিক ঈথর এক সঙ্গে দিলে অধিকতর উপকারক হয় সেইরূপ একরূপ ঔষধের ভিন্ন ভিন্ন প্রয়োগরূপ একত্রে দিলে, সেই ঔষধ অধিকতর কার্য্যকারী হয়, যথা টীং সিংকোণা এবং ডিক্কশন্ সিংকোণা একত্রে মিশাইয়া দিলে অধিকতর উপকারী হয়। ঔষধের বিকট আস্বাদ ঢাকিবার জন্য বা উহা ভাল দেখাইবার জন্য দু একটা বাজে ঔষধ মিশাইয়া দিতে দোষ নাই। যথা, পটাসিয়ম ব্রোমাইড, ও ক্লোরাল হাইড্রেটের সঙ্গে সিরপ অরানটাই বা লেমন সিরপ বা সাধারণ সিরপ মিশাইয়া দেওয়া যায়।

সাধারণ কোষ্ঠবদ্ধতা রোগে এলোজের সঙ্গে একটু ফেরিসল্‌ফেট মিশাইয়া দিলে এলোজের গুণ বাড়ে।

হৃদয়ের পীড়ায় ডিজিট্যালিসের সঙ্গে লৌহ ঘটিত ঔষধ মিশাইয়া দিলে উহা অধিকতর উপকারী হয়। সেইরূপ, জরায়ুর পীড়ায় আর্‌গট প্রয়োগের সঙ্গে লৌহ ঘটিত ঔষধ মিশাইলে উহা অধিকতর কার্য্যকারী হয়। পুরাতন ম্যালেরিয়া জ্বরে কুইনাইনের সহিত ফেরিসল্‌ফেট মিশাইয়া দিলে অধিক উপকার হয়। সুনিদ্রা আনয়নার্থ ব্রোমাইড্ অব্ পটাসিয়ম, ওপিয়ম এবং ক্লোরাল হাইড্রেট্ একত্রে যোগ করিয়া দিলে নিশ্চিত নিদ্রা হয়। উৎকৃষ্ট কফ-মিকশ্চার (কফ নিঃসারক) ঔষধ দিতে হইলে, এমনিয়া কার্ব্বনেট ও ইপিকাক একত্রে মিশাইয়া দিলে সমধিক উপকার হয়।

ঔষধ বিশেষের প্রয়োগে কখন কখন সেই ঔষধ জনিত দুই একটী খারাপ লক্ষণ উপস্থিত হয়। সেইরূপ লক্ষণ উপস্থিত হওয়া নিবারণ জন্য সেই সকল ঔষধের সহিত প্রতিষেধক ঔষধ মিশাইয়া দেওয়া উচিত। যথা,—অতিরিক্ত কুইনাইন সেবনে কাণ ঝা ঝা করিতে থাকিলে এবং শিরঃপীড়া হইলে, তন্নিবারণার্থ কুইনাইনের সহিত হাইড্রোব্রোমিক এছিড মিশাইয়া দেওয়া যায়। আইওডাইড্ অব্ পটাসিয়ম সেবনে সর্দ্দি ও মাথা ভার হইলে, উহার সহিত এরমেটিক স্পীরিট অব্ এমনিয়া মিশাইয়া দেওয়া যায়। ব্রোমাইড্ অব্-

পটাসিয়ম সেবনে গাত্রে চুলকনা বাহির হইলে, তন্নিবারণার্থ উহার সহিত দুই এক ফোটা লাইকর আর্সেনিকেলিস মিশাইয়া দেওয়া যায়।

মর্ফাইন অধঃত্বাথ প্রয়োগে অনেক লোকের মূর্চ্ছা, বমন প্রভৃতি উপস্থিত হয়। সেরূপ স্থানে ঐ মরফাইনের সহিত অতি সামান্য পরিমাণে এট্রোপাইন সল্যুসন মিশাইয়া দিলে আর ঐ সকল লক্ষণ উপস্থিত হয় না।

এণ্টিপাইরিন ও এণ্টিফ্রেব্রিনের সহিত কিছু ব্রাণ্ডি মিশাইয়া দিলে আর কোলাপ্স বা ধাতু দুর্ব্বল হইতে পায় না।

পেটকামড়ান, উদরাধ্মান প্রভৃতি নিবারণার্থ বিরেচক ঔষধের সঙ্গে এলাচ, লবঙ্গ, পেপারমেণ্ট অইল প্রভৃতি মিশাইয়া দেওয়া উচিত।

ছোট ছোট শিশুরা তিক্ত ঔষধ খাইতে কষ্ট বোধ করে। কিন্তু এমন অনেক ঔষধ আছে, যাহা সেবন করিতে আমাদের কষ্ট বোধ হয়, কিন্তু শিশুরা অনায়াসে খাইয়া ফেলে। শিশুরা ক্যাষ্টর-অয়েল প্রভৃতি দুর্গন্ধ ঔষধ সেবনে কষ্ট বোধ করে না। তিক্ত ও অম্ল ঔষধ শিশুদিগকে দিতে হইলে, উহার সঙ্গে সিরপ প্রভৃতি মিশাইয়া দেওয়া উচিত। কুইনাইনের সহিত মধুযোগ করিয়া দিলে শিশুরা আনন্দ পূর্ব্বক খায়। শিশুদের ঔষধের পরিমাণ খুব কম করিয়া দেওয়া উচিত। অধিক জল মিশাইয়া মাত্রা বেশী করিলে, শিশুরা ততটা পান করিয়া উঠিতে পারে না। বড়ী ঔষধ শিশুরা সেবন করিতে কষ্ট বোধ করে।

ঔষধ প্রয়োগের নিয়ম।

যে সকল ঔষধ শরীরের উপর শীঘ্র কার্য্য দর্শাইবার উদ্দেশ্যে প্রয়োগ করা হয়, সে গুলি পিল বা বটিকাকারে না দিয়া মিক্শ্চার করিয়া দেওয়া উচিত, কারণ বটিকা অপেক্ষা মিক্শ্চার শীঘ্রই পরিপাক হয়।

রোগের অবস্থানুসারে ঔষধ প্রয়োগের সময় নির্দ্দেশ করিবে। সাধারণতঃ পুরাতন ধরণের রোগে প্রতিদিন ৩ বার করিয়া ঔষধ সেবনের ব্যবস্থাই যথেষ্ট। তরুণ কঠিন পীড়ায় প্রয়োজনানুসারে ২ ঘণ্টান্তর, ৩ ঘণ্টান্তর এবং কখনও বা ½ ঘণ্টা বা ১৫ মিনিট অন্তর ও ঔষধ সেবনের ব্যবস্থা করা যায়।

নিদ্রা কারক ঔষধ রাত্রে শয়ন কালে ১ মাত্রার ব্যবস্থা করা উচিত। বিরেচক ঔষধের প্রায় ১ বার মাত্র প্রয়োগ থাকে।

অহিফেন প্রভৃতি ঔষধ পুরামাত্রায় ১ বার প্রয়োগ করিয়া আর ৪।৫ ঘণ্টা সময় অতীত না হইলে আর এক মাত্রা দেওয়া উচিত নয়। তবে ১ বার পুরামাত্রায় অহিফেন প্রয়োগ করিয়া যদি উহার কার্য্য অধিকক্ষণ পর্য্যন্ত রাখিবার দরকার হয়, তবে পুরামাত্রার পরপ্রতি ২ ঘণ্টান্তর অল্প অল্প মাত্রায় প্রয়োগ করা যাইতে পাবে।

কোন কোন ঔষধ একবার একমাত্রায় অধিক না দিয়া পুনঃ পুনঃ অল্প মাত্রায় প্রয়োগ করিলে অধিকতর উপকার হয়।

জ্বররোগে উত্তাপ কমাইবার জন্য একনাইট দেওয়ার দরকার হইলে টীংচার একনাইট ১ মিনিম বা ½ মিনিম মাত্রায় একটু জলের সঙ্গে প্রতি ঘণ্টান্তর বা প্রতি ½ ঘণ্টান্তর প্রয়োগে খুব উপকার হয়। সেইরূপ নানাবিধ তরুণ প্রদাহে, যেমন তরুণ নিউমোনিয়া, তরুণ আমাশয়, একনাইট ঐরূপ ভাবে প্রয়োগ করাই উপকারক।

যে ঔষধের ক্রিয়া বেশীক্ষণ স্থায়ী সে সকল ঔষধ দূরে দূরে প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য।

ব্রাণ্ডি, ইথর প্রভৃতি উত্তেজক ঔষধের ক্রিয়া স্থায়ী রাখিতে গেলে পুনঃ পুনঃ অল্প অল্প মাত্রায় প্রয়োগ করা উচিত। যথা,—রোগীর ধাতু দুর্ব্বল হইলে বা রোগীর কোলাপ্স (পতনাবস্থা) হইলে একবার একটু বেশী মাত্রায় উত্তে-জক ঔষধ দিয়া পরে ½ ঘণ্টা বা ১ ঘণ্টান্তর অল্প অল্প মাত্রায় দিলে ঐ ঔষধের কার্য্য স্থায়ী হয়।

বমন নিবারণার্থ হাইড্রোছিয়ানিক এছিড ডাইলুট একবারে বেশী মাত্রায় না দিয়া ২।৩ ফোঁটা মাত্রায় পুনঃ পুনঃ দেওয়া সমধিক উপকারক।

যে সকল ঔষধ পাকস্থলীর উগ্রতা উৎপন্ন করে, সে গুলি অপেক্ষাকৃত বেশী মাত্রায় দিতে হইলে, শূন্যোদরে না দিয়া আহারের পর দেওয়া উচিত। লাইকর আর্সেনিক এইরূপ ঔষধ। যে সকল ঔষধ আহারের সহিত ভাল পরিপাক হয়, তাহাদিগকে আহারের পর সেবন ব্যবস্থা করিবে, যেমন কড্‌লিবর অয়েল।

অম্লাজীর্ণ রোগে এছিড বা অম্ল ঔষধ আহারের পূর্ব্বে ব্যবস্থা করিবে। যে হেতু আহারের পর প্রয়োগ করিলে আরও অম্ল বৃদ্ধি হয়।

সোডা প্রভৃতি ক্ষার ঔষধ আহারের অব্যবহিত পরেই প্রয়োগ করিলে পাকস্থলীর অম্লপাচক রস নষ্ট হইয়া যায়, তাহাতে অজীর্ণ রোগ হয়।

নিদ্রাকারক ঔষধ রাত্রে এবং বিরেচক ঔষধ প্রাতে ব্যবস্থা করিবে।

ক্রিমিনাশক ঔষধ শূন্যোদরে (খালি পেটে) সেবন করাইবে।

কোন কোন ঔষধ সেবন করিতে করিতে ক্রমে ক্রমে শরীরের ভিতর জমিয়া যায় এবং সেই ঔষধ জনিত উৎকট লক্ষণ সকল উপস্থিত হয়। ডিজিট্যালিস্ এবং ষ্ট্রীক্নিয়া এই শ্রেণীর ঔষধ। এই সকল ঔষধ দীর্ঘকাল ধরিয়া ব্যবহার করিতে হইলে, মধ্যে মধ্যে দুইচারি দিন ঔষধ স্থগিত রাখা উচিত।

কোন কোন ঔষধ সেবন করিতে করিতে অভ্যস্ত হইয়া পড়ে, তখন ক্রমে ক্রমে বেশী মাত্রায় না দিলে, আর ফল পাওয়া যায় না। অহিফেন এবং ক্লোরাল হাইড্রেট এই শ্রেণীর ঔষধ। অহিফেন সেবন করিতে করিতে এমন অভ্যাস হইয়া পড়ে যে, অত্যন্ত অধিক মাত্রাতেও আর বিষ ক্রিয়া করে না। আফিংখোর তাহার দৃষ্টান্ত। যন্ত্রণার অবস্থায় অহিফেন অপেক্ষাকৃত বেশী মাত্রায় সহ্য হয়।

কোন কোন ঔষধ বেশী জল মিশাইলে কম বীর্য্যসম্পন্ন, সুতরাং কম কার্য্যকারী হয়। আবার কোন কোন ঔষধ বেশী জল মিশ্রিত করিলে, অধিকতর কার্য্যকারী হয়। আর্সেনিক, লৌহ ইত্যাদি ধাতু ঘটিত ঔষধ অল্প জল মিশাইয়া দেওয়া উচিত। ষ্ট্রীক্নিয়া, মরফিয়া প্রভৃতি বীর্য্যবান ঔষধ অল্প জল দিয়া দেওয়া উচিত। লাবনিক ঔষধ সকল বেশী জল মিশ্রিত করিলেই বেশী বীর্য্যশালী হয়। সল্ফেট অব্ ম্যাগ্নেসিয়া বেশী জল মিশাইয়া দিলে কার্য্যকারী হয় এবং দাস্ত আনয়ন করে। আইওডাইড্ অব্ পটাসিয়ম বেশী জল মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলেই অধিকতর কার্য্যকারী হয়।

ঔষধের মাত্রা নির্ণয়।

ব্রীটিস্ ফার্ম্মাকোপিয়া বলিয়া ডাক্তারি ঔষধ প্রস্তুতের একখান পুস্তক আছে। এই ব্রীটীস ফার্ম্মাকোপিয়া ডাক্তারদিগের একরকম আইন

কানুন স্বরূপ। ঐ বইখানি বিলাতের বড় বড় ডাক্তারদিগের অনুমোদিত। এলপ্যাথি ঔষধের সমস্ত মাত্রা ঐ পুস্তকে ঠিক করিয়া দেওয়া আছে। ঐ মাত্রা পূর্ণবয়স্কের পক্ষেই দেওয়া আছে। বালক ও বৃদ্ধদিগের পক্ষে ঐ মাত্রার ইতর বিশেষ করিতে হইবে। ব্রীটিস্ ফার্মাকোপিয়ার অতিরিক্ত মাত্রা প্রয়োগ করিতে যে ডাক্তারদিগের নিষেধ আছে, তাহা নহে। উপযুক্ত চিকিৎসক বিশেষ বিবেচনা পূর্ব্বক উপযুক্ত ক্ষেত্রে ঐ মাত্রাপেক্ষা বেশী মাত্রায় ঔষধ প্রয়োগ করিতে পারেন। তবে বিষাক্ত ঔষধগুলি ব্রীটিস্ ফরমাকোপিয়ার মাত্রার অতিরিক্ত না দেওয়াই কর্ত্তব্য। যেহেতু ঐ ফার্মাকোপিয়াই চিকিৎসকদিগের এবং কম্পাউণ্ডারদিগের মাত্রার আইন কানুন স্বরূপ এবং কুচিকিৎসা ঘটিত মামলা মোকদ্দমা উপস্থিত হইলে ঐ ব্রীটিস ফার্মা কোপিয়ার মাত্রাই বিচারকদিগের দলিল স্বরূপ হইয়া থাকে। কোন কোন ক্ষেত্রে বিষাক্ত ঔষধও বেশী মাত্রায় দেওয়া প্রয়োজনীয় হইয়া উঠে। যথা,—যাহারা আফিং খাইতে অভ্যস্ত হইয়াছে, তাহাদিগকে খুব বেশী মাত্রায় অহিফেন না দিলে আর পীড়ার সময় উপকার হয় না। অনেক ঔষধ ব্রীটিস ফার্মাকোপিয়ায় খুব কম মাত্রায় দেওয়া আছে, যেমন কুইনাইনের মাত্রা ২—১০ গ্রেণ নির্দ্দিষ্ট আছে, কিন্তু ২°গ্রেণ মাত্রায় কুইনাইন সেবনে জ্বর বন্ধ হয় না। রোগী খুব সবল অথবা শীতপ্রধান দেশবাসী ইউরোপীয়ান হইলে, সময় সময় একবারে ১০ গ্রেণের অধিক মাত্রাতেও দেওয়া যাইতে পারে। ইউরোপে অনেক চিকিৎসক ২০—৩০—৪০ গ্রেণ মাত্রায় কুইনাইন দেন। কিন্তু এতদ্দেশীয় রোগীদিগের পক্ষে ১০ গ্রেণই যথেষ্ট মাত্রা।

ব্রীটিস্ ফারমাকোপিয়ার নির্দ্দিষ্ট মাত্রা একজন পূর্ণ বয়স্কেরপক্ষে। অবস্থা বিশেষে এই পূরা মাত্রার ইতর বিশেষ করিতে হইবে।

নিম্ন লিখিত কারণে মাত্রার ইতর বিশেষের দরকার।

(১) রোগীর বয়স, (২) রোগীর লিঙ্গ (স্ত্রী বা পুরুষ), (৩) অভ্যাস (৪) ব্যক্তিগত স্বভাব (৫) পীড়ার বিশেষত্ব, (৬) ঔষধ প্রয়োগের সময় (৭) রোগীর বল, (৮) রোগীর মানসিক অবস্থা, (৯) অনাহার বা উপবাস, (১০) ঔষধপ্রয়োগ প্রণালী।

(১) রোগীর বয়স ঃ—

পূর্ণবয়স্ক অপেক্ষা বালক এবং বালক অপেক্ষা শিশুর কম মাত্রা হওয়া উচিত। খুব বৃদ্ধ বয়সে পূর্ণমাত্রাপেক্ষা কম মাত্রার প্রয়োজন হইয়া থাকে। নিম্ন লিখিত নিয়মানুসারে মাত্রা নির্ণয় করিবে,—

যদি পূর্ণ মাত্রা ১ গ্রেণ ধরা যায় তবে,

১ বৎসরের বালকেব পক্ষে $\frac{১}{১২}$ গ্রেণ।
২ বৎসরের „ „ $\frac{১}{৮}$ গ্রেণ।
৩ বৎসরের „ „ $\frac{১}{৬}$ গ্রেণ।
৪ বৎসরের „ „ $\frac{১}{৪}$ গ্রেণ।
৭ বৎসরের „ „ $\frac{১}{৩}$ গ্রেণ।
১৪ বৎসরের „ „ $\frac{১}{২}$ গ্রেণ।
২০ বৎসরের „ „ $\frac{২}{৩}$ গ্রেণ।
২১ হইতে ৬০ বৎসর „ পুরামাত্রা ১ গ্রেণ।

৬০ বৎসরের পর হইতে পুনর্ব্বার ঐ অনুপাতে মাত্রা কম হইবে।

এই নিয়মটীর নাম গ্লবিয়সের নিয়ম।

ইয়ং নামক আর একজন ডাক্তার আর এক রকম প্রণালী আবিষ্কার করিয়াছেন, যথা,—

রোগীর বয়স যত বৎসর হইবে, তাহার সংখ্যা লইয়া সেই সংখ্যায় ১২ সংখ্যা যোগ করিয়া যে সংখ্যা হইবে, রোগীর বয়সকে সেই সংখ্যা দিয়া বিভাগ করিলে মাত্রার নির্ণয় হইবে যথা ;—

যদি পুরা মাত্রা ১ গ্রেণ হয় তবে,

১ বৎসরের বালকের পক্ষে $\frac{১}{১+১২}=\frac{১}{১৩}$ গ্রেণ।
২ বৎসরের „ „ $\frac{২}{২+১২}=\frac{২}{১৪}=\frac{১}{৭}$ গ্রেণ।
৩ বৎসরের „ „ $\frac{৩}{৩+১২}=\frac{৩}{১৫}=\frac{১}{৫}$ গ্রেণ।
৮ বৎসরের „ „ $\frac{৮}{৮+১২}=\frac{৮}{২০}=\frac{২}{৫}$ গ্রেণ।

এই হইল সূক্ষ্ম নিয়ম। মোটামুটি নিয়ম এই যে, কতকগুলি বিষাক্ত ঔষধ ছাড়া প্রায় সমস্ত ঔষধ পাঁচ বৎসরের বালককে সিকি মাত্রায় দেওয়া যাইতে

পারে। তার নিম্ন বয়সে আরও কম মাত্রায় কায চলে। দশ বৎসরের বালককে অর্দ্ধমাত্রা এবং দ্বাদশ বর্ষের উপর বয়সে প্রায় পুরা মাত্রায় দিতে পারা যায়। খুব কচি শিশুকে পুরামাত্রায় ১২ ভাগের ১ ভাগ বা পুরামাত্রায় ৮ ভাগের ১ ভাগ মাত্রায় দিলেই ঔষধের কার্য্য প্রকাশ হয়।

দুই একটী ঔষধ শিশুদিগকে খুব সাবধানে প্রয়োগ করিতে হয়। অহিফেন বালকদিগের পক্ষে অতি বীর্য্যশালী ঔষধ। ৯ মাস বয়ঃক্রমের নিম্ন বয়স্ক শিশুকে অহিফেন ঘটিত ঔষধ দেওয়া উচিত নহে। এক বৎসরের শিশুকে ১ মিনিম টীংচার ওপিয়ম চব্বিশ ঘণ্টা মধ্যে একবার বা বড় জোর দুইবার প্রতি ৬।৭ ঘণ্টান্তর দিলে হানি হয় না।

শিশুদিগকে অহিফেন ঘটিত ঔষধ দিতে হইলে, কম্পাউণ্ড ইপিকাকুয়ানহা পাউডার (ডোভার্স পাউডার) বা টীংচার ক্যাম্ফর কো ব্যবস্থা করা সুবিধাজনক। ১ বৎসরের শিশুকে ½ গ্রেণ মাত্রায় ডোভার্স পাউডার দিলে উহাকে $\frac{1}{20}$ গ্রেণ মাত্র অহিফেন দেওয়া হয়, যেহেতু ডোভার্স পাউডারের প্রতি ১০ গ্রেণে ১ গ্রেণ অহিফেন আছে।

ক্যালমেল, গ্রেপাউডার, বেলেডোনা এবং আর্সেনিক এই কয়টী ঔষধ শিশুগণ অপেক্ষাকৃত বেশী মাত্রায় সহ্য করিতে পারে। বেশী মাত্রায় পারা ঘটিত ঔষধ সেবনেও শিশুদিগের মুখ আইসে না। ক্যালমেল এবং গ্রে পাউডার প্রায় পুরা মাত্রায় শিশুদিগকে দিতে পারা যায়। লাইকর আর্সেনিকেলিস ১ বৎসরের শিশুকে ২।৩ মিনিম মাত্রাতেও দেওয়া যাইতে পারে। ১ বৎসরের শিশুকে ১০ মিনিম মাত্রায় টীংচার বেলেডোনা ব্যবস্থা করিলেও শিশুরা অনায়াসে সহ্য করিতে পারে। বিরেচক ঔষধ শিশুদিগকে অপেক্ষাকৃত বেশী মাত্রায় প্রয়োগ না করিলে, কোন ফল হয় না। এক বৎসরের শিশুকে ২ ড্রাম ক্যাষ্টর অইল না খাওয়াইলে দাস্ত হয় না। ঐরূপ শিশুর পক্ষে ২ গ্রেণ রুবার্ব্ব এবং ১০ গ্রেণ জোলাপ পাউডারের দরকার। ভাইনম ইপিকাক শিশুরা বেশী মাত্রায় সহ্য করিতে পারে। ½ ড্রাম ভাইনম ইপিকাকের কমে শিশুদিগের বমন হয় না। ব্রোমাইড্ অব্ পটাসিয়ম অপেক্ষাকৃত বেশী মাত্রায় দেওয়া উচিত। তড়কা বা খেঁচুনী হইলে ১।২ বৎসর বয়স্ক শিশুকে ৫ গ্রেণ ব্রোমাইড দেওয়া যাইতে পারে। কিন্তু ক্লোরাল

হাইড্রেট অপেক্ষাকৃত কম মাত্রায় প্রয়োগ করিবে। ১ বৎসরের শিশুকে ১।২ গ্রেণ মাত্রাই যথেষ্ট। ১ বৎসরের নিম্ন বয়স্ক শিশুকে ব্রোমাইড এবং আইওডাইড্ অব্ পটাসিয়ম খুব কম মাত্রায় দেওয়া উচিত। বেশী মাত্রায় *দিলে, ছেলেদের গায়ে এক রকম চর্ম্মরোগ বাহির হয়।*

(২) রোগীর লিঙ্গ।

পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকদিগকে কম মাত্রায় ঔষধ দেওয়া উচিত।

(৩) অভ্যাস।

যে ঔষধ যাহার সেবন করা অভ্যাস হইয়া গিয়াছে, তাহাকে সেই মাত্রায় ঔষধ দিলে, কোন কার্য্যই হয় না। নিয়ত অহিফেন সেবী রোগীকে খুব বেশী মাত্রায় অহিফেন দিলেও কোন ফল হয় না। মদ্য এবং নেশাকারক ঔষধ মাত্রেই ক্রমে অভ্যস্ত হইয়া পড়ে।

(৪) ব্যক্তিগত প্রকৃতি।

কোন কোন ঔষধ অতি অল্প মাত্রায় প্রযুক্ত হইলেও কোন কোন রোগীর পক্ষে অসহ্য হইয়া উঠে। এইরূপ প্রকৃতি গত বিশেষত্বকে ইংরেজিতে (Idiosyncrasy) ইডিওসিনক্রেসি বলে। কোন কোন লোককে খুব অল্প মাত্রায়, এমন কি $\frac{1}{2}$ গ্রেণ মাত্রায় ক্যালমেল প্রয়োগ করিলেও ভয়ানক মুখ আসিয়া পড়ে। কোন কোন রোগীকে ১—২ গ্রেণ মাত্রায় এণ্টিফেব্রিণ প্রয়োগেও কোলাপ্স অবস্থা প্রাপ্ত হইতে দেখা যায়। আমার একটী জ্বর বিকারের রোগী, স্ত্রীলোক, বয়ক্রম ২০।২২ বৎসর হইবে। তাহার ১০৫ উত্তাপের অবস্থায় ২$\frac{1}{2}$ মাত্র এণ্টিফেব্রিণ দেওয়ায় ৫ মিনিটের মধ্যে ১০০ উত্তাপ হইয়াছিল এবং হাত পা শীতল ও নাড়ী দুর্ব্বল হইয়াছিল। একটী পূর্ণ বয়স্ক বলবান রোগীকে ২ গ্রেণ মাত্র ক্যালমেল দিয়া ছিলাম। তাহাতে তাহার ভয়ানক লালাস্রাব হইয়াছিল। কেহ কেহ অল্প মাত্রাতেও কুইনাইন সহ্য করিতে পারে না। কেহ কেহ অতি অল্প মাত্রায় আইওডাইড অব্ পটাসিয়ম সেবনে পীড়িত হইয়া পড়ে এবং তাহার নাসিকা ও চক্ষু দিয়া জল ঝরিতে থাকে।

(৫) পীড়ার বিশেষত্ব।

রোগের গুরুত্ব ও প্রাবল্য অনুসারে অপেক্ষাকৃত কম বা বেশী মাত্রায়

ঔষধ দেওয়া উচিত। অত্যন্ত যন্ত্রণার অবস্থায় অহিফেন এবং মর্ফিয়া একটু বেশী মাত্রায় দেওয়া উচিত। অন্ত্রাবরোধ রোগে অহিফেন বা বেলেডোনা পূর্ণ মাত্রায় না দিলে কায হয় না। ডায়েবেটীস রোগে অহিফেন পূর্ণ মাত্রায় দেওয়া কর্ত্তব্য। কোরিয়া রোগে এবং কম্পজ্বরে আর্সেনিক পুরা মাত্রায় না দিলে কোন কায হয় না। খেঁচুনি বা আক্ষেপ রোগে সরুস্ কোনাই অন্ততঃ ১ আউন্স মাত্রায় না দিলে কোন ফল হয় না। এল্‌বিউমিনিউরিয়া রোগে পারাঘটিত ও অহিফেন ঘটিত ঔষধ সহ্য হয় না। ফুস্‌ফুসের পীড়ায়, শ্বাস যন্ত্রের পীড়ায় এবং হৃদয়ের পীড়ায় অহিফেন সাবধান হইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। যদি খুব তরল শ্লেষ্মা উঠিতে থাকে, এবং গলা ঘড় ঘড় করে, তবে ঐরূপ অবস্থায় অহিফেন দিলে সমূহ অপকার হয়। উহাতে রোগীর শ্বাস রোধ হইবার সম্ভাবনা। সেইরূপ, হৃদয়ের যান্ত্রিক বিকৃতি ঘটিত পীড়াতে অহিফেন দিলে, হঠাৎ প্রাণনাশ হইতে পারে।

(৬) ঔষধ প্রয়োগের সময়।

যে ঔষধ একবার মাত্র দিতে হইবে, তাহা পুরামাত্রায় দেওয়া উচিত। নিদ্রাকারক ও বিরেচক ঔষধ ১ মাত্রায় একবার বেশী করিয়া দেওয়া উচিত। উত্তেজক ঔষধ প্রাতঃকালেও শেষ রাত্রে অপেক্ষাকৃত অধিক মাত্রায় সহ্য হয়।

(৭) রোগীর বল ;——

সবল অপেক্ষা দুর্ব্বল রোগীকে অপেক্ষাকৃত অল্প মাত্রায় ঔষধ দেওয়া উচিত।

(৮) রোগীর মানসিক অবস্থা।

কোন কোন রোগীর কোন কোন ঔষধের প্রতি ভয়ানক বিদ্বেষ থাকে, তাহাকে সে ঔষধ না দেওয়া ভাল।

(৯) অনাহার ;—

শূন্যোদরে ঔষধ প্রয়োগ করিলে, অতি শীঘ্র শীঘ্র ঔষধের কার্য্য হয়। এজন্য, শূন্যোদরে বিষাক্ত ঔষধ দিতে হইলে অপেক্ষাকৃত অল্প মাত্রায় প্রয়োগ করিবে। কুইনাইন ঔষধ শূন্যোদরে দিলে বমনোদ্বেগ হয়, এজন্য বেশী মাত্রায় কুইনাইন দিতে হইলে রোগীকে কিছু খাদ্য খাওয়াইয়া কুইনাইন

প্রয়োগ করা উচিত। ব্রাণ্ডি প্রভৃতি উত্তেজক ঔষধ শূন্যোদরে দিলে, বেশী কায করে।

(১০) ঔষধ প্রয়োগ প্রণালী।

অধঃত্বাচরূপে ঔষধ প্রয়োগ করিলে, ঔষধের চারি গুণ ক্রিয়া বৃদ্ধি হয়। এজন্য, অধঃত্বাচ ঔষধের মাত্রা সেবনীয় ঔষধের তিন বা চারি ভাগের ১ ভাগ হওয়া উচিত।

পক্ষান্তরে, গুহ্যদ্বার দিয়া ঔষধ প্রয়োগ করিলে, অপেক্ষাকৃত বেশী মাত্রায় প্রয়োগ করা উচিত। কারণ গুহ্যদ্বার দিয়া সমস্ত ঔষধ পরিপাক হয় না। গুহ্যদ্বারে আহিফেনের পিচকারী দিয়া নিদ্রা আনয়ন দরকার হইলে, অন্ততঃ ৩০—৪০ মিনিম মাত্রার দরকার।

(১১) দেশের জল বায়ুর অবস্থা।

জল বায়ুর অবস্থানুসারে ঔষধের মাত্রার ইতর বিশেষ হওয়া উচিত। শীত প্রধান দেশবাসী ইউরোপীয় জাতির পক্ষে যে মাত্রায় যে ঔষধ ব্যবস্থা করা করা উচিত, গ্রীষ্ম প্রধান দেশবাসীদিগের পক্ষে সেই ঔষধের মাত্রায় ইতর বিশেষ হওয়া উচিত। গ্রীষ্ম প্রধান দেশবাসীদিগের শরীর অপেক্ষাকৃত শিথিল, এজন্য রক্তস্রাব উদরাময় প্রভৃতি পীড়াতে সংকোচক ঔষধের মাত্রা কিছু বেশী হওয়া উচিত। পক্ষান্তরে, গ্রীষ্ম প্রধান দেশবাসীদিগের পক্ষে উত্তেজক ঔষধ অপেক্ষাকৃত অল্প মাত্রায় কায করিয়া থাকে। শীত প্রধান দেশবাসী অপেক্ষা গ্রীষ্ম প্রধান দেশবাসীরা পারদ-ঘটিত ঔষধ কম সহ্য করিতে পারে। অতি অল্প দিন মাত্র পারদ সেবনেই এতদ্দেশবাসীদিগের মুখ আসিয়া পড়ে।

প্রেসক্রপ্‌সন।

প্রেসক্রপ্‌সন মানে ঔষধের ব্যবস্থা পত্র। প্রেসক্রপ্‌সন করার পূর্ব্বে কি কি ঔষধ কত মাত্রায় দিতে হইবে সেটি ঠিক করিয়া লইতে হইবে। ইংরেজি প্রেসক্রপ্‌সনের প্রথমে R অক্ষরের ব্যবহার হয়। R হচ্ছে Recipe শব্দের

প্রথম অক্ষর। Recipe হচ্ছে একটী লাটিন্ কথা। উহার অর্থ Take thou অর্থাৎ "লও"। প্রথমে রোগীর নাম লেখা থাকিবে। পরে R অক্ষর দিয়া তাহার নীচে ঔষধ ও তাহাদের মাত্রা লিখিত হইবে। তাঁহার নীচে কম্পা-উণ্ডারকে কি করিয়া ঔষধ তৈয়ার করিতে হইবে, তাহা এবং রোগী কেমন করিয়া ঔষধ ব্যবহার করিবে, সেই উপদেশ স্পষ্ট কথায় লিখিত হইবে! রোগীকে ঔষধ ব্যবহারের উপদেশ বেশ স্পষ্ট করিয়া ইংরেজী বা বাঙ্গালায় লিখিয়া দিতে হইবে। এদেশে অল্প লোকেই ল্যাটিন বুঝে। অত-এব ল্যাটিন ভাষা ত্যাগ করিয়া ইংরেজী বা বাঙ্গালা ভাষা ব্যবহার করাই প্রশস্ত। প্রেসক্রুপ্‌সনে কতকগুলি সংক্ষিপ্ত ল্যাটিন শব্দের ব্যবহার হইয়া থাকে। তাহার বিশেষ বিবরণ কম্পাউণ্ডার সহচর গ্রন্থে দেওয়া গিয়াছে। রোগীকে যে ডাইরেক্‌সন বা ঔষধ ব্যবহার উপদেশ দেওয়া যায়, তাহার প্রথমে Sig এই সংক্ষিপ্ত কথাটি লেখা থাকে। Sig শব্দ Signature নামক-ল্যাটিন শব্দের সংক্ষেপ। উহার অর্থ চিহ্ন কর বা লক্ষ্য কর। সর্ব্বশেষে ব্যবস্থাকারীর নাম দক্ষিণদিকে লিখিত থাকিবে এবং বামদিকে তারিখ থাকিবে। নিম্নে একটা প্রেসক্রুপ্‌সনের দৃষ্টান্ত দিলাম।

For Hera Lall Kundu.

R.

Acid nitric dil ℳxxx.

Tinct. Cinchonae Co ʒiii

Decoction Cinchonae ad ℥vi

Misce. Divide into 6 doses.

Sig. One dose to be taken three times a day.

হিরালাল কুণ্ডুর জন্য।

লও

ডাইলিউটনাইট্রিক এছিড ৩০ মিনিম।

টীংচার সিংকোনা কম্পাউণ্ড ৩ ড্রাম।

ডিকক্‌সন সিংকোনা সমষ্টিতে ৬ আউন্স।

মিশ্রিত কর। ৬ মাত্রায় ভাগ কর।

এক এক মাত্রা দিন তিন বার করিয়া সেবন করিবে বলিয়া ডাইরেক্সন দেও।

সমস্ত ইংরেজী ঔষধের নাম ল্যাটিন কথায় লিখিত থাকে।

প্রেস্‌ক্রপসনের ঔষধের নাম এরূপ ভাবে লেখা কর্ত্তব্য যেন সাধারণে তাহা বুঝিতে না পারে। এই জন্যই ল্যাটিন ভাষার প্রয়োজন।

বিভিন্ন গুণবিশিষ্ট নানাপ্রকার ঔষধ একত্রে দেওয়া বিধেয় নহে। একনাইট, আইওডাইড অব্ পটাসিয়ম্, অন্য ঔষধে না মিশাইয়া একাকী দেওয়াই বিধেয়।

প্রেসক্রপ্‌সন করিবার সময় অসম্মিলনের বিষয় স্মরণ করা কর্ত্তব্য। যে যে ঔষধে যে যে ঔষধ অসম্মিলিত হয়, তাহার বিশেষ বিবরণ কম্পাউণ্ডার সহচরে দেওয়া গিয়াছে।

অসম্মিলন তিন প্রকারের আছে যথা,—(১) রাসায়নিক অসম্মিলন। (২) বিরোধী অসম্মিলন। (৩) যৌগিক অসম্মিলন।

যদি কোন দুইটী ঔষধ মিশাইলে, তাহারা পরস্পর মিশ্রিত হইয়া একটী নূতন ঔষধ উৎপন্ন করে, তবে তাহার নাম রাসায়নিক অসম্মিলন। এছিটেট্ অব্‌লেড্ এবং সল্‌ফিউরিক এছিড মিশ্রিত করিলে সল্‌ফেট্ অব্ লেড হইয়া পড়ে। উহাতে এছিটেট্ অব্ লেডের কোনই গুণ থাকে না। লৌহ ঘটিত ঔষধের সঙ্গে ট্যানিক এছিড অথবা ট্যানিক এছিড সংযুক্ত কোন ঔদ্ভিজ্জ ঔষধ মিশাইলে ট্যানেট্ অব্ আয়রণ হয়। তাহাতে মিক্‌শ্চার কালীর ন্যায় হয়। কিন্তু ইহাতে লৌহের গুণ নষ্ট হয় না। ফার্ম্মাকোপিয়ার মিশ্চ্যুরাফেরি কম্পাউণ্ডতে ছিংকোনা বার্ক এবং লৌহ আছে। সিংকোনা বার্কে-ট্যানিক এছিড আছে। নাইট্রিক এছিড এবং আইওডাইড অব্ পটাসিয়ম মিশ্রিত করিলে আইওডাইড অব্ পটাস হইতে আইওডাইন বিযুক্ত হয় এবং শিশির তলায় জমে। তাহা সেবনে প্রাণ বিনষ্ট ও হইতে পারে।

যদি ঔষধ সকল মিশ্রিত করিলে তাহারা পরস্পরে পরস্পরের গুণ একবারে নষ্ট করে, তবে তাহাকে বিরোধী অসম্মিলন বলে। বেলেডোনা, হাইওসিয়ামস, ষ্ট্র্যাম্‌নিয়ম এবং তামাকের সঙ্গে কষ্টিক পটাস্ এবং কষ্টিক সোডা মিশাইলে ঐ সকল ঔষধের গুণ একবারেই নষ্ট হইয়া যায়। একনাইট এবং

ডিজিট্যালিস, এট্রপিয়া এবং হাইড্রোছিয়ানিক এছিড, আইওডাইন এবং ষ্টার্চ, ষ্ট্রীকনিয়া এবং ক্যালাবারবিন, পাইলকার্পিণ এবং এট্রপাইন পরস্পর বিরুদ্ধ।

যদি ঔষধ প্রস্তুতের সময় ঔষধ সকল পরস্পর মিলিত না হয়, তবে তাহাকে যৌগিক অসম্মিলন বলে। ইহাতে ঔষধের গুণ নষ্ট হয় না। তবে মিক্শ্চারটী ভাল হয় না মাত্র। টীংচার ক্যানাবিস টীংচার টলু, বাল্সাম কোপেইবা জলের সঙ্গে মিশ্রিত হয় না।

ঔষধের ক্রিয়া।

ভিন্ন ভিন্ন ঔষধ শরীরের উপর ভিন্ন ভিন্ন রকমের ক্রিয়া করে। কোন্ ঔষধ শরীরের কোন্ যন্ত্রের উপর কিরূপ ভাবে কার্য্য করে, তাহার সম্যক্ জ্ঞানলাভ করিতে হইলে, শরীরের যন্ত্রাদির সংস্থানের জ্ঞান থাকা আবশ্যক। যকৃৎ, হৃদয়, ফুস্‌ফুস্, বৃক্ক, শিরা, ধমনী, মস্তিষ্ক, মেরুদণ্ড এবং স্নায়ু ইত্যাদির সম্যক্ জ্ঞান থাকা দরকার। চিকিৎসা শাস্ত্রের দুইটী অংশ আছে। বৈজ্ঞানিক অংশ ও ব্যবহারিক অংশ। ভৈষজ্য বিজ্ঞান শাস্ত্রেরও এই দুইটী বিভাগ আছে। ভৈষজ্য সূত্র এবং ভৈষজ্য ব্যবহার। শরীরের উপর কোন্ ঔষধ কিরূপ ভাবে কার্য্য করে, তাহাই হচ্ছে ভৈষজ্য শাস্ত্রের বৈজ্ঞানিক অংশ। আর কোন্ রোগে বা কোন্ লক্ষণে সেই ঔষধ দিতে হইবে, অর্থাৎ ঔষধের প্রয়োগ প্রণালী, হচ্ছে ভৈষজ্য শাস্ত্রের ব্যবহারিক অংশ। চিকিৎসা শাস্ত্রের বৈজ্ঞানিক অংশ বুঝিতে হইলে, বিশেষ বিদ্যা বুদ্ধির প্রয়োজন এবং শারীর বিজ্ঞান, রসায়ন প্রভৃতি নানাশাস্ত্রে জ্ঞান থাকা আবশ্যক। চিকিৎসা শাস্ত্রে প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তি লাভ করিতে হইলে, উহার বৈজ্ঞানিক অংশ বিশেষ রূপে হৃদয়ঙ্গম করা আবশ্যক। এই গ্রন্থে যতদূর সম্ভব ঐ সকল বৈজ্ঞানিক বিষয় সরল করিয়া বুঝাইবার প্রয়াস পাইয়াছি।

শরীরের যন্ত্রাদির উপর ঔষধের ক্রিয়া অবগত হইলে ঐ ঔষধ কোন্ রোগে ব্যবহার করা উচিত তাহা বুঝিতে পারা যায়। এই হচ্ছে ঔষধের বৈজ্ঞানিক

ব্যবহার প্রণালী। নক্সভমিকা এবং ষ্ট্রীকৃনিয়া মেরুদণ্ডের স্নায়ুর উপর টনিক বা বলকারক গুণ প্রকাশ করে, মেরুদণ্ডীয় স্নায়ুকে সবল করে। এই জন্য, মেরুদণ্ডের স্নায়ু দুর্ব্বল হইয়া পক্ষাঘাত রোগ হইলে, নক্সভমিকায় উপকার করে। ক্যালাবারবিন মেরুদণ্ডের অবসাদ উৎপন্ন করে, কি না মেরুদণ্ডকে দুর্ব্বল করে এই জন্য টেটেনস্ বা ধনুষ্টঙ্কার রোগে ক্যালাবারবিন উপকার করে। মেরুদণ্ডের স্নায়ু অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া, কি না উহার ক্রিয়া বৃদ্ধি হইয়া, ধনুষ্টঙ্কার রোগ উপস্থিত হয়।

শরীরের উপর ঔষধের ক্রিয়া অবগত না হইয়া ঔষধ প্রয়োগ করার নাম "অস্থির পঞ্চম" চিকিৎসা। ইহাও একরকম হাতুড়ে গিরি। অমুক ঔষধে অমুক রোগ সারিয়াছে, অতএব সেই রকম রোগে সম্ভবত সেই ঔষধ উপকার করিতে পারে, এই অস্থির পঞ্চম ঔষধ প্রয়োগের নাম এম্পাইরিকাল (Empirical) চিকিৎসা। আর্সেনিক এইরূপ ধরণের ঔষধ। ইহাতে কেন ম্যালেরিয়া জ্বর আরাম করে, তাহা আমরা জানি না। শরীরের উপর ইহা যেরূপ ভাবে কার্য্য করে, তাহাতে ইহার জ্বর নাশক গুণ ধরিতে পারা যায় না। মনুষ্যের আদিম অবস্থায় অনেক ঔষধের রোগ নাশক শক্তি এইরূপেই আবিষ্কৃত হইয়াছিল।

ঔষধের শ্রেণীবিভাগ।

ঔষধের ক্রিয়া অনুসারে ঔষধ সকলকে নানা শ্রেণীতে বিভাগ করা যায়, সে গুলি নিম্নে লিখিত হইল।

অল্টারেটিভ বা শরীর সংশোধক ঔষধ।

(ALTERATIVE)

ইহাদিগকে পরিবর্ত্তক ঔষধও বলে। অল্টারেটিভের বাঙ্গলা নাম পরিবর্ত্তক। যে সকল ঔষধ শারীরিক কোন অনির্দ্দিষ্ট পরিবর্ত্তন ঘটাইয়া শরীর সংশোধন করে, তাহাদিগকেই এই নাম দেওয়া যায়। ইহারা কিরূপ ভাবে শরীরের পরিবর্ত্তন করে, তাহা বুঝিয়া উঠা কঠিন। ইহাদের অনেক

গুলি শরীরের স্বাভাবিক স্রাব সকল বৃদ্ধি করিয়া শরীর সংশোধন করে। অর্থাৎ ইহাদিগের দ্বারা ঘাম, প্রস্রাব, লালাস্রাব প্রভৃতির বৃদ্ধি হয়, তাহাতে শরীরের আবর্জ্জনা দূর হইয়া শরীর শুদ্ধ হয়।

প্রধান প্রধান পরিবর্ত্তক ঔষধ গুলি এই ;—

১। মার্কুরি বা পারা ঘটিত ঔষধ।
(ক) ক্যালমেল।
(খ) করোসিভ সবলিমেট।
(গ) বিন্ আইওডাইড্ অব্ মার্কুরি।
(ঘ) গ্রে-পাউডার।
(ঙ) ব্লুপিল।

২। আইওডাইন ঘটিত ঔষধ।
(ক) আইওডাইন।
(খ) আইওডাইড্ অব্ পটাসিয়ম্।
(গ) ফেরি আইওডাইড্।

৩। ক্লোরিন ঘটিত ঔষধ।
(ক) ক্লোরাইড্ অব্ এমনিয়ম।
(খ) ক্লোরাইড্ অব্ সোডিয়ম।
(গ) নাইট্রো হাইড্রোক্লোরিক এছিড।
(ঘ) পটাসিয়ম ক্লোরেট।
(ঙ) ক্লোরিণ ওয়াটার।

৪। আর্সেনিক ঘটিত ঔষধ।
(ক) লাইকর আর্সেনিকেলিস্।
(খ) লাইকরসোডি আর্সেনায়েটীস্।
(গ) ফেরি আর্সেনিয়াস্।
(ঘ) লাইকর আর্সেনিসাই হাইড্রোক্লোরেট্।
(ঙ) আইওডাইড্ অব্ আর্সেনিক।
(চ) লাইকর আর্সেনিসাইএট্ হাইড্রার্জ আইওডাইডাই।

৫। এণ্টিমনি ঘটিত ঔষধ।

৬। সাল্ফার।

৭। ফস্ফরাস।

৮। কল্সিকম্।

তন্মধ্যে পারা ঘটিত এবং আইওডাইন ঘটিত ঔষধ সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ।

আর্ হাইন বা হাঁচিকারক ঔষধ।

(ERRHINE.)

এই সকল ঔষধ নাকে টানিলে হাঁচি হয়। ইহাদের আর একটী নাম ষ্টারনুটেটোরি (Sternutatory)।

টোবাকো (তামাক)। ক্যাপ্‌সিকম্‌।
হেলিবোর। ইপিকাকুয়ানহা।
জিঞ্জার (শুঁঠ)।

এছিড বা অম্লগুণবিশিষ্ট ঔষধ।

(ACIDS.)

এই সকল ঔষধে ক্ষারগুণকে নাশ করে। ইহারা ক্ষারগুণবিশিষ্ট ঔষধের বিপরীত গুণবিশিষ্ট। ইহাদের গুণ এই যে, ইহাদিগকে সেবন করিলে পাকস্থলীর অম্লরস নিঃসৃত হওয়া নিবারণ হয় এবং ক্ষাররস নিঃসরণের বৃদ্ধি হয়। অম্ল ঔষধ ক্ষাররস নিঃসরণ হওয়া বৃদ্ধি করে আর অম্লরস নিঃসরণ হওয়া কম করে। শরীরের যে স্থান দিয়া স্বাভাবিক অম্লরস নিঃসরণ হয়, সে স্থানে অম্ল ঔষধ সংলগ্ন করিলে ঐ অম্লনাশ করিবার জন্য শরীরের সেই স্থান হইতে অম্লরসের পরিবর্ত্তে ক্ষারগুণ বিশিষ্ট রস বাহির হইবে, আর অম্লরস নিঃস্বরণ বন্ধ হইবে। ক্ষারে ও অম্লে এইরূপ সম্বন্ধ। অম্ল ঔষধ সকলের এই গুণ থাকাতে অম্লাজীর্ণ হইলে আহারের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে শূন্যোদরে অম্ল ঔষধ সেবন করিলে পাকস্থলী হইতে অতিরিক্ত অম্লরস নিঃসরণ হওয়া নিবারিত হয়, তাহাতে আর অম্লাজীর্ণ হইতে পারে না। অতিরিক্ত পরিমাণে অম্লরস নিঃসরণ হওয়াতেই অম্লাজীর্ণ পীড়া হইয়া থাকে। আবার পাকস্থলীর পাচকরস নিঃসরণের অভাবে যে সকল অজীর্ণ রোগ হয়, সে সকল অজীর্ণ রোগে বা ডিস্পেপ্সিয়ার পীড়ায় আহারের অব্যবহিত পরেই অল্প অম্লরস সেবনে পরিপাক কার্য্যের সহায়তা করে, এবং পাকস্থলীর স্বাভাবিক নিঃসৃত পাচক রসের স্থান অধিকার করে। যেহেতু পাচকরসে অম্ল আছে। তবেই হইল অম্লাজীর্ণ রোগে আহারের পূর্ব্বে শূন্যোদরে অম্ল ঔষধ গ্রহণ করিতে হইবে। আহারের পরে নহে, এই পীড়ায় আহারের পরে অম্লগ্রহণ করিলে, অম্লের বৃদ্ধি হইয়া আরও রোগের বৃদ্ধি হইবে। আর অন্য রকম অজীর্ণ রোগে যেখানে স্বাভাবিক অম্লরসের অভাব জন্য রোগ হইয়াছে, সেখানে আহারের পর অম্লরস গ্রহণ করিলে উপকার পাইবে।

নির্জ্জল আদত অম্ল ঔষধ সকল শারীরিক বিধানের ধ্বংস সাধন করে অর্থাৎ শরীরের যেস্থানে সংলগ্ন হয় সে স্থান পুড়িয়া যায়, ধ্বংস বা নষ্ট হইয়া যায়। জলমিশ্রিত অম্ল ঔষধের স্থানীয় ক্রিয়া সঙ্কোচক গুণবিশিষ্ট। অর্থাৎ শরীরের কোন স্থানে সংলগ্ন করিলে সেই স্থানের চর্ম্ম ও শিরা সকল সঙ্কুচিত হয়। এই সঙ্কোচক গুণ থাকাতে ইহারা শরীরের শিথিল অংশকে সংযত করে, অর্থাৎ ঢিলা অংশ শক্ত হইয়া যায়। কোন স্থান হইতে অতিরিক্ত স্রাব হইতে থাকিলে তথায় অম্ল ঔষধ সংযুক্ত করিলে ঐ স্রাব বন্ধ হয়। এই সঙ্কোচক গুণ থাকাতে উদরাময়, রক্তস্রাব এবং অতি ঘর্ম্মে অম্ল ঔষধ সকল উপকারক হয়। শরীরের শিথিলভাব নিবারণ করে বলিয়া ইহারা বলকারক হয় বা টনিক গুণ প্রকাশ করে। অম্ল ঔষধ সকল শরীরের ক্ষাররস নিঃস্রবণের সহায়তা করে বলিয়া ইহারা পিপাসা নিবারক হয়। মুখের লালা ক্ষারগুণবিশিষ্ট, অম্ল ঔষধ সেবনে সুতরাং মুখের লালাস্রাবের বৃদ্ধি হয় এবং তন্নিবন্ধন মুখের ও জিহ্বার শুষ্কতা দূর হইয়া মুখ সরস হয়। এই গুণ বশত জ্বররোগে অম্ল ঔষধ সকল পিপাসা নিবারক হইয়া উপকার করে। অম্ল ঔষধ কিয়ৎপরিমাণে মূত্রের অম্লগুণ বৃদ্ধি করে, কিন্তু সম্পূর্ণরূপে ক্ষার মূত্রকে অম্ল করিতে পারে না। অম্ল ঔষধ সকল যকৃতের উপরও কার্য্য করে এবং পিত্ত নিঃসরণ বৃদ্ধি করিয়া যকৃতের ক্রিয়া বিকারঘটিত রোগ সকল দূর করে। বহুদিন ধরিয়া অম্ল ঔষধ সেবন করিতে করিতে অন্ত্র এবং পাকস্থলীর এক রকম সর্দ্দিরোগ হয় এবং তজ্জন্য উদরাময় ও অজীর্ণরোগ উপস্থিত হয়। বহুদিন ধরিয়া ভিনিগার সেবনে মোটা মানুষ শীর্ণ হয়।

প্রধান প্রধান এছিড গুলি এই ;—

এছিড সল্‌ফিউরিক, এছিড নাইট্রিক, এছিড হাইড্রোক্লোরিক, এছিড নাইট্রো হাইড্রোক্লোরিক, এছিড ফস্ফরিক, এছিড হাইট্রিক, এছিড টার্‌টারিক, এছিড বেন্‌জইক।

ইহাদের মধ্যে সল্‌ফিউরিক, নাইট্রিক এবং হাইড্রোক্লোরিক এই তিনটিকে ধাতব অম্ল বলে।

এতন্মধ্যে অতি ঘর্ম্ম ও উদরাময়ে সল্‌ফিউরিক এছিড শ্রেষ্ঠ, অজীর্ণ-রোগে নাইট্রিক, হাইড্রোক্লোরিক এবং নাইট্রো-হাইড্রোক্লোরিক এছিড শ্রেষ্ঠ; পিপাসা নিবারণ পক্ষে ছাইট্রিক এবং টারটারিক এছিড শ্রেষ্ঠ; মূত্রের ক্ষারত্ব বৃদ্ধি করিতে বেনজুইক এছিড উপকারক। যকৃতের ক্রিয়া বৃদ্ধি করিতে নাইট্রিক, হাইড্রোক্লোরিক এবং নাইট্রো-হাইড্রোক্লোরিক শ্রেষ্ঠ।

নির্জ্জল ধাতব অম্ল সেবনে বিষক্রিয়া করে, পেটের মধ্যে জ্বালা করে, বমন ও বাহে হয় এবং অবশেষে মৃত্যু পর্য্যন্ত হইতে পারে। ইহাতে পাকাশয় ও পাকস্থলীর দারুণ প্রদাহ হয়। পাকস্থলীর শ্লেষ্মাঝিল্লিতে ক্ষত হয় এবং স্থানবিশেষে পাকাশয় বিদীর্ণ হইয়া উহাতে ছিদ্র হইয়া যায়—উহার গা খাইয়া যায়।

এল্কেলি বা এণ্টাছিড (ক্ষার ঔষধ)।

(ALKALIS OF ANTACIDS.)

ইহারা অম্ল ঔষধের বিপরীত গুণ বিশিষ্ট। ইহারা শরীরের ক্ষার রস নিঃস্রবণের ব্যাঘাত করে এবং অম্লরস নিঃস্রবণ বেশী করে। ইহারা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে অম্লরস নাশ করে, এজন্য পাকস্থলীতে অতিরিক্ত অম্ল সঞ্চিত হইয়া বুক জ্বালা প্রভৃতি রোগ হইলে ক্ষার ঔষধ সেবনে অম্লরস নষ্ট হইয়া উপকার হয়। শূন্যোদরে ক্ষার ঔষধ সেবনে পাকস্থলীর অম্লরস নিঃস্রবণ বেশী হয়। ক্ষার রস নিঃস্রবণের ব্যাঘাত করে বলিয়া ইহারা রক্তের ক্ষার গুণ রক্ষা করে এবং শরীরের সমস্ত ক্ষার রসকে রক্ষা করিয়া শরীরের ক্ষার রসের বৃদ্ধি করে। এই ক্ষার গুণ দূরস্থিত যন্ত্রেও প্রকাশ পায় তাহাতে মূত্রের অম্লত্ব নষ্ট হইয়া মূত্র ক্ষারগুণ বিশিষ্ট হয়।

ক্ষারগুণ দ্রব্য অম্লরসে যোগ হইলে অম্ল নষ্ট হয়। এই অম্লনাশক গুণ দুই প্রকারে প্রকাশ পাইয়া থাকে;—সাক্ষাৎ এবং বিলম্বিত। সাক্ষাৎ অম্ল নাশক ঔষধ সেবন করিবা মাত্র পাকাশয়ে যে অম্ল থাকে, তাহা তৎক্ষণাৎ নষ্ট হইয়া যায়। আর বিলম্বিত অম্লনাশক ঔষধের এইরূপ সাক্ষাৎ সম্বন্ধে অম্ল নাশক গুণ নাই, তবে ইহারা শরীরে পরিপাক হইয়া দূরস্থিত যন্ত্রে

ক্রিয়া প্রকাশ করে এবং রক্তের ক্ষার গুণ বৃদ্ধি করে। প্রথম প্রকারের অর্থাৎ সাক্ষাৎ অম্ল নাশক ঔষধের ইংরেজি নাম ডাইরেক্ট এণ্টাছিড এবং দ্বিতীয় প্রকারের অম্ল নাশক ঔষধের নাম ইনডাইরেক্ট এণ্টাছিড্।

অম্লনাশক বা ক্ষার ঔষধ সকলের নিম্নলিখিত স্থলে ব্যবহার হয়।

(১) পাকস্থলী এবং অন্ত্রে অম্ল সঞ্চিত থাকিলে ইহারা সেই অম্লকে নাশ করে, এজন্য অম্লজীর্ণ রোগে বুকজ্বালা প্রভৃতি উপসর্গ হইলে ক্ষার ঔষধের ব্যবস্থা করা যায়।

(২) বাত, জ্বর প্রভৃতি নানা পীড়ায় শরীরের ভিতর অম্ল জমিয়া গেলে এই সকল ঔষধ সেবনে সেই অম্লনাশ হয়। দ্বিতীয়তঃ ইহারা শরীরের অম্লরস নিঃস্বরণের বৃদ্ধি করে বলিয়া শরীরের অতিরিক্ত অম্ল বাহির হইয়া যায়। শরীরের ক্ষাররস নিঃস্রবণের ব্যাঘাত করে বলিয়া ইহারা রক্তের ক্ষারগুণ বৃদ্ধি করিয়া বাতরোগ প্রভৃতিতে উপকার করে। ইহা স্মরণ রাখা উচিত যে, বাতজ্বরে এবং অনেক পীড়ায় রক্তে অম্লরসের বৃদ্ধি হয়।

(৩) মূত্রের অম্লত্ব বৃদ্ধি হইয়া, মূত্রদ্বার জ্বালা করিলে এই সকল ঔষধ মূত্রের অম্লত্ব নাশ করিয়া উপকার করে।

(৪) ইহারা অম্লরস নিঃস্রবণের বৃদ্ধি করে বলিয়া শূন্যোদরে সেবন করিলে পাকস্থলীর পাচকরস নিঃস্বরণ বৃদ্ধি হইয়া পরিপাকের সাহায্য হয়। পাচকরস অম্ল। সাধারণ অজীর্ণরোগে অর্থাৎ পাচক রসের অভাব জনিত অজীর্ণরোগে আহারের পূর্ব্বে ক্ষার ঔষধ এবং আহারের অব্যবহিত পরে অম্ল ঔষধের ব্যবস্থা করিবে। আর অম্লাজীর্ণ রোগে, যেখানে অতিরিক্ত পাচক-রস নিঃসৃত হয়, তাহাতে আহারের পূর্ব্বে অম্ল এবং আহারের কিছুকাল পরে ক্ষার ঔষধের ব্যবস্থা করিবে।

ক্ষার ঔষধের এই সকল গুণ ছাড়া আরও কতকগুলি গুণ আছে। ইহাদের কতকগুলি মূত্রকারক এবং কতকগুলি যকৃৎ দোষনাশক; কতক-গুলি বিরেচক এবং কতকগুলি ধারক গুণবিশিষ্ট। আবার কতকগুলি

কফনিঃসারক। কতকগুলি অম্লনাশক ঔষধ স্থানীয় প্রয়োগে কষ্টিকগুণবিশিষ্ট, অর্থাৎ শরীর বিধানের ধ্বংসকারক এবং দাহক। শরীরের উপর লাগাইলে সে স্থান পুড়িয়া যায়। চূণ এইরূপ দাহক ঔষধ।

নিম্নে প্রধান প্রধান ক্ষার ঔষধের লিষ্টি দেওয়া গেল ;—

ডাইরেক্ট এণ্টাছিড ;—

পটাসা কষ্টিকা।
সোডিয়াই কষ্টিকা।
লাইকর পটাসি।
কার্ব্বনেট অব্ পটাস্।
বাইকার্ব্বনেট অব্ পটাস্।
লাইকর সোডি।
কার্ব্বনেট অব্ সোডা।
বাইকার্ব্বনেট অব্ সোডা।
কার্ব্বনেট অব্ লিথিয়া।
বাইকার্ব্বনেট অব্ লিথিয়া।
ম্যাগ্নেসিয়া।
কার্ব্বনেট অব্ ম্যাগ্নেসিয়া।
ফ্লুইড্ ম্যাগ্নেসিয়া।
লাইম ওয়াটার।

রিমোট বা বিলম্বিত এণ্টাছিড ;—

কার্ব্বনেট অব্ লাইম (চক)।
লাইকর এমনিয়া।
কার্ব্বনেট অব্ এমনিয়া।
এরমেটিক স্পিরিট অব্ এমনিয়া।
কার্ব্বলিগ্নাই বা উড চারকোল।
কার্ব্বোএনিমেলিস্ বা এনিমাল চারকোল।
এসিটেট্ অব্ পটাস্।
ছাইট্রেট্ অব্ পটাস্।
এছিড্ টার্টারেট অব পটাস্।
ছাইট্রেট্ অব্ লিথিয়া।
টার্টারেট অব্ সোডা।

ইহাদের মধ্যে সোডা ঘটিত ঔষধগুলি যকৃতের উপর ক্রিয়া দর্শাইয়া যকৃত-রোগে হিতকারী হয়। পটাস ঘটিত ঔষধগুলি বৃককের উপর ক্রিয়া দর্শাইয়া মূত্রকারক হয়। এমনিয়া কফনিঃস্বারক। লাইমওয়াটার এবং চক-ধারকগুণ বিশিষ্ট। ম্যাগ্নেসিয়া বিরেচক গুণবিশিষ্ট। কষ্টিকসোডা এবং কষ্টিক পটাস্ অত্যন্ত দাহক এবং কষ্টিক। অম্লাজীর্ণ রোগে কার্ব্বনেট্ অব্ সোডা, বাইকার্ব্বনেট অব্ সোডা, ম্যাগ্নেসিয়া এবং ফ্লুইড ম্যাগ্নেসিয়া লাইমওয়াটার সমধিক উপকারক। বাত ও গাউটরোগে লিথিয়া উপকারক। উদরাময়ে চূণের জল এবং চক প্রশস্ত।

এফ্রডিসিয়াক বা কামোদ্দীপক ঔষধ।

(APHRODISIAC.)

যে সকল ঔষধে কাম প্রবৃত্তির বৃদ্ধি করে তাহাদিগকে কামোদ্দীপক ঔষধ বলা যায়। কতকগুলি সাক্ষাৎ রূপে এবং কতকগুলি পরম্পরিতরূপে ক্রিয়া করে। প্রথম গুলিকে ডাইরেক্ট এবং দ্বিতীয় গুলিকে ইন্‌ডাইরেক্ট এফ্র-ডিজিয়াক বলে।

১। ডাইরেক্ট এফ্রডিসিয়াক।

নক্সভমিকা।

ষ্ট্রীক্‌নিয়া।

ক্যান্থারাইডিস্‌।

ফস্ফরস।

ক্যানাবিসইণ্ডিকা।

অহিফেন অল্প মাত্রায়।

২। ইন্‌ডাইরেক্ট এফ্রডিসিয়াক।

লৌহ ঘটিত ঔষধ।

সমস্ত স্নায়বীয় বলকারক ঔষধ।

ইহার মধ্যে নক্সভমিকা এবং ষ্ট্রীক্‌নিয়া স্পাইনালকর্ড বা কশেরুকা মজ্জার (পিঠের দাঁড়ার স্নায়ুরজ্জু) বলবিধান করিয়া কাম শক্তির বৃদ্ধি করে। কামশ্বপুর স্নায়ুকেন্দ্র ঐ কাশেরুকা মজ্জায় আছে। ক্যান্থারাইডিস্‌ মূত্রাশয় এবং জননেন্দ্রিয়ের উপর স্থানীয় ক্রিয়া দর্শাইয়া উহাকে উত্তেজিত করে। ক্যানাবিস ইণ্ডিকা (গাঁজা ও সিদ্ধি) সমস্ত শরীর ও মনের স্ফূর্ত্তি বিধান করিয়া কামোত্তেজক হয়।

এনাফ্রডিসিয়াক বা কামনাশক ঔষধ।

(ANAPHRODISIAC.)

যে সকল ঔষধ কাম প্রবৃত্তির হ্রাস করে তাহাদিগকে কামনাশক ঔষধ বলে। ইহাদের মধ্যেও কতকগুলি ডাইরেক্ট এবং কতকগুলি ইন্‌ডাইরেক্ট।

১। ডাইরেক্ট এনাফ্রডিসিয়াক।

ব্রোমাইড্‌ অব্‌ পটাসিয়ম্‌।

ব্রোমাইড্‌ অব্‌ এমনিয়ম।

কোনায়ম।

ক্যাম্ফর।

২। ইন্‌ডাইরেক্ট এনাফ্রডিসিয়াক,

ক্ষার ঔষধ।

সমস্ত অবসাদক ঔষধ।

এস্‌ট্রিন্‌জেণ্ট বা সঙ্কোচক ঔষধ।

(ASTRINGENTS)

যে সকল ঔষধে শরীরের চর্ম্ম, মাংসপেশী প্রভৃতিকে জড়সড় করে, সংযত করে বা কুচ্‌কায় তাহাদিগকে সঙ্কোচক ঔষধ বলে। খুব শীতল জলে অনেক-ক্ষণ হাত ডুবাইয়া রাখিলে আঙ্গুলের চর্ম্ম কুচ্‌কাইয়া যায় তাহা অনেকেই দেখিয়াছেন, যে সকল ঔষধের এই গুণ আছে তাহারাই সঙ্কোচক। ইহাদের কতকগুলি স্থানীয় প্রয়োগে অধিকতর উপকারক, কতকগুলি সেবনে উপ-কারক। ইহারা নিম্ন লিখিত উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়;—

(১) কোন স্থান হইতে রক্তস্রাব হইলে সেই স্থানে প্রয়োগ করিলে রক্তরোধ করে। আভ্যন্তরিক রক্তস্রাবে, যেমন রক্তকাস, রক্তবমন প্রভৃতি রোগে সেবনে উপকারক হয়।

(২) লিউকরিয়া গণরিয়া প্রভৃতির স্রাব নিবারণ করে।

(৩) শরীরের শিথিল অংশ সংযত করে।

(৪) উদরাময়ে ধারক হয়।

প্রধান প্রধান সঙ্কোচক ঔষধ।

ডাইলিউট সল্‌ফিউরিক এছিড্‌।
ট্যানিক এছিড্‌।
গ্যালিক এছিড্‌।
গল্‌নট।
ক্যাটেকিউ।
কাইনো।
র‍্যাটানে।
ম্যাটিকো।
এলম্‌।
এছিটেট্‌ অবলেড্‌।

সব্‌ এসিটেট্‌ অবলেড্‌।
সল্‌ফেট অব্‌ জিঙ্ক।
অক্সাইড্‌ অব্‌ জিঙ্ক।
সল্‌ফেট্‌ অব্‌ আয়রণ।
পার্‌ক্লোরাইড্‌ অব্‌ আয়রণ।
পার্‌ নাইট্রেট্‌ অব্‌ আয়রণ।
শীতল জল এবং বরফ।
আর্‌গট।
আর্‌গোটিন্‌।

এর মধ্যে রক্তস্রাবে ট্যানিক এছিড এবং পরক্লোরাইড্‌ অব্‌ আয়রণ স্থানীয় প্রয়োগে খুব উপকারক। রক্তকাসে গ্যালিক এছিড এবং আর্‌গট। উদরা-

য়ে ক্যাটেকিউ, কাইনো, এসিটেট্ অবলেড্ ইত্যাদি। জরায়ু হইতে রক্ত-স্রাবে আর্গট খুব উপকারক। লিউকোরিয়া এবং গণরিয়ার স্রাবে সল্‌ফেট অব্ জিঙ্ক।

এণ্টিপাইরেটিক বা উত্তাপহারক ঔষধ।

(ANTIPYRETICS.)

শরীরের উত্তাপ বৃদ্ধি হইলে সেই উত্তাপ যে সকল ঔষধে হ্রাস করে তাহাদিগের নাম উত্তাপহারক ঔষধ।

শরীরের স্বাভাবিক উত্তাপ থার্মোমিটার দিয়া মাপিলে ৯৮ দেখা যায়। পৃথিবীর সর্ব্বত্র সকল মনুষ্যে প্রায় সকল সময়ে এই ৯৮ ডিগ্রি উত্তাপ দেখিতে পাওয়া যায়। নানাবিধ কারণে এই উত্তাপের কিঞ্চিৎ হ্রাস বৃদ্ধি হইয়া থাকে। প্রাতঃকাল অপেক্ষা বৈকালে উত্তাপ কিছু বেশী হয়, শিশুদিগের উত্তাপ অপেক্ষাকৃত বেশী।

এই উত্তাপ শরীরে অনবরত উৎপন্ন হইতেছে। তাপোৎপাদক খাদ্য দ্বারা এই দৈহিক উত্তাপের সৃষ্টি হয়। চাল, গমের শ্বেতসার, সাগু, এরারুট, তৈল, ঘৃত প্রভৃতি তাপোৎপাদক খাদ্য। শরীরের স্নায়ু শক্তি বিশেষের দ্বারা সকল মনুষ্যে সকল অবস্থায়, সকল দেশে শরীরের এই গড় উত্তাপ পরিমাণ রক্ষা হয়। হ্রাস বৃদ্ধি হইতে পায় না। এইজন্য শীত প্রধান দেশে এবং উষ্ণ-প্রধান দেশেও মনুষ্যের শারীরিক উত্তাপ সেই ৯৮ ডিগ্রিই দেখা যায়। আমাদিগের শরীর বেশী উত্তপ্ত হইলেই সঙ্গে সঙ্গে ঘাম হইতে থাকে, তাহাতে শরীরের অতিরিক্ত উত্তাপ নির্গত হইয়া শারীরিক উত্তাপ সমান হইয়া যায়। উত্তাপের হ্রাস বৃদ্ধি স্নায়ু যন্ত্রের অধীন।

জ্বর, তরুণবাত, প্রদাহ প্রভৃতি রোগে এই শারীরিক উত্তাপ অস্বাভাবিক-রূপে বৃদ্ধি হয়।

এই অস্বাভাবিক উত্তাপ কমাইবার জন্য যে সকল ঔষধের ব্যবহার হয়, তাহারা উত্তাপহারক ঔষধ।

প্রধান প্রধান উত্তাপহারক ঔষধগুলি এই ;—

এণ্টিফেব্রিণ।
এণ্টিপাইরিণ।
ফিনাসিটিন।
কুইনাইন।
শীতল জল, বরফ।
আর্সেনিক।
আইওডাইন।
স্যালিসিন।
স্যালিসিলেট্ অব্ সোডা।
স্যালিসিলিক এছিড্।
একনাইট।
সমুদয় ঘর্ম্মকারক ঔষধ।
বিরেচক ও মূত্রকারক ঔষধ।
এল্কোহল।
এণ্টিমণি।

ইহার মধ্যে এণ্টিফেব্রিণ, এণ্টিপাইরিণ, ফিণাসিটিন প্রভৃতি স্নায়ুযন্ত্রের উপর ক্রিয়া করিয়া উত্তাপের হ্রাস করে। আর্সেনিক, আওডাইন জ্বররোগের বিষ নষ্ট করিয়া উত্তাপের হ্রাস করে। একনাইট প্রদাহের দমন করে। একনাইট, এণ্টিমণি এবং এল্কোহল রক্তসঞ্চালন যন্ত্র (অর্থাৎ হৃদয় ও ধমনী) এবং চর্ম্মের উপর ক্রিয়া দর্শাইয়া উত্তাপ হ্রাস করে। ঘর্ম্মকারক ঔষধ এবং শীতল জল শরীর হইতে অতিরিক্ত উত্তাপ বাহির করিয়া দিয়া শরীর শীতল করে। বিরেচক ও মূত্রকারক ঔষধও ঐরূপ ভাবে কার্য্য করে।

জ্বররোগে ১০৩ পর্য্যন্ত উত্তাপ বৃদ্ধি হইলে উহা কমাইবার জন্য তাদৃশ ব্যস্ত হইবার প্রয়োজন নাই, তদতিরিক্ত হইলে অবশ্যই কমাইবার প্রয়োজন হয়। ১০৫এর উপর উত্তাপ বৃদ্ধি হওয়া আশঙ্কার কথা। তরুণ বাতরোগে হঠাৎ অত্যন্ত উত্তাপ বৃদ্ধি হয়।

জ্বরের উত্তাপ কমাইতে শীতল জল, এণ্টিফেব্রিণ, ফিণাসিটিন প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ। তরুণ বাতজ্বরে স্যালিসিলেট্ অব্ সোডা খুব ভাল। তরুণ সর্দ্দি, নানাবিধ প্রদাহজনিত রোগে, যেমন নিউমোনিয়া, ব্রঙ্কাইটীস প্রভৃতিতে একনাইট শ্রেষ্ঠ।

এণ্টিস্প্যাজমোডিক বা আক্ষেপ নিবারক ঔষধ।

(ANTISPASMODICS.)

আক্ষেপ অর্থে খেঁচুনি। শরীরস্থ সমুদয় যন্ত্রের কম বা বেশী আক্ষেপ হইতে পারে। হাত, পা, মুখ প্রভৃতি অঙ্গ সকলের বেশী আক্ষেপ হইলে রোগী হাত, পা, খেঁচিতে থাকে, তাহা সকলেই জানেন। আভ্যন্তরিক যন্ত্র, অর্থাৎ শরীরের ভিতরকার যন্ত্র সকলেরও অল্পাধিক পরিমাণে এইরূপ আক্ষেপ বা খেঁচুনি হইতে পারে মৃগি, হিষ্টিরিয়া প্রভৃতিতে হাত, পা ও মুখের খেঁচুনি হয়। সেইরূপ, হাঁপ রোগে শ্বাস যন্ত্রের খেঁচুনি হয়। শ্বাসনলী সকলের আক্ষেপ হইলে অনবরত কাশী হয়, এবং শ্বাসবন্ধ হইবার উপক্রম হয়। ঈষফেগস্ বা গলনলীর আক্ষেপ হইলে আহার গলাধঃকরণে কষ্ট হয়। অন্ত্রের আক্ষেপ হইলে শূলবেদনা হয়। উদরের ভিতর গ্যাস জন্মিলে উদরের আক্ষেপ এবং উদরাধ্মান হয়।

এই সকল আক্ষেপ যে সকল ঔষধে নিবারিত হয় তাহাদিগকে আক্ষেপ-নিবারক ঔষধ বলে।

সে গুলি এই ;—

ব্রোমাইড্ অব্ পটাসিয়মু।
ব্রোমাইড্ অব্ এমনিয়ম্।
ক্যালাবার বিন্।
ঈথর।
ক্লোরফরম।
ক্লোরাল হাইড্রেট্।
ওপিয়ম।
বেলেডোনা।
ষ্ট্রামোনিয়ম।
হাইওসায়ামস্।
ক্যানাবিস্ ইণ্ডিকা।
অবসাদক ঔষধ ;—
(১) টোবাকো।
(২) লোবিলিয়া।
(৩) হাইড্রোসায়ানিক এছিড।
এমনিয়া।
এসাফিটিডা।
ক্যাজুপট অইল।
সম্বল।
মস্ক।
ভ্যালিরিয়ান।
অইল অব্ ল্যাভেণ্ডার।
অইল পিপারমেণ্ট।
অইল অব্ এনাইচ।
অইল অব্ টর্পেণ্টাইন।

এনিস্‌থেটিক বা সংজ্ঞাহারক ঔষধ।

(ANAESTHETICS.)

যে সকল ঔষধে বোধশক্তি ও জ্ঞান লোপ করে তাহাদিগকে সংজ্ঞাহারক ঔষধ বলে। ইহারা মস্তিষ্ক এবং মেরুদণ্ডের উপর কার্য্য করিয়া সংজ্ঞাহীন করে। অহিফেণ, মদ্য প্রভৃতি ঔষধ সকলও সংজ্ঞাহীন করে, কিন্তু এ গুলিকে সংজ্ঞাহারক ঔষধ বলে না। ক্লোরফরম প্রভৃতি যে সকল বায়ী ঔষধ সংজ্ঞাহীন করে, সংজ্ঞাহারক ঔষধ শ্রেণী মধ্যে সেই গুলিকেই ধরা যায়।

সংজ্ঞাহারক ঔষধ দুই প্রকারের আছে, কতকগুলি স্থানীয় এবং কতকগুলি সার্ব্বাঙ্গিক। যে সকল ঔষধ শরীরের স্থান বিশেষে লাগাইলে সেই স্থান অসাড় ও বোধশক্তি শূন্য হয়, সেই গুলিকে স্থানীয় সংজ্ঞাহারক ঔষধ বলে, আর যে সকল ঔষধ সেবন করিলে বা নাকে শুঁকিলে মানুষ অজ্ঞান হইয়া পড়ে এবং সকল অঙ্গের বোধশক্তি একবারে বিলুপ্ত হয়, সেই গুলিকে সার্ব্বাঙ্গিক সংজ্ঞাহারক ঔষধ বলে।

১। স্থানীয় সংজ্ঞাহারক।
- বরফ।
- ভেরাট্রাইন।
- ঈথর।
- কোকেইন।
- কার্ব্বলিক এছিড্।
- একনাইট।
- আইওডোফরম্।

২। সার্ব্বাঙ্গিক সংজ্ঞাহারক।
- ক্লোরফরম।
- ঈথর।
- নাইট্রস্ অক্সাইড্ গ্যাস।
- ব্রোমোফরম।

এনাল্‌জেছিক, এনডাইন বা বেদনানিবারক ঔষধ।

(ANALGECIC OR ANODYNE.)

যে সকল ঔষধ যন্ত্রণা নিবারণ করে তাহাদিগের নাম বেদনাহারক ঔষধ। এই সকল ঔষধ তিন প্রকারে ক্রিয়া করে ;—

১। কতকগুলি ঔষধ যে স্থানে বেদনা ধরে সেই স্থানের বোধ শক্তি বিলুপ্ত করিয়া বেদনা বোধ নষ্ট করে, যেমন ঈথর, অহিফেণ, কোকেইন প্রভৃতি।

২। বেদনার কারণ নিবারণ করিয়া যে সকল উপায় ও ঔষধ বেদনা নষ্ট করে তাহারা এই শ্রেণীর মধ্যে গণ্য। যেমন, ফোড়া পাকিয়া বেদনা হইলে ফোঁড়া অস্ত্র করিয়া বেদনা দূর করা। দাঁতের মাঢ়ি ফুলিয়া বেদনা হইলে মাঢ়ি চিরিয়া দেওয়া ইত্যাদি।

৩। যে সকল ঔষধ মস্তিষ্কের উপর ক্রিয়া করিয়া বেদনা বোধ নিবারণ করে। সমস্ত সংজ্ঞাহারক ও নিদ্রাকারক ঔষধ এই শ্রেণীর মধ্যে গণ্য।

প্রধান প্রধান বেদনা নিবারক ঔষধগুলি এই ;—

ঔষধ	শ্রেণী
ওপিয়ম। মরফিয়া। বেলেডোনা। এট্রপিয়া। ইণ্ডিয়ান হেম্প। ক্লোরাল হাইড্রেট। ক্রোটন ক্লোরাল হাইড্রেট। ব্রোমাইড্ অব্ পটাসিয়ম। হাইওসায়ামস্। এল্‌কোহল।	নিদ্রাকারক এবং বেদনা নিবারক।
কোকেইন। একনাইট। ভেরাট্রিয়া। ঈথর। ওপিয়ম। বেলেডোনা।	স্থানীয় স্পর্শহারক এবং বেদনা নিবারক।
এণ্টিফেব্রিণ। এণ্টিপাইরিণ। ফিনাছেটিন। জেল্‌ছিমিয়ম। ওপিয়ম। বেলেডোনা। একনাইট।	বেদনা নিবারক এবং স্নায়ুশূল নিবারক (এণ্টিনিউর‍্যাল্‌জিক)।

ক্লোরফরম। ঈথর।	সার্ব্বাঙ্গিক সংজ্ঞাহারক এবং বেদনা নিবারক।

পাথরি নামার অসহ্য যন্ত্রণা, গুরুতর অস্ত্র কার্য্যের যন্ত্রণা নিবারণ করিতে ক্লোরফরম বাষ্প আঘ্রাণ করান অদ্বিতীয় ঔষধ।

সেবনীয় ঔষধের মধ্যে অহিফেণ এবং মরফাইন সর্ব্বোৎকৃষ্ট যন্ত্রণা নিবারক।

মর্‌ফাইনের হাইপডার্ম্মিক ইন্‌জেক্সন উৎকট রকমের যন্ত্রণা নিবারণ করে।

এন্‌থেলমেন্‌টিক বা ক্রিমিনাশক ঔষধ।

(ANTHELMENTICS.)

যে সকল ঔষধ পাকস্থলী ও অন্ত্রের ক্রিমি সকল বিনাশ করে, তাহাদের নাম ক্রিমিনাশক ঔষধ।

ক্রিমিনাশক ঔষধ তিন রকমের আছে। কতকগুলি ঔষধ একবারে ক্রিমির জীবন নাশ করে, কতকগুলি ক্রিমি বাহির করিয়া দেয়, এবং কতকগুলিতে ক্রিমি জন্মান নিবারণ করে।

ক্রিমিনাশক বা ভার্‌মিছাইড।

সাণ্টনিন।	কেঁচোর ন্যায় ক্রিমি নাশ করে॥
মেলফারণ। কুশো। কামলা। পোম্‌গ্রানেট। টর্‌পেন্‌টাইন।	ফিতার ন্যায় ক্রিমিনাশক।
গুহ্যদ্বারে লবণ জলের পীচ্‌কারী। „ কুয়াশিয়া ভিজা জলের পীচকারী। „ চূণের জলের পীচকারী। „ ট্যানিক এছিড জলের পীচকারী।	সূতার ন্যায় ক্রিমি নষ্ট করে। ইহারা গুহ্যদ্বারের নিকট বাস করে, এজন্য ঔষধের পীচকারী উপকারক।

ক্রিমি বাহির করিবার ঔষধ।	ক্রিমি নিবারক।
ক্যালমেল।	সল্‌ফেট অব্ আয়রণ।
স্ক্যামণি।	পার্‌ক্লোরাইড্ অব্ আয়রণ।
জোলাপ।	অন্যান্য লৌহ ঘটিত ঔষধ।
গ্যামবোজ।	কুয়াশিয়া।
ক্যাষ্টর অইল।	নক্সভমিকা।

ক্রিমি বাহির করিবার ঔষধগুলি সমস্তই বিরেচক। ক্রিমি নিবারক ঔষধ সেবনে অন্ত্র ও পাকস্থলীর দোষ সংশোধিত হয়, এবং এমন অবস্থা হয় যে, তথায় আর ক্রিমি বাস করিতে পারে না।

এণ্টিপ্যারাজিটিক বা পরাঙ্গপুষ্ট নাশক ঔষধ।

(ANTIPARASITIC.)

যে সকল জীব অন্য কোন জীবের শরীরে বর্দ্ধিত ও পুষ্ট হয়, তাহাদিগকে পরাঙ্গপুষ্ট জীব বলে, যেমন ইকুন। ক্রিমিও এক রকম পরাঙ্গপুষ্ট জীব। এই সকল পরাঙ্গপুষ্ট জীব যে সকল ঔষধে নষ্ট করে, তাহাদিগের নাম পরাঙ্গ-পুষ্ট নাশক। ক্রিমি বিনাশক ঔষধের আলাহিদা লিষ্টি দেওয়া গিয়াছে। এক্ষণে অন্যান্য পরাঙ্গপুষ্ট নাশক ঔষধের বিষয় বলা যাইতেছে।

সলফার।	করোসিভ সব্‌লিমেট।
সল্‌ফিউরস এছিড।	ছিট্রিন অয়েণ্টমেণ্ট।
কার্ব্বলিক এছিড।	ষ্টেভসেকার সিড্।
আইওডাইড অব্ সলফার।	ক্রাইসারোবিন (গোয়া পাউডার)।

ইহাদের মধ্যে সল্‌ফার বা গন্ধক পাঁচড়ার কীট নাশ করে। পাঁচড়ারোগ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কীট হইতে জন্মে। গন্ধকের মলম মর্দ্দনে আরাম হয়। দদ্রুরোগে ক্রাইসারোবিন উপকারক। ইকুন বিনাশের পক্ষে করোসিভ সব্‌লিমেট লোসন এবং ষ্টেভ্‌সেকার অয়েণ্টমেণ্ট খুব উপকারী। কার্ব্বলিক এছিড প্রভৃতি পচন নিবারক ঔষধ কীট জন্মান নিবারণ করে।

এণ্টিডোট্ বা বিষপ্রতিষেধক ঔষধ।
(ANTIDOTE)

যে ঔষধ কোন বিষাক্ত ঔষধের কার্য্যে বাধা দেয় এবং বিষকে নষ্ট করে বা সেই বিষের সঙ্গে মিশ্রিত হইয়া অন্য কোন নির্দ্দোষ দ্রব্যে পরিবর্ত্তিত করে, তাহাকে বিষ প্রতিষেধক ঔষধ বলে।

বিষাক্ত দ্রব্য।	প্রতিষেধক ঔষধ।
নক্সভমিকা এবং ষ্ট্রীক্নিয়া।	ক্যালাবারবিন, ক্লোরাল হাইড্রেট, ট্যানিক এছিড, চারকোল, আইওয়াইড অব্ পটাসিয়ম।
ওপিয়ম এবং মরফিয়া।	টি, কফি, বেলেডোনা, এট্রপিয়া। পারম্যাংগেনেট অব্ পটাস।
সল্ফিউরিক এছিড।	চূণের জল, চূর্ণ।
সর্ব্বপ্রকার এছিড।	সর্ব্বপ্রকার ক্ষারদ্রব্য এবং তৈল।
বেলেডোনা এবং এট্রপিয়া।	লাইকর পটাস, চারকোল ওপিয়ম, ক্যালাবারবিন।
আইওডাইন।	শ্বেতসার (ষ্টার্চ), ভাতের মাড় এরারুট প্রভৃতি।
আর্সেনিক।	লাইকর ফেরিডায়ালিছেটি। (পূর্ণমাত্রায়)
একনাইট।	ডিজিট্যালিস্, উত্তেজক ঔষধ।
ডিজিটালিস্।	একনাইট, ট্যানিক এছিড, মস্কেরিণ, চারকোল।
ক্ষারদ্রব্য।	ধাতব অম্ল।
করোসিভ সব্লিমেট।	ট্যানিক এছিড, চূণেরজল, এল্‌বিউমেন, দুগ্ধ, তৈল, গ্লুটেন।
অবসাদক ঔষধ।	উত্তেজক ঔষধ।
আইডোফরম্।	বাইকার্ব্বনেট অব্ পটাস্।
পাইলকার্পাইন। জ্যাবরাণ্ডি।	এট্রপাইন বেলেডোনা।
ক্যালাবারবিন্।	এট্রোপাইন, ষ্ট্রীক্নিয়া।
সিল্ভার নাইট্রেট।	লবণ (ক্লোরাইড অব্ সোডিয়ম)।

এণ্টিপিরিওডিক বা পর্য্যায় নিবারক ঔষধ।

(ANTEPERIODIC.)

যে সকল রোগ পর্য্যায় বা পালাক্রমে হয়, যেমন পালাজ্বর, সেই সকল রোগ যে সকল ঔষধে নাশ করে তাহাদিগকে পর্য্যায় নিবারক ঔষধ বলে।

সে গুলি এই ;—

কুইনাইন।	আইওডাইন।
আর্সেনিক।	স্যালিছিন।
ফেরিস্সল্‌ফেট।	স্যালিছিলেট অব্ সোডা।

এমলিয়েণ্ট বা স্নিগ্ধকারক।

(EMOLLIENT.)

এই সকল ঔষধ যে স্থানে লাগান যায়, সে স্থান স্নিগ্ধ এবং নরম হয়। ইহারা স্থানীয় উত্তেজনা দূর করে। ইহারা বাহ্যিক প্রয়োগের জন্য ব্যবহৃত হয়। ইহাদের অপর নাম প্রোটেক্‌টিভ (Protective), ইহারা বাহ্যিক ডিমলছেণ্ট (ডিমলছেণ্ট দেখ)। ডিমলছেণ্ট এবং এমলিয়েণ্ট ঔষধে তফাৎ এই যে, ডিমলছেণ্ট ঔষধের স্থানীয় ও আভ্যন্তরিক দুই রকম প্রয়োগই হয়। আর এমলিয়েণ্ট ঔষধের কেবল বাহ্যিক প্রয়োগ হয়। অতএব এমলিয়েণ্ট ঔষধ ডিমলছেণ্ট ঔষধেরই সমান গুণবিশিষ্ট।

উষ্ণজল।	লিন্‌ছিড অইল।
পুল্‌টীস্।	অলিভ অয়েল।
ময়দা।	আমণ্ড অইল।
লিন্‌ছিড্।	সুয়েট
গম।	লার্ড।
হনি।	মম।
ষ্টার্চ।	স্পার্মেছেটি।
কলোডিয়ন।	গ্লাইছেরিন।
ডিম্বের ষেত্নু।	জিল্যাটিন।

কোন স্থানে প্রদাহ হইলে বা কোন স্থানে উত্তেজনা হইলে ও জ্বালা করিলে এই সকল ঔষধ প্রয়োগে উত্তেজনা ও প্রদাহ দূর হয়। ক্ষতাদি উগ্র হইলে এবং জ্বালা করিলে ইহারা জ্বালা নিবারণ করে। কোন স্থান পুড়িয়া গেলে ইহাতে জ্বালা নিবারণ করে। ক্ষতাদি শুষ্ক হইয়া জ্বালা করিতে থাকিলে ইহাতে নিবারণ হয়।

একবোলিক বা জরায়ু সঙ্কোচক।

(ECBOLICS.)

এই সকল ঔষধ জরায়ুর মাংস পেশীর উপর ক্রিয়া করে, তাহাতে জরায়ুর সঙ্কোচন বৃদ্ধি হয়। বেশী মাত্রায় এই সকল ঔষধ প্রয়োগ করিলে, জরায়ু সঙ্কুচিত হইয়া গর্ভস্রাব হয়।

সে ঔষধগুলি এই ;—

আরগট্ (বেশী মাত্রায়)।	বোরাক্স।
সেভাইন।	ডিজিট্যালিস্।

এই সকল ঔষধ প্রসবকার্য্যে ব্যবহৃত হয়। প্রসবের সময় জরায়ুর সঙ্কোচন অভাবে প্রসব কার্য্যে বিলম্ব ঘটিলে ইহাদিগকে প্রয়োগ করিলে, সত্বর জরায়ুর সঙ্কোচন উপস্থিত হইয়া প্রসব হয়। ইহাদিগের মধ্যে সর্ব্ব-প্রধান হচ্ছে আরগট্।

এমেনেগোগ বা রজোনিঃসারক।

(EMMENAGOGES.)

এই সকল ঔষধ স্ত্রীলোকের ঋতুবন্ধ হইলে রজ আনয়ন করে। ইহারা দুই প্রকারের আছে। ডাইরেক্ট বা সাক্ষাৎ এবং ইন্ডাইরেক্ট বা পরম্পরিত।

১। ডাইরেক্ট এমেনেগোগ।	লৌহঘটিত ঔষধ।
আরগট।	ষ্ট্রীক্‌নিয়া।
সেভাইন।	এলোজ।
এসাফিটিডা।	কলোছিন্থ্।
২। ইন্ডাইরেক্ট এমেনেগোগ।	অন্যান্য বিরেচক ঔষধ।

সাক্ষাৎ রজোনিঃসারকগুলি প্রত্যক্ষভাবে জরায়ুকে উত্তেজিত করিয়া ঋতু আনয়ন করে।

পরম্পরিত রজোনিঃসারক ঔষধগুলি অন্য রকমে ক্রিয়া করে। লৌহ-ঘটিত ঔষধগুলি রক্তের দোষ সংশোধন করিয়া কার্য্য করে। রক্তাল্পতা জনিত রজোরাহিত্য রোগে (এনিমিক এমিনরিয়া) ইহারা উপকারক। এলোজ প্রভৃতি বিরেচক ঔষধ প্রকারান্তরে জরায়ুর উপর ক্রিয়া করে, এই জন্য গর্ভাবস্থায় উগ্র বিরেচক ঔষধ প্রয়োগ করিলে গর্ভস্রাব হইয়া যায়।

এমেটিক বা বমনকারক ঔষধ।

(EMETIC.)

যে সকল ঔষধ সেবনে বমন হইয়া পাকস্থলীস্থিত খাদ্যাদি উঠিয়া পড়ে তাহাদিগকে বমনকারক ঔষধ বলে। কার্য্যভেদে বমনকারক ঔষধ দুই প্রকারের আছে। কতকগুলি স্থানীয় ক্রিয়া করিয়া অর্থাৎ পাকস্থলীকে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে উত্তেজিত করিয়া বমনকারক হয়। ইহাদিগকে স্থানীয় বমনকারক বলি। আর কতকগুলি বমনকারক ঔষধ শরীরে হজম হইবার পর মস্তিষ্কে স্থিত বমন করিবার স্নায়ু কেন্দ্রকে উত্তেজিত করিয়া পরে বমন আনয়ন করে, ইহাদিগকে সাধারণ বমনকারক বলে। সাধারণ বমন-কারক ঔষধ যে কোন প্রকারে হউক শরীরস্থ হইলেই বমন উৎপন্ন হয়। চর্ম্মের নীচে পীচকারী করিয়া দিলেও বমন হয়। অপরগুলি সেবন না করিলে বমন হয় না। বমনকারক ঔষধের মধ্যে আবার কতকগুলি উত্তে-জক বমনকারক আছে, এবং কতকগুলি অবসাদক শ্রেণীর আছে। অব-সাদক বমনকারক ঔষধ শরীরের অবসাদ ও দৌর্ব্বল্য উপস্থিত করে। উত্তেজক বমনকারক ঔষধগুলি তাদৃশ দুর্ব্বলকারী নহে।

১। স্থানীয় বমনকারক।

সল্‌ফেট অব্ জিঙ্ক।

সল্‌ফেট অব কপার।

মষ্টার্ড।

কার্ব্বনেট অব্ এমনিয়া।

এলম।

লবণ।

২। সাধারণ বমনকারক।

টার্‌টার এমেটিক।
ইপিকাকুয়ানহা।
সেনেগা।
সিলি।
এপমর্‌ফাইন।
৩। উত্তেজক বমনকারক।
সল্‌ফেট অব্ জিঙ্ক।
মষ্টার্ড।
কার্ব্বনেট অব্ এমনিয়া।
সিলি।
সেনেগা।
৪। অবসাদক বমনকারক।
টার্‌টার এমেটিক।
ইপিকাকুয়ানহা।

বমনকারক ঔষধ নানা অবস্থায় ব্যবহার করিতে হয়।

(১) কোন বিষাক্ত পদার্থ উদরস্থ হইলে বমনকারক ঔষধ দিয়া বমন করাইয়া ঐ বিষাক্ত পদার্থ বাহির করিয়া ফেলিতে হয়। এই ক্ষেত্রে সল্‌ফেট অব্ জিঙ্ক এবং মষ্টার্ড প্রশস্ত।

(২) কোন দুষ্পাচ্য পদার্থ উদরে অবস্থিতি করিয়া যাতনা হইলে, তাহা বমন করাইয়া তুলিয়া ফেলা আবশ্যক হয়।

(৩) জ্বরাদি তরুণ রোগে ভুক্ত পদার্থ উদরে অবস্থিতি করিয়া কষ্টকর হইলে, বমনকারক ঔষধের প্রয়োজন হয়। যথা,—আহারাদির পর জ্বর হইলে বমনকারক ঔষধ বিহিত।

(৪) ফুস্‌ফুস ও ব্রঙ্কাই (শ্বাসনলী) প্রভৃতিতে অতিরিক্ত শ্লেষ্মা সঞ্চিত হইলে এবং রোগী উহা কাশিয়া তুলিতে না পারিলে, বমনকারক ঔষধে উপকার করে। তাহাতে কাশ উঠিয়া পড়ে। এই ক্ষেত্রে ইপিকাক খুব কার্য্যকারী।

দুর্ব্বল শরীরে উত্তেজক বমনকারক ঔষধ দেওয়া বিহিত। সবল শরীরে টার্‌টার এমেটিক প্রভৃতি অবসাদক ঔষধ দেওয়া যায়।

এস্কারোটিক বা কষ্টিক (বিধান বিনাশক)।

(ESCHAROTIC OR CAUSTIC.)

এই সকল ঔষধ শরীরের যে স্থানে লাগান যায়, সে স্থান পুড়িয়া যায়। অধিক ক্ষমতাশালী ঔষধগুলি সে স্থান একবারে ধ্বংস করিয়া ফেলে এবং তথায় ক্ষত হয়।

সলফেট্ অব্ কপার।	নাইট্রিক এছিড।
বিন আইওডাইড্ অব্ মার্কুরি।	এছিড নাইট্রেট্ অব্ মার্কুরি।
আইওডাইন।	আর্সেনিক।
রেড অক্সাইড অব্ মার্কুরি।	করোসিভ সব্লিমেট।
নাইট্রেট্ অব্ সিল্ভার।	ক্রোমিক এছিড।
ক্লোরাইড্ অব্ জিঙ্ক।	ব্রোমাইন।
ক্লোরাইড্ অব্ এণ্টিমণি।	সল্‌ফিউরিক এছিড।
গ্লাসিয়াল এছেটিক এছিড।	কষ্টিকলাইম।
কার্ব্বলিক এছিড।	কষ্টিক সোডা।
হাইড্রোক্লোরিক এছিড।	কষ্টিক পটাস।

এই সকল ঔষধ নিম্ন লিখিত ক্ষেত্রে কার্য্যকারী।

(১) ক্ষিপ্ত শৃগাল কুক্কুরের দংশনে এবং সর্প দংশনে দংশিত স্থান এই সকল ঔষধ দ্বারা পোড়াইয়া দেওয়া যায়।

(২) ক্ষতাদিতে পচা মাস থাকিলে বা ক্ষতে মাংস বৃদ্ধি হইলে, এই সকল ঔষধ বুলাইয়া দিলে উপকার হয় এবং ক্ষত পরিষ্কার হইয়া যায়।

(৩) ক্যান্‌সার প্রভৃতি দুষ্ট আব্ পোড়াইয়া দেওয়া যায়।

(৪) উপদংশ ক্ষত পোড়াইয়া দিলে আর উহার বিষ শরীরে প্রকাশ করে না।

এক্‌স্পেক্টোরাণ্ট বা কফনিঃসারক।
(EXPECTORANT.)

যে সকল ঔষধে কাশ তুলাইয়া ফেলে এবং কাশ সরল হয়, তাহাদিগকে কফ নিঃসারক ঔষধ বলে। ক্রিয়াভেদে ইহারা সাত শ্রেণীর আছে।

(১) কতকগুলি ঔষধ শ্বাসনলী সকলের আক্ষেপ নিবারণ করিয়া কার্য্য-কারী হয়, ইহাদিগকে আক্ষেপ নিবারক কফ নিঃসারক বলা যায়।

(২) কতকগুলি ঔষধ বমনকারক হইয়া প্রকারান্তরে আবদ্ধ শ্লেষ্মাকে স্থানভ্রষ্ট করিয়া বাহির করিয়া দেয়। ইহাদিগকে বমনকারক কফনিঃসারক বলে।

(৩) কতকগুলি ঔষধ শ্বাসনলী সকলের শ্লেষ্মাঝিল্লির শ্লেষ্মা ক্ষরণ বৃদ্ধি করিয়া এবং কাশকে তরল করিয়া কার্য্যকারী হয়। ইহাদিগকে তরলকারক কফ নিঃসারক বলা যায়।

(৪) কতকগুলি শ্বাসনলী সকলের শ্লেষ্মাঝিল্লি উত্তেজিত করিয়া কার্য্যকারী হয়। ইহারা উত্তেজক কফনিঃসারক নামে অভিহিত হয়। শ্লেষ্মাঝিল্লি উত্তেজিত হইলে শ্লেষ্মা ক্ষরণ হয়।

(৫) কতকগুলি ঔষধ শ্বাসনলী সকলকে স্নিগ্ধ করিয়া এবং উহাদের উগ্রতা দূর করিয়া উপকারক হয়, ইহাদিগকে স্নিগ্ধকারক কফ নিঃসারক বলে।

(৬) কতকগুলি ঔষধ মুখের শ্লেষ্মাঝিল্লির উপর কার্য্য করিয়া প্রতিফলিত ক্রিয়া গুণে প্রকারান্তরে কাশ তরল করে, ইহাদিগকে সিলিয়ারি একছাইট্যাণ্ট (Ciliaryexcitant) নাম দেওয়া যায়। এই সকল ঔষধ মুখে করিয়া রাখিলে মুখের লাল নিঃসারণ হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে তরল হইয়া কাশ উঠে।

(৭) কতকগুলি ঔষধ শ্বাস যন্ত্রের প্রধান স্নায়ুকেন্দ্রের উপর কার্য্য করিয়া কফ নিঃসারক হয়। যে সকল স্নায়ু দ্বারা শ্বাস প্রশ্বাস কার্য্যনির্ব্বাহ হয়, সেই স্নায়ুর উপর কার্য্য করিয়া বা তাহাকে সবল করিয়া ইহারা প্রকারান্তরে কফ নিঃসারক হয়। ইহাদিগকে স্নায়বীয় কফ নিঃসারক বলা যায়।

এই সকল কফনিঃসারক ঔষধের মধ্যে আবার কতকগুলি উত্তেজক ঔষধ আছে এবং কতকগুলি অবসাদক আছে। উত্তেজক ঔষধগুলি দুর্ব্বলাবস্থায় প্রয়োগ করিবে, অবসাদক ঔষধগুলি শরীরের অবসাদ উৎপন্ন করে, এজন্য নিতান্ত দুর্ব্বল রোগীতে প্রয়োগ না করা ভাল।

১। আক্ষেপ নিবারক কফনিঃসারক।
লোবিলিয়া।
ওপিয়ম।
ষ্ট্রামোনিয়ম।
তামাক।

২। বমনকারক কফনিঃসারক।
এণ্টিমণি।
ইপিকাকুয়ানহা।

৩। তরলকারক কফনিঃসারক।
ইপিকাকুয়ানহা।
আইওডাইড্ অব্ পট্টাসিয়ম।
এপমরফাইন।

পাইলো কার্পাইন।
টার্টার এমেটিক।
৪। উত্তেজক কফনিঃসারক।
এমনিয়া।
এমনিয়া কার্ব্বনেট।
স্পীরিট্ এমন এরম্যাট।
সেনেগা।
সিলি।
টর্পেন্টাইন।
এসাফিটিডা।
বালসাম টলু।
এমনায়েকম।
বালসাম পেরু।
৫। স্নিগ্ধকারক কফনিঃসারক।
মর্ফাইন।
ক্লোরাল।
বেন্জইক এছিড।
টিং ক্যাম্ফর কো।
৬। সিলিয়ারি একছাইট্যাণ্ট।
ক্লোরাইড্ অব্ এমনিয়ম।
ক্লোরেট অব্ পটাসিয়ম।
ক্লোরাইড্ অব্ সোডিয়ম।
৭। স্নায়বীয়কফনিঃসারক।
ষ্ট্রীকনিয়া।
নক্সভমিকা।
৮। অবসাদক কফনিঃসারক।
ইপিকাকুয়ানহা।
এণ্টিমণি।

ব্রঙ্কাইটিস্, হুপিংকফ, নিউমোনিয়া প্রভৃতি পীড়ায় যখন শ্বাসনলী সকল তরল শ্লেষ্মা পরিপূর্ণ হয় এবং শ্বাসপ্রশ্বাস কষ্টকর হয়, তবে বমনকারক ঔষধ বিশেষ উপকার করে। এই ক্ষেত্রে টার্টার এমেটিক এবং ইপিকাকুয়ানহা অপেক্ষাকৃত বেশী মাত্রায় কার্য্যকারী হয়। কিন্তু যদি রোগী একবারে বলহীন হয়, তবে এই সকল বমনকারক ঔষধ না দেওয়াই ভাল।

নিউমোনিয়া, ব্রঙ্কাইটীস্ প্রভৃতি রোগে যখন কাশ উঠিতে আরম্ভ করে, তখন উত্তেজক কফনিঃসারক ঔষধ, যেমন এমনিয়া সেনেগা প্রভৃতি উপকারক।

যদি শ্বাসনলী সকলের আক্ষেপ জন্য ক্রমাগত গলা থোঁকে, রোগী হাঁপাইতে থাকে, এবং শ্লেষ্মা শুষ্ক হয়, তবে লোবিলিয়া এবং ওপিয়ম প্রভৃতি আক্ষেপ নিবারক ঔষধ উপকার করে। ইথিরিয়াল টীংচার অব্ লোবিলিয়া একটু টীং ওপিয়ম যোগে বিশেষ উপকারী।

ব্রঙ্কাইটীস্, নিউমোনিয়া প্রভৃতির তরুণ অবস্থায় যখন শ্লেষ্মা শুষ্ক থাকে,

এবং খুব জ্বরের বেগ থাকে, তখন তরলকারক কফনিঃসারক ঔষধ উপকারী ইপিকাকুয়ানহা এবং ভাইনম এণ্টিমণি প্রভৃতি।

যদি ঘন ঘন কাশীর বেগ হয়, ভাল হইয়া কাশ না উঠে, তবে কফনিঃসারক ঔষধের সঙ্গে ওপিয়ম, মর্ফিয়া, এবং ক্লোরাল হাইড্রেট মিশাইয়া দিলে কাশির উগ্রতা দমন হয় এবং সহজে কাশ উঠে।

যদি রোগী দুর্ব্বল হয় এবং স্নায়ু যন্ত্রের দৌর্ব্বল্য জন্য রোগী কাশ তুলিয়া না ফেলিতে পারে, তবে কফনিঃসারক ঔষধের সঙ্গে ষ্ট্রীক্‌নিয়া মিশাইয়া দিলে সমূহ উপকার হয়।

যদি রোগীর শ্বাসনলী সকল অত্যন্ত শ্লেষ্মা পূর্ণ হয় এবং গলা ঘড় ঘড় করিতে থাকে, তবে সেই অবস্থায় অহিফেণ, এবং ক্লোরাল হাইড্রেট না দেওয়া উচিত। কারণ তাহাতে কাশ উঠা বন্ধ হইয়া রোগী রুদ্ধশ্বাস হইয়া মারা পড়িতে পারে।

এণ্টিফ্লাইলোজিস্‌টিক বা প্রদাহনাশক ঔষধ।

(ANTIPHILOGISTICS.)

যে সকল ঔষধে প্রদাহের দমন করে তাহাদিগকে প্রদাহনাশক ঔষধ বলে। কোন স্থান লাল, উষ্ণ ও বেদনাযুক্ত হইলে সেই স্থানের প্রদাহ হইয়াছে বলা যায়। এই প্রদাহ বাহিরের অঙ্গে অথবা ভিতরের যন্ত্রেও হইতে পারে। ফোড়া, এবশেষ প্রভৃতি প্রদাহ রোগ। নিউমোনিয়া হচ্চে ফুস্‌ফুস প্রদাহ। প্লুরিসি প্লুরার প্রদাহ।

প্রদাহনাশক ঔষধগুলি এই ;—

রক্তমোক্ষণ, যেমন জোঁক লাগান।	ভেরাট্রিম।
বিরেচক ঔষধ।	মার্কু্যরি(পারদ)
একনাইট।	এণ্টিমণি।

এণ্টিসেপ্‌টিক বা পচননিবারক ঔষধ।

(ANTISEPTIC.)

যাহাতে পচিতে দেয় না তাহাই পচননিবারক। এই সকল ঔষধের গুণে ক্ষতাদি পচিতে পায় না। মাংস, দুগ্ধ প্রভৃতিও পচিতে পায় না।

সে গুলি এই ;—

কার্ব্বলিক এছিড।	ক্লোরাইড্‌ অব সোডিয়ম।
ক্রিয়া জোট।	করোসিভ সব্‌লিমেট।
এল্‌কোহল।	পার্‌ক্লোরাইড্‌ অব্‌ আয়রণ।
সল্‌ফিউরাউস এছিড।	ক্লোরাইড্‌ অব্‌ জিংক।
আর্সেনিক	সল্‌ফেট অব্‌ কপার।
আইডোফরম।	অয়েল অব্‌ পেপার সেণ্ট।
বোরাক্‌স্‌।	অয়েল অব্‌ ইউক্যালিপ্‌টস্‌।
	অয়েল অব্‌ এনাইচ।
	অন্যান্য ঐরূপ তৈল।

বাহিরের বায়ুতে পচনক্রিয়া উৎপাদক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীবাণু আছে। তাহাদের দ্বারাই পচনক্রিয়া নির্ব্বাহ হয়। পচননিবারক ঔষধ সকল বায়ুস্থ পাচনক্রিয়া উৎপাদক জীবাণুদিগকে ধ্বংশ করে।

এন্‌হাইড্রোটিক বা ঘর্ম্মনিবারক ঔষধ।

(ANHYDROTIC.)

যে সকল ঔষধ ঘর্ম্ম হওয়া নিবারণ করে, তাহাদিগকে ঘর্ম্মনিবারক ঔষধ বলে। অতি ঘর্ম্মে এই সকল ঔষধ কার্য্যকারী।

সে গুলি এই ;—

বেলেডোনা।	সল্‌ফিউরিক এছিড।
এট্রপাইন।	যাবতীয় সংকোচক ঔষধ।
হাইওসায়ামস্‌	কুইনাইন।
ষ্ট্রামোনিয়ম।	সলফেট অব্‌ জিঙ্ক।
পাইক্রটক্‌সিন।	অক্‌ছাইড্‌ অব্‌ জিংক।

ইহারা প্রায় সকল গুলিই ঘর্ম্মগ্রন্থির উপর ক্রিয়া করিয়া ঘর্ম্মনিবারণ করে। সঙ্কোচক ঔষধগুলি উহাদের সঙ্কোচক ক্রিয়া গুণে ঘর্ম্ম বন্ধ করে। যক্ষ্মারোগের অতি ঘর্ম্মে এবং জ্বরবিকারের অতি ঘর্ম্মে এবং অন্য কারণবশতঃ অতি ঘর্ম্মে এই সকল ঔষধ সেবনে উপকার করে। বেলেডোনা, এট্রপিয়া, এবং পাইক্রটক্সিনের সর্ব্বদা ব্যবহার হয়।

লিথন্‌ট্রিপটিক, এণ্টিলিথিক বা পাথরিনাশক।

(LITHONTRIPTIC বা ANTILITHIC.)

মূত্রাশ্মরী, গলষ্টোন (পিত্তশিলা) প্রভৃতি জন্মান নিবারণকারী ঔষধের নাম পাথরিনাশক।

সর্ব্বপ্রকার ধাতব অম্ল। স্যালিসিলেট অব্ সোডা।

ক্ষার ঔষধ যেমন সোডা, পটাস ইত্যাদি।

ইহার মধ্যে ফস্‌ফেট নির্ম্মিত পাথরি নিবারণ পক্ষে ধাতব অম্ল উপযোগী। ইউরিক এছিড নির্ম্মিত পাথরি বিনাশে ক্ষার ঔষধ উপযোগী এবং পিত্তশিলা নিবারণে স্যালিসিলেট অব্ সোডা উপযোগী। এই সকল ঔষধে পাথরি জন্মান নিবারণ করে কিন্তু পাথরি বড় হইয়া গেলে তাহাদিগকে বিনাশ করিতে তাদৃশ সক্ষম হয় না।

এণ্টিসায়ালিসিক বা লালাস্রাব নিবারক ঔষধ।

(ANTISYALISIC.)

এই সকল ঔষধ লালাগ্রন্থি সকলের উপর কার্য্য করিয়া লালাস্রাব নিবারণ করে। কতকগুলি গ্রন্থি বা গ্লাণ্ড আছে, তাহাদের নাম স্যালিভারিগ্লাণ্ড বা লালাগ্রন্থি, ঐ সকল গ্রন্থি হইতে মুখের লাল নির্গত হইয়া থাকে। যে সকল ঔষধ ঐ সকল গ্রন্থির কার্য্য স্থগিত করে, তাহারা লালাস্রাব নিবারক।

সে গুলি এই ;—

এট্রপিন।	ক্যার্ল্লাবারবিন।
এলিয়ম।	কাটেচু।

এণ্টিকোলেগোগ।

(ANTICHOLAGOGUE.)

যে সকল ঔষধ পিত্তনিঃসরণ কম করে, তাহাদের নাম এণ্টিকোলেগোগ, ইহারা যকৃতের অবসাদক। অত্যন্ত পিত্তনিঃসরণ হইলে এবং তজ্জন্য উদরাময় হইলে ইহারা উপকারক।

ওপিয়ম। মর্ফাইন।
প্লম্বাই এছিটাস।

কার্মিনেটিভ বা উদরাধ্মান নিবারক ঔষধ।

(CARMINATIVE.)

যে সকল ঔষধ পেটফাঁপা, পেটকামড়ানী এবং পাকস্থলীও অন্ত্রের শূল (কলিক) নিবারণ করে, তাহারা উদরাধ্মান নিবারক। ইহারা উদর ও অন্ত্রের আক্ষেপ নিবারণ করে।

সে ঔষধ গুলি এই ;—

জিঞ্জার (আদা)।
ক্যাপ্‌ছিকম (লঙ্কা)।
কার্ডামম্ (ছোটএলাচ)।
মাষ্টার্ড (সরিসা)।
পেপার (গোলমরিচ)।
ছিনামন (দারুচিনি)।
নটমেগ (জায়ফল)।
মেস্ (জৈত্রী)।
ক্লোভ (লবঙ্গ)।
অলস্ পাইস্।
ক্যাজুপট অয়েল।
ভ্যালিরিয়ান।
এনাইস্।
ক্যারাওয়ে।
কোরিয়াণ্ডার।
ডিল।
ফেনেল।
পেপারমেণ্ট অইল।
স্পিয়ারমিণ্ট অইল।
ঈথর।
এসেটিক ঈথর।

এই সকল ঔষধের নিম্ন লিখিত অবস্থায় ব্যবহার হয়।

(১) পেটকাঁপিলে বা পেটকামড়াইলে ইহারা উপকার করে।

(২) বিরেচক ঔষধ যোগ করিয়া দিলে ঐ বিরেচক ঔষধে আর পেট-কামড়ায় না।

(৩) অজীর্ণ রোগে পাকস্থলীকে উত্তেজিত করিয়া ক্ষুধাবৃদ্ধি করে।

ক্যাথরেটিক, পরগেটিভ বা বিরেচক ঔষধ।

(CATHARTIC, PURGATIVE.)

যে সকল ঔষধে দাস্ত হয়, তাহাদিগকে বিরেচক ঔষধ বলে। ইহাদের মধ্যে আবার কতকগুলি শ্রেণীবিভাগ আছে।

যে সকল ঔষধে দুই একটা মাত্র দাস্ত হয়, তাহাদের নাম ল্যাক্জেটিভ বা মৃদুবিরেচক। ইহারা মলকে সরল মাত্র করে। ইহারা কোষ্টবদ্ধতায় উপকারী।

মৃদুবিরেচক অপেক্ষা ক্রিয়া বেশী অথচ যাহারা উগ্রগুণবিশিষ্ট বিরেচক নহে তাহাদের নাম সিম্পল পরগেটিভ বা সাধারণ বিরেচক।

ড্রাস্টিক পরগেটিভ বা উগ্রবিরেচক ঔষধ, ইহাদিগকে সেবন করিলে অনেকবার দাস্ত হয়।

হাইড্রাগোগ পরগেটিভ বা জল নিঃসারক বিরেচক। ইহাদিগকে সেবন করিলে দাস্ত হয়ই তা ছাড়া অন্ত্র হইতে জলীয় পদার্থের স্রাব হয়।

সেলাইন পরগেটিভ বা লাবণিক বিরেচক। ইহাদিগকে সেবন করিলেও অন্ত্র হইতে জলীয় পদার্থ নিঃসৃত হয় কিন্তু তত বেশী নহে।

কোলেগোগ পরগেটিভ বা পিত্তনিঃসারক বিরেচক, ইহাদিগকে সেবন করিলে দাস্ত হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে যকৃতের ক্রিয়াবৃদ্ধি হইয়া পিত্ত নিঃসৃত হয়।

বিরেচনের সাহায্যকারী ঔষধ। ইহাদের নাম এড্জুভ্যাণ্ট পরগেটিভ।

---

(১) ল্যাক্জেটিভ বা মৃদু বিরেচক ঔষধ।

(LAXATIVES.)

ফিগ।
প্রুণ।
হনি (মধু)।
ট্রিয়াকেল (গুড়)।
ম্যানা।
ট্যামারিণ্ড (তেঁতুল)।
ক্যাসিয়া (সোনামুখি)।
সল্ফার।
অলিভ অয়েল।
ক্যাষ্টর অইল।
ম্যাগ্নেসিয়া।
কার্ব্বনেট অব্ ম্যাগ্নেসিয়া।

---

(২) সিম্পল পর্গেটিভ।

(SIMPLE PURGATIVE.)

রুবার্ব্ব।
সেনা।
ক্যাষ্টর অইল।
এলোজ।
জোলাপ।

---

(৩) ড্রাস্টিক পর্গেটিভ।

(DRASTIC PURGATIVE.)

জ্যালাপ।
স্কামণি।
কলোসিন্থ।
ক্রোটন অইল।
পডকাইলিন রেজিন।
গ্যামবোজ।

---

(৪) হাইড্রাগোগ্ পর্গেটিভ।

(HYDRAGOGUE PURGATIVE.)

গ্যামবোজ।
ক্রিম অব্ টার্টার।
ইলেটিরিয়ম।

---

(৫) সেলাইন পর্গেটিভ।

(SALINE PURGATIVE.)

ফস্ফেট অব্ সোডা।
টার্ট্রেট্ অব্ পটাস।
সোডিপটাসা টার্টারেটা।
সল্ফেট্ অব্ সোডা।
সল্ফেট্ অব্ ম্যাগ্নেসিয়া।
ছাইট্রেট্ অব্ ম্যাগ্নেসিয়া।
সল্ফেট্ অব্ পটাস্।
ক্রিম অব্ টার্টার।

(৬) কোলেগোগ পর্গেটিভ।

(CHOLAGOGUE PURGATIVE.)

গ্রেপাউডার।
ব্লুপিল।
ক্যালমেল।
রুবার্ব।
এলোজ।
পাডাফিলিন।
ট্যারাক্সেকম।
কল্‌ছিকম।

(৭) বিরেচনের সাহায্যকারী ঔষধ।

(ADJUVANTS TO PURGATIVES.)

(ক) নক্সভমিকা।
ষ্ট্রীক্‌নিয়া।
সল্ফেট্ অব্ আয়রণ।

ইহারা অন্ত্রের বলবৃদ্ধি করে। কোষ্টবদ্ধতা রোগে উপকারী।

(খ) সমস্ত কার্মিনেটিভ বা উদরাধ্মান নিবারক ঔষধ।
বেলেডোনা।
হাইওসায়ামস্।

ইহারা বিরেচক ঔষধের সঙ্গে দিলে পেটকাঁপা ও পেটকামড়ানী নিবারণ করে। বেলেডোনা এবং হাইওসায়ামস্ অন্ত্রের আক্ষেপ নিবারণ করিয়া কোষ্টবদ্ধতা রোগে উপকারক হয়।

(গ) ইপিকাকুয়ানহা এণ্টিমণি। } *ইহারা পিত্ত নিঃসারক হইয়া
কাস্কেরা সাগ্রেডা। } উপকার করে।

(ঘ) এনিমা।

উদরে গরম জলের স্বেদ।

উদরে শীতল জলের পটী।

উদর ডলিয়া দেওয়া।

নিম্ন লিখিত উদ্দেশ্যে বিরেচক ঔষধের ব্যবহার হয়।

(১) অন্ত্রে মল সঞ্চিত থাকিলে ঐ মল নিঃসারণ করা।

(২) অন্ত্রে কোন অজীর্ণ দ্রব্য থাকিলে তাহা বাহির করিয়া দেওয়া।

(৩) যকৃৎ প্যান্‌ক্রিয়াস প্রভৃতি যন্ত্রের ক্রিয়া বৃদ্ধি করা, পিত্ত নিঃসারণ করা।

(৪) যকৃৎ, কিড্‌নি প্রভৃতি উদরস্থ যন্ত্রের রক্তাধিক্য হইলে বিরেচন ক্রিয়া দ্বারা ঐ রক্তাধিক্য দূর হয় এবং তাহাদের ক্রিয়া বৃদ্ধি হয়।

(৫) কোন দূরস্থিত যন্ত্রের, যেমন মস্তিষ্কের, রক্তাধিক্য হইলে বিরেচন ক্রিয়া দ্বারা সেই অবস্থা দূর হয়। এই জন্য শিরঃপীড়া, মস্তিষ্কের প্রদাহ, এপ্পলেক্‌সি প্রভৃতি রোগে বিরেচন উপকারী।

(৬) অন্ত্র হইতে জলীয় পদার্থ নির্গত করে বলিয়া শোথ রোগে বিরেচক ঔষধ উপকারী।

কলেগোগ বা পিত্ত নিঃসারক ঔষধ।

(CHOLAGOGUE.)

এই সকল ঔষধ যকৃত যন্ত্রকে উত্তেজিত করিয়া পিত্তঃ নিঃসারণ করে। ইহারা যকৃত রোগে হিতকর।

সে ঔষধ গুলি এই ;—

এণ্টিমণি।	রুবার্ব।
আর্সেনিক।	পডফাইলম্।

ইওনিমস্।	নাইট্রোহাইড্রোক্লোরিক এছিড।
ফস্‌ফেট্ অব্ সোডা।	ইপিকাকুয়ানহা।
বাইকার্ব্বনেট অব্ সোডা।	ক্যালমেল।
এলোজ।	ব্লুপিল।
কলছিকম্।	এমনিয়াইফস্‌ফাস্।
ক্লোরাইড্ অব্ এমনিয়ম।	কলোছিন্থ।
নাইট্রিক এছিড।	

এর্মধ্যে নাইট্রোমিউরিয়াটিক এছিড, পডফিলিন, রুবার্ব্ব এবং সোডা সর্ব্বদা ব্যবহার্য্য ঔষধ। যকৃতের ক্রিয়া বিকার হইলে বা যকৃতে রক্তাধিক্য হইলে ইহারা উপকারক। ক্লোরাইড্ অব্ এমনিয়ম, টীং পডাফিলিন এবং নাইট্রোমিউরিক এছিড এক সঙ্গে ব্যবহার করা যায়। কল্‌ছিকম্, ক্যালমেল, ব্লুপিল, এলোজ, রুবার্ব্ব, কলোছিন্থ এইগুলি বিরেচক গুণবিশিষ্ট।

কাউণ্টার ইরিট্যাণ্ট বা প্রত্যুগ্রতা সাধক ঔষধ।

(COUNTER IRRITANT.)

এই শ্রেণীর ঔষধ গায়ে লাগাইলে সেইস্থল লাল হয় অথবা তথায় ফোস্কা উঠে। এক প্রকার চর্ম্মের প্রদাহ হয়। ভিতরকার কোন যন্ত্রে প্রদাহ বা রক্তাধিক্য হইলে সেই যন্ত্রের উপরিস্থিত চর্ম্মে এই সকল ঔষধ লাগাইলে সেই যন্ত্রের প্রদাহ ও রক্তাধিক্য দূর হয়। এই জন্য ইহাদের নাম প্রত্যুগ্রতা সাধক। প্রতি উগ্রতা অর্থাৎ ভিতরের যন্ত্রে উগ্রতা হইলে এই সকল ঔষধে তাহার বিপরীত দিকে উগ্রতা হয় সুতরাং ভিতরকার উগ্রতা যেন উপর দিকে আইসে, তাহাতে ভিতরের যন্ত্রের প্রদাহ ভাল হইয়া যায়। ইহারা ভিতরের প্রদাহে টানিয়া উপর দিকে লইয়া আইসে।

কোন আভ্যন্তরিক যন্ত্রে রক্তাধিক্য হইলে, এই সকল ঔষধ সেই যন্ত্রের উপরিস্থিত চর্ম্মে লাগাইলে, ভিতরকার রক্ত সরিয়া উপরদিকে আইসে, তাহাতে সেই যন্ত্রের রক্তাধিক্য দূর হয়।

কোন কোন ক্ষেত্রে চর্ম্মের উপর বেলেস্তারা দিলে, ভিতরকার যন্ত্রেও বেলেস্তারা দেওয়ার কায হয়। যথা,—বক্ষস্থলের উপর বেলেস্তারা দিলে

প্লুরাতে রক্তাধিক্য হইয়া থাকে, পেটের উপর বেলেস্তারা দিলে, সময় সময় পেরিটোনিয়ম ঝিল্লির প্রদাহ হয়।

এই সকল প্রত্যুগ্রতা সাধক ঔষধ নানা শ্রেণীর আছে।

(১) রিউব্‌ফেসিয়েণ্ট বা চর্ম্মের প্রদাহ কারক। (Rubefacient) ইহাদিগকে চর্ম্মের উপর লাগাইলে চর্ম্ম লাল ও উষ্ণ হইয়া উঠে।

(২) ভেছিক্যাণ্ট বা ফোস্কাকারক, (Vesicant)। ইহাদিগকে চর্ম্মে লাগাইলে চর্ম্মের উপর ফোস্কা হয়।

(৩) পস্‌টুল্যাণ্ট (Pustulant)। ইহাদিগকে চর্ম্মে লাগাইলে পস্‌টিউল বা পূযবটী উৎপন্ন হয়।

১। রিউবফেসিয়েণ্ট।
এমনিয়া।
কম্পাউণ্ড ক্যাম্ফর লিনিমেণ্ট।
ঈথর, এলকোহল, ক্লোরফরম।
মষ্টার্ড পুলটিস্।
ক্যাজুপট অইল।
অইল অব্ টর্‌পেণ্টাইন।
ক্যাপ্‌সিকম।
মেজিরিয়ন।
আইওডাইন।

২। ভেসিক্যাণ্ট।
ক্যান্থারাইডিস্।
গ্লাসিয়াল এছেটিক এছিড।

৩। পস্‌টুল্যাণ্ট।
ক্রোটন অইল।
টার্‌টার এমেটিক।

এতন্মধ্যে ঈথর, এলকোহল এবং ক্লোরফরম গায়ে লাগাইয়া উহার উপর কলারপাতা বা গটাপার্চ্চা প্রভৃতির দ্বারা আবৃত করিয়া না রাখিলে সে স্থানের চর্ম্ম লাল ও উষ্ণ হয় না।

গ্যালাকটেগোগ বা দুগ্ধ নিঃসারক।

(GALACTAGOGUE.)

ইহারা স্তনের উপর কার্য্য করিয়া দুগ্ধস্রাব বৃদ্ধি করে।

ক্লোরেট্ অব্ পটাসিয়ম।
জ্যাবরাণ্ডি।
ফেনেল।
পাইলকার্পাইন নাইট্রেট।

টনিক বা বলকারক ঔষধ।

(TONIC.)

ইংরেজী টোন শব্দের অর্থ সংযত ভাব। শরীরের যে শক্তিদ্বারা শরীরের মাংসপেশী ও অন্যান্য যন্ত্রের টোন বা সংযত ভাব রক্ষা হয়, তাহারা দৈহিক টনিক বা দৈহিক বলকারক। বলবান ব্যক্তিদিগের মাংসপেশী কেমন সংযত, দৃঢ় এবং টন্‌টনে। দুর্ব্বল ব্যক্তি ও বৃদ্ধদিগের মাংস লোল ও শিথিল, অতএব বলা যায় বলবান ব্যক্তির মাংসে টোন আছে, বৃদ্ধ ব্যক্তিদিগের মাংসে টোনের অভাব। এই টোন শব্দের বিশেষণে টনিক শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। যে সকল ঔষধে শরীরের এই টান্‌ভাব বা টন্‌টনে ভাব রক্ষা হয়, সেই সকল ঔষধই টনিক শব্দ বাচ্য। ইহারা সমস্ত শরীরের টোন বা বলবিধান করে এবং শরীরের শিথিলভাব ও জড়তা দূর করে। টন্‌টনে, টান এবং টোন শব্দে বেশ সাদৃশ্য আছে এবং বোধ হয় দুইটী শব্দই একই ধাতু হইতে নিষ্পন্ন হইয়াছে। অনেক ইংরেজী ও বাঙ্গালা শব্দে পরস্পর বেশ মিল আছে। টনিক বা বলকারক ঔষধ ৪ চারি রকমের আছে। (১) নারভাইন টনিক্ বা স্নায়বীয় বলকারক। ইহারা শরীরের স্নায়ুযন্ত্রকে সবল করে। (২) ভাস-কুলার টনিক বা হৃদয় ও ধমনীর বলকারক। ইহারা হৃদয় ও রক্তসঞ্চালন যন্ত্রকে সবল করে। (৩) ডাইজেস্‌টিভ টনিক বা পাকযন্ত্রের বলকারক। ইহারা পাকস্থলী ও অন্ত্রকে সবল করে। (৪) জেনেরল টনিক বা সাধারণ বল-কারক। ইহারা সমস্ত শরীরকেই সবল করে।

নিম্নে প্রধান প্রধান বলকারক ঔষধের নাম দেওয়া গেল।

(১) স্নায়বীয় বলকারক।

(ক) কর্পূরাস।
(খ) নিদ্রাকারক ঔষধ।

} মস্তিষ্কের বলকারক।
নিদ্রাকারক ঔষধ মস্তিষ্ককে বিশ্রাম দেয় সুতরাং প্রকারা-ন্তরে মস্তিষ্কের বলকারক হয়।

(গ) নক্সভমিকা। (ঘ) ষ্ট্রীকনিয়া।	মেরুদণ্ডীয় মজ্জার বলকারক।
(ঙ) এট্রপিয়া।	শ্বাস প্রশ্বাস নির্ব্বাহকারী স্নায়ু-কেন্দ্রের বলবিধান করে।
(চ) আর্সেনিক। (ছ) জিঙ্ক সল্‌ফেট। (জ) ফস্ফরাস। (ঝ) নাইট্রেট্ অব্ সিলভার।	সাধারণ স্নায়বীয় বলকারক।

(২) রক্তসঞ্চালন যন্ত্রের বলকারক।

(ক) ডিজিট্যালিস্।	হৃদয়ের বলকারক।
(খ) ডিজিট্যালিস্, বেলেডোনা, আরগট।	ধমনীর বলবিধান করে।
(গ) লৌহ। (ঘ) আর্সেনিক। (ঙ) অল্প মাত্রায়, পারদঘটিত ঔষধ। (চ) কড্‌লিবার অইল।	ইহারা রক্তবৃদ্ধি করে। লৌহ সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান।

(৩) পাক যন্ত্রের বলকারক।

(ক) প্রায় সমুদয় তিক্ত ঔষধ। যেমন ক্যালম্বা, কুয়াশিয়া, জেনসেন, চিরেতা, নক্সভমিকা।	ইহারা পাকস্থলীর বলকারক, ক্ষুধাবৃদ্ধি করে এবং প্রকারান্তরে সমস্ত শরীরকে সবল করে।
(খ) নাইট্রো হাইড্রোক্লোরিক এছিড, হাইড্রোক্লোরিক এছিড ইত্যাদি।	ইহারা পাচক রসের বৃদ্ধি করিয়া পরিপাক শক্তি বৃদ্ধি করে।
(গ) ক্ষার ঔষধ।	ইহারা অম্লনাশ করিয়া উপকার করে।

(ঘ) বিসমথ, হাইড্রোসিয়ানিক এছিড।	ইহারা পাকস্থলীকে স্নিগ্ধ করে. সুতরাং প্রকারান্তরে বলকারক হয়।
(ঙ) অল্প মাত্রায় সুরা।	পাকস্থলী দুর্ব্বল হইলে অল্প মাত্রায় সুরা সেবনে পরিপাক শক্তি বৃদ্ধি হয়।

(৪) সাধারণ বলকারক।

(ক) কুইনাইন (অল্প মাত্রায়)।
(খ) ধাতুঘটিত ঔষধ লৌহ ইত্যাদি।
(গ) পুষ্টিকর আহার।
(ঘ) আমোদ প্রমোদ।
(ঙ) ব্যায়াম।
(চ) সুনিদ্রা।
(জ) সমুদ্রজলে স্নান, শীতলজলে স্নান।
(ঝ) বায়ু সেবন।

ডাইউরেটিক্‌স্ বা মূত্রকারক ঔষধ।

(DIURETICS.)

যে সকল ঔষধে মূত্রের পরিমাণ বৃদ্ধি করে, তাহাদিগকে মূত্রকারক ঔষধ বলে। ইহারা কিড্‌নি বা মূত্রযন্ত্রের উপর ক্রিয়া করে। এই সকল ঔষধ তিন শ্রেণীর আছে।

(১) ষ্টিমুলেটিং ডাউরেটিক বা উত্তেজক মূত্রকারক। ইহারা কিড্‌নি যন্ত্রকে উত্তেজিত করিয়া কিড্‌নির কার্য্য বৃদ্ধি করে তাহাতে প্রস্রাব বৃদ্ধি হয়। কিড্‌নির কার্য্য হচ্ছে প্রস্রাব তৈয়ার করা।

(২) হাইড্রোগোগ ডাউরেটিক্স। ইহারা মূত্রযন্ত্রের ভিতরে রক্ত চলাচলের বৃদ্ধি করিয়া মূত্রবৃদ্ধি করে. মূত্রযন্ত্রের বা কিডনির গ্লোমেরুলাই নামক বিধা-

নের ভিতর রক্তচলা বৃদ্ধি করে। এই সকল গ্লোমেরুলাই সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ধমন গুচ্ছ দ্বারা নির্ম্মিত।

(৩) রেফ্রিজিরাণ্ট ডাউরেটিক (Refrigerant Diuretic.) ইহারা মূত্রযন্ত্রের মূত্রপ্রণালী সকল ধৌত করিয়া উহাদিগের নালী পরিষ্কার করিয়া দেয়, তাহাতে মূত্রের পরিমাণ বৃদ্ধি হয়। মূত্রযন্ত্রের মূত্রপ্রণালী সকলের নাম টিউবিউলাই ইউরিনিফেরি বা টিউবিউল। এই গুলির ভিতর দিয়া মূত্র চলিয়া আইসে।

১। উত্তেজক মূত্রকারক।

ক্যান্থারাইডিস্।

টর্পেন্টাইন।

কোপেইবা।

জুনিপার।

সিলি।

পটাসিয়ম নাইট্রেট্।

নাইট্রিক ঈথর।

বুকু।

এলকোহল।

২। হাইড্রোগোগ ডাইউরেটিক।

ডিজিট্যালিস্।

বেলেডোনা।

সিলি।

আর্গট।

ক্যাফিন।

ষ্ট্রোফ্যান্থস্।

রেফ্রিজিরাণ্ট ডাইউরেটিক।

জিনসরাপ।

সল্‌ফেট্ অব্ ম্যাগ্নেসিয়ম (অল্প মাত্রায়)।

শীতল জল পান।

সরবত পান।

ছাইট্রেট্ অব্ পটাস।

এছিটেট্ অব্ পটাস।

নাইট্রেট্ অব্ পটাস।

মূত্রকারক ঔষধ নিম্ন লিখিত অবস্থায় ব্যবহৃত হয়।

(১) জ্বরাদি রোগে শরীরের অপকৃষ্ট পদার্থ বাহির করিয়া দিবার জন্ত।

(২) শোথ রোগে শরীর হইতে জলীয় পদার্থ বাহির করিয়া দিয়া উপকার করে।

(৩) পুরাতন ব্রাইটের পীড়া এবং তজ্জনিত শোথ রোগে উপকার করে।

(৪) রক্তের ভিতর অপকৃষ্ট পদার্থ জমিলে, যেমন ইউরিক এছিড্ জমিলে মূত্রকারক ঔষধে উপকার করে।

ক্যান্থারাইডিস্, টর্‌পেণ্টাইন এবং জুনিপার বেশীমাত্রায় প্রয়োগ করিলে মূত্রদ্বার দিয়া রক্তস্রাব হয় এবং মূত্রদ্বার জ্বালা করে, এজন্য এ গুলি খুব অল্প মাত্রায় প্রয়োগ করা বিহিত।

ছাইট্রেট্ অব্ পটাস্, নাইট্রেট্ অব্ পটাস্ বেশ সুখ সেব্য, ইহারা পিপাসা নিবারক।

সল্‌ফেট্ অব্ ম্যাগ্‌নেসিয়া অল্প মাত্রায় মূত্রকারক এবং বেশী মাত্রায় বিরেচক হয়।

এতদ্ভিন্ন, মূত্রযন্ত্রে রক্তাধিক্য হইয়া প্রস্রাব রোধ হইলে মূত্রযন্ত্রের উপর ড্রাইকপিং, মূত্রযন্ত্রের উপর সেক এবং বেলেস্তারা দেওয়া উপকারক। ইহা-দিগকে সাহায্যকারী মূত্রকারক বলা যায়।

ডায়েফোরেটিক বা ঘর্ম্মকারক ঔষধ।

(DIAPHORATIC.)

ইহাদের অপর নাম সডোরিফিক (Sudorific)। ইহারা চর্ম্মের ক্রিয়া বৃদ্ধি করিয়া ঘর্ম্ম নিঃসারণ করে, ঘাম করে। ইহাদের কতকগুলি চর্ম্মের রক্ত সঞ্চালন ক্রিয়া বৃদ্ধি করিয়া কার্য্য করে। এই গুলিকে উত্তেজক ঘর্ম্মকারক নাম দেওয়া যায়। ইহারা চর্ম্মকে উত্তেজনা করে, চর্ম্মের ধমনীতে অধিক রক্ত আনয়ন করে। আর কতকগুলি ঘর্ম্মকারক ঔষধ চর্ম্মের শিরা ও ধমনীগুলি প্রশস্ত করিয়া, কার্য্য করে, ইহারা চর্ম্মের অবসাদ উৎপন্ন করে, তাহাতে চর্ম্মের শিরা ও ধমনী প্রশস্ত হয় এবং তজ্জন্য ঘর্ম্ম নির্গত হয়। এই গুলিকে অবসাদক ঘর্ম্মকারক বলে। অপর কতকগুলি ঔষধে ঘর্ম্মনির্গত হওয়ায় স্নায়ু-কেন্দ্রকে উত্তেজিত করিয়া কার্য্যকারক হয়। যে স্নায়ুকেন্দ্রের দ্বারা ঘর্ম্মগ্রন্থি সকলের কার্য্য নির্ব্বাহ হয়, সেই স্নায়ুযন্ত্রকে উত্তেজিত করে সুতরাং ঘর্ম্ম নির্গত হয়। ইহাদিগকে স্নায়বিক ঘর্ম্মকারক নাম দেওয়া যায়। তদ্ভিন্ন, কতকগুলি ঔষধ ঘর্ম্মকারক ঔষধের সাহায্য করে, তাহাদের আরও ক্রিয়া বৃদ্ধি করে, সেই গুলিকে সাহায্যকারী ঘর্ম্মকারক বলে। বমন ও বমনোদ্বেগ হইলে শরীরের অবসাদ উৎপন্ন হইয়া ঘর্ম্ম হয়।

(ক) উত্তেজক ঘর্ম্মকারক।
- এমনিয়া।
- কার্ব্বনেট অব্ এমনিয়া।
- এছিটেট্ অব্ এমনিয়া।
- ছাইট্রেট্ অব্ এমনিয়া।
- নাইট্রেট্ অব্ এথিল।
- এলকোহল।
- ঈথার।
- ক্লোরফরম।
- গোয়েকম।
- সার্পেণ্টারি।
- স্থাসাফ্রাস্।
- মেজিরিয়ন।
- সারসাপ্যারিলা।
- সেনেগা।
- ক্যাম্ফর।
- সল্ফার।
- শীতল জলে স্নান।
- ডোভার্স পাউডার।
- অহিফেন।
- মর্ফাইন।

(খ) অবসাদক ঘর্ম্মকারক।
- অক্সাইড্ অব্ এণ্টিমণি।
- টার্টার এমেটিক।
- ইপিকাকুয়ানহা।
- জ্যাবরাণ্ডি।
- পাইল কার্পিণ।
- একনাইট।
- উষ্ণজলে স্নান।
- বমনকারক ঔষধ।

(গ) স্নায়বিক ঘর্ম্মকারক।
- নাইট্রিক ঈথর।
- সল্ফিউরিক ঈথর।

(ঘ) সাহায্যকারী ঘর্ম্মকারক।
- গরম জল পান।
- গরম জলের স্বেদ।
- বস্ত্রদ্বারা গাত্র আবৃত রাখ
- উষ্ণতা প্রয়োগ।
- গাত্র মার্জ্জনা।

জ্বরের অবস্থায় গা অত্যন্ত গরম হইলে অবসাদক ঘর্ম্মকারক ঔষধ উপকারী হয়। অন্যান্য নানাবিধ রোগে চর্ম্মের ক্রিয়া কম পড়িলে এবং চর্ম্মে রক্ত সঞ্চালন কম হইলে উত্তেজক ঘর্ম্মকারক ঔষধ উপকারক হয়। যথা,—পুরাতন ব্রাইটের পীড়ায় চর্ম্ম রুক্ষ হইলে উত্তেজক ঘর্ম্মকারক ঔষধে উপকার করে। অহিফেন অল্প মাত্রায় সেবনে ঘর্ম্মকারক হয়, শীতল জলে স্নান ঘর্ম্মকারক, কিন্তু অতিরিক্ত শৈত্য ঘর্ম্ম নিবারক হয়। জ্বরের অবস্থায় শীতল জলে বস্ত্র ভিজাইয়া গায়ে জড়াইলে ঘর্ম্ম হয়।

চর্ম্মের কার্য্য দুই রকম। প্রথমতঃ ইহাতে শরীরের জলীয় ভাগ বাহির করিয়া দেয়। দ্বিতীয়ত, ইহাতে রক্ত হইতে কোন কোন পদার্থ বাহির করিয়া দেয়, এই অংশে ইহা যকৃত ও কিড্‌নি যন্ত্রের তুল্য।

নিম্ন লিখিত ক্ষেত্রে ঘর্ম্মকারক ঔষধে উপকার করে ;—

(১) শরীরে শৈত্য প্রয়োগ এবং অন্যান্য কারণে ঘর্ম্ম রোধ হইলে। যেমন জলে ভিজিয়া বা বাহিরের ঠাণ্ডা হাওয়ায় শয়ন করিয়া ঘর্ম্মরোধ হইলে।

(২) জ্বর প্রভৃতি পীড়ায় শরীর উত্তপ্ত হইলে এবং তাহাতে গাত্রদাহ হইলে।

(৩) জ্বর প্রভৃতি পীড়ায় রক্তের ভিতর দুষ্ট পদার্থ এবং আবর্জ্জনা সঞ্চিত হওয়া নিবারণ জন্য।

(৪) কিড্‌নি যন্ত্রের প্রদাহ হইলে বা উহাতে রক্তাধিক্য প্রভৃতি হইয়া উহার ক্রিয়া কম পড়িলে অর্থাৎ মূত্র কম হইলে ঘর্ম্মকারক ঔষধ প্রয়োগে ঐ ঔষধে প্রকারান্তরে কিড্‌নির কার্য্য করে, তাহাতে কিড্‌নি যন্ত্রকে বিশ্রাম দেওয়া হয়।

(৫) হাম, বসন্ত প্রভৃতি রোগে ভাল হইয়া গুটিকা বাহির না হইলে।

(৬) শোথ রোগে শরীরের জলীয় পদার্থ বাহির করিয়া দিবার জন্য।

(৭) জন্‌ডিস্ প্রভৃতি রোগে শরীরের রক্তে পিত্ত প্রভৃতি আবর্জ্জনা সঞ্চিত হইলে ঘর্ম্মকারক ঔষধে ঐ সকল আবর্জ্জনা বাহির করিয়া দেয়।

ডোভার্স পাউডার একটী প্রসিদ্ধ ঘর্ম্মকারক ঔষধ। ইহাতে ওপিয়ম এবং ইপিকাক আছে। ইহা তাদৃশ অবসাদক নহে, ইহাতে ঘর্ম্মও হয় এবং সুনিদ্রাও হয়। তরুণ সর্দ্দিতে ডোভার্স পাউডার খুব উপকারক।

ঘর্ম্মকারক ঔষধ ব্যবহার করিবার সময় রোগীর গাত্রে শীতল বায়ু লাগিতে দিবে না। বস্ত্রদ্বারা গাত্র আচ্ছাদন করিয়া রাখিলে ঘর্ম্মকারক ঔষধের ক্রিয়া বৃদ্ধি হয়।

গরম জলের ভাপ গ্রহণ করা, ভাপ না লওয়া, উৎকৃষ্ট ঘর্ম্মকারক। জণ্ডিস্ রোগে ইহা খুব ভাল ঔষধ।

ডিমলছেণ্ট বা আবরক ঔষধ।
(DEMULCENT.)

ইহারা এমলিয়েণ্ট ঔষধের সমান গুণবিশিষ্ট। ইহারা বাহ্যিক ও আভ্যন্তরিক স্নিগ্ধকাবক, (এমলিয়েণ্ট দেখ)। বাহ্যিক স্নিগ্ধকারক ঔষধের নাম এমলিয়েণ্ট এবং আভ্যন্তরিক ও বাহ্যিক উভয় প্রকার স্নিগ্ধকারক ঔষধের নাম ডিমলছেণ্ট। ডিমলছেণ্ট ঔষধ সেবনে পাকস্থলী স্নিগ্ধ হয়। মুখের ক্ষতাদি এবং অন্যান্য ক্ষতাদিতে লাগাইলে ক্ষতের উগ্রতা দূর হয়। শীতকালে ঠোঁট ফাটিয়া গেলে এবং প্রসূতির স্তনবৃন্ত ফাটিয়া গেলে এই সকল ঔষধ লাগাইলে উপকার হয়।

মসিনার তৈল।	গ্লাইছেরিণ।
বাদাম তৈল।	লিকবাইচ।
অলিভ অইল।	ষ্টার্চ।

ডিওডোরাণ্ট বা দুর্গন্ধহারক ঔষধ।
(DEODORANT.)

ক্লোরাইন।	কার্ব্বলিক এছিড্।
চার্‌কোল।	তৈল।
	পার্‌ম্যাং গেনেট্ অব্ পটাস্।

নার্‌কোটিক বা মাদক ঔষধ।
(NARCOTIC.)

এই সকল ঔষধের কার্য্য মস্তিষ্কের উপর। ইহারা মস্তিষ্কের উপর কার্য্য করিয়া প্রথম মস্তিষ্কের উত্তেজনা করে। পরে নিদ্রাকারক হয়। (হিপ্‌নোটিক বা নিদ্রাকারক ঔষধ দেখ)।

নার্‌কোটিক ঔষধগুলি এই :—

ওপিয়ম।	ইণ্ডিয়ানহেম্প।
মর্‌ফাইন।	(ক্যানাবিস্‌ইণ্ডিকা)।
ক্লোরফরম।	এলকোহল।
	ইথর।

এই সকল ঔষধ যন্ত্রণা নিবারক এবং নিদ্রাকারক রূপ ব্যবহৃত হয়।

মাইড্রায়াটিক বা চক্ষু কণীনিকা প্রসারক।

(MYDRIATIC.)

এই সকল ঔষধ চক্ষে ফোট দিলে বা সেবন করিলে চক্ষু কণীনিকা প্রসারিত হয়, – চকের পুতলা বড় হয়। ইহাতে ছিলিয়ারি নামক মাংস পেশীর পক্ষাঘাত হয়, তাহাতেই চক্ষু কণীনিকা প্রশস্ত হয়।

বেলেডোনা।	জেল্‌ছিমিয়ম্‌।
এট্রপাইন।	ষ্ট্রামনিয়ম।
ডুবইসাইন।	হাইওসাইন।
ডাটুরাইন।	কোকেইন।

এই সকল ঔষধ নানা চক্ষুরোগে ব্যবহৃত হয়। সচরাচর ইহাদিগকে চক্ষে ফোটারূপে ব্যবহার করা যায়। ইহাদিগের দ্বারা কিয়ৎকালের জন্য চক্ষের দর্শন কার্য্য স্থগিত হয় এবং চক্ষের বিশ্রাম হয়।

জেল্‌ছিমিয়ম্‌ সেবন না করিলে চক্ষুকণীনিকা প্রসারিত হয় না।

মাইওটিক বা চক্ষুকণীনিকা সংকোচক।

(MYOTIC.)

এই সকল ঔষধের ক্রিয়া মাইড্রায়াটিকের বিপরীত। ইহাতে চক্ষু কণীনিকা সংকুচিত হয়,—পুতুলো ছোট হয়। ইহারাও চক্ষু পীড়ায় ব্যবহৃত হয়। ইহাদেরও প্রায় স্থানীয় প্রয়োগ হয়—চক্ষে ফোট দেওয়া যায়।

ক্যালাবারবিন। এসেরাইন।

পাইল কার্পাইন।

ওপিয়ম এবং কোনায়ম সেবনে চক্ষুকণীনিকা সংকুচিত হয়। জেল্‌ছিমিয়ম এবং মস্‌কেরিণ সেবনে চক্ষুকণীনিকা প্রসারিত হয়, কিন্তু স্থানীয় প্রয়োগে চক্ষু-কণীনিকা সংকুচিত হয়।

রিজলভেনট বা প্রদাহোৎপন্ন শোফ নিবারক।

(RESOLVENT.)

এই সকল ঔষধ সেবনে ও স্থানীয় প্রয়োগে পুরাতন ফুলা স্থান সকল বসিয়া যায়। লিম্‌ফেটিক গ্লাণ্ড এবং শরীরের অন্যান্য গ্রন্থি ফুলিয়া উঠিলে, শরীরের বিচি সকল বড় হইলে, এই সকল ঔষধে উপকার হয়। কোন স্থানে প্রদাহ হইয়া সেই প্রদাহ ভাল হইবার পর যে ফুলা অবশিষ্ট থাকে, তাহাতেও এই সকল ঔষধ স্থানীয় প্রয়োগে উপকার হয়।

আইওডাইন।	আইওডাইড অব্ পটাসিয়ম।
ক্যাড্‌মিয়ম।	বিন্‌আইওডাইড্ অব্ মার্কুরি।

গোদ, গলগণ্ড, ক্রণিক্ এডিনাইটিস্, ক্রণিক সাইনভাইটিস্ প্রভৃতিতে এই সকল ঔষধে উপকার হয়।

রেফ্রিজিরানট বা পিপাসা নিবারক।

(REFRIGERANT.)

এই সকল ঔষধ সেবনে পিপাসার নিবারণ হয়। জ্বর কালীন সেবনে জ্বরের উত্তাপ ও জল পিপাসা কম পড়ে।

জল।	নাইট্রেট্ অব্ পটাস (সোরা)।
এছেটিক এছিড্।	ক্লোরেট্ অব্ পটাস্।
টার্‌টারিক এছিড্।	লেবুর রস।
ছাইট্রিক এছিড্।	কমলালেবুর রস।
ক্রিম্ অব্ টার্টার।	তেতুঁল (ট্যামারিণ্ড)।
ফস্‌ফরিক এছিড্।	নাইট্রিক এছিড্।

এই সকল ঔষধ জ্বর কালীন পিপাসা নিবারণ জন্য ব্যবহৃত হয়।

রেস্‌টোরিটিভ (ক্ষতিপূরক)।

(RESTORATIVE.)

শরীরের উপাদানে ও রক্তে যে সকল ধাতু সর্ব্বদার জন্য আছে, সেই সকল ধাতুই রেস্‌টোরেটিভ ঔষধ। এই সকল ধাতু কম পড়িলে, যে ধাতু কম পড়িয়াছে, তাহার পুরণ জন্য সেই ধাতুই ঔষধ আকারে ব্যবহার করা যায়।

লৌহ (আয়রন)।	ফস্‌ফরস।
পটাস।	ক্লোরাইড অব্‌ সোডিয়ম।

শরীরের রক্তে লৌহ, পটাস প্রভৃতি আছে। রক্তে পটাসের ভাগ কম পড়িলে স্কর্ভি নামক পীড়া হয়, তাহাতে আমরা রোগীকে পটাস ঘটিত ঔষধ সেবন করিতে দিয়া থাকি। রক্তে লৌহের ভাগ কম পড়িলে শরীর পাণ্ডাস বর্ণ হয়। সে ক্ষেত্রে লৌহ ঘটিত ঔষধ দিয়া থাকি।

সায়ালেগোগ বা লালা নিঃস্বারক।

(SIALAGOUGE.)

ইহারা লালাগ্রন্থি সকলের উত্তেজনা করিয়া লালা নিঃস্বরণ করে।

(১)	(২)
পেলিটারি।	পাইলোকার্পাইন।
মেজিরিয়ন।	মস্‌কেরিন।
টোবাকো।	পারদ ঘটিত ঔষধ।
মষ্টার্ড।	আইওডাইড অব্‌ পটাসিয়ম।
ক্যাপ্‌ছিকম্‌।	

(১) শ্রেণীর ঔষধগুলি স্থানীয় ক্রিয়া করে। ইহাদিগকে মুখে চর্ব্বণ করিলেই লালাগ্রন্থি উত্তেজিত হয়। আর (২) শ্রেণীর ঔষধগুলি সেবন করা দরকার করে।

সেডেটিভ বা অবসাদক।

(SEDATIVE.)

ইহারা উত্তেজক ঔষধের বিপরীত। যে সকল ঔষধে শরীর ও যন্ত্র বিশেষকে স্ফূর্ত্তিবিহীন ও অবসাদযুক্ত করে তাহাদিগকে অবসাদক ঔষধ বলে।

১। সাধারণ অবসাদক।

ওপিয়ম, এলকোহল, ঈথর প্রভৃতি অধিক মাত্রায় সমস্ত শরীরের অবসাদ উৎপন্ন করে। কিন্তু, কম মাত্রায় ইহারা উত্তেজক।

২। স্নায়বিক অবসাদক।

(ক) ব্রোমাইড অব্ পটাসিয়ম।
(খ) ব্রোমাইড অব্ এমনিয়ম।
(গ) কোনায়ম।
(ঘ) ক্লোরালহাইড্রেট।
} মাস্তিষ্ক অবসাদক।

(ঙ) ক্যালাবারবিন।
(চ) ব্রোমাইড অব্ পটাসিয়ম।
(ছ) ক্লোরাল।
(জ) জেলছিমিয়ম।
} মেরুদণ্ডের অবসাদক।

(ঝ) হাইড্রোছিয়ানিক এছিড।
(ঞ) ক্লোরালহাইড্রেট্।
(ট) একনাইট।
(ঠ) ওপিয়ম।
(ড) এমিলনাইট্রেট।
} শ্বাস প্রশ্বাস নির্ব্বাহকারী স্নায়ুর অবসাদক।

৩। হৃদয়ের অবসাদক।

(ক) একনাইট।
(খ) টোবাকো।
(গ) কল্‌ছিকম।
(ঘ) ক্লোরাল।
(ঙ) নাইট্রেট অব্ পটাস।
(চ) এণ্টিপাইরিন।
(ছ) এণ্টিফেব্রিণ।

৪। পাকস্থলির অবসাদক।

(ক) হাইড্রোছিয়ানিকএছিড্।
(খ) বিসমাথ।
(গ) ইপিকাক (অল্প মাত্রায়)।
(ঘ) ক্ষার ঔষধ (সোডা ইত্যাদি)
(ঙ) নাইট্রেট্ অব্ সিল্‌ভার।

সিটমিউল্যাণ্ট বা উত্তেজক ঔষধ।

(SITMULANT.)

যে সকল ঔষধ শরীরের বা কোন যন্ত্রের উত্তেজনা করে বা স্ফূর্ত্তিযুক্ত করে, তাঁহাদিগকে উত্তেজক ঔষধ বলে। ইহারা শরীর বা যন্ত্র বিশেষকে কার্য্যক্ষম করে।

১। সাধারণ উত্তেজক।

(ক) এলকোহল।
(খ) ঈথর।
(গ) এমনিয়া।
} এই তিনটী সর্ব্বোৎকৃষ্ট, এবং সর্ব্বদা ব্যবহার হয়।

(ঘ) অহিফেন (অল্প মাত্রায়।
(ঙ) শীতলজলের ছাট।
(চ) ইলেক্‌ট্রিসিটি।
(ছ) প্রত্যুগ্রতা সাধক ঔষধ।

২। স্নায়বিক উত্তেজক।

(ক) এলকোহল।
(খ) ঈথর।
(গ) ওপিয়ম।
} মস্তিষ্ক উত্তেজক।

(ঘ) ষ্ট্রীক্‌নিয়া। } মেরুদণ্ডের উত্তেজক।

(ঙ) বেলেডোনা। } শ্বাস প্রশ্বাস নির্ব্বাহকারী স্নায়ু যন্ত্রের উত্তেজক।

(চ) জ্যাবরান্ডি। } লালাগ্রন্থি স্নায়ুর উত্তেজক।

৩। হৃদয়ের উত্তেজক।

(ক) ডিজিট্যালিস্।
(খ) এলকোহল।
(গ) এমনিয়া।
(ঘ) ঈথর।

৪। পাকস্থলীর উত্তেজক।

(ক) জিঞ্জার।
(খ) ক্যাপ্‌ছিকম।
(গ) পেপার (লাল মরিচ)।

এতদ্ভিন্ন; মূত্রকারক ঔষধ কিড্নির উত্তেজক। পিত্ত নিঃসারক ঔষধ যকৃতের উত্তেজক। বিরেচক ঔষধ যকৃত ও অন্ত্রের উত্তেজক। ঘর্ম্মকারক ঔষধ চর্ম্মের উত্তেজক ইত্যাদি।

ষ্টিপ্টিক বা স্থানীয় রক্ত রোধক।

(STYPTIC.)

ইহাদিগকে যে স্থানে লাগান যায়, সেই স্থানের রক্তস্রাব বন্ধ হয়। ইহারা সংকোচক।

ট্যানিকএছিড।	এলম।
ক্রিয়াজোট।	পারক্লোরাইড অব্ আয়রন।
ম্যাটিকো।	শীতল জল।
ক্লোরাইড অব্ জিংক।	বরফ।

ষ্টমাকিক বা ক্ষুধা বৃদ্ধি কারক।

(STOMACHIC.)

কুয়াসিয়া।	চিরেতা।
ক্যালম্বা।	আর্সেনিক (অল্প মাত্রায়)।
জেন্সেন।	এলোজ (অল্প মাত্রায়)।

সমস্ত তিক্ত বলকারক ঔষধ।

এই সকল সেবন করিলে পাকস্থলীর বলবিধান হয় এবং বেশী পাচক রস নিঃসরণ হয়।

হিপ্নোটিক বা সপোরিফিক বা নিদ্রাকারক ঔষধ।

(HYPNOTIC OR SOPORIFIC.)

যে সকল ঔষধ নিদ্রা আনয়ন করে, অনিদ্রা রোগ আরাম করে, তাহাদিগকে নিদ্রাকারক ঔষধ বলে।

ওপিয়ম।	ব্রোমাইড্ অব্ পটাসিয়ম।
মরফিয়া।	ব্রোমাইড্ অব্ এমনিয়ম।
ক্লোরালহাইড্রেট্।	ক্যানাবিস্ ইণ্ডিকা।
ক্রোটনক্লোরাল হাইড্রেট।	এল্‌কোহল।
সল্‌ফোনাল।	ঈথর।
হাইওসায়ামস।	ক্লোরফরম।
	ক্যামফরমনোব্রোমাইড
	হপ।
	লেটুস।

নিদ্রাকারক ঔষধ দুই প্রকার আছে। কতকগুলি নিদ্রাকারক ঔষধ মস্তিষ্কের উপর ক্রিয়া দর্শাইয়া নিদ্রা কারক হয়। অর্থাৎ নিদ্রা আনয়নের পূর্ব্বে ইহাদের দ্বারা মাদকতা উপস্থিত হয়। এই গুলিকে নার্‌কোটিক সপোরিফিক বলে। ওপিয়ম, মর্‌ফিয়া, এলকোহল, ক্লোরফরম ঈথর এবং ক্যানাবিসইণ্ডিকা এই শ্রেণীর নিদ্রাকারক, অর্থাৎ সপোরিফিক এবং নার্‌কোটিক। আর কতকগুলি ঔষধ নিদ্রামাত্র আনয়ন করে, মাদকতা উপস্থিত করে না। ইহাদিগকে সাধারণ নিদ্রাকারক ঔষধ বলে। যথা;—ব্রোমাইড, ক্লোরাল, সলফোনাল ইত্যাদি।

নিদ্রাকালে মস্তিষ্কের ধমনী সকল রক্ত শূন্য হয় এবং চুপ্‌সাইয়া যায়। নিদ্রা ভঙ্গের পর মস্তিষ্কের ধমনী সকল পুনর্ব্বার প্রসারিত এবং রক্ত পূর্ণ হয়।

নিদ্রিতাবস্থায় মস্তিষ্কের ধমনী ও শিরা উভয়ই সংকুচিত হয় এবং মস্তক রক্ত শূন্য হয়। কোমা অর্থাৎ মোহ অবস্থায় মস্তিষ্কের শিরা (ভেইন) সকল প্রসারিত ও রক্তপূর্ণ হয়, সুতরাং কোমা উপস্থিত হইলে মস্তিষ্কের শৈরিক রক্তাধিক্য উপস্থিত হয়। শৈরিক রক্তাধিক্যের নাম প্যাসিভ কন্‌জেস্‌শন। শিরার ভিতর রক্ত জমা হইলে, রক্তের ভাগ বেশী হইলে, তাহার নাম শৈরিক রক্তাধিক্য। আর, আর্টারি বা ধমনীর ভিতর রক্ত জমা হইলে বা রক্তের ভাগ বেশী হইলে তাহার নাম ধামনিক রক্তাধিক্য বা একটিভ কন্‌জেস্‌শন। কোমা হইলে মস্তিষ্কের শৈরিক রক্তাধিক্য হয়, মস্তিষ্কের প্যাসিভ কন্‌জেশন হয়—মস্তিষ্কের ভিতরের শিরা সকল বেশী রক্ত আসিয়া সঞ্চিত হয়। কোমা ও

নিদ্রায় তফাৎ কি? নিদ্রা নয় অথচ গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হইয়া থাকার নাম কোমা। জ্ঞান নাই, হুস মাত্রে নাই, ডাকিলে সাড়াশব্দ নাই, অচেতন, অজ্ঞান তাহার নাম কোমা বা মোহ। কোমার সময় মস্তিষ্কের শিরা সকল রক্ত পূর্ণ হয় কিন্তু ধমনী সকল হয় না। অতএব মস্তিষ্কের শৈরিক রক্তাধিক্যই হচ্ছে কোমার কারণ। মস্তিষ্কের ধমনী সকলে রক্তপূর্ণ হইলে মোহের বদলে প্রলাপ উপস্থিত হয়। এই অবস্থায় রোগীর চক্ষু লালবর্ণ হয় এবং মাথা গরম বোধ হয়।

অতএব দেখা যায়, স্বাভাবিক নিদ্রায় মস্তিষ্কের ধমনী ও শিরা উভয়ই রক্ত শূন্য হয়। কোমা বা মোহের অবস্থায় মস্তিষ্কের ধমনী রক্ত শূন্য হয় কিন্তু শিরা সকল প্রশস্ত ও রক্তপূর্ণ হয়।

সুনিদ্রা আনয়ন করিতে হইলে যে সকল ঔষধ ও উপায়ে মস্তিষ্কের রক্তকম পড়ে তাহা করিতে হইবে। এই উদ্দেশ্য সাধন করিতে হইলে যাহাতে মস্তিষ্কের কার্য্য স্থগিত থাকে, মস্তিষ্কের বিশ্রাম হয়, —তাহাও করিতে হইবে।

শরীরের অন্য কোন স্থানের ধমনী সকলকে প্রসারিত করিতে পারিলে মস্তিষ্কের রক্ত সেই দিকে ধাবিত হয় এবং মস্তিষ্কের ধমনী সকল রক্তশূন্য হয়, তাহাতে নিদ্রা উপস্থিত হয়। শরীরের অন্ত্রে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ধমনী আছে। এই সকল ধমনী প্রশস্ত করিতে পারিলে মস্তিষ্কের রক্ত ঐ সকল ধমনিতে গমন করিয়া অতি শীঘ্রই নিদ্রা উপস্থিত হয়। পক্ষান্তরে, অন্ত্রস্থ ধমনী সকল সংকুচিত হইলে একবারেই নিদ্রা দূর হয়। যে হেতু, এইরূপ হইলে ঐ সকল ধমনীর রক্ত মস্তিষ্কে গমন করিয়া মস্তিষ্ক গরম করিয়া তুলে তাহাতে নিদ্রার ব্যাঘাত হয়। শীত করিলে পেটের উপর শীত লাগিলে অন্ত্রস্থ ধমনী সংকুচিত হইয়া নিদ্রার ব্যাঘাত হয়, এজন্য আমরা শীতকালে পা গুটাইয়া পেট গরম করিয়া রাখি। কুক্কুর, বিড়াল প্রভৃতি জন্তুগণ শীতকালে পা জড় শড় করিয়া পেট চাপিয়া নিদ্রা যায়। এই নিয়ম মতে পেটের উপর গরম পুলটীস বা গরম জলের সেক দিলে সুনিদ্রা উপস্থিত হয়। খানিক গরম দুধ বা গরম জল পান করিলেও সুনিদ্রা হয়। শিশুদিগের অনিদ্রারোগে পেটের উপর একখান ফ্লানেল জড়াইয়া দিলে বা পেটের উপর গরম জলের সেক দিলে তৎক্ষণাৎ নিদ্রা উপস্থিত হয়। পদদ্বয় শীতল থাকিলে নিদ্রায় ব্যাঘাত হয়; এজন্য পা

ধুইয়া শুষ্ক তোয়ালে দিয়া পা ঘসিলে পা গরম হইয়া নিদ্রা উপস্থিত হয়। জ্বর বিকারের সময় মস্তিষ্কের রক্তাধিক্য হইয়া প্রলাপ ও অনিদ্রা হইলে দুইটী বড় বড় মোজা গরম জলে ভিজাইয়া নিঙ্গড়াইয়া পদদ্বয়ে পরাইয়া দিলে প্রলাপ দূর হয়। মস্তক গরম হইলে ঠাণ্ডা জল দিয়া মস্তক ধৌত করিলে সুনিদ্রা হয়। শিশুদিগের মাথা চাপড়াইলে শিশুরা ঘুমাইয়া পড়ে। কারণ ঐরূপ করাতে মস্তকের রক্ত নীচে নামিয়া আইসে।

একই বিষয়ে একাদিক্রমে মনঃসংযোগ করিলে বা এক বিষয় ভাবিলে সুনিদ্রা হয়। এ জন্য শয়নাবস্থায় পুস্তক পড়িতে পড়িতে নিদ্রা আসিয়া পড়ে।

সর্ব্বদা আলস্য পরায়ণ ব্যক্তির সুনিদ্রা হয় না। কোন কোন ব্যক্তি বেস ভাল খাওয়া দাওয়া করেন অথচ শারীরিক পরিশ্রমে একবারেই বিমুখ। এমতাবস্থায়, যকৃত, কিডনি প্রভৃতি যন্ত্র সকল ভাল করিয়া কায করিতে সক্ষম হয় না, এবং শরীরের অপকৃষ্ট পদার্থ সকল বাহির হইয়া যাইতে পায় না, শরীরের ভিতরে জমিয়া থাকে। এই সকল ব্যক্তির ভাল করিয়া ঘর্ম্ম হয় না এবং দাস্ত পরিষ্কার হয় না। রোগী ক্রমে ক্রমে স্থূলকায় হন, কিন্তু শরীরে বল থাকে না। সর্ব্বদা আলস্য বোধ হয় এবং পরিশ্রমে কষ্ট বোধ হয়। অবশেষে ভাল করিয়া আর আহার পরিপাক হয় না এবং অনিদ্রা রোগ আসিয়া উপস্থিত হয়। এইরূপ স্থলে প্রত্যহ কিয়ৎ-কাল করিয়া শারীরিক পরিশ্রম করাই অনিদ্রা রোগের পরমৌষধ। ভ্রমণ, অশ্বারোহণ প্রভৃতি উপকারক। শয়নের পূর্ব্বে ঈষদুষ্ণজলে গাত্র মার্জ্জন করিলে, খসখসে তোয়ালে দিয়া গা ঘসিলে এই সকল ক্ষেত্রে সুনিদ্রা হয়।

অতিশয় মানসিক পরিশ্রম সুনিদ্রার ব্যাঘাত করে। মানসিক পরিশ্রমের সহিত শারীরিক পরিশ্রম করিলে আর নিদ্রার ব্যাঘাত হয় না।

শয়ন ঘরে যথেষ্ট বায়ু সঞ্চরণ না করিলে বা ঘর নিতান্ত ক্ষুদ্র হইলে সুনিদ্রা হয় না।

মানসিক উদ্বেগ অনিদ্রার প্রকৃষ্ট কারণ। দুশ্চিন্তা, দুর্ভাবনা, ক্রোধ বা অতিরিক্ত হর্ষ সুনিদ্রার ব্যাঘাত করে।

শয়নের পূর্ব্বে অতিরিক্ত ভোজন করিলে নিদ্রার ব্যাঘাত হয়। পক্ষান্তরে

অনাহার এবং উপবাসও অনিদ্রার কারণ। অপুষ্টিকর খাদ্য আহার করাও অনিদ্রার কারণ। দুর্ব্বল ব্যক্তির পক্ষে শয়নের পূর্ব্বে দুগ্ধ বা মাংসের স্থপ এবং তাহার সঙ্গে অল্প পরিমাণে হুইস্কি বা ক্লারেট উপকারী।

পেট ফাপিলে সুনিদ্রার ব্যাঘাত হয়। পেট ফাপিলে প্যাল্‌পিটেসন হয় (বুক ধড়ফড় করে) এবং শ্বাস কষ্ট হয়, তাহাতে ভাল হইয়া ঘুম হয় না। হৃদয়ের পীড়া থাকিলে সুনিদ্রা হয় না। পেট ফাপিয়া শ্বাসকষ্ট হইয়া নিদ্রার ব্যাঘাত হইলে রোগী উঠিয়া বসিলে অনেকটা আরাম বোধ করে। এই ক্ষেত্রে পেটফাপা নিবারণ করে এমত ঔষধ সকল ব্যবস্থা করা উচিত। টীং জিঞ্জার, এরমেটীক স্পারিট অব্ এমনিয়া, সল্‌ফোকার্ব্বলেট অব্ সোডা উপকারী। হৃদয়ের পীড়ায় ডিজিট্যালিস পরম ঔষধ।

যে লোক যেরূপ ভাবে শয়ন পছন্দ করে, তাহার ব্যতিক্রম হইলে তাহার নিদ্রা হয় না। এই জন্য এক স্থান হইতে স্থানান্তরে গেলে অনেকের ভাল হইয়া নিদ্রা হয় না। ঘর খুব গরম বা খুব শীতল হইলে নিদ্রা হয় না। বিছানা অপরিস্কার হইলে কাহারও কাহারও ঘুম হয় না। ঘরে আলো জ্বলিলে অনেকের নিদ্রা হয় না।

জ্বরের অবস্থায় সুনিদ্রা হয় না। এরূপ স্থলে পিপাসা ও উত্তাপ হ্রাসক ঔষধ, গরম জল দিয়া গা মোছাইয়া দেওয়া উপকারক। দুগ্ধ, ব্রাণ্ডি, হুইস্কী, স্থপ প্রভৃতি উপকারক।

শরীরে যন্ত্রণা থাকিলে সুনিদ্রা হয় না। এই সকল স্থলে যন্ত্রণার কারণ দূর করিবে এবং যন্ত্রণা নিবারক ঔষধ (এনডাইন) দিবে।

হিমাটিনিক বা রক্তকারক।

(HÆMATINIC.)

এই সকল ঔষধ সেবনে শরীরের রক্ত বৃদ্ধি হয় এবং মন্দ রক্ত ভাল হয়।

লৌহঘটিত ঔষধ।
কড্‌লিবর অইল।
ম্যাংগ্যানিস্।
ফস্‌ফরস।
যাবতীয় ফস্‌ফেট।
খুব অল্প মাত্রায় পারদঘটিত ঔষধ।

ইহাদের মধ্যে লৌহঘটিত ঔষধ সর্ব্ব প্রধান। রক্তে লৌহের অংশ আছে। অন্যান্য ঔষধ রক্তের গুণ বৃদ্ধি করে, এবং রক্তের দোষ সংশোধন করে।

এছিড বা অম্ল ঔষধ।

এছিডম এছেটিকম বা এছেটিক এছিড। (ACIDUM ACETICUM,—ACETIC ACID.)—প্রয়োগরূপ দুইটী। (১) ডাইলুট এছেটিক এছিড। (২) অক্সিমেল।

আদত নির্জ্জল এছেটিক এছিড অন্যান্য নির্জ্জল ধাতব অম্লের ন্যায় উগ্র এবং দাহক বিষ। বাহ্যিক প্রয়োগে চর্ম্মের প্রদাহ কারক (রিউবফেসিয়েণ্ট) এবং ফোস্কাকারক (ভেসিকাণ্ট)। জলমিশ্রিত এছেটিক এছিড অর্থাৎ ডাইলুটেড এছিড পিপাসা নিবারক, সংকোচক এবং মূত্রকারক। ডাক্তার রসব্যাক বলেন জল মিশ্রিত এছিড অল্প মাত্রায় সেবনে কাশরোগের উপকার করে। ইহাতে কাশ সরল হয় এবং কাশ উঠিয়া পড়ে। এই কারণে ইহা কফনিঃসারক। অধিক কাল ধরিয়া এছেটিক এছিড সেবনে রক্তের লাল কনিকা কম পড়ে, তাহাতে শরীর রক্তহীন ও দুর্ব্বল হয় এবং শরীরের ভার কমিয়া যায়।

ব্যবহার ;—জ্বরের অবস্থায় জলমিশ্রিত এছিড সেবনে পিপাসা নিবারক। এছেটিক এছিড সেবনে এবং গাত্রে লেপনে অতি ঘর্ম্ম নিবারণ হয়। যক্ষ্মারোগে অতিশয় ঘর্ম্ম হইলে এছিটিক এছিডে স্পঞ্জ ভিজাইয়া গা মুছিলে ঘর্ম্ম নিবারণ হয়। জ্বরিতাবস্থায় ঐরূপে গা মুছিলে জ্বরের দাহ নিবারণ হয় এবং উত্তাপ কম পড়ে।

ব্রংকাইটীস রোগে অল্পমাত্রায় জলমিশ্রিত এছিড সেবনে শ্লেষ্মা তরল হয় এবং কাশ উঠে।

আদত নির্জ্জল এছেটিক এছিড বাহ্য প্রয়োগে আঁকচিল এবং দদ্রুরোগ বিনষ্ট করে। দাদের উপর এবং আঁকচিলের উপর লাগাইয়া দিতে হয়। ঐরূপে ক্যান্সারের উপর প্রয়োগে উপকার হয়।

হৃদয়ের ক্রিয়া দুর্ব্বল হইলে এবং রোগীর মূর্চ্ছা হইলে এছিটিক এছিডের বাষ্প শুঁখাইলে উপকার হয়।

রক্তস্রাবে স্থানীয় প্রয়োগ এবং সেবনে রক্তস্রাব নিবারণ হয়।

ব্যবহারের নিয়ম ;—জ্বরের পিপাসা নিবারণ জন্য ডাইলুট এছিড জল মিশাইয়া সেবন করান যাইতে পারে। দাহ ও ঘর্ম্ম নিবারণার্থ ১ আউন্স আদত এছিড ৫ আউন্স জল মিশাইয়া তাহাতে স্পঞ্জ বা বস্ত্র ভিজাইয়া গাত্রে লেপন করিবে। ডাইলুট এছেটিক এছিডের মাত্রা ১—২ ড্রাম। অক্‌সিমেল্ ১—২ ড্রাম।

এছিডম এছেটিকম গ্ল্যাসিয়েল বা গ্ল্যাসিয়েল এছেটিক এছিড্।

(ACIDUM ACETICUM GLACIAL—GLACIAL ACETIC ACID.)—ক্রিয়া ষ্ট্রং এছেটিক এছিডের ন্যায়। আভ্যন্তরিক প্রয়োগ নাই। অত্যন্ত উগ্র বিষ। বাহ্য প্রয়োগে চর্ম্মের প্রদাহকারক, এবং ফোস্কা-কারক, চর্ম্মে লাগাইলে চর্ম্মে লাল হইয়া উঠে এবং ফোস্কা হয়। আঁচিল বিনাশ করিতে ব্যবহার করা যাইতে পারে। একটা কাঠিতে করিয়া এছিড লইয়া ঠিক আঁচিলের মাথার উপর ছোয়াইয়া দিতে হইবে। করণ বা কুল আঠিতেও ঐরূপে উপকার হয়। দাদের উপর লাগাইলে দাদ ভাল হয়।

এছিটম্ বা ভিনিগার ;—ক্রিয়া ও ব্যবহার ডাইলুট এছেটিক এছিডের ন্যায়। প্রসবের পর জরায়ু হইতে রক্তস্রাব হইলে ভিনিগারে ন্যাকড়া ভিজাইয়া জরায়ুর মুখে (অস্‌ইউটেরাই) প্রয়োগ করিলে রক্ত বন্ধ হয়।

চক্ষের মধ্যে চুণ বা অপর ক্ষার দ্রব্য প্রবেশ করিলে জল মিশ্রিত ভিনিগার দ্বারা চক্ষু ধৌত করিলে উপকার হয়। দীর্ঘকাল ধরিয়া ভিনিগার-সেবনে শরীর জীর্ণ হয়, এই জন্য পূর্ব্বকালে শরীরের স্থূলতা কমাইবার জন্য ভিনিগার সেবন করান যাইত। কিন্তু তাহাতে শরীর খুব দুর্ব্বল হইত। এ জন্য, এক্ষণে আর স্থূলতা কমাইবার জন্য ভিনিগারের ব্যবহার নাই।

এছিডম বোরিকম—বোরাছিক এছিড। (ACIDUM BORICUM—BORACIC ACID.)—প্রয়োগরূপ একটী ; (১) অঙ্গুয়েণ্টম এছিডাই বোরেছাই।

ক্রিয়া পচন নিবারক এবং মূত্রকারক। যে সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীবাণু জন্মাইয়া মাংস প্রভৃতি পচিতে আরম্ভ করে; ইহাতে সেই জীবাণু জন্মান নিবারণ করে। এই গুণ থাকাতে ইহার মলম ক্ষতাদিতে লাগাইলে ক্ষত পচিতে পায় না এবং শীঘ্র শীঘ্র সারিয়া উঠে। এ জন্য অস্ত্র চিকিৎসায় বোরাছিক এছিড মলম, বোরাছিক লিণ্ট এবং বোরাছিক লোসনের সর্ব্বদার জন্য ব্যবহার হয়। দুগ্ধ এবং খাদ্য দ্রব্যে বোরাছিক এছিড দিয়া রাখিলে উহারা পচিতে পায় না। উত্তপ্ত বোরাছিক এছিড লোসনে মোজা ভিজাইয়া এবং পরে ঐ মোজা শুষ্ক করিয়া পায়ে পরিধান করিলে পা ঘামা নিবারণ হয়। গণরিয়ার পীড়ায় বোরাছিক লোসন (১০ গ্রেণ জল ১ আউন্স) মূত্রনালী মধ্যে পীচকারী করিলে সবিশেষ উপকার হয়। স্ত্রীলোকের লিউকারিয়া (প্রদরের) পীড়ায় বোরাছিক এছিড এবং তুলা একত্র করিয়া লাড়ু পাকাইয়া যোনি মধ্যে প্রবিষ্ট করিয়া দিলে বিশেষ উপকার হয় এবং দুর্গন্ধ বিনষ্ট হয়।

ছোট ছোট শিশুদিগের একজিমা রোগে বোরাছিক এছিডের মলম লাগাইলে একজিমা ভাল হয়।

বোরাছিক এছিড ১০, ১৫ গ্রেণ মাত্রায় দিন তিনবার চারিবার করিয়া সেবন করিলে অতি উৎকৃষ্ট মূত্রকারক হয়। মূত্রে দুর্গন্ধ থাকিলে তাহাও নিবারণ হয়। পুরাতন সিস্‌টাইটীস রোগে উপকার করে।

ব্যবহারের নিয়ম;—বোরাছিক এছিডের মাত্রা ৫—৩০ গ্রেণ। ১০—১৫ গ্রেণ মাত্রায় ২ আউন্স জলের সহিত মূত্রকারক। শতকরা ৫ ভাগ এছিড ও জল মিসাইলে বোরাছিক লোসন তৈয়ার হয়। উত্তপ্ত বোরাছিক এছিড আর লিণ্ট ভিজাইয়া শুষ্ক করিলে বোরাছিক লিণ্ট তৈয়ার হয়। তদ্দ্বারা ক্ষতাদি ড্রেস করা যাইতে পারে। গ্লাইছেরিণ ৯২ ভাগ এবং বোরাছিক এছিড ৬২ ভাগ একত্র উত্তপ্ত করিলে বোরোগ্লাইছিরাইড (Boroglyceride) নামক ঔষধ প্রস্তুত হয়। এই ঔষধ ক্ষতাদির উপর বোরাছিক লোসনের ন্যায় ব্যবহার করা যাইতে পারে।

এছিডম কার্ব্বলিকম—কার্ব্বলিক এছিড্ (ACIDUM CARBOLICUM—CARBOLIC ACID.)—প্রয়োগ রূপ;—(১) এছিডম কার্ব্বলিকম লিকুইফ্যাকৃটম (২) গ্লাইছেরিনাই এছিডাই কার্ব্বলিছাই

(৩) সপোজিটোরিয়া এছিডাই কার্ব্বলিছাই কম্‌সেপোনি (৪) অংগুয়েণ্টম এছিডাই কার্ব্বলিছাই।

ক্রিয়া;—কার্ব্বলিক এছিড একটী উৎকৃষ্ট পচন নিবারক, দুর্গন্ধহারক এবং রোগবীজ বিনাশক (Disinfectant) অনেক রোগ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উদ্ভিদাণু হইতে উৎপন্ন হয়। কলেরা; এনথ্রাক্স, ম্যালেরিয়া প্রভৃতি পীড়া বিশেষ বিশেষ রোগ বীজদ্বারা উৎপন্ন হয়। ঐ সকল রোগ বীজের নাম ব্যাছিলাই, মাইক্রোব ইত্যাদি। কার্ব্বলিক এছিড ঐ সকল বীজ নষ্ট করে। তারপর, কোন জিনিষ পচিবার পূর্ব্বে তাহাতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উদ্ভিদাণুর উৎপত্তি হয়। ঐ উদ্ভিদাণু সকলই পচন ক্রিয়ার মূল। কার্ব্বলিক এছিড ঐ সকল উদ্ভিদাণু নষ্ট করিয়া ফেলে। তাহাতে কোন জিনিষ পচিতে পায় না। ইহাদ্বারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীবাণু সকলও নষ্ট হয়।

কার্ব্বলিক এছিড চর্ম্মে লাগিলে জ্বালা করে এবং সেই স্থান অসাড় বোধ হয়। পরিশেষে সেই স্থানে একটা সাদা ফোস্কা হয়।

কার্ব্বলিক এছিড উগ্র বিষ। অধিক মাত্রায় সেবনে প্রাণ নাশ করে। বিষ লক্ষণ গুলি এই;—ক্ষুধানাশ, গলাধঃ করণে কষ্ট, বমন, মুখ দিয়া লালা-স্রাব, জ্বর এবং মানসিক উদ্বেগ। মূত্রের পরিমাণ অল্প এবং কটু। ইহার বর্ণ সবুজ দেখায়। আরও অধিক মাত্রায় রোগী একেবারে দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, গায়ে পিছল পিছল ঘাম হয়, পতনাবস্থা বা কোলাপ্স উপস্থিত হয়, শ্বাস প্রশ্বাস কষ্টকর হয়, শরীর পাণ্ডুবর্ণ ধারণ করে এবং অবশেষে শ্বাসরোধ হইয়া মৃত্যু ঘটে। কার্ব্বলিক প্রভৃতি দ্বারা বিষাক্ত হইলে শ্বাসরোধই মৃত্যুর কারণ। ইহাতে শ্বাসপ্রশ্বাস নির্ব্বাহকারী স্নায়ুকেন্দ্রের পক্ষাঘাত উপস্থিত করে। কোন কোন স্থলে আক্ষেপ এবং অচেতনতা (কোমা) উপস্থিত হয়।

[illegible] উপর লাগাইলেও ইহা শোষিত হইয়া বিষ লক্ষণ উপস্থিত করিতে পারে। এ জন্য, বড় বড় ক্ষতে বা চর্ম্মের অনেকখানি লইয়া কার্ব্বলিক লোসন প্রভৃতি ব্যবহার করিলে কখন কখন বিষ লক্ষণ উপস্থিত হয়।

ব্যবহার :—অস্ত্র চিকিৎসা কার্য্যে পচন নিবারক গুণ থাকাতে কার্ব্বলিক এছিডের বহুল প্রচার দেখা যায়। প্রোফেসার সার জোসেফ লিষ্টার অস্ত্র

চিকিৎসা কার্য্যে সর্ব্ব প্রথমে ইহার প্রচলন আরম্ভ করেন, এই জন্ত ইহার নাম লিষ্টারের পচন নিবারক চিকিৎসা বা এণ্টিসেপ্‌টিক ট্রিট্‌মেণ্ট। এই প্রথা এক্ষণে প্রায় সকল হাসপাতালে প্রচলিত। এই প্রথায় অস্ত্রকার্য্য করিতে হইলে সর্ব্ব প্রথমে কার্ব্বলিক লোসন দ্বারা (শতকরা ৫ ভাগ কার্ব্বলিক এছিডযুক্ত জল) অস্ত্রাদি এবং যে স্থানে অস্ত্রকার্য্য করিতে হইবে, সেই স্থানের চর্ম্ম ধৌত করিতে হয়। শতকরা ২½ ভাগ লোসন দ্বারা স্পঞ্জ এবং অস্ত্র-চিকিৎসকের হস্ত ধৌত করিতে হয়। এই সকল ধৌতকার্য্য জন্য হাস-পাতালে স্প্রেনামক যন্ত্রের দ্বারা কার্ব্বলিক লোসন ছড়াইয়া দেওয়া হয়। যতক্ষণ অস্ত্রকার্য্য শেষ না হয়, ততক্ষণ সেই স্থানের উপর কার্ব্বলিক লোসন স্প্রে করিতে হয়, তাহাতে বিন্দু বিন্দু হইয়া ঝরণার জলের ন্যায় চারিদিকে কার্ব্বলিক লোসন ছড়াইয়া পড়ে।

আজ কাল যেরূপ যন্ত্রের ভিতর গোলাব জল পুরিয়া সভাসমিতিতে ছড়াইয়া দেওয়া হয়, স্প্রে যন্ত্র তদনুরূপ। তারপর ১৯ ভাগ বা ৩৯ ভাগ জলে ১ ভাগ কার্ব্বলিক এছিড এই পরিমাণে কার্ব্বলিক লোসন তৈয়ার করিয়া ক্ষত উত্তম-রূপে ধৌত করা হয়। লিষ্টার সাহেব, পূর্ব্বে অলিভ অয়েল এবং কার্ব্বলিক এছিডে লিণ্ট ভিজাইয়া সেই লিণ্ট দ্বারা ক্ষত ড্রেস করিতেন, কিন্তু এক্ষণে ল্যাক্‌প্ল্যাষ্টার দ্বারা ক্ষত আবৃত করা হয়। এই ল্যাক্‌প্ল্যাষ্টারে ক্ষত ছাড়াইয়াও ক্ষতের চারিদিক কিয়দ্দূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত করিয়া দেওয়া হয়, তাহাতে ক্ষত ক্ষরিত রস ও পুঁয আর বাহির হইয়া পচিতে পায় না। ৩ ভাগ গালা ও ১ ভাগ কার্ব্বলিক এছিড মিশ্রিত করিয়া ল্যাক্‌প্ল্যাষ্টার তৈয়ার করা হয়। এই মিকশ্চার নরম কাপড়ের উপর বিছাইয়া দেওয়া হয়। কার্ব্বলিক এছিড গজ দ্বারাও ড্রেস করা যাইতে পারে। সম্পূর্ণরূপে পচন নিবারক অস্ত্র চিকিৎসা করিতে হইলে লিগেচার সূত্র প্রভৃতি সমস্ত কার্ব্বলিক এছিড সংযুক্ত হওয়া চাই। কার্ব্বলাইজ্‌ড ক্যাটগট ব্যবহার করা উত্তম।

লিষ্টারের মতের মর্ম্ম এই যে, বাহিরের বায়ুতে নানাবিধ উদ্ভিদাণু ও জীবাণু সকল বিচরণ করে। এই সকল উদ্ভিদাণু ও জীবাণু পচন ক্রিয়া উৎপন্ন করে। সুতরাং বাহিরের বায়ু ক্ষতে লাগিলেই ক্ষত পচিবার সম্ভা-বনা। যদি ক্ষতে লাগিবার পূর্ব্বে এই বায়ুকে ঐ সকল পচন ক্রিয়া উৎপাদক

বীজ হইতে বিমুক্ত এবং বিশুদ্ধ করা যায় তাহা হইলে আর ক্ষত পচিতে পায় না এবং অতি শীঘ্রই ক্ষত আরাম হইয়া যায়।

অস্ত্র চিকিৎসার সময় অস্ত্রাঘাত জনিত ক্ষতে বাহিরের অপরিষ্কার বায়ু না লাগিতে দিলে ক্ষতে প্রদাহ বা পূঁষ জমিতে পারে না। ক্ষতে অথবা এব্‌শেষের (ফোড়া) গহ্বরে পচনক্রিয়া উৎপাদক বীজপূর্ণ বায়ু যদি না লাগিতে দেওয়া যায়, তাহা হইলে উহাতে আর পূঁয হইতে পায় না। পূঁযের পরিবর্ত্তে একটু সিরম (রস) মাত্র হয়। ঐ ক্ষতে দুর্গন্ধও হয় না। কার্ব্বলিক এছিডের এই বিশেষগুণ আছে, যে ইহাতে বায়ুতে স্থিত এই সকল পচনক্রিয়া উৎপাদক বীজ সকলকে একবারে নষ্ট করিয়া ফেলিতে পারে, এইজন্য কার্ব্বলিক এছিড দ্বারা বায়ু পরিষ্কার করিয়া লইলে, সেই পরিষ্কৃত বায়ু ক্ষতে লাগিলে আব ক্ষত পচিতে পায় না। ক্ষতে ড্রেস করা সংস্পৃষ্ট পদার্থ সকল কার্ব্বলিক এছিড সংযুক্ত করিলে উহাদের ভিতর দিয়া বায়ু গমন করার সময় কার্ব্বলিক এছিড সংস্পর্শে পরিষ্কার হইয়া যায়।

সেনেটার বলেন যে, যে সকল ক্ষত লিষ্টারের মতে পচন নিবারক প্রণালীতে ড্রেস করা যায়, তাহার পূঁষ লইয়া কুকুরের চর্ম্মে পিচকারী করিয়া প্রবিষ্ট করাইয়া দিলে কোনই অনিষ্ট হয় না, কিন্তু ঐরূপে ড্রেস না করা ক্ষতের পূঁষ লইয়া ঐরূপে পিচকারী করিয়া দিলে বহুদিন পর্য্যন্ত কুকুরের জ্বর হয়—পূয়জ জ্বর হয়।

লিষ্টার বলেন গুরুতর আঘাত দ্বারা উৎপন্ন ক্ষতাদি হইতে যে পরিশেষে জ্বর ও প্রদাহ হয়, ঐ প্রদাহ এবং জ্বরের কারণ কেবল পচা পূঁষ রক্ত প্রভৃতি। কার্ব্বলিক এছিড দ্বারা পচন নিবারক প্রণালীতে চিকিৎসা করিলে আর এই সকল উপসর্গ উপস্থিত হইতে পায় না।

লিষ্টার বলেন যে ক্ষতাদি প্রথমে পচন নিবারক প্রণালীতে ড্রেস করিয়া, ঐ ড্রেস বদলাইবার সময় যদি কোন প্রকারে ১ বিন্দু ক্ষতের রস বাহিরে আসিয়া বাহিরের অপরিষ্কার বায়ু সংস্পৃষ্ট হইয়া পুনর্ব্বার ঐ ক্ষতে লাগিতে পায়, তাহা হইলেই ক্ষত পচিতে আরম্ভ করে, এইজন্য ড্রেস বদলাইবার সময় বিশেষরূপে সতর্ক হওয়া আবশ্যক। তিনি বলেন যে, ক্ষত পুনর্ব্বার ড্রেস করিবার সময় ড্রেসিং তুলিবার পূর্ব্বে একটা পিচকারীতে কার্ব্বলিক লোসন

লইয়া ড্রেসিং বদলাইবার সঙ্গে সঙ্গে উহার উপর ক্রমাগত কার্ব্বলিক লোসন ছড়াইতে হইবে, পরে একখণ্ড ক্যালিকো কার্ব্বলিক লোসনে সিক্ত করিয়া ক্ষত ঢাকিয়া ফেলিবার পর তখন লোসন ছড়ান বন্ধ করিতে হইবে। এইরূপ করার উদ্দেশ্য এই যে, কোন ক্রমে বাহিরের অপরিষ্কার বায়ু ক্ষতে লাগিতে না পায়। অন্য কোন সময়ে ড্রেসিংএর খানিকটা তুলিয়া যদি ক্ষত পরীক্ষা করার প্রয়োজন হয়, তাহা হইলেও ঐরূপে কার্ব্বলিক লোসন পিচকারী করিতে করিতে পরীক্ষা করা উচিত।

লিষ্টারের মতে কোন এব্‌শেষ অস্ত্র করিবার পূর্ব্বে শতকরা ২ অংশ কার্ব্বলিক লোসন স্প্রে করিতে করিতে অস্ত্র করা উচিত। একজন অস্ত্র করিবার স্থানের উপর ক্রমাগত স্প্রে করিবে এবং তন্মধ্য হইতে অস্ত্রাঘাত করিতে হইবে। তারপর এব্‌শেষ গহ্বর কার্ব্বলিক লোসন দ্বারা ধৌত করিয়া পরে ড্রেস করিতে হইবে।

লিষ্টারের মতে সামান্য কাটা ক্ষত (ইন্‌সাইস্ উণ্ড) চিকিৎসা করিতে হইলে শতকরা ৪০ ভাগ কার্ব্বলিক এছিড সংযুক্ত জল দ্বারা ধৌত করিতে হয়, আর কন্‌টিউস্‌ড্ উণ্ড অর্থাৎ ছিড়িয়া যাওয়া অসমান ক্ষতাদির পক্ষে শতকরা ২০ ভাগ কার্ব্বলিক এছিড সংযুক্ত জল ব্যবহার করিতে হইবে। পরিষ্কার ধারাল ছুরিকা দ্বারা কাটিয়া গেলে যে ক্ষত উৎপন্ন হয় তাহা ইন্‌সাইস্‌ড্ উণ্ড, আর ভোতা অস্ত্র দ্বারা বা দন্তাঘাত, শৃঙ্গাঘাত প্রভৃতির দ্বারা কন্‌টিউস্‌ড্ উণ্ড উৎপন্ন হয়। ইহাতে ক্ষতের ধার অসমান হয় এবং ছিড়িয়া যাওয়া বোধ হয়। শূকরের দন্তাঘাত দ্বারা উৎপন্ন ক্ষত, গো মহিষের শৃঙ্গাঘাত দ্বারা উৎপন্ন ক্ষত এইরূপ ধরণের হইয়া থাকে।

বিষাক্ত ক্ষতে এবং পচাক্ষতে কার্ব্বলিক এছিড লাগাইলে উপকার হয়। ক্ষেপা শৃগাল কুকুরে কামড়াইলে ঐ ক্ষতে কার্ব্বলিক এছিড লাগাইয়া দিলে আর বিষাক্ত হইতে পায় না। মৃতদেহ ব্যবচ্ছেদ সময়ে কোন স্থলে কাটিয়া গেলে তৎক্ষণাৎ ঐ স্থানে কার্ব্বলিক এছিড লাগাইয়া দেওয়া উচিত।

কোন স্থলে চুলকাইতে থাকিলে কার্ব্বলিক লোসন (২০ ভাগে ১ ভাগ) দ্বারা ধৌত করিলে চুলকানী নিবারণ হয়।

দাদের উপর কার্ব্বলিক এছিড লাগাইলে দাদ আরাম হয়।

পায়খানা, ড্রেন, আস্তাকুড় প্রভৃতি পরিষ্কার করিবার জন্য কার্ব্বলিক লোসনের ব্যবহার হয়।

বিউবো, সাইনভাইটিস্, এরিসিপেলস্ প্রভৃতি রোগে ½ গ্রেণ কার্ব্বলিক এছিড ২০ মিনিম জল মিশাইয়া চর্ম্মের নিম্নে পীচকারী করিয়া দিলে খুব উপকার হয়। বিউবো হইলে বিউবোর ভিতর ঐরূপ পীচকারী করিয়া দিলে বিউবো আরোগ্য হয়। *

ফুস্ফুসেরগ্যাংগ্রিণ রোগে কার্ব্বলিক এছিডের বাষ্প আঘ্রাণ করিলে খুব উপকার হয়। ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জার প্রারম্ভে কার্ব্বলিক এছিড বাষ্প আঘ্রাণ করিলে ঐ রোগ আর বৃদ্ধি হইতে পায় না। পুরাতন ব্রংকাইটিস রোগে খুব কাশ উঠিতে থাকিলে কার্ব্বলিক এছিডের বাষ্প আঘ্রাণ দ্বারা শ্লেষ্মার পরিমাণ কমিয়া যায়; এবং কাশে দুর্গন্ধ থাকিলে তাহাও নষ্ট হয়।

একুাট টন্‌সিলাইটীস এবং ফ্যারিঞ্জাইটীস রোগে কার্ব্বলিক জল (১ পাইণ্ট জলে ১ ড্রাম) কুলি করিলে প্রদাহের দমন হয় এবং রোগ স্যারিয়া যায়।

পুরাতন পাকাশয় প্রদাহ অথবা পুরাতন অজীর্ণ রোগে দুর্গন্ধ উদ্গার উঠিলে কার্ব্বলিক এছিড সেবনে উপকার হয়। ইহা দ্বারা পাকস্থলীতে আহার্য্য জিনিষ পচিতে পায় না। এই উদ্দেশ্যে সল্‌ফো-কার্ব্বলেট অব্ সোডা সেবন বেশ উপযোগী, উহাতে কার্ব্বলিক এছিড আছে। পাইমিয়া, সেপ্‌টিসিমিয়া প্রভৃতি রোগে কার্ব্বলিক এছিড সেবন করানতে উপকার হইতে পারে।

কার্ব্বলিক এছিড সেবনের পর ইহা রক্তের সঙ্গে মিশিয়া যায় এবং পরে

* ডাক্তার যে আলোফন মহাশয় পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন বিশুদ্ধ কার্ব্বলিক এছিড দ্বারা বাঘী বসান সহজ। উপযুক্ত সময়ে প্রয়োগে বেশ উপকার হয়। তিন চারি ফোঁটা কার্ব্বলিক এছিড তাহার দ্বিগুণ পরিমাণ গ্লিছেরিণ এবং অর্দ্ধেক পরিমাণ জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া Hypodermic injection দিবে। পীচকারীর সুচিকারী কেবল মাত্র চর্ম্ম নিম্নে প্রবেশ করিলে কোন ফল হয় না। স্ফীত গ্রন্থির মধ্যস্থলে যাহাতে প্রবেশ করিতে পারে, এই পরিমাণ অভ্যন্তরে সূচীকা প্রবেশ করাইবে। বাঘীর আয়তন বৃহৎ হইলে তিন চারি স্থানে করিবে। কার্ব্বলিক এছিড অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলে সূচিকা সহ পীচকারী উঠাইয়া লইয়া বাঘির উপরে দুই তিনবার ফ্লেকসিব্‌ল্ কলোডিয়ন প্রলেপ দিবে। কলোডিয়নের সংকোচন এবং মর্দ্দাপ জন্য বর্দ্ধিত গ্রন্থি শীঘ্র শীঘ্র স্বাভাবিক আয়তনে পরিণত হয়।

প্রধানতঃ মূত্রের সঙ্গে নির্গত হইয়া যায়। কিন্তু মূত্র পরীক্ষা করিলে আদত এছিড পাওয়া যায় না। ইহার কতক অংশ শরীরের ভিতরেই অন্যান্য পদার্থে পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। কতক অংশ সল্‌ফো কার্ব্বলিক এছিডে পরিবর্ত্তিত হয়। আর কতকাংশ হাইড্রক্বিনন নামক পদার্থে পরিবর্ত্তিত হয়, তাহাতেই মূত্রের বর্ণ সবুজ বা কটা হয়। ক্ষতাদিতে কার্ব্বলিক এছিড সংযুক্ত করিলে যদি অতিরিক্ত পরিমাণে কার্ব্বলিক এছিড রক্তের সঙ্গে মিশিতে পায়, তবে বিষ লক্ষণ উপস্থিত হয়। তাহার প্রধান উপসর্গ হচ্ছে ফেণ্টিং এবং কোলাপ্স (মূর্চ্ছা এবং পতনাবস্থা) রোগীর হৃদয়ের ক্রিয়া দুর্ব্বল হইয়া রোগী মূর্চ্ছা যায় ধাত বসিয়া যায় এবং রোগী অজ্ঞান হইয়া পড়ে। গায়ে বিন্দু বিন্দু ঘর্ম্ম হয়। কার্ব্বলিক এছিড সংযুক্ত ঔষধ দ্বারা বড় বড় ক্ষত ড্রেস করিতে করিতে মধ্যে মধ্যে রোগীর মূত্র পরীক্ষা করিয়া দেখা উচিত। যদি মূত্র পরীক্ষায় মূত্রে কোন সল্‌ফেট্ লবণ না পাওয়া যায়, তবে উহা বিপদের চিহ্ন।

কার্ব্বলিক এছিডের কতকাংশ মুখের লালাদ্বারাও নির্গত হইয়া যায়। ইহা সেবনে মুখের লালাস্রাবের বৃদ্ধি হয়। ঘর্ম্মনিঃসরণেরও বৃদ্ধি হয়, কিন্তু ঘর্ম্মদ্বারা ইহা নির্গত হয় না।

মাত্রা ইত্যাদি। কার্ব্বলিক এছিডের মাত্রা ১—৩ গ্রেণ, বটিকাকারে। এছিডম কার্ব্বলিকম্ লিকুইফ্যাক্‌টমের মাত্রা ১—৪ মিনিম জল মিশ্রিত করিয়া, কার্ব্বলিক লোসন ৪০ বা ২০ ভাগ জলে ১ ভাগ। কার্ব্বলিক অয়েল ১০ ভাগ অলিভ অইলে ১ ভাগ কার্ব্বলিক এছিড। ১ ভাগ কার্ব্বলিক এছিড, ৪ ভাগ রেজিন এবং ৪ ভাগ প্যারাফিন মিশাইয়া তুলা নির্ম্মিত গজ কাপড়ে মাখাইলে কার্ব্বলিক গজ তৈয়ার হয়। গজ ওজনে যত হইবে তাহার অর্দ্ধেক ঐ মিক্‌শ্চার লাগাইতে হইবে।

এছিড কার্ব্বলিক দ্বারা বিষাক্ত হইলে অলিভ অয়েল, লাইকার ক্যাল্‌সিস্ স্যাকারেটা এবং সল্‌ফেট অব্ সোডিয়ম সেবন করাইবে। ৯৫ ভাগ জলে ৫ ভাগ সল্‌ফেট অব্ সোডিয়ম দ্রব করিয়া একটেবেল স্পুনফুল মাত্রায় আধ-ঘণ্টান্তর সেবন করাইবে।

প্রেসক্রপসন ;—এছিড কার্ব্বলিক ৬ গ্রেণ, পল্‌ভ গ্লাইছির হ্রাইজি ১৫ গ্রেণ। মিশাইয়া ৬টী বটীকা।

এছিডম বেঞ্জয়িকম—বেঞ্জইক এছিড। (ACIDUM BENZOICUM.)—বেঞ্জইক এছিড কফনিঃসারক, মূত্রকারক এবং পচননিবারক। "বেঞ্জইন" দেখ।

এছিডম ক্রোমিকম—ক্রোমিক এছিড। (ACIDUM CHROMICUM—CHROMIC ACID.)—প্রয়োগরূপ ১টী। (১) লাইকর এছিডাই ক্রোমিছাই।

ক্রিয়া ;—ক্রোমিক এছিডের স্থানীয় ক্রিয়া অত্যন্ত দাহক বা কষ্টিক। যে স্থানে সংলগ্ন করা যায়, সে স্থান ধ্বংস হইয়া যায়। ইহা কার্ব্বলিক এছিডের ন্যায় পচননিবারক এবং দুর্গন্ধহারক (Antiseptic, Deodorant)।

দাহকগুণ থাকাতে আকৃচিল (ওয়ার্ট), কণ্ডিলোমেটা প্রভৃতিতে লাগাইয়া দিলে উহারা বিনষ্ট হয়। ক্রমিক এছিডে অল্প জল মিশাইয়া ঠিক আক্‌চিলের উপর লাগাইয়া দিতে হয়। অন্য কোন স্থানে না লাগে তদ্বিষয়ে সতর্ক হওয়া চাই। সিফিলিষজাত ক্ষতের উপর লাগাইয়া দিলেও ঐ ক্ষত পুড়িয়া যায় এবং উহার বিষ নষ্ট হয়। জিহ্বার উপর এবং মুখমধ্যে ক্ষত হইলে ১ ভাগ ক্রোমিক এছিডে ৪০ ভাগ জল মিশাইয়া উহার উপর লাগাইয়া দিলে উপকার হয়।

১ গ্যালন জলে ২ ড্রাম এছিড মিশাইয়া যে লোসন হয় তদ্দ্বারা পচাক্ষত, ওজিনা (পুতিনাশা) ধৌত করিলে পচননিবারক ও দুর্গন্ধহারক হইয়া উপকার করে। যে সকল লোকের হাত পা ঘামে তাহাদের হাত পা এই লোসন দ্বারা ধৌত করিলে উপকার হয়।

আদত নির্জ্জল ক্রোমিক এছিড দাহক বিষ, আভ্যন্তরিক ব্যবহার নাই।

এছিডম ছাইট্রিকম্—ছাইট্রিক এছিড। (ACIDUM CITRICUM.)—লেবুর রস এবং ছাইট্রিক এসিডের ক্রিয়া সমতুল্য। ইহা উৎকৃষ্ট পিপাসা নিবারক (Refrigerant)। মুখশোষ নিবারণ পক্ষে ইহা উৎকৃষ্ট ঔষধ। একগোটা ছাইট্রিক এছিড মুখে রাখিলে ইহাতে লালাগ্রন্থি সকল উত্তেজিত হয় এবং মুখ সরস হয়। ইহা অম্লগুণ বিশিষ্ট, সুস্থ শরীরে ছাইট্রিক এছিড সেবনে প্রস্রাব অম্লগুণ বিশিষ্ট হয়, কিন্তু জ্বরকালীন সেবনে

ইহা দ্বারা মূত্র অম্লগুণ প্রাপ্ত হয় না। ঔদ্ভিজ্জ অম্ল এবং ধাতব অম্লে তফাৎ এই যে ধাতব অম্ল সেবনে উহা শরীরে হজম হইয়া রক্তকেও অম্লগুণ বিশিষ্ট করে, আর ঔদ্ভিজ্জ অম্ল সেবনে ঠিক ইহার বিপরীত ক্রিয়া দর্শায় অর্থাৎ রক্ত ও প্রস্রাব ক্ষারগুণ বিশিষ্ট হয়। ছাইট্রিক এছিড, টারটারিক এছিড প্রভৃতি শরীরে হজম হইয়া রাসায়নিক ক্রিয়া দ্বারা ক্ষারগুণ বিশিষ্ট হইয়া যায়। এইজন্য শরীর হইতে নির্গত হইবার সময় মূত্র অম্ল না হইয়া ক্ষার হইয়া যায়।

ছাইট্রিক এছিডের সঙ্গে বাইকার্ব্বনেট্ অব্ পটাস এবং বাইকার্ব্বনেট্ অব্ সোডা মিশাইয়া একারভেছিংড্রাট রূপে ব্যবহার হয়। এই একারভেছিং-ড্রাট অতি স্নিগ্ধ এবং সুশীতল পানীয়। বাইকার্ব্বনেট্ অব্ পটাস প্রভৃতির সহিত ছাইট্রিক এছিড মিশাইলে ফুটিয়া উঠে এবং কার্ব্বনিক এছিড গ্যাস উৎপন্ন হয়। ঐ কার্ব্বনিক এছিড গ্যাস পাকস্থলীর স্নিগ্ধকারক। এজন্য বমন, হিক্কা প্রভৃতিতে এফারভেছিংড্রাট খুব উপকার করে। এই এফার-ভেছিংড্রাস সচরাচর লেমনেডরূপে ব্যবহার করা হয়। ছাইট্রিক এছিড এবং লেবুর রস স্কর্ভি রোগে উপকারক, তাছাড়া লেবুর রস কম্পজ্বরে উপকার করে। কেহ কেহ বলেন লেবুর রস কম্পজ্বরে কুইনাইন এবং আর্সেনিকের সমতুল্য। তরুণ বাতরোগে ছাইট্রিক এছিড উপকারক হয়।

ছাইট্রিক এছিডের মাত্রা ২০—৩০ গ্রেণ। এফারভেছিংড্রাট তৈয়ার করিতে হইলে ইহার সহিত নিম্নলিখিতরূপে ক্ষারদ্রব্য মিশাইবে। ১৭ গ্রেণ ছাইট্রিক এছিড অর্দ্ধ আউন্স টাটকা লেবুর রসের সমান। এই পরিমাণ ছাইট্রিক এছিড সমক্ষারাম্ল করিতে অর্থাৎ অম্ল ও ক্ষার সমান করিতে প্রয়োজন হয়;—

বাইকার্ব্বনেট্ অব্ পটাসিয়ম্	২৫ গ্রেণ।
কার্ব্বনেট্ অব্ পটাসিয়ম্	২০ "
বাইকার্ব্বনেট্ অব্ সোডিয়ম্	২০ "
কার্ব্বনেট্ অব্ সোডা	৩৫ "
কার্ব্বনেট্ অব্ ম্যাগ্নেসিয়ম্	১৩ "
কার্ব্বনেট্ অব এমনিয়ম্	১৫ "

বাইকার্ব্বনেট্ অব্ পটাস ও ছাইট্রিক এছিডে লেমনেড তৈয়ার হয়।

এছিডম্ গ্যালিকম্ এবং এছিডম্ ট্যানিকম্ ; গ্যালিক এছিড এবং ট্যানিক এছিড। (ACIDUM GALLICUM AND ACIDUM TANNICUM.)—গ্যালিক এছিডের প্রয়োগরূপ ;—

(১) গ্লাইছেরিনম এছিডাই গ্যালিছাই।

ট্যানিক এছিডের প্রযোগরূপ ;—(১) গ্লাইছেরিনম এছিডাই ট্যানিছাই। (২) সপোজিটোরিয়া এছিডাই ট্যানিছাই। (৩) সপোজিটোরিয়া এছিডাই ট্যানিছাইকম সেপোন। (৪) ট্রচিছাই এছিডাই ট্যানিছাই।

এই দুই এছিড গলনট বা মাজুফল হইতে পাওয়া যায়। ইহাদের গুণ অত্যন্ত সঙ্কোচক (Astuingent)। ডিম্বের ঘেলুতে বা মুখের লালায় ট্যানিক এছিড মিশাইলে উহা জমিয়া যায় কিন্তু গ্যালিক এছিডে জমে না। ট্যানিক এছিড সেবন করিলে উহা পাকাশয়ে গিয়া গ্যালিক এছিডে পরিবর্ত্তিত হয়। ট্যানিক এছিড স্থানীয় প্রয়োগে অত্যন্ত সঙ্কোচক গুণ প্রকাশ করে। কিন্তু গ্যালিক এছিডের তাদৃশ স্থানীয় সঙ্কোচক শক্তি নাই। কোনস্থান হইতে রক্তস্রাব হইলে, যেমন দাঁতের গোড়া হইতে রক্তস্রাব হইলে, ঐ স্থানে ট্যানিক এছিড লাগাইয়া দিলে রক্ত জমাট বাঁধে এবং রক্ত পড়া বন্ধ হয়, কিন্তু গ্যালিক এছিড দিলে তাদৃশ ফল হয় না। ট্যানিক এছিড উদরে গিয়া গ্যালিক এছিডে পরিবর্ত্তিত হয়, সুতরাং আভ্যন্তরিক রক্তস্রাব, উদরাময় প্রভৃতিতে ট্যানিক এছিড সেবন করিতে না দিয়া গ্যালিক এছিড সেবন করানই প্রশস্ত। রক্তকাশ, রক্তদাস্ত (মেলিনা) প্রভৃতিতে গ্যালিক এছিড সেবন খুব উপকারী। উদরাময়ে গ্যালিক এছিড ধারক। কাইলুরিয়া, এলবুমিনিউরিয়া রোগে গ্যালিক এছিড সেবন উপকারক। সোরথ্রোট, গণরিয়া প্রভৃতিতে ট্যানিক এছিড লোসন স্থানীয় প্রয়োগে খুব উপকার হয়। গরম জলে ট্যানিক এছিড গলাইলে লোসন প্রস্তুত হয়। কাণ দিয়া পূঁয পড়া রোগে (অটারিয়া) গ্লাইছেরিণ অব্ ট্যানিক এছিডের ফোট দিলে উপকার হয়। অগ্রে গরম জল ও পিচকারী দিয়া কর্ণ উত্তমরূপে ধৌত করিয়া তুলি দিয়া জলটা পুছিয়া লইবে এবং পরে গ্লাইছেরিণ অব্ ট্যানিক

এছিডের ফোট দিবে। মুখে ক্ষত হইলে বা সোরথ্রোট হইলে তুলিতে করিয়া গ্লাইছেরিণ অব্ ট্যানিক এছিড লাগাইয়া দিলে সমূহ উপকার হয়। ওজিনা রোগে (পূতিনাশা) নাসিকাদ্বার উত্তমরূপে ট্যানিক এছিড লোসন দ্বারা ধৌত করিলে খুব উপকার হয়। অথবা জল দিয়া নাক ধৌত করিয়া গ্লাইছেরিণ অব্ ট্যানিক এছিড লাগাইয়া দিলেও কাজ হয়। লিউকোরিয়া রোগে গ্লাইছেরিণ অব্ ট্যানিক এছিডে তুলা ভিজাইয়া ঐ তুলা যোনিমধ্যে স্থাপন করিলে লিউকোরিয়ার স্রাব বন্ধ হয়। হাম, আরক্তজ্বর প্রভৃতি পীড়া হইলে অনেকের নাকের ভিতর লাল হয় এবং নাক হইতে শ্লেষ্মা স্রাব হয়, এই পীড়ায় নাসিকার ভিতর গ্লাইছেরিণ অব্ ট্যানিক লাগাইয়া দিলে আরোগ্য হয়। অনেক লোকের নাসিকা দ্বারের নিকট এম্ পেটাইগো নামক চর্ম্মরোগ হয়। তাহাতে নাকের ছিদ্র লাল হইয়া উঠে এবং বেদনা হয়। নাকের ঘায়ের নিকট মামড়ি পড়িয়া থাকে। এই রোগে গ্লাইছেরিণ অব্ ট্যানিক এছিড লাগাইয়া দিলে সমূহ উপকার হয়। আলজিহ্বা বড় হইলে রোগীকে হাঁ করাইয়া আলজিহ্বার মাথায় গ্লাইছেরিণ অব্ ট্যানিক এছিড লাগাইলে আল্‌জিহ্বা স্বাভাবিক হয়। একজিমা রোগে খুব স্রাব হইলে এবং ফোলা হইলে গ্লাইছেরিণ অব্ ট্যানিক এছিড লাগাইলে উপকার হয়। ইহাতে চুলকানি এবং জ্বালা নিবারণ হয়। ইম্‌পেটাইগো নামক চর্ম্মরোগেও গ্লাইছেরিণ অব্ ট্যানিক এছিড প্রয়োগে উপকার হয়। অনেকের কর্ণে একজিমা হয়, অনেক শিশুর কর্ণের পশ্চাদ্ভাগে একজিমা হয়। তাহাতে গ্লাইছেরিণ অব্ ট্যানিক্ এছিডে উপকার করে।

আল্‌জিহ্বা বড় হইয়া অথবা সোরথ্রোট হইয়া অনেক লোকের কাশি হয়। সর্ব্বদা গলা সুড়্‌সুড়্ করে এবং শুষ্ক কাশি হয়। এরূপ অবস্থায় তুলিতে করিয়া গ্লাইছেরিণ অব্ ট্যানিক এছিড গলার ভিতর লাগাইয়া দিলে সমূহ উপকার হয়। অনেক কাশরোগ গলার পীড়ার জন্য হইয়া থাকে, ইহা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য। ছেলেদের হুপকাশী রোগে আল্‌জিহ্বায়, দুই ধারে এবং টন্‌ছিলের উপর এবং এপিগ্লটিসের উপর ও টাক্‌রার উপর গ্লাইছেরিণ অব্ ট্যানিক এছিড লাগাইয়া দিলে কাশির বেগ দমন হয়। ডিপ্‌থিরিয়া রোগে গলার ক্ষতর উপর গ্লাইছেরিণ অব্ ট্যানিক এছিড লাগান

গিয়া থাকে। ট্রুসো বলেন ডিপ্‌থিরিয়া এবং ক্রুপ রোগে সতকরা ৫ ভাগ ট্যানিক এছিড লোসন গলার ভিতর প্রতি ১৫ মিনিট অন্তর স্প্রে করিয়া দিলে উপকার হয়। "প্রোলাপ্‌সস্‌ এনাই" (অন্ত্র নির্গমন) রোগে গুহ্যদ্বারে ট্যানিক এছিড সপোজিটারি দিলে আর অন্ত্র নির্গমন হয় না। গুহ্যদ্বারে ছোট ছোট ক্রিমি থাকিলে ট্যানিক এছিড জলে মিলাইয়া গুহ্যদ্বারে পীচকারী করিয়া দিলে ক্রিমি বিনষ্ট হয়। অর্শ রোগে অর্শের বলির উপর ট্যানিক এছিড দিলে অর্শ ভাল হইয়া যায়। অর্শ রোগে অংগুয়েন্টম গ্যালিকম ওপিঙঁ সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট স্থানীয় প্রয়োগ। ইহাতে শীঘ্রই বলি ক্ষুদ্র হইয়া যায় এবং যন্ত্রণা দূর হয়।

গণরিয়া এবং গ্লিণ্ট রোগে গ্লাইছেরিণ অব্‌ ট্যানিক এছিডে সমান পরিমাণ অলিভ-অয়েল মিসাইয়া মূত্রদ্বারের ভিতর পিচকারী করিয়া দিলে উপকার হয়। শরীরের বাহির কোন স্থান হইতে রক্তস্রাব হইলে ট্যানিক এছিড সেই স্থানে লাগাইয়া দিলে রক্তস্রাব বন্ধ হয়। যক্ষ্মাকাশ রোগে অনেকে ট্যানিক এছিড সেবন উপকারক বলেন।

ট্যানিক এছিড, গ্যালিক্‌ এছিড্‌ প্রভৃতি সেবনে পাকস্থলীর পাচক রস নিঃসরণ কম পড়ে এই জন্য আহারের পর বা আহারের অব্যবহিত পূর্ব্বে সেবন করিলে অজীর্ণ রোগ উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা। অতিরিক্ত ট্যানিক এছিড প্রতি নিয়ত সেবনে অজীর্ণ রোগ উপস্থিত হয়। চাতে ট্যানিক এছিড আছে, এজন্য অতিরিক্ত চাপানে অজীর্ণ রোগ উপস্থিত হয়।

ষ্ট্রীক্‌নিয়া, মর্‌ফিয়া, এট্রপিয়া প্রভৃতির দ্বারা বিষাক্ত হইলে ট্যানিক এছিড সেবনে উপকার হয়। ষ্ট্রীক্‌নিয়া বিষের ইহা একটা বেশ ভাল প্রতিষেধক।

রক্তকাশ; রক্তদাস্ত প্রভৃতি রোগে গ্যালিক এছিড উপকারক হইলেও ইহা আর্‌গটের সমতুল্য উপকারী নহে। রক্তপ্রস্রাব রোগে গ্যালিক এছিড ভাল। আর রক্তকাশ, রক্তদাস্ত ও রক্তবমন এবং জরায়ু হইতে রক্তস্রাব (যেমন মেনরেজিয়া) রোগে আর্‌গট প্রশস্ত।

গ্যালিক এছিডের মাত্রা ২—১০ গ্রেণ। গুড়া অথবা বটিকাকারে কিম্বা

জলে গুলিয়া দেওয়া যাইতে পারে। গ্লাইছেরিণ অব্ গ্যালিক এছিডের মাত্রা ২০—৬০ মিনিম জলের সঙ্গে।

প্রেস্‌ক্রপ্‌সনঃ—এছিডাই গ্যালিছাই ℥i; গ্লাইছেরিনাই ℥ss; একুই ডিষ্টিলেটী ℥vi মিশ্রিত কর। এক আউন্স মাত্রায় দিন তিন বার অথবা প্রতি ৩ ঘণ্টান্তর। হিমপ্‌টেটিস্ হিমাটেমিছিস্, মেলিনা উদরাময় প্রভৃতিতে উপকারক। অথবা এছিড গ্যালিক ১০ গ্রেণ একষ্ট্রাকটম্ আরগট লিকুইড্ ½ ড্রাম, জল ১ আউন্স। ১ মাত্রা প্রতি ৩ ঘণ্টান্তর। অথবা এছিড গ্যালিক ১০ গ্রেণ একষ্ট্রাক্ট আরগট লিকুইড্ ½ ড্রাম, টীংচুরা ওপিয়াই ১০ মিনিম, একইয়োজি ১ আউন্স। ১ মাত্রা দিন ৩ বার বা ৪ বার। হিমপ্‌টেসিস্ রোগে খুব উপকারক।

এছিডম্ টার্‌টারিকম—টার্‌টারিক এছিড। (ACIDUM TARTARICUM—TARTARIC ACID.)

ক্রিয়া ও ব্যবহার ছাইট্রিক এছিডের ন্যায়। ইহা দ্বারা অনেকগুলি এফারভেসিং ঔষধ তৈয়ার হয়।

এছিডম্ হাইড্রোক্লোরিকম্—হাইড্রোক্লোরিক এছিড। (ACIDUM HYDROCLORICM—HYDROCLORIC ACID.)

প্রয়োগরূপঃ—(১) এছিডম হাইড্রোক্লোরিকম ডাইলুটম—ডাইলুটেড্ হাইড্রোক্লোরিক এছিড।

ক্রিয়া;—বাহ্যপ্রয়োগে দাহক বা কষ্টিক। যে স্থানে লাগাইয়া দেওয়া যায় সে স্থানের চর্ম্ম সাদা হইয়া যায় এবং পরিশেষে সে স্থান পচিয়া যায়। আদত নির্জ্জল এছিড খুব বিষাক্ত জিনিষ। সেবনে বিষক্রিয়া করে। বাহিরে যেমন পুড়িয়া যায়, ভিতরেও সেই রকম পুড়িয়া যায়।

হাইড্রোক্লোরিক, নাইট্রিক এবং সল্‌কিউরিক এছিড এই গুলিকে

মিনারাল এছিড বা ধাতব অম্ল বলে। নির্জ্জল অবস্থায় এই গুলি সমস্তই দাহক বিষ। যে স্থানে লাগান যায়, সেই স্থান পুড়িয়া যায়।

জলমিশ্রিত হাইড্রোক্লোরিক এছিড ঔষধের মাত্রায় পিপাসা নিবারক, বলকারক এবং ক্ষুধাবৃদ্ধি কারক। আমাদিগের পাকস্থলীর পাচক রসে হাইড্রোক্লোরিক এছিড আছে। ঐ পাচক রসে আহার পরিপাক হয়। এই জন্য অজীর্ণ (ডিস্‌পেপ্‌সিয়া) রোগে হাইড্রোক্লোরিক এছিড উপকারক। এই সকল ধাতব অম্লের গুণ এই যে ইহাদিগকে সেবন করিলে শরীরের অম্ল রস ক্ষরণ বন্ধ হয় এবং ক্ষার রসক্ষ রণের বৃদ্ধি হয়। মুখের লালা, পিত্ত প্রভৃতি শরীরের ক্ষার রস। এছিড সেবনে এই সকল রসের স্রাবণ বৃদ্ধি হয়। পাচক রস অম্ল রস। সুতরাং উহার হ্রাস হয়। এইজন্য অম্লাজীর্ণ রোগ হইলে (এছিড ডিস্‌পেপ্‌সিয়া) আহারের পূর্ব্বে শূন্যোদরে হাইড্রোক্লোরিক এছিড সেবন করিলে অম্লাজীর্ণ রোগ ভাল হইয়া যায়। অতিরিক্ত পাচক রস নিঃসৃত হইতে পারে না। অম্লাজীর্ণ রোগে আহারের পর সেবন করিলে আরও অম্লের বৃদ্ধি করে এবং অম্লোদ্গার ও বুক জ্বালার বৃদ্ধি হয়। অম্লাজীর্ণ ছাড়া অন্যান্য অজীর্ণ রোগ, যাহা পাচক রসের অভাব প্রযুক্ত উৎপন্ন হয়, সে সকল রোগে আহারের পর হাইড্রেক্লোরিক এছিড সেবন করিলে উহা পাচক রসের স্থানীয় হইয়া কায করে এবং খাদ্য দ্রব্য পরিপাক হইয়া যায়। অতএব, অম্লাজীর্ণ রোগে আহারের পূর্ব্বে খালিপেটে হাইড্রোক্লোরিক এছিড ব্যবহার করিবে এবং পাচক রসের অভাবপ্রযুক্ত অজীর্ণ রোগে আহারের পর ব্যবস্থা করিবে।

ভুক্ত দ্রব্য পরিপাক জন্য মুখের লালা, পিত্ত, পাচক রস এবং অন্ত্রের রস এই কয়েকটী দরকার। এতন্মধ্যে মুখের লালা, পিত্ত এবং অন্ত্রের রস হচ্ছে ক্ষারগুণ বিশিষ্ট। আর পাচক রস হচ্ছে অম্লরস। পাচক রসে হাইড্রো-ক্লোরিক এছিড আছে। শূন্যোদরে হাইড্রোক্লোরিক এছিড সেবনে অতি-রিক্ত পাচক রস ক্ষরণ (অম্লরস ক্ষরণ) বন্ধ হয় এবং মুখের লালা ও পিত্ত প্রভৃতির স্রাব বৃদ্ধি হয়। এই জন্য অম্লাজীর্ণ রোগে আহারের পূর্ব্বে সেবন করিলে পিত্ত প্রভৃতির স্রাবের বৃদ্ধি হইয়া যেমন একদিকে পরিপাক কার্য্যের সাহায্য হয়, অপরদিকে অতিরিক্ত অম্লরস স্রাব বন্ধ হইয়া বুক জ্বালা

প্রভৃতি নিবারণ হয়। অম্লাজীর্ণের কারণ হচ্ছে অতিশয় পাচক রস নির্গত হওয়া।

ধাতব অম্লমাত্রেই সংকোচক (Astringent) তন্মধ্যে হাইড্রোক্লোরিক এছিড সর্ব্বাপেক্ষা কম সংকোচক। সময় সময় অতিরিক্ত পিত্ত নিঃসরণ হইয়া ইহাতে উদরাময় আনয়ন করে।

গলক্ষত, ডিপ্‌থিরিয়া এবং মুখের ক্ষতে জল মিশ্রিত হাইড্রোক্লোরিক এছিডের কুলি উপকারক।

জ্বররোগে ক্ষুধাবর্দ্ধন এবং পিপাসা নিবারণের জন্য হাইড্রোকক্লোরিক এছিড ফিবার মিকশ্চারের সহিত ব্যবহার করা যায়।

এছিড হাইড্রোক্লোরিক ডিল ʒis ; ইন্‌ফিউজম কুয়াশাই ad ℥vi ১ আউন্স মাত্রায় প্রাতে ও সন্ধ্যায় শূন্যোদরে ২ বার সেবন। এছিড হাইড্রোক্লোরিক ডিল Mxxx ; ভাইনম ইপিকাক Mx ; টীং কার্ডামম কো Mxxx ; একই ad ℥vi ; ℥i মাত্রা। প্রতি ২ ঘণ্টান্তর, ফিবার মিকশ্চার।

এছিডম্ নাইট্রিকম্—নাইট্রিক এছিড। (ACIDUM NITRICUM—NITRIC ACID.)

প্রয়োগরূপ ;—(১) এছিডম্ নাইট্রিকম ডাইলুটম্—ডাইলুটেড নাইট্রিক এছিড। (২) এছিডম নাইট্রো হাইড্রোক্লোরিকম ডাইলুটম—ডাইলুটেড নাইট্রো হাইড্রোক্লোরিক এছিড বা ডাইলুটেড্ নাইট্রোমিউরিয়েটিক এছিড।

নির্জ্জল নাইট্রিক এছিড বাহ্যপ্রয়োগে দাহক এবং ফোস্কাকারক। চর্ম্মে লাগাইলে সেই স্থানে হরিদ্রাবর্ণ দাগ হয় এবং জ্বালা করে। পরিশেষে সে স্থান পচিয়া বা ধ্বংস হইয়া যায়। আভ্যন্তরিক প্রয়োগে বিষক্রিয়া করে। বুকজ্বালা ও পেটজ্বালা করে।

জল মিশ্রিত নাইট্রিক এছিড পিপাসা নিবারক, বলকারক, ধারক এবং পিত্তনিঃসারক। যকৃতের উপর ক্রিয়া করে।

ব্যবহার ;—শৃগাল কুকুরে কামড়াইলে সেই স্থানে নির্জ্জল নাইট্রিক এছিড প্রয়োগ করিয়া পুড়াইয়া দিলে আর ঐ বিষ শরীরস্থ হইতে পায় না।

সিফিলিস্ বা হার্ডস্যাঙ্কার ঐরূপ ভাবে ইহা দ্বারা পোড়াইয়া দিলে উপকার হয়। আঁকেচিলের মাথায় নাইট্রিক এছিড লাগাইলে উহা পুড়িয়া যায়। নানাবিধ পচা ক্ষতে পচা মাস থাকিলে তাহার উপর নির্জ্জল নাইট্রিক এছিড লাগাইয়া দিলে ক্ষত পরিষ্কার হয়। সেইরূপ ক্যাংক্রম ওরিস বা গ্যাংগ্রিণস্ ষ্টমাটাইটীস্ রোগে মুখের ও গালের ক্ষতের চারিদিকে নাইট্রিক এছিড দিয়া পোড়াইয়া দিলে উপকার হয়।

অর্শের অন্তর্বলি হইতে রক্তস্রাব হইলে ½ ড্রাম নাইট্রিক এছিড এবং ½ পাইণ্ট জলে লোসন প্রস্তুত করিয়া অর্শের বলি প্রত্যহ ধৌত করিলে রক্তস্রাব বন্ধ হয় এবং বলির আকার ছোট হইয়া যায়।

জল মিশ্রিত নাইট্রিক এছিড জ্বরকালীন সেবনে পিপাসা নিবারণ হয়। নানাবিধ অজীর্ণ রোগে এবং যকৃতের রক্তাধিক্য রোগে নাইট্রিক এছিড সেবনে উপকার হয়। পুরাতন সিফিলিস রোগে শরীর সংশোধক হইয়া উপকার করে। ডায়েবেটীস্ ইন্‌সিপিডস্ রোগে নাইট্রিক এছিড সেবনে উপকারক।

পুরাতন যকৃতের পীড়ায়, যেমন যকৃতের রক্তাধিক্য রোগে ১৫—২০ মিনিম মাত্রায় ডাইলুট নাইট্রিক এছিড ১—২ আউন্স জলের সহিত দিন ৩ বার সেবনে উপকার করে।

শিশুদিগের একরূপ উদরাময় হয়, তাহাতে সবুজ বর্ণের এবং জমাট দুগ্ধের ন্যায় দাস্ত হয়। এই রোগে শূন্যোদরে নাইট্রিক এছিড উপকারক। ছোট ছোট ছেলেদের একরূপ দাস্ত হয়, তাহাতে টক টক সর্দ্দি নির্গত হয়। ইহাতে পেপসিন সহযোগে নাইট্রিক এছিড উপকারক।

মুখে পচা ক্ষত থাকিলে (যেমন ক্যাংক্রম অরিস্) এই ঔষধ ভাল যথা;— এছিডাই নাইট্রিছাই ডাইলুটাই ʒii; টীং ওপিয়াই Mxxx; টীং ছিংকোনি ʒiv; ডিককটাই ছিংকোনি ad ℥ viii; ℥i মাত্রায় দিন ৩ বার।

এছিডাই নাইট্রিছাই ডাইলুট Mv; ভাইনম ইপিকাক Mii; টীং কার্ডা-মোমিকো Mxxx একুই ad ℥i; ১ মাত্রা প্রতি ২ ঘণ্টান্তর। জ্বরকালীন ফিবার মিক্শ্চার।

এছিডাই নাইট্রিছাই ডাইলুটাই Mxv; টীং ছিংকোনিকো ʒi; একুয়া ad

℥i ; দিন ৩ বার। স্ক্রফিউলা, পুরাতন সিফিলিস রোগে এবং পুরাতন যকৃত রোগে হিতকর।

এছিডাই নাইট্রিছাই ডাইলুটাই Mxv ; ইন্‌ফিউজম কুয়াশাই Vel ক্যালম্বি ℥i ; ১ মাত্রা দিন ৩ বার অজীর্ণ রোগে এবং শারীরিক দুর্ব্বলতায়।

ডাইলুট নাইট্রো হাইড্রোক্লোরিক এছিড যকৃত রোগে এবং অজীর্ণ রোগে খুব উপকারক। ইহাতে পাকস্থলীর বলবৃদ্ধি হয় এবং ক্ষুধাবৃদ্ধি হয়। অম্লাজীর্ণ রোগে আহারের পূর্ব্বে এবং অন্যান্য অজীর্ণ রোগে আহারের পর সেবন ব্যবস্থা। পুরাতন যকৃত পীড়ায় এবং পুরাতন সিফিলিষ রোগে ইহা সেবনে উপকার হয় এবং ইহার জলে স্নান করিলেও উপকার হয়। নাইট্রো হাইড্রোক্লোরিক এছিডে স্নান করিতে হইলে প্রত্যেক গ্যালন জলে ৬ আউন্স ডাইলুট নাইট্রো হাইড্রোক্লোরিক এছিড যোগ করিয়া একটা কাষ্টের গামলায় জল রাখিয়া ঐ জলে গাত্র ধৌত করিবে।

ফস্ফেটিউরিয়া রোগে যাহাতে মূত্রের সহিত ফস্ফেট নির্গত হয়, সেই রোগে ডাইলুট নাইট্রো হাইড্রোক্লোরিক এছিড উপকারক।

এছিড নাইট্রো হাইড্রোক্লোরিক ডিল Mx ; টীং নক্সভম Mv ; টীং জেন্‌সিয়ানি কো ʒss ; একুই ad ℥i ; দিন ৩ বার সেবন, অজীর্ণ রোগে ক্ষুধাবৃদ্ধি কারক এবং দৌর্ব্বল্যাবস্থায় বলকারক।

ছেলেদের হুপিংকফ বা হুপকাশী রোগে নাইট্রিক এছিড সেবন উপকারক।

আদত্ত নাইট্রিক এছিডের প্রায় আভ্যন্তরিক প্রয়োগ নাই। ডাইলুট নাইট্রিক এছিডের মাত্রা ১০—৩০ মিনিম (জলের সঙ্গে)। ডাইলুটেড নাইট্রো হ্যাইড্রোক্লোরিক এছিডের মাত্রা ৫—২০ মিনিম, যথোচিত জলের সঙ্গে। ১ বৎসরের শিশুর পক্ষে; ডাইলুট নাইট্রিক এছিড ১—২ মিনিম, ডাইলুট হাইড্রোক্লোরিক এছিড ১—২ মিনিম।

এছিডম্ সল্‌ফিউরিকম—সল্‌ফিউরিক এছিড। (ACIDUM SULPHURICUM—SULPHURIC ACID.)

প্রয়োগরূপ ;—(১) এছিডম্ সল্‌ফিউরিকম ডাইলুটম। (২) এছিডম্ সল্‌ফিউরিকম এরমেটিকম্।

নির্জ্জল সল্‌ফিউরিক এছিড অত্যন্ত দাহক বিষ। ইহা যে স্থানে লাগান যায়, সে স্থান ধ্বংস হইয়া যায়। বাহ্যিক প্রয়োগের জন্য ইহা প্রায় ব্যবহার হয় না।

জল মিশ্রিত সল্‌ফিউরিক এছিড, বলকারক, ধারক, সঙ্কোচক পিপাসা নিবারক এবং ঘর্ম্মনিবারক। উদরাময়, রক্তস্রাব ইত্যাদি রোগে উপকারক। জ্বরকালীন সেবনে পিপাসা নিবারণ হয়। সমস্ত ধাতব অম্ল মধ্যে সল্‌ফিউরিক এছিড ধারক। কলেরা রোগে সল্‌ফিউরিক এছিড সেবনে উপকারক। কলেরার সময়ে প্রত্যহ জল মিশ্রিত সল্‌ফিউরিক এছিড সেবন করিলে নাকি কলেরা হইতে পায় না। ইহাতে ক্ষুধাবৃদ্ধিও করে, কিন্তু কোষ্ঠ কাঠিন্য হয়। যক্ষা রোগের নিশাঘর্ম্মে এবং জ্বরকালীন অতি ঘর্ম্মে ইহা সেবন উপকারক। দৌর্ব্বল্যাবস্থায় সলফিউরিক এছিড বিলক্ষণ বলকারক। ইহা কিয়দ্দিন সেবন করিলে মূত্র অম্লগুণ বিশিষ্ট হয়, এই জন্য ফস্ফেটিউরিয়া রোগে উপকার করে। জলবৎ তরল ভেদে সল্‌ফিউরিক এছিড বিলক্ষণ ধারক হয়।

কুইনাইন গলাইতে সল্‌ফিউরিক এছিড ডিলের সর্ব্বদা ব্যবহার হয়।

সল্‌ফেট অব্ ম্যাগনেসিয়ার সহিত সল্‌ফিউরিক এছিড মিশাইয়া দিলে সল্‌ফেট অব্ ম্যাগ্‌নেসিয়ার বিরেচন ক্রিয়ার বৃদ্ধি হয়।

পুরাতন প্লীহা রোগে উপকারক। ফেরিসল্‌ফেট সহিত প্রয়োগে বিশেষ উপকার হয় এবং প্লীহার আকার কমিয়া যায়।

হিমাটেমিসিস্ (রক্ত বমন) রোগে সল্‌ফিউরিক এছিড সেবনে উপকারক।

নানাবিধ উদরাময়ে ইহা খুব ভাল ঔষধ। জ্বরকালীন উদরাময়ে এবং কলেরারও টাইফএড জ্বরের উদরাময়ে।

কেরিজ এবং নিক্রোসিস্ রোগে মিষ্টার পোলক সল্‌ফিউরিক এছিডের স্থানীয় প্রয়োগ উপকারক বলেন। ১ ভাগ ষ্ট্রং সল্‌ফিউরিক এছিড ৩ বা ৪ গুণ জলের সঙ্গে মিশাইয়া তাহাতে লিণ্ট ভিজাইয়া পচা অস্থির উপর দিয়া ভিজাইয়া রাখিতে হয়, তাহাতে পচা অস্থি গলিয়া যায়। সীসশূল রোগে এবং সীসধাতু দ্বারা বিষাক্ত হইলে সল্‌ফিউরিক এছিড সেবনে সীসের বিষ নষ্ট হয়।

সল্‌ফিউরিক এছিড এবং সল্‌ফেট অব্‌ আয়রন একত্রে খুব বলকারক এবং রক্ত বৃদ্ধিকারক ঔষধ। অল্প বয়স্কা স্ত্রীলোকদিগের রক্তাল্পতা (এনিমিয়া) রোগে এবং সাধারণ শারীরিক দৌর্ব্বল্যাবস্থায় খুব উপকারক।

ষ্ট্রং সল্‌ফিউরিক এছিড ঔষধে ব্যবহার হয় না। ডাইলুট এছিডের মাত্রা ৫—৩০ মিনিম, যথেষ্ট জলের সঙ্গে মিশাইয়া। এরমেটিক সল্‌ফিউরিক এছিডের মাত্রা ৫—৩০ মিনিম।

ফেরি সল্‌ফেটিস্‌ gr vi; এছিডম্‌ সল্‌ফিউরিকম্‌ ডাইলুটম্‌ Mx; ইন্‌ফিউজম কুয়াশাই ad ℥i; দিন ৩ বার সেবন। বলকারক এবং রক্তকারক। পুরাতন প্লীহা রোগে বিশেষ ফলদায়ক।

ম্যাগ্‌নেসিয়া সল্‌ফেটিস্‌ ℥ii; ফেরি সল্‌ফেটিস্‌ gr xxiv এছিডম্‌ সল্‌ফিউরিকম্‌ ডাইলুটম্‌ ʒii; ইন্‌ফিউসাই ক্যালম্বি ad ℥viii মাত্রা ১ আউন্স, দিন ৩ বার প্লীহারোগের কোষ্ঠবদ্ধতায়।

এছিডাই সল্‌ফিউরিছাই ডাইলুটাই ʒss; টীংচুরি ওপিয়াই ʒi, সিরপ অরান্‌টাই ʒi; একুই ad ℥vi মাত্রা প্রতি দাস্তের পর ১ আউন্স; দিন ৩ বার।

এছিডমস্‌, সল্‌ফিউরিকম এরমেটিকম Mx একুই ℥i; দিন ৩, ৪ ঘণ্টান্তর। অতি ঘর্ম্মে উপকারক।

এছিডম হাইড্রোছিয়ানিকম্‌ ডাইলুটম—ডাইলুট হাইড্রোছিয়ানিক এছিড। (ACIDUM HYDROCYCNICUM DILUTUM—DILUTED HYDROCYCNIC ACID.)

প্রয়োগ রূপ;—(১) ভেপর এছিডাই হাইড্রোছিয়ানিছাই।

ক্রিয়া;—খাদত হাইড্রোছিয়ানিক এছিড বা প্রসিক এছিড অতি ভয়ানক বিষাক্ত জিনিষ। সেবনই কর, বা ইহার বাষ্প শ্বাসপথে গ্রহণ কর কিম্বা চর্ম্মের নীচে পিচকারী করিয়াই দেও, যে কোন প্রকারে ইহা শরীরস্থ হইলেই প্রাণনাশ করিতে পারে। হাইড্রোছিয়ানিক্‌ এছিড সকল জীব জন্তর পক্ষেই বিষাক্ত। এমন কি, উদ্ভিদের পক্ষেও বিষাক্ত।

ইহা দুই প্রকারে মৃত্যু আনয়ন করে।

(১) কিছু অধিক মাত্রায় সেবন করিলে যে কোন জন্তু কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে মারা পড়ে। রোগী যেন বজ্রাঘাতের ন্যায় পড়িয়া যায় এবং একটা চীৎকার শব্দ করে। চক্ষের কণীনিকা অতিশয় প্রশস্ত হয়। মস্তিষ্ক, শ্বাস যন্ত্র এবং হৃদয়ের ক্রিয়া এক সঙ্গে স্থগিত হয়।

(২) ইহাপেক্ষা কম মাত্রায় সেবন করিলে রোগী রুদ্ধশ্বাস হইয়া মারা পড়ে। শ্বাস প্রশ্বাস দূরে দূরে হয় এবং রোগী যেন খাবি খাইতে থাকে। হৃদয়ের ক্রিয়া দুর্ব্বল হয় এবং নাড়ী বসিয়া যায়। চক্ষুকণীনিকা প্রসারিত হয় এবং রোগী অজ্ঞান হইয়া পড়ে। মৃত্যুর পূর্ব্বে আক্ষেপ হয়।

মস্তিষ্কের মেডুলা অবলংগেটা নামক স্থানে শ্বাস প্রশ্বাস কার্য্যের স্নায়ু-কেন্দ্র অবস্থিত। ঐ কেন্দ্রের পক্ষাঘাত জন্মাইয়া হাইড্রোছিয়ানিক এছিড শ্বাস প্রশ্বাস রুদ্ধ করে।

তদ্ব্যতীত, রক্তের হিমগ্লোবিণ * সহিত সংযুক্ত হইয়া রক্তকে বিষাক্ত করে।

হাইড্রোছিয়ানিক এছিড প্রধানতঃ মস্তিষ্ক, মেডুলা এবং হৃদয়ের উপর ক্রিয়া প্রকাশ করে।

মস্তিষ্কের উপরে কার্য্যের দরুণ রোগীর শীরঘূর্ণন উপস্থিত হয় এবং রোগী অজ্ঞান হয়। মেডুলার উপর ক্রিয়ার দরুণ শ্বাস প্রশ্বাস ও গলধঃকরণ কার্য্য স্থগিত হয়। হৃদয়ের উপর ক্রিয়া জন্য হৃদয়ের অত্যন্ত অবসাদ উৎপন্ন হয় - হৃদয়ের ক্রিয়া দুর্ব্বল হয়, বা উহার কার্য্য একবারেই স্থগিত হয়।

বাহ্য প্রয়োগে অর্থাৎ চর্ম্মের উপর আদত এছিড সংযোগে ইহা অসাড়তা উৎপন্ন করে। যে স্থানে লাগান যায়, সে স্থানে বোধশক্তি থাকে না। চর্ম্মের বোধশক্তি বাহিনী স্নায়ু সূত্র সকলের অসাড়তা উৎপন্ন করিয়া এই কার্য্য করে। সেবন করিবার সময় মুখের ভিতর চুলকায়।

হাইড্রোছিয়ানিক এছিড অতি শীঘ্র রক্তের সহিত মিশ্রিত হইয়া যায় এবং অতি শীঘ্রই বাহির হইয়া যায়।

* রক্তে হিমগ্লোবিন এবং হিমাটিন নামক দুইটী দ্রব্য আছে।

ডাইলুট হাইড্রোছিয়ানিক এছিড বেশী মাত্রায় বিষাক্ত। ডাইলুট এছিড ঔষধের মাত্রায় পাকস্থলী, অন্ত্র হৃদয়ে এবং ফুস্‌ফুসের অবসাদক। পাকস্থলীর এবং অন্ত্রের উপর অবসাদক ক্রিয়া জন্য ইহা বমন, হিক্কা, পাকাশয় শূল (গ্যাষ্ট্রোডাইনিয়া), কলিক (অন্ত্রশূল) প্রভৃতি রোগে অমোঘ ঔষধ। গর্ভিণীর বমন রোগে ইহা খুব উপকারক। পাকাশয় ক্ষতে (অল্‌সার অব্‌দিষ্টমাক) উপকার করে। যক্ষ্মা, ব্রংকাইটিস্‌, এজমা রোগে ইহার বাষ্প শ্বাসপথে গ্রহণ করিলে ইহাতে কাশির উগ্রতা দমন করে। এই উদ্দেশ্য সাধনার্থ ইহার প্রয়োগরূপ ভেপর এছিডাই হাইড্রোছিয়ানিছাই উপযোগী। অজীর্ণ জনিত হৃদয়ের প্যাল্‌পিটেসন রোগে ইহা উপকারক। তদ্ব্যতিত, হুপকাশী রোগে উপকার করে। কেহ কেহ বলেন কোরিয়া, এপিলেপ্সি এবং টেটেনস রোগে উপকারী।

চর্ম্মের উপর জল মিশ্রিত করিয়া লোসন তৈয়ার করিয়া প্রয়োগ করায় ইহাতে চুলকানি নিবারণ হয়। যে সকল চর্ম্মরোগে শরীর খুব চুলকায়, যেমন প্রুরাইগো প্রভৃতি, তাহাতে স্থানীয় প্রয়োগে উপকার করে। কিন্তু চর্ম্মের উপর ক্ষত থাকিলে ইহা ব্যবহার নিষেধ এবং অধিক দূর লইয়া দেওয়াও যুক্তিযুক্ত নহে।

মাত্রা ইত্যাদি;—১ গ্রেণ আদত এছিডে প্রাণনাশ করিতে পারে। কয়েক ফোটা মাত্র শ্বাসপথে টানিয়া লইলে প্রাণ বিনষ্ট হয়।

ডাইলুট হাইড্রোছিয়ানিক এছিডের মাত্রা ২—৮ মিনিম। জলের সঙ্গে দেওয়া যায়। হাইড্রোছিয়ানিক এছিড শীঘ্র শীঘ্র শরীর হইতে নির্গত হইয়া যায়। এই জন্য ফল পাইতে হইলে খুব অল্পমাত্রায় (২—৩ মিনিম) প্রতি ঘণ্টায় বা প্রতি দুই তিন ঘণ্টান্তর প্রয়োগ উচিত। এই ঔষধ প্রয়োগ করিতে করিতে রোগী যদি বলে যে ঢোক গিলিতে গলা চাপিয়া ধরিতেছে তবে কিয়ৎকালের জন্য ঔষধ প্রয়োগ বন্ধ করিবে। ১—২ বৎসর বয়স্ক শিশুদিগকে হাইড্রোছিয়ানিক এছিড না দেওয়াই ভাল। হুপকাশী রোগে ৩—৫ বৎসর বয়স্ক শিশুকে ½ বা ¼ মিনিম মাত্রায় দেওয়া যাইতে পারে। স্থানীয় প্রয়োগ জন্য ৮ আউন্স গোলাব জলে ʒii মিশ্রিত করিয়া লোসন তৈয়ার করা যাইতে পারে।

এছিডাই হাইড্রোছিয়ানিছাই ডাইলুটাই ʒii, গ্লাইছেরিনাই ℥i; একুই-রোজি ʒviii; মিশ্রিত করিয়া লোসন তৈয়ার কর। চুলকানি নিবারণ জন্য সেই স্থানে মাখাইয়া দেও।

এছিডাই হাইড্রোছিয়ানিছাই ডাইলুটাই Mxii; মিশ্চুরা এমিগডেলি ℥vi; ১ আউন্স মাত্রা প্রতি ২ ঘণ্টান্তর। কাশির উগ্রতা দমন জন্য।

এছিডাই হাইড্রোছিয়ানিছাই ডাইলুটাই Mxxv; বিস্মুথাই সব্নাইট্রেটিস্ ʒiss; সিরূপস্ অরানটিয়াই ℥i; ইনফিউসাই জেন্সিয়ানিকো ad ℥viii; ১ আউন্স মাত্রা দিন ৩ বার। গ্যাষ্ট্রডাইনিয়া; পেটবেদনা, বমন প্রভৃতি।

এছিডাই হাইড্রোছিয়ানিছাই ডিল Mxii; একুই ad ℥i; ৪ ভাগের ১ ভাগ প্রতি ২ ঘণ্টান্তর। অত্যন্ত বমনে এবং হিক্কায়।

এছিডাই হাইড্রোছিয়ানিছাই ডিল ৩ মিনিম, টীংচুরা ওপিয়াই ১০ মিনিম; জল ১ আউন্স ১ মাত্রা। বমন ও পেটবেদনা প্রভৃতি নিবারক। প্রয়োজন হইলে ২ ঘণ্টা পর পুনর্ব্বার দিবে।

হাইড্রোছিয়ানিক এছিড দ্বারা বিষাক্ত হইলে প্রথমে কৃত্রিম শ্বাস প্রশ্বাস কার্য্য দ্বারা রোগীর শ্বাস প্রশ্বাস আনয়ন করিবে। এট্রোপিয়া ইহার প্রতি-বেধক। এইজন্য, এট্রপিয়ার হাইপডার্ম্মিক ইন্জেকশন দিবে।

কৃত্রিম শ্বাস প্রশ্বাস কার্য্য এইরূপে করিতে হয়। রোগীকে একটু মাথা নিচু করিয়া চিত করিয়া শোয়াইবে এবং রোগীর দুই বাহু উপরদিকে তুলিয়া মাথার দিকে লইয়া গিয়া পুনর্ব্বার ঐ দুই বাহু রোগীর দুই পাঁজরে আনিয়া ঐ দুই বাহুর ঠাস দিবে। অর্থাৎ ঐ দুই বাহু দিয়া দুই দিকের পাঁজরে চাপ দিবে এবং পুনর্ব্বার বাহু তুলিয়া পুনর্ব্বার পাঁজরে চাপ দিবে। এই কার্য্য পুনঃ পুনঃ করিতে হয়। মিনিটে ১৫, ১৬ বার ঐরূপ করিতে করিতে রোগীর শ্বাস প্রশ্বাস বহিবে। যতক্ষণ এই কার্য্য করিবে ততক্ষণ রোগীকে হাঁ করাইয়া রাখিবে। অথবা রোগীর বাহু না তুলিয়া তোমার দুই হাত দিয়া রোগীর দুই পাঁজর চাপিয়া চাপিয়া দিলেও হয়। ঐরূপ মিনিটে ১৫, ১৬ বার অর্থাৎ শ্বাস প্রশ্বাস যত দ্রুত বহে, সেই অনুসারে একবার চাপিয়া দিবে এবং একটু ছাড়িয়া দিবে, পুনর্ব্বার চাপিবে আবার ছাড়িয়া দিবে, এইরূপ পুনঃ পুনঃ করিবে।

এছিডম ল্যাক্‌টিকম্‌ বা ল্যাটিক এছিড। (ACIDUM LACTICUM OR LACTIC ACID.)

প্রয়োগরূপ ;—(১) এছিডম ল্যাক্‌টিকম ডাইলুটম।

ক্রিয়া ;—হাইড্রোক্লোরিক এছিডের স্থায়। ডিপ্‌থিরিয়া রোগে গল ক্ষতের মামড়িতে ডাইলুট ল্যাক্‌টিক এছিড লাগাইয়া দিলে মেম্‌ব্রেণ গলিয়া উঠিয়া যায় এবং ক্ষত পরিষ্কার হয়। ডায়েবেটীস রোগে উপকার করে।

এছিডম্‌ মিকনিকম্‌—মিকনিক এছিড। (ACIDUM MECONICUM—MECONIC ACID.)

এই এছিড অহিফেণ হইতে পাওয়া যায়। বিশেষ কোন গুণ নাই। বাইমিকনেট্‌ অব্‌ মর্‌ফাইন প্রস্তত করিতে লাগে।

এছিডম স্যালিছাইলিকম্‌—স্যালিছাইলিক এছিড। (ACIDUM SALICYLICUM—SALICYLIC ACID.)

প্রয়োগরূপ ;—(১) অঙ্গুয়েণ্টম্‌ এছিডাই স্যালিছাইলিছাই। তদ্ভিন্ন, স্যালিছিলিক এছিড হইতে সোডিয়াই স্যালিছিল্যাস নামক ঔষধ প্রস্তত হয়।

ক্রিয়া ;—স্যালিছিলিক এছিড একটী উৎকৃষ্ট পচন নিবারক ঔষধ। ইহাতে কোন দ্রব্য পচিতে দেয় না, মাংসাদি পচে না বা তাহাদের পরমাণু সকল বিশ্লিষ্ট হয় না। ইহা কার্ব্বলিক এছিডের ন্যায়, তবে কার্ব্বলিক এছিড অপেক্ষা হীন গুণবিশিষ্ট।

স্যালিছিলিক এছিড ম্যালেরিয়া জাত বিষ এবং তরুণ বাতরোগের বিষ নষ্ট করে।

স্যালিছিলিক এছিড উত্তাপহারক। জরিতাবস্থায় অতি শীঘ্র শারীরিক উত্তাপ কম করিয়া ফেলে এবং ঘর্ম্ম হইতে থাকে। সুস্থাবস্থায় ইহাতে

শারীরিক উত্তাপ কম করিতে পারে না। স্যালিছিলিক এছিড ব্যবহারে শিরঃপীড়া এবং কর্ণের মধ্যে ঝাঁ ঝাঁ শব্দ হয় এবং মুখের লালাস্রাব বৃদ্ধি হয়।

চর্ম্মের উপর লাগাইলে ইহার কোন ক্রিয়া নাই। নাসিকাদ্বারে টানিলে হাঁচি এবং কাশি হয়।

কিছু অধিক মাত্রায় সেবনে পাকস্থলীর ভিতর গরম বোধ হয় এবং বমনোদ্গম হয়।

বিষাক্ত মাত্রায় সেবন করিলে শ্বাস প্রশ্বাস কার্য্য কমিয়া আইসে এবং রোগীর আক্ষেপ হয়। রোগী হাত পা খেঁচে। বমনোদ্গম হয়, গলার ভিতর যেন পুড়িয়া যায়, বমন হয়। কাহারও কাহারও মূত্ররোধ হয় এবং প্রস্রাবের সহিত এল্‌বিউমেন নির্গত হয়। ইহা হৃদয়ের অবসাদক। হৃদয়ের ক্রিয়া দুর্ব্বল করিয়া প্রাণনাশ করে।

স্যালিছিলিক এছিড শরীরে পরিপাক হইয়া প্রস্রাবের সহিত শরীর হইতে নির্গত হইয়া যায়। ২৪ হইতে ২৮ ঘণ্টা মধ্যে বাহির হইয়া যায়, কতকাংশ ঘর্ম্মের সহিত এবং মুখের লালার সহিত নির্গত হয়। স্যালিছিলেট্ অব্ সোডিয়ম শরীরস্থ হইয়া স্যালিছিলিক এছিডে পরিবর্ত্তিত হয়। স্যালিছিলেট্ অব্ সোডিয়মের ক্রিয়া স্যালিছিলিক এছিডের ন্যায়।

ব্যবহার ;—স্যালিছিলিক এছিড পচন নিবারক। এই জন্য ইহার মলম ক্ষতাদি ড্রেস করিতে অতি উপকারী। ইহাতে ক্ষত পঁাচতে পায় না, এই জন্য অস্ত্র চিকিৎসায় সর্ব্বদা ইহার ব্যবহার হয়। হাত পা ঘামা রোগে হাত পায় মালিস করিলে ইহাতে অতি ঘর্ম্ম নিবারণ করে। অস্ত্র চিকিৎসায় স্যালিছিলিক এছিড মিশ্রিত তুলা এবং পাট ড্রেসিং রূপে ব্যবহার হয়। স্যালিছিলিক তুলার নাম স্যালিছিলিক কটন।

এক ভাগ স্যালিছিলিক এছিড এবং দুই ভাগ কলোডিয়ম মিশ্রিত করিয়া লুপস্ এবং করণ উপর প্রয়োগ করিলে ঐ সকল রোগ আরাম হয়।

উপদংশ সম্ভূত আচিল ;—এছিড স্যালিছিলিক ২০ গ্রেণ, এছিড কার্ব্বলিক ৩০ গ্রেণ প্রুফস্পীরিট ২ ড্রাম একত্র মিশ্রিত করিয়া স্থানিক প্রয়োগ।

স্যালিছিন, স্যালিছিলিক এছিড এবং স্যালিছিলেট অব্ সোডা জ্বরের উত্তাপ কমাইতে সচরাচর ব্যবহার হয়।

তরুণ বাতরোগে (এক্যুট রিউম্যাটিজম্) রোগে স্যালিছিলিক এছিড এবং স্যালিছিলেট্ অব্ সোডা অতি প্রসিদ্ধ ঔষধ। ইহাতে বাতের বেদনা নিবারণ করে, উত্তাপ বৃদ্ধি হইতে দেয় না এবং তরুণ বাতজ্বরে যে হৃদয়ের পীড়া আনয়ন করে, তাহাও হইতে দেয় না। ডাক্তার পেটিজোন্ বলেন ইহা ২০ গ্রেণ মাত্রায় ২ ঘণ্টান্তর দেওয়া উচিত। ডাক্তার হুইটলো বলেন ৩০ গ্রেণ মাত্রায় প্রতি ২ ঘণ্টান্তর ৩, ৪ মাত্রা দেওয়া উচিত। কিন্তু আমাদিগের দেশীয় রোগীর পক্ষে এত অধিক মাত্রায় দিলে অত্যন্ত দুর্ব্বল হয় এবং হৃদয়ের ক্রিয়া দুর্ব্বল হয়। এ দেশে ৬ ১০ গ্রেণ মাত্রাই যথেষ্ট। তরুণ বাতজ্বরে সময় সময় অত্যন্ত উত্তাপ বৃদ্ধি হয়। তাহা হইলে কিছু বেশী প্রয়োগ করা উচিত। ইহা প্রয়োগে ঘর্ম্ম হয় এবং উত্তাপ কমিয়া যায়। স্যালিছিলিক এছিড এবং স্যালিছিলেট্ অব্ সোডিয়ম অধিক মাত্রায় প্রযুক্ত হইলে কুইনাইনের ন্যায় কাণে ঝাপ্ ধরে এবং শিরঃপীড়া হয়। স্যালিছিন প্রয়োগে এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয় না।

তরুণ বাতজ্বরে ইহা একমাত্র অমোঘ ঔষধ। দুই একদিন মধ্যেই রোগীর বেদনা প্রভৃতি দূর হয়। কিন্তু, তাহা হইলেও কিয়দ্দিবস পর্য্যন্ত এই ঔষধ সেবন করান আবশ্যক।

স্যালিছিলিক এছিড কুইনাইনের ন্যায় পালাজ্বর নিবারণ করে।

স্যালিছিলিক এছিড যকৃতের উপর ক্রিয়া করে। ইহা পিত্ত নিঃসারক গলষ্টোন বা পিত্তশিলা রোগে উপকারক।

নিউর্য়্যাল্জিয়া এবং লম্বেগো রোগে ইহা উপকার করে। ডাক্তার হাগ্ বলেন স্যালিছিলিক এছিড গাউট, মাইগ্রেণ এবং এপিলেপ্সি রোগে উপকার করে, বিশেষতঃ গাউট রোগে।

মাত্রা ইত্যাদি ;—স্যালিছিলিক এছিডের মাত্রা ২০ গ্রেণ। স্যালিছিলেট অব্ সোডার মাত্রা ২০—৬০ গ্রেণ।

স্যালিছিলিক এছিড জলে দ্রব হয় না। স্যালিছিলেট অব্ সোডা জলে মিশ্রিত হয়। এই জন্য স্যালিছিলিক এছিড অপেক্ষা স্যালিছিলেট অব্ সোডিয়ম্ অনেকে পছন্দ করেন।

সোডিয়াই স্যালিছিল্যাস GRxxv ; একুই ad ℥vi ; ১ আউন্স মাত্রা প্রতি ২ ঘণ্টান্তর দিন ৩,৪ বার। তরুণ বাতজ্বরে উপকারী।

স্যালিছিলিক কটন্ তৈয়ার করিতে হইলে গ্লাইছেরিণ এবং স্যালিছিলিক এছিড মিশ্রিত করিয়া উহাতে তুলা মাথাইয়া লইবে। এই তুলা ক্ষতাদি ড্রেস করিতে বেশ উপযোগী।

স্যালিছিলিক এছিড সেবনে হৃদয়ের ক্রিয়া দুর্ব্বল হইলে এমনিয়া ব্রাণ্ডি প্রভৃতি উত্তেজক ঔষধ ব্যাবহার্য্য।

এছিডম্ হাইড্রোব্রোমিকম্ ডাইলুটম্—ডাইলুট হাইড্রোব্রোমিক এছিড। (ACIDUM HYDROBROMICUM DILUTUM—DILUTE HYDROBROMIC ACID)

এই এছিড ব্রোমিন হইতে পাওয়া যায়। আর প্রয়োগ রূপ নাই।

ইহার ক্রিয়া ব্রোমাইড অব্ পটাসিয়মের স্যায়। ইহা নিদ্রাকারক এবং অবসাদক) কুইনাইন সেবন করিয়া কাণ ভোঁ ভোঁ করিলে এবং মাথা ধরিলে ইহা সেবনে ঐ সকল উপসর্গ নিবারণ হয়। ব্রোমাইড্ অব্ পটাসিয়ম্ সেবনে যেরূপ শরীরের অবসাদ হয়, ইহাতে সেরূপ হয় না। ইহা অম্ল গুণের জন্য ব্যবহৃত হয় না। মাত্রা ৫—৫০ মিনিম জলের সঙ্গে।

এছিডম্ সল্ফিউরোসম্—সল্ফিউরাউস্ এছিড। (ACIDUM SULPHUROSUM—SULPHUROUS ACID)

সল্ফিউরাউস্ এছিড পচন নিবারক। ইহাতে উদ্ভিদাণু এবং জীবাণু ধ্বংশ করিতে পারে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উদ্ভিদ ও জীব নষ্ট করে। ১ ভাগ সল্ফিউরাউস্ এছিড এবং ২০০০ ভাগ জল মিশ্রিত লোসনে ব্যাক্‌টিরিয়া (রোগোৎপাদক উদ্ভিদাণু) নষ্ট করিতে পারে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীবও উদ্ভিদাণুর প্রাণনাশক বলিয়া দদ্রুরোগে স্থানীয় প্রয়োগে উপকার করে। ইহা পরাঙ্গ-

পুষ্ট মাত্রকেই বিনাশ করে। পচাক্ষতে প্রয়োগে উপকার করে। পাকস্থলীতে খাদ্য দ্রব্য পচিয়া দুর্গন্ধ বাষ্প উদ্গার উঠিলে ৫—৬০ মিনিম মাত্রায় সেবনে উপকার করে। পাকস্থলীতে সারছিনি (Sarcinec) নামক উদ্ভিজাণু জন্মাইয়া পীড়া হইলে ইহাতে উপকার করে।

মাত্রা ½—১ ড্রাম (জল মিশ্রিত করিয়া) দদ্রু প্রভৃতিতে লাগাইতে হইলে সমান পরিমাণ গ্লাইছেরিণ মিশ্রিত করিয়া লাগাইবে।

ধাতব ঔষধ।

আর্সেনিক—এছিডম আর্সিনিওসম্। (ARSENIC—ACIDUM ARSENIOSUM.) বাঙ্গালা সেঁকো ধাতু।

প্রয়োগ রূপঃ (১) লাইকর আর্সেনিক্যালিস্, (২) লাইকর আর্সেনিছাই হাইড্রোক্লোরিকম্ (৩) আর্সেনিয়াই আইওডাইডম্ (ক) লাইকর আর্সেনিয়াই এট্‌ হাইড্রারজিরাই আইওডাই (৪) ফেরি আর্সেনিয়াস্ (৫) সোডিয়াই আর্সেনিয়াস্ (ক) লাইকর সোডিয়াই আর্সেনায়েটিস্।

আর্সেনিক ভয়ানক বিষাক্ত জিনিষ। ইহারই দেশী নাম সোঁকো বিষ বা শিমূল ক্ষার। এতদ্দেশে এই বিষ হত্যাকার্য্যে সচরাচর ব্যাবহৃত হয়। হরিতাল আর্সেনিক ঘটিত দ্রব্য। হরিতাল ভস্ম হইতে সেঁকো পাওয়া যায়। সমস্ত আর্সেনিক বিদেশ হইতে আমদানী। ১৮৯৩ সালে ৩০ টন আর্সেনিক এ দেশে আমদানী হইয়াছিল। ইংলণ্ড, জর্ম্মোণি, চীন, হংকং এবং অষ্ট্রেলিয়া হইতে আর্সেনিক আমদানী হয়।

আর্সেনিক সেবনের ১ ঘণ্টা মধ্যে বিষাক্ত হওনের লক্ষণ সকল উপস্থিত হয়। পেটের মধ্যে যেন জলিয়া পুড়িয়া যায় এবং পেট চাপিলে বেদনা বোধ হয়। বমন ও বমনোদ্বেগ থাকে। পরে উদরাময়, উপস্থিত হয় এবং পেট ফুলিয়া উঠে। দাস্তের সঙ্গে অত্যন্ত পেট বেদনা এবং কোঁত

পাড়া থাকে। চোক গিলিতে বোধ হয় যেন গলা চাপিয়া ধরিয়াছে। খুব পিপাসা হয়, মাথাধরে, চোক দিয়া জলস্রাব হয় এবং চোক লাল হয় ও বেদনা করে। বুকদপদপ্ করে, নাড়ী দ্রুত হয়, শ্বাস প্রশ্বাসে কষ্ট বোধ হয় এবং রোগী খুব অস্থির হয়। হাত পা সাঁটিয়া ধরে এবং খেঁচুনি উপস্থিত হয়। পরে সর্ব্বাঙ্গহিম হয়, রোগী অচেতন হয় এবং মরিয়া যায়। কোন কোন স্থলে ঘন ঘন আমরক্ত মিশ্রিত দাস্ত হয় এবং ক্রমাগত বমন হয়। রোগী পেটের যাতনায় অস্থির হয়।

কোন কোন স্থলে পেট বেদনা বমন বা উদরাময় হয় না। রোগীর সর্ব্বাঙ্গ হিম হয়। নাড়ী নিতান্ত ক্ষীণ ও দুর্ব্বল হয়।

কোন কোন স্থলে রোগী অজ্ঞান হইয়া ঘুমাইয়া পড়ে এবং কয়েক ঘণ্টা মধ্যে মরিয়া যায়।

আর্সেনিক পাকস্থলী এবং অন্ত্রের প্রদাহ উৎপন্ন করে। মৃতদেহ ব্যবচ্ছেদে পাকস্থলী প্রদাহান্বিত দেখা যায়। কোন কোন স্থলে পাকস্থলীর সমস্ত শ্লেষ্মাঝিল্লিতে প্রদাহের চিহ্ন এবং কোথাও বা স্থানে স্থানে প্রদাহ দেখা যায়। ঐ সকল স্থানে শ্লেষ্মাঝিল্লির বর্ণ লাল হয় এবং শ্লেষ্মাঝিল্লি ফুলা বোধ হয়। ঐ সকল প্রদাহ যুক্ত স্থানে আর্সেনিক লাগিয়া রহিয়াছে দেখা যায়। পাকস্থলীতে প্রায় ক্ষত হইতে দেখা যায় না। পাকস্থলীতে ছিদ্র হইতেও কম দেখা যায়। পাকস্থলীতে রক্ত মিশ্রিত এক রকম পদার্থ দেখিতে পাওয়া যায়। ডিওডিনম এবং তাহার নিম্নেও প্রদাহ বিস্তৃত হয়।

২ গ্রেণ আর্সেনিকে প্রাণনাশ করিতে পারে। সচরাচর ২½ বা ৩ গ্রেণ দ্বারা মানুষ মরিয়া যায়। কচিত ½ আউন্স আর্সেনিক সেবন করিয়াও রোগী প্রাণ পাইয়াছে। এই সকল স্থলে বমন হইয়া উঠিয়া যায়। আহারের পর সেবন করিলে আহারের সঙ্গে সমস্ত আর্সেনিক বমন হইয়া যাইতে পারে। ২, ৩ ঘণ্টা এবং সময় সময় ৩, ৪, ৬, বা ৭ দিন পরেও রোগী মরিয়া যায়।

শরীরের কোন স্থানে আর্সেনিক লাগাইলে সে স্থানে লাল হয় এবং সে স্থানে প্রদাহ হয়। পরিশেষে সে স্থানে ক্ষত হয় এবং মাংস খসিয়া পড়ে। চর্ম্মের উপর আর্সেনিক লেপন করিলে যদি প্রদাহ উৎপন্ন না হয়, তবে উহার কতকাংশ শরীরে প্রবেশ করিয়া বিষ ক্রিয়া উৎপন্ন করে; কিন্তু চর্ম্ম অত্যন্ত

প্রদাহান্বিত হইলে উহা শরীরের ভিতর প্রবেশ করে না। কারণ প্রদাহ দ্বারা চর্ম্মের শোষকশক্তি বিনষ্ট হয়। পূর্ব্বকালে হাতুড়ে চিকিৎসকেরা ক্যান্সার প্রভৃতি দুষ্ট স্রাবের উপর আর্সেনিক মাখিয়া প্রলেপ দিত, তাহাতে অত্যন্ত প্রদাহ উৎপন্ন হইয়া ঐ স্রাব ধ্বংশ হইয়া যাইত। কিন্তু তদ্দ্বারা বিষাক্ততার লক্ষণ প্রকাশ পাইত না।

ঔষধের মাত্রায় সেবনে আর্সেনিক কুইনাইনের ন্যায় পর্য্যায় নিবারক, এবং স্নায়বীয় বলকারক, ইহাতে অল্প পরিমাণে হৃদয়ের বল ও বৃদ্ধি করে, ষ্টিরিয়া দেশের লোকেরা প্রত্যহ আর্সেনিক সেবন করিয়া থাকে। তাহারা বলে ইহাতে তাহাদের শরীর সবল হয় এবং অধিক পরিশ্রম করিলেও তাহারা ক্লান্ত হয় না। আর্সেনিক সেবনে শরীরের উত্তাপ কম পড়ে। বেশী দিন সেবনে রক্তের লাল কণিকা কম পড়ে এবং শরীর দুর্ব্বল হয়।

অল্প মাত্রায় আর্সেনিক ক্ষুধাবৃদ্ধিকারক এবং পাকস্থলীর বলবৃদ্ধিকারক। কিন্তু অধিক দিন সেবনে বা অধিক মাত্রায় সেবনে পেটবেদনা, বমন প্রভৃতি উপস্থিত হয়। গ্যাষ্ট্রাইটিস এবং এণ্টিরাইটিস হয়।

আর্সেনিক সেবন করিতে করিতে শরীরে এক রকম চর্ম্ম রোগ বাহির হয়, গা চুলকায়। এই চর্ম্মরোগ ফচ্ছুড়ি বা পূযপূর্ণ ফচ্ছুড়ি বা আমবাতের ন্যায় বাহির হয়। সঙ্গে সঙ্গে শরীরের উত্তাপও বৃদ্ধি হয়। অনেক দিন ধরিয়া আর্সেনিক সেবনে পেটবেদনা করে, চক লাল হয় এবং চক দিয়া জল ঝরে। আর্সেনিক সেবনে কাহারও কাহারও গায়ের বর্ণ কটা বা পিতলের ন্যায় হয়, কাহারও বা গায়ে ফোট ও কার্ব্বঙ্কল হয়। এই সকল লক্ষণ কিন্তু সচরাচর হয় না।

বিষাক্ত মাত্রায় আর্সেনিক সেবনে যকৃতের মেদাপকৃষ্টতা (ফ্যাটি ডিজেনেরেশন) হয়।

যাহারা সর্ব্বদা আর্সেনিক লইয়া নাড়াচাড়া করে বা আর্সেনিকের কায করে তাহাদের এক রকম পুরাতন ধরণের বিষাক্ততার লক্ষণ উপস্থিত হয়। শরীর দুর্ব্বল হয়, শ্বাস প্রশ্বাস কষ্টকর হয়, পুরাতন ধরণের শুষ্ক কাশি, শিরঃ-পীড়া, হাত পায়ে বেদনা, উদরাময়, পেটে শূলবেদনা, বমনোদ্বেগ প্রভৃতি উপস্থিত হয়। সর্ব্ব প্রথমে চক্ষের পাতা, ফুলে, প্রথমে নীচের পাতা, পরে

উপর পাতা, চখের ভিতর লাল হয় এবং চক্ষু দিয়া জল পড়ে। মুখশোষ হয়। মুখের ভিতর, নাকের ভিতর এবং গলার শ্লেষ্মা ঝিল্লি লাল হয়। ক্ষুধাবোধ থাকে না এবং পেটের উপরিভাগে ভার ও বেদনা বোধ হয়, চর্ম্ম শুষ্কবোধ হয় এবং ময়লা ময়লা দেখায়। তার পর বিবিধ প্রকার চর্ম্মরোগ উপস্থিত হয়। গলার স্বর কর্কশ হয় এবং কখন কখন মুখ দিয়া লাল পড়ে। ভাল ঘুম হয় না; শরীর শুখাইয়া যায় এবং গা গরম ও শুষ্ক বোধ হয়। এক প্রকার পুরাতন ধরণের জ্বর, হাত পায়ে বেদনা। অবশেষে পক্ষাঘাত হয়, স্মরণ শক্তির লোপ হয় এবং মৃত্যু ঘটে।

ঔষধের মাত্রার আর্সেনিক বলকারক, পরিবর্ত্তক, পর্য্যায় নিবারক, ক্ষুধাবৃদ্ধিকারক। বাহ্যপ্রয়োগে প্রদাহ জনক।

আময়িক প্রয়োগ :—

আর্সেনিক পর্য্যায় জ্বরে একটী উৎকৃষ্ট ঔষধ। ম্যালেরিয়া জনিত পালা-জ্বরে ইহা কুইনাইনের ন্যায় মহৌষধ। এই জ্বরে লাইকর আর্সেনিক্যালিস সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট প্রয়োগরূপ। কিন্তু নিতান্ত অল্পমাত্রায় ইহাতে জ্বর নিবারণ হয় না। জ্বর বিরামে ৫—১০ মিনিম মাত্রায় দুই বা তিনবার প্রয়োগ করিবে। শূন্যোদরে প্রয়োগ করিবে না। কিছু আহার দিয়া প্রয়োগ করিবে। শিশুরা যুবা ব্যক্তি অপেক্ষা বেশী মাত্রায় আর্সেনিক সহ্য করিতে পারে। ৫ বৎসর শিশুকে ৩—৫ মিনিম মাত্রায় দেওয়া যাইতে পারে। বালিকারা বালকদিগের অপেক্ষা বেশী মাত্রা সহ্য করিতে পারে।

খোস উঠা চর্ম্মরোগ, অর্থাৎ যে সকল চর্ম্মরোগে শরীর হইতে খোস উঠে, যেমন সোরায়াসিস, সেই সকল চর্ম্মরোগে আর্সেনিক সেবন অব্যর্থ ঔষধ। উপদংশ পীড়াজনিত চর্ম্মরোগেও উপকার করিবে। আর্সেনিক সেবন আরম্ভ করিলে ঐ সকল চর্ম্মরোগ কিছু বৃদ্ধি হয়, নূতন হইয়া প্রদাহ হয়, সোরায়াসিস যেন বাড়া বাড়া বোধ হয়; কিন্তু কিছু দিন পরেই কমিতে আরম্ভ করে। আর্সেনিক প্রয়োগ করিতে করিতে চখের পাতা ফুলিয়া উঠিলে চখ দিয়া জল ঝরিলে এবং উদরে বেদনা করিলে দিন কতকের জন্য আর্সেনিক প্রয়োগ বন্ধ করিবে। পুরাতন ধরণের একজিমা রোগেও আর্সেনিক উপকারক।

ক্যাংক্রমওরিস্, গলার ভিতর পচাক্ষত, মুখের ভিতর পচাক্ষতে আর্সে-নিক সেবন উপকারক।

পুরাতন ধরণের সর্দ্দিরোগে আর্সেনিক সেবন উপকারক।

কোন কোন রোগীর মাঝে মাঝে হঠাৎ সর্দ্দি লাগে, মাথা কপাল কামড়ায় এবং ঘন ঘন হাঁচি হয়। ১ মিনিম মাত্রায় দিন ৩ বার আর্সেনিক সেবনে ভাল হয়।

অনেক লোকের পুরাতন ধরণের সর্দ্দি হাঁচি থাকে। অনেকে দুই তিন বচ্ছর ধরিয়া এইরূপে মাঝে মাঝে সর্দ্দি ও হাঁচিদ্বারা আক্রান্ত হয়। এইক্ষেত্রে আর্সেনিক খুব ভাল।

মিষ্টার হচিন্‌সন্ বলেন পেম্‌ফিগস নামক চর্ম্ম রোগ আর্সেনিক সেবন দ্বারা আরোগ্য হয়।

লাইকেন প্রভৃতি চর্ম্ম রোগ সকলও আর্সেনিক সেবনে আরাম হয়।

কোরিয়া রোগে আর্সেনিক সেবন মহোপকারক। ডাক্তার কুপার বলেন বিবিধ প্রকার নিউর‍্যালজিয়া (স্নায়ুশূল) রোগে আর্সেনিক উপকারক।

ছোট ছোট ছেলেদের এক রকম সর্দ্দি হয়। তাহার প্রথমে খুব হাঁচি হয়, পরে ব্রংকাইটীস ও জ্বর হয়, সঙ্গে সঙ্গে হাঁপের ন্যায় শ্বাস কষ্ট ও পাজর টান উপস্থিত হয়। এইরূপ বছরের মধ্যে পাঁচ সাত বার আক্রান্ত হয়। শীত কালেই হয়ত বেশী হয়। এই সকল ক্ষেত্রে আর্সেনিক উপকারক। জ্বর থাকিলে আর্সেনিকের সঙ্গে একনাইট দেওয়াও উচিত।

কোন কোন স্ত্রীলোকের প্রতিদিন প্রাতঃকালে ঘন ঘন হাঁচি হয় এবং মাথা বেদনা করে। এইক্ষেত্রে আর্সেনিক উপকার করে।

অর্দ্ধ শিরঃশূল (আধকপালে মাথা ধরা) রোগে আর্সেনিক এবং আইও-ডাইড্ অব্ পটাসিয়ম একত্রে অতি চমৎকার উপকার করে।

কোন কোন ব্যক্তি আহারের পর বমন করিয়া ফেলে, সমস্ত আহার্য্য উঠিয়া পড়ে। অনেকের দীর্ঘকাল ধরিয়া এই রোগ থাকে। এই রোগে খুব অল্প মাত্রায় আর্সেনিক উপকারক।

এক রকম পুরাতন অজীর্ণ এবং উদরাময়ের পীড়া আছে যাহাতে আহারের

পর এমন কি আহারের মধ্যেই রোগীর মলত্যাগের ইচ্ছা হয় এবং তাড়াতাড়ি আহার্য্য ত্যাগ করিয়া মলত্যাগ করিতে বাধ্য হয়। মলের ভিতর অজীর্ণ খাদ্য দ্রব্য মিশ্রিত থাকে। এই পীড়া ৮ হইতে ১২ বৎসরের ছেলেদের বেশী হয়। কয়েকদিন আর্সেনিক ব্যবহার করিলেই এই পীড়া আরোগ্য হয়। আহারের পূর্ব্বে লাইকর আর্সেনিক্যালিস্ ২ মিনিম্ মাত্রায় দিবে।

স্ত্রীলোকদিগের এক রকম উদরাময় হয়, তাহাতে দাস্তের সহিত মেম্‌ব্রেণের টুকরা নির্গত হয়। এই পীড়া ডিস্‌মেনরিয়া ব্যাধি পীড়িত স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে দেখা যায়। এই পীড়ায় আর্সেনিক উপকারক।

কলেরা রোগের কোলাপ্স বা শেষ অবস্থায় যখন সর্ব্বাঙ্গ হিম হয়, তখন আর্সেনিক সেবনে উপকার হয়। ২, ৩, মিনিম মাত্রায় প্রতি ঘণ্টায় দুই চারি বার।

লডার ব্রণটন বলেন যক্ষ্মাকাসের প্রথমাবস্থায় যখন গুটিকা সঞ্চিত হয়, তখন হইতে আর্সেনিক সেবন করিলে গুটিকা সকল মিলাইয়া যায় এবং আর যক্ষ্মা হইতে পারে না। কিন্তু গুটিকা সকল ভাঙ্গিতে আরম্ভ করিলে এবং ফুস্‌ফুসে গহ্বর হইলে আর্সেনিকে আর তাদৃশ উপকার হয় না। লাইকর আর্সেনিক্যালিস্ ৫ মিনিম্ মাত্রায় প্রত্যহ আহারের পর দুইবেলা দুই বার সেবন করাইবে। অনেক দিন ধরিয়া ঔষধ ব্যবহার করিবে।

পাকাশয় শূল, বমন এবং পাকাশয় ক্ষত রোগে আর্সেনিক সেবন উপকারক।

ডাঃ সোমেকার বলেন যে সোরায়াসিস্, পেম্‌ফিগস্ এবং লাইকেণ ইত্যাদি চর্ম্মরোগে আর্সেনিক সেবনের পরিবর্ত্তে $\frac{1}{5}$ গ্রেণ মাত্রায় আর্সেনিয়েট অব্ সোডিয়ম পৃষ্ঠদেশের চর্ম্মে প্রতিদিন হাইপোডার্ম্মিক ইন্‌জেক্‌শন (অধঃ ত্বাচ প্রয়োগ) করিলে অধিকতর উপকার হয়।

বিবিধ প্রকার ক্যানসার রোগে আর্সেনিক সেবনে যন্ত্রণা নিবারণ হয়।

আর্সেনিকের দাহক এবং প্রদাহজনক গুণ থাকাতে এপিথেলিওমা, লুপস, ক্যান্‌সার, দুষ্ট আব প্রভৃতি বিনাশ করিতে আর্সেনিকের বাহ্য প্রয়োগ হয়, কিন্তু এইরূপ প্রয়োগ নিতান্ত বিপদ শূন্য নহে। এই জন্য অল্পদূর মাত্র ব্যাপিয়া আর্সেনিক প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। এইরূপ প্রয়োগ করিতে হইলে

১ ড্রাম আর্সেনিক, ১ ড্রাম সাল্‌ফ্যুর এবং ১ আং স্পার্‌মেছটি একত্র করিয়া মলমাকারে প্রয়োগ করিবে এবং ২৪ ঘণ্টা রাখিয়া দিবে।

হেব্রা বলেন ৫ ভাগ আর্সেনিয়স্ এছিড, ছিনাবার ১ ভাগ এবং সিম্পল অয়েণ্টমেণ্ট ১ আং একত্র করিয়া মলমাকারে বাহ্যিক প্রয়োগে ক্যান্সার প্রভৃতির ধ্বংশ হয়।

মাত্রা ইত্যাদি :—সেবন জন্য ফাউলারে সল্যুসন সর্ব্বোৎকৃষ্ট। ইহার মাত্রা ২—১০ মিনিম। শূন্যোদরে না দিয়া আহারের পর দেওয়া উচিত বালক বালিকারা প্রায় পূর্ণমাত্রায় আর্সেনিক সহ্য করিতে পারে। কম্পজ্বরে আর্সেনিক কিছু বেশীমাত্রায় দেওয়া উচিত। ৫—৮ মিনিম মাত্রায় ১ আং জলের সহিত দুই তিন বার দিবে, নচেৎ জ্বর বন্ধ হইবে না। কোরিয়া রোগে ৫ বৎসরের শিশুকে ২—৩ মিনিম মাত্রায় আরম্ভ করিয়া ১০ মিনিম পর্য্যন্ত মাত্রা বৃদ্ধি করিবে। চকদিয়া জল ঝরিলে এবং আর্সেনিক সেবন জনিত অন্যান্য উপসর্গ আরম্ভ হইলে, দিন কতক ঔষধ বন্ধ করিয়া পুনর্ব্বার আরম্ভ করিবে।

আইওডাইড অব আর্সেনিক পরিবর্ত্তক। সিফিলিস ঘটিত চর্ম্মরোগে এবং অন্যান্য চর্ম্মরোগে বটিকাকারে $\frac{1}{১৬}$ গ্রেণ মাত্রায় প্রয়োগ বিধেয়। ডনোভানের সল্যুসন উপদংশ ঘটিত চর্ম্মরোগে খুব উপকারক।

আর্সেনিয়েট অব আয়রন পরিবর্ত্তক। লৌহ এবং আর্সেনিক গুণ বিশিষ্ট। পুরাতন জ্বর ও প্লীহায় উপকারক। বটীকাকারে দেওয়া যায়। মাত্রা $\frac{1}{১৬}$ গ্রেণ।

আর্সেনিক দ্বারা বিষাক্ত হইলে বমন কারক ঔষধ এবং ষ্টমাক পম্প দ্বারা বমন করাইবে। চারকোল, ম্যাগনেসিয়া এবং ডায়ালাইজড আয়রন সেবন করাইতে দিবে।

আর্জেনটম পিউরিফিকেটম্—রিফাইণ্ড সিল্‌ভার (ARGENTUM PURIFICATUM—REFINED SILVER.) বাঙ্গালা রৌপ্যধাতু।

প্রয়োগরূপ (১) আর্জেন্টিনাইট্রাস (২) আর্জেন্টিএটপটাসিনাইট্রাস (৩) আর্জেন্টিঅক্সাইডম্।

আদত রৌপ্যধাতুর ঔষধ ব্যবহার হয় না।

আর্জেণ্টিনাইট্রাস্—নাইট্রেট্ অব্ সিল্ভার (কাষ্টিকি):—বাহ্য প্রয়োগে সংকোচক, উগ্র, কষ্টিক (দাহক) এবং ফোস্কাকারক। আভ্যন্তরিক প্রয়োগে বেশী মাত্রায় উগ্রবিষ ক্রিয়া করে। ইহাতে পাকস্থলীর এবং অন্ত্রের শ্লেষ্মা ঝিল্লির ভয়ানক প্রদাহ উৎপন্ন করে। তাহাতে পাকাশয় এবং অন্ত্রে ভয়ানক বেদনা হয় এবং বমন হয়। তদ্ভিন্ন, পক্ষাঘাত আক্ষেপ এবং শ্বাসকষ্ট হয়। অল্প মাত্রায় সংকোচক, স্নায়বিক বলকারক। এবং পাকস্থলীর অবসাদক।

নাইট্রেট্ অব্ সিল্ভার দ্রব সুস্থ চর্ম্মের উপর লাগাইয়া দিলে প্রথমে শ্বেতবর্ণ দাগ হয়, পরিশেষে কটা এবং কাল দাগ পড়ে। আদত নাইট্রেট অব্-সিল্ভার লাগাইলে ফোস্কা হয়। ইহাতে শারীরিক উপাদান সকল ধ্বংশ করে, তবে কষ্টিক পটাস বা ক্লোরাইড অব্ জিঙ্কের ন্যায় নহে। ইহাতে কেবল চর্ম্মের উপর উপর পুড়িয়া যায়। ইহা লাগাইবার সময় তীব্র বেদনা হয়। ঐ বেদনা শীঘ্রই দূর হয়। ক্ষতের উপর নাইট্রেট্ অব্ সিল্ভার দ্রব লাগাইলে ক্ষতের রসাদির সহিত সংযুক্ত হইয়া ক্ষতের উপর একটা সাদা মাম্ড়ি পড়ে। নাইট্রেট্ অব্ সিল্ভার শারীরিক উপাদান-সকলকে সংযত করে অর্থাৎ ইহার প্রভাবে শরীরের মাংস, শিরা ধমনী প্রভৃতি কসিয়া জড় শড় হয়, শিরা ধমনীর ছিদ্র সংকীর্ণ হয়। সহজ কথায় ইহা অত্যন্ত সংকোচক। সেবন করিলে নাইট্রেট্ অব্ সিল্ভার রক্তের সহিত মিশ্রিত হয়। ইহার কতক অংশ শরীরের ভিতরেই থাকিয়া যায়, কতক রক্ত কণিকার সহিত মিশিয়া যায়। কতক অংশ প্রস্রাব এবং দাস্তের সহিত নির্গত হইয়া যায়। নাইট্রেট্ অব্ সিল্ভার অনেকদিন ধরিয়া সেবন করিলে ইহাতে মুখের শ্লেষ্মা ঝিল্লি এবং শরীরের চর্ম্ম বিবর্ণ হয়, এক রকম কটা বা কালবর্ণ হয়। এই বিবর্ণতা সহজে দূর হয় না। এই জন্য, অনেকদিন ধরিয়া ইহা সেবন করান উচিত নহে।

এই বিবর্ণতা হওয়ার দরুণ অনেকে এই ঔষধের আভ্যন্তরিক প্রয়োগ পছন্দ করেন না।

ব্যাবহার:—অপরিষ্কার পুরাতন ধরণের ক্ষতের উপর নাইট্রেট্ অব্

সিল্ভার বুলাইয়া দিলে ঐ ক্ষত পরিষ্কার হইয়া আরোগ্যন্মুখ হয়। জোঁক লাগাইবার পর রক্ত বন্ধ না হইলে সেই স্থানে কষ্টিকের বাতি ছোয়াইয়া দিলে রক্তস্রাব বন্ধ হয়। কুকুর, শৃগাল প্রভৃতিতে কামড়াইলে দংশিত স্থানে নাই-ট্রেট্ অব্ সিল্ভার দিয়া পোড়াইয়া দিলে বিষ নষ্ট হয়। মৃতদেহ ব্যাবচ্ছেদ কালে হস্তাদি কাটিয়া গেলে সেই স্থানে কষ্টিকের বাতি বুলাইয়া দিলে মৃত দৈহিক বিষ শরীরস্থ হইতে পায় না।

কোন স্থান পুড়িয়া গেলে সেই স্থানে নাইট্রেট্ অব্ সিল্ভার দ্রব (২০গ্রেণ পরিশ্রুত জল ১ আং) লাগাইয়া দিলে তৎক্ষণাৎ যন্ত্রণা দূর হয় এবং পরে আর ফোস্কা উঠে না।

বসন্ত রোগে অনেকের শরীরে চিরদিন বসন্তের দাগ থাকিয়া যায় বসন্তের গুটিতে রস জমিবামাত্র যদি গুটি গালিয়া দিয়া তাহাতে নাইট্রেট্ অব্ সিলভার দ্রব লাগাইয়া দেওয়া যায়, তবে আর ঐরূপ দাগ হয় না। ডাক্তার ব্রাউন এই চিকিৎসা প্রণালী আবিষ্কার করেন। তিনি বলেন বসন্ত বাহির হইবার ৪র্থ বা ৫ম দিবসে নাইট্রেট্ অব্ সিল্ভার দ্রবে সূচ ডুবাইয়া লইয়া ঐ সূচ দ্বারা একটী একটী করিয়া বসন্তের গুটি গুলি গালিয়া দিতে হইবে। তাহা হইলেই গুটি গুলির ভিতর নাইট্রেট্ অব্ সিল্ভার দ্রব প্রবেশ করিবে। ১ আং পরিস্রুত জলে ২০ গ্রেণ দিয়া দ্রব প্রস্তুত করিবে। ডাঃ হিজিনবটম বলেন যে, গুটি গালিবার দরকার নাই। কেবল গুটি গুলির উপর উপর নাইট্রেট্ অব্ সিল্ভার দ্রব লাগাইয়া দিলেই যথেষ্ট।

অনেক দিন ধরিয়া একই পার্শ্বে বিছানায় শুইয়া থাকিতে থাকিতে অনেক দুর্ব্বল, পুরাতন রোগীর গায়ে বড় বড় ক্ষত হয়, তাহার নাম শয্যাক্ষত বা বেড্সোর। এই বেড্সোর হইবার পূর্ব্বে সেই স্থানের চর্ম্ম লাল হইয়া উঠে। এইরূপ লাল হইয়া উঠিবামাত্র তাহার উপর নাইট্রেট্ অব্ সিল্ভার লোসন (২০ গ্রেণ—জল ১ আং) একটা তুলিতে করিয়া লইয়া লাগাইয়া দিলে আর ক্ষত হইতে পায় না।

কোন যায়গায় বইল (বিস্ফোট) উঠিলে তাহার উপর নাইট্রেট্ অব্ সিল্ভার দ্রব লাগাইয়া দিলে (২০ গ্রেণ—জল ১ আং) আর ফোট

উঠিতে পায় না অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়। কলোডিয়ম লাগাইয়া দিলেও উপকার হয়।

হার্পিস্ এবং সিংগেল নামক চর্ম্মরোগে ফুস্কুড়ি পাকিবার পূর্ব্বেই উহার উপর কষ্টিকদ্রব লাগাইয়া দিলে আর উহা বৃদ্ধি হইতে পায় না।

লাইকেন, প্রুরাইগো নামক চর্ম্মরোগে অসহ্য চুলকানি হইলে, তাহার উপর কষ্টিক লাগাইয়া দিলে তৎক্ষণাৎ চুলকানি আরাম হয়। (১—৫ গ্রেণ—জল ১ আং)

জিহ্বার উপর এবং মুখের মধ্যে সেরোয়াসিস নামক চর্ম্মরোগ হইলে তাহার উপর তুতিয়া অথবা কষ্টিক দ্রব লাগাইয়া দিলে উপকার হয়।

হিজিংবটম্ বলেন এরিসিপেলস্ রোগে নাইট্রেট অব সিল্ভার দ্রব অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। তিনি বলেন প্রথমে এরিসিপেল্‌স আক্রান্ত স্থান উত্তমরূপে সাবান ও জল দিয়া ধৌত করিয়া তাহার উপর এবং পীড়িত স্থানের চারিদিকে ও দুই তিন ইঞ্চ পর্য্যন্ত খুব কড়া রকমের নাইট্রেট অব সিল্ভার দ্রব লাগাইয়া দিতে হইবে। ৪ স্ক্রুপেলে ৪ ড্রাম পরিশ্রুত জল দিয়া দ্রব তৈয়ার করিবে।

টাইনিয়া টার্সিরোগে চক্ষের পাতার মামড়িগুলি বেস করিয়া ধুইয়া পরিষ্কার করিয়া চক্ষের পাতার ধারে কষ্টিকের বাতি বুলাইয়া দিলে অবধারিত আরাম হয়।

কন্জংটি ভাইটিস্ বা অপ্থ্যালমিয়া রোগে নাইট্রেট্ অব্ সিল্ভার দ্রব (৫ গ্রেণ—জল ১ আং) ফোটা দিলে অল্পসময় মধ্যে আরাম হয়। একটা কুইলে করিয়া দ্রব লইয়া দিন ৩।৪ বার করিয়া ফোটা দিবে।

মুখের ভিতর এবং গলার ভিতর ক্ষত হইলে যদি সেই ক্ষত শীঘ্র আরাম হইতে না চায়, তবে উহার উপর কষ্টিক দ্রব লাগাইয়া দিলে উপকার হইতে পারে।

গলার সোর থ্রোট বা টন্‌সিলাইটীস হইলে তুলিতে করিয়া নাইট্রেট্ অব্ সিল্ভার দ্রব (২০ গ্রেণ—১ আং) লইয়া টাকরা, টন্‌সিল ও আলজিহ্বার উপর লাগাইয়া দিলে অতিশীঘ্র উপকার হয়।

পুরাতন ক্যারিঞ্জাইটীস এবং ল্যারিঞ্জাইটীস রোগে প্রোব্যাং নামক যন্ত্র,

ব্রস্ বা স্পঞ্জ সাহায্য ফেরিংস এবং লেরিংসের ভিতর নাইট্রেট্ অব সিল্ভার দ্রব (½—৫ গ্রেণ—১ আং) লাগাইয়া দিলে সমূহ উপকার হয়।

গণোরিয়া রোগ পীচকারীস্বরূপ নাইট্রেট অব্ সিল্ভার দ্রব ব্যবহার হয় (¼—২ গ্রেণ—১ আং) এই পীচকারী দিনে ২।৩ বার করিয়া দিবে। প্রত্তিবারে একবার মাত্র পীচকাবী করিবে। কেহ কেহ বলেন গণরিয়ার প্রথম অবস্থায় ২০ গ্রেণ—১ আং এই পরিমাণ দ্রব একবার মাত্র মূত্র-নালী মধ্যে পীচকারী করিয়া দিলে তদ্দণ্ডেই রোগ আরাম হয়। কিন্তু ইহাতে মূত্রনালীব প্রদাহ হইতে পারে।

সিফিলিষ রোগে লিঙ্গের উপর ক্ষত দেখা দিবা মাত্র তাহাব উপর কষ্টিক লাগাইয়া দিলে উহার বিষ নষ্ট হয় এবং পরিশেষে আর শরীরকে আক্রমণ করিতে পারে না।

পক্ক কেশে নাইট্রেট্ অব্ সিল্ভার দ্রব লাগাইলে কেশ কৃষ্ণবর্ণ হয়। এই জন্য ইহার দ্বারা চুলেব কলপ তৈয়ার হয়। চুলের কলপ যথা:— ১ম, আর্জেণ্টিনাইট্রাস্ ৪ গ্রেণ, ডিস্টিল্ড ওয়াটার ১ আং। একত্র মিশাইয়া একটী লোসন তৈয়ার করা হয়। ২য়, সল্ফিউবেটেড্ পটাস্ ২ ড্রাম, ডিস্টিল্ড ওয়াটার ২ আং। একত্র মিশাইয়া আর একটী লোসন তৈয়ার কর। অগ্রে কেশ উত্তমরূপে জল দিয়া ধৌত করিয়া প্রথমে নাইট্রেট অব্ সিল্ভার লোসন দ্বারা কেশ ধৌত করিয়া তৎপর সল্ফিউরেটেড পটাস দ্বারা ধৌত করিবে। ইহার ২ মিনিট পরে বৃষ্টির জল বা পরিষ্কৃত জল দ্বারা কেশগুলি ধুইয়া ফেলিবে।

অল্পমাত্রায় সেবনে নাইট্রেট্ অব্ সিল্ভার ধারক হয়। পুরাতন উদরাময় এবং পুরাতন ডিসেন্ট্রী পীড়ার নাইট্রেট্ অব্ সিল্ভার খুব উপকার করে। পাকস্থলীর ক্ষত রোগ (গ্যাষ্ট্রিক অল্সার) এবং অন্ত্রের ক্ষতরোগ নাইট্রেট্ অব্ সিল্ভার উপকার করে, ¼—১ গ্রেণ মাত্রায় বটিকাকারে দিন ২—৩ বার সেবন করিতে দেওয়া যায়। সময় সময় ইহাতে আরও বেদনা বৃদ্ধি হয়, এরূপ হইলে ঔষধ বন্ধ রাখিবে। পাকস্থলীর ক্ষতরোগে এবং পাকস্থলীর ক্যান্সার রোগে অত্যন্ত বমন হইতে থাকিলে নাইট্রেট্ অব্ সিল্ভার সেবন অত্যন্ত উপকারী। প্যারাপ্লেজিয়া, লকোমোটের

এটাক্সি, এপিলেপ্সি প্রভৃতি রোগে নাইট্রেট্ অব্ সিল্‌ভার উপকার করে, কিন্তু এই সকল রোগে বহুদিন ধরিয়া ঔষধ প্রয়োগ প্রয়োজন। কিন্তু, বহুদিন ধরিয়া নাইট্রেট্ অব্ সিল্‌ভার সেবন করিতে গেলে চর্ম্ম বিবর্ণ হয়, এই জন্য এই সকল রোগে ইহার ব্যবহার এক্ষণে উঠিয়া গিয়াছে। লবণ নাইট্রেট্ অব্ সিল্‌ভারের প্রতিষেধক। লবণে ইহার গুণ নষ্ট করে, এইজন্য নাইট্রেট্ অব্ সিল্‌ভার সেবনের সময় রোগীকে লবণ খাইতে নিষেধ করিবে।

কোন স্থানে কষ্টিক লাগাইবার পর সে স্থানে কৃষ্ণবর্ণ দাগ হইলে সেই স্থানে সিয়ানাইড্ অব্ পটাসিয়ম লোসন দ্বারা ধৌত করিলে দাগ উঠিয়া যায়।

মাত্রা ইত্যাদি :—১/৬—১/৩ গ্রেণ (বটিকাকারে)। গ্যাষ্ট্রিক অল্‌সার রোগে বা পুরাতন আমাশয় রোগে ১/২—১ গ্রেণ পর্য্যন্ত দেওয়া যায়। গঁদ বা পাউরুটি বা ময়দা সহযোগে বটিকা করিবে। উত্তমরূপে গুড়া করিয়া মিশাইয়া বটিকা বাঁধিবে। নাইট্রেট্ অব্ সিলভার দ্রব প্রস্তুত করিতে হইলে পরিস্রুত জলে দ্রব করিবে, নচেৎ দ্রব হইবে না।

আর্জেণ্টিনাইট্রাস্ gr ii ওপিয়াই gr ii পল্‌ভইপিকাকুয়ানহি gr vi ; ol, caryophyllac m v. ৬ বটিকায় বিভাগ কর। ১ পিল ৩, ৪ ঘণ্টান্তর। পুরাতন রক্তামাশায় রোগে।

আর্জেণ্টি নাইট্রাস ২ গ্রেণ—ওপিয়াই ৪ গ্রেণ। ৪ বটিকা। দুইবেলা খালি-পেটে আহারের পূর্ব্বে এক বটিকা। গ্যাষ্ট্রিক অল্‌সার।

আর্জেণ্টিএট্‌পটাসিনাইট্রাস কষ্টিক বা দাহক গুণ বিশিষ্ট। কেবল বাহ্যপ্রয়োগ জন্য।

আর্জণ্টি অক্‌সাইডম—অক্‌সাইড্ অব্ সিল্‌ভার। ইহার দাহক গুণ নাই। আভ্যন্তরিক প্রয়োগে নাইট্রেট অব্ সিল্‌ভারের ন্যায় গুণ বিশিষ্ট। ইহা সঙ্কোচক, পাকস্থলীর অবসাদক এবং স্নায়বিক বলকারক। ১ গ্রেণ মাত্রায় গ্যাস্ট্রাইনিয়া রোগে উপকারক। মেনরেজিয়া রোগে রক্তস্রাব নিবারনার্থ ব্যাবহৃত হইয়াছে। এপিলেপ্সি, লকোমোটর এটাক্সি প্রভৃতি রোগে উপকার করিতে পারে।

ইহাতে নাইটেট্ অব্ সিল্‌ভারের ন্যায় চর্ম্মের বিবর্ণতা হয় না।

মেনরেজিয়া রোগে কেহ কেহ ইহাকে অতি শ্রেষ্ঠ ঔষধ বিবেচনা করেন। রক্তকাশ রক্তবমন প্রভৃতি রোগেও ইহা উপকারক। বমন, পাকাশয় শূল, ক্রণিক গ্যাষ্ট্রাইটীস্ রোগে উপকারক।

এণ্টিমণি ধাতু। এণ্টিমনিয়ম নাইগ্রম পিউরিফিকেটম ঃ—

প্রয়োগরূপঃ (১) এণ্টিমোনিয়াই অক্‌ছাইডম্ (ক) পল্‌ভিস্ এণ্টিমোনিয়া-লিস্। (২) এণ্টিমোনিয়ম সল্‌ফরেটম্ (৩) লাইকর এণ্টিমোনাই-ক্লোরাইডম (৪) এণ্টিমোনিয়ম টার্‌টারেটম্ (ক) অংগুয়েণ্টম এণ্টিমোনিয়াই টার্‌টারেটি (খ) ভাইনম এণ্টিমোনিয়েল।

আদত এণ্টিমনি ধাতুর ঔষধে ব্যবহার হয় না। ইহার সর্ব্ব প্রধান প্রয়োগরূপ হচ্ছে এণ্টিমনিয়াই টার্‌টারেটি।

এণ্টিমনিয়াই টার্‌টারেটি ঃ—ইহার অপর নাম টার্‌টারেটেড এণ্টিমনি। ইহার চলিত নাম টার্টারএমেটিক।

বাহ্য প্রয়োগ টার্‌টার এমেটিক অতি উগ্র ক্রিয়া করে। ইহা গাত্র সংলগ্ন হইলে সে স্থানে ফোস্কা পড়ে। বসন্তের গুটির ন্যায় প্রথমে ফুস্কুড়ি বাহির হয়। পরে ইহাতে রস হয় এবং পরিশেষে পূঁজ হয়। ইহাতে যন্ত্রণাও হয় এবং চর্ম্মের প্রদাহ হয়। এইরূপে চর্ম্মে সংলগ্ন করিলে কতকাংশ শরীরেও হজম হয় এবং সময় সময় গুরুতর লক্ষণ সকল উপস্থিত করে।

টার্‌টার এমেটিক অত্যন্ত অবসাদক এবং বমন কারক। ইহাতে সমস্ত শরীরের অবসাদ উৎপন্ন করে। শরীরে স্নায়ু এবং মাংসপেশী দুর্ব্বল হয়, হৃদয়ের ক্রিয়া দুর্ব্বল হয় এবং শীঘ্র শীঘ্র শরীরের ক্ষয় বৃদ্ধি হয়। ১ হইতে ৩ গ্রেণ মাত্রায় এণ্টিমনি উদরস্থ করিলে বমন আরম্ভ হয়। শরীর অবসন্ন হইয়া পতনাবস্থা (কোলাপ্স) উপস্থিত হইবার লক্ষণ সকল উপস্থিত হয়। শরীরের উত্তাপ কমিয়া যায় এবং শরীর হিমাঙ্গ হয়। আরও কিছু অল্প মাত্রায় প্রয়োগ করিলে বমনোদ্বেগ এবং বমন হয়, শরীরের মাংসপেশী এত দুর্ব্বল হয় যে, রোগী হাত পা নাড়িতেও কষ্ট বোধ করে। রোগী দাঁড়াইতে পারে না, হস্ত পদাদি কাঁপিতে থাকে এবং গা গতর বেদনা করিতে থাকে।

ইহাতে মাংসপেশীর এরূপ অবসাদ উৎপন্ন করে যে, পূর্ব্বকালে হারনিয়া এবং অস্থিচ্যুতি (ডিস্‌লোকসন্‌) প্রভৃতি ভাল করিবার জন্য ক্লোরফরমের পরিবর্ত্তে টারটার এমেটিকের ব্যবহার হইত। ক্লোরফরমের আবিষ্কারের পর আর অস্ত্র চিকিৎসা কার্য্যে ইহার ব্যবহার নাই।

বিষাক্ত মাত্রায় টার্‌টার এমেটিক সেবন করিবামাত্র মুখে এক রকম তামাটে আস্বাদ হয়, মুখের ভিতর গরম বোধ হয় এবং মুখ সাটিয়া ধরে। তার পরই বমনোদ্বেগ, বমন এবং পেটে বেদনা উপস্থিত হয়। তার পর পুনঃ পুনঃ ভেদ হইতে থাকে এবং হাত পায়ে খাইল ধরিতে থাকে। শরীর হিম হয় এবং গায়ে পিছল পিছল আঠা আঠা ঘাম হয়, নাড়ি দুর্ব্বল হয় এবং শরীর একবারে অবসন্ন হয়। এইরূপে কোলাপ্স বা পতনাবস্থ উপস্থিত হইয়া রোগীর মৃত্যু ঘটে। কখনও বা মৃত্যুর পূর্ব্বে প্রলাপ ও আক্ষেপ (হাত পা খেঁচুনি) উপস্থিত হয। কোন কোন স্থলে বমন ও দাস্ত হয় না।

২ গ্রেণ টার্‌টার এমেটিক সেবনেই মানুষ মরিতে পারে। ¾ গ্রেণ মাত্রায় শিশুদিগের প্রাণ বিনষ্ট হইতে পারে। একজন ১ ড্রাম মাত্রায় খাইয়া ১০ ঘণ্টামধ্যে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল। অনেকে বেশী মাত্রায় সেবন করিয়াও বাঁচিয়া যায়। বমন ও দাস্ত হইয়া ঔষধ বাহির হইয়া যায়।

ঔষধের মাত্রায় টার্‌টার এমেটিক বমনকারক, হৃদয়ের অবসাদক, আক্ষেপ নিবারক, অবসাদক, ঘর্ম্মকারক, কফ নিঃস্বারক, পরিবর্ত্তক, উত্তাপ হারক এবং কচিত পিত্ত নিঃস্বারক।

টার্‌টার এমেটিক যে কোন রকমেই হউক শরীরস্থ হইলেই বমন উৎপন্ন করে। সল্‌ফেট্‌ অব্‌ জিঙ্ক প্রভৃতি পাকস্থলীতে না পড়িলে বমন হয় না। তাহারা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে পাকস্থলীকে উত্তেজিত করিয়া বমন উৎপন্ন করে, কিন্তু টার্‌টার এমেটিক যে কোন প্রকারে হউক শরীরস্থ হইলেই বমন উৎপন্ন করে। ডাক্তার ম্যাজেণ্ডি দেখাইয়াছেন, যে টার্‌টার এমেটিক শিরার মধ্যে পুরিয়া দিলেও বমনোদ্বেগ হয়।

পাকস্থলী না থাকিলে ও ইহার দ্বারা বমনোদ্বেগ হয়। পাকস্থলী নাই অথচ বমন হয়। ইহা শুনিয়া পাঠকবর্গ হাস্য করিবেন না। ম্যাজেণ্ডি একটী

জন্তুর পাকস্থলী উৎপাটন করিয়া তাহার শিরার মধ্যে টার্‌টার এমেটিক প্রবিষ্ট করাইয়া দিয়াছিলেন, তাহাতেও সেই জন্তুর বমনোদ্বেগ হইয়াছিল। এতদ্বারা প্রমাণ হয় যে টার্‌টার এমেটিক শরীরের রক্তে প্রবিষ্ট হইলেও বমন উৎপন্ন করিতে পারে। ইহাতে বমনোৎপাদক স্নায়ুকেন্দ্রের উপর কার্য্য করিয়া বমন উৎপন্ন করে।

ট্রুসো প্রমাণ করিয়াছেন যে টার্‌টার এমেটিক সেবন করিয়া অল্পাহারে থাকিলে বমন ও দাস্ত না হইয়া কেবল মাত্র অবসাদ উৎপন্ন হয়, কিন্তু এণ্টিমণি সেবনের সহিত পূর্ণ আহার করিলে বমন ও দাস্ত হয়। তিনি আরও বলেন যে, এই ঔষধ বেশী জলের সঙ্গে সেবন করিলে দাস্ত হয় এবং অল্প জলের সঙ্গে সেবন করিলে বমন হয়।

অল্প মাত্রায় ক্রমাগত এণ্টিমণি ঘটিত ঔষধ সেবনে ক্ষুধা নাশ, পেটবেদনা, বমনোদ্বেগ এবং উদরাময় উপস্থিত হয়।

এণ্টিমণি ঘটিত ঔষধ শরীরে হজম হইবার পর যকৃত, কিড্‌নি এবং চর্ম্মের দ্বারা বহির্গত হইয়া যায় অর্থাৎ ঘাম প্রস্রাব এবং পিত্তের সঙ্গে শরীর হইতে নির্গত হয়। কতকাংশ বহুকাল পর্য্যন্ত শরীরের ভিতর অবস্থিতি করে।

টার্‌টার এমেটিক উদরস্থই হউক বা যে কোন প্রকারেই রক্ত মধ্যে প্রবেশ করুক, ইহাতে বমন উৎপন্ন করে। কিন্তু ইহা অত্যন্ত অবসাদ উৎপন্ন করে বলিয়া ইহার বমনকারক রূপে প্রায় ব্যবহার হয় না। ইহাতে অত্যন্ত বমনোদ্বেগ হয়, শরীর ঘামিয়া যায় এবং পুনঃ পুনঃ বমন হয়। আবার সেবন করিবার পর, অর্দ্ধ ঘণ্টা সময় অতিবাহিত না হইলে প্রায় বমন হয় না। এই সকল দোষ থাকাতে নিরাপদে শীঘ্র বমন উৎপন্ন করিতে হইলে ইহা তাদৃশ উপযোগী নহে। ঔষধের মাত্রায় অর্থাৎ $\frac{1}{6}$ গ্রেণ আন্দাজ টার্‌টার এমেটিক সেবন করাইলে ইহা অল্প পরিমাণে হৃদয়ের অবসাদ উৎপন্ন করে, নাড়ী অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল হয়, ঘর্ম্ম উৎপন্ন হয় এবং কফ নিঃস্বরণ করে। এই সকল গুণ থাকাতে তরুণ নিউমোনিয়া, তরুণ ব্রংকাইটীসের প্রথম অবস্থায়, ক্রুপরোগে, লেরিঞ্জাইটিস্ রোগে ইহা সমূহ উপকার করে। কিন্তু ইহা দৌর্ব্বল্যাবস্থায় কদাচ প্রয়োগ করা যুক্তিযুক্তনহে। নাড়ী অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল হইলে, গা ঘামিয়া ঠাণ্ডা হইলেই বুঝা গেল ইহার কার্য্য হইয়াছে, এবং তখন

ঔষধ ব্যবহার স্থগিত করা উচিত। এণ্টিমণি অত্যন্ত অবসাদক বলিয়া ইহা সতর্কতার সহিত প্রয়োগ করা উচিত। ডাক্তার মিকেল ক্রস বলেন যে টার্টার এমেটিক ১/২ গ্রেণ হইতে ১/১৬ গ্রেণ মাত্রায় জলের সঙ্গে প্রতি ১/২ ঘণ্টান্তর অন্তর বা ১/৪ গ্রেণ মাত্রায় প্রতি ৩ ঘণ্টান্তর প্রয়োগ করা উচিত। তারপর ঘর্ম্ম হইতে আরম্ভ হইলেই ঔষধ সেবন বন্ধ করিবে। ডাক্তার রিঙ্গার বলেন রোগী অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল হইলে টার্টার এমেটিকের সহিত ব্রাণ্ডি মিশ্রিত করিয়া দেওয়া উচিত। তরুণ নিউমোনিয়া রোগে এণ্টিমণি প্রয়োগ করিলে, অতি ত্বরায় রোগীর পার্শ্ববেদনা দূর হয় এবং কাশের বর্ণ স্বাভাবিক হয়। নিউমোনিয়ায় প্রয়োগ করিতে হইলে ইহা নিউমোনিয়ার প্রথমাবস্থায় দেওয়া উচিত নিউমোনিয়ার দ্বিতীয়াবস্থা উপস্থিত হইলে বা ফুস্‌ফুসে পূয সঞ্চয় হইলে ইহা অপকার করে। এইরূপে, টন্‌সিলাইটিস্, প্লুরিসি, অন্ত্র কাইটিস, পেরিটোনাইটিস এমন কি হুইট্‌লো এবং অন্যান্য প্রদাহ রোগের প্রথমাবস্থায় টার্টার এমেটিক ব্যবহারে উপকার হয়।

তরুণ জ্বরের প্রথমাবস্থায় টার্টার এমেটিক উপকার করে। জ্বরে উগ্র প্রলাপ হইলে এণ্টিমণি অবসাদক হইয়া উপকার করে।

৬ হইতে ১২ বৎসরের কোন কোন বালক সামান্য হিমভোগ করিলেই এক রকম হাঁপের ন্যায় পীড়া দ্বারা আক্রান্ত হয়। শ্বাস প্রশ্বাস কষ্ট হয়, পাঁজর টানে এবং গলা সাঁইসুই করে। এই সাঁইসুই শব্দ অনেক দূর হইতে শুনিতে পাওয়া যায়। সঙ্গে সঙ্গে কখন কখন শুষ্ক ধরণের কাশি থাকে এবং গলা ভাঙ্গিয়া যায়। এই পীড়ায় টার্টার এমেটিক খুব উপকার করে। ১/২ গ্রেণ টারটার এমেটিক ১/২ পাইণ্টজলে মিশ্রিত করিয়া তাহার ১ ড্রাম মাত্রায় ১৫ মিনিট অন্তর ১ ঘণ্টা মধ্যে ৪ বার সেবন করাইয়া, পরে প্রতি ঘণ্টায় ঐ মাত্রায় এক একবার সেবন করাইবে। যদি গলা সাঁইসুই কেবল মাত্র রাত্রে আরম্ভ হয়, তবে রাত্রে এইরূপ নিয়মে ঔষধ খাওয়াইবে।

ডাক্তার গ্রেভ্‌স বলেন টাইফয়েড, টাইফস এবং অন্যান্য জ্বরে অত্যন্ত উগ্র ধরণের প্রলাপ দেখা দিলে অহিফেণ সহযোগে টার্টার এমেটিক অত্যন্ত উপকারক। যদি রোগী সর্ব্বদা সজাগ থাকে, তবে টার্টার এমেটিকের মাত্রা কম করিয়া অহিফেণের মাত্রা কিছু বেশী করিয়া দিবে। আর প্রলাপ যদি

খুব উগ্র ধরণের হয়, তবে টার্‌টার এমেটিক অপেক্ষাকৃত বেশী মাত্রায় দিবে।

ডেলিরিয়ম ট্রিমেন্স রোগে টার্‌টার এমেটিক অতিশয় উপকার করে। ইহাতে রোগী স্থির হয় এবং নিদ্রিত হয়। এখানেও ওহিফেণের সঙ্গে দিলে বেশী ফল পাওয়া যায়।

টার্‌টার এমেটিক কোরিয়া রোগেও উপকার করে, তবে অন্যান্য ঔষধের ন্যায় নহে। ইহাপেক্ষা সল্‌ফেট অব্‌জিঙ্ক ভাল।

ছোট ছোট শিশুদিগের ব্রঙ্কাইটিস রোগে ভাইনাম এণ্টিমণি খুব ভাল ঔষধ। ৩।৫ মিনিম মাত্রায় প্রতি ঘণ্টান্তর দেওয়া যায়।

প্রসবান্তে স্তনে প্রদাহ হইলে টার্‌টার এমেটিক সেবনে প্রদাহ নাশ করিয়া উপকার করে।

প্লুরিসি, ব্রংকাইটিস প্রভৃতি রোগে যদি নাড়ী খুব সবল হয়, গা খুব গরম এবং শুষ্ক হয় এবং প্রবল জ্বর হয়, কাশি শুষ্ক এবং কষ্টকর হয়, তবে টার্‌টার এমেটিক দিবামাত্র ঐ সকল উপসর্গ কমিয়া যায়। নাড়ী স্বাভাবিক হয় এবং ঘর্ম্ম হইতে থাকে। সাধারণ তরুণ জ্বরেও নাড়ীপুষ্ট এবং উত্তাপ বৃদ্ধি হইলে টার্‌টার এমেটিক উপকারক হয়।

প্রসব কষ্ট হইলে—প্রসব হইতে অত্যন্ত বিলম্ব হইলে টার্‌টার এমেটিক আক্ষেপ নিবারক হইয়া উপকার করে। ইহাতে জরায়ুর দ্বার প্রশস্ত হয়।

ডাক্তার মাল্‌কম এবং মোরিস্‌ বলেন ১৫-২০ মিনিম মাত্রায় প্রতি ৩ ঘণ্টান্তর ভাইনম এণ্টিমণি সোরায়াসিস প্রভৃতি খোস্‌ উঠা চর্ম্ম রোগে উপকার করে।

ভাইনম এণ্টিমণি ঘর্ম্মকারক বলিয়া অন্যান্য ঘর্ম্মকারক ঔষধের সঙ্গে ব্যবহার করা যাইতে পারে।

ব্রংকাইটিস, নিউমোনিয়া প্রভৃতি রোগে আজ কাল এণ্টিমণির তাদৃশ ব্যবহার হয় না। ইহার পরিবর্ত্তে একনাইট, ইপিকাক্‌ প্রভৃতিরই বেশী ব্যবহার হয়।

টার্‌টার এমেটিক মলম পূর্ব্বে বেলেস্তারার পরিবর্ত্তে স্থানীয় প্রয়োগ হইত। আজকাল বড় একটা ব্যবহার হয় না।

টার্‌টার এমেটিক দ্বারা বিষাক্ত হইলে প্রথমে ষ্টমাকপম্প দ্বারা পাকস্থলী

ধৌত করিয়া বিষ নির্গত করিয়া ফেলিবে। চা, কাপি, ট্যানিক এছিড, টীং সিংকোণা ইহার উৎকৃষ্ট প্রতিষেধক। উত্তেজক ঔষধ দেওয়া উচিত।

মাত্রা ইত্যাদি :—১/১৬—১/৪ গ্রেণ (জলের সঙ্গে)। ১ গ্রেণ মাত্রায় বমনকারক। বালকদিগের পক্ষে ১/১৬ গ্রেণ হইতে ১/৮ গ্রেণ। ভাইনম এণ্টিমণি ১৫—৪০ মিনিম।

অসম্মিলন :—ট্যানিক এছিড বা ট্যানিক্ এছিডযুক্ত উদ্ভিদ পদার্থ, অম্ল, ক্ষার এবং কার্ব্বনেট; লাইম, লেড বা সীস্ ধাতু, টারটার এমেটিকের সঙ্গে ব্যবস্থা করিবে না।

অক্‌ছাইড অব্ এণ্টিমণি :—ইহার ক্রিয়াও প্রায় টার্‌টার্ এমেটিকের ন্যায়, তবে উগ্র ধরণের নহে। ইহা ঘর্ম্মকারকরূপে ব্যবহার হয়। ঐরূপ জেম্‌স পাউডার (পল্‌ভিস্) এণ্টিমেনিয়ালিস) ছেলেদের পক্ষে ভাল, ছেলেদের জ্বর হইয়া অস্থির হইলে, রাত্রিতে ১ ডোজ জেমস্ পাউডার ১—৩ গ্রেণ মাত্রায় দিলে অল্প অল্প মাত্রায় ঘর্ম্ম হয় এবং অস্থিরতা কমিয়া যায়।

ক্লোরাইড অব এণ্টিমণি :—কষ্টিক (দাহক) এবং ফোস্কাকারক। সচরাচর ব্যবহার হয় না। আভ্যন্তরিক প্রয়োগ নাই।

এণ্টিমণি সলফরেটম্ :—ক্রিয়া অনেকাংশে টার্‌টার এমেটিকের ন্যায়। ইহার পরিবর্ত্তক গুণ আছে। একাকী ব্যবহার হয় না। পাইলুলা হাইড্রার্জ্জ সব্ ক্লোরাইড্ কম্পোজিটা বা প্লমার্সপিলে এই জিনিষ আছে।

এলুমেন—এলম্ (ALUMEN—ALUM)। বাঙ্গালা ফট্‌কিরি।

প্রয়োগরূপ :—(১) এলুমেন এক্‌সছিকেটম (শুষ্ক ফটকিরি)।

(২) গ্লাইছেরিনম্ এল্‌মিনিম্।

ক্রিয়া :—এলম সংকোচক। ইহাতে অণ্ডলাল এবং জিলাটিন নামক পদার্থ সংযত করে। ডিম্বের ঘেলুর নাম এল্‌বিউমেন বা অণ্ডলাল। ডিম্বের ঘেলুর গুণবিশিষ্ট পদার্থের নাম এলবিউমেন। এই এল্‌বিউমেন আমাদের দেহে এবং রক্তেও আছে। এই আণ্ডলালিক পদার্থ ফট্‌কিরি দিলে উহা জমাট বাঁধিয়া যায়। ফটকিরি শরীরের সমস্ত পদার্থকেই সংকুচিত করে—

শিরা ও ধমনীদিগকেও সংকুচিত করে, তাহাতে শিরা ও ধমনির ছিদ্র সংকুচিত হয়। শরীরের চর্ম্ম বা শ্লেষ্মা ঝিল্লির উপর এলম লাগাইলে সেখানকার চর্ম্ম জড়শড় হয়। এই কারণে ফট্‌কিরি রক্তরোধক (styptic)। শুষ্ক ফট্‌কিরি তীব্র এবং কষ্টিক গুণবিশিষ্ট। যে স্থানে লাগান যায়, সে স্থান খাইয়া যায়। অধিক মাত্রায় ফট্‌কিরি বমন কারক।

আময়িক প্রয়োগ :—সংকোচক গুণের জন্য ফট্‌কিরি স্থানীয় প্রয়োগে রক্তরোধ করে। সামান্য সামান্য রক্তস্রাবে ফট্‌কিরি লাগাইলে সেই স্থানের রক্ত পড়া বন্ধ হয়। কোন স্থানে কাটিয়া গেলে বা জোঁক লাগিলে, সেই স্থানে ফট্‌কিরির গুড়া দিলে আর রক্ত পড়ে না। অর্শ হইতে রক্তস্রাব হইতে থাকিলে, ফটকিরির জল দিয়া অর্শের বলি ধৌত করিলে, আর রক্তস্রাব হয় না। দাঁতের মাড়ি দিয়া রক্তস্রাব হইলে দাঁতের গোড়ায় ফট্‌কিরি দিলে রক্তপড়া বন্ধ হয়। সেইরূপ নাক দিয়া রক্ত পড়িলে ফট্‌কিরি চূর্ণ নস্য লইলে অথবা ফট্‌কিরির জল নাকে টানিলে রক্তস্রাব বন্ধ হয়।

প্রোলাপ্স অব্ দি এনস্ এবং প্রোলাপ্স অব্ দি ইউটেরস রোগে ফট্‌কিরি লোসন (৬ গ্রেণ—জল ১ আং) দিয়া ধৌত করিলে উপকার হয়।

ক্ষত (অল্‌ছার) দিয়া বেশী পূয পড়িলে ফট্‌কিরির জল দিয়া ক্ষত ধৌত করিলে, আর বেশী পূয পড়ে না। এক্‌জিমা নামক চর্ম্মরোগে অতিরিক্ত রস স্রাব হইলে ফটকিরি জল দিয়া ধৌত করিলে রস পড়া বন্ধ হয়। ছোট ছোট বালিকাদিগের যোনিপ্রদাহ (ভল্‌ভাইটিস্) বা ইন্‌ফ্যান্‌টাইল লিউকোরিয়া (বালিকাদিগের প্রদর) হইলে ফট্‌কিরি লোসন (৬০ গ্রেণ জল ১ পাইণ্ট) দিয়া যোনি ধৌত করিলে অতি ত্বরায় উপকার হয়।

কাণ দিয়া পূয পড়িলে (অটরিয়া) ফট্‌কিরির জল দিয়া কর্ণে পীচকারী করিয়া কাণ ধুইয়া দিলে পূয পড়া নিবারণ হয়।

চক্ষুপ্রদাহ বা চোক উঠা (অপ্‌থ্যাল্‌মিয়া) রোগে ফট্‌কিরির জল (৮ গ্রেণ—জল ১ আং) দিয়া পুনঃ পুনঃ চক্ষু ধৌত করিলে, খুব উপকার হয়। ছেলেদের চক্ষুপ্রদাহে গরম জল দিয়া চক্ষু বেশ করিয়া পরিষ্কার করিয়া ফট্‌কিরি লোসন দিয়া চক্ষে ফোট দিলে শীঘ্রই প্রদাহের দমন হয়। কিন্তু, চক্ষে ক্ষত (অল্‌সার অব্ কর্‌নিয়া) থাকিলে, ইহা প্রয়োগ করিবে না।

মুখক্ষত (ষ্টমাটাইটিস্‌) রোগে ফট্‌কিরির গুড়া দিলে, ঐ ক্ষত শীঘ্রই আরাম হয়।

সোরথ্রোট রোগে ফট্‌কিরির জলের কুলি করিলে আরাম হয়। টাকরায় ও আল্‌জিহ্বায় গ্লাইসেরিণ্‌ অব্‌ এলম্‌ লাগাইয়া দেওয়া যায়।

পারা খাইয়া মুখ আসিলে বা দাঁতের গোড়া শিথিল হইলে, ফট্‌কিরির জলে কুলি করিলে, অতি শীঘ্র উপকার হয়।

অন্য কারণে দাঁতের মাড়ি ফুলিলে বা দাঁতের গোড়া শিথিল হইলে, ফট্‌কিরি লাগাইয়া দিলে, উপকার হয়।

পুতিনাশা (ওজিনা) রোগে ফট্‌কিরির জল দিয়া (২ ড্রাম—জল ১ পাইন্ট) নাসিকা ধৌত করিলে, অতি শীঘ্রই উপকার হয়। নাক দিয়া অতিরিক্ত শ্লেষ্মা স্রাব হইলেও ইহাতে উপকার করে।

গলার স্বরবদ্ধ রোগে এবং পুরাতন কাশরোগে এলম্‌ লোসন (১০ গ্রেণ—জল ১ আং) গলার ভিতর স্প্রে করিয়া দিলে বা ঐ জল কুলি করিলে উপকার হয়।

শুষ্ক ফট্‌কিরি লাগাইলে, আকচিল (ওয়ার্ট) বিনষ্ট হয়। ক্ষতের উপর মাংস বৃদ্ধি হইলে, শুষ্ক ফট্‌কিরি প্রয়োগে উপকার করে।

এলম সেবনে অন্ত্রের শ্লেষ্মাঝিল্লি সংকুচিত হয় এবং তাহা হইতে স্রাব বন্ধ হয়। এইজন্য, এলম্‌ সেবনে কোষ্ঠ বন্ধ করে। এই কারণে উদরাময় রোগে এলম ধারক। আমাশয় এবং টাইফয়েড জ্বরের উদরাময়ে উপকার করে।

ফট্‌কিরি সেবনে পাকস্থলীর পাচক রস স্রাব কিয়ৎপরিমাণে বন্ধ হয়। ট্যানিক এছিড এবং ট্যানিক এছিডযুক্ত ঔষধ সেবনেও এইরূপ হয়। এই জন্য, বহুদিন ধরিয়া ফট্‌কিরি সেবনে অপাক, অজীর্ণ রোগ উপস্থিত হয়। অধিক পরিমাণে ফটকিরি সেবনে অন্ত্রের এবং পাকস্থলির প্রদাহ পর্য্যন্ত হইতে পারে।

ডাক্তার মিন্‌স বলেন, ছেলেদের পক্ষে এলম্‌ উৎকৃষ্ট বমনকারক ঔষধ। তিনি ১ ড্রাম মাত্রায় মধুর সহিত বা সিরপের সহিত প্রয়োগ করিতে বলেন। বালকদিগের ক্রুপ রোগে এইরূপে এলম্‌ বমনকারক হইয়া, সমূহ উপকার করে।

পক্ষান্তরে, অল্পমাত্রায় এলম বমন নিবারণ করে। যক্ষ্মাকাশগ্রস্ত রোগীর দুরূহ বমন রোগে ৬—১০ গ্রেণ মাত্রায় প্রয়োগ করিলে বমন নিবারণ হয়।

সীসশূল রোগে এলম্ খুব উপকারী বলিয়া প্রসিদ্ধ। এই রোগে প্রতি ঘণ্টায় ১০ গ্রেণ মাত্রায় প্রয়োগ করিবে। ইহাতে সীসশূল (লেড কলিক) বেদনা অবিলম্বে নিবারিত হয় এবং দাস্ত খোলসা হয়।

হুপকাশী রোগে এলম খুব উপকারক। হুপকাশীর প্রথম অবস্থায় ইহা তাদৃশ ফলদায়ক নহে। জ্বর ও প্রদাহ দূর হইয়া যখন কেবল মাত্র আক্ষেপ জনক কাশি রহিয়া যায়, তখন এলম্ সেবনে মহৎ উপকার হয়। ২—৬ গ্রেণ মাত্রায় প্রতি ৩ ঘণ্টান্তর প্রয়োগ করিবে। ফট্‌কিরির মাত্রা ১০—২০ গ্রেণ। শুষ্ক ফটকিরির ও গ্লাইছেরিণ অব্ এলম্ কেবল স্থানীয় প্রয়োগ জন্য।

ক্যাল্‌ছিয়ম (CALCIUM)।

(১) ক্যাল্‌ক্‌স – লাইম—হাইড্রেট অব্ লাইম্।

প্রয়োগরূপ :—(ক) লাইকর ক্যাল্‌ছিস। (খ) লাইকর ক্যাল্‌ছিস স্যাকারেটা। (গ) লিনিমেণ্টম ক্যাল্‌ছিস।

আদত চূণ স্থানীয় প্রয়োগে দাহক গুণবিশিষ্ট। শরীরের যে স্থানে লাগান যায়, সেই স্থান পুড়িয়া যায়। নির্জ্জল চূণের অত্যন্ত জল-শোষক শক্তি আছে। এই জল শোষকশক্তি থাকাতেই ইহা দাহক গুণবিশিষ্ট। পটাস ও চূণ একত্রে মিশাইয়া ভায়েনাপেষ্ট তৈয়ার হয়। এই ভায়নাপেষ্ট ক্যান্‌সার, দুষ্টক্ষত প্রভৃতি ধ্বংশ করিতে ব্যবহার হয়। ভায়েনাপেষ্ট লাগাইবার পূর্ব্বে একটু স্পীরিট দিয়া নরম করিয়া লাগাইতে হয়। চূণের জল বা লাইম ওয়াটার বাহ্যিক প্রয়োগে সংকোচক। পোড়া ঘা, এক্‌জিমা প্রভৃতির উপর চূণের জল দিলে খুব উপকার হয়। পোড়াঘার জন্য লিনিমেণ্টম ক্যাল্‌ছিস ব্যবহার হয়। চূণের জল সেবন করিলে ধারক ও অম্লনাশক হয়। অম্ল জন্য বুকজ্বালা, পেট-

বেদনা গ্যাষ্ট্রডাইনা, বমন প্রভৃতি রোগে চূণের জল সেবন খুব উপকারী। চূণের জল পাকস্থলীর অম্ল নাশ করে, কিন্তু অন্ত্রের অম্ল নাশ করিতে পারে না। যদি অধিক মাত্রায় বা অনেক দিবস ধরিয়া চূণের জল সেবন করান যায়, তবে পরিশেষে ইহা, অন্ত্রের অম্লও নাশ করে এবং মূত্রের অম্ল পর্য্যন্ত নাশ করে। মূত্র পর্য্যন্ত ক্ষার হয়। এইরূপে ইহা পাথরি রোগে (ইউরিক এছিড গ্রাভেল) উপকার করে। ছোট ছোট শিশুদিগের অম্লজন্য পেটফাপা উদরাময় প্রভৃতিতে চূণের জল পান অতিশয় উপকারী। যদি শিশু দুধ খাইবামাত্র ঐ দুধ অম্ল হইয়া উঠিয়া যায়, অথবা যদি শিশুর মলে অম্ল গন্ধ অনুভূত হয়, তবে চূণের জলপানে উপকার হয়। শিশুরা দুধ খাইয়া পরিপাক করিতে না পারিলে, দুগ্ধ ছানার ন্যায় হইয়া উঠিয়া পড়িলে, দুধের সঙ্গে চূণের জল মিশাইয়া খাওয়াইলে আর ঐ দুধে অপকার করে না। ৩ ভাগ দুধ এবং ১ ভাগ চূণের জল। ছেলেদের ছোট ছোট ক্রিমির জন্য গুহ্যদ্বারে চূণের জল পীচকারী করিয়া দিলে ক্রিমি মরিয়া যায়। লিউকোরিয়া এবং গণরিয়া রোগে চূণের জলের ধৌত উপকারী। গরমির ক্ষতে চূণের জল ও ক্যালমেল মিশাইয়া ধৌত করায় ক্ষত আরাম হয়। চূণের জলও ক্যালমেল মিশাইয়া "ব্লাকওয়াশ" প্রস্তুত হয়।

চূণের জলের মাত্রা ১—৪ আং। দুধের সঙ্গে দিলে সুখ সেব্য হয়। লাই-কর ক্যাল্‌ছিস্‌ স্যাকারেটার মাত্রা ১৫—৬০ মিনিম। ছোট ছোট শিশুদিগকে চূণের জল ½ ১ ড্রাম মাত্রায় দিতে পারা যায়।

(২) ক্যাল্‌ক্স ক্লোরিনেটা—ক্লোরিনেটেডলাইম। (CALX CHLORINATA)

প্রয়োগরূপ :—(ক) লাইকর ক্যাল্‌ছিস্‌ ক্লোরিনেটা (২) ভেপর ক্লোরাই।

ক্যাল্‌ক্স ক্লোরিণেটা ঔষধের জন্য ব্যবহৃত হয় না। ইহার প্রয়োগরূপ সকলের ব্যবহার হয়। ক্যাল্‌ক্স্‌ ক্লোরিণেটা হইতে ক্লোরিণ গ্যাস্‌ হয়। এই ক্লোরাইন গ্যাস্‌ দুর্গন্ধহারক এবং রোগ বীজ বিনাশক। এই ক্লোরিন গ্যাস থাকাতেই লাইকর ক্যাল্‌ছিস্‌ ক্লোরিনেটার দুর্গন্ধ হরণ জন্য ব্যবহার হয়। বিষাক্ত ক্ষত, দুর্গন্ধযুক্ত ক্ষত, পূতিনাশা প্রভৃতি লাইকর ক্যাল্‌ছিস্‌ ক্লোরিণেটা

দ্বারা ধৌত করিলে উপকার হয়। যক্ষ্মা ও ব্রংকাইটিস রোগে দুর্গন্ধ কাশ উঠিলে, ভেপর ক্লোরাই শ্বাসপথে টানিয়া লইলে উপকার হয়। ফুস্‌ফুসের গ্যাংগ্রিণ রোগেও ক্লোরিণ বাষ্প আঘ্রাণ উপকারী। ভেপর ক্লোরাইন কিছু উগ্র। বেশী সুঁখাইলে কাশী, হাঁচি এবং শিরঃপীড়া হয়।

(৩) ক্যাল্‌কস সল্‌ফিউরেটা—সল্‌ফাইড্‌ অব্‌ লাইম।

(CALX SULPHURATA.)

সল্‌ফাইড অব্‌ লাইম সেবনে পূঁয জন্মাইতে পারে না। স্ফোটক, বিস্ফোটক প্রভৃতি পাকিবার পূর্ব্বে এই ঔষধ সেবন করাইলে আর ঐ স্ফোটক পাকিতে পায় না। ইহা ১/১০ হইতে ১ গ্রেণ মাত্রায় একটু চিনির সঙ্গে মিশাইয়া দিন ২ বার বা ৩ বার সেবন করাইতে হয়। ছোট ছোট শিশুদিগকে ১/৪ গ্রেণ বা ১/৮ গ্রেণ দেওয়া যায়। একটী শিশুর কর্ণমূল পাকিবার উপক্রমে দুই চারি দিন এই ঔষধ সেবন করাইয়াছিলাম, তাহাতে আর কর্ণমূল পাকিল না। ছোট ছোট ছেলেদের গায়ে সময় সময় অনেক ছোট ছোট ফোড়া হয়। এই অবস্থায় সল্‌ফাইড্‌ অব্‌ লাইম সেবনে রক্ত পরিষ্কার হয়। আর ফোড়া উঠে না। অধিক মাত্রায় ইহা উগ্র বিষ ক্রিয়া করে।

(৪) ক্যাল্‌ছিয়াই কার্ব্বনাস্‌ প্রেছিপিটেটা। (CALCII CARBONAS PRECIPITATA.)

ইহা চা খড়ির ন্যায় অম্ল নাশক এবং ধারক।

(৫) ক্যাল্‌ছিয়াই ক্লোরাইডাই। (CALCII CHLORIDI.)

(ক) লাইকর ক্যাল্‌ছিয়াই ক্লোরাইডাই।

অধিক মাত্রায় ক্লোরাইড অব্‌ লাইম উগ্র বিষ। অল্প মাত্রায় ইহা পরিবর্ত্তক। স্ক্রুফিউলা এবং রিকেট রোগে ইহা সেবনে খুব উপকার হয়। শরীরের লিম্‌ফ্যাটিক গ্লাণ্ড সকল বড় হইলে ক্লোরাইড অব্‌ ক্যাল্‌ছিয়ম সেবনে ঐ সকল বিচি বসিয়া যায়। ইহার মাত্রা ৩—১০ গ্রেণ। লাইকর ক্যাল্‌ছিয়াই ক্লোরাডাইয়ের মাত্রা ১৫—৫০ মিনিম।

(৬) ক্যাল্‌ছিয়াই হাইপফস্‌ফিস্‌—হাইপফস্‌ফাইট অব্‌ লাইম। (CALCII HYPOPHOSPHIS.)

ব্যবহার :—হাইপ ফস্‌ফাইট অব্‌ লাইম যক্ষা এবং স্ক্রফিউলা রোগে উপকারক। পুরাতন ব্রংকাইটিস রোগে শরীর শীর্ণ হইলে এবং খুব কাশ উঠিতে থাকিলে, হাইপ্‌ফস্‌ফাইট অব্‌ লাইম বিশেষ উপকারক। ইহা কুইনাইন, আয়রণ এবং নক্‌সভমিকার সহিত মিশাইয়া দিলে আরও উপকারক হয়। ফেলোজসিরপ অব্‌ হাইপ্‌ফস্‌ফাইট বিখ্যাত ঔষধ। হাইপ্‌ফস্‌ফাইট্‌ অব্‌ লাইম ৫—১০ গ্রেণ মাত্রায় দেওয়া যায়। গ্রিমণ্টের সিরপ পুরাতন ব্রংকাইটিস রোগে উপকারক। উহার উপাদান হাইপফস্‌ফাইট অব্‌ লাইম। ক্যাল্‌সিয়ম হাইপফস্‌ফাইট ৫ গ্রেণ একটু জল এবং অরেঞ্জ সিরপের সঙ্গে মিশাইয়া দিলে সুখ সেব্য হয়।

(৭) ক্যাল্‌ছিয়াই ফস্‌ফাস্‌—ফস্‌ফেট্‌ অব্‌ লাইম। (CALCII PHOSPHAS.)

ফস্‌ফেট অব্‌ লাইম আমাদিগের অস্থিতে আছে। ইহা শরীরের অংশ-বিশেষ। গম ও চাউলে ফস্‌ফেট অব্‌ লাইম আছে। খাদ্যে ফস্‌ফেট অব্‌ লাইমের ভাগ কম পড়িলে অস্থি নরম হইয়া যায় এবং অস্‌টিও ম্যালেকিয়া, রিকেট প্রভৃতি পীড়া হয়। অতএব ঐ সকল পীড়ায় এবং স্ক্রফিউলা প্রভৃতি পীড়ায় এই ঔষধ উপযোগী। রক্তাল্পতা রোগে এবং সাধারণ দৌর্ব্বল্যে ফস্‌ফেট অব্‌ লাইম উপকারক। ইহার মাত্রা ১০—২০ গ্রেণ।

(৮) ক্রিটা—চক (CRETA) বাঙ্গালা চা খড়ি।

প্রয়োগরূপ :—(ক) ক্রিটা প্রিপারেটা। (খ) মিশ্‌চুরা ক্রিটা। (গ) পল্‌ভিস্‌ ক্রিটা এরমেটিক। (ঘ) পল্‌ভ ক্রিটা এরম্যাট কম ওপিও।

চা খড়ি অম্লনাশক এবং কিছু সংকোচক। ইহা উগ্র নহে। এরমেটিক চক পাউডার ছেলেদের উদরাময়ে খুব উপকারক। শিশুদিগের মলে টক্‌ গন্ধ হইলে ইহা উপকার করে। একজিমা প্রভৃতি রোগে বেশী রস পড়িতে থাকিলে চা খড়ি ছড়াইয়া দিলে উপকার হয়।

চা খড়ির মাত্রা ১০—৬০ গ্রেণ। মিশ্চুরা ক্রিটা ১—২ আং। পল্ভ ক্রিটা এরম্যাটিক ৬০—৬০ গ্রেণ।

R টীং ওপিয়াই m v, টীং কাইনো ℥ss, মিশ্চুরা ক্রিটা ℥i, ১ মাত্রা প্রতি দাস্তের পর। উদরাময়েধারক।

পল্ভ ক্রিটা এরমেটিক কম ওপিওতে ৪০ গ্রেণ ১ গ্রেণে ওপিয়ম আছে। ইহা উদরাময়ে অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। মাত্রা ১০—৪০ গ্রেণ। ১ বৎসরের শিশুকে ½ গ্রেণ মাত্রায় দুই এক ডোজ দিতে পাবা যায়। এরমেটিক চক পাউডারে নানাবিধ মসলা মিশ্রিত থাকে বলিয়া ইহাতে পেট ফাঁপা, পেট কামড়ানী পেভৃতিও ভাল হয়।

কিউপ্রম—কপার। (CUPRUM—COPPER.) বাঙ্গালা, তাম্র।

প্রয়োগরূপ (১) কিউপ্রিনাইট্রাস্ বা নাইট্রেট অব্ কপার (২) কিউ-প্রিসল্ফাস্ বা সল্ফেট অব্ কপার।

আদত তাম্রধাতুর ঔষধ ব্যবহার নাই।

সল্ফেট অব্ কপার। ইহার বাঙ্গালা নাম তুতিয়া।

ক্রিয়া:—সুধু অক্ষত চর্ম্ম বা শ্লেষ্মা ঝিল্লির উপর লাগাইলে ইহা কোন ক্রিয়া প্রকাশ করে না। ক্ষতের উপর লাগাইলে ইহা ক্ষতের পুঁষ প্রভৃতিকে জমাট করিয়া দেয়, তাহাতে ক্ষতের উপর একটী আবরণস্বরূপ হয়। আদত নর্জ্জল সল্ফেট অব্ কপার কষ্টিক গুণ বিশিষ্ট। স্থানীয় ক্ষতাদিতে উত্তে-জক। স্থানীয় বা আভ্যন্তরিক প্রয়োগে তুতিয়া সংকোচক গুণবিশিষ্ট। আভ্যন্তরিক প্রয়োগে বলকারক (টনিক), স্নায়বীয় বলকারক (নারভাইন্-টনিক) ধারক; এবং অধিক মাত্রায় উত্তেজক বমনকারক এবং পাকস্থলীতে উগ্রতা ক্রিয়া প্রকাশ করে।

তাম্র ধাতু ঘটিত ঔষধ সকল অধিক দিন বা অধিক মাত্রায় সেবনে বিষ ক্রিয়া করে। আদত তাম্র বিষাক্ত নয়। কিন্তু ইহা অম্লের সহিত মিশ্রিত হইলেই বিষাক্ত দ্রব্যে পরিবর্ত্তিত হয়, এইজন্য তাম্রপাত্রে ভোজন বা পাক করা বিপদজনক। তামার পয়সা চুষিলেও বিষক্রিয়া করিতে পারে।

সল্ফেট এবং নাইট্রেট্ অব কপার অধিক পরিমাণে সেবনে ½ ঘণ্টা মধ্যে বিষাক্ত হওনের লক্ষণ সকল উপস্থিত হয়। ইহাতে উদরে শূল ব্যাথার ন্যায় এক প্রকার বেদনা উপস্থিত হয়। বমনোদ্বেগ ও বমন হয়। এক রকম সবুজ বর্ণের বমন হয়, উদরাময় এবং উদরের মাংসপেশীর আক্ষেপ হয়, তাহাতে পেট খাম্‌চাইতে থাকে। সার্ব্বাঙ্গিক আক্ষেপ, ধনুষ্টঙ্কারের ন্যায় আক্ষেপ উপস্থিত হয় এবং রোগী অজ্ঞান ও অচেতন হয়। চক্ষু ও চর্ম্ম হরিদ্রাবর্ণ হয়।

মৃতদেহ ব্যবচ্ছেদে পাকস্থলী ও অন্ত্রের শ্লেষ্মাঝিল্লির প্রদাহ হইয়াছে এবং তাহাতে ক্ষত হইয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়। অন্ত্র এবং পাকস্থলীর শ্লেষ্মাঝিল্লি পুরু এবং সবুজবর্ণের দেখায়। কোথাও বা দেখা যায়, অন্ত্রের গা খাইয়া গিয়া ক্ষত হইয়াছে। ২ ড্রাম মাত্রায় সল্ফেট অব্ কপার প্রাণনাশক হয়। ১৬ মাস বয়স্কা একটী বালিকা কয়েকখান তুঁতিয়া খাইয়া চারি ঘণ্টা মধ্যে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। অন্য অন্য স্থানে ১০, ১৩, ৬০, ৭২ বা ৭৮ ঘণ্টা মধ্যে মৃত্যু হইতে দেখা গিয়াছে।

তাম্রপাত্রে ভোজন ও রন্ধন করা খাদ্য খাইয়াও অনেকে উপরোক্ত লক্ষণ সকল দ্বারা আক্রান্ত হয়। যাহারা তাম্রখনিতে কাজ করে তাহাদের এক প্রকার সর্দ্দি এবং কাশী ও উদরাময় হয়। তদ্ব্যতীত, অনেকের মাথার চুলের বর্ণ সবুজ হয় এবং কাহারও কাহারও ঘর্ম্মের বর্ণও সবুজ হয়।

আময়িক প্রয়োগ :—আদত সল্ফেট অব্ কপার নাইট্রেট্ অব্ সিল্ভারের ন্যায় স্থানীয় প্রয়োগ কষ্টিক গুণবিশিষ্ট। ক্ষতের উপর মাংসাঙ্কুর বৃদ্ধি হইলে তাহার উপর তুঁতিয়া ছোঁয়াইয়া দিলে অতিরিক্ত মাংসবৃদ্ধি নিবারণ হয়, সেইরূপ চকের পাতার ভিতরে মাংসাঙ্কুর হইলে (গ্র্যান্যুলেশন অব্ দি আইলিড) উহার উপর তুঁতিয়া ছোঁয়াইয়া দিলে উহা ভাল হইয়া যায়। এইরূপ মাংস বৃদ্ধি হেতু চকের ভিতর কর কর করে। চকের পাতা উল্টাইয়া এক খান বেশ মসৃণ তুঁতিয়া খণ্ড লইয়া ঐ সকল দানার উপর বুলাইয়া দিতে হইবে। তুঁতিয়ার জল দিয়া (২—৫ গ্রেণ - জল ১ আং) ধৌত করিলে পুরাতন ক্ষত শীঘ্র সারিয়া উঠে। চক্ষু প্রদাহ (অপ্‌থ্যাল্‌মিয়া) রোগে তুঁতিয়ার জলের ফোঁটা (১—২ গ্রেণ—জল ১ আং) দিলে অতি সত্বর আরোগ্য হয়। ছোট ছোট শিশুদিগের চক্ষুপ্রদাহ হইলে গরম জল দিয়া চক্ষু ধৌত করিয়া সল্ফেট

অব্ কপার লোসন (১ গ্রেণ পরিস্রুত জল ১ আং) চক্ষুতে ফোঁট দিলে উহা শীঘ্রই ভাল হইয়া যায়। গণরিয়া পীড়ার তরুণ অবস্থা কাটিয়া গেলে ঐরূপ লোসন মূত্রদ্বারে পীচকারী করিয়া দিলে সত্বর উপকার হয়। বর্ষাকালে অনেক লোকের হাত ও পায়ের অঙ্গুলের পাশে এক রকম ক্ষত হয়। ঐ ক্ষত তুঁতিয়ার জল দিয়া ধৌত করিলে ভাল হইয়া যায়। তুঁতিয়া এবং তুঁতিয়ার জল উগ্র; এইজন্য ক্ষতাদিতে দিলে একটু ধরে এবং জ্বালা করে। সন্দেহ জনক সহবাসের পর তুঁতিয়া জল দিয়া লিঙ্গ ও যোনি ধৌত করিয়া ফেলিলে গণরিয়া, সিফিলিস প্রভৃতি রোগ হইতে পায় না! চক্ষুর দাদ (টাইনিয়া টারছাই) পীড়া হইলে চক্ষের লোমের গোড়ায় ছোট ছোট ফুকুড়ি বাহির হয় এবং ক্ষত হয়, তাহাতে চখের পাতা জুড়িয়া যায়। উহার উপর আদত তুঁতিয়া বুলাইয়া দিলে তৎক্ষণাৎ আরাম হয়। জিহ্বার উপর সোরায়াসিস্ রোগ হইলে জিহ্বা কাটা কাটা বোধ হয়। উহার উপর তুঁতিয়া বুলাইয়া দিলে উপকার হয়। মুখের ভিতর বা জিহ্বার উপর পুরাতন ধরণের ক্ষতাদি থাকিলে তাহার উপর তুঁতিয়া বুলাইয়া দিলে উপকার পাওয়া যায়। প্রদরের পীড়ায় তুতিয়ার জল দিয়া যোনি ধৌতে উপকার হয়।

আভ্যন্তরিক প্রয়োগে তুঁতিয়া অল্প মাত্রায় সংকোচক এবং বলকারক। পুরাতন আমাশয় রোগে ঘন ঘন দাস্তের বেগ আসিলে সল্‌ফেট অব্ কপার অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। অহিফেনের সঙ্গে বটিকাকারে সন্ধ্যার সময় একটী মাত্র বটিকা সেবন করাইলে সমস্ত রাত্রি রোগী ভাল থাকে। সেইরূপ পুরাতন উদরাময়ে সল্‌ফেট অব্ কপার ধারক হইয়া উপকার করে। বলিতে গেলে ইহা খুব ধারক গুণবিশিষ্ট। পাকস্থলীতে বা অন্ত্র ক্ষত হইলে অল্প মাত্রায় সল্‌ফেট অব্ কপার উপকার করে এবং ক্রমে ক্রমে ক্ষত সারিয়া যায়। অল্প মাত্রায় ইহা স্নায়বিক বলকারক। এজন্য কোরিয়া, এপিলেপ্‌সি প্রভৃতি রোগে উপকার করে।

অপেক্ষাকৃত বেশীমাত্রায় তুঁতিয়া বমনকারক। ইহা ডাইরেক্ট এমেটিক অর্থাৎ উদরস্থ না করিলে বমন হয় না। উদরে পড়িবামাত্র বমন হয়। ইহাতে বমন হয় বটে কিন্তু শরীর দুর্ব্বল করে না। এইজন্য ইহা উত্তেজক বমনকারক। বিষাক্ত দ্রব্যাদি উদরস্থ হইলে ৫—১০ গ্রেণ মাত্রায় তুঁতিয়া

সেবন করাইলে তৎক্ষণাৎ বমন হইয়া উপকার হয়। সেইরূপ ক্রুপ রোগে বমনকারক হইয়া উপকার হয়। শিশুদিগের ব্রংকাইটীস রোগে শ্লেষ্মা তুলিয়া দেওয়ার জন্য সল্‌ফেট অব্ কপার খাওয়াইয়া বমন করান যাইতে পারে। কিন্তু, এই অবস্থায় ইপিকাক বেশী উপযোগী। তবে শিশু দুর্ব্বল হইলে ইপিকাক খাওয়াইয়া বমন করান প্রশস্ত নয়, যেহেতু ইপিকাক অবসাদক। সল্‌ফেট অব্ কপার যদিও অত্যন্ত ধারক গুণবিশিষ্ট তত্রাচ বমনকারক মাত্রায় সেবন করাইলে একটা বেশ খোলসা দাস্ত হয়, কিন্তু উদরাময় হয় না।

সল্‌ফেট অব্ কপার শরীরে হজম হইয়া রক্তের সঙ্গে মিশ্রিত হয় এবং পরিশেষে মূত্র এবং দাস্তের সঙ্গে নির্গত হইয়া যায়। কতক অংশ বাহিরে নির্গত না হইয়া যকৃতের মধ্যে থাকিয়া যায়।

বহুদিন ধরিয়া তুঁতিয়া সেবনে দাঁতের মাড়িতে সবুজবর্ণের দাগ হয়।

মাত্রা ইত্যাদি। ¼—২ গ্রেণ (বটিকাকারে) সংকোচক। ৫—১০ গ্রেণ (জলের সঙ্গে) বমনকারক।

কিউপ্রিসল্‌ফেট্ ½ গ্রেণ একট্রাক্ট ওপিয়াই ½ গ্রেণ ১ বটিকা। রাত্রে শয়নকালে। উদরাময় ও পুরাতন আমাশয় রোগে অতি উৎকৃষ্ট ধারক।

সল্‌ফেট্ অব্ কপার ১০—২ গ্রেণ; ডিষ্টিওওয়াটার ১ আং। চক্ষু প্রদাহে ফোটা। গণরিয়া রোগে ইন্‌জেক্‌শন।

কিউপ্রিনাইট্রাস্ঃ—আভ্যন্তরিক প্রয়োগ নাই। বাহ্যিক প্রয়োগ কষ্টিক। তুঁতিয়া অপেক্ষা অধিকতর উগ্র এবং দাহক। বাতাসে থাকিলে শীঘ্রই গলিয়া যায় এবং তরল হয়। ঐ তরল পদার্থের ২ মিনিম ১ আং জলে মিশ্রিত করিয়া সিফিলিস জাত ক্ষতে লাগাইয়া দিলে উহা পুড়িয়া যায় এবং ক্ষত বিস্তৃত হইতে পায় না।

তাম্র ধাতুর দ্বারা বিষাক্ত হইলে ডিম্বের অণ্ডলাল এবং লৌহচূর্ণ উৎকৃষ্ট প্রতিষেধক। ডিম্বের শ্বেতবর্ণ ঘেলু সেবন করাইলে তাম্র ধাতুর সহিত মিশ্রিত হইয়া নির্দ্দোষ পদার্থে পরিণত হয়। যদি আপনা আপনি বমন হইয়া বিষ উঠিয়া না যায়, তবে ষ্টমাকপম্প নামক যন্ত্রদ্বারা বমন করাইবে।

———

ছিরিয়ম—(CERIUM)

(১) ছিরিয়াই অক্জ্যালাস - অক্জ্যালেট অব্ ছিরিয়ম।

অক্জ্যালেট অব্ ছিরিয়ম প্লাকাশয়ের স্নিগ্ধকারক। কতকটা বিষমথের ন্যায়। গর্ভিণীর বমনে কখন কখন উপকার করে। ফারমাকোপিয়ার মাত্রা ১—২ গ্রেণ। কিন্তু ফল পাইতে হইলে ৫ গ্রেণ মাত্রায় দেওয়া উচিত।

জিংকম্—জিঙ্ক (ZINCUM –ZINC) বাঙ্গালা দস্তা ধাতু।

প্রয়োগরূপ :—(১) জিনছাই এছিটাস (২) জিন্ছাই কার্ব্বনাস (৩) ক্যালামিনা প্রিপ্যারেটা (৪) জিন্ছাই ক্লোরাইডম (৫) লাইকর জিন্ছাই ক্লোরাইডাই (৬) জিন্ছাই ওলিয়েটম (ক) অংগুয়েণ্টম জিনছাই ওলিয়েটাই (৭) জিন্ছাই অক্ ছাইডম্ (ক) অংগুয়েণ্টম জিন্ছাই (৮) জিন্ছাই সল্-ফ্যাস্ (৯) জিন্ছাই সল্ফোকার্ব্বলাস্ (১০) জিন্ছাই ভ্যালিরিয়ানাস্।

জিঙ্ক ঘটিত ঔষধ সকলের সাধারণ ক্রিয়া সংকোচক এবং উগ্র। আদত জিঙ্ক ধাতুর ঔষধে ব্যবহার নাই। জিঙ্ক ধাতু উদরস্থ হইলে পারা বা সীসার ন্যায় বিষক্রিয়া করে না। ইহার লবণ সকল প্রস্রাব সহিত শরীর হইতে অল্প অল্প বাহির হইয়া যায়। কতক অংশ মলের সহিত নির্গত হয়। জিঙ্ক ঘটিত লবণ সকল বেশী মাত্রায় সেবনে কখন কখন বিষক্রিয়া করে। শূল ব্যাথা, কোষ্ঠ বদ্ধতা প্রভৃতি উপস্থিত হয়।

জিন্ছাই এছিটাস্ বা এছিটেট অব জিঙ্ক :—ইহার ক্রিয়া সল্ফেট অব্ জিঙ্কের অনুরূপ। বাহ্যিক এবং আভ্যন্তরিক প্রয়োগ সংকোচক। আভ্যন্ত-রিক প্রয়োগে বেশী মাত্রায় উত্তেজক বমনকারক। অল্পমাত্রায় বলকারক। গণরিয়া রোগে ইহার লোসনের পীচকারী খুব উপকারক। কেহ কেহ এই রোগে সল্ফেট্ অব্ জিঙ্ক অপেক্ষা এইটিকেই পছন্দ করেন। ক্ষত দিয়া অতিরিক্ত পূঁযস্রাব হইলে ইহার লোসন দিয়া ক্ষত ধৌত করিলে উপকার হয় এবং ক্ষত আরোগ্যম্মুখ হয়।

জিন্ছাই এছেট gr xxv ; টীং ল্যাভাণ্ডিউলিকো mxxv একুই ডিষ্টিলেটি

℥x; মিশ্রিত করিয়া লোসন তৈয়ার করা। গণরিয়া রোগে পীচকারী। ক্ষতাদি ধৌত। কর্ণে পূঁয হইলে কর্ণ ধৌত।

মাত্রা ইত্যাদি। ১—২ গ্রেণ (বলকারক) ১০—২০ গ্রেণ (বমনকারক) লোসন (১—১০ গ্রেণ—জল ১ আং)।

জিন্‌ছাই কার্ব্বনাস—ক্রিয়া অক্‌সাইড্ অব্ জিঙ্কের ন্যায়। আভ্যন্তরিক প্রয়োগে বড় একটা প্রয়োগ হয় না। ডাং মার্‌ছেট বলেন পুরাতন মদাত্যয় রোগে ইহা উপকারক। একজিমা প্রভৃতি স্রাবযুক্ত চর্ম্ম রোগে অধিক স্রাব হইয়া চুলকাইতে থাকিলে ইহার গুড়া ছড়াইয়া দিলে উপকার হয়। ছোট ছোট শিশুদিগের উদরাময় হইলে কাহারও কাহারও গুহ্যদ্বারের চারিদিকে লাল হয় এবং অল্প অল্প ছাল উঠিয়া যায়। উহার উপর এই ঔষধের গুড়া ছড়াইয়া দিলে উপকার হয় এবং ক্ষত সুখাইয়া যায়। অক্সাইড অব্ জিঙ্ক এবং বিস্‌মথ সব্ নাইট্রেটের গুড়াও মন্দ নহে।

ক্যালামিনা প্রিপ্যারেটা :—কার্ব্বনেট অব্ জিঙ্কের অনুরূপ।

জিন্‌ছাই ক্লোরাইডম্—ক্লোরাইড্ অব্ জিঙ্ক—ক্লোরাইড অব্ জিঙ্ক বাহ্য-প্রয়োগে উগ্র এবং অতিশয় দাহক (কষ্টিক) শুধু চর্ম্মের উপর লাগাইলে তাদৃশ ক্রিয়া প্রকাশ করে না। কিন্তু একটু ক্ষত করিয়া তাহার উপর লাগাইলে প্রথমে অল্প গরম বোধ হয়, পরে সেই স্থান জ্বলিয়া পুড়িয়া যায়। এই যন্ত্রণা প্রায় ৭—৮ ঘণ্টাকাল স্থায়ী হয়। এই সময় মধ্যে অনেক দূর খাইয়া ক্ষত হইয়া যায়।

অল্প পরিমাণে ক্লোরাইড্ অব্ জিঙ্ক অধিক জল মিশ্রিত করিলে সংকোচক লোসন হয়। এই লোসন দুর্গন্ধহারক এবং পচন নিবারক। খুব অল্প মাত্রায় সেবনে স্নায়বিক বলকারক। কিন্তু প্রায় ব্যবহার হয় না।

ব্যবহার :—ক্যান্‌সার নামক দুষ্টার্ব্বুদ ধ্বংশ করিতে ইহা খুব উপযোগী। ইহার সহিত ময়দা মিসাইয়া পটি করিয়া ক্যান্‌সারের উপর দিলে ক্যান্‌সার অর্ব্বুদ ধ্বংশ হইয়া খসিয়া পড়ে। পরে অন্যান্য মলম দিয়া ক্ষত আরোগ্য করা যায়। এইরূপে ল্যুপস্‌নিয়াভাই, আক্‌চিল, কণ্ডিলোমেটা প্রভৃতির উপর লাগাইয়া দিলে উহারা নষ্ট হয়।

১ পাইণ্ট জলে ১-২ গ্রেণ ক্লোরাইড্ অব্ জিঙ্ক মিসাইয়া লোসন করিয়া

গণরিয়া রোগে মূত্রনলী মধ্যে পীচকারী দিলে খুব উপকার হয়। রিঙ্গার বলেন প্রতি ঘণ্টায় এইরূপ পীচকারী করিয়া দিলে তরুণ গণরিয়া দুই তিন দিনে আরাম হয়। যদি পীচকারী দিতে দিতে অণ্ডকোষে বেদনা বোধ হয় বা মূত্রদ্বার জ্বালা করে তবে কিয়ৎকাল পীচকারী করা বন্ধ রাখিবে। লাইকর জিন্‌ছাই ক্লোরাইড্ দুর্গন্ধহারক এবং পচন নিবারক। ইহাতে দুর্গন্ধ বাষ্প নষ্ট করে। লাইকর জিন্‌ছাই ক্লোরাইডে ৪০ গুণ জল মিশ্রিত করিলে অতি উত্তম পচন নিবারক এবং দুর্গন্ধহারক লোসন তৈয়ার হয়। হাম বসন্ত প্রভৃতি সংক্রামক পীড়ায় এই জল ঘরে ছড়াইয়া দিলে ঐ সকল রোগের সংক্রামতা দোষ নষ্ট হয়। ১ আং জলে ৩ মিনিম লাইকর জিন্‌ছাই ক্লোরাইড মিসাইয়া লোসন তৈয়ার করিয়া পচা ক্ষত ধৌত করিলে অতি সত্বর উপকার হয়।

জিন্‌ছাইওলিয়েটম—ইহার মলম (অঙ্গুয়েণ্টম) জিন্‌ছাইওলিয়েটাই, অক্‌সাইড্ অব্ জিঙ্ক অয়েণ্টমেণ্টের ন্যায় ব্যবহার হয়। একজিমা রোগে অলিয়েট অব্ জিঙ্ক গুড়া ছড়াইয়া দিলে উপকার হয়। ইম্‌পেটাইগো এবং হারপিস রোগেও উপকারক।

জিন্‌ছাই অক্‌সাইডম—সঙ্কোচক। যক্ষ্মারোগের অতি ঘর্ম্মে বেলেডোনার সঙ্গে সেবনে উপকার করে। যথা—অক্‌সাইড অব জিঙ্ক gr v, এক্‌ষ্ট্রাক্ট বেলেডোনা gr II; ৪টী পিল। প্রতি দিন ৩ বার ৩টী। উদরাময়ে উপকারক। ব্রংকাইটিস রোগে অত্যন্ত শ্লেষ্মা স্রাব হইতে থাকিলে ইহা সেবনে উপকার করে। ডাঃ হ্যামন্ড স্নায়বিক শিরঃপীড়ায় ২ - ৫ গ্রেণ মাত্রায় ব্যবস্থা করেন এবং উপকারক বলেন।

পুরাতন মদাত্যয় রোগে (ক্রনিক এলকোহলিজ্‌ম্) রোগে ডাঃ মার্সেট বিলক্ষণ উপকার বলেন। ইহার মলম একজিমা রোগে খুব উপকারক। তদ্ভিন্ন নানাবিধ ক্ষতের উপর জিঙ্কের মলম লাগাইয়া দিলে ক্ষত আরোগ্য হয়। ইম্‌পেটাইগো এবং চর্ম্মের কোন রকম প্রদাহ থাকিলে তাহার উপর জিঙ্কের মলম লাগাইলে উপকার হয়। পাঁচড়ার বড় বড় ক্ষত হইলেও ইহা দ্বারা উপকার হয়। কোন ক্ষত হইতে রক্তস্রাব হইতে থাকিলে এবং ক্ষত চুলকাইতে থাকিলে ইহার গুড়া ছড়াইয়া দিলে উপকার হয়।

জিন্‌ছাই সল্‌ফেটিস্ :—সল্‌ফেট্ অব্ জিঙ্ক সংকোচক, স্নায়বিক বলকারক এবং বেশী মাত্রায় উত্তেজক বমনকারক। স্থানীয় প্রয়োগ জন্য ইহার লোসন ব্যবহার হয়। গণরিয়া লিউকোরিয়া, অপ্‌থ্যাল্‌মিয়া এবং অটরিয়া রোগে ইহার লোসন দ্বারা ধৌত করিলে সমূহ উপকার হয়। তদ্ভিন্ন, যে কোন ক্ষত হইতে অতিরিক্ত স্রাব হইলে সল্‌ফেট্ অব্ জিঙ্ক লোসন দ্বারা ধৌত করিলে উপকার হয়। যে ক্ষত সহজে আরোগ্য হইতে চায় না, তাহা ইহার লোসন দ্বারা ধৌত করিলে শীঘ্রই আরোগ্যান্মুখ হয়।

কোরিয়া রোগে স্নায়বিক বলকারক হইয়া উপকার করে। সেইরূপ এপিলেপ্সি রোগেও উপকারক। উদরাময় রোগেও ধারক।

কোরিয়া রোগে ৫ ১০ বৎসরের বালককে ২–৩ গ্রেণ দিন ৩ বার করিয়া প্রথমে দিয়া ক্রমে মাত্রা বাড়াইয়া ১০ গ্রেণ পর্য্যন্ত দিবে। ক্রমে অভ্যাস হইলে অধিক মাত্রাতেও বমন হয় না। কেহ কেহ বলেন কোরিয়া রোগে ইহা অব্যর্থ মহৌষধ।

পুরাতন উদরাময় এবং অতিসার রোগে ১—২ গ্রেণ মাত্রায় নাইট্রেট্ অব্ সিল্‌ভারের ন্যায় ধারক হয়। অহিফেণ সহযোগে দেওয়া যায়।

সল্‌ফেট অব্ জিঙ্ক্ স্নায়বিক বলকারক। এ জন্য শরীর দুর্ব্বল হইলে ইহা সেবনে উপকার করে। এপিলেপ্সি রোগেও উপকারক। কিন্তু, ব্রোমাইড্ অব্ পটাসিয়ম তুল্য নহে।

১০—২০—৩০ গ্রেণ মাত্রায় সল্‌ফেট্ অব্ জিঙ্ক বমনকারক। ইহাতে বমন করায় অথচ শরীর দুর্ব্বল করে না। ইহা প্রয়োগে কোন রূপ বিপদ্ বা আশঙ্কা নাই। কোন দ্রব্য দ্বারা বিষাক্ত হইলে ইহা সেবন করাইয়া বমন করান যায়। ইহা ডাইরেক্ট এমেটিক। অর্থাৎ উদরে যাইবামাত্র বমন হয়, কেবল উদরের উপর কার্য্য করিয়া বমন উৎপন্ন করে। অন্য কোন রকমে শরীরে প্রবেশ করাইয়া দিলে ইহাতে বমন হয় না। ক্রমে ক্রমে সেবন করিতে অভ্যাস করিলে পরিশেষে ইহাতে আর বমন হয় না। মাত্রা ইত্যাদি :—১—৩ গ্রেণ (স্নায়বিক বলকারক) ১০—৩০ গ্রেণ (বমনকারক)। ১ বৎসরের শিশুর পক্ষে ২—৩ গ্রেণ (বমনকারক) জলের সঙ্গে মিশাইয়া সেবন করাইবে।

লোসন :—গণরিয়া রোগে (১—২ গ্রেণ জল ১ আং) চক্ষুপ্রদাহে (২—৩

গ্রেণ জল ১ আং); লিউকোরিয়া (৩—৪ গ্রেণ জল ১ আং)। ক্ষতাদি ধৌত করিবার জন্ত নিম্নের লোসন উপকারী। যথা :—সল্‌ফেট্ অব্ জিঙ্ক ১২ গ্রেণ, টীং ল্যাভাণ্ডারকো ২ ড্রাম, জল ১২ আং।

জিন্‌ছাই সল্‌ফোকার্ব্বলাস :—সল্‌ফোকার্ব্বলেট্ অব্ জিঙ্ক উৎকৃষ্ট পচন নিবারক ঔষধ। কার্ব্বলিক এছিডের স্থানীয় হইয়া উপকার করে। সেপ্‌টি-সিমিয়া রোগে ইহা সেবন করাইলে উপকার হয়। উদরে খাদ্য দ্রব্য পচিয়া উদরাধ্মান হইলে ইহা সেবনে উপকার করে। পিউয়ার পুরাল সেপ্‌টি-মিয়া, স্কার্‌লেটিয়া, ডিপ্‌থিরিয়া রোগে উপকারক। গণরিয়া এবং লিউ-কোরিয়া রোগে ইহার ইন্‌জেক্‌শন (পীচকারী) উপকারক। (২ গ্রেণ জল ১ আং)।

ভ্যালিরিয়ানেট অব্ জিঙ্ক :—আক্ষেপ নিবারক এবং স্নায়বিক বলকারক হিষ্টিরিয়া রোগে খুব উপকারক। এপিলেপ্সি রোগে উপকার করে, তবে ব্রোমাইড অব্ পটাসিয়ম তুল্য নহে। স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যে বিশেষ উপকার করে।

ভ্যালিরিয়ানেট অব্ জিঙ্ক gr xxx ; কন্‌ফেক্‌সান অব্ রোজ Q. S. ১২টী পিলে বিভক্ত কর। ১ পিল দিন তিনবার। স্নায়বিক বলকারক।

প্লম্বম—লেড (PLUMBUM) বাঙ্গলা সীস।

প্রয়োগরূপ :—(১) প্লম্বাই এছিটাস্। (ক) গ্লাছেরিনাই প্লম্বাই সব্ এসিটেটিস। (খ) অংগুয়েণ্টম গ্লাইছেরিনাই প্লম্বাই সব্ এসিটেটিস। (গ) পাইলিউলা প্লম্বাই সব্ এসিটেটিস। (ঘ) সপোজিটরিয়া প্লম্বাই কম্পোজিটা। (ঙ) অংগুয়েণ্টম প্লম্বাই সব্ এছিটেটিস্। (চ) লাইকর প্লম্বাই সব্ এছিটেটিস্। (ছ) লাইকর প্লম্বাই সব্ এছিটেসিস ডাইলুটস্। (২) প্লম্বাই কার্ব্বনাস। (ক) অংগুয়েণ্টম প্লম্বাই। (৩) প্লম্বাই আইওডাইডম্। (ক) অংগুয়েণ্টম প্লম্বাই আইওডিডাই। (খ) এমপ্ল্যাষ্ট্রম প্লম্বাই আইওডাইডাই। (৪) প্লম্বাই নাইট্রাস্। (৫) প্লম্বাই অক্‌ছাইডম। (ক) এমপ্ল্যাষ্ট্রম প্লম্বাই।

ক্রিয়া ও ব্যবহার :—আদত সীস ধাতুর ঔষধ ব্যবহার হয় না। ইহার লবন সকলের ব্যবহার হয়। অক্ষত চর্ম্মের উপর ইহাদের কোন ক্রিয়া নাই। ক্ষতের উপর লাগাইলে অথবা শ্লেষ্মাঝিল্লির উপর লাগাইলে ইহা জমাট বাঁধে এবং ক্ষতের আবরণ স্বরূপ হয়। ইহারা স্থানীয় প্রয়োগে সংকোচকও বটে। এই সকল গুণ থাকাতে একজিমা প্রভৃতি চর্ম্মরোগে রস পড়িতে থাকিলে লেড্‌লোসন প্রয়োগ করিলে উপকার হয়। ৩ ড্রাম লাইকর প্লম্বাই সব্ এছেট এবং ১০ আং জল মিশাইলে উত্তম লোসন হয়। এই লোসন দ্বারা প্রদাহেরও দমন হয়। কোন স্থানে প্রদাহ হইলে লেড লোসন দিয়া ভিজাইয়া রাখিলে প্রদাহের দমন হয়। পিটিরিয়াছিস নামক চর্ম্মরোগে খুব চুলকাইতে থাকিলে লাইকর প্লম্বাই সব্ এছিটেটিস্ দিয়া রাখিলে চুলকানি আরাম হয়। প্রুরাইটেস এনস্ রোগেও ঐরূপে উপকারক হয়। অটরিয়া, ভল্‌ভাইটিস প্রভৃতি রোগে লেডলোসন দিয়া ধৌত করিলে উপকার হয়। লেডলোসন অল্প সংকোচক এবং স্নিগ্ধকারক। কোন স্থানে বেদনা হইলে বা ফুলিয়া উঠিলে লেডপ্ল্যাষ্টার দিয়া বাঁধিলে উপকার হয়। লেড প্ল্যাষ্টারের এমন কোন গুণ নাই যে, ইহা ঔষধের কার্য্য করে। তবে ইহা লাগাইলে সেই স্থানে চাপ দেওয়ার কার্য্য হয় এবং ইহা সেই স্থানের আবরণ স্বরূপ হয়, তাহাতে বাহিরের হাওয়া লাগিতে পায় না। প্লুরিসি, লম্বেগো প্রভৃতি পীড়ায় লেড প্ল্যাষ্টার দিয়া কসিয়া বাঁধিলে উপকার হয়। দক্রু রোগে লেডমলম্ লাগাইলে উপকার হয়। অংগুয়েণ্টম প্লম্বাই দাদের বেশ একটা ভাল ঔষধ।

ডাক্তার হেব্রা বলেন যে সকল লোকের পা ঘামে তাহাদের পায়ে লেড প্ল্যাষ্টার এবং মসিনার তৈল সমান পরিমাণে লইয়া মাড়িয়া প্রলেপ দিলে অথবা উহা লিণ্টে মাখাইয়া ঐ লিণ্ট দ্বারা পা জড়াইয়া রাখিলে ঐ ব্যাধি আরোগ্য হয়। তিন দিন অন্তর দিয়া নয় দিনর্য্যন্ত দিতে হইবে।

গণরিয়া এবং লিউকোরিয়া রোগে এছিটেট অব লেডলোসন দ্বারা পীচকারী করিলে উপকার হয়। একজিমা রোগে লেড মলম মালিস উপকারী।

চক্ষের ভিতর ক্ষত হইলে লেড লোসন দ্বারা চক্ষু ধৌত করিবে না, করিলে অপকার হয়।

সীস ঔষধ ঘটিত যে সকল ঔষধ জলে দ্রব হয় না তাহাদের কোনই স্বাদ নাই, যে গুলি জলে দ্রব হয়, তাহাদের স্বাদ কিছু মিষ্ট এবং কষায়।

এছিটেট্ অব লেড অতি উত্তম ধারক। নানাবিধ উদরাময়ে ব্যবহার হয়। টাইফয়েড জ্বরের সঙ্গে উদরাময়ে, তার পর টেবেস্ মেজেণ্টারিকা নামক পীড়ায় উদরাময়, যক্ষ্মা রোগীর উদরাময় এবং আমাশয় রোগ আরাম হইবার পর উদরাময়ে উপকারক।

নানাবিধ রক্তস্রাব রোগে (হিমপ্‌টেটিস্ হিমাটেমিসিস্ প্রভৃতি) এছিটেট অব লেড উপকারক।

এছিটেট অব লেড অধিক মাত্রায় সেবনে উগ্রবিষ ক্রিয়া করে। অন্যান্য সীস ঘটিত ঔষধ বেশী মাত্রায় বা বহুদিন সেবনে বিষ লক্ষণ উপস্থিত করে। একবারে অধিক মাত্রায় সীস ধাতু ঘটিত ঔষধ উদরস্থ হইলে তরুণ বিষাক্ততার লক্ষণ উপস্থিত হয়। নিম্নলিখিত লক্ষণ গুলি হয় :—

গলার ভিতর জ্বালা করে, পিপাসা ও বমন হয় পেটবেদনা করে, এক রকম শূলবেদনা হয়। পেটের উপর চাপ দিলে ঐ বেদনা কম পড়ে। অত্যন্ত কোষ্ঠবদ্ধ হয়। মলের বর্ণ লেডপেন্‌সিলের ন্যায় কাল হয়। সীস ধাতু উদরে গিয়া প্রথমে এল্‌বুমিনেট অব্ লেড এবং পারসাল্‌ফাইড্ অব লেড হয়। এই সালফইড্ অব লেডের বর্ণ কাল। এই জন্য মলের বর্ণ কাল হয়। শরীর অত্যন্ত দুর্ব্বল বোধ হয়, হাত পায়ে খাইল ধরে, নীচেকার অঙ্গ অবশ হয়, মাথা ঘুরে এবং প্রস্রাবের বর্ণ কটু এবং প্রস্রাব পরিমাণ অল্প হয়। কোন কোন রোগী অজ্ঞান হয়।

সীস ধাতু দ্বারা তরুণ বিষ ক্রিয়া করিলে রোগীকে গরম জল খাওয়াইয়া বমন করাইবে অথবা ষ্টমাক্ পম্প দ্বারা পাকস্থলী ধৌত করিবে। সল্‌ফেট অব ম্যাগ্‌নেসিয়া অথবা সল্‌ফেট অব সোডা সেবন করাইবে। ডিম্বের শ্বেতবর্ণ অণ্ডলাল এবং দুগ্ধ সেবন উপকারক।

বহুকাল ধরিয়া অল্পে অল্পে সীস ধাতু উদরস্থ হইলে পুরাতন বিষ ক্রিয়া করে। যাহারা সর্ব্বদা সীসের কারখানায় কাজ করে তাহারা বিষ লক্ষণ দ্বারা আক্রান্ত হয়। অনেক রঙ্গে সীস মিশ্রিত থাকে, এই জন্য চিত্রকরেরা সীস দ্বারা আক্রান্ত হয়। সীসের পাইপের ভিতর দিয়া যে জল আইসে ঐ জল

পান করাতেও বিষলক্ষণ হয়। জল যদি খুব পরিষ্কার হয় এবং উহাতে কেবল কার্ব্বনিক এছিড, কার্ব্বনেট অব লাইম এবং সল্‌ফাইড অব লাইম থাকে তবে ঐ জল সীসের পাইপে থাকিলে ঐ জলে সীস দ্রব হয় না এবং সীসও জলের সঙ্গে মিশ্রিত হয় না। কিন্তু যদি জলে বেশী অক্‌সিজেন (অম্লজান বাষ্প) থাকে অথবা জৈবিক বা ঔদ্ভিজ্জ পদার্থ থাকে তবে ঐ জলে সীস ধাতু মিশ্রিত হয়। প্রতি গ্যালন জলে $\frac{1}{10}$ গ্রেণ পরিমাণ সীস থাকিলেও ঐ জল বেশী দিন ব্যবহারে বিষক্রিয়া করিতে পারে।

পুরাতন বিষক্রিয়ার লক্ষণ :—মুখে একপ্রকার মিষ্ট স্বাদ বোধ হয়। দাতের মাড়ি নীলবর্ণ হয়। কোষ্টবদ্ধ হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে পেটে এক রকম বেদনা ধরে। পায়ের নলাতে লিঙ্গে, এবং অণ্ডকোষে খাইল ধরার ন্যায় বেদনা ও আক্ষেপ হয়, শরীরের গাইট সকলে ব্যাথা বোধ হয়। হাতের কব্‌জা অসাড় হয়, তাহাতে হাতের পাতা ঝুলিয়া পড়ে। হাতের "একস্‌টেন্‌সর" "সুপি-নেটর" এবং "প্রোণেটর" মাংস পেশীর পক্ষাঘাত হয়। বুড়া আঙ্গুলের মাংস ক্ষয় হইয়া টোল খাইয়া যায়। বিষক্রিয়া অধিক হইলে ডেল্‌টয়েড এবং কাঁধ ও ঘাড় এমন কি শরীরের সকল মাংসপেশীই ক্ষয় হইয়া যায়। সমস্ত পেশী ক্ষয় হইলে সমস্ত শরীর শুকাইয়া যায়। ডেলটয়েড ক্ষয় হইলে হাতের ডানার উপরিভাগ টোল খাইয়া যায়। কখন কখন হাত পায়ের পক্ষাঘাত হয়। মৃগীর ন্যায় আক্ষেপ, প্রলাপ, মোহ প্রভৃতি হইতে পারে।

যে সকল স্ত্রীলোক সীস কারখানায় কাজ করে তাহাদের সচরাচর গর্ভ স্রাব হয়।

সীস সেবন করিলে প্লীহা, যকৃত, ফুস্‌ফুস্‌ কিড্‌নি এবং মস্তিষ্কের ভিতর উহা সঞ্চিত হয়।

সীস ধাতু মূত্র, পিত্ত ঘর্ম্ম এবং দুগ্ধের সঙ্গে নির্গত হইয়া যায়। কতক অংশ মলের সহিত লেড সল্‌ফাইড রূপে বাহির হয়।

সীস ধাতু শরীরস্থ হইয়া পুরাতন বিষক্রিয়া করিলে আইওডাইড অব পটাসিয়ম সেবন করাইলে উহা শরীর হইতে নির্গত হইয়া যায়।

মাত্রা ইত্যাদি। অভ্যন্তরিক সেবন জন্য এছিটেট অব লেড দেওয়া যায়। উহার মাত্রা ১—৪ গ্রেণ। পাইলিউলা প্লম্বাই কম্ ওপিও ৩—৫ গ্রেণ।

লাইকর প্লম্বাই অব এছিটেটিস ডাইলুটস বা গুলার্ড লোসন দ্বারা প্রদাহ যুক্ত স্থান ভিজাইয়া রাখা যায়। কার্ব্বনেট্ অব লেড সেবন জন্য ব্যবহার হয় না। ইহার মলম ক্ষতাদিতে ব্যবহার হয়। আইওডাইড অব লেড মলম রূপে ব্যবহার হয়। ইহা দাদের ঔষধ। অভ্যন্তরিক প্রয়োগ নাই। নাইট্রেট অব লেড সংকোচক। ওনিকিয়া রোগে বাহ্যিক প্রয়োগে উপকার হয়। স্ত্রীলোকের স্তন বৃন্ত ফাটিয়া গেলে ঠোঁট ফাটিয়া গেলে বা গুহ্য দ্বারে ছড়িয়া যাওয়ার ন্যায় ক্ষত হইলে নাইট্রেট্ অব্ লেডের গুড়া ছড়াইয়া দিলে উপকার হয়। পড়িয়া গিয়া বা আঘাত লাগিয়া কোন স্থানে বেদনা হইলে এছিটেট্ অব লেড জল এবং সপীরিট্ একত্রে মিশাইয়া লোসন করিয়া ভিজাইয়া রাখিলে ব্যথা ভাল হইয়া যায়। লাইকর প্লম্বাই সব এছেট্ ℥ss, সপীরিট্ ভাইনিরেক্টী ℥ii একুই রোজি বা অভাবে কেবল একুয়া ad ℥xii মিশ্রিত করিয়া লোসন।

পটাসিয়ম্—পটাস্ (POTASSIUM—POTASH.)

প্রয়োগরূপ:—(১) পটাসা কষ্টিকা (ক) লাইকর পটাসি (২) পটাসা সল্-ফিউরেটা (ক) অংগুয়েণ্টম পটাসি সল্ফিউরেটি (৩) পটাসি এছিটাম (৪) পটাসি বাহিকার্ব্বনাস (ক) লাইকর পটাসি এফার্ভেসেন্স (৫) পটাসি বাই-ক্রোমেট্ (৬) পটাসি ব্রোমাইডম (৭) পটাসি কার্ব্বনাস (৮) পটাসি ক্লোরাস্ (ক) ট্রচিছাই পটাসি ক্লোরাটিস্ (৯) পটাসি ছাইট্রাস (১০) পটাসি ছিয়ানাইডম্ (১১) পটাসিফেরছিয়ানাইডম্ (১২) পটাসি আইওডাইডম (ক) লিনিমেণ্টম পটাসি আইওডাইডাই কম্সেপোন (খ) অংগুয়েণ্টম পটাসি আইওডাইডাই (১৩) পটাসি নাইট্রাস্ (১৪) পটাসি পারম্যাং গ্যানেস (ক) লাইকর পটাসি পারম্যাং গ্যানেটিস্ (১৫) পটাসি সল্ফাস্ (১৬) পটাসি টারট্রাম্ (১৭) পটাসি টার্ট্রাস্ এছিডা।

পটাস ঘটিত লবণ সকল আমাদিগের রক্তে এবং দেহে আছে। রক্তে পটাসের ভাগ কম পড়িলে নানাবিধ পীড়া হইয়া থাকে। আদত পটাসিয়ম্ ধাতু রক্তে পাওয়া যায় না। ইহা আক্সিজেনের সহিত মিশ্রিত হইয়া পটাস রূপে অবস্থান করে। পটাসিয়ম ও আক্সিজেন একত্রে পটাস্ হয়। এই

পটাস্ নানা রকম উদ্ভিদে আছে। উদ্ভিদের সহিত আমরা উহা শরীরে গ্রহণ করি।

পটাস ঘটিত লবণ সকল অল্প মাত্রায় সেবনে সাধারণত বিষক্রিয়া করে না। কিন্তু যদি পীচকারী করিয়া রক্তের ভিতর প্রবেশ করাইয়া দেওয়া যায়, তবে অতিশয় বিষক্রিয়া করে। ভেক, মৎস্য প্রভৃতি শীতল রক্ত বিশিষ্ট প্রাণীকে অল্প মাত্রাতেও পটাস ঘটিত লবণ সকল সেবন করাইলে সার্ব্বাঙ্গিক পক্ষাঘাত উপস্থিত হয় এবং হৃদয়ের ক্রিয়া স্থগিত হইয়া মৃত্যু ঘটে। বেশী মাত্রায় সেবনে উষ্ণ রক্ত বিশিষ্ট প্রাণীগণের, যেমন মনুষ্যাদি, পক্ষেও ভয়ানক বিষ ক্রিয়া করে। ইহার দ্বারা বিষাক্ত হইলে সমস্ত স্নায়ু যন্ত্রের পক্ষাঘাত হয়, হৃদয়ের ক্রিয়া দুর্ব্বল হয় এবং শরীরের উত্তাপ কমিয়া যায়।

অধিকাংশ পটাস্ ঘটিত ঔষধ সকল মূত্রকারক এবং উহাদের কতকগুলি বিরেচক। ইহারা প্রায় সমস্তই ক্ষার গুণবিশিষ্ট। সোডিয়ম ধাতু ঘটিত লবণ সকলও ক্ষার গুণবিশিষ্ট। ক্ষার গুণবিশিষ্ট ঔষধ বলিতে গেলেই পটাস ও সোডা ঘটিত লবণ সকল বুঝায়। ইহাদের ইংরাজী নাম এল্‌কেলি। ইহারা অম্ল ঔষধের বিপরীত গুণবিশিষ্ট। সোডিয়ম ঘটিত লবণ সকল যকৃতের উপর কার্য্য করে, পিত্ত নিঃস্বরণ করে আর পটাস্ ঘটিত লবণ সকল মূত্র যন্ত্রের উপর ক্রিয়া করিয়া মূত্রের পরিমাণ বৃদ্ধি করে। পটাসিয়ম্ ঘটিত লবণ সকল হৃদয়ের এবং স্নায়ু যন্ত্রের যেমন অবসাদক, সোডিয়ম্ ঘটিত লবণ সকল সেরূপ নহে।

পটাসী বা কষ্টিক পটাস অত্যন্ত দাহক। সেবনে বিষক্রিয়া করে। বাহ্য প্রয়োগে যে স্থানে লাগান যায় সে স্থান ধ্বংশ হইয়া যায় এবং তথায় ক্ষত হয়। ক্যান্‌সার, এপি থেলিওমা প্রভৃতি ধ্বংশ করিতে হইলে কষ্টিক পটাস্ উপ-যোগী। ল্যুপস্ এবং পুরাতন আকারের দুষ্ট ক্ষতাদি ধ্বংশ করিতে উপযোগী। ইহা অত্যন্ত ধ্বংশ কারক। এ জন্য যদি উপরে উপরে ক্ষত ও ধ্বংশ করামাত্র অভিপ্রেত হয় তবে অল্প সময় মাত্র প্রয়োগ করিয়া রাখা উচিত। বড় বড় এবুঁশেস্ প্রভৃতি অস্ত্রকার্য্য দ্বারা ভেদ করা দুরূহ হইলে কষ্টিক পটাস্ দ্বারা কার্য্যোদ্ধার হইতে পারে।

সমান পরিমাণে কষ্টিক পটাস্ এবং চুন মিশাইয়া রেক্‌টিফায়েড স্পীরিট্

যোগে পটি তৈয়ার হইতে পারে। ইহার নাম ভায়েনাপেস্‌ট্‌। বাহ্যিক প্রয়োগ জন্য ইহা বেশ উপযোগী। আদত কষ্টিক্ পটাসের অপেক্ষা ইহার ক্রিয়া মৃদু।

কষ্টিক্ পটাসের আভ্যন্তরিক প্রয়োগ হয় না। অল্প মাত্রায় সেবনেও উগ্র বিষক্রিয়া করে এবং যেখানে যেখানে ঠেকে সেই খানেই ধ্বংশ হইয়া যায়।

লাইকর পটাসি :—সেবন জন্য ব্যবহার হয়। জল মিশ্রিত করিয়া দেওয়া উচিত, নচেৎ দাহক হইয়া বিষক্রিয়া করিতে পারে। চর্ম্মের উপর লাগাইলে চর্ম্ম গলিয়া যায়. এই জন্য নখের কুনি বাড়িলে লাইকর পটাসি প্রয়োগে কুনি গলিয়া যায়। করণ অর্থাৎ কুল আঁটির উপর প্রয়োগে করণ ভাল হয়। অপরিষ্কার ক্ষতাদির উপর লাইকর পটাসির প্রলেপ দিলে ক্ষতের পচা মাস গলিয়া ক্ষত পরিষ্কার হয়। নখের কুনি এবং করণের উপর লাগাইতে হইলে একটু লিণ্ট সিক্ত করিয়া ঐ লিণ্ট দিয়া ভিজাইয়া রাখিতে হইবে।

সেবনে লাইকর পটাসি অম্লনাশক গুণ প্রকাশ করে। পাকস্থলীতে এছিড থাকিলে ঐ এছিডকে নাশ করে এবং পরে রক্তের ভিতর প্রবেশ করিয়া রক্তকেও ক্ষার গুণবিশিষ্ট করে—রক্তে অম্ল থাকিলে তাহাও নাশ করে। এই অম্লনাশক গুণ থাকাতে অম্লের পীড়া হইলে লাইকর পটাসি সেবনে উপকার হয়। তদ্ব্যতীত প্রস্রাবে অম্ল থাকিলে প্রস্রাবের অম্লত্ব দূর করে। গণরিয়া পীড়ায় প্রস্রাবে অম্ল থাকার জন্য প্রস্রাব করিতে জ্বালা করে। অম্ল গুণবিশিষ্ট প্রস্রাব পীড়িত মূত্র নালীকে উত্তেজিত করিয়া যন্ত্রণা ও জ্বালা উৎপন্ন করে। এই জন্য গণরিয়া পীড়ায় প্রস্রাব করিতে জ্বালা করিলে লাইকর পটাসি উপকারক। লাইকর পটাসি মূত্রকারকও বটে।

পাচক রসের অভাব বশতঃ অজীর্ণ রোগ হইলে আহারের পূর্ব্বে শূন্যোদরে লাইকর পটাসি প্রয়োগে পাকস্থলী হইতে অম্ল রস নিঃসৃত হইয়া উপকার করে। অম্লাজীর্ণ রোগে আহারের পর বুক জ্বলিতে আরম্ভ করিলে লাইকর পটাসি সেবনে অম্ল নাশ করিয়া উপকার করে। অতএব, অম্লাজীর্ণ রোগে আহারের পর এবং অম্লরসের অভাব প্রযুক্ত অজীর্ণ রোগে আহারের পূর্ব্বে লাইকর পটাসি সেবন উপকারক। অজীর্ণ রোগে ক্যালম্বা, কুয়াশিয়া, জেন্‌শন প্রভৃতি তিক্ত ক্ষুধাবর্দ্ধক ঔষধের সহিত যোগ করিয়া দিবে।

লাইকর পটাসির মাত্রা ১৫—৬০ মিনিম কিছু বেশী জলের সঙ্গে মিশাইয়া দিবে।

পটাসি সল্‌ফরেটা :—অপর নাম সল্‌ফরেটেড্ পটাস্। ইহার গুণ গন্ধকের অনুরূপ। ইহার মলমে দাদ, পাঁচড়া প্রভৃতির কীট নষ্ট হয়। ইহা পরাঙ্গ পুষ্ট নাশক মলম।

পটাসি এছিটাস :—অতিশয় মূত্রকারক। খুব বেশী মাত্রায় সামান্যরূপ বিরেচক। এছিটেট অব পটাস্ শরীরস্থ হইয়া কার্ব্বনেট অব্ পটাসে পরিবর্ত্তিত হয়। ইহা মূত্রকে ক্ষার গুণবিশিষ্ট করে। সুস্থ শরীরে ইহা তাদৃশ মূত্রকারক হয় না। নানাবিধ শোথ রোগে ইহা মূত্রকারক হইয়া কার্য্য করে। শোথের পক্ষে ইহা উৎকৃষ্ট মূত্রকারক। তরুণ বাত (একুাট রিউমাটিজম্) রোগেও ইহা উপকারক। তদ্ভিন্ন, লিম্‌ফেটিক গ্লাণ্ডের বৃদ্ধি রোগে ইহা উপকার করিতে পারে। লাইথুরিয়া রোগে মূত্রকারক হইয়া উপকার করে। ইউরিক এছিড পাথরি রোগে ইহা উপকার করে। ইউরিক এছিড নির্ম্মিত পাথরি সকল এই ঔষধের প্রভাবে গলিয়া যায়।

এছিটেট্ অব্ পটাস ঘর্ম্মকারক এবং অম্ল নাশকও বটে। তবে ইহা সাক্ষাত সম্বন্ধে তাদৃশ অম্ল নাশক নহে। ইহা রিমোট এণ্টাছিড অর্থাৎ শরীরে হজম হইয়া রক্তের এবং মূত্রের অম্ল নাশ করে। মূত্র ও রক্তের অম্ল নাশক গুণ থাকাতেই ইহা তরুণ বাত রোগে উপকার করে এবং এই গুণ থাকাতেই ইউরিক এছিড নির্ম্মিত পাথরি বিনাশ করে। ইউরিক এছিড গ্রেভেল এবং ক্যাল্‌কিউলস (ইউরিক এছিড পাথরি) জন্মিলে রোগীর পৃষ্ঠদেশ বেদনা হয়, রক্ত মিশ্রিত প্রস্রাব হয় এবং প্রস্রাবে ইউরিক এছিডের দানা সকল পাওয়া যায়। এছিটেট্ অব্ পটাসের মাত্রা ১০—৬০ গ্রেণ।

পটাসি ছাইট্রাস্ :—ইহার গুণ এছিটেট্ অব্ পটাসের ন্যায়। তবে এছিটেট্ অব্ পটাস অপেক্ষা ইহা বেশী ঘর্ম্মকারক। আর মূত্রকারক গুণ ধরিতে গেলে ছাইট্রেট্ অপেক্ষা এছিটেট্ ভাল। ছাইট্রেট এবং এছিটেট্ অব্ পটাস্ উভয়ই জ্বরঘ্ন এবং জ্বরকালীন ফিবার মিক্‌শ্চারের সঙ্গে ব্যবহার করা যায়। ছাইট্রেট্ অব্ পটাস্ স্কর্ভি রোগে উপকারক। এছিটেট্ অব্ পটাস বেশী দিন সেবনে পাকস্থলীকে উগ্র করে এবং অজীর্ণ রোগ, আনয়ন

করে। কিন্তু ছাইট্রেট্ অব্ পটাস্ সেরূপ করে না। এ জন্য মূত্র যন্ত্রাদির পীড়ায় অধিক দিন ঔষধ ব্যবহার করিতে হইলে ছাইট্রেট্ অব্ পটাসই ভাল। ছাইট্রেট্ অব পটাসের মাত্রা ২০—৬০ গ্রেণ।

পটাসি টার্ট্রাস অল্প মাত্রায় মূত্রকারক এবং বেশী মাত্রায় বিরেচক। ইহার বিরেচক গুণের জন্যই ব্যবহার হয়। সেনা এবং রুবার্ব্বের সঙ্গে মিশাইয়া দেওয়া যায়।

পটাসিটারট্রাস এছিড :—অল্প মাত্রায় পিপাসা নিবারক এবং মুত্রকারক। বেশী মাত্রায় বিরেচক। ইহাতে জলের ন্যায় তরল দাস্ত হয়। জ্বররোগে পিপাসা নিবারক এবং বিরেচক গুণের জন্য ব্যবহাব হয়। শোথ বোগে বিরেচক রূপে ব্যবহার হয়। জোলাপ, স্কামণি প্রভৃতি বিরেচক ঔষধের সঙ্গে মিশাইয়া দিলে ইহার কার্য্য নিশ্চিত এবং দ্রুত হয়। অল্প জলের সঙ্গে মিশাইয়া দিলে ইহার বিরেচক ক্রিয়ার বৃদ্ধি হয়। বেশী জলের সঙ্গে দিলে বিরেচক ক্রিয়া কম পড়ে। লেবুর রস চিনি এবং এছিড টার্ট্রেট্ অব পটাস একত্র মিশাইয়া স্নিগ্ধ পানীয় তৈয়ার হয়। জ্বর কালীন ইহা ব্যবহার করা যাইতে পারে।

মাত্রা :—২০—৬০ গ্রেণ। (পিপাসা নিবারক এবং মুত্রকারক।) ১২০ গ্রেণ—৩০০ গ্রেণ (বিরেচক)।

পটাসি বাইকার্ব্বনাস :—পটাস্ ঘটিত ঔষধের সমস্ত গুণই ইহাতে আছে। ইহার কোন উগ্রতা বা দাহক গুণ নাই। বাইকার্ব্বনেট্ অব পটাস অম্লনাশক এবং মুত্রকারক। ইহা সাক্ষাত সম্বন্ধে পাকস্থলীর অম্লনাশ করে, আবার পরিপাক হইয়াও রক্তের এবং মূত্রের অম্লনাশ করে। অম্লনাশক গুণের জন্য ইহা অজীর্ণ রোগে ব্যবহার হয়। অম্লরসের অভাব প্রযুক্ত অজীর্ণরোগে আহারের পূর্ব্বে সেবনে অম্লরসের ক্ষরণ হইয়া পরিপাকের সাহায্য করে। আবার অম্লাজীর্ণরোগে আহারের পর বুকজ্বালা প্রভৃতি উপস্থিত হইলে ইহা সেবনে অম্ল নাশ হয় এবং বুক জ্বালা নিবৃত্তি হয়। ইহা পাকাশয়ের অবসাদক এবং স্নিগ্ধকারক। এইজন্য গ্যাষ্ট্রাল্‌জিয়ারোগে উপকারক। তরুণ বাতরোগে বাইকার্ব্বনেট অব্ পটাস বিলক্ষণ উপকার করে। লেবুর রসের এবং জলের সহিত মিশাইয়া দেওয়া যায়। রিউম্যাটিজম্ পুরাতন আকার ধারণ করিলে আইওডাইড অব্ পটাসিয়ম এবং বাইকার্ব্বনেট অব্ পটাসিয়ম একত্র সমূহ উপকার করে।

ইহা মূত্রকে ক্ষারগুণবিশিষ্ট করে এবং মূত্র যন্ত্রের উপর স্নিগ্ধ গুণ প্রকাশ করে। এই জন্য, গণরিয়া সিষ্টাইটিস এবং পাইলাটিস রোগে উপকার করে। সিষ্টাইটিসরোগে যদি মূত্র অম্ল হয়, তবেই ইহাতে উপকার করে। মূত্র ক্ষারগুণবিশিষ্ট হইলে পটাসের পরিবর্ত্তে এছিড বা অম্ল ঔষধ ব্যবহার করিবে, সিষ্টাইটিসরোগে মূত্র পচিয়া এমনিয়ার ন্যায় গন্ধ বাহির হইলে এ ঔষধ না দিয়া এছিড বা অম্ল ঔষধ প্রয়োগ করিবে।

ডাক্তার রিংগার বলেন যে লিউকোরিয়া রোগে যদি কেবলমাত্র শ্বেতবর্ণ স্রাব হয়, তাহা হইলে বাইকার্ব্বনেট অব্ সোডা এবং জলদ্বারা লোসন তৈয়ার করিয়া যোনি দ্বারে পীচকারী করিলে লিউকোরিয়া আরাম হয়। কিন্তু হরিদ্রা বর্ণ পূযের ন্যায় স্রাব হইলে, ইহাদ্বারা তাদৃশ উপকার হয় না। এইরূপ ভাবে পীচকারী করিবে যে, জরায়ুর মুখ পর্য্যন্ত ধুইয়া আইসে, কারণ ঐরূপ স্রাব জরায়ুর মুখ হইতেই হয়। ১ পাইন্ট জলে ১ ড্রাম ঔষধ মিশাইয়া লোসন তৈয়ার করিবে।

মাত্রা ১০—৪৫ গ্রেণ (জলের সঙ্গে বা নেবুর রসের সঙ্গে) ২০ গ্রেণ বাই কার্ব্বনেট অব্ পটাশ ১৪ গ্রেণ ছাইট্রিক এছিড অথবা ১৫ গ্রেণ টারটারিক এছিড মিশাইলে সম ক্ষারাম্ল হয়। লাইকর পটাসি এফারভেসেন্স উত্তম অম্লনাশক এবং তরুণ বাতনাশক পানীয়। ½ আং নেবুর রস এবং ৩০ গ্রেণ বাইকার্ব্বনেট অব্ পটাশ মিশাইলে সমক্ষারাম্ল হয়। পটাশ বাইকার্ব্বনাস ℨii ; এছিড ছাইট্রিক ℨi ss একুয়া ad ℥viii ৬ ভাগের ১ ভাগ প্রতি ২ ঘণ্টান্তর ; তরুণ বাতরোগে।

পটাসি কার্ব্বনাস :—ইহার ক্রিয়া লাইকর পটাসের ন্যায়। বেশী মাত্রায় উগ্র হয় ও দাহক বিষ। ইহা অল্পমাত্রায় জলের সঙ্গে সেবনে মূত্রকারক, অম্লনাশক। অরটিকেরিয়া নামক চর্ম্মরোগে ২ গ্যালন গরম জলে ১ আং কার্ব্বনেট অব্ পটাশ মিশাইয়া গাত্র ধৌত করিলে চুলকানী নিবারণ হয়।

একজিমা নামক চর্ম্মরোগে অত্যন্ত রস পড়িলে এবং চুলকাইতে থাকিলে ১ আউন্স জলে ৪ গ্রেণ এই পরিমাণ মিশাইয়া ধৌত করিলে চুলকানী নিবারণ হয়।

পটাসি ক্লোরাস :—অত্যন্ত বেশী মাত্রায়, যেমন ১ আং মাত্রায়, ক্লোরেট অব্ পটাস্ বিষক্রিয়া করে। ইহা দ্বারা বিষাক্ত হইলে বমন, উদরাময় এবং

শ্বাস প্রশ্বাস কষ্ট উপস্থিত হয়। ঔষধের মাত্রায় ইহা পিপাসা নিবারক, পাকস্থলীর উগ্রতা দমনকারক, শ্লেষ্মাঝিল্লি মাত্রেরই উগ্রতা দমনকারক, স্নিগ্ধকারক এবং মূত্রকারক। অপেক্ষাকৃত বেশীমাত্রায় ইহা হৃদয় ও ধমনীর অবসাদক। ডাক্তার কগ্‌হিল বলেন যে, ইহা শরীরস্থ হইয়া বিশ্লিষ্ট হয় এবং ইহা হইতে আকসিজন বা অম্লজান বাষ্প নির্গত হইয়া ঐ অম্লজান বাষ্প রক্তে যায় এবং তাহাতে রক্ত বিশুদ্ধ হয়। ক্লোরেট্ অব্ পটাসের পরিবর্ত্তক গুণও আছে। মুখের লালাগ্রন্থির উপর ইহার বিশেষ ক্রিয়া আছে। যদি মুখ হইতে বেশী লালাস্রাব হয়, তবে ক্লোরেট অব্ পটাস সেবনে তাহা দমন হয়। আবার লালাস্রাব কম পড়িয়া মুখ শুষ্ক হইলে ইহাতে লালাস্রাব হয় এবং মুখ সরস হয়। ইহার কফনিঃসারক গুণও আছে।

জ্বররোগে অত্যন্ত পিপাসা হইলে এবং মুখ ও জিহ্বা শুষ্ক হইলে ক্লোরেট অব্ পটাশ মিশ্রিত ফিবার মিকশ্চার খুব উপকারী। ছাইট্রিক এছিডের সঙ্গে মিশাইয়া দিলে ইহাতে পিপাসা নিবারণ হয়। ছাইট্রিক এছিড ৫ গ্রেণ, পটাসি ক্লোরাস ৫ গ্রেণ, জল ১ আং ১ মাত্রা।

শ্লেষ্মাঝিল্লির উপর স্নিগ্ধকারক গুণ থাকাতে মুখের, পাকস্থলীর এবং অন্ত্রের প্রদাহ মাত্রেই ক্লোরেট অব্ পটাসিয়ম সেবন উপকারী। মুখের ক্ষত রোগের পক্ষে ইহা অমোঘ ঔষধ। জিহ্বার উপর, গালের উপর বা দাঁতের গোড়ায় অথবা গলার ভিতর ক্ষত হইলে ইহা সেবন এবং ইহার জলের কুলি অত্যন্ত উপকারক। টন্‌সিলাইটিস্, ফ্যারিঞ্জাইটিস্ এবং সোর থ্রোটরোগে ইহা সেবন এবং ইহার কুলি অব্যর্থ মহৌষধ। পরিবর্ত্তক গুণ থাকাতে সিফিলিসজাত মুখ ক্ষতেও ক্লোরেট অব্ পটাসিয়ম সেবন উপকারী। ব্রঙ্কাইটিস্ এবং লেরিঞ্জাইটিস্ রোগে ইহা সেবন উপকারী। তা ছাড়া একখণ্ড ক্লোরেট অব্ পটাসিয়ম মুখে রাখিয়া চুষিলে কাস সরল হইয়া উঠিয়া পড়ে। গলার স্বরবদ্ধ হইলে এবং সোর থ্রোট হইলে ইহার এক টুকরা মুখের ভিতর রাখিয়া চুষিলে উপকার হয়। স্ক্রফিউলা পীড়ায় ক্লোরেট্ অব্ পটাসিয়ম উপকারী। এরিছিপেলস রোগে টীংকেরি পরে ক্লোরাইড এবং ক্লোরেট্ অব্ পটাসিয়ম একত্রে অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। সিফিলিস পীড়াবশতঃ প্রসূতির সন্তান গর্ভের ভিতরই বিনষ্ট হয়। যদি গর্ভ সঞ্চার হইবার আরম্ভ হইতেই ক্লোরেট অব্ পটাসিয়ম সেবন করান

যায়, তবে আর সন্তান বিনষ্ট হয় না। ক্লোরেট্ অব্ পটাসিয়মের সঙ্গে সিফিলিস নাশক অন্যান্য ঔষধও ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। অন্য কারণেও গর্ভস্থ সন্তান বিনষ্ট হইতে থাকিলে ক্লোরেট্ অব্ পটাসিয়ম সেবন উপকারী। গর্ভাবস্থায় গর্ভিনীর শরীর দুর্ব্বল হইলে বা খারাপ হইলে ক্লোরেট অব্ পটাসিয়ম এবং লৌহ ঘটিত ঔষধ একত্রে সেবন খুব উপকারী।

অন্ত্রের প্রদাহে, (অন্ত্রের ক্যাটার) ক্লোরেট্ অব্ পটাসিয়ম সেবন উপকারী। মুখ হইতে গুহ্যদ্বার পর্য্যন্ত সমস্ত পাকযন্ত্রের শ্লেষ্মাঝিল্লির কোন রকম উত্তেজনা বা প্রদাহ হইলে এই ঔষধে উপকার করে। নাসিকার ভিতর ক্ষতে এবং ওজিনারোগেও ক্লোরেট্ অব্ পটাস লোসন দ্বারা নাসিকা ধৌত করিলে উপকার হয়।

মুখ হইতে অতিশয় লালাস্রাব হইলে ইহা সেবন উপকারী। পারা খাইয়া মুখ আসিলে ইহা সেবন এবং ইহার কুলি অমোঘ ঔষধ। পচা দুর্গন্ধযুক্ত ক্ষত মাত্রই ক্লোরেট্ অব্ পটাস জল দ্বারা ধৌত করিলে ক্ষত সকল শীঘ্রই আরোগ্যমুখী হয়। রোগীকে সেবন করিতে দেওয়াতেও শরীর সংশোধন হইয়া উপকার হয়। পুরাতন সিস্টাইটিস্ রোগে ক্লোরেট্ অব্ পটাস লোসন দ্বারা ব্লাডার ধৌত করিলে সমূহ উপকার হয়। ডিপ্থিরিয়া রোগে কেহ কেহ ইহাকে অত্যন্ত উপকারক ঔষধ বলেন।

মাত্রা ইত্যাদি। ১০—৩০ গ্রেণ (জলের সঙ্গে)। কুলি এবং ক্ষতাদি ধৌতের লোসন (৫ গ্রেণ - জল ১ আং)।

পটাসি ক্লোরাস ʒi ; টীংকেরি পারক্লোর ʒi একুয়া ad ℥vi মাত্রা ১ আং প্রতি ৩ ঘণ্টান্তর এরিছিপেলস্ এবং ডিপ্থিরিয়ারোগে।

পটাসি ক্লোরাস ʒi ; একুয়া ℥vi একত্র মিশ্রিত করিয়া ৬ মাত্রা। ১ মাত্রা দিন ৩ বার, ৪ বার সেবন। মুখের ক্ষতাদিতে।

পটাসি নাইট্রাস—নাইট্রেট অব্ পটাস। ইহার বাঙ্গালা নাম সোরা। অধিক মাত্রায় নাইট্রেট অব্ পটাস বিষক্রিয়া করে। ইহাতে হৃদয়ের ক্রিয়া অত্যন্ত দুর্ব্বল করে এবং বমন ও দাস্ত হয়। অবশেষে হৃদয়ের কার্য্য বন্ধ হইয়া মৃত্যু ঘটে। তা ছাড়া ইহাতে রক্ত খারাপ করে। রক্তের উপাদান লাল কণিকার অবস্থা মন্দ করে।

ঔষধের মাত্রায় সোরা পিপাসা নিবারক, ঘর্ম্মকারক, মূত্রকারক এবং হৃদ-য়ের অল্প অবসাদক।

নাইট্রেট অব্ পটাস শরীরে পরিপাক হইয়া মূত্রের সহিত বাহির হইয়া যায়। বাহির হইবার সময় ইহা কিড্‌নির উপর কার্য্য করিয়া মূত্রকারক হয়।

. জ্বররোগে সোরা ঘর্ম্মকারক এবং মূত্রকারক হইয়া উপকার করে। গরম জলের সহিত সোরা মিশাইয়া সেবন করিলে ইহার ঘর্ম্মকারক গুণ বৃদ্ধি হয়।

এজ্‌মা রোগে সোরা ভিজা কাগজ অগ্নিদগ্ধ করিয়া তাহার ধূম গ্রহণ করিলে উপকার হয়। সোরার জলে কাগজ সিক্ত করিয়া সেই কাগজ শুখা-ইয়া রাখিতে হয়। পরে হাঁপ উঠিলে রোগীর সম্মুখে সেই কাগজ পুড়াইতে হয়; এবং রোগী ঐ ধূম নাকদ্বারা টানিয়া লয়, তাহাতে হাঁপ সারিয়া যায়।

ব্রংকাইটীস রোগে শ্লেষ্মা আঠা ও চট্‌চটে হইলে ইহা সেবনে উপকার করে। ব্রংকাইটীস রোগে যদি কেবলমাত্র বড় বড় শ্বাসনলী গুলির প্রদাহ হয়, তবে নাইট্রেট অব্ পটাস উপকারী, অন্যথা নহে।

মাত্রা। ১০—৩০ গ্রেণ (জলের সঙ্গে)।

পটাসি পারম্যাংগেনাসঃ—পারম্যাংগেনেট অব্ পটাসিয়ম পচন নিবারক এবং দুর্গন্ধহারক। ইহাতে রোগ বীজ সকল বিনষ্ট হয়। ইহার লোসনদ্বারা পচা ক্ষতাদি ধৌত করিলে বিশেষ উপকার হয় এবং দুর্গন্ধ দূর হয়। দাঁতের মাড়িতে, মুখে ক্ষত হইলে ১০ আং জলে ২ গ্রেণ মিশাইয়া লোসনদ্বারা ধৌত করিলে উপকার হয়। ওজিনারোগে নাসিকার ভিতর দুর্গন্ধ হইলে ইহার লোসন দ্বারা ধৌত করা যায়। এম্প্যাইমিয়া, এব্‌সেস্ প্রভৃতি ধৌত করা যায়। গণরিয়া রোগে ১ আং জলে ½ গ্রেণ মিশাইয়া লোসন করিয়া মূত্রনালীতে পীচকারী করিলে অতি সত্বর উপকার হয়। ভ্যাজাই নাইটিস এবং জরায়ুর ক্যান্সার ক্ষতে দুর্গন্ধ নিবারণ জন্য লোসন ব্যবহার হয়।

আভ্যন্তরিক প্রয়োগে অত্যন্ত বেশী মাত্রায় বিষক্রিয়া করে ঔষধের মাত্রায় ইহা এমিনরিয়া এবং ডিস্‌মেনরিয়া রোগে উপকারক বলিয়া ব্যবহৃত হইয়াছে। ২ গ্রেণ মাত্রায় বটিকাকারে দেওয়া যায়।

অহিফেণ দ্বারা বিষাক্ত হইলে ৩, ৪ গ্রেণ মাত্রায় পারম্যাংগেনেট্ অব পটাসিয়ম সেবন করিলে অহিফেণের বিষ নষ্ট হয়।

দুর্গন্ধহারক এবং পচননিবারক রূপে ইহার বাহ্যিক প্রয়োগই বেশী হয়। কন্‌ডিস্‌ফ্লুইড প্রসিদ্ধ দুর্গন্ধহারক ঔষধ। কোন ঘরে দুর্গন্ধ গ্যাস উঠিলে কন্‌ডিস্‌ফ্লুইড জল মিশাইয়া ছড়াইয়া দিলে তৎক্ষণাৎ দুর্গন্ধ দূর হয়। ইহার সুবিধা এই যে ইহা কার্ব্বলিক এছিডের ন্যায় বিষাক্ত এবং উগ্র নহে। আর ইহা কার্ব্বলিক এছিডের ন্যায় দুর্গন্ধ নহে।

সেবন করাইতে হইলে ইহা বটিকাকারে দেওয়া উচিত। জলে মিশাইলে কিয়ৎকাল পরে ইহার গুণ খাবাপ হইয়া যায়।

ফেরম—আয়রণ (FERRUM—IRON.) বাঙ্গালা লৌহ ধাতু।

প্রয়োগরূপ ঃ- (১) লাইকব ফেবি এছিটেটিস্ ফর্‌টিয়র (ক) লাইকর ফেরি এছিটেটিস্ (খ) টীংচুরাফেরি এছিটেটিস্ (২) ফেরি আর্সেনিয়াস্ (৩) ফেরি কার্ব্বনাস্ স্যাকাবেটা (ক) পাইলিউনা ফেরি কার্ব্বনেটিস (৪) মিশ্‌চুরাফেরি কম্পোজিটা (৫) মিশ্‌চুরা ফেরি এরমেটিকা (৬) ফেরি এট এম নাই ছাইট্রাস্ (ক) ভাইনমফেবি ছাইট্রেটিস্ (৭) ফেরি এট্ কুইনাইনি ছাইট্রাস্ (৮) পাইলিউলাফেরি আইওডাই ডাই (৯) সিরুপাস্ ফেরি আইওডাই ডাই (১০) এম্‌প্ল্যাষ্ট্রাস্ ফেরি (১১) লাইকরফেরি ডাইয়ালিছেটস্ (১২) লাইকর ফেরি পার্‌ক্লোরাইডাই ফর্‌টিয়ব্ (ক) লাইকব ফেরি পার্‌ক্লোরাইডাই (খ) টীংচুরাফেরি পার্‌ক্লোরাইডাই (১৩) সিরুপস্ ফেরি সব্ ক্লোরাইডাই (১৪) লাইকরফেরি পার্‌নাইট্রেটিস্ (১৫) ফেরিফস্‌ফাস (ক) সিরুপসফেবি ফস্‌ফেটিস (১৬) ফেরিসল্‌ফাস (ক) ফেরিসলফাস্ এককসিকেটা (খ) ফেরিসল্‌ফাস গ্রাণুনেটা (গ) পাইলিউনা ফেরি (১৭) লাইকর ফেরি পাব্‌সল্‌ফেটিস্ (১৮) ভাইনমফেরি (১৯) ফেরমবিড্যাক্‌টম (ক) ট্রচিছাইফেরি রিড্যাক্‌টাই (২০) ফেবম্‌টার্‌টারেটম্।

আমাদিগের শরীরেব ও রক্তের ভিতর লৌহ ধাতু আছে। সুতরাং লৌহ এক রকম খাদ্য।

একজন মৃত ব্যক্তিকে যদি দাহ করা যায়, তবে তাহার ভস্মের ভিতর লৌহ পাওয়া যায়। ৭৫ সের ওজনের একজন মনুষ্যের শরীরে ১৫০ গ্রেণ লৌহ পাওয়া যায়। শরীরে আদত লৌহ থাকে না। ইহা আকসীজন বা অম্ল-

জান বাষ্পের সঙ্গে মিশ্রিত হইয়া পেরক্‌সাইড্ অব্ আয়রণ রূপে শরীরে থাকে। ফরাসীদেশের লোকেরা মৃতদেহ দাহ করিবার পর উহার ভস্ম হইতে লৌহ বাহির করিয়া মৃত ব্যক্তির স্মরণার্থ অঙ্গুরি গড়াইয়া পরিধান করে।

আমাদিগের রক্তে গোলাকার বিন্দু আছে। ঐ সকল বিন্দুকে রক্ত কণিকা বলে। ঐ কণিকা দুই রকম। এক রকম সাদা বর্ণের, তাহাদিগের নাম শ্বেত কণিকা আর কতকগুলির বর্ণ লাল, উহাদিগের নাম লোহিত কণিকা। লোহিত কণিকা গুলি গোলাকার চাক্তির ন্যায়। উহাদের ব্যাস $\frac{1}{3200}$ ইঞ্চি এবং উহার সিকি পরিমাণ পুরু। এই লোহিত কণিকার ভিতর লাল বর্ণের তরল পদার্থ থাকে, তাহার নাম হিমগ্লোবিন। হিমগ্লোবিন থাকাতেই রক্ত লাল দেখায়। রক্তের বর্ণক পদার্থের নাম হিমাটিন। ঐ হিমাটিন হিমগ্লোবিনের ভিতর পাওয়া যায়। হিমাটিনে লৌহ আছে। ঐ লৌহই রক্তের বর্ণক পদার্থ।

লৌহ আমাদিগের শরীরে অতি অল্প মাত্রায় থাকিলেও ইহা শরীর ধারণের পক্ষে খুব প্রয়োজনীয় জিনিষ। রক্তে লৌহের ভাগ কম পড়িলেই রক্ত হীনতা বা এনিমিয়া রোগ উপস্থিত হয়। আমরা যে বলি অমুক রোগীর গায়ে রক্তের লেশ নাই, মুখটী ফ্যাকাশে, চক্ষের কোণ শাদা এবং হাতের তালু পাণ্ডুবর্ণ, ইহাতে এই বুঝায় যে, তাহার গায়ে রক্তের জলীয় ভাগ মাত্র রহিয়াছে কিন্তু উহার রক্তে লোহিত বিন্দু এবং লৌহের ভাগ কম পড়িয়াছে। এই জন্য নিরক্তাবস্থায় লৌহ একমাত্র মহৌষধ।

ক্রিয়া :—লৌহ এবং তাহার প্রয়োগরূপ সকল অক্ষত চর্ম্মের উপর লাগাইলে শরীরে প্রবেশ করে না এবং কোন ক্রিয়াও প্রকাশ করে না। যে সকল প্রয়োগরূপ জলে দ্রব হয় সে গুলিকে শ্লেষ্মাঝিল্লি বা ক্ষত স্থানে লাগাইলে সে স্থানের ছোট ছোট শিরা সঙ্কুচিত হয়, উপরকার দৈহিক উপাদান সকলও কিয়ৎ পরিমাণ সঙ্কুচিত হয়। এই জন্য, কতকগুলি লৌহ ক্ষতাদিতে প্রয়োগ করিলে সংকোচক গুণ প্রকাশ করে। কখনও কখনও ক্ষতাদির উপর উত্তেজক গুণ প্রকাশ করে। উগ্রতা গুণ বশতঃ ক্ষতাদিকে উত্তেজিত করে। যে সকল লৌহ জলে দ্রবনীয় সে গুলি মুখে দিলে এক রকম তামাটে আস্বাদ বোধ হয় এবং মুখ কসিয়া ধরে, মুখের শ্লেষ্মাঝিল্লি সঙ্কুচিত হয়।

সেবন করিলে কতকগুলি লৌহ পাকস্থলীতে গিয়া উগ্রতা এবং সঙ্কোচন শক্তি প্রকাশ করে। ফেরি পার্‌ক্লোরাইড, ফেরি পার্‌নাইট্রেট প্রভৃতি এইরূপ উগ্রতা গুণবিশিষ্ট। ছাইট্রেট এবং টার্‌টারেট অব্ আয়রণ প্রভৃতি স্নিগ্ধ গুণবিশিষ্ট এবং অনুগ্র। যে সকল রক্তহীন রোগীর পাকস্থলী দুর্ব্বল, যাহাদের পরিপাক শক্তি কম, তাহাদিগকে অনুগ্র ধারণের লৌহ সেবন করা কর্ত্তব্য। কোষ্টবদ্ধতা থাকিলেও অনুগ্র লৌহ ব্যবস্থা।

যে সকল লৌহ জলে দ্রবনীয় তাহারা পাকস্থলীতে গিয়া পাকস্থলীর এল্‌বিউমেন বা আণ্ডলালিক পদার্থের * সঙ্গে সংযুক্ত হয়। আর যে গুলি জলে দ্রব হয় না, তাহারা পাকস্থলীর পাচক রসে গলিয়া যায়। ফেরি রিড্যাক্‌টাই বা রিডিউস্‌ড্ আয়রণ পাচক রসে দ্রব হয়, কিন্তু কখন কখন ইহা সেবনে উদরে সাল্‌ফারটেড্ হাইড্রোজেন গ্যাস হয় এবং তজ্জন্য খ'য়ে ঢেকুর উঠে।

পার্‌ক্লোরাইড, এছিটেট্, পার্‌নাইট্রেট এবং সল্‌ফেট এ গুলি খুব সঙ্কোচক গুণবিশিষ্ট। ইহারা কোষ্টবদ্ধতা উপস্থিত করে। এই গুলি পাকস্থলী হইতে রক্তস্রাবে উপকারক। এইগুলি কোন কোন উদরাময় রোগে ধারক গুণ প্রকাশ করে।

লৌহ সেবন করিবার পর উহা অন্ত্রে গমন করিয়া সল্‌ফাইড্ অব্ আয়রণে পরিবর্ত্তিত হয়, তাহাতে লৌহ সেবীর মল কৃষ্ণবর্ণ হয়। অতি অল্পমাত্রও লৌহ সেবন করিলে কয়েক দিন পর্য্যন্ত কৃষ্ণবর্ণ মলত্যাগ হয়, বিস্‌মথ সেবনেও এই ঘটনা ঘটে।

যত লৌহ সেবন করা যায়, তাহার অল্পমাত্রই শরীরে হজম হয় এবং রক্তে যায়, অধিকাংশ মলের সহিত নির্গত হইয়া যায়।

লৌহ সেবনে কখন কখন মূত্র স্থলীর (ব্লাডার) উত্তেজনা উপস্থিত হয় এবং তজ্জন্য পুনঃ পুনঃ প্রস্রাবের বেগ আসে এবং অল্প অল্প মূত্র নির্গত হয়।

স্নায়ু যন্ত্রের উপর লৌহের ক্রিয়া বলকারক।

হৃদয়ের মাংসপেশীর উপর ও লৌহের ক্রিয়া বলকারক। ইহা হৃদয়ের মাংসপেশীর বলবৃদ্ধি করে।

* ডিম্বের শ্বেতাংশ গুণবিশিষ্ট পদার্থ, যাহা আমাদিগের শরীরের উপাদানে আছে।

সুস্থ শরীরের উপর লৌহের তাদৃশ রক্ত বৃদ্ধিকারক ক্ষমতা নাই—সুস্থ শরীরে তেমন ক্রিয়া প্রকাশ করে না। কিন্তু নীরক্তাবস্থায় ইহার গুণ শীঘ্রই প্রকাশ পায়। এই অবস্থায় লৌহ সেবন করিতে করিতে অতি সত্বর শরীরের চেহারার পরিবর্ত্তন হয় এবং রক্তের ভাগ বৃদ্ধি হয়।

লৌহ সেবনে পরিপাক শক্তি বৃদ্ধি পায়। কতকগুলি উগ্র লৌহ সেবনে পরিপাক ক্রিয়ার ব্যাঘাত ঘটে।

লৌহ সেবনে কিয়ৎ পরিমাণে শরীরের উত্তাপ বৃদ্ধি হয়।

লৌহ শরীরে হজম হইবার পর উহার অধিকাংশ মলের সহিত সল্‌ফাইড অব্ আয়রণ রূপে নির্গত হয়, তাহাতে মলের বর্ণ কাল হয়, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। তা ছাড়া কতকাংশ মূত্রের সহিত এবং কতকাংশ পিত্তের সহিত ও শরীরের অন্যান্য স্রাবিত রসের সহিত নির্গত হইয়া যায়। চুল চর্ম্ম, নখ প্রভৃতির বর্ণক পদার্থের সহিত ও কতকাংশ নির্গত হয়।

কোন কোন ব্যক্তি আদৌ লৌহ সহ্য করিতে পারে না। রক্ত প্রধান ধাতুবিশিষ্ট লোকের লৌহ সেবনে শিরঃপীড়া কোষ্টবদ্ধতা প্রভৃতি উপস্থিত হয়। কোন কোন ব্যক্তির অতি সামান্য মাত্র লৌহ সেবনে অজীর্ণ, শিরঃ-পীড়া ও কোষ্টবদ্ধতা প্রভৃতি উপস্থিত হয়। উগ্র লৌহে এই সকল উপসর্গ বেশী হয়।

এক রকম লৌহ সহ্য না হইলে অন্যরূপ পরীক্ষা করা উচিত।

মোটের উপর বলিতে গেলে লৌহ সেবনে শিরঃপীড়া, মূত্রস্থলীর উগ্রতা, কোষ্টবদ্ধতা, বমনোদ্বেগ প্রভৃতি উপস্থিত হয়। ইহার আর এক অসুবিধা এই যে, ইহাতে দাঁত ও জিহ্বা কাল হয়। পরক্লোরাইড্, পার্ নাইট্রেট, সল্‌ফেট্ প্রভৃতি উগ্রলৌহেই এই সকল উপসর্গ বেশী হয়। এই সকল অসুবিধা ত্যাগ করিতে হইলে অনুগ্র ধরণের লৌহ ব্যবস্থা করা উচিত। ছাইট্রেট, টার্‌টারেট, কার্ব্বনেট, লাইকর ফেরি ডায়ালিছেটি এই গুলি অনুগ্র ধরণের লৌহ।

ব্যবহার :—রক্তাল্পতা (এনিমিয়া) রোগের চিকিৎসায় অনেক চিকিৎসক খুব বেশী মাত্রায় লৌহ ব্যবহার করিতে পরামর্শ দেন। অনেকে আবার খুব অল্প মাত্রাতেই উপকারক বলেন। বস্তুত বলিতে গেলে অল্পমাত্রায়

সেবনেই বেশী উপকারক। যেহেতু, সমস্ত লৌহ শরীরে পরিপাক হয় না। রিঙ্গার বলেন ½ ড্রাম মাত্রায় টীংচার ফেরি পার্‌ক্লোরাইড অথবা ৬ গ্রেণ মাত্রায় ফেরি সল্‌ফেটিস্ দিন ২, ৩ বার সেবনে সমধিক উপকার হয়।

রক্তাল্পতা রোগে লৌহ ঘটিত ঔষধ সকল কেবল যে রক্তের ভাগ বৃদ্ধি করিয়া উপকারক হয় তাহা নহে। ইহাতে পাকস্থলীর শ্লেষ্মাঝিল্লির উপর বলকারক ক্রিয়া প্রকাশ করিয়া পরিপাক শক্তি বৃদ্ধি করে।

ক্লোরোসিস, এনিমিয়া, এমিনরিয়া (রজল্পতা) এবং মেনরেজিয়া রোগে লৌহ খুব উপকারী।

বহুদিন জ্বর বা পুরাতন পীড়া ভোগ করিয়া শরীর দুর্ব্বল বা নীরক্ত হইলে লৌহঘটিত ঔষধ খুব উপকারী। পুরাতন প্লীহারোগে লৌহঘটিত ঔষধ অতিশয় উপকারী। শরীর হইতে অধিক রক্তস্রাব হইলে শরীরের বর্ণ পাণ্ডু হয়, তাহার সঙ্গে সঙ্গে কর্ণের মধ্যে ভোঁ ভোঁ বা শাঁ শাঁ শব্দ হয় এবং পরিপাক শক্তিও কমিয়া যায়। এই সকল ক্ষেত্রে লৌহঘটিত ঔষধ বিশেষ উপকারী। এমিনরিয়া রোগে পিলফেরি (ব্লডের পিল) এবং গ্রিফিথের মিক্‌শ্চার (মিশ্চুরাফেরি কম্পোজিটা) বিশেষ উপকারক।

রক্তাল্পতারোগে লৌহঘটিত ঔষধের সঙ্গে সঙ্গে পুষ্টিকর আহার দেওয়া উচিত। তা ছাড়া পরিষ্কার বায়ুতে বিচরণ, মৃদু ব্যায়াম প্রভৃতি উপকারী।

রক্তহীন রোগীর স্নায়ুশূল (নিউর‍্যাল্জিয়া) পীড়ায় লৌহঘটিত ঔষধ খুব উপকারী। অন্যান্য নিউর‍্যাল্গিয়া পীড়ায়, যেখানে কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না—সেখানেও লৌহঘটিত ঔষধ খুব উপকারী।

লৌহের সাধারণ গুণ হচ্ছে তবে রক্ত বৃদ্ধিকারক, পোষক, হৃদয়ের ও সমস্ত শরীরের বলবৃদ্ধি কারক, স্নায়ুর বল বৃদ্ধিকারক, সঙ্কোচক এবং ক্ষুধা বৃদ্ধিকারক। ইহাতে শরীরের স্ফূর্ত্তি বৃদ্ধি করে এবং সমস্ত শরীরের বলবৃদ্ধি করে।

এরিছিপেলস্, ডিপ্‌থিরিয়া প্রভৃতি পীড়ায় লৌহঘটিত ঔষধ উপকারক। নানাবিধ রক্তস্রাবে উপকারক। ফেরম্ রিড্যাকটম, মিশ্চুরাফেরি এরমেটিকা, ভাইনম ফেরি, ফেরি কার্ব্বনাস স্যাকারেটা, মিশ্চুরাফেরি কম্পোজিটা, লাইকরফেরি ডায়ালিছেটস্ এবং ফেরি পেরক্সাইডম্ হাইড্রেটস এই লৌহগুলি

সমস্তই অমুগ্র ধরণের। এজন্ত এনিমিয়া রোগের সহিত অজীর্ণ, কোষ্ঠবদ্ধতা প্রভৃতি থাকিলে এই সকলের কোন একটা লৌহ ব্যবস্থা করা উচিত। রক্তাল্পতা হেতু রজোহীনতা (এমিনরিয়া) রোগে মিশ্চ রাফেরি কম্পোজিটা অতি প্রসিদ্ধ ঔষধ। মিশ্চ রাফেরি এরমেটিকা রক্তবৃদ্ধি করে এবং তৎসঙ্গে পরিপাক শক্তি বৃদ্ধি করে।

ফেরি সল্‌ফেট, ফেরি পার্‌ক্লোরাইড, ফেরি পার্‌নাইট্রেট এই গুলি অত্যন্ত সঙ্কোচক এবং উগ্র ধরণের লৌহ। কোষ্ঠবদ্ধতা বা অজীর্ণ প্রভৃতি উপসর্গ থাকিলে এ গুলি ব্যবস্থা করা বিধেয় নহে। এই গুলি সঙ্কোচক এবং রক্ত রোধক। নানাবিধ রক্তস্রাবে স্থানীয় এবং অভ্যন্তরিক প্রয়োগ করা উপকারক। পাকস্থলী হইতে রক্তস্রাব (হিমাটিমিসিস্) অন্ত্র হইতে রক্তস্রাব (মেলিনা), মূত্র যন্ত্র হইতে রক্তস্রাব (হিমাটিউরিয়া) রোগে এই গুলি বিশেষত বেশী মাত্রায় টীংচার ফেরি পার্‌ক্লোরাইড, বা লাইকর ফেরি পার্ নাইট্রেট্‌ উপকারী। রক্ত কাশরোগে লৌহের ব্যবহার হয় না। উদরাময়ে এই গুলি ধারক গুণবিশিষ্ট। উগ্রতা গুণ জন্ত কথন কথন উদরাময় আনয়ন করে।

টীংফেরি পর্ ক্লোরাইড্ :—এরিছিপেলস রোগে বাহ্যিক ও আভ্যন্তরিক প্রয়োগে বিশেষ উপকার করে। ½ বা ১ ড্রাম মাত্রা প্রতি ৩ ঘণ্টান্তর সেবনের ব্যবস্থা দেওয়া যায়। তদ্ভিন্ন, টীংচারফেরি পার্ ক্লোরাইডে লিণ্ট বা ন্যাকড়া ভিজাইয়া আক্রান্ত স্থানের উপর দেওয়া যায়। ডিপ্‌থিরিয়া রোগেও ইহা সেবন উপকারী। ডাক্তার ররার্টস্ বলেন পুরাতন আমাশয় রোগে ইহা সেবনে উপকার করে। ডাক্তার রসেল বলেন তরুণ বাতরোগে (একুাট রিউম্যাটিজস) টীংফেরি পার ক্লোরাইড বেশী মাত্রায় প্রয়োগে শীঘ্রই জ্বর ও বেদনা দূর করে। শরীরের বাহিরে কোন স্থানে প্রদাহ হইলে বা লাল হইয়া ফুলিয়া উঠিলে সমান পরিমাণে টীংচারফেরি পার ক্লোরাইড এবং জল মিশাইয়া তাহাতে ন্যাকড়া ভিজাইয়া সেই স্থান ক্রমাগত ভিজাইয়া রাখিলে অতি শীঘ্র এবং অবধাবিত প্রদাহের দমন হয়। অনেক স্থানে প্রদাহ হইয়া এবশেষ হইবার উপক্রমে এইরূপ ভিজাইয়া রাখিলে আর সেথানে পাকিয়া যায় না। কোন স্থানে মোচকাইয়া গেলে বা আঘাত লাগিয়া ফুলিয়া উঠিলে বা লাল হইয়া উঠিলে (এরিথিমা) হইলে সেস্থানে এইরূপ জল পটী দিলে সত্বর উপ-

কার হয়। শরীরের বাহিরে কোন স্থান হইতে রক্তস্রাব হইতে থাকিলে টিংফেরি লাগাইয়া দিলে রক্ত বন্ধ হয়। জরায়ু হইতে রক্তস্রাব হইলে ইহাতে লিণ্ট ভিজাইয়া যোনি মধ্যে দিলে বা জরায়ুর ভিতর তুলি করিয়া বুলাইয়া দিলে রক্তস্রাব নিবারণ হয়।

ফেরি সল্‌ফেট্ :—ইহার বাঙ্গালা নাম হিরেকস। ইহা একটী উৎকৃষ্ট রক্ত বৃদ্ধিকারক এবং বলবৃদ্ধিকারক লৌহ। এনিমিয়া এবং সাধারণ শারীরিক দৌর্ব্বল্যে ইহা খুব উপকারক। লিউকোরিয়া রোগে উপকারী। এমিনরিয়া রোগে এলোজ সহিত সেবনে উপকার হয়। সাধারণ শারীরিক দৌর্ব্বল্যাবস্থায় ক্যাল্‌ম্বাকুয়াশিয়া, চিরতা এবং সল্‌ফিউরিক এছিডের সঙ্গে উপকারক।

ম্যালেরিয়া সম্ভূত কম্পজ্বরে ইহা উপকারক। ফেরি সল্‌ফেট এবং ইন্‌-ফিউসেন চিরেতা একত্রে দিন, ২, ৩ বার দেওয়া যায়। এইরূপ অনেক দিন ধরিয়া সেবনে উপকার করে। পুরাতন প্লীহারোগে সল্‌ফেট্ অব্ আয়রণ এবং সল্‌ফিউরিক এছিড একত্রে বহুদিন ধরিয়া সেবনে উপকার হয়। কোষ্ঠবদ্ধতা থাকিলে উহার সঙ্গে সল্‌ফেট্ অব্ ম্যাগ্‌নেসিয়া মিশাইয়া দেওয়া যায়। পুরাতন প্লীহারোগীর রক্ত হীনতায় সল্‌ফেট অব্ আয়রণ অব্যর্থ মহৌষধ। পুরাতন প্লীহার সঙ্গে পুরাতন জ্বর থাকিলে তাহাও ইহার প্রভাবে সারিয়া যায়। জ্বরান্তে দৌর্ব্বল্যাবস্থায় ইহা অতি উৎকৃষ্ট বলকারক।

রক্তহীন এবং দুর্ব্বল রোগীর নিউর্যাল্‌জিয়া (স্নায়ুশূল) পীড়ায় ইহা উপকারী। অনেক লোকের থাকিয়া থাকিয়া শিরঃপীড়া উপস্থিত হয়। অর্থাৎ পালাজ্বরের ন্যায় পর্য্যায়ক্রমে মাথা ধরে। এইরূপ পর্য্যায়শীল শিরঃপীড়ায় এবং পর্য্যায় শীল স্নায়ুশূলে সল্‌ফেট অব্ আয়রণ সেবন উপকারী ২—৩ গ্রেণ মাত্রায় দিন ৩ বার দেওয়া যায়।

রক্ত হীনতা এবং তার সঙ্গে শোথ থাকিলে হিরেকস খুব ভাল ঔষধ।

পুরাতন উদরাময় এবং আমাশয় রোগে সল্‌ফেট অব্ আয়রণ এবং টীংচার ওপিয়ম এক সঙ্গে প্রয়োগে বিশেষ উপকার হয়।

এরিছিপেলসরোগে সল্‌ফেট অব্ আয়রণ জলে গুলিয়া তাহাতে লিণ্ট ভিজাইয়া পীড়িত স্থান ভিজাইয়া রাখিলে সত্বর উপকার হয়। সঙ্গে সঙ্গে সেবন করিতেও দিতে হয়।

কোন স্থানে প্রদাহ হইলে সেই স্থলে হিরেকসের জল (১৫ গ্রেণ ১ আং) দিয়া ভিজাইয়া রাখিলে প্রদাহের দমন হয়।

পিলফেরি আইওডাইড এবং সিরপফেরি আইওডাইড :—ইহারা আইও-ডাইন সংযুক্ত বলিয়া রক্তকারকও বটে এবং পরিবর্ত্তকও বটে। পুরাতন সিফি-লিসরোগে শরীর রক্তহীন হইলে ইহাদের দ্বারা উপকার হয়। পুরাতন রিউ-ম্যাটিজম্‌রোগ পরিবর্ত্তক হইয়া উপকার করে। স্ক্রফিউলারোগে উপকার করে।

লাইকর ফেরি ডায়ালিছেটি :—অতি উত্তম অনুগ্র ধরণের লৌহ। ইহা রক্তল্পতায় উপকারী। তা ছাড়া ইহার আর একটি গুণ এই যে, ইহা আর্সেনিক বিষের একটী বেশ প্রতিষেধক ঔষধ। আর্সেনিক দ্বারা বিষাক্ত হইলে ৩০ মিনিম মাত্রায় ইহা দুই ৩ বার প্রয়োগ করা উচিত।

লৌহ সেবনের নিয়ম :—

(১) রক্তাল্পতা রোগের সহিত অজীর্ণ ও কোষ্ঠবদ্ধতা থাকিলে অনুগ্র লৌহ দিবে। নচেৎ ফেরি সল্‌ফেট প্রভৃতি উগ্র লৌহ দিবে।

(২) অত্যন্ত উত্তাপ বৃদ্ধি হইলে, অর্থাৎ বেশী জ্বরের উপর, লৌহ দিবে না।

(৩) শিরঃপীড়া, মাথা দপ্‌দপানি প্রভৃতি উপসর্গ উপস্থিত হইলে লৌহ ঘটিত ঔষধ বন্ধ রাখিবে। সেইরূপ মলের বর্ণ অতিশয় কাল হইলে দিন কতকের জন্য স্থগিত রাখিবে।

(৪) লৌহ সেবনের উপকার পাইতে হইলে অন্ততঃ মাসাবধি লৌহ সেবন দরকার। দুই চারি দিনে কোন উপকার বুঝা যায় না।

(৫) মধ্যে মধ্যে ক্যাষ্টর অইল প্রভৃতি সেবন করাইয়া লৌহ সেবীর কোষ্ঠ পরিষ্কার রাখিবে।

(৬) লৌহ সেবনের সময় রোগীকে অম্ল খাইতে নিষেধ করিবে।

(৭) অত্যন্ত অধিক মাত্রায় লৌহ সেবনে উপকার নাই। ইহার সমস্ত শরীরে পরিপাক হয় না।

প্রেস্‌ক্রুপ্‌শন :—

ফেরিসল্‌ফেটিস্‌ gr xii, এছিড সল্‌ফিউরিক ডিল্‌ mxxx, ইন্‌ফিউজম্‌

চিরেটি ℥ vi ; ৬ ভাগের ১ ভাগ দিন ৩ বার। পর্য্যায় জ্বরে, প্লীহারোগে, দৌর্ব্বল্যাবস্থায় উপকারী।

ফেরিসল্‌ফেটিস্ gr vi, এছিড্ সল্‌ফিউরিক ডিল mxxx কুইনাইনি সল্-ফেটিস্ gr xx, ইন্‌ফিউজম্ কুয়াসাই ℥vi ১ আং মাত্রা দিন ৩ বার, প্লীহা জ্বরের বিরামাবস্থায়।

ফেরি সল্‌ফ gr xii, ম্যাগ্‌নেসাই সল্‌ফ ʒvi এছিড্ সল্‌ফ এরমেটিক ʒi, টিং জিন্‌জিবেরিস ʒii ইন্‌ফিইজম্ কুয়াশাই vel ক্যালম্বি ad ℥vi, ৬ ভাগের ১ ভাগ দিন ৩ বার প্লীহা রোগের সহিত কোষ্ঠবদ্ধতা থাকিলে। টীংফেরি পার্‌ক্লোরাইডাই ʒiii, পটাসি ক্লোরেটীস্ ৩০ গ্রেণ, একুয়া ℥vi ; ৬ ভাগের এক ভাগ প্রতি ৩ ঘণ্টান্তর। এরিসিপেলস রোগে। প্রত্যহ ৩ বার। গর্ভাবস্থায়, রক্তাল্পতা রোগে, প্লীহারোগীর মুখে ক্ষত হইলেও উপকারক।

ফেরি সল্‌ফেটিস্ ১ গ্রেণ, এলোজ ২ গ্রেণ মিশ্রিত করিয়া ১টী বটিকা। কোষ্ঠবদ্ধতায় রাত্রে ১টী বড়ী।

ম্যাগ্‌নেসাই সল্‌ফেটিস্ ℥ii, ফেরি সল্‌ফেটিস্ gr xii, এছিড সল্‌ফিউরিক ডিল ʒi, ইন্‌ফিউসম্ ক্যালম্বি ℥vi। ৬ ভাগের ১ ভাগ প্রত্যহ ৩ বার। রক্ত-হীনতা এবং কোষ্ঠবদ্ধতায় উপকারী।

ফেরি এট কুইনাইনি ছাইট্রাস্ gr xxx, টীং নক্সভমিকা mxxx, একোয়া ℥vi, ৬ ভাগের ১ ভাগ দিন ২, ৩ বার। জ্বরান্তে দৌর্ব্বল্যে উপযোগী।

মিশ্চুরা ফেরি কম্পোজিটা ℥ss, ডিক্‌কটম এলোজ কম্পোজিটা ℥ss ; এক মাত্রা দিন ৩ বার। রক্ত হীনতার সহিত এমিনরিয়া রোগে।

মাত্রা :—ফেরি এট্ এমনিয়া ছাইট্রাস্ ৫—১০ গ্রেণ, ফেরি এট কুইনাইনি ছাইট্রাস্ ৫—২০ গ্রেণ, ফেরি কার্ব্বনাস্ স্যাকারেটা ৫ গ্রেণ—১ ড্রাম। সিরপ ফেরি আইওডাইড ২০ মিনিম—১ ড্রাম। টীং ফেরি পার্‌ক্লোরাইড ৫—৩০ মিনিম। লাইকর ফেরি এছিটেটিস্ ৫—৩০ মিনিম। ফেরিফস্‌ফ ৫—১০ গ্রেণ, সিরুপস্ ফেরিফস্‌ফ ১ ড্রাম। ফেরি সল্‌ফেট ১—৫ গ্রেণ ; ভাইনম ফেরি ছাইট্রেটিস ১—৪ ড্রাম, ফেরি আর্সিনিয়াস $\frac{1}{16}$—$\frac{1}{4}$ গ্রেণ (বটিকাকারে) মিশ্চুরা ফেরিকো ১—২ আউন্স।

বিস্‌মুথম্—বিস্‌মথ্। (BISMUTHUM—BISMUTH.)

বিস্‌মুথম্—পিউরিফেটম্ (BISMUTHUM PURIFICATUM.)

বাঙ্গালা বিস্‌মথ;—পরিষ্কৃত বিস্‌মথ ধাতু।

প্রয়োগরূপঃ—(১) বিস্‌মুথাই কার্ব্বনাস্ (২) বিস্‌মুথাই ছাইট্রাস্ (ক) লাইকর বিস্‌মুথাই এট্ এমনছাইট্রাস্ (খ) বিস্‌মুথাই এট্ এমন ছাইট্রাস (৩) বিস্‌মুথাই অক্‌ছাইডম (৪) বিস্‌মুথাই সব্ নাইট্রাস্ (ক) ট্রচিছাই বিস্‌মুথাই।

আদত বিস্‌মথ ধাতুর ব্যবহার নাই। ইহার সর্ব্বাপেক্ষা প্রচলিত প্রয়োগরূপ সব্ নাইট্রেট্ অব্ বিস্‌মথ।

বিস্‌মুথাই সব্ নাইট্রাস্—সব্ নাইট্রেট্ অব্ বিস্‌মথঃ—ইহাকে চর্ম্মের উপর সংলগ্ন করিলে ইহা শরীরস্থ হয় না। বিস্‌মথের সমস্ত প্রয়োগরূপের প্রায় এক রকম ক্রিয়া।

পূর্ব্বে সকলের সংস্কার ছিল যে, সব্ নাইট্রেট্ এবং কার্ব্বনেট্ শরীরে হজম হয় না, মলের সহিত নির্গত হইয়া যায়। কিন্তু ডাক্তার উড বলেন যে, ইহার কতক অংশ শরীরে পরিপাক হইয়া যায়, যেহেতু বিস্‌মথ সেবী রোগীর মূত্র পরীক্ষা করিলে তাহাতে বিস্‌মথ পাওয়া যায়। বিস্‌মথ সেবী রোগীর মল কৃষ্ণবর্ণ হয়। লৌহ সেবনকারীর মলও কৃষ্ণবর্ণ হয়।

সব্ নাইট্রেট্ অব্ বিস্‌মথ পাকস্থলীর অবসাদক। ইহা পাকস্থলীর উগ্রতা দমন করে। পাকস্থলীর স্নায়ু সকলের উপর কার্য্য করিয়া এই ক্রিয়া উৎপন্ন করে। অন্ত্রের উপর ইহা সঙ্কোচক গুণ প্রকাশ করে।

ইন্‌টার্ ট্রাইগো, ইম্‌পেটাগো, একজিমা প্রভৃতি চর্ম্মরোগে সব্ নাইট্রেট্ অব্ বিস্‌মথের গুঁড়া ছড়াইয়া দিলে উপকার হয়। স্রাবযুক্ত চর্ম্মরোগে স্রাব হইতে থাকিলে ইহার গুঁড়া ছড়াইয়া দিলে উপকার করে। ওজিনা ও সর্দ্দিরোগে বিস্‌মথ সব্ নাইট্রেটের নাস লইলে উপকার করে।

বিস্‌মথ এবং কার্ব্বনেট অব্ বিস্‌মথ জলে দ্রব হয় না। ইহাদের আম্ল-

দও নাই। ইহাদিগকে সেবন করিতে হইলে মিউসিলেজ বা দুধের সঙ্গে মিশাইয়া দেওয়া সুবিধা।

পাকস্থলীর নানাবিধ পীড়ায় বিস্মথ উপকারী। পাকস্থলীর পুরাতন প্রদাহ, পাকস্থলীর ক্ষত, পাকস্থলীর ক্যান্সার প্রভৃতি রোগে বিস্মথ সব্ নাইট্রেট অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। মাতালদিগের ক্রণিক গ্যাস্ট্রাইটিস্রোগে বিস্মথ মহোপকারী। গ্যাস্ট্রডাইনিয়া, এবং বমনেও খুব উপকার করে। পাইরোসিসরোগে (মুখে জল উঠা) উপকার করে। নানাবিধ উদরাময় রোগে বিস্মথ মহোপকারক। রক্তামাশয় রোগে ইপিকাকের সহিত সব্ নাইট্রেট অব্ বিস্মথ খুব উপকার করে। ছেলেদের উদরাময়রোগে বিসমথ অতি উৎকৃষ্ট ধারক। অম্লাজীর্ণ ও অম্লশূলরোগে সব্ নাইট্রেট অব্ বিস্মথ ওপিয়ম এবং ম্যাগ্নেসিয়া সহযোগে মহোপকার সাধন করে।

যক্ষ্মাকাশ রোগীর উদরাময়ে বিস্মথ অব্যর্থ মহৌষধ। কিন্তু, এই অবস্থায় ½—১ ড্রাম মাত্রায় দেওয়া উচিত। যক্ষ্মারোগীর যে উদরাময় অন্য কোন ঔষধে ক্ষান্ত হয় না, তাহাতে বিস্মথ সব্ নাইট্রেট দ্বারা উপকার হয়।

পুরাতন গণরিয়া রোগে বিস্মথ সব্ নাইট্রেট পীচকারী দ্বারা উপকার হয়। যথা;—বিস্মথ সব নাইট্রেট ½ আং, গ্লাইছেরিণ ½ আং; জল ৩ আং লোসন তৈয়ার করিয়া পীচকারী।

অজীর্ণরোগে (ডিস্পেপ্সিয়া) রোগে বমন ও পাকস্থলীতে বেদনা থাকিলে মরফিয়া বা অহিফেণ সহযোগে বিস্মথ সব্ নাইট্রেট খুব ভাল ঔষধ।

মাত্রা ইত্যাদি। বিস্মথ সব্ নাইট্রেটের মাত্রা ৫ হইতে ২০ গ্রেণ। ইহা গুড়ার আকারে শুধু অথবা ম্যাগনেসিয়া সোডা প্রভৃতির সহিত মিশাইয়া দেওয়া যায়। অন্যান্য ঔষধের সহিত মিক্শ্চার করিয়া দিতে হইলে মিউসিলেজ অব্ গম একেশিয়ার সহিত দেওয়া যায়, নচেৎ বিস্মথ তলে পড়িয়া থাকে।

বিস্মথ সব্ নাইট্রেট ৩০ গ্রেণ, গ্রেপাউডার ৬ গ্রেণ, পল্ভইপিকাক ১ গ্রেণ মিশ্রিত করিয়া ১২ পুরিয়া। ছেলেদের উদরাময়ে খুব উপকারক।

বিস্মথ সব্ নাইট্রেট ১০ গ্রেণ, ভাইনম্ ইপিকাক ১০ মিনিম, টীং ওপিয়ম ১০ মিনিম, মিউসিলেজ গম একেশিয়া ১ আং। ১ মাত্রা প্রতি ৩ ঘণ্টান্তর রক্তামাশয়রোগে।

বিস্মথ সব্ নাইট্রেট ১০ গ্রেণ, পল্ভইপিকাক ৩—৫ গ্রেণ, সোডি বাইকার্ব্ব ১০ গ্রেণ। ১ পুরিয়া আমাশয়রোগে।

বিস্মথ সব্ নাইট্রেট ২ ড্রাম, মরফিয়া ১ গ্রেণ, সোডা ২ ড্রাম বা ম্যাগনেসিয়া ১½ ড্রাম, মিশ্রিত করিয়া ১২ পুরিয়া। দিন ৩ বার সেবন। অম্লশূল ক্রনিক গ্যাষ্ট্রাইটিস প্রভৃতি রোগে।

বিসমথ সব নাইট্রেট ১ ড্রাম, এছিড হাইড্রোছিয়ানিক ডিল ১৫ মিনিম, লাইকর ষ্ট্রীকনিয়া ১৫ মিনিম, জল ৬ আং। ৬ ভাগের ১ ভাগ মাত্রা। বমন রোগে। গ্যাসষ্ট্রাল্জিয়া, গ্যাস্ট্রডাইনিয়া রোগে উপকারক।

সব্ নাইট্রেট্ অব্ বিস্মথ ʒi, মরকাহন হাইড্রোক্লোরেট ২ গ্রেণ, গম একেশিয়া ʒii সর্দ্দি। এবং ওজিনা রোগে নস্তরূপে ব্যবহার হয়। ইহার নাম ফোরিয়ারের নস্ত। সর্দ্দি হইয়া নাসিকা দ্বার জ্বালা করিলে ইহাতে উপকার হয়।

কার্ব্বনেট অব্ বিস্মথ :—ইহার ক্রিয়া সব্ নাইট্রেট্ অব বিস্মথের ন্যায়। কেহ কেহ বলেন ইহা সব্ নাইট্রেট অপেক্ষাও ভাল এবং ইহা পচন নিবারক এবং অপেক্ষাকৃত বেশী ধারক।

অক্সাইড অব্ বিস্মথ :—ক্রিয়া কার্ব্বনেট অব্ বিস্মথের ন্যায়।

সাইট্রেট অব্ বিসমথ এবং লাইকর বিস্মথ এট এমন ছাইট্রেট এ গুলির ক্রিয়াও বিস্মথ সব্ নাইট্রেটের ন্যায়। এ গুলি জলে এবং পাকরসে দ্রবনীয়। এই জন্য কেহ কেহ বলেন ইহারা সব্ নাইট্রেট অপেক্ষা ভাল। আবার কেহ বা বলেন সব্ নাইট্রেট অপেক্ষা মন্দ। ইহাতে নাকি পাকাশয়ের উগ্রতা উৎপন্ন করে।

বোরাক্স্—সোডিবাইবোরাস (BORAX.) বাঙ্গালাসোহাগা।

প্রয়োগরূপ :—(১) এছিড বোরিক। (ক, গ্লাইছেরিনম বোরাছিস। (খ) মেল বোরাছিস।

বোরাক্স বা সোহাগা অম্লনাশক, মূত্রকারক, জরায়ু, সঙ্কোচক, রজোনিঃস্বারক এবং পচন নিবারক। স্থানীয় প্রয়োগে সঙ্কোচক এবং পরিবর্ত্তক।

ইহা সেবনের পর রক্তের সহিত মিশ্রিত হইয়া রক্তকে ক্ষারগুণবিশিষ্ট করে এবং মূত্র যন্ত্রকে উত্তেজিত করিয়া মূত্রের পরিমাণ বৃদ্ধি করে। অধিক মাত্রায় সেবনে ইহা জরায়ুকে অতিশয় সঙ্কুচিত করে এবং গর্ভাবস্থায় প্রয়োগে গর্ভস্রাব হইতে পারে। প্রসবের পর ফুল না পড়িলে সোহাগা খাওয়াইলে ফুল পড়িয়া যায়। কিন্তু এই সকল কার্য্যে এক্ষণে আর বোরাক্সের ব্যবহার নাই। আরগট ইহাকে পরাস্ত করিয়াছে। বোরাক্স ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীবাণুধ্বংস করে। যে সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীবাণুদ্বারা পচন ক্রিয়া উৎপন্ন হয় বা মাংসাদি পচিয়া উঠে, সোহাগা সেই সকল জীবাণুধ্বংস করিতে সমর্থ। এই নিমিত্ত সোহাগা পচন নিবারক। বোরছিক এছিড্ মলম একটী বেশ ভাল পচন নিবারক মলম। মৎস্য, মাংস প্রভৃতিতে একটু সোহাগা মাখাইয়া রাখিলে আর উহা পচিতে পায় না।

ছোট ছোট ছেলেদের মুখের ক্ষতে বোরাক্স বেশ একটা ভাল ঔষধ। গ্লাইছেরিণ অব্ বোরাক্স একটু তুলিতে করিয়া মুখের ক্ষতেলাগাইয়া দিতে হয়। মধু এবং সোহাগা একত্রে মাড়িয়া মুখের ক্ষতে দিলেও উপকার হয়। জিহ্বা ফাটিলে বা ঠোঁট ফাটিলে মধু ও সোহাগামাড়িয়া প্রলেপ দিলে ভাল হয়। সেইরূপ জর প্রদাহ প্রভৃতি রোগে জিহ্বা শুষ্ক, লাল ও ফাটা ফাটা হইলে মধুযোগে সোহাগা লইয়া জিহ্বাতে লাগাইয়া দিলে জিহ্বা সুস্থ হয়। স্তন ফাটিয়া গেলে ঐরূপ সোহাগা মধু মাখাইয়া দিলে উপকার হয়।

লিউকোরিয়া রোগে এবং যোনিদ্বারের ক্ষতাদিতে সোহাগার স্থানীয় প্রয়োগে উপকার হয়। ½ আং সোহাগা, ১ আং গ্লাইছেরিন এবং ১ পাইণ্ট জল একত্র করিয়া লোসন করিয়া প্রদররোগে যোনি ধৌত করিলে উপকার হয়। ছোট ছোট শিশুদিগের লিউকোরিয়া রোগে (ইনফ্যাণ্টাইল লিউ-কোরিয়া) যোনিদ্বারে গ্লাইছেরিন অব্ বোরাক্স মাখাইয়া দিলে আরাম হয়। মাথায় খুসকী বা মরামাস জমিলে সোহাগার জল দিয়া মস্তক ধৌত করিলে মরামাস উঠিয়া যায়।

ম্যাগ্নেসিয়ম—ম্যাগ্নেসিয়া (MAGNESIA.) বাঙ্গালা ম্যাগ্নেসিয়া ধাতু।

প্রয়োগরূপ :—(১) ম্যাগ্নেসিয়া পণ্ডিরোসা। (২) ম্যাগ্নেসিয়া লেভিস। (৩) ম্যাগ্নেসিয়াই কার্ব্বনাস পণ্ডিরোসা। (৪) ম্যাগ্নেসিয়াই কার্ব্বনাস

লেভিস। (ক) লাইকর ম্যাগ্নেসিয়াই কার্ব্বনেটিস। (৫) লাইকর ম্যাগ্নেসিয়াই ছাইট্রেটিস। (৬) ম্যাগ্নেসিয়াই সল্‌ফাস। (ক) ম্যাগ্নেসিয়াই সল্‌ফাস এফার-ভেসেন্স। (খ) এনিমা ম্যাগ্নেসায়ি সল্‌ফেটাস।

ম্যাগ্নেসিয়া পণ্ডিরোসা, ম্যাগ্নেসিয়া লেবিস, ম্যাগ্নেসিয়াই কার্ব্বনাস পণ্ডি-রোসা এবং ম্যাগ্নেসিয়াই কার্ব্বনাস লেভিস্ অম্লনাশক এবং বেশী মাত্রায় মৃদু বিরেচক। বুক জ্বালা, অম্লোদ্গার, অম্লজনিত উদরাময়ে উপকারী। রুবার্ব্ব ম্যাগ্নেসিয়া এবং জিঞ্জার একত্র মিশাইয়া গ্রেগরির পাউডার হয়। এই গ্রেগরির পাউডার মৃদু বিরেচক, ক্ষুধা বৃদ্ধিকারক এবং অম্লনাশক। লাইকর ম্যাগ্নেসিয়াই কার্ব্বনেটীস এর আর একটী নাম ফ্লুইড ম্যাগ্নেসিয়া। ইহা উত্তম অম্লনাশক। অম্লাজীর্ণরোগে বিশেষ উপকারক। ইহার মাত্রা ১—২ আং।

সল্‌ফেট্ অব্ ম্যাগ্নেসিয়া বেশী মাত্রায় বিরেচক এবং অল্পমাত্রায় মূত্রকারক। ইহাতে মলের সঙ্গে অন্ত্র হইতে রস নির্গত হয়। জলবৎ তরল দাস্ত হয়। এইজন্য শোথ রোগে, এপ্পলেক্‌সি রোগে এবং নানাবিধ তরুণ প্রদাহরোগে ইহা উপযুক্ত বিরেচক। ইহাতে খুব পেট ডাকে। কেহ কেহ বলেন অল্প মাত্রায় (½ ড্রাম) পুনঃ পুনঃ প্রয়োগে ইহা তরুণ আমাশয় আরোগ্য করে। ইহা ১ – ৪ ড্রাম মাত্রায় বিরেচক। ২০—৬০ গ্রেণ মাত্রায় মূত্রকারক। সল্‌ফেট্ অব্ ম্যাগ্নেসিয়া দ্বারা বিরেচন ক্রিয়া পাইতে হইলে ইহা কিছু বেশী জলের সঙ্গে মিশাইয়া সেবন করাইতে হইবে। নচেৎ তাদৃশ ফল হয় না। আমাদিগের গ্রীষ্ম প্রধান দেশে ইহা বড় ভাল বিরেচক নহে। এতদ্দেশে ইহাতে উদরাধ্মান আমাশয় প্রভৃতি উপসর্গ আনয়ন করে।

লিথিয়ম (LITHIUM.) ধাতু।

প্রয়োগরূপ :—(১) লিথিয়াই কার্ব্বনাস। (ক) লাইকর লিথি এফার-ভেসেন্স। (২) লিথি ছাইট্রাস্।

লিথিয়া ঘটিত ঔষধ সকল অতিশয় মূত্রকারক। গাউট এবং ইউরিক এছিড পাথরি রোগে ইহা খুব ভাল ঔষধ। লাইকর লিথি এফারভেসেন্স

রূপে দেওয়া বেশ সুবিধাজনক। ইহার নাম লিথিয়া ওয়াটার। মাত্রা ৫–১০ আং। লিথি ছাইট্রাস, মাত্রা ৫—১০ গ্রেণ।

সোডিয়ম (SODIUM.)

প্রয়োগরূপ :—(১) সোডা কষ্টিকা। (২) লাইকর সোডি। (৩) সোডা টার্টারেটা (ক) পল্ভিস্ সোডি টার্টারেট এফারভেস। (৪) সোডিয়াই আর্সিনিয়াস। (ক) লাইকর সোডি আর্সিনায়িটিস। (৫) সোডিয়াই বেঞ্জোয়াস। (৬) সোডিয়াই বাইকার্ব্বনাস। (ক) লাইকর সোডিয়াই এফারভেসেন্স। (খ) ট্রচিছাই সোডিয়াই বাইকার্ব্বনেটিস। (৭) সোডিয়াই ব্রোমাইডম। (৮) সোডিয়াই কার্ব্বনাস। (ক) সোডিয়াই কার্ব্বনাস একস্ সিকেটা। (৯) লাইকর সোডি ক্লোরিনেটি। (ক) ক্যাটাপ্লাস্মা সোডি ক্লোরিনেটি। (১০) সোডিয়াই ক্লোরাইডম্। (১১) সোডিয়াই ছাইট্রোটার ট্রাস এফারভেসেন্স। (১২) লাইকর সোডিয়াই এথিলেটিস। (১৩ সোডিয়াই হাইপফস্ফিস্। (১৪)সোডিয়াই আইওডাইডম্। (১৫) সোডিয়াই নাইট্রাস। (১৬) সোডিয়াই নাইট্রিস। (১৭) সোডিয়াই ফস্ফাস। (ক) সোডিয়াই ফস্ফাস এফারভেসেন্স। (১৮) সোডিয়াই স্যালিসিলাস। (১৯) সোডিয়াই সল্ফাস। (ক) সোডিয়াই সল্ফাস এফারভেসেন্স। (২০) সোডিয়াই সল্ফিস। (২১) সোডিয়াই সল্ফো কার্ব্বনাস। (২২) সোডিয়াই ভ্যালিরিয়ানাস্।

সোডা ঘটিত ঔষধ সকলের ক্রিয়া প্রায় পটাসিয়মের ন্যায়। তবে সোডা ঘটিত ঔষধ অপেক্ষা পটাস ঘটিত ঔষধ বেশী মূত্রকারক। পটাস হৃদয়ের অবসাদক কিন্তু সোডা সেরূপ নহে। কেহ২ বলেন সোডা যকৃতের উপর কার্য্য করে।

সোডা কষ্টিকা--ক্রিয়া পটাসা কষ্টিকার ন্যায়। তবে অনেক মৃদু।

লাইকর সোডি—ক্রিয়া লাইকর পটাসার ন্যায়। বড় একটা ব্যবহার নাই।

সোডা টার্টারেটা—বিরেচক। অন্ততঃ ৪—৬ ড্রাম মাত্রায় দেওয়া উচিত পল্ভিস্ সোডি টার্টারেট এফারভেসেন্স সুখ সেব্য মৃদু বিরেচক। ইহার চলিত নাম সিড্‌লিজ পাউডার।

সোডিয়াই আর্সিনায়েটীস—ইঁহার ক্রিয়া আর্সেনিকের ন্যায়। মাত্রা ১/১৬—১/৪ গ্রেণ। লাইকর সোডিয়াই আর্সিনায়েটীস মাত্রা ৫—৮ মিনিম।

সোডিয়াই বেঞ্জোয়াস—ক্রিয়া বেঞ্জইক এছিডের, ন্যায়। ইহা মূত্রকারক এবং পচন নিবারক। পুরাতন ছিষ্টাইটিস্ রোগে বিশেষ উপকারক। মাত্রা ১০—৩০ গ্রেণ।

সোডিয়াই বাইকার্ব্বনাস :—ক্রিয়া বাহিকার্ব্বনেট অব্ পটাসের ন্যায়। ইহা অম্লনাশক এবং পাকাশয় স্নিগ্ধকারক। অম্লাজীর্ণ রোগে উপকার করে। সম্মুখ কপালে শিরঃপীড়া হইলে (ফ্রন্টাল হেডেক) ইহা সেবনে যন্ত্রণার নিবৃত্তি হয়। ব্রংকাইটীস রোগে এবং ডিস্পেপ্সিয়া রোগে ইহা উপকারক। ইহা শ্লেষ্মা তরল করে। কোন স্থানে পুড়িয়া গেলে তাহার উপর বাইকার্ব্বনেট অব্ সোডা একটু জল দিয়া গুলিয়া প্রয়োগ করিলে তৎক্ষণাৎ সমস্ত জ্বালা যন্ত্রণা নিবারণ হয়।

তরুণ টন্সিলাইটিস রোগে সোডা মিশ্রিত জলের কুলি করিলে উপকার হয়।

অর্টিকেরিয়া (আঁসড় বা আমবাত) হইয়া গাত্র চুলকাইলে সোডার জল দিয়া গাত্র ধৌত করিলে চুলকানি নিবারণ হয়। জন্ডিস্রোগে গাত্র চুলকাইলে সোডার জল দিয়া গাত্র ধৌত করিলে উপকার হয়।

সোডিয়াই ব্রোমাইডম্—ইহার ক্রিয়া ব্রোমাইড অব্ পটাসিয়মের ন্যায়। ইহা ব্রোমাইড অব্ পটাস্ অপেক্ষা কম অবসাদক।

সোডিয়াই কার্ব্বনাস—ইহার ক্রিয়া বাইকার্ব্বনেট অব্ সোডার ন্যায়। লেবুরস এবং বাইকার্ব্বনেট অব্ সোডা বা কার্ব্বনেট অব্ সোডা একত্র করিয়া পান করিলে পাকাশয় স্নিগ্ধ হয় এবং অজীর্ণ রোগে উপকার করে।

লাইকর সোডি ক্লোরিনেটি :—পচন নিবারক এবং রোগ বীজ বিনাশক। ডিপ্থিরিয়া, ম্যালিগ্নন্ট স্কারলেটিনা, ম্যালিগ্ন্যনেন্ট স্মলপক্স, সেপ্টিসিমিয়া প্রভৃতিতে সেবন উপকারক। ১৫—২০ গ্রেণ মাত্রায় জল মিশাইয়া ৩—৪ ঘণ্টান্তর প্রয়োগ করা যায়।

সোডিয়াই ক্লোরাইডম - ইহাই হচ্ছে আমাদিগের ব্যবহৃত লবণ যাহা আমরা প্রত্যহ আহার করি। এই অত্যাবশ্যকীয় পদার্থ দুইটী দ্রব্যের

সংমিশ্রণে উৎপন্ন। ক্লোরিণ নামক গ্যাস এবং সৌডিয়ম ধাতু। ক্লোরিণ গ্যাস শ্বাসপথে প্রবেশ করিলে শ্বাসরোধ হইবার উপক্রম হয়। সোডিয়ম ধাতু পটাস ধাতুর ন্যায় অতিশয় দাহ্য এবং গরম জলে ফেলিবামাত্র জ্বলিয়া উঠে। অথচ এই দুই দ্রব্য—ক্লোরিণ গ্যাস এবং সোডা যখন একত্র মিশ্রিত হয়, তখন সম্পূর্ণ নূতন দ্রব্য লবণ হইয়া পড়ে। লবণের সঙ্গে পেরক সাইড্ অব্ ম্যাংগানিস্ নামক দ্রব্য মিশাইয়া তাহার উপর একটু সল্‌ফিউরিক এছিড ঢালিয়া দিলে এক রকম সবুজ বর্ণের বাষ্প উঠে। ঐ বাষ্পই ক্লোরিণ গ্যাস। এই ক্লোরিণ গ্যাস অতি উত্তম পচন নিবারক এবং দুর্গন্ধহারক। ক্লোরিণ গ্যাসের এই গুণ থাকাতেই সোডি ক্লোরিনেটী লাইকর, ক্যাল্‌ক্স্ ক্লোরিনেটী প্রভৃতির পচন নিবারক গুণ হইয়াছে।

সমুদ্র জলে লবণ আছে। এইজন্য সমুদ্র জল এত লোনা। সমুদ্র জলে লবণ আছে বলিয়াই সমুদ্র জাতীয় জীব জন্তু সকল সমুদ্র জলে বাস করিতে পারে। সমুদ্রের মৎস্য নদীর জলে বাঁচে না। কড মৎস্য নদীতে ছাড়িয়া দিলে মরিয়া যায়। সমুদ্র জাতীয় উদ্ভিদগণও লোনা জল ব্যতীত বাঁচে না। ১ গ্যালন সমুদ্র জল জ্বাল দিলে ১৬ হইতে ১৮০০ গ্রেণ লবণ পাওয়া যায়। লবণ খনি হইতেও উঠে। এই সকল খনি পূর্ব্বে সমুদ্রের শাখা ছিল। ঐ সকল শাখা সমুদ্র কালক্রমে সমুদ্র ছাড়িয়া চারিদিকে মৃত্তিকা বেষ্টিত হইয়া হ্রদের ন্যায় হইয়াছে। এই সকল হ্রদের জল অত্যন্ত লবণাক্ত। এই সকল লবণ হ্রদ আবার কালক্রমে শুষ্ক হইয়া মাটি চাপা পড়িয়া লবণের খনি হইয়াছে। এইজন্য অনেক স্থানে মাটির তল হইতে লবণ উঠে। যে স্থান হইতে লবণ উঠে সেই স্থানকেই লবণের খনি বলে।

লবণ সকল জন্তুরই একটী প্রয়োজনীয় খাদ্য। লবণ ব্যতীত আমাদের জীবন ধারণ হয় না। লবণ আমাদিগের রক্তের একটী উপাদান। এইজন্য রক্তের আস্বাদ লোন্‌তা। ১ গ্যালন রক্তে প্রায় ৩ ড্রাম লবণ থাকে। লবণ জল শোষক: এইজন্য বেশী লবণ খাইলে পিপাসা পায়। রক্তে লবণ থাকাতে ইহা শরীরে জল চুষিয়া লয়, তাহাতে দেহের সর্ব্ব স্থানে জল যায় এবং দেহের পুষ্টি হয়। তদ্ভিন্ন, আমাদের পাচকরস যাহা পাকস্থলী হইতে নিঃসৃত হয় এবং যাহাতে আহার্য্য পরিপাক হয়, সেই পাচক রসের প্রধান উপাদান

হাইড্রোক্লোরিক এছিড এবং হাইড্রোক্লোরিক এছিডের একটী উপাদান ক্লোরিণ গ্যাস। এই ক্লোরিণ গ্যাস লবণ হইতে উৎপন্ন হয়। সুতরাং লবণ না খাইলে পাচক রস জন্মাইতে পারে না এবং পাচক রস নইলে আমাদের আহার্য্যও পরিপাক হয় না।

লবণ সমস্ত জীবেরই দরকার। গরুকে অল্প পরিমাণে লবণ খাওয়াইলে উহাদের দেহ পুষ্টি হয়। গাভীকে প্রত্যহ সামান্য পরিমাণে লবণ খাওয়াইলে দুধের পরিমাণ বৃদ্ধি হয়।

বেশী মাত্রায় লবণ বমনকারক। লবণ জলের পীচকারী দিলে গুহ্যদ্বারের ছোট ছোট ক্রিমি মরিয়া যায়। জোঁকের গায়ে লবণ দিলে জোঁকে কামড় ছাড়িয়া দেয়। নাইট্রেট্ অব্ সিল্‌ভার সেবন দ্বারা বিষাক্ত হইলে লবণ খাওয়া বেশ একটা ভাল ঔষধ। পুরাতন বাতরোগে লবণ জলে স্নান করিলে উপকার হয়। শরীর দুর্ব্বল হইলে অল্প লবণ মিশ্রিত জলে স্নান করিলে শরীর সবল হয় এবং সমুদ্র জলে স্নানের ফল হয়।

১ ড্রাম মাত্রায় লবণ সেবনে মৃগীরোগ আরোগ্য হইতে দেখা গিয়াছে। শিরঃপীড়া রোগে লবণের নস্য লইলে নাকি উপকার হয়। রক্তবমন রক্তকাশ প্রভৃতি রোগে লবণ সেবনে রক্তবন্ধ হয়। ডাক্তার বেজ বলেন এই সকল রক্তস্রাব রোগে ১ ড্রাম লবণ ½ লিটার জলে গুলিয়া ঐ মিক্‌শ্চারের ৩ টেবেল স্পুন্‌ফুল ৫ মিনিট অন্তর সেবন করাইলে উপকার হয়। কলেরা রোগে লবণ মিশ্রিত জল সেবনে বিশেষ উপকার হয়।

সোডিয়াই ছাইট্রোটারট্রাস্ এফারভেসেন্স—অম্লনাশক এবং মৃদু বিরেচক। ১ টেবেল স্পুন্‌ফুল মাত্রায় জলের সঙ্গে দেওয়া যায়। ইহা বেশ সুখ সেব্য।

লাইকর সোডিয়াই এথিলেটাস—কষ্টিক এবং দাহক।

সোডিয়াই হাইফস্‌ফিস—স্ক্রফিউলা এবং যক্ষ্মারোগে উপকার করে।

সোডিয়াই আইওডাইডম—ক্রিয়া আইওডাইড অব্ পটাসিয়মের ন্যায়।

সোডিয়াই নাইট্রিস্—ইহার ক্রিয়া নাইট্রো গ্লিছেরিণের ন্যায়। এন্‌জাইনা রোগে সেবনে উপকার হয়। তবে ইহার ক্রিয়া কিছু মৃদু। নাইট্রো গ্লাইছেরিণ সেবনে যেমন শিরঃপীড়া হয়, ইহাতে তাহা হয় না। ইহা ১-৩

গ্রেণ মাত্রায় দেওয়া যায়। লব্লিনিস্কি বলেন ইহা এজ্মা রোগেও উপকারক।

সোডিয়াই ফস্ফাস্—বিরেচক। ½ আং মাত্রায় বা তদপেক্ষা অধিক মাত্রায় দেওয়া যায়। ইহার কোন কটু আস্বাদ নাই, এজন্য সুখ সেব্য। মাত্রা ¼ ১ আং। সোডিয়াই ফস্ফাস্ একার্ভেসেন্স মাত্রা ¼ ½ আং।

সোডিয়াই স্যালিসিলাস—উত্তাপহারক। তরুণ বাতরোগে বিশেষ উপকারক। মাত্রা ১০—৩০ গ্রেণ।

সোডিয়াই সল্ফাস - ইহার চলিত নাম গ্লবার সল্ট। ক্রিয়া সল্ফেট্ অব্ ম্যাগ্নেসিয়ার ন্যায়। মাত্রা ¼ ১ আং। সোডিয়াই সল্ফাস্ এফার্ভেসেন্স মাত্রা ¼—½ আং।

সোডিয়াই সল্ফো কার্ব্বলাস—পচন নিবারক। উদরে খাদ্য দ্রব্য পচিয়া দুর্গন্ধ উদ্গার উঠিলে অথবা উদরাধ্মান হইলে ইহা সেবনে উপকার করে। তা ছাড়া সেপ্টিসিমিয়া, ডিপ্থিরিয়া প্রভৃতি রোগে উপকারক। মাত্রা ৫—১০ গ্রেণ।

ভ্যালিরিয়ানেট অব্ সোডা—ভ্যালিরিয়ানেট অব্ জিঙ্ক প্রস্তুত করিতে ব্যবহার হয়।

সোডিয়াই ফস্ফাস্ এফারভেস্ এবং সোডিয়াই সল্ফাস্ এফারভেস্ বেশ সুখ সেব্য বিরেচক ঔষধ। জলে ফেলিয়া দিলে যেমন ফুটিয়া উঠে অমনি পান করিতে হয়।

হাইড্রার্জিরম্—মার্কুরি (HYDRARGYRUM—MERCURY)

বাঙ্গালা পারদ ধাতু।

প্রয়োগরূপ :—আদত পারদ হইতে (ক) হাইড্রার্জিরম কম্ক্রিটা (খ) এম্ প্লাষ্ট্রম হাইড্রার্জিরাই (গ) এম্প্ল্যাষ্ট্রম্ এমোনিয়াছাইকম্ হাইড্রার্জিরো ঘ) লিনিমেণ্টম্ হাইড্রার্জিরাই (ঙ) পাইলিউলা হাইড্রার্জিরাই (চ) সপোজিটোরিয়া হাইড্রার্জিরাই (ছ) অংগুয়েণ্টম হাইড্রার্জিরাই (জ) অংগুয়েণ্টম হাইড্রার্জিরাই কম্পোজিটস্ (২) হাইড্রার্জিরাই আইওডাইডম্ রুব্রম (ক) অংগুয়েণ্টম হাইড্রার্জিরাই আইওডাইডাই রুব্রাই (খ) লাইকর আর্সেনিয়াই

এট হাইড্রার্জিরাই আইওডাইডাই। (৩) লাইকর হাইড্রার্জিরাই নাইট্রে-টিস্ এছিডস্ (ক) অংগুয়েণ্টম হাইড্রার্জিরাই নাইট্রেটিস্ (খ) অংগুয়েণ্টম হাই-ড্রার্জিরাই নাইট্রেটিস্ ডাইলুটম্ (৪) ওলিয়েটম হাইড্রার্জিরাই (৫) হাইড্রার্জিরাই অক্ছাইডম্ ফ্লেভম (৬) হাইড্রারজিরাই অক্ছাইডম্ রুব্রম (ক) অংগুয়ে-ণ্টম হাইড্রার্জিরাই অক্ছাইডাই রুব্রাই (৬) হাইড্রার্জিরাই পার্ক্লোরাইডম্ (ক) লাইকর হাইড্রার্জিরাই পার্ক্লোরাইডাই। (খ) লোসিও হাইড্রার্জিরাই ফ্লেবা (৭) হাইড্রার্জিরাই সব্ ক্লোরাইডম্। (ক) লোসিও হাইড্রার্জিরাই নাইগ্রম (খ) পাইলুলা হাইড্রার্জিরাই সব্ ক্লোরাইডাই কম্পোজিটা (গ) অংগুয়েণ্টম হাইড্রার্জিরাই সব্ ক্লোরাইডাই। (৮) হাইড্রার্জিরাই পার্সল্-ফাস (৯) হাইড্রার্জিরম এমনায়েটম (ক) অংগুয়েণ্টম হাইড্রারজিরাই এমে-নায়েটাই।

আদত পারা ধাতু উদরস্থ করিলে ইহা শরীরে পরিপাক হয় না এবং কোন ক্রিয়াও প্রকাশ করে না। অধিক মাত্রায়, এমন কি দুই এক সের পারদ উদরস্থ করিলেও প্রায় কোন উপসর্গ উপস্থিত হয় না। তবে কখন কখন দৈবাৎ ইহার কতকাংশ শরীরে পরিবর্ত্তিত হইয়া ভয়ানক উপসর্গ আনয়ন করিতে পারে। পূর্ব্বকালে অন্ত্রাবরোধ রোগে অধিকমাত্রায় কাঁচা পারদ সেবন করান হইত। উদ্দেশ্য এই যে, ঐ পারদের ভারে অন্ত্রাবরোধ ছাড়িয়া যাইত।

পারদের সঙ্গে অন্য ঔষধ মিশাইয়া ইহাকে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম অণুতে বিভাগ করিলে ইহা শরীরে পরিপাক হয় এবং তখন ইহা শরীরের উপর ক্রিয়া করে। পারার সহিত চক, গন্ধক প্রভৃতি মিশ্রিত করিলে বা রাসায়নিক কার্য্য দ্বারা ইহাকে রূপান্তরিত করিলে তখন ইহা আপনি ক্রিয়া প্রকাশ করিতে সমর্থ হয়। এতদ্দেশে লোকের সংস্কার আছে যে, কাঁচা পারা খাইলেই পারার খারাপ লক্ষণ উপস্থিত হয়। বাস্তবিক পক্ষে কাচা পারার কোনই গুণ নাই ইহা শরীরে পরিপাক হয় না। পারদ ঘটিত ঔষধ ক্রিয়া প্রকাশ করে।

অধিক মাত্রায় পারদ ঘটিত ঔষধ সেবন করিলে প্রথমতঃ মুখে এক রকম তামাটে আস্বাদ হয়, দাঁতের মাড়িতে এক রকম নীলবর্ণ দাগ হয়। দন্তমাড়ি ফুলিয়া উঠে এবং বেদনা করে। সর্ব্ব প্রথমে সম্মুখের দাঁতের গোড়ায় বেদনা হয়, সেখান হইতে সমস্ত মাড়িতে বেদনা ও প্রদাহ বিস্তৃত হয়। জিহ্বা

ফুলিয়া উঠে, মুখে ভয়ানক দুর্গন্ধ হয় এবং মুখ দিয়া লালাস্রাব হয়। সময় সময় এক সের দুই সের লাল পড়ে। প্রথমে ঘন, পরে টলটলে জলবৎ লালা-স্রাব হয়। মুখের লালগ্রন্থি সকল (গলার বিচি) ফুলিয়া উঠে এবং তাহাতে বেদনা হয়। পরিশেষে দাঁতের গোড়ার এবং মুখে স্থানে স্থানে ক্ষত হয়, দাঁতের গোড়া শিথিল হয় এবং দাঁত পড়িয়া যায়। অনেকের মুখ দিয়া রক্ত-স্রাব হয়। কাহারও কাহারও মাড়ির হাড় (জবোন) পর্য্যন্ত পচিয়া যায় শরীর অত্যন্ত দুর্ব্বল হয়, - হৃদয়ের ক্রিয়া দুর্ব্বল হয়। হাত পা শরীর কাঁপিতে থাকে। শরীরে রক্ত কমিয়া যায়। এই সময়ে হৃদয়ের ক্রিয়া এতদুর দুর্ব্বল হয় যে অনেকের মূর্চ্ছা হইয়া পড়ে। এই সময়ে সামান্য পরিশ্রম করিলে বা উঠিয়া হাঁটিয়া বেড়াইলে বিপদ ঘটিতে পারে। পারদ সেবন করিলে পারার মলম মালিস করিলে বা পারার ধূম গ্রহণ করিলেও শরীরের উপর পারদের ক্রিয়া প্রকাশ পায়।

অল্প পরিমাণে অধিকদিন ধরিয়া পারদ ঘটিত ঔষধ সকল ব্যবহার করি-লেও গুরুতর অপকার সঙ্ঘটিত হয়। শরীর কৃশ হয় এবং শরীরের রক্ত খারাপ হয় বা কম পড়ে। এক রকম জ্বর হয় এবং গায়ে এক রকম চর্ম্ম-রোগ বাহির হয়। সর্ব্বাঙ্গে রসবটী বা পূঁয বটী হয়। রসপূর্ণ বা পূঁয পূর্ণ ফুস্কুড়ি বাহির হয়। এক রকম হাত পা কাঁপনি হয়, তাহার নাম মার্কুরিয়াল ট্রিমর। প্রথমে হাত ও বাহু দুর্ব্বল বোধ হয়, পরে কাঁপিতে আরম্ভ হয়। এই কাঁপুনি শেষে সর্ব্বাঙ্গে বিস্তৃত হয়। পদদ্বয় কাঁপিতে থাকে। অবশেষে সর্ব্বা-ঙ্গের একরূপ আক্ষেপ উপস্থিত হয় রোগীর শ্বাস প্রশ্বাস আক্ষেপযুক্ত হয়। রোগী না পারে দাঁড়াইতে, না পারে হাত দিয়া কোন বস্তু ধারণ করিতে, না পারে ভাল করিয়া চর্ব্বণ করিতে, না পারে ভাল করিয়া শ্বাস গ্রহণ করিতে না পারে কথা কহিতে। স্মরণশক্তি কমিয়া যায়, শিরঃপীড়া এবং প্রলাপ উপস্থিত হয়। পারদের ধূম গ্রহণ করিলেই এই সকল লক্ষণ বেশী হয়। পারা মর্দ্দন ও সেবনে বেশী মুখ আইসে, আর ধূম গ্রহণে বেশী ট্রিমর বা কাঁপনি হয়।

ঔষধের মাত্রায় পারদ শরীর সংশোধক (অল্টারেটীভ) লালা নিঃস্রাবক পিত্ত নিঃস্রাবক, মূত্রকারক এবং রজো নিঃস্রারক। ইহার লালা নিঃস্রাবক

গুণই সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান এবং সর্ব্বাপেক্ষা অগ্রে প্রকাশ পায়। এইজন্য পারদ ঘটিত ঔষধ সেবন করিবার সময় মুখ আসারদিকেই চিকিৎসকদিগের প্রধান লক্ষ্য থাকে।

পারদ সেবনে পিত্তকোষ হইতে পিত্ত নির্গত হয়, প্যানক্রিয়াস্ (ক্লোম) এবং অন্ত্র হইতেও স্রাব বেশী হয়। এইজন্য পারদ সেবনে পিত্ত মিশ্রিত এবং তরল দাস্ত হয়। কিড্‌নির ক্রিয়া বৃদ্ধি হইয়া মূত্র বৃদ্ধি হয় এবং চর্ম্মের ক্রিয়া বৃদ্ধি হইয়া ঘর্ম্ম উৎপন্ন হয়। রজো নিঃস্বারক গুণ কখন কখন প্রকাশ পায়, কখনও বা পায় না। পারদ খুব ভাল পরিবর্ত্তক ঔষধ। পুরাতন প্রদাহজনিত স্ফীততা, গ্রন্থির স্ফীততা, শরীরের অপকারক রস প্রভৃতি পারদের দ্বারা পরিপাক হইয়া যায়। নানাবিধ প্রদাহজাত খারাপ দ্রব্য সকল ইহার দ্বারা পরিপাক হইয়া যায়।

যে কোন প্রকারেই পারদ শরীরস্থ হউক না কেন, ইহা রক্তের ভিতর প্রবেশ করে। পারদ সেবনকারীর দুগ্ধে, মূত্রে, লালাতে, ঘর্ম্মে ও পিত্তে এবং শরীরের সকল প্রকার রসে পারদ পাওয়া যায়। তদ্ভিন্ন অস্থিতে, মস্তিষ্কে সাইনোভিয়াল মেম্‌ব্রেণ, সেলুলার টিস্থ এবং ফুস্‌ফুসেও পারদ পাওয়া যায়।

রক্তের উপর পারদের ক্রিয়া সম্যক্‌রূপে নির্দ্ধারিত হয় নাই। তবে ইহাতে রক্তের লোহিত কণিকা সকল কম পড়ে এবং রক্তের ফাইব্রিণ (সৌত্রিক পদার্থ) কম পড়ে এবং তাহার গুণের ব্যত্যয় হয়।

মার্কুরি বা পারদ ঘটিত ঔষধের নানাবিধ পীড়ায় ব্যবহার হয়, তন্মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি প্রধান।

(১) নানাপ্রকার প্রদাহজনিত পীড়া (২) তরুণবাত (৩) নানাবিধ জ্বর (৪) শোথ (৫) সিফিলিস্ (৬) নানাবিধ পুরাতন ধরণের রোগ (৭) বাহ্যপ্রয়োগ পারদের মলম প্রভৃতি ব্যবহারে পুরাতন প্রদাহজনিত ফুলা, গ্রন্থি ফুলা, গ্ল্যাণ্ড বা গ্রন্থির বিবর্দ্ধন প্রভৃতি টুটিয়া যায়।

সিফিলিস্ রোগে ইহা বহুকাল হইতে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। সিফিলিস দুই প্রকারের আছে। এক প্রকার সিফিলিস্ স্থানীয়, উহা শরীরকে আক্রমণ করে না। ইহার নাম সফ্‌টস্যাংকর। আর এক প্রকার সিফিলিস্ আছে তাহা প্রথমে স্থানীয় হইয়া পরিশেষে সর্ব্ব শরীরকে আক্রমণ করে এবং

নানাপ্রকার ব্যাধি আনয়ন করে। এই সিফিলিস্ পিতা মাতা হইতে সন্তানের দেহে সঞ্চারিত হয়। ইহার নাম হার্ড স্যাংকার বা কন্সটিটিউসেনাল সিফিলিস্। এই শেষোক্ত প্রকারের সিফিলিস্ রোগেই পারদ ব্যবহার হয় এবং পারদই ইহার একমাত্র ঔষধ। সফ্‌ট বা স্থানীয় স্যাংকার পারদ সেবন প্রয়োজন হয় না এবং সেবন করিলেও অপকার ভিন্ন উপকার নাই।

এখনকার অনেকের মত এই যে পারদের সিফিলিস্ রোগ আরোগ্যকারী কোন ক্ষমতা নাই এবং ইহা সেবনে অপকার ভিন্ন উপকার নাই। আবার অনেকে বলেন যে, সিফিলিস্ রোগের ইহাই একমাত্র ঔষধ। এই শেষোক্ত ব্যক্তিদিগের মতই সঙ্গত। যেহেতু সিফিলিস্ রোগে বহুকাল হইতে ইহার ব্যবহার হইয়া আসিতেছে এবং আরোগ্য সঙ্ঘটিত হইতেছে। অতএব ইহা এক প্রকার স্থির যে পারদ সিফিলিস্‌রোগে উপকার করে। ইহা কেবলমাত্র হার্ড স্যাংকার বা শরীর আক্রমণকারী সিফিলিস্‌রোগে উপকারক। পারদ ব্যবহারে শরীর আক্রমণকারী সিফিলিসের লক্ষণ সকল ত্বরায় দূরীভূত হয়। প্রাথমিক এবং গৌণ উভয় প্রকার লক্ষণ সকলই পারদের দ্বারা দূরীভূত হয়।

জোনাথন্ হচিন্‌সন বলেন :—

(১) পারদ সিফিলিস্ বিষের একমাত্র প্রতিষেধক।

(২) সিফিলিস্ বিষ শরীর হইতে একবারে উৎপাটন করিতে হইলে বহুদিন ধরিয়া পারদ সেবন করান আবশ্যক।

(৩) ফল পাইতে হইলে মুখ আনান দরকার নাই। একবারে এত অধিক মাত্রায় দেওয়া উচিত নহে যে, মুখ আসিয়া পড়ে। মুখ আনান প্রভৃতি লক্ষণ উপস্থিত করান অপকারক।

(৪) হার্ড স্যাংকার গোড়া হইতে পারদ দ্বারা চিকিৎসিত হইলে আর গৌণ শারীরিক লক্ষণ সকল উপস্থিত হয় না।

(৫) সাবধানে পারদ ব্যবহার করাইলে ইহা দ্বারা কোন অনিষ্ট উৎপাদন হয় না।

(৬) সিফিলিসের প্রথম অবস্থায় পারদ সেবন করাইলে যদিও গৌণ লক্ষণ প্রকাশ হয়, তাহা তত উগ্র ধরণের হইতে পায় না।

(৭) অনেক স্থানে রোগের প্রথম অবস্থায় পারদ ব্যবহারেও গৌণ লক্ষণ

সকল দেখা দেয়, তাহাতে এই বুঝায় যে যথোচিত পরিমাণ পারা সেবন করান হয় নাই।

(৮) গৌণ লক্ষণ সকল প্রকাশ পাইলেও পারদই একমাত্র ঔষধ।

(৯) পারদ সেবন রোগের প্রথমেই আরম্ভ করা উচিত। গৌণ লক্ষণ সকল প্রকাশ পাইলে অধিক দিন ধরিয়া পারদ সেবন করান প্রয়োজন হয়। রোগের গোড়ায় আরম্ভ করিলে এত দীর্ঘকাল ঔষধ ব্যবহারের দরকার হয় না।

পূর্ব্বকালে চিকিৎসকেরা সিফিলিস্ রোগে একবারেই অত্যন্ত অধিক মাত্রায় পারদ ব্যবহার করিতেন, তাহাতে রোগীর ভয়ানক মুখ আসিত। এই ভয়ঙ্কর চিকিৎসা প্রণালী পল্লীগ্রামে হাতুড়ে কবিরাজদিগের মধ্যে এখনও প্রচলিত আছে। ক্যালমেল, রসকর্পূর প্রভৃতি অধিক পরিমাণে উহারা ব্যবহার করে। এইরূপ অধিক পরিমাণে পারদ ব্যবহারে উপকার অপেক্ষা অনিষ্ট বেশী হয়। যাবজ্জীবনের জন্য শরীর নষ্ট হইয়া যায়। ডাক্তার রিঙ্গার বলেন অত্যন্ত অধিক মাত্রায় পারদ সেবনে ভয়ানক লক্ষণ সকল উপস্থিত হয় এবং পারদের দ্বারাও গৌণ সিফিলিস্ রোগের পীড়ায় ও তৃতীয় অবস্থায় যে সকল ভয়ানক লক্ষণ উপস্থিত হয় কেবল মাত্র অতিরিক্ত পরিমাণে পারদ সেবন দ্বারা ও তদনুরূপ লক্ষণ সকল উপস্থিত হইতে পারে। অতএব অধিক মাত্রায় বা অসাবধানে বহুদিন ধরিয়া পারদ সেবনে সিফিলিস্ আরোগ্য হওয়া দূরে থাকুক, রোগের লক্ষণ সকল আরও বৃদ্ধি হয়।

পারদ ঘটিত ঔষধ তিন রকম উপায়ে রোগীর শরীরে প্রবেশ করান যাইতে পারে। ১ম, ঔষধ সেবন দ্বারা, ২য়, ঔষধের ধূম গ্রহণ, ৩য়, পারদের মলম শরীরে মর্দ্দন করা। তন্মধ্যে পারদ সেবনই সর্ব্বাপেক্ষা সুবিধা জনক। ইহাতে রোগীকে গৃহের ভিতর আবদ্ধ থাকিতে হয় না। সেবন করিবার জন্য, ক্যালমেল্, গ্রেপাউডার, ব্লুপিল প্রভৃতি ব্যবহার হয়। তন্মধ্যে ব্লুপিল হচ্ছে সর্ব্বাপেক্ষা ভাল। ইহা বেশ মৃদু ধরণের ঔষধ। ক্যালমেল কিছু উগ্র। গ্রে-পাউডারের ক্রিয়াও খুব মৃদু। ক্যালমেল সেবনে পরিপাক শক্তির হানি করে। ব্লুপিল, ৩—৫ গ্রেণ মাত্রায় দিন ২ বার ব্যবহার করান যাইতে পারে। ব্লুপিল অহিফেনের সঙ্গে দিলে আরও ভাল কাজ হয়।

তাহা হইলে আর বিরেচক গুণ প্রকাশ হয় না। রোগের গোড়াতে চিকিৎসা আরম্ভ করিলে প্রায় সপ্তাহ ঔষধ সেবন করান দরকার। মধ্যে মধ্যে দাঁতের গোড়া পরীক্ষা করিয়া দেখা উচিত। দন্ত মাঢ়ীতে বেদনা হইলে বা অল্প মুখ ঝরিতে থাকিলে কয়েক দিনের জন্য ঔষধ বন্ধ করিয়া পুনর্ব্বার সেবন করাইবে। মুখ আনান অনিষ্টকর ইহা যেন স্মরণ থাকে। ঔষধ সেবনের কিছুদিন পরে দেখিবে লিঙ্গের ক্ষত আরাম হইয়াছে, ক্ষতের চারিদিকে টিপিলে আর শক্ত বোধ হয় না এবং কুচ্‌কির শক্ত শক্ত বাগিগুলিও বসিয়া গিয়াছে। গ্রে-পাউডার বেশ সুখ সেব্য। ইহাও ২, ৩, ৪, ৫ গ্রেণ মাত্রায় দিন দুইবার সেবন করান যাইতে পারে। ক্যালমেল কিছু উগ্র, কিন্তু খুব ক্ষমতাশালী ঔষধ। ইহাতে শীঘ্রই কায হয়। অহিফেনের সঙ্গে মিশাইয়া দেওয়া উচিত। ক্যালমেল ২ গ্রেণ, অহিফেন ½ গ্রেণ একত্র মিশ্রিত করিয়া ১টী বটিকা। দিন ২ বেলা ২ বার। অথবা ক্যালমেল ২ গ্রেণ, ডোভার্স পাউডার ৫ গ্রেণ, ১ পুরিয়া। দিন ২ বার। সামান্য মুখ ঝরিতে আরম্ভ করিলেও ঔষধ সেবন বন্ধ করিয়া কয়েকদিন পরে পুনর্ব্বার সেবন করাইবে।

পারদের ধূম গ্রহণ করিতে হইলে রোগীকে কম্বল মুড়ি দিয়া একখান বেত ছাওয়া চেয়ারে বসিতে হইবে। ঐ চেয়ারের নীচে একহাঁড়ী ফুটন্ত জল আনিয়া ভাবনা দেওয়ার ন্যায় খানিকক্ষণ ভাবনা দিবে। তাহাতে রোগীর ঘাম হইলে পর ঐ গরম জলের হাঁড়ী চেয়ারের নীচ হইতে সরাইয়া তারপর চেয়ারের নীচে একটা স্পীরিট ল্যাম্প অথবা বাতি জ্বালিয়া ঐ জ্বলন্ত প্রদীপ বা বাতির উপর একটা টিনের পাত্র রাখিয়া ঐ পাত্রের উপর ৩০ গ্রেণ ক্যালমেল স্থাপন করিবে। তাহাতে ঐ ক্যালমেলের ধূম রোগীর গাত্রে লাগিয়া শরীরে প্রবেশ করিবে। এইরূপ ধূম প্রতিদিন গ্রহণ করিবে। তারপর মাড়িতে বেদনা হইবামাত্র ধূম গ্রহণ করা বন্ধ করিবে। পরে কিছু-কাল গত হইলে পুনর্ব্বার ধূম লইবে। এইরূপে রোগ আরোগ্য না হওয়া পর্য্যন্ত মধ্যে মধ্যে ঔষধ ব্যবহার করিবে।

পারার মর্দ্দন ব্যবহার করিতে হইলে ;—১ ড্রাম মাত্রায় পারদের মলম লইয়া রোগীর উরতের ভিতরদিকে বা বগলের চর্ম্মে মালিশ করিয়া সমস্ত

মলম টুকু শরীরে বসাইয়া দিবে। মধ্যে মধ্যে এইরূপ করিবে। দাঁতের গোড়ায় বেদনা হইতে ক্ষান্ত হইবে। পরে পুনর্ব্বার মালিশ করিবে।

রোগের গোড়াতে এইরূপ চিকিৎসা না করিলে কিছুদিন গৌণে সিফিলিস্ রোগের দ্বিতীয়াবস্থায় লক্ষণ সকল উপস্থিত হয়। এই অবস্থাতেও পারদ ব্যবহারে একমাত্র মহৌষধ। কিন্তু আরও বেশী দিন ধরিয়া এমন কি, তিন, চারি মাস পর্য্যন্ত পারদ সেবন করাইতে হইবে। মধ্যে মধ্যে ঔষধ স্থগিত রাখিতে হইবে। শরীর দুর্ব্বল হইলে পারদের সঙ্গে ডিকশন সালসা, সিংকোনা, অনন্তমূল প্রভৃতি ঔষধ মিশাইয়া দিতে হইবে। রোগী নিতান্ত শীর্ণ ও দুর্ব্বল হইলে বা শরীরে বড় বড় খারাপ অবস্থার ক্ষত থাকিলে অগ্রে নানাবিধ বলকারী ঔষধ সেবন করাইয়া শরীরের অবস্থা ভাল হইলে তখন পারদ সেবন করান আরম্ভ করিবে। নাইট্রিক এছিড এবং সিংকোনা একত্রে এই অবস্থায় খুব বলকারী ঔষধ। এখনকার ভাল ভাল ডাক্তারদিগের মধ্যে সার্সার বড় একটা আদর নাই। শরীর নিরক্ত হইলে লৌহঘটিত ঔষধ সেবন করাইবে। সিফিলিস্ রোগের দ্বিতীয় ও তৃতীয় অবস্থায় পারদ ঘটিত ঔষধ ও আইওডাইড অব্ পটাসিয়ম এক সঙ্গে সেবন করাইবে। লাইকর হাইড্রোর্জিরাই পারক্লোরাইডাই, সার্সা এবং আইওডাইড অব্ পটাসিয়ম একত্রে খুব উপকারী। সিফিলিস্ রোগের তৃতীয় অবস্থায় আইওডাইড অব্ পটাসিয়ম খুব ভাল ঔষধ। ইহাতে সিফিলিস্ জনিত বাত, বেদনা ও সিফিলিস্‌জাত নোড (এক রকম আব) প্রভৃতি দূরীভূত হয়। পারদ ঘটিত ঔষধ ব্যবহার করিবার সময় পুষ্টিকর খাদ্য দিবে।

ইন্‌ফ্যান্‌টাইল সিফিলিস্ রোগেও পারদ ব্যবহার করিবে। সিফিলিস্ রোগ পীড়িত পিতা মাতার সন্তান সিফিলিস্ লইয়া ভূমিষ্ট হয়। তাহাতে শিশুর নাকদিয়া অনবরত সর্দ্দি পড়ে এবং গায়ে নানাপ্রকার চর্ম্মরোগ উপস্থিত হয়। এই ইন্‌ফ্যান্‌টাইল সিফিলিসের পক্ষে গ্রেপাউডার অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। তিন চারি সপ্তাহ পর্য্যন্ত ১, ২ গ্রেণ মাত্রায় এই ঔষধ দিন দুইবার সেবন করাইবে। শিশুরা অপেক্ষাকৃত অধিক মাত্রায় পারদ সহ্য করিতে পারে। শিশুর গায়ে পারদের মলম মালিশ করাও উপকারক।

সিফিলিস গ্রস্থ পিতা মাতাকে সিফিলিস্ নাশক ঔষধ সেবন করাইলে সুস্থ সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়।

সিফিলিস্ রোগের তৃতীয়াবস্থায় আইওডাইড অব্ পটাসিয়ম খুব উপকারী। তদ্ভিন্ন, করোসিভ সব্লিমেণ্ট ($\frac{1}{32}$ গ্রেণ দিন ২ বার), বিন্ আইওডাইড্ অব্ মার্কুরি উপকারক। লাইকর হাইড্রোর্জ পারক্লোরাইডাই এবং কম্পাউণ্ড ডিককশন অব্ সার্সা একত্রে উপকারী। বিন্ আইওডাইড অব্ মার্কুরি এবং আইওডাইড অব্ পটাসিয়ম এক সঙ্গে উপকারী। ডনোভান্স সল্যুসন এই অবস্থায় ভাল। ঔষধ দীর্ঘকাল ব্যবহার আবশ্যক।

পূর্ব্বে পূর্ব্বে প্লুরিসি, নিউমোনিয়া প্রভৃতি প্রদাহ পীড়ায় মার্কুরির ব্যবহার হইত, এক্ষণে ঐ সকল পীড়ায় আর বড় একটা ইহার ব্যবহার প্রচলিত নাই। কেবল মাত্র আইরাইটিস্ (চক্ষের আইরিসের প্রদাহ) রোগে পারা ব্যবহার হইয়া থাকে। তদ্ভিন্ন, মেনিঞ্জাইটিস্ (মস্তিষ্কাবরণ প্রদাহ) রোগে কেহ কেহ ইহার ব্যবহার অনুমোদন করেন।

ইউরোপ মহাদেশে সিফিলিস্ পীড়ায় হাইপোডার্ম্মিক রূপে পারদের ব্যবহার হইয়া থাকে। $\frac{1}{2}$ গ্রেণ বাইক্লোরাইড অব্ মার্কুরি $\frac{1}{2}$ ড্রাম জল মিশাইয়া পাছার মাংসপেশীর ভিতর অধঃত্বাচ প্রয়োগ (চর্ম্মের নীচে পীচকারী) করা যায়। প্রতি সপ্তাহ একবার মাত্র পীচকারী করিতে হইবে এইরূপে ৩০ সপ্তাহ ৩০ বার ঔষধ প্রয়োগ করিতে হইবে। ১ গ্রেণ ক্যালমেল ভ্যাসেলিন্ মিশ্রিত করিয়া ঐরূপে ইন্‌জেক্ট (পীচকারী) করা যায়।

ছোট ছোট ছেলের তরুণ ও পুরাতন নানাবিধ উদরাময়ে পারদ উপকারী। পারদের অপ ব্যবহারে নিম্নলিখিত উপসর্গ সকল সংঘটিত হয়।

(১) অত্যন্ত লালাস্রাব হয়, জিহ্বা ও মুখ ফুলিয়া উঠে, দাঁতের মাড়িতে অতিশয় বেদনা হয় ও উহা ফুলিয়া উঠে অথবা মাড়িতে এবং মুখের শ্লেষ্মা-ঝিল্লিতে ক্ষত হয়, দাঁত নড়িতে থাকে। সময় সময় মাড়ির অস্থি পর্য্যন্ত পচিয়া যায়।

(২) অতিশয় উদরাময় এবং পিত্ত মিশ্রিত দাস্ত হয়।

(৩) শরীর রক্তহীন হয়, শরীর দুর্ব্বল হয়। শরীরের স্থানে স্থানে সন্ধির

আবরক মেমব্রেণের (পেরিয়স্টিয়ম্) প্রদাহ হয়, তাহাতে অস্থিতে বেদনা হয়।

(৪) এক রকম পুরাতন আকারের জ্বর হয় এবং শরীর অবসন্ন হয়।

(৫) শরীরের স্থানে স্থানে স্নায়ুশূল (নিউর্যালজিয়া) বেদনা ধরে, আংশিক পক্ষাঘাত, হাত পায়ের কাঁপুনি, এবং কথনও বা সম্পূর্ণ পক্ষাঘাত হয়। কথন কথন মৃগী রোগের ন্যায় আক্ষেপ উপস্থিত হয় এবং স্মরণশক্তি প্রভৃতি মানসিকশক্তি সমস্ত কম পড়ে।

আনুসঙ্গিক বিষয়।

যুবা ও বৃদ্ধ অপেক্ষা ছোট ছোট শিশুরা বেশী পারদ সহ্য করিতে পারে।

কোন কোন ব্যক্তির অধিক পারা থাইলেও মুথ আইসে না। আবার কোন কোন ব্যক্তি অতি অল্প মাত্রায় পারও থাইয়াও ভয়ানক বিপদগ্রস্ত হয়। কোন কোন ব্যক্তির ২ গ্রেণ মাত্রায় ক্যালমেল সেবনে মুথ আইসে এবং দীর্ঘাপল পর্য্যন্ত লালাস্রাব হয়। এক ব্যক্তির অল্প মাত্রায় ক্যালমেল সেবন করাতে প্রায় দুই বৎসর ধরিয়া লালাস্রাব হইয়াছিল। কাহার পারদ সহ্য হইবে, কাহার বা না হইবে, তাহা পূর্ব্বে প্রায় ঠিক করিতে পারা যায় না।

স্ক্রফিউলা, কিড্‌নির পীড়া, স্কর্ভি, রক্তহীনতা রোগগ্রস্ত ব্যক্তির পক্ষে পারদ বিষতুল্য।

হাইড্রার্জিরম কম্‌ক্রিটা সর্ব্বাপেক্ষা মৃদু পারদ। ইহা শিশুদিগের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। ইহাতে পেট থারাপ করে না বা অজীর্ণ প্রভৃতি আনয়ন করে না, ব্লুপিল মন্দ নহে। ক্যালমেলের ক্রিয়া অতিশয় উগ্র। ইহাতে শীঘ্রই মুথ আইসে। উগ্র বলিয়া অহিফেণের সঙ্গে দেওয়া যায়।

পারদের মলম মর্দ্দন করিতে হইলে অঙ্গুয়েণ্টম্ হাইড্রার্জিরম ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। শরীরে মার্কুরি প্রবেশ করাইতে হইলে এই মলমটাই উপযোগী। এম্‌প্ল্যাষ্ট্রম্ হাইড্রার্জিরাই কেবল মাত্র স্থানীয় ক্রিয়ার জন্য ব্যবহৃত হয়।

পারদের সাধারণ গুণ ও ব্যবহারের বিষয় লিখিত হইল। এক্ষণে পারদের ভিন্ন ভিন্ন প্রয়োগরূপ সকলের অন্যান্য ব্যবহার লিখিত হইতেছে।

হাইড্রার্জিরম কম্‌ক্রিটা। ইহার আর একটী নাম মার্কুরি এবং চক পাউডার। ইহাকে সচরাচর গ্রে-পাউডার বলে। এইটী পারদের সর্ব্বাপেক্ষা মৃদু ক্রিয়াবিশিষ্ট প্রয়োগকল্প। ইহা সেবনে সাধারণ পারদের ক্রিয়া প্রকাশ পায়। সিফিলিস্ ইত্যাদি ব্যতীত অপরাপর কতগুলি রোগে গ্রে-পাউডার ব্যবহৃত হয়।

কোন রোগীর কর্দ্দমবৎ দাস্ত হইলে এবং তৎসঙ্গে অম্লোদ্গার, পেট ফাপা বা বমন থাকিলে ১/২ গ্রেণ মাত্রায় গ্রে-পাউডার দিন ৩ বার করিয়া সেবনে অতি শীঘ্রই মলের বর্ণ পবিবর্ত্তিত হয় এবং অন্যান্য উপসর্গ দূর হয়।

ছোট ছোট ছেলেদের উদরাময়ে গ্রে-পাউডার খুব ভাল ঔষধ। ছোট ছোট ছেলেদের অজীর্ণ এবং তাহার সঙ্গে কর্দ্দমের বর্ণের ন্যায় মল হইলে ১/৬ গ্রেণ গ্রে-পাউডার প্রতি ২ ঘণ্টান্তর সেবনে দুই, তিন দিন মধ্যেই উপকার হয়।

ছোট ছোট ছেলেদেব এক রকম গুরুতর আকারের উদরাময়ে হয়। দুর্গন্ধ জলবৎ বা কর্দ্দমবৎ প্রচুর মল নির্গত হয়, সঙ্গে সঙ্গে বমন থাকে। এই পীড়ায় ১/৬ গ্রেণ গ্রে-পাউডার প্রতি ঘণ্টায় সেবনে সমূহ উপকার হয়। বিস্মথ সব্ নাইট্রেট সঙ্গে যোগ করিয়া দিলে আরও ভাল হয়। এই উদরাময় শীঘ্র নিবারণ না হইলে শিশুর বয়ঃক্রম অনুসারে খুব অল্পমাত্রায় বিশেষ বিবেচনা পূর্ব্বক টীংচার ওপিয়ম ২, ১ বার প্রয়োগ করিলে অতি শীঘ্রই উদরাময় নিবারণ হয়।

শিশুদিগের পুরাতন ধরণের উদরাময়, যাহাতে সবুজ বর্ণের দাস্ত হয় এবং বমন থাকে, তাহাতে ১/৬ গ্রেণ মাত্রায় গ্রে-পাউডার প্রতি ২ ঘণ্টান্তর দিন ৪, ৫ বার সেবনে শীঘ্রই নিবারিত হয়।

এই সকল শৈশব উদরাময়ে বাইক্লোরাইড্ অব্ মার্কুরিও উপকার করে ১/২ পাইণ্ট জলে ১ গ্রেণ বাইক্লোরাইড্ অব্ মার্কুরি গুলিয়া ১ ড্রাম মাত্রায় প্রতি ঘণ্টায় বা প্রতি ২ ঘণ্টায় দেওয়া যায়।

ছোট ছোট ছেলেদের আর এক রকম উদরাময় হয়। ইহাতে ছানার ন্যায় অম্লগন্ধ বিশিষ্ট বা দুর্গন্ধ মলত্যাগ হয়। এ ক্ষেত্রে দুগ্ধ পথ্য বন্ধ করিয়া কেবল মাত্র মাংসের যুষ বা ডিম্ব খাওয়াইয়া রাখিলে উদরাময় বন্ধ হয়

ডিস্‌পেপ্‌সিয়া (অজীর্ণ রোগ) রোগের সহিত যদি জিহ্বা মলিন থাকে এবং মুখে বিকট আস্বাদ থাকে, তবে ⅙ গ্রেণ মাত্রায় গ্রে-পাউডার দিন ৩ বা ৪ বার সেবনে সত্বর উপকার হয়।

হাইড্রারজ পারক্লোরাইড্—ইহার অপর নাম বাইক্লোরাইড্ অব্ মার্কুরি। ইহার চলিত নাম করোসিভ সব্‌লিমেট। বাঙ্গালায় ইহাকে রস কর্পূর বলে।

বাইক্লোরাইড্ অব্ মার্কুরি খুব উগ্র বিষাক্ত জিনিষ। বিষাক্ত মাত্রায় সেবনের দুই তিন মিনিট মধ্যেই বুক ও গলা সাঁটিয়া ধরে এবং গলা ও বুকের মধ্যে যেন পুড়িয়া যায়। পরে পেটের ভিতর জ্বালা করে এবং পেট টিপিতেও বেদনা করে, রক্ত মিশ্রিত দাস্ত হয় এবং বমন হয় এবং পরিশেষে সমস্ত পেটের উপর বেদনা হয়। মুখ রক্তাভ হয় এবং ফুলা ফুলা বোধ হয়। চকের জ্যোতি বৃদ্ধি হয়—চক যেন ফুটিয়া পড়ে। কোন কোন স্থলে মুখের বর্ণ পাংশু হয় এবং ঠোঁট সাদা দেখায়। উদরাময়ের সঙ্গে খুব কুঁতনি থাকে এবং আম ও রক্ত-স্রাব হয়। অতিকষ্টে ফোটা ফোটা মূত্রত্যাগ হয় বা আদৌ প্রস্রাব হয় না। নাড়ী মোটা এবং দ্রুত অথবা সূক্ষ্ম এবং দ্রুত বা অসমান হয়। শ্বাস প্রশ্বাস দ্রুত এবং কষ্টকর হয়। হস্ত পদের আক্ষেপ হয়। কখন কখন কোমা বা অচেতনাবস্থা উপস্থিত হয়। কাহারও কাহারও লালাস্রাব আরম্ভ হয় রোগী অবশেষে শীঘ্র বা বিলম্বে মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

৩ গ্রেণ সেবনে মৃত্যু হইতে পারে। ২, ৩ ঘণ্টা মধ্যে মৃত্যু হইতে পারে। কখনও বা ½ ঘণ্টা মধ্যে, কখনও বা ৩, ৬, ৮ বা ১১, ১২ দিনে মৃত্যু ঘটে।

ঔষধের মাত্রায় করোসিভ সব্‌লিমেট অন্যান্য পারদের ন্যায় গুণ করে। ইহা সিফিলিস্ রোগে ব্যবহার করা যাইতে পারে। ইহা পচন নিবারকও বটে।

পুরাতন বা তরুণ আমাশয় (ডিসেণ্ট্রি) যাহাতে আম ও রক্ত মিশ্রিত দাস্ত হয় তাহাতে বাইক্লোরাইড্ অব্ মার্কুরি খুব উপকার করে। যাহাতে গোলাপীবর্ণের দাস্ত হয়। তাহাতেও উপকার করে। $\frac{১}{১০০}$ গ্রেণ মাত্রায় প্রতি ঘণ্টায় বা প্রতি ২ ঘণ্টা অন্তর। ১ গ্রেণ বাইক্লোরাইড্ অব্ মার্কুরি ১০০ ড্রাম জলে মিশাইয়া তাহার ১ ড্রাম মাত্রায় দিলেই হইবে।

ছোট ছোট ছেলেদের আম মিশ্রিত দাস্ত হইলে এবং তাহার সহিত কোঁত

পাড়া থাকিলে ১০ আং জলে ১ গ্রেণ বাইক্লোরাইড্ অব্ মার্কুরি দ্রব করিয়া তাহাই ১ ড্রাম মাত্রায় প্রতি ২ ঘণ্টান্তর দিবে। পুরাতন বা তরুণ দুই প্রকার উদরাময়েই উপকারী। আম মিশ্রিত দাস্ত এবং সঙ্গে সঙ্গে কোঁতপাড়া ও বেগ থাকা চাই তাহা হইলেই এই ঔষধে উপকার হইবে। পুরাতন ধরণের সিফিলিস্জাত চর্ম্মরোগে খুব অল্পমাত্রায় উপকারী।

বাইক্লোরাইড্ অব্ মার্কুরি পচন নিবারক এবং উৎকৃষ্ট এণ্টিসেপ্টিক এবং ডিস্ইনফেক্ট্যাণ্ট। ইহাতে রোগ বীজ সকল বিনষ্ট করে। এইজন্য নানাবিধ অস্ত্র চিকিৎসায় বাইক্লোরাইড্ অব্ মার্কুরি লোসনের ব্যবহার হয়। পিউয়ার পুরাল সেপ্টিসিমিয়া (প্রসূতির পচা জ্বর) রোগে বাইক্লোরাইড্ অব্ মার্কুরি লোসন দ্বারা যোনি ধৌত করিলে সমূহ উপকার হয়। ১ গ্রেণ বাই-ক্লোরাইড্ অব্ মার্কুরি ৫ গ্যালন জলে মিশাইলেই উৎকৃষ্ট পচন নিবারক ও রোগ বীজ বিনাশক ধৌত প্রস্তুত হয়। ১০০০০ অংশে ১ অংশ বাইক্লোরাইড্ অব্ মার্কুরি দ্রবে মাইক্রোকোকাই এবং ব্যাছিলাই নামক রোগ বীজ বিনাশে সমর্থ। এই পরিমাণের লোসন পচা ক্ষতাদি ধৌত করিতে ব্যবহার হয়। সিফিলিসের পচা ক্ষত ধৌত জন্য এবং অন্যান্য ক্ষত ধৌত জন্য এই লোসন খুব উপকারী। এই লোসন তুলার সঙ্গে মিশাইয়া ক্ষতাদি ড্রেস করা যাইতে পারে।

১ গ্রেণ পার্ক্লোরাইড্ অব্ মার্কুরি ২০ আং পরিশ্রুত জলে দ্রব করিয়া পীচকারী করিলে গণোরিয়া পীড়ায় উপকার হয়। ৫ গ্রেণ ১ আং দ্রবে দাদের পোকা, ইকুন প্রভৃতি বিনাশ করে। ইকুন বিনাশ করিতে হইলে মাথায় লোসন লাগাইয়া দিয়া তৎক্ষণাৎ শীতল জল দিয়া ধৌত করিয়া ফেলিবে। দাদের উপর ঐ লোসন লাগাইয়া দিবে।

কেবল মাত্র বিশুদ্ধ জলে হাইড্রারজ পার্ক্লোরাইড্ ভাল মিশ্রিত হয় না, এই অসুবিধা দূর করার জন্য গবর্ণমেণ্ট মেডিকেলষ্টোরে হাইড্রার্জ পার্-ক্লোরাইড্ ২৪০ গ্রেণ, এমনিয়া ক্লোরাইড্ ২৪০ গ্রেণ গ্লিছেরিণ ৬ আং, রেক্টি-ফায়েড্ স্পীরিট ৪ আং মিশ্রিত করিয়া লোসন প্রস্তুত হয়। ইহার ১ আং ৫ পাইণ্ট জলে মিশ্রিত করিলে ২০০০ অংশে একাংশ লোসন প্রস্তুত হয়। ফার্ম্মাসিউটিকাল জর্ণাল বলেন প্রত্যেক পাইণ্ট সাধারণ জল মিশ্রিত লোসনে ½ আং লবণ দ্রাবক মিশ্রিত করিলেও চলিতে পারে।

মাত্রা ইত্যাদি ঃ—$\frac{1}{১০}$ হইতে $\frac{1}{৪}$ গ্রেণ ময়দার সঙ্গে বটিকাকারে বা জলের সঙ্গে অসম্মিলন ট্যানিক এছিড এবং ক্ষারদ্রব্য, টারটার এমেটিক।

হাইড্রারজ সব্ ক্লোরাইড্ বা ক্যালমেলঃ—ইহা সেবনে পারদের সাধারণ ক্রিয়া প্রকাশ পায়। ইহা পিত্ত নিঃসারক, বিরেচক এবং পরিবর্ত্তক। সিফিলিস্ রোগে ব্যবহার হয়, তা ছাড়া যকৃতের দোষ বর্ত্তমানে সোডা বাইকার্ব্ব সহিত বিরেচক রূপে ব্যবহার হয়। যকৃতের রক্তাধিক্য রোগে ৫ গ্রেণ মাত্রায় উত্তম বিরেচক। ইহা মূত্রকারক এবং যকৃতের উত্তেজক। হৃদয়ের পীড়া জনিত শোথরোগে ৫—৮ গ্রেণ মাত্রায় অতি উৎকৃষ্ট মূত্রকারক। আইরাইটীস্ পীড়ায় ক্যালমেল উপকারী। প্রত্যহ অল্প মাত্রায় সেবনে প্রদাহের দমন হয়। মাড়িতে বেদনা বোধ হইলেই সেবন বন্ধ করিবে। কলেরা পীড়াতে পূর্ব্বে বেশী মাত্রায় ক্যালমেলের ব্যবহার হইত। কম্পাউণ্ড ক্যালমেল পিল পুরাতন ধরণের চর্ম্মরোগে উপকার করে। লোসিও হাইড্ররজিরাই নাইগ্রা বা ব্লাক ওয়াস্ দ্বারা সফ্ট স্যাংকার ক্ষত ধৌত করিলে ত্বরায় আরোগ্য হয়।

ক্যালমেল ডিয়ডিনমের পিত্তনিঃস্বরণ করে। এই জন্য ডিয়ডিনমের প্রদাহ রোগে ক্যালমেল উপকারী। ক্ষুদ্র অন্ত্রের প্রথম অংশের নাম ডিওডিনম।

মাত্রা ইত্যাদি ঃ—২—৫ গ্রেণ (বিরেচক) উপদংশ পীড়ায় $\frac{1}{২}$—১ গ্রেণ মাত্রায় বহুদিন। কম্পাউণ্ড ক্যালমেল পিল ৫—১০ গ্রেণ।

অসম্মিলন ঃ—কার্ব্বনেট অব্ পটাস, সোডা ও ম্যাগ্নেসিয়ার সহিত দিবে না। তবে বাইকার্ব্বনেট অব্ সোডার সহিত দেওয়া যায়।

হাইড্রারজ আইওডাইডম্ রুব্রম—ইহার অপর নাম বিন্ আইওডাইড্ অব্ মার্কুরি বা রেড আইওড্রাইড্ অব্ মার্কুরি।

ইহার ক্রিয়া করোসিভ সব্লিমেণ্টের ন্যায়। বাহ্য প্রয়োগে কষ্টিক গুণ বিশিষ্ট। খুব অল্প মাত্রায় পুরাতন সিফিলিস্ পীড়ায় এবং সিফিলিস্ জাত চর্ম্ম রোগে উপকারক। ইহার মলম মালিস ব্রংকোসিল (গলগণ্ড) রোগের পক্ষে খুব ভাল। ১ আং সিম্পেল অয়েণ্টমেণ্টে ৮ গ্রেণ মিশ্রিত করিয়া গলগণ্ডর উপর মালিষ করিলে খুব উপকার হয়। মলম অধিক উগ্র হইলে বেলেস্তারার ন্যায় ফোস্কা পড়ে।

পুরাতন সিফিলিস্ জাত চর্ম্মরোগে এই ঔষধ ভাল যথা:—হাইড্রারজ আইওডাইডম্ রুব্রম ২ গ্রেণ, পটাসিয়ম আইওডাইড ১ ড্রাম, লাইকর আর্সেনিক্যালিস্ ৪০ মিনিম, টীংক্চ্যাভাণ্ডিউলিকো ২ ড্রাম, জল ৮ আং। ১২ ভাগের ১ ভাগ প্রত্যহ দুই বার আহারের পর।

পুরাতন ধরণের বিবর্দ্ধিত গ্রন্থি এবং উপদংশ জাত পেরিওষ্টাইটিস এবং অস্থির স্ফীততা এবং সিফিলিস্ জাত নোডের (ফুলা) উপর ইহার মলমের মালিস খুব উপকারী।

অংগুয়েণ্টম হাইড্রার্জ এমনিয়েটম দ্বারা ইকুন দাদ প্রভৃতি বিনষ্ট হয়।

অংগুয়েণ্টম হাইড্রারজ নাইট্রেটিস্ ডিল পুরাতন একজিমা রোগে যখন চর্ম্ম হইতে খোস উঠিতে থাকে, তখন মালিস করিলে উপকার হয়। ছুইটলো এবং বয়েলের উপর লাগাইয়া দিয়া প্ল্যাষ্টার দিয়া বাঁধিয়া দিলে ভাল হইয়া যায়। পুরাতন ওজিনা রোগে সমান পরিমাণ গ্লাইছেরিণ মিশাইয়া এই মলম নাকের ভিতর লাগাইয়া দিলে ভাল হয়।

অংগুয়েণ্টম হাইড্রারজ এবং লিনিমেণ্ট হাইড্রারজ লিণ্টের উপর মাখাইয়া সিফিলিস্ জাত নোডের উপর, পুরাতন সাইনোভাইটিস রোগে হাঁটুর উপর এবং বিবর্দ্ধিত গ্রন্থির উপর লাগাইয়া দিয়া বাঁধিয়া দিলে ঐ সকল ভাল হয়। পুরাতন বাত রোগ বশতঃ গাঁইট ফুলিয়া থাকিলে তাহার উপর লাগাইয়া দেওয়া যায়।

অংগুয়েণ্টম হাইড্রার্জ অকসাইডাই রুব্রাই:—ইহা খুব উগ্র। লাগাইলে সে স্থান পুড়িয়া যায়। ইহার সহিত আরও মলম মিসাইয়া অনুগ্র করিয়া পুরাতন ধরণের ক্ষতাদির উপর লাগাইলে ঐ সকল ক্ষত উত্তেজিত হইয়া আরোগ্যোন্মুখ হয়। চকের পাতার একজিমা হইলে তাহার উপর লাগান যায়। ক্যান্সার এবং দুষ্ট আব, দুষ্ট ক্ষতাদি, স্যাঙ্কার, লুপাস ক্ষতাদিতে ব্যবহার হয়।

লাইকর হাইড্রার্জিরাই নাইট্রেটিস কষ্টিক গুণ বিশিষ্ট। সিফিলিস্ জাত আকৃচিল বিনাশ করে।

অধাতব ঔষধ।

আইওডম্—আইওডাইন (IODUM—IODINE.)

প্রয়োগরূপঃ—(১) লিনিমেণ্টম আইওডাই (২) লাইকর আইওডাই (৩) টীং আইওডাই (৪) অঙ্গুয়েণ্টম আইওডাই (৫) ভেপর আইওডাই (৬) পটাসিয়ম আইওডাইড (ক) লিনিমেণ্টম পটাসি আইওডাইড কম্ সোপোন (খ) অঙ্গুয়েণ্টম পটাসাই আইওডাইডাই। তদ্ভিন্ন, আইওডাইড অব্ সোডিয়ম্, আইওডাইড অব্ আর্সেনিক, আইওডাইড অব্ আয়রণ ইত্যাদি আইওডাইন ঘটিত ঔষধ।

আইওডাইন অতি উগ্র ঔষধ। বাহ্য প্রয়োগে অর্থাৎ গায়ে লাগাইলে সে স্থানে কটা বর্ণের দাগ হয় এবং অত্যন্ত জ্বালা করিতে থাকে। পরিশেষে সে স্থানে ফোস্কা হয়। এই জন্য আইওডাইন চর্ম্মের প্রদাহ জনক এবং ফোস্কা কারক। আইওডাইন বাষ্প শ্বাস পথে গ্রহণ করিলে ইহা শ্বাস পথের শ্লেষ্মাঝিল্লির উপরেও উগ্রতা ক্রিয়া প্রকাশ করে এবং হাঁচি, কাশি, সর্দ্দি, হয়। নাকের ভিতর জ্বলিয়া পুড়িয়া যায়। দুই ভ্রূর মধ্য স্থানে অত্যন্ত বেদনা বোধ হয়। বুকের মধ্যে বেদনা বোধ হয় এবং শ্বাস কষ্ট উপস্থিত হয়। আদত আইডাইন সেবনে বিষ ক্রিয়া করে। গলার ভিতরের গলনলীর এবং পাকস্থলীর শ্লেষ্মাঝিল্লির উপর উগ্রতা ক্রিয়া প্রকাশ করে। তাহাতে বুকের ভিতর ও উদরে জ্বালা উপস্থিত হয়, বমন এবং উদরাময় হয়। অধিক মাত্রায় সেবন করিলে ঐ সকল লক্ষণ বেশী মাত্রায় উপস্থিত হয় এবং পরিশেষে খেঁচুনি, মূর্চ্ছা এবং মৃত্যু উপস্থিত হয়। আইওডাইনের পচন নিবারক এবং রোগবীজ বিনাশক গুণও আছে।

আইওডাইন সেবনের পর ইহা পাকস্থলীতে গমন করিয়া আইওডাইড অব্ সোডিয়ম্ হইয়া যায়। আইওডাইন রক্তস্থ হইয়া অতিশীঘ্রই শরীরের প্রায় সমস্ত উপাদানের ভিতর প্রবেশ করে। লিমফেটিক গ্রন্থি সকলের মধ্যেই অধিকাংশ প্রবেশ করে। স্নায়ুকেন্দ্রের মধ্যে অল্প পরিমাণে গমন করে। ইহা শরীরস্থ হইয়া অতি শীঘ্রই আবার বাহির হইয়া যায়। ইহা শরীরস্থ হইয়া শরীরের পরিবর্ত্তন সাধিত করে। শরীরের রাসায়ণিক পরিবর্ত্তনের

বৃদ্ধি করে। অর্থাৎ শরীরের উপাদান সকল ইহাদ্বারা অন্যান্য পদার্থে পরিবর্ত্তিত হয়। এই জন্য ইহা উৎকৃষ্ট পরিবর্ত্তক ঔষধ। ইহাতে শরীরকে পরিবর্ত্তন্ করে শরীরকে সংশোধন করে।

আইওডাইন সেবনে ও বাহ্য প্রয়োগে লিম্ফেটিক গ্লাণ্ড অর্থাৎ লোসিকা গ্রন্থি (বিচি) সকলের আয়তন কমিয়া যায় অর্থাৎ ইহারা ছোট হয়।

সীসা বা পারা ধাতু শরীরের মধ্যে থাকিলে আইওডাইন সেবনে উহারা শরীর হইতে বাহির হইয়া যায়।

বিঞ্জ বলেন যে আইওডাইন মস্তিষ্কের উপর ক্রিয়া প্রকাশ করে, এজন্য ইহা মস্তিষ্ক উত্তেজক বা মাদক (নারকেটিক)। ইহা শ্বাস প্রশ্বাস নির্ব্বাহকারী স্নায়ুকেন্দ্রের পক্ষাঘাত উপস্থিত করিয়া মৃত্যু আনয়ন করে। মস্তিষ্কের যে অংশ দ্বারা শ্বাস প্রশ্বাস কার্য্য নির্ব্বাহ হয় সেই অংশে পক্ষাঘাত উপস্থিত করে। তাহাতে শ্বাস রোধ হইয়া মৃত্যু ঘটে।

হৃদয় যন্ত্র, শিরা ও ধমনী এবং দৈহিক উত্তাপের উপর আইওডাইনের কোন ক্রিয়া নাই।

আইওডাইন সেবনের পর ইহা মূত্র, ঘর্ম্ম, পিত্ত, মুখের লালা এবং দুগ্ধের সহিত বাহির হইয়া যায়। সন্তানবতী স্ত্রীলোকে আইওডাইন সেবন করিলে তাহার দুগ্ধে আইওডাইন পাওয়া যায়। কতক কতক আইওডাইন শ্বাস পথ দিয়াও বাহির হইয়া যায়।

আইওডাইন বাহ্যপ্রয়োগে উগ্র এবং প্রত্যুগ্রতা সাধক, সেবনে পরিবর্ত্তক।

আমরা সচরাচর আইওডাইন ঔষধ আইওডাইড অব্ পটাসিয়ম্ রূপে সেবন করি। আইওডাইড অব্ পটাস সেবনে আইওডাইন সেবনের কাজ হয়।

আদত আইওডাইনের ন্যায় আইওডাইড্ অব্ পটাসিয়মের ক্রিয়া উগ্র নহে। চর্ম্মের উপর প্রয়োগে ইহার কোন বিশেষ ক্রিয়া নাই। ইহা জলের সহিত দ্রব হয় এবং সেবনের পর অতি শীঘ্রই শরীরের ভিতর প্রবেশ করে এবং শীঘ্রই শরীর হইতে বাহির হইয়া যায়।

অধিক পরিমাণ আইওডাইড অব্ পটাসিয়ম সেবনে পাকস্থলীতে উগ্রতা গুণ প্রকাশ করে এবং অজীর্ণ দোষ উপস্থিত হয়। কখন কখন অতি অল্প মাত্রায় সেবনে ক্ষুধামান্দ্য উপস্থিত হয়।

আইওডাইড অব্ পটাসিয়ম অতি উৎকৃষ্ট পরিবর্ত্তক ঔষধ। লিম্‌ফেটিক্ গ্রন্থি বড় হইলে তাহার উপর আইওডাইড্ অব্ পটাসিয়ম লিনিমেণ্ট বা আইওডাইড অব্ পটাশের মলম লাগাইলে ঐ গ্রন্থি ক্রমে ছোট হইয়া স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হয়। এইরূপে কোন স্থানে প্রদাহ জনিত ফুলা থাকিয়া গেলে তাহার উপর প্রয়োগে উপকার হয়। পুরাতন বাতরোগে গ্রন্থি ফুলিয়া থাকিলে তাহার উপর লাগান যায়। তদ্ভিন্ন সিফিলিস্ পীড়া জাত নোড, ফুলা প্রভৃতির উপর লাগান যাইতে পারে। প্লীহা বড় হইলে তাহার উপর মলম মালিশ করিলে উপকার দর্শে। ব্রংকসিল রোগে মলম মালিশ করিলে উপকার হয়। এই সকল পীড়াতে টীংচার আইওডাইন, লিনিমেণ্ট আইওডাইন বা আইওডাইনের মলম লাগাইলে আরও বেশী উপকার হয়। ব্রংকছিলের উপর বিন্ আইওডাইড্ অব্ মার্কুরির মলম লাগান আরও উপকারক।

আইওডাইড অব্ পটাসের আস্বাদ লবণাক্ত। আইওডাইড অব্ পটাসিয়ম সেবন করিলে মুখের শ্লেষ্মাঝিল্লির উপর এক রকম ক্রিয়া প্রকাশ হয়। ইহাতে মুখের ও গালের শ্লেষ্মাঝিল্লি লাল হয়, গালের ভিতর বেদনা বোধ হয় এবং লালাস্রাব হয়। জিহ্বার ছাল উঠিয়া যায়। অবশ্য, সকল লোকের পক্ষে এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয় না।

যদি অনেক দিন ধরিয়া আইওডাইড অব্ পটাসিয়ম সেবন করা যায়, তবে কতকগুলি লক্ষণ প্রকাশ পায়, তাহাদের নাম আইওডিজম্ বা আইওডাইন সেবন জনিত লক্ষণ। কোন কোন লোক অতি সামান্য মাত্র আইওডাইন বা আইওডাইড অব্ পটাস সেবন করিয়াও এই সকল লক্ষণ দ্বারা আক্রান্ত হয়। কেহ বা অধিক মাত্রায় অনেকদিন ধরিয়া আইওডাইড্ অব্ পটাসিয়ম সেবনেও এই সকল লক্ষণ দ্বারা আক্রান্ত হয় না। আইওডিজম্ উপস্থিত হইলে সর্ব্ব প্রথমে অল্প অল্প সর্দ্দির ভাব হয় এবং নাক দিয়া জল পড়ে, মধ্যে মধ্যে হাঁচি হয়, হয়ত চক্ষু লাল হয় এবং মাথা কপাল কামড়ায়। এই সকল লক্ষণ ক্রমে বৃদ্ধি হয় এবং অনবরত হাঁচি হয় এবং নাক চখ দিয়া জল পড়ে। নাকের ভিতর যেন জ্বলিয়া পুড়িয়া যায়। কখন কখন এই সকল লক্ষণের সঙ্গে মুখের চর্ম্মের উপর এক রকম চর্ম্ম রোগ বাহির হয়, এক রকম ফুস্কুড়ি

(প্যাপিওল) বাহির হয়। কোন কোন ফুস্কুড়ির ভিতর রসপোরা থাকে, ভেসিকেল বা রসবটী হয়। নাকের ডগা সময় সময় লাল হয় এবং ফুলিয়া উঠে। মুখের ভিতর লাল দেখায়, গলার ভিতর বেদনা হয় এবং মুখ দিয়া লালাস্রাব হয়। এই সকল লক্ষণের সহিত অনেকের ক্ষুধামান্দ্য উপস্থিত হয়। কাহারও বা সর্দ্দির লক্ষণ না হইয়া কেবল মাত্র ক্ষুধামান্দ্যই উপস্থিত হয়। ক্ষুধা নাশের সঙ্গে সঙ্গে বমনোদ্বেগ এবং জলবৎ তরল ভেদ হয়।

আইওডাইড অব্ পটাসিয়ম সেবন বন্ধ করিয়া দিলে চব্বিশ বা আট-চল্লিশ ঘণ্টার মধ্যে এই সকল লক্ষণ দূরীভূত হয়।

আইওডাইন ঘটিত ঔষধ সেবনে কখন কখন মূত্রের পরিমাণ বৃদ্ধি হয়।

আইওডাইড অব্ পটাসিয়ম সেবনে সময় সময় শরীর ও মনের অবসাদ উপস্থিত হয়। মনে ও শরীরে যেন স্ফূর্ত্তি থাকে না, কোন কর্ম্ম করিতে প্রবৃত্তি হয় না। অল্প পরিশ্রমেই ক্লান্তি বোধ হয়। শরীর ক্রমে ক্রমে দুর্ব্বল বোধ হয়। স্ত্রী সহবাসেচ্ছা কমিয়া যায়। কোন কোন রোগীতে অতি অল্পমাত্রা ঔষধ সেবনেই এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয়। ঔষধ বন্ধ করিলেই দুই এক দিনের ভিতর এই সকল লক্ষণ দূর হয়। কখন কখন এমনও ঘটে যে, এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হইবার পর আরও কয়েক দিন ঔষধ সেবন করিলে ঐ সকল লক্ষণ আপনা হইতেই ভাল হইয়া যায়। আবার কাহারও বা ঐ সকল উপসর্গ বাড়িয়া যায়।

খুব অল্প মাত্রায় (½ গ্রেণ) সুস্থ শরীরে আইওডাইড অব্ পটাসিয়ম সেবনে ক্ষুধা বৃদ্ধি হয় এবং শরীরের ভার বৃদ্ধি হয়।

কোন কোন স্থলে আইওডাইড ঘটিত ঔষধ সেবনে গায়ে এক রকম লাল দাগ বাহির হয়। এই সকল দাগ প্রায়ই হাটু হইতে পা পর্য্যন্ত বাহির হয়। উপর অঙ্গে বড় একটা বাহির হয় না।

সিফিলিস্ রোগে আইওডাইড অব্ পটাসিয়মের ব্যবহার হয়। কিন্তু, সকল ক্ষেত্রে উপকার হয় না। সিফিলিস্ রোগের প্রথম অবস্থায় বা দ্বিতীয়াবস্থায় ইহা দ্বারা তাদৃশ ফল পাওয়া যায় না। সিফিলিস্ রোগের তৃতীয়াবস্থায় অর্থাৎ সিফিলিস্ পুরাতন আকার ধারণ করিলে যখন নোড, গমেটা প্রভৃতি উপস্থিত হয়, যখন সিফিলিস্ অস্থি প্রভৃতিকে আক্রমণ করে তখন আইও-

ডাইড অব্ পটাসিয়ম সেবনে অতি চমৎকার ফল দর্শে। সিফিলিস্ জাত বাতবেদনায়, অস্থি বেদনায় এবং শিরঃপীড়ায় ইহা অব্যর্থ ঔষধ। সিফিলিস্ জাত বাতবেদনায় যদি রাত্রিকালে যন্ত্রণার বৃদ্ধি হয়, তবে ঐরূপ বেদনার পক্ষে আইওডাইড অব্ পটাসিয়ম অমোঘ অব্যর্থ মহৌষধ। কিন্তু, এই সকল স্থলে ফল পাইতে হইলে, বেশী মাত্রায় ঔষধ ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। অন্ততঃ ১০, ১৫ গ্রেণ মাত্রায় দিন ৩ বার করিয়া সেবন করান উচিত। ঔষধ আহারের পর সেবন করিতে দিলে সচরাচর আইওডিজমের লক্ষণ উপস্থিত হয় না। কখন কখন এমনও ঘটে যে অল্প মাত্রায় আইওডাইড অব্ পটাসিয়ম সেবনে সর্দ্দি প্রভৃতি উপস্থিত হইলে মাত্রা বৃদ্ধি করিয়া দিলে ঐ সকল লক্ষণ ভাল হইয়া যায়।

সিফিলিস্ ব্যতীত অন্য কোন কারণে অস্থি ফুলিয়া উঠিলে বা পুরাতন ধরণের পেরিওষ্টাইসিস্ (অস্থির আবরণের প্রদাহ) হইলে আইওডাইড অব্ পটাস সেবনে উপকার হয়।

একুট্ রিউম্যাটিজমের তরুণ অবস্থা গত হইলে আইওডাইড অব্ পটাসিয়ম সেবনে অতি ত্বরায় উপকার হয়। রিউম্যাটিজম্ রোগের নিতান্ত তরুণ অবস্থায় জ্বরের বেগ বেশী থাকিলে স্যালিসিলেট্ অব্ সোডিয়ম উপকারক। পরে জ্বরের বেগ কম পড়িলে আইওডাইড্ অব্ পটাসিয়ম অমোঘ ঔষধ। পুরাতন ধরণের বাতরোগে, গ্রন্থিবাতে এবং পেশীবাতে (মস্‌কিউলার রিউম্যাটিজম্) আইওডাইড্ অব্ পটাসিয়ম সেবনে উপকার হয়। ক্রনিক রিউম্যাটিজম্ রোগে কম্পাউণ্ড ডিককশন অব্ সার্‌সার সহিত বা এমনিয়েটেড্ টীংচার অব্ গুয়েকমের সহিত মিশাইয়া দেওয়া যায়। গণরিয়া জনিত বাতরোগেও আইওডাইড্ অব্ পটাসিয়ম উপকারী।

অর্দ্ধ শিরঃশূল (আধকপালে মাথাধরা) রোগে আইওডাইড অব্ পটাসিয়ম এবং লাইকর আর্সেনিকেলিস্ একত্র মিশাইয়া সেবনে অতি সত্বর উপকার হয়।

পারা, সীস প্রভৃতি অধিক পরিমাণে সেবন করিয়া শরীর খারাপ হইলে আইওডাইড্ অব্ পটাসিয়ম সেবনে ঐ সকল ঔষধ শরীর হইতে বাহির হইয়া যায়। এইজন্য বহুকাল ধরিয়া পারা ব্যবহার করিলে পরে আইওডাইড্ অব্ পটাসিয়ম সেবন করা বিহিত।

কখন কখন সর্দ্দি লাগিবার পূর্ব্বেই ১০ গ্রেণ মাত্রায় একডোজ আইও-ডাইড অব্ পটাসিয়ম সেবনে সর্দ্দি ভাল হইয়া যায়।

২, ১ গ্রেণ মাত্রায় দুই এক ডোজ আইওডাইড্ অব্ পটাসিয়ম সেবনে কখন কখন শিরঃপীড়া আরাম হয়।

কোন কোন এজ্‌মা (হাঁপ) রোগে আইওডাইড অব্ পটাসিয়ম সেবনে উপকার হয়। ব্রংকাইটীস্ জনিত এজমা রোগে ৫—১০ গ্রেণ মাত্রায় আইও-ডাইড অব্ পটাসিয়ম দিন ৩ বার সেবনে উপকার হয়।

মূত্র যন্ত্রের ক্রিয়া বিকার ঘটিত পুরাতন শোথ রোগ আইওডাইড অব্ পটাসিয়ম সেবনে অতি সত্বর উপকার হয়।

এনিউরিজম্ রোগে ৫—৩০ গ্রেণ মাত্রায় বহুদিন ধরিয়া আইওডাইড অব্ পটাসিয়ম সেবনে এনিউরিজম আর বৃদ্ধি হইতে পায় না। সঙ্গে সঙ্গে রোগীকে খুব অল্প আহারে রাখিতে হইবে।

টীংচার আইওডাইন এবং লিনিমেণ্ট আইওডাইন প্রত্যুগ্রতা সাধক। বর্দ্ধিত প্লীহা যকৃতের উপর, প্রদাহান্বিত লিম্‌ফেটিক গ্লাণ্ডের উপর প্রয়োগে উপকার হয় এবং উহাদের আয়তন ছোট হইয়া যায়। টীংচার আইওডাইন অপেক্ষা লিনিমেণ্ট আইওডাইন বেশী উগ্র। কুচ্‌কির ও বগলের বিচি আও রাইলে বা বাগি হইলে এই সকল ঔষধ প্রয়োগে উপকার হয়। লিম্‌ফেটিক-গ্লাণ্ড ব্যতীত অন্য কোন স্থানে প্রদাহ হইলে প্রদাহের তরুণ অবস্থায় এই সকল উগ্র ঔষধ লেপনে প্রদাহের বৃদ্ধি হয়, কিন্তু প্রদাহের পুরাতন অবস্থায় যখন ফুলা অবশিষ্ট থাকে, তখন ঐ ফুলার উপর এই সকল ঔষধ লেপনে সমধিক ফল হয়। পুরাতন পেরিওষ্টাইটিস্, নোড্, রোগবশত গাঁইট ফুলা প্রভৃতি আরাম হয়। হাইড্রোসিল রোগ ট্যাপ্ করিয়া জল বাহির করিয়া দিয়া ১ ড্রাম টীংচার আইওডিন্ ও ১ ড্রাম জল একত্র মিশাইয়া পীচকারী দ্বারা অণ্ডকোষের থলির ভিতর দিলে হাইড্রোছিল্ ভাল হইয়া যায়। আর হয় না। এইরূপে আইওডাইন্ পীচকারী করিলে দিনকতক বেদনা ও জ্বর হয়।

ক্রনিক ওভেরাইটীস্ রোগে ওভেরির উপর টীংচার আইওডাইন্ প্রলেপ দিলে উপকার হয়। ক্রনিক এণ্ডমেট্রাইটীস্ রোগে জরায়ুর সার্‌ভিক্স্‌মেরা

উপর আইওডাইন লাগাইয়া দিলে উপকার হয়। সোরথ্রোট হইয়া গলার ভিতর বেদনা বা কাশি হইলে গলার উপরে লিনিমেণ্ট আইওডাইন প্রলেপ দিলে উপকার হয়। তদ্ভিন্ন, যক্ষ্মাকাশ, প্লুরিসি প্রভৃতি রোগে বুকের পার্শ্বে বেদনা হইলে বেদনা স্থানে আইওডাইন লিনিমেণ্ট প্রলেপ দিলে উপকার হয়।

পুরাতন কাশরোগে বা যক্ষ্মারোগে দুর্গন্ধ শ্লেষ্মা উঠিলে আইওডাইনের বাষ্প শুঁথাইলে উপকার হয়। এই কার্য্যের জন্য "ভেপর আইওডাই" এর ব্যবহার হয়।

প্লুরিসি, নিউমোনিয়া, পেরিকার্ডাইটীস্ প্রভৃতি রোগে অল্প মাত্রায় (৫ গ্রেণ) আইওডাইড্ অব পটাসিযম সেবনে উপকার হয়। তরুণ নিউ-মোনিয়া রোগ কেবল মাত্র আইওডাইড অব্ পটাসিয়ম সেবন দ্বারা আরোগ্য হইতে পারে। এই সকল রোগে আইওডাইড অব্ পটাস্ সেবনে শরীরের স্রাবন গ্রন্থির ক্রিয়া বৃদ্ধি হয় এবং তজ্জন্য ঐ সকল রোগে যে রস প্রভৃতি স্রাব হয় তাহা এই ঔষধের প্রভাবে শরীর হইতে বাহির হইয়া যায়। যকৃতের সারসিস্ রোগের প্রথমাবস্থায় আইওডাইড্ অব্ পটাসিয়ম উৎকৃষ্ট ঔষধ।

হৃদয়ের ভালভের পীড়ায় আইওডাইড্ অব পটাস্ সেবনে উপকার পাওয়া যায়। এঞ্জাইনা পেক্টোরিস্ রোগে উপকার হয়।

পুরাতন প্লীহারোগে টী চার আইওডাইন বা আইওডাইড্ অব্ পটাসিয়ম সেবনে প্লীহার আয়তন কমিয়া যায়।

মাত্রা ইত্যাদি :—পটাসিয়ম আইওডাইড ২—২০ গ্রেণ (জলের সঙ্গে), টীংচার আইওডাইন ৫—২০ মিনিম (জলের সঙ্গে)।

পটাসি আইওডাইড ৫ গ্রেণ জল ১ আং ১ মাত্রা দিন ৩ বার সেবন। পটাসি আইওডাইড ১০ গ্রেণ ডিককটস্ সারসিকো ২ ড্রাম, জল ১ আং ১ মাত্রা দিন ৩ বার। পুরাতন সিফিলিস্ এবং পুরাতন বাতরোগে উপকারক।

আইওডাইনের সঙ্গে কার্ব্বলিক এছিড মিশাইলে উহার বর্ণ পরিষ্কার হইয়া যায়। এইজন্য কার্ব্বলিক এছিড সংযোগে বর্ণহীন টীংচার আইওডিন তৈয়ার করিয়া ব্যবহার করিলে আর গায়ে আইওডাইনের দাগ পড়ে না। ডাক্তার জে উইলসন্ বলেন ৪০ মিনিম লিনিমেণ্ট আইওডাইন, ৮ মিনিম

কার্ব্বলিক এছিড এবং ৩২ মিনিম লাইকর পটাসি একত্রে মিশাইলে অতি সুন্দর বর্ণহীন দ্রব্য তৈয়ার হয়। ইহা লাগাইলে সে স্থানে জ্বালা যন্ত্রণা হয় না। বর্ণহীন টীংচার আইওডাইন তৈয়ার করিতে হইলে এইরূপে করিতে হয় ;— আইওডাইন ২৫০ গ্রেণ, রেক্‌টীফায়েড্ স্পীরিট ৫½ আং, লাইকর এমনফোর্ট ১০ ড্রাম। রেক্‌টীফায়েড্ স্পীরিটে আইওডাইন গলাইয়া লাইকর এমনিয়া যোগ করিবে। পরে বর্ণহীন দ্রব তৈয়ার হইলে আরও রেক্‌টীফায়েড্ স্পীরিট যোগ করিয়া সর্ব্বসাকল্যে ২০ আং দ্রব তৈয়ার কর।

আইওডাইন এবং আইওডাইড অব্ পটাসিয়ম সেবন করিতে করিতে আইওডিজ্‌ম্ লক্ষণ উপস্থিত হইলে ঔষধ সেবন বন্ধ করিবে। সার জেম্‌স্ প্যাজেট্ বলেন, পটাসিয়ম্ আইওডাইডের সঙ্গে এরমেটিক স্পীরিট অব্ এম-নিয়া যোগ করিয়া সেবন করিতে দিলে আইওডিজ্‌ম্ হয় না। সেগুইন বলেন যে, আহারের অর্দ্ধঘণ্টা পূর্ব্বে শূন্যোদরে কিছু অধিক জলের সঙ্গে মিশাইয়া আইওডাইড অব্ পটাসিয়ম সেবন করিলে আইওডিজ্‌ম্ হয় না। লাইকর আর্সেনিকেলিসের সঙ্গে যোগ করিয়া দিলে আইওডাইন সেবন জনিত চর্ম্ম-রোগ হয় না।

আইওডাইন দ্বারা বিষাক্ত হইলে বমন করাইবে এবং ষ্টার্চ সেবন করাইবে। ষ্টার্চ (শ্বেতসার) আইওডিনের প্রতিষেধক। ভাতের মাড়ে ষ্টার্চ আছে। অতএব ভাতের মাড় খাওয়ান ভাল।

আইওডোফর্‌মম্—আইওডোফরম্। (IODO FORUMUM—IODOFORUM.)

প্রয়োগরূপ :—(১) সপোজিটোরিয়া আইওডোফরমাই (২) অঙ্গুয়েণ্টম আইওডোফরমাই।

আইওডোফরম পচন নিবারক (Antiseptic) এবং স্থানীয় স্পর্শহারক (Local Antiseptic) যে স্থানে লাগান যায় সেখানকার বোধশক্তি লোপ হয়। ইহা পচন নিবারক বটে, কিন্তু কার্ব্বলিক এছিডের সমতুল্য নহে। ইহা দুর্গন্ধহারকও বটে।

চর্ম্মে লাগাইলে আইওডোফরম্ কোন বিশেষ ক্রিয়া প্রকাশ করে না, এবং চর্ম্মের উত্তেজনাও জন্মায় না।

অধিক মাত্রায় অথবা বহুদিন ধরিয়া আইওডোফরম সেবন করিলে ইহার দ্বারা বিষাক্ত হওনের লক্ষণ সকল প্রকাশ পায়। যদি বড় বড় ক্ষতে বহুদিন ধরিয়া আইওডোফরম লাগান যায়, তবে অল্পে অল্পে আইওডোফরম শোষিত হইয়া বিষ লক্ষণ উপস্থিত করিতে পারে। ইহার দ্বারা বিষাক্ত হইলে পরিপাক শক্তি কম হয়, শরীর অলস ভাবাপন্ন হয়, মাথাঘুরে, শিরঃপীড়া হয় এবং নাড়ী দ্রুত হয়, সঙ্গে সঙ্গে শরীরের তাপ বৃদ্ধি হয়, এবং মদের ন্যায় নেশা উপস্থিত হয়, রোগী খেপিয়া উঠে, পরে ধন্দ হয় এবং ক্রমে দুর্ব্বল হইয়া মারা পড়ে।

আইওডোফরম শরীরস্থ হইবার পর ইহার অধিকাংশ মূত্রের সঙ্গে নির্গত হইয়া যায়। কতক অংশ ফুস্‌ফুস হইতে প্রশ্বাসের সঙ্গে বাহির হইয়া যায়।

ব্যবহার :—আইওডোফরমের বড় একটা আভ্যন্তরিক প্রয়োগ নাই। ইহার পচন নিবারক গুণ থাকাতে অস্ত্র চিকিৎসা কার্য্যে ইহার খুব ব্যবহার হয়। সিফিলিস্ জাত ক্ষত এবং পচা দুর্গন্ধযুক্ত ক্ষতাদিতে প্রয়োগে অত্যন্ত উপকার হয়। শয্যাক্ষত, বাঘির ক্ষত, স্ক্রফিউলা জনিত ক্ষত এবং অন্যান্য ক্ষত যাহা সহজে আরাম হইতে চায় না, তাহাতে আইওডোফরমের স্থানীয় প্রয়োগ সমূহ উপকারী। এই সকল ক্ষতে আইওডোফরমের মলম উপযোগী। ওজিনা (পুতিনাশা) রোগে এবং মুখের ও গলার ক্ষতে আইওডোফরম একটু বিস্‌মথ ও কুইনাইনের সঙ্গে মিশ্রিত করিয়া ছড়াইয়া দিলে খুব উপকার হয়। জরায়ুর ও যোনির ক্যান্‌ছার ক্ষতে এবং অন্যান্য দুর্গন্ধযুক্ত ক্ষতে গ্লাইছেরিণ ও আইওডোফরম মিশ্রিত (১ ড্রাম আইওডোফরম গ্লাইছেরিণ ১ আং) দ্রবে লিণ্ট বা তুলা ভিজাইয়া জরায়ু বা যোনিতে স্থাপন করিলে দুর্গন্ধ দূর হয়। পুড়িয়া যাওয়া ক্ষতে আইওডোফরম এবং গ্লাইছেরিণ মিশাইয়া তাহাতে লিণ্ট ভিজাইয়া ক্ষত ড্রেস করিলে খুব উপকার পাওয়া যায়। চক্ষু প্রদাহে পূযস্রাব হইলে আইওডোফরম মলম (১০—২০ গ্রেণ আইওডোফরম, বেন্‌জোয়েটেডলার্ড ১ আং) লাগাইয়া দিলে উপকার হয়। প্যাচড়া রোগে আইওডোফরম মলম মালিশ করিলে উপকার পাওয়া যায়।

আইওডোফরম দিয়া ক্ষতাদি ড্রেস করিবার সময় আমাদের মনে রাখা কর্ত্তব্য যে ইহা দ্বারা কখন কখন ক্ষতাদির উত্তেজনা উপস্থিত হয় এবং ক্ষতের চারিদিকে লাল হইয়া উঠে বা একৃজিমা প্রভৃতি বাহির হয়। এরূপ হইলে মলমের ভিতর খুব কম পরিমাণে আইওডোফরম দিয়া ড্রেস করিবে। তরুণ কাটা ঘায়ে কেবল অমিশ্রিত আইওডোফরম দিলে প্রদাহের বৃদ্ধি হয়।

ভ্যাসেলিন ও আইওডোফরম মিশাইলে উত্তম মলম তৈয়ারি হয়। মলমের সঙ্গে কোন দুর্গন্ধ তৈল বা পেরু বালসম মিশাইলে আইওডোফরমের তীব্র গন্ধ দূর হয়। আইওডোফরম ক্লোরফরম, ঈথরে এবং কলোডিয়ম ফ্লেকৃসাইলে দ্রব হয়। ১ ভাগ আইওডোফরম এবং ১২ ভাগ ঈথর একত্রে দ্রব করিয়া সিফিলিস্ ক্ষতে এবং বাঘির ক্ষতে লাগান যাইতে পারে।

যক্ষ্মারোগে ½—৩ গ্রেণ মাত্রায় বটিকাকারে অইওডোফোরম সেবনে উপকার হয়। ব্রংকাই একটেটিস্ রোগে দুর্গন্ধ কাশ উঠিলে আইওডোফরম্ সেবনে উপকার হইতে পারে। ডাক্তার ট্যানার বলেন এজমা রোগে আইওডোফরম্ সেবন উপকারী।

মাত্রা ইত্যাদি :—½—৪ গ্রেণ।

আইডোফরম ৮ গ্রেণ, বালসম পেরু ১৬ গ্রেণ, ভ্যাসেলিন ১ ড্রাম। একত্র মিশ্রিত করিয়া মলম। ক্ষতাদি ড্রেস করা যায়। এই মলমে আইডো-ফরকের দুর্গন্ধ থাকে না।

একুয়া—ওয়াটার (AQUA—WATER.) বাঙ্গলা জল।

প্রয়োগরূপ :—(১) একুয়া ডিষ্টিলেটা। পরিশ্রুত জল। এতদ্ভিন্ন, নানা-বিধ একুয়া তৈয়ার করিতে জল ব্যবহৃত হয়।

ডিস্‌পেন্‌সারিতে ঔষধ তৈয়ার করিবার জন্য ফিল্টার করা জল ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। বৃষ্টির জল পরিশ্রুত জলের সমান। নাইট্রেট্ অব্ সিল্‌ভার, সল্‌ফেট্ অব্ কপার প্রভৃতি দ্রব করিবার জন্য পরিশ্রুত জল ব্যবহার করিবে। জল কে বাষ্পাকার করিয়া সেই বাষ্প জমিয়া যে জল হয়, তাহাই পরিশ্রুত বা চোঁয়ান জল। এই জল সর্ব্বাপেক্ষা পরিষ্কার। ইহা প্রস্তুত করিতে জল চোঁয়ান যন্ত্রের দরকার।

জল আমাদিগের একটা অতি প্রয়োজনীয় খাদ্য। জল ব্যতিত জীবন ধারণ হয় না। একজন পূর্ণ বয়স্ক ব্যক্তির ওজন যদি ৭৫ সের ধরা যায়, তবে তাহার ৫৫ সেব জল ভিন্ন আর কিছুই নহে। রক্তের অধিকাংশই জল। স্বাভাবিক খাদ্য দ্রব্যে জল থাকে।

এই জল মূল পদার্থ নহে। ইউরোপীয় রাসায়নবৎ পণ্ডিতেরা স্থির করিয়াছেন, হাইড্রোজন ও আক্‌সিজন নামক দুইটী বাষ্পাকার পদার্থ বা গ্যাস একত্রীভূত হইয়া জল উৎপন্ন করে। হাইড্রোজেন বাষ্পকে বাঙ্গলায় জলজান এবং আক্‌সিজনকে অম্লজান বাষ্প বলা যায়।

সমস্ত প্রাণী এবং উদ্ভিদে জল আছে। জেলিফিস নামক এক রকম জলজন্তু আছে। দুই পাউণ্ড ওজনের একটা জেলিফিস্ শুখাইলে উহার ওজন ১৬ গ্রেণ মাত্র হইবে। অতএব, উহার শরীরের প্রায় সমস্ত অংশই জল। কুমড়া লাউ প্রভৃতি ফলের প্রায় সমস্তই জলভাগ। একটা পেঁপের গাছ শুষ্ক করিলে উহা পাতলা কাগজের মত হইয়া যায়। কলা গাছের প্রায় সমস্তই জলীয় ভাগ। *

জল আমাদিগের খাদ্যত বটেই, তা ছাড়া ইহা অনেক রোগে ঔষধ স্বরূপ ব্যবহৃত হয়।

জ্বরিতাবস্থায় জলের তুল্য পিপাসা নিবারক পদার্থ আর দ্বিতীয় নাই। এই জলের সঙ্গে একটু টারটারিক, ছাইট্রিক বা নাইট্রিক অথবা সল্‌ফিউরিক এছিড মিশাইয়া দিলে উহার পিপাসা নিবারক গুণ বৃদ্ধি হয়। জ্বরের পিপাসায় খুব গরমজল একটু একটু সেবন করাইলে আরও শীঘ্র পিপাসা নিবারণ হয়। আমাদিগের কবিরাজী চিকিৎসার এই জন্যই জ্বরের সময় গরম জল সেবনের ব্যবস্থা আছে। নিউমোনিয়া, ব্রংকাইটিস্ প্রভৃতি রোগে গরম জল পান করানই উচিত। এই সকল স্থলে শীতল জল পানে কাশির বৃদ্ধি হয়। শীতকালের রাত্রে শীতল জল পানে অনেকের কাশরোগের

* আমি নিম্ন লিখিত খাদ্য দ্রব্য কয়টী শুষ্ক করিয়া উহাদের জলের পরিমাণ স্থির করিয়াছি। সাধারণ চালকুমড়া ৮০ তোলা শুষ্ক করিলে উহার ওজন ৫ তোলা মাত্র হয়। লাউয়েরও ঐরূপ। ৮০ তোলা বেগুণ শুষ্ক করিবার পর উহার ওজন ৭॥ তোলা হয়। সিম ৮০ তোলায় ৪ তোলা, গোলআলু ৮০ তোলায় ২২ তোলা হইবে।

বৃদ্ধি হয়। জ্বরের সময় যখন পিপাসা ও বমন দুইই থাকে, সে সময় পোয়াটকে গরম জল পান করিলে তৎক্ষণাৎ বমন ও পিপাসা দূর হয়। ম্যালেরিয়া জ্বরে ক্রমাগত বমনোদ্বেগ থাকিলে একবারে পোয়াটাক গরম জল পান করিলে তৎক্ষণাৎ বমন থামিয়া যায়। এই বিষয়টী আমি পুনঃ পুনঃ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি।

প্রাতঃকালে বিছানা হইতে উঠিয়াই খানিকটা শীতল জল পান করিলে দাস্ত খোলসা হয়। ইহাকে উষা পান বলে। উষা পানে ক্ষুধাবৃদ্ধি হয়, দাস্ত খোলসা হয় এবং মূত্র খোলসা হয়। সিষ্টাইটীস, গণরিয়া, মূত্রাশ্মরী প্রভৃতি রোগে উষাপান উপকারক।

ঈষদুষ্ণ গরম জল ১৬—২০ আং মাত্রায় গুহ্যদ্বারে পীচকারী করিয়া দিলে দাস্ত হয় এবং অন্ত্র পরিষ্কার হইয়া যায়। ইহাকেই এনিমা দিয়া দাস্ত করান বলে। রোগীকে বামপার্শ্বে শয়ন করাইয়া খুব বড় পীচকারীতে করিয়া জল লইয়া গুহ্য দ্বারের ভিতর ঐ জল প্রবেশ করাইয়া দিতে হয়। তাহাতে সমস্ত মল ধৌত হইয়া নির্গত হইয়া পড়ে। অন্ত্রে মল জমিয়া থাকিলে খুব শক্ত মলের গোটা আটকাইয়া থাকিলে এইরূপ এনিমা দ্বারা দাস্ত করান আবশ্যক। কেবল মাত্র শীতল জল দ্বারাও এনিমা দেওয়া যায়। জলের সঙ্গে ক্যাষ্টর অইল, সাবান প্রভৃতি মিশাইয়াও এনিমা দেওয়া যায়। রক্তমাশায় রোগে অত্যন্ত কোঁৎপাড়া থাকিলে ৪—৮ আং ঈষদুষ্ণ গরম জল লইয়া গুহ্য দ্বারে পীচকারী করিয়া দিলে কোঁৎপাড়া ও টাটানির নিবারণ হয়। পুরাতন আমাশায় রোগে প্রত্যহ গরম বা শীতল জল পীচকারী করিয়া অন্ত্র ধৌত করিয়া দিলে সমূহ উপকার হয়।

ছোট ছোট শিশুদিগকে ২—৪ আং জলের পীচকারী দিলেই দাস্ত হইয়া পড়ে।

তড়কা, আক্ষেপ ইত্যাদিতে চকে মুখে শীতল জলের ছাট পরম ঔষধ। হিষ্টিরিয়ার আক্ষেপে মাথায় ও চকে মুখে নির্ভয়ে শীতল জলের ছাট দিলে তৎক্ষণাৎ রোগীর ফিট্ ছাড়িয়া যায়। হিষ্টিরিয়া রোগীর চোয়াল ধরিয়া গেলে বা হাঁটু ধরিয়া গেলে চোয়ালের ও হাঁটুর উপর উচ্চ করিয়া জলের ধারানী

দিলে চোয়ালধরা ও হাঁটুধরা ছাড়িয়া যায়। প্রসবের পর জরায়ু হইতে রক্তস্রাব হইতে থাকিলে খুব শীতল জল ধারানী করিয়া তলপেটের উপর দিলে তৎক্ষণাৎ রক্তস্রাব নিবারণ হয়। কিন্তু, ফল পাইতে হইলে অনেক বেশী জলের দরকার। জলে তোয়ালে ভিজাইয়া প্রভৃতির তলপেটে পুনঃ পুনঃ আঘাত করিলে অর্থাৎ জলের ছাট দিলেও জরায়ু সঙ্কুচিত হইয়া উপকার করে। প্রসবক্ষেত্রে রক্তস্রাব নিবারণে জল এত উপযোগী যে, সন্তান হইবার পূর্ব্বেই আঁতুড় ঘরের নিকট দুই চার কলসা জল রাখিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। তলপেটে জল ধারানীর সঙ্গে সঙ্গে শীতলজলে ন্যাক্‌ড়া ভিজাইয়া যোনিদ্বারে প্রবেশ করাইয়া দিলে আরও সত্বর উপকার হয়। প্রসবের পর রক্তস্রাব হইয়া অনেক রোগী মারা পড়ে। এইরূপ আকস্মিক বিপদে জল যে পরম উপযোগী ইহা সকলেরই জানিয়া রাখা কর্ত্তব্য। এই ক্ষেত্রে বরফ পাওয়া গেলে আরও ভাল হয়।

রক্তবমন রোগে খুব শীতলজল বা বরফ জল পান করিলে রক্তবমন নিবারণ হয়। রক্তকাস রোগেও খুব রক্ত উঠিতে থাকিলে শীতল জল পানে উপকার হইতে পারে।

কলেরার পীড়াতে বরফ পান এবং শীতল জল পান উপকারী। কলেরা রোগে উষ্ণজল পানেও উপকার হয়। শীতল জল বমন হইয়া উঠিয়া গেলে খুব অল্প অল্প করিয়া গরম জল পান করাইলে বমন নিবারণ হইতে পারে।

মূর্চ্ছারোগে চকে মুখে শীতল জলের ছাট দিলে রোগীর সংজ্ঞা হয়।

জ্বররোগে শিরঃপীড়া এবং উগ্র প্রলাপ হইলে মাথায় শীতল জলের পটি দিলে রোগী সুস্থ হয়। উগ্র প্রলাপে মাথা খুব গরম বোধ হইলে মস্তকে শীতল জল পটির ন্যায় ঔষধ আর নাই। অন্যান্য অনেক কারণে মাথা গরম হইয়া শিরঃপীড়া হইলে মাথায় ধারানী করিয়া শীতল জল দিলে তৎক্ষণাৎ মাথাধরা ছাড়িয়া যায়। জ্বরবিকারে মস্তক শীতল করিতে হইলে রোগীর মাথা কামাইয়া বেশ একখান বড় ন্যাক্‌ড়া শীতল জলে ভিজাইয়া মাথার সম্মুখ ভাগ সমস্ত আবৃত করিয়া দিতে হইবে এবং পুনঃ পুনঃ জল দিয়া ঐ ন্যাক্‌ড়া

ভিজাইয়া রাখিতে হইবে। রোগীর শীত বোধ হইলে কিয়ৎকালের জন্য ন্যাকড়া তুলিয়া ফেলিতে হইবে।

সন্‌ষ্ট্রোক বা সর্দ্দিগরমীর দ্বারা রোগী অজ্ঞান হইয়া পড়িলে মাথায় শীতল জলের ধারানী পরমৌষধ। রোগীর বস্ত্রাদি উন্মোচন করাইয়া রোগীকে বসাইয়া দুই, তিনফুট উচ্চ হইতে বেশ বড় ধারানী করিয়া মস্তকে ঘাড়ের নতায়, পৃষ্ঠের দাঁড়ায় এবং বুকের উপর ক্রমাগত জল ঢালিতে হইবে। দুই, তিন মিনিট পর্য্যন্ত জল ঢালিয়া রোগীকে তোলাইয়া গা মুছাইয়া দিতে হইবে। ইহাতেই রোগীর জ্ঞান হইবে। ইহাতেও জ্ঞান না হইলে পায়ের নলায় এবং পায়ে মষ্টার্ড প্ল্যাষ্টার বা গরমজল ও টার্পিণের স্বেদ দিলেই চৈতন্য হইবে। সর্দ্দিগর্ম্মি রোগে শীতল জল ব্যবহার করিতে হইলে দুই একটী বিষয়ে মনোযোগ করিতে হইবে। জল একেবারে হপাৎ করিয়া ঢালিয়া না দিয়া ধারানী করিয়া দিতে হইবে। কেবল মাথায় না ঢালিয়া পিঠের দাঁড়া ও ঘাড়ের নতা এবং বুকের উপরও দিতে হইবে। রোগীর জ্ঞান হইবামাত্র অথবা রোগী ফঁশ করিয়া দীর্ঘনিশ্বাস লওয়ামাত্র জলের ধারানী বন্ধ করিতে হইবে। রোগী বৃদ্ধ বা নিতান্ত দুর্ব্বল হইলে অথবা রোগীর গাত্র অত্যন্ত শীতল হইলে এইরূপ জলের ধারানী না দিয়া চকে মুখে জলের ছাটমাত্র দিয়াই ক্ষান্ত হইবে। কেন তাহা আর খুলিয়া বলিবার দরকার নাই। মোদ্দা কথা অত্যন্ত দুর্ব্বল রোগী শীতল জলের ধারানী সহ্য করিতে পারে না। মদ্যপান করিয়া উন্মত্ত হইলে বা অজ্ঞান হইলেও এইরূপ শীতল জলের ধারানী উপকারক। তা ছাড়া এপপ্লেক্সি রোগেও নানাকারণে রোগী অজ্ঞান হইলে এই উপায় প্রশস্ত।

শীতল জল উত্তম উত্তাপহারক। জ্বরে অত্যন্ত গাত্রদাহ হইলে শীতল জল ও ভিনিগার বা শীতল জল ও তৈল একত্রে মিশাইয়া গায়ে মাখাইয়া দিলে রোগীর গা শীতল হয়।

তরুণ জ্বরে অত্যন্ত উত্তাপ বৃদ্ধি হইলে এবং তজ্জন্য প্রলাপ ও মোহ হইলে কোল্ডপ্যাকিং অতি উৎকৃষ্ট চিকিৎসা। কোল্ডপ্যাক করিতে হইলে একখান মোটা পশমীবস্ত্র বা কম্বল শীতল জলে ভিজাইয়া নিঙ্গড়াইয়া রোগীকে ঐ জল-সিক্ত কম্বল দিয়া আপাদ মস্তক মুড়াইতে হইবে, কেবল মুখটী আলগা

থাকিবে। মাথায় আলাদা করিয়া জলসিক্ত বস্ত্র দিয়া মাথা আবৃত করিতে পার। পরে আর একখান শুষ্ক কম্বল দিয়া রোগীকে আবৃত করিবে। ভিতরে গায়ের উপর জলসিক্ত কম্বল এবং তাহার উপর শুষ্ক কম্বল। এইরূপে ১০—১৫ মিনিট রাখিলেই রোগী একরূপ অপূর্ব্ব সুখানুভব করে। প্রলাপ মোহ প্রভৃতি সমস্ত দূর হয়।

এক্যুট্ রিউম্যাটিজম্ রোগে এবং পিয়ারপিউরাল ফিবার নামক দুরন্ত রোগে হঠাৎ অতিশয় উত্তাপ বৃদ্ধি হইতে পারে। এই দুই রোগে কথন কথন ১০৮—১১০ পর্য্যন্তও উত্তাপ বাড়িয়া উঠে। ইহারই নাম হাই-পার্পাইরেক্সিয়া। এই হাইপার্পাইরেক্সিয়া হইলে বরফ জল দিয়া গাত্র ধৌত করিয়া দিলে অনেকটা উপকার হয়।

জর হইয়া ছোট ছোট ছেলেদের তড়কা হইবার সূত্রপাতেই মাথায়, চকে মুখে জলের ছাট দিলে আর তড়কা হইতে পায় না।

তড়কা হইলে শিশুকে গলা পর্য্যন্ত গরম জলের টবে বসাইয়া মাথায় শীতল জলের ধারানী দিলে তৎক্ষণাৎ তড়কা আরাম হয়। ১০—১৫ মিনিট মাত্র এই রকম করিয়া গরম জলে বসাইয়া রাখিতে হয়। শিশু অত্যন্ত দুর্ব্বল হইলে এইরূপ উপায় প্রশস্ত নয়। দৌর্ব্বল্য জনিত তড়কায় গরম জলে মষ্টার্ডের গুঁড়া মিশাইয়া ঐ জলে শিশুর পা হইতে হাঁটু পর্য্যন্ত ডুবাইয়া রাখিলে শীঘ্রই ফিট্ থামিয়া যায়। ৫ সের বা ১০ সের গরম জল একটা গামলায় করিয়া লইয়া ১—২ আং মষ্টার্ড মিশাইয়া শিশুর পা ও পায়ের গোছ ডুবাইয়া রাখিতে হইবে। জ্বরের অবস্থায় অত্যন্ত প্রলাপ ও মোহ হইলেও এই উপায়ে মষ্টার্ড মিশ্রিত গরম জলে রোগীর পা ডুবাইয়া রাখিলে উপকার হয়। ইহার নাম মষ্টার্ড বাথ।

জ্বরে রোগীর মোহ ও প্রলাপ হইলে দুইটী বড় বড় মোজা গরম জলে ভিজাইয়া পায়ে পরাইয়া দিলে উপকার হয়। রোগীর হাত পা ঠাণ্ডা হইলে বোতলে গরম জল পুরিয়া ঐ বোতলে ফ্ল্যানেল জড়াইয়া হাতে ও পায়ে দিলে সমূহ উপকার হয়।

শুষ্ক কাস, সোরথ্রোট, শ্বাসকষ্ট প্রভৃতি রোগে গরম জলের বাষ্প শুঁকিলে উপকার হয়। যক্ষ্মারোগে গলার স্বরবদ্ধ হইলে গরম জলের বাষ্প আঘ্রাণ

অতিশয় উপকারী। হাঁড়িতে গরম জল পুরিয়া সরা দিয়া মুখ বন্ধ করিয়া হাঁড়ির গারে একটা ছিদ্র করিয়া ঐ ছিদ্রে নল লাগাইয়া তামাক খাওয়ার মত টানিলেই গরম জলের বাষ্প আঘ্রাণ করান হয়। তদ্ভিন্ন, রোগীকে একটা ছোট ঘরে আবদ্ধ করিয়া জানালা ও কপাট বন্ধ করিয়া ঐ ঘরে জল ফুটাইলেও উপকার হয়।

প্রস্রাব বন্ধ হইলে গরমজল পূর্ণ টবে মাজা পর্য্যন্ত ডুবাইয়া বসিয়া থাকিলে প্রস্রাব হয়।

কোন স্থান কাটিয়া বা ছড়িয়া গেলে, অথবা কোন স্থানে প্রদাহ হইবার সূত্রপাত হইলে শীতল জলে ন্যাকড়া ভিজাইয়া ক্রমাগত জলপটী দিয়া রাখিলে ব্যাথা মরিয়া যায় এবং প্রদাহ অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়। কোন স্থানে ফোড়া উঠিবার সম্ভাবনা হইলে ক্রমাগত শীতল জল দিয়া ভিজাইয়া রাখিলে আর সেস্থান পাকিয়া যায় না।

পাঁচড়ার ফোট উঠিবার সময় চতুর্দ্দিকের চর্ম্ম লাল হইয়া প্রদাহ হইলে একখান ন্যাকড়া শীতল জলে ভিজাইয়া জলপটী দিলে তৎক্ষণাৎ সমস্ত যন্ত্রণার অবসান হয়। নূতন জুতা পায়ে দিয়া ফোস্কা উঠিবার সূত্রপাতে শীতল জলপটী দিলে উপকার হয়।

গরম জলের স্বেদ যে কোন বেদনার উপকার করে। প্লুরিসি, নিউমোনিয়া প্রভৃতি রোগে বুকে ও পাঁজরে খুব করিয়া গরম জলে ফ্লানেল ডুবাইয়া নিঙ্গড়াইয়া স্বেদ দিলে সমূহ উপকার হয়। প্লুরিসি, নিউমোনিয়া রোগে অনেক চিকিৎসক কোল্ডকম্প্রেস (Cold Compress) উপকারী বলেন। একখান শীতল জলে ফ্লানেল চুবড়াইয়া রোগীর বক্ষ বেষ্টন করিয়া বাঁধিয়া দিতে হয়। গাউটরোগে গাঁইটে বেদনা ধরিলে ঠাণ্ডা জলে ন্যাকড়া ভিজাইয়া জড়াইয়া বাঁধিয়া রাখিলে বেদনার শান্তি হয়। বাত বেদনা লম্বেগো প্রভৃতি রোগে গরম জলের স্বেদ উপকারী। পেট ফাঁপিলে পেটের উপর গরম জলের স্বেদ দিলে পেট ফাপা সারিয়া যায়। তলপেটে গরম জলের স্বেদ দিলে দাস্ত ও খোলসা হয়। স্ত্রীলোকের জরায়ু, ও ওভেরি প্রভৃতিতে বেদনা হইলে গরম জলের স্বেদ উপকারী। স্ত্রীলোকের ঋতু খোলসা না হইয়া মাজায় বেদনা হইলে গরম জলের টবে মাজা পর্য্যন্ত

ডুবাইয়া রাখিলে ঋতু খোলসা হয়। যকৃত ও প্লীহার রক্তাধিক্য হইলে গরম জলের স্বেদ উপকারী। যে কোন স্থানে রক্তাধিক্য হইলে গরম জলের স্বেদ উপকার করে।

কোন স্থান কাটিয়া গিয়া রক্ত পড়িতে থাকিলে শীতল জলে ন্যাকড়া ভিজাইয়া সেই স্থান কসিয়া বাঁধিয়া দিলে রক্তস্রাব নিবারণ হয়।

প্রস্রাবের পর জরায়ু হইতে রক্তস্রাব হইলে অনেক চিকিৎসক জরায়ু মধ্যে গরম জলের পীচকারী প্রয়োগ উপকারী বলেন। ১১২ ডিগ্রী উত্তপ্ত গরম জল ব্যবহার করিতে হইবে।

শীতল জলে স্নান বলকারক। প্রত্যহ শীতল জলে স্নান করিলে শরীর প্রফুল্ল হয়। বিশেষতঃ, গ্রীষ্ম প্রধান দেশে শীতল জলে স্নান অত্যন্ত উপকারী। সুস্থ শরীরে উষ্ণজলে স্নান অপকারক। ইহাতে শরীর দুর্ব্বল করে এবং ক্রমে শরীরের চর্ম্মের অবস্থা এরূপ হইয়া দাঁড়ায় যে, শীতল জল বা শীতল বাতাস গায়ে লাগাইলেই সর্দ্দি, গাত্রে বেদনা প্রভৃতি উপস্থিত হয়। শীতল জলে স্নান সুস্থ শরীরে বলকারক, কিন্তু দুর্ব্বল শরীরে কিছু অবসাদক। এজন্য, জরান্তে দৌর্ব্বল্য বা অন্য কোন কারণে শরীর দুর্ব্বল হইলে ঈষদুষ্ণ জলে স্নান করাই প্রশস্ত। কিন্তু, এরূপ স্থলেও শীতল জল দিয়া অগ্রে মস্তক ধৌত করিয়া তারপর গরম জল দিয়া গাত্র ধৌত করা প্রশস্ত। ম্যালেরিয়া জ্বর ও শীতল জলের সঙ্গে বেশ একটু বন্ধুত্ব ভাব আছে। ম্যালেরিয়া জ্বরে শীতল জলে স্নান সহ্য হয় না। কুইনাইন খাইয়া তাড়াতাড়ি শীতল জলে স্নান করিলেই পুনর্ব্বার জ্বর হয়। এজন্য ম্যালেরিয়া জ্বরে কিছু দিন পর্য্যন্ত স্নান না করাই ভাল।

রাত্রে সুনিদ্রা না হইলে শীতল জল দিয়া মস্তক ও ঘাড় বেশ করিয়া ধৌত করিয়া শয়ন করিলে সুনিদ্রা হয়। সন্ধ্যাকালে শীতল জল দিয়া মস্তক ধৌত করিয়া সমস্ত শরীর গরম জল ও তোয়ালে দিয়া ডলিয়া শয়ন করিলে সুনিদ্রা হয়। এইরূপ প্রথা অনিদ্রা রোগের বেশ একটা ভাল ঔষধ।

ডাক্তার মহাশয়ের সকল রোগেই শীতল জল পানের ব্যবস্থা দেন। কিন্তু নিউমোনিয়া ব্রংকাইটীস প্রভৃতি কাশ রোগে শীতল জল পানে আরও কাশির বৃদ্ধি হয়। অতএব কাশ রোগে গরম জল পানই প্রশস্ত, যক্ষ্মা-

রোগে ক্রমাগত কাশি হইতে থাকিলে গরম জল পানে উপকার হয় এবং কাশির বেগ দমন হয়।

একুাট্ টন্‌সিলাইটীস এবং সোরথ্রোট রোগে জলের কুলি উপকারক। তা ছাড়া বাহির দিকে গলার উপর শীতল জল সিক্ত ফ্ল্যানেল দিয়া জড়াইয়া রাখিলে সমূহ উপকার হয়।

গরম জলের ভাপ ঘর্ম্মকারক। এতদ্দেশে যে "ভাবনা" লওয়ার প্রথা আছে, তাহা অনেক পীড়ায় হিতকারী। ভাবনা লইতে হইলে এইরূপে লইতে হয়;—একটা হাঁড়ির গলার কাছে একটা ছিদ্র করিয়া ঐ ছিদ্র বন্ধ করিয়া অর্দ্ধহাঁড়ী জল পুরিয়া হাঁড়ির মুখে সরাচাপা দিয়া জ্বাল দিতে হয়। তারপর বেশ হইয়া বাষ্প তৈয়ার হইলে রোগীকে সেই হাঁড়ীর নিকট একখান চেয়ারে বসাইয়া মুখখানি বাদ সমস্ত শরীর কম্বল বা লেপ দিয়া আবৃত করিতে হইবে। তারপর ঐ হাঁড়ির ছিদ্র খুলিয়া তাহাতে একটা নল লাগাইয়া ঐ নল কম্বল বা লেপের এক যায়গায় ফাঁক করিয়া রোগীর গাত্রের নিকট ধরিতে হইবে। অর্থাৎ এরূপ ভাবে আয়োজন করিতে হইবে, যে কম্বল ও লেপের মধ্য দিয়া বাষ্প গমন করিয়া রোগীর গায়ে লাগে। কম্বল মোড়া থাকাতে বাষ্প এদিক ওদিক দিয়া বাহির হইতে পায় না। শোথ রোগে এবং জণ্ডিস রোগে এই-রূপ ভাবনা লওয়া উপকারী।

সায়েটিকা, লম্বেগো, স্নায়ুশূল প্রভৃতি রোগে সেই স্থানের মাংসপেশীতে শীতল জলের হাইপোডার্ম্মিক ইন্‌জেক্‌সন (অধঃত্বাচ প্রয়োগ) করিলে বেদ-নার শান্তি হয়। কোন স্থানে পক্ষাঘাত হইলে মাংসপেশীর মধ্যে শীতল জলের অধঃত্বাচ প্রয়োগে পক্ষাঘাত আরোগ্য হয়। সায়েটিয়া, লম্বেগো প্রভৃতিতে ৩০ মিনিম জল এক একবারে অধঃত্বাচ প্রয়োগ করিতে হইবে। প্রয়োজন হইলে পুনঃ পুনঃ ইন্‌জেক্‌ট্‌ করিবে। ১ ঘণ্টা মধ্যে ৪, ৫ বারও করা যাইতে পারে।

সাধারণ শীতল জলে স্নানের নাম কোল্ডবাথ (Cold Bath) এই জলের উত্তাপ সেই সময়ের বায়ুর উত্তাপের সঙ্গে সমান। শীতকালে বায়ু শীতল থাকে, এজন্য জলও কিছু শীতল থাকে। গ্রীষ্মকালে বায়ু গরম হয়, এজন্য জলও গরম থাকে।

ঈষদুষ্ণ গরম জলে স্নানের নাম টেপিড বাথ (Tepid Bath) এই জলের উত্তাপ ফারেনহিট থার্মোমিটারের ৮৫ হইতে ৯৫ ডিগ্রী।

৯৮ হইতে ১০০ ডিগ্রী পর্য্যন্ত উত্তপ্ত জলে স্নানের নাম ওয়ারাম বাথ (Warm Bath) ইহা সাধারণ জ্বররোগে ব্যবহার্য্য।

১০২ হইতে ১০৮ ডিগ্রী পর্য্যন্ত উত্তপ্ত জলে স্নানের নাম হটবাথ (Hot Bath)। এই হটবাথ সর্দ্দি, শোথ, মূত্রযন্ত্রের পীড়ায় উপকারী।

জলে মাজা পর্য্যন্ত ডুবাইয়া বসার নাম হিপ্‌বাথ বা সিজবাথ (Hip Bath or Sitz Bath)। গরম জলে বসার নাম হটহিপ্‌বাথ বা ওয়ারাম হিপ্‌বাথ। এমিনরিয়া, ডিস্‌মেনরিয়া প্রভৃতি রোগে উপকারী। ½ ঘণ্টা আন্দাজ এই বাথ দিতে হয়।

কোল্ডপ্যাকিংএর বিষয় পূর্ব্বেই বলিয়াছি। ইহার আর একটী নাম ওয়েটপ্যাক (Wet Pack)। ইহাতে শীতল জলে কম্বল ভিজাইয়া রোগীকে মুড়াইতে হয়। ½ ঘণ্টা পর কম্বল খুলিয়া রোগীকে শুষ্ক তোয়ালে দিয়া গা মুছাইয়া দিতে হয়।

হট ওয়েটপ্যাক (Hot Wet Pack) ইহাতে খুব গরম জলে কম্বল ভিজাইয়া রোগীকে মোড়াইয়া দিতে হয়। ইহা ঘর্ম্মকারক। শোথ রোগে উপকারী।

চকে, মুখে, গায়ে জলের ছাট দেওয়ার নাম ডুস্ (Douche)। ঝরণার জলে স্নানের নাম সাউয়ার বাথ (Shower Bath)। ইহাতে বহু ছিদ্রযুক্ত ঝরণা হইতে উচ্চ হইতে মাথায় ও গায়ে জল পড়ে। জল বৃষ্টি বিন্দুর ন্যায় গায়ে পড়া চাই। স্নায়ুদৌর্ব্বল্যে এইরূপ স্নান উপকারী।

গরম জলের সেক দেওয়ার নাম ফোমেন্‌টেসন (Fomentation)।

পা পর্য্যন্ত গরম জলে ডুবানর নাম ফুটবাথ (Foot Bath)। গরম জলে মষ্টার্ডের গুড়া মিশাইয়া তাহাতে পা ডুবাইয়া রাখার নাম মষ্টার্ড ফুটবাথ (Mustard Foot Bath)

এণ্টিপাইরিন্—ফিনাজোন (ANTIPYRIN—PHENAZONE.)

এণ্টিপাইরিন্ উত্তাপহারক, বেদনা নিবারক এবং নিদ্রাকারক। ইহা রক্ত-রোধকও বটে।

সহজ শরীরে এণ্টিপাইরিণ সেবনে শারীরিক উত্তাপ অতি সামান্য মাত্র কম পড়ে। কিন্তু জ্বরের অবস্থায় ইহা খুব উত্তাপ হারক। ইহাতে ঘর্ম্মও হয়। যে স্নায়ুকেন্দ্রের দ্বারা আমাদিগের শারীরিক উত্তাপের হ্রাস বৃদ্ধি হয়, সেই স্নায়ুকেন্দ্র মস্তিষ্কের কর্পসষ্ট্রায়েটম্ নামক স্থানে স্থাপিত আছে। ঐ কর্পসষ্ট্রায়েষ্টমের অবসাদ উৎপন্ন করিয়া এণ্টিপাইরিণ উত্তাপ কম করে। ইহাতে অধিক উত্তাপ জন্মাইতে দেয় না।

যে কোন রোগে উত্তাপ বৃদ্ধি হইলে এণ্টিপাইরিণ দেওয়া যাইতে পারে। ইহা প্রবল উত্তাপ হারক। তরুণজ্বর, রিউম্যাটিজম্, স্কার্লেটিনা, তরুণ যক্ষ্মা প্রভৃতি রোগে অতিশয় উত্তাপ বৃদ্ধি হইলে এণ্টিপাইরিণ দেওয়া বিধেয়। ১০৪ এর উপর উত্তাপ বৃদ্ধি হইলেই এণ্টিপাইরিণ দেওয়া যায়।

এণ্টিপাইরিণ অবসাদক ঔষধ। এজন্য, রোগী খুব দুর্ব্বল হইলে ইহা দেওয়া বিধেয় নহে। রোগী সবল হইলেও প্রথমে খুব অল্পমাত্রাতেই দেওয়া উচিত। কারণ কোন কোন রোগীতে ইহা অত্যন্ত অবসাদ উৎপন্ন করে এবং রোগীর অত্যন্ত ঘর্ম্ম হইয়া ধাত ছাড়িয়া যাইবার উপক্রম হয়। সাবধানে প্রয়োগ করিলে কোন বিপদের আশঙ্কা নাই। ইহার দ্বারা কোলাপ্স হইলে বেলেডোনা সেবন করান উপকারক। তা ছাড়া ঈথর, ব্রাণ্ডি প্রভৃতিও দেওয়া যায়। হুইট্‌লোউ বলেন এণ্টিপাইরিণ দ্বারা কোলাপ্স হইলে এট্রপিনের অধঃত্বাচ প্রয়োগ উপকারী।

প্রসবের পর রক্তস্রাব হইলে অথবা নাক দিয়া রক্তস্রাব হইলে এণ্টিপাইরিণ সেবনে রক্তবন্ধ হয়।

এণ্টিপাইরিণ অতি উৎকৃষ্ট যন্ত্রণা নিবারক। জ্বরকালীন শিরঃপীড়া, হাত পা কামড়ানী প্রভৃতি সমস্ত যন্ত্রণা এণ্টিপাইরিণ সেবনে নিবারণ হয়। নিউর‍্যাল্‌জিয়া পীড়ায় এণ্টিপাইরিণ উৎকৃষ্ট যন্ত্রণা হারক। মাইগ্রেণ বা সিক-হেডেক রোগে ইহা অমৃত স্বরূপ। যে কোন শিরঃপীড়ায় এণ্টিপাইরিণ মহোপকারক।

প্লিউরিসি রোগে এণ্টিপাইরিণ সেবনে যন্ত্রণা নিবারণ হয় এবং ক্ষরিত রস বসিয়া যায়। ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জারোগের প্রথমাবস্থায় এণ্টিপাইরিণ প্রয়োগে বিশেষ উপকার হয়।

প্রসবের অবস্থায় এণ্টিপাইরিণ এবং তাহার সঙ্গে আরগট প্রয়োগ করিলে প্রসবের যন্ত্রণা নিবারণ হয়। বিনা কষ্টে প্রসব হয়।

স্বপ্নদোষ পীড়া, হাঁপরোগ, সমুদ্র বমন ডায়েবেটিস এবং রক্তকাশ রোগে এণ্টিপাইরিণ উপকারক।

লকোমেটের এটাক্সি রোগের যন্ত্রণায় এবং সেরিব্রোস্পাইনল মেনিন্‌জাইটীস রোগের দুরুহ শিরঃপীড়ায় এণ্টিপাইরিণ মহৌষধ।

এণ্টিপাইরিণ গলাইয়া হাইপডার্ম্মিক ইন্‌জেক্‌শন করিয়া যন্ত্রণা স্থানে দিলেও যন্ত্রণা নিবারণ হয় কিন্তু ইহাতে পীচকারী করার সময় একটু যন্ত্রণা হয় এবং পরিশেষে পীচকারী করার যায়গায় প্রদাহ জন্মাইয়া ক্ষত হইতে পারে।

মাত্রা ইত্যাদি—ইহার মাত্রা ৫—২০ গ্রেণ নির্দ্দিষ্ট আছে। এতদ্দেশীয় রোগী-দিগকে ৫—১০ গ্রেণ পর্য্যন্ত দেওয়া কর্ত্তব্য। ১ বৎসরের শিশুকে ½ গ্রেণ এবং ২, ৩ বৎসর বয়সের শিশুকে ১ গ্রেণ মাত্রায় দেওয়া যায়। জ্বররোগে ১০৪ এর উপর উত্তাপ হইলে ৫—৮ গ্রেণ মাত্রায় প্রাতে ১ বার এবং বৈকালে ১ বার দেওয়া যায়। যন্ত্রণা নিবারণ করিতে হইলে একবারেই একটু বেশী মাত্রায় দেওয়া কর্ত্তব্য। পরে পুনর্ব্বার যন্ত্রণা হইলে আর এক মাত্রা দিতে পারা যায়। পরন্তু এ ঔষধ পুনঃ পুনঃ দেওয়া যুক্তিযুক্ত নহে। আর অল্পমাত্রায় একটু একটু করিয়া দিলে তাদৃশ উপকারও হয় না।

অধঃত্বাচ প্রয়োগ করিতে হইলে ৫ গ্রেণ মাত্রায় দেওয়া যাইতে পারে।

দুর্ব্বল রোগীকে এবং যক্ষ্মাকাশের শেষাবস্থায় ইহা প্রয়োগ করিবে না। ডাঃ করণার বলেন স্ত্রীলোকের রজঃস্রাবের সময় এণ্টিপাইরিণ দেওয়া বিধেয় নহে।

এণ্টিফেব্রিণ—এছিটানিলাইড (ANTIFEBRIN—ACETANILIDE.)

ইহা উত্তাপহারক এবং যন্ত্রণা নিবারক। সহজ শরীরে ইহা সেবনে উত্তাপ কম পড়ে না। জ্বরের অবস্থায় ১ ডোজ এণ্টিফেব্রিণ সেবন করাইলে ৫—৬ ঘণ্টা পর্য্যন্ত উত্তাপ কম থাকে। ইহাতে ঘর্ম্মও হয়। ইহাতে এণ্টি-

পাইরিণের ন্যায় উত্তাপ বৃদ্ধিকারক স্নায়ুকেন্দ্রের অবসাদ উৎপন্ন করিয়া উত্তাপ জন্মাইবার বাধা দেয়, তাহাতেই উত্তাপ কম পড়ে। কোন কোন ডাক্তারের মতে এণ্টিপাইরিণ অপেক্ষা এণ্টিফেব্রিণ কম অবসাদক। সচরাচর প্রয়োগে তাহাই বোধ হয়। কিন্তু কোন কোন রোগীতে অতি অল্পমাত্রায় এণ্টিফেব্রিণ প্রয়োগেও ভয়ানক অবসাদ উৎপন্ন হয়। আমার চিকিৎসাধীনে একটী সবল রোগীর ১০৫ ডিগ্রী উত্তাপ বৃদ্ধির অবস্থায় ২½ গ্রেণ মাত্র এণ্টিফেব্রিণ প্রয়োগে ১০ মিনিট মধ্যে ১০১ মাত্র উত্তাপ এবং ভয়ানক অবসাদ উৎপন্ন হইয়াছিল। জ্বর প্রভৃতি পীড়ায় ইহা প্রয়োগ করিতে হইলে একটু ব্রাণ্ডি বা এমনিয়ার সহিত মিশাইয়া দেওয়াই যুক্তিযুক্ত। তবে সচরাচর দেখা যায় ইহার দ্বারা কোন অনিষ্ট হয় না। ধাত বিশেষে কোলাপ্স ও অবসাদ উৎপন্ন হয় মাত্র। জ্বরের অবস্থায় ইহা উৎকৃষ্ট ফিবার মিকশ্চাবের কাজ করে। এণ্টিপাইরিণ এবং এণ্টিফেব্রিণ উত্তাপ কম করিলেও ইহাতে জ্বরের ভোগ কমাইতে পারে না। যে জ্বর যত দিন ভোগ করিবে ইহাদিগকে প্রয়োগসত্বেও তাহাই থাকে। ইহাতে কেবল উত্তাপের লাঘব করে। কোন কোন স্থলে এই সকল ঔষধ সেবন করাইয়া উত্তাপ কম হয় বটে, কিন্তু পরে দেখা যায় পুনর্ব্বার উত্তাপ বৃদ্ধির সময় কম্প দিয়া জ্বর আইসে।

যে যে ক্ষেত্রে এণ্টিপাইরিণ ব্যাবহার হয়, সেই সেই ক্ষেত্রেই এণ্টিফেব্রিণ দেওয়া যাইতে পারে। ইহাও উৎকৃষ্ট যন্ত্রণা নিবারক। তবে ইহার যন্ত্রণা নিবারক শক্তি এণ্টিপাইরিণ অপেক্ষা কম। ইহার মাত্রা ৩—১০ গ্রেণ।

এমনিয়ম্—এমনিয়া (AMMONIUM—AMMONIA.)

প্রয়োগরূপ :—(১) লাইকর এমনাই ফরটিয়র। (ক) লাইকর এমনাই। (খ) লিনিমেণ্টম্ এমনাই। (২) লাইকর এমনিয়াই এছিটেটিস্ ফরটিয়র। (ক) লাইকর এমনিয়াই এছিটেটিস্। (৩) লাইকর এমনিয়াই ছাইট্রেটিস্ ফরটিয়র। (ক) লাইকর এমনিয়াই ছাইট্রেটিস্। (৪) স্পীরিটম্ এমনাই এরমেটিকম্। (ক) স্পীরিটম্ এমনাই ফিটিডস্। (৫) এমনিয়াই কার্ব্বনাস্। (৬) এমনিয়াই ক্লোরাইডম্। (৭) এমনিয়াই ব্রোমাইডম্।

(৮) এমনিয়াই বেন্‌জোয়াস্‌। (৯) এমনিয়াই নাইট্রাস্‌। (১০) এমনিয়াই ফস্‌ফাস্‌।

লাইকর এমনিয়া চর্ম্মের প্রদাহজনক। চর্ম্মে লাগাইলে সেই স্থান লাল হইয়া উঠে এবং তথায় ফোস্কা হয়। ক্লোরাইড অব্‌ এমনিয়ম্‌ শীতল গুণবিশিষ্ট এমনিয়ার ঝাজ খুব বেশী। এমনিয়া শ্বাস পথে অধিকক্ষণ টানিলে শ্বাসযন্ত্রের প্রদাহ হইতে পারে।

অধিক মাত্রায় এমনিয়া সেবনে বিষক্রিয়া করে। ইহাতে গলনলী পাকস্থলী প্রভৃতির প্রদাহ হয়।

এমনিয়া স্নায়ুযন্ত্রের উত্তেজক। মস্তিষ্কের উপর ইহার বিশেষ ক্রিয়া নাই। ইহা মেরুদণ্ডীয় স্নায়ু সকলের বলবিধান করে।

এমনিয়া হৃদয়ের উত্তেজক। ইহা হৃদয়ের একটী উৎকৃষ্ট উত্তেজক। ইহাতে শ্বাস প্রশ্বাস নির্ব্বাহকারী মাংসপেশী সকলও উত্তেজিত হয়, তাহাতে শ্বাস প্রশ্বাস স্বাভাবিক হয়।

এমনিয়া শ্বাস যন্ত্রের শ্লেষ্মা ঝিল্লীর উত্তেজনা করে। তাহাতে শ্লেষ্মা স্রাব হয়।

ইহা রক্তের "ফাইব্রিণ" বা সৌত্রিক পদার্থকে গলাইয়া দেয়। তাহাতে জমাট বাঁধা রক্ত তরল হয়।

অধিক মাত্রায় এমনিয়া বমনকারক। ইহা সেবন করিলেও বমন হয় এবং রক্তের ভিতর পীচকারী করিয়া দিলেও বমন হয়।

এমনিয়ার অম্লনাশক গুণও আছে। তা ছাড়া ইহা অধিক পরিমাণে সেবন করিলে অন্ত্রের শ্লেষ্মা ঝিল্লীর স্রাব বৃদ্ধি হয় এবং তজ্জন্য উদরাময় হয়।

এমনিয়া চর্ম্মের ক্রিয়া বৃদ্ধি করিয়া ঘর্ম্মকারক হয়। এমনিয়া শরীরস্থ হইয়া মূত্রের সহিত নির্গত হইয়া যায়। কতকাংশ প্রশ্বাস এবং ঘর্ম্মের সহিত বাহির হইয়া যায়।

এমনিয়া একটী অতি উৎকৃষ্ট উত্তেজক ঔষধ। এই উদ্দেশ্য সাধন করিতে হইলে লাইকর এমনিয়া, কার্ব্বনেট অব এমনিয়া এবং এরমেটিক স্পীরিট অব্‌ এমনিয়া ব্যবহার করা উচিত। এমনিয়ার অন্যান্য লবণ তাদৃশ উত্তেজক নহে। পীড়াবশতঃ শরীর অত্যন্ত অবসন্ন হইলে, জ্বররোগে বা হৃদ্‌রোগে হৃদয়ের

ক্রিয়া দুর্ব্বল হইলে ইহা উৎকৃষ্ট উত্তেজক। ব্রাণ্ডি, ঈথর প্রভৃতি অন্যান্য উত্তেজক ঔষধের সঙ্গেও মিশাইয়া দেওয়া যায়। ইহা বলকারকও বটে। জ্বরান্তে দৌর্ব্বল্যে বা অন্যান্য দৌর্ব্বল্যাবস্থায় কার্ব্বনেট অব্ এমনিয়া এবং সিন্‌কোণা একত্রে বিলক্ষণ বলকারী ঔষধ। হৃদয়ের থ্রম্‌বোসিস্ রোগে এমনিয়া কার্ব্বনেট উৎকৃষ্ট ঔষধ।

নিউমোনিয়া, এবং ব্রংকাইটীস রোগের দ্বিতীয় ও তৃতীয় অবস্থায় এমনিয়া উৎকৃষ্ট ঔষধ। ইহাতে শ্লেষ্মা তরল করাইয়া উঠাইয়া দেয়। রোগী দুর্ব্বল হইলে সবল করে এবং ফুস্‌ফুস্ ও শ্বাসযন্ত্রকে প্রকৃতিস্থ করে। ইহার আর একটী গুণ, ইহা আঠা ও চট্‌চটে শ্লেষ্মাকে তরল করে। ব্রংকাইটীসের এবং নিউমোনিয়ার প্রথমাবস্থায় ইহা প্রয়োগ করায় উপকার হয় না, বরঞ্চ জ্বর প্রভৃতি উপসর্গের বৃদ্ধি হয়।

এমনিয়া লিনিমেণ্ট নানা প্রকার বেদনায় উত্তেজক মালিস্‌রূপে ব্যবহৃত হয়। ব্রংকাইটীস্ এবং নিউমোনিয়া রোগে বুকে পিঠে মালিস করা যায়।

মূর্চ্ছা হইলে লাইকর এমনিয়ার ফোট বা কার্ব্বনেট অব্ এমনিয়ার শিশি নাকের নিকট ধরিলে রোগীর মূর্চ্ছা ভাঙ্গিয়া যায়। এই রোগে সেবন করিতেও দেওয়া যায়। যে কোন কারণে রোগী হঠাৎ অচেতন হইলে নাসিকায় এমনিয়ার শিশি ধরিলে রোগী সচেতন হয়। কিন্তু, এই সকল অবস্থায় খুব অধিকক্ষণ ধরিয়া এমনিয়া শুঁখান কর্ত্তব্য নহে। তাহাতে ট্রাকিয়া, ব্রংকাই প্রভৃতির প্রদাহ হইতে পারে।

কোন কোন শিরঃপীড়ায় বিশেষতঃ সর্দ্দি লাগিয়া শিরঃপীড়া হইলে এমনিয়া শুঁখিলে শিরঃপীড়া তৎক্ষণাৎ আরাম হয়।

হাইড্রোছিয়ানিক এছিড, এবং সর্পবিষ দ্বারা বিষাক্ত হইলে এমনিয়া সেবনে উপকার হয়। সর্পবিষে লাইকর এমনিয়া চর্ম্মের নীচে পীচকারী করিয়াও দেওয়া যায়।

বোল্‌তা, ভিমরুল্ প্রভৃতিতে কামড়াইলে সেইস্থানে একটু লাইকর এমনিয়া লাগাইয়া দিলে জ্বালা যন্ত্রণা নিবারণ হয়।

এমনিয়া এবং জেন্‌সেন একত্রে সেবনে মদ্যপায়ীদিগের মদ্য পানেচ্ছা নিবারণ হয়।

এছিটেট্ অব্ এমনিয়া এবং লাইকর এমন এছিটেটিস্ অতি উৎকৃষ্ট ঘর্ম্মকারক ঔষধ। ইহা জ্বররোগে ব্যাবহার হয়। যদি এই ঔষধ সেবন করাইয়া রোগীর গায়ে ঠাণ্ডা বাতাস লাগিতে দেওয়া যায়, তবে ইহারা ঘর্ম্ম কারক না হইয়া মূত্রকারক হয়। মদ্যপান করিয়া মাতাল হইলে লাইকর এমন এছিটেটিস একটু বেশী মাত্রায় সেবনে মদোন্মত্ততা দূর হয়।

ছাইট্রেট্ অব্ এমনিয়ার গুণ এছিটেটের ন্যায়।

বেন্জোয়েট্ অব্ এমনিয়া মূত্রকারক।

ব্রোমাইড অব্ এমনিয়মের ক্রিয়া, ব্রোমাইড অব্ পটাসের ন্যায়। ইহার গুণ এই যে, ইহা ব্রোমাইড অব্ পটাসিয়মের ন্যায় অবসাদক নহে। তা ছাড়া ইহা ছেলেদের হুপ্‌কাশী রোগে উৎকৃষ্ট ঔষধ। কিন্তু কিঞ্চিৎ বেশী মাত্রায় ব্যবহার করা উচিত। ১ বৎসরের শিশুকে ২—৩ গ্রেণ মাত্রায় দেওয়া যায়।

ক্লোরাইড অব্ এমনিয়া শ্লেষ্মা তরল কারক, যকৃতের রক্তাধিক্য নাশক এবং স্নায়ুশূল নিবারক।

ব্রংকাইটীস রোগে আঠা আঠা শ্লেষ্মা উঠিতে থাকিলে ইহা সেবনে শ্লেষ্মা তরল হয়। তা ছাড়া একখণ্ড ক্লোরাইড অব্ এমনিয়ম্ গালের ভিতর রাখিয়া দিলে ইহা উত্তম কফ নিঃস্বারক হয়। এক গোটা ক্লোরাইড অব্ এমনিয়ম্ লইয়া গালের এক পার্শ্বে রাখিয়া দিলে কিছুকাল পরে তরল শ্লেষ্মা প্রচুর পরিমাণে নির্গত হইয়া শ্বাস পথ খোলসা হইয়া যায়। ইহা চুষিয়া গলাধঃকরণ করিবার দরকার নাই।

ক্লোরাইড্ অব্ এমনিয়ম্ নিউর‍্যালজিয়া রোগে খুব উপকারক। ২০ গ্রেণ মাত্রায় সেবনে স্নায়ুশূল নিবারণ হয়। মাইগ্রেণ বা সিকহেডেক রোগে ২০ গ্রেণ মাত্রায় দুই এক বার প্রয়োগেই যন্ত্রনা নিবারণ হয়।

ডাক্তার মর্‌ছিসন বলেন যকৃতের রক্তাধিক্য রোগে ২০ গ্রেণ মাত্রায় প্রয়োগে অতি উত্তম ঘর্ম্ম হয়, প্রস্রাবের বৃদ্ধি হয় এবং যকৃতের বেদনা দূর হয়।

পুরাতন বাত এবং সায়েটিকা রোগে ইহা উপকারক।

ক্লোরাইড্ অব্ এমনিয়ম্ এবং সোরা সমান পরিমাণে লইয়া জল দিয়া

ভিজাইলে বরফের ন্যায় শীতল হয়। জ্বরবিকারে মস্তিষ্ক উষ্ণ হইয়া প্রলাপ হইলে রোগীর মস্তকে বরফের পরিবর্ত্তে সোরা ও ক্লোরাইড অব্ এমনিয়ম্ একত্রে জলে ভিজাইয়া ন্যাক্ড়ায় বাঁধিয়া মস্তকের উপর বাঁধিয়া দিলে মাথায় বরফ দেওয়ার কায হয়।

নাইট্রেট্ অব্ এমনিয়া ঔষধে ব্যবহার হয় না। ফস্‌ফেট্ অব্ এমনিয়া মূত্রকারক। ইউরিক এছিড পাথরি রোগে উপকারক।

এমনিয়া অধিক মাত্রায় সেবন করিয়া বিষাক্ত হইলে ঔদ্ভিজ্জ অম্ল, যেমন তেঁতুল, নেবুর রস প্রভৃতি, তৈল এবং দুগ্ধ সেবনে উপকার হয়। ষ্টমাকপম্প ব্যবহার করিবে না, যেহেতু এমনিয়ার দ্বারা বিষাক্ত হইলে পাক যন্ত্রের প্রদাহ হয়।

মাত্রা ইত্যাদি :—লাইকর এমনিয়া ফোর্ট এবং লাইকর এমনিয়া সেবন করিবার জন্য প্রায় ব্যবহার হয় না। ইহাতে লিনিমেণ্ট তৈয়ার হয় এবং সর্পবিষেও হাইড্রোছিয়ানিক এছিড দ্বারা বিষাক্ত হইলে ইহা ভেইনের ভিতর ইন্‌জেক্ট করিয়া দেওয়া যায়। ১ ড্রাম লাইকর এমনিয়া এবং ১ ড্রাম জল একত্রে ভেইনের ভিতর ইন্‌জেক্ট্ করা যায়। রোগী হঠাৎ অত্যন্ত অবসন্ন হইলে এবং ঔষধ সেবন করার ক্ষমতা না থাকিলে এই উপায়ে এমনিয়া শরীরস্থ করা যায়। সেবন করিবার জন্য লাইকর এমনাই ফোর্ট ব্যবহার হয় না। লাইকর এমনিয়া ৫—১৫ মিনিম মাত্রায় দেওয়াযাইতে পারে।

লাইকর এমন এছিটেটিস্ ফোর্ট—২৫—৭৫ মিনিম। লাইকর এম এছিটেটিস ২—৬ ড্রাম। মদোন্মত্ততা রোগে ২ আং মাত্রায়।

লাইকর এমনিয়া ছাইট্রেটিস ফোর্ট– ½—১½ ড্রাম। লাইকর এমন ছাইট্রেটিস—২—৬ ড্রাম।

স্পিরিট এমন এরমেটিকস ½—১ ড্রাম (জল মিশাইয়া)।

ইহা উৎকৃষ্ট উত্তেজক এবং সেবন করিতে সুবিধাজনক। ইহা উদরাধ্মান রোগেও উপকারক।

স্পিরিটস্ এমনাই ফিটিডস্—মাত্রা ½—১ ড্রাম। হিষ্টিরিয়া নাশক।

এমনিয়া কার্ব্বনেট মাত্রা ৩—১০ গ্রেণ (উত্তেজক এবং কফ নিঃসারক)। ৩০ গ্রেণ বমনকারক।

এমনিয়া ক্লোরাইডম্ ১৫—৩০ গ্রেণ। এমনিয়া ব্রোমাইড ১০—২০ গ্রেণ। এমনিয়া বেন্‌জোয়েট ১০—২০ গ্রেণ। এমনিয়া ফস্‌ফাস ১০—২০ গ্রেণ।

R এমনাই কার্ব্বনেটিস্ gr xxxx, টীংসেনেগি ʒii, টীং সিলি ʒi, একুয়া ad ℥vi ৬ ভাগের ১ ভাগ ১ মাত্রা। উত্তেজক কফমিক্‌শ্চার। প্রতি ৩ ঘণ্টান্তর। ব্রংকাইটিস্ এবং নিউমোনিয়া রোগের দ্বিতীয়াবস্থায়। অথবা—

R এমনাই কার্ব্বনেটীস gr xxx ; সিরুপস্‌সিনি ʒi সিরুপাই টলুটানি ʒiii ; ইন্‌ফিউজাই সেনেগি ad ℥vi ৬ ভাগের ১ ভাগ ১ মাত্রা।

R এমনাই কার্ব্বনেটিস grv—viii, ভাই নাই গ্যালিসাই ℥ss—I, একুয়া ℥ii. ১ মাত্রা। উত্তেজক মিক্‌শ্চার।

R স্পিরিটস এমন এরম্যাট, স্পিরিটস ঈথর্ সল্‌ফিউরিক AA m xx, একুয়া ℥i ১ মাত্রা. উত্তেজক ঔষধ। উদরাধ্মানেও উপকারক।

R এমনাই কার্ব্বনেটিস gr v, পল্‌ভরিয়াই gr v পল্‌ভ ইপিকাক gr ss, ম্যাগ্‌নেসাই কার্ব্বনাস্ লেভিস্ gr xv, ১ পুরিয়া। অম্লনাশক। বুকজ্বালা, অজীর্ণ বিনাশক।

R স্পিরিটস এমন এরম্যাটিক m xx, টীং জেন্‌সিয়ানিকো ʒss, vel ইন্ ফিউজাই জেন্‌সিয়ানি ℥i ১ মাত্রা। মদ্যপানেচ্ছা নিবারক। মদ্যপানেচ্ছা হইলে সেবন করিলে আর ইচ্ছা হয় না।

R লাইকর এমন এছিটেটিস ℥ii, স্পিরিটস্ ঈথরিস্ নাইট্রোসি ℥iii, একুয়া ক্যাম্‌ফোরি ad ℥viii মাত্রা ১ আং। ঘর্ম্মকারক। জ্বর প্রভৃতিতে ব্যবহার হয়।

কার্ব্বন্ (CARBON) বাঙ্গলা কয়লা বা অঙ্গার।

প্রয়োগরূপ (১) কার্ব্বোলিগনাই। (২) কার্ব্বো এনিমেলিস্। (৩) কার্ব্বো-এনিমেলিস্ পিউরিফিকেটম্।

কার্ব্বন, কয়লা বা চার্‌কোল জলে বা কোন ঔষধে দ্রব হয় না। ইহার কোন স্থানিক ক্রিয়া নাই। ইহা দুর্গন্ধহারক। ইহা দুর্গন্ধ বাষ্প গ্রহণ করে, এজন্য হাসপাতালে রোগীর গৃহে অঙ্গার পূর্ণ ঝুড়ি টাঙ্গাইয়া রাখে। যে

সকল অজীর্ণ রোগে দুর্গন্ধ উদ্গার উঠে এবং খাদ্য দ্রব্য পাকস্থলী মধ্যে পচিয়া উঠে, সেই সকল অজীর্ণ রোগে ইহা সেবনে উপকার করে। যক্ষ্মা রোগে এবং ডিস্‌পেপ্‌সিয়া রোগ ইহা উদরাধ্মান নিবারক। কয়লা দ্বারা জল পরিষ্কার হয়। এজন্য কয়লার ফিল্‌টার তৈয়ার হয়। কয়লার ভিতর দিয়া জল চোয়াইয়া লইলে জল পরিষ্কার ও নির্দোষ হয়। ষ্ট্রীকনিয়া, একনাইট, ওপিয়ম এবং অন্যান্য উদ্ভিজ জাত বিষাক্ত পদার্থ দ্বারা বিষাক্ত হইলে বিষ পরিপাক হইতে না হইতে খুব অধিক মাত্রায় কয়লার গুড়া সেবনে উপকার হয়।

কয়লার দুর্গন্ধ নষ্ট করিবার ক্ষমতা নাই। ইহা সচ্ছিদ্র বলিয়া ইহা দুর্গন্ধ বাষ্পকে গ্রহণ করে।

ডিস্‌পেপ্‌সিয়া রোগে ১—২ ড্রাম মাত্রায় পরিষ্কার এবং টাট্‌কা কাষ্ঠের অঙ্গার বিস্‌মথের সঙ্গে সেবন উপকারী। উদ্ভিদ্ বিষ নাশ করিতে হইলে ১—২—৩ আং মাত্রায় খাওয়ান কর্ত্তব্য।

ক্লোরাইন—(CHLORINE)

ক্লোরাইন গ্যাস অত্যন্ত উগ্র। বেশী আঘ্রাণ করিলে শ্বাসনলী এবং গ্লটিসের আক্ষেপ ও প্রদাহ হইয়া মৃত্যু ঘটে।

ক্লোরাইন পচন নিবারক এবং দুর্গন্ধ হারক। এইজন্য ইন্‌হেলেশন অব্ ক্লোরাইন ব্যবহার হয়। যক্ষ্মাকাশে এবং ফুস্‌ফুসের গ্যাংগ্রিণ রোগে ক্লোরাইন বাষ্প আঘ্রাণ করা উপকারক ("ক্যাল্‌ছিয়ম দেখ") লাইকর ক্লোরাইন সেপ্‌টিছিমিয়া, জ্বর প্রভৃতিতে পচন নিবারক রূপে ব্যবহৃত হইয়াছে।

ক্রিয়াজোটম—ক্রিয়েজোট (CREASOTUM)

প্রয়োগরূপ ঃ—(১) মিক্‌চ্যুরা ক্রিয়াজোটি। (২) অংগুয়েণ্টম্ ক্রিয়াজোটি (৩) ভেপর ক্রিয়াজোটি।

ক্রিয়াজোট কার্ব্বলিক এছিডের ন্যায় উগ্র এবং পচন নিবারক। বেশী মাত্রায় কার্ব্বলিক এছিডের ন্যায় লক্ষণ সকল উপস্থিত করিয়া প্রাণ বিনাশ করে।

ইহা পচন নিবারক, দুর্গন্ধহারক এবং কফ নিঃশ্বারক। পচা দুর্গন্ধ কাশ উঠিলে ইহার বাষ্প শুখান উপকারী। যক্ষ্মাকাশে এবং নানাবিধ টিউবার কিউলার পীড়ায় ইহা সেবন অত্যন্ত উপকারী। যক্ষ্মারোগে ইহা একটী উৎকৃষ্ট ঔষধ।

ইহা পাকস্থলীর অবসাদক। এজন্য, গ্যাষ্ট্রাল্‌জিয়া এবং বমন রোগে ইহা মহৌষধ। গর্ভিণীর বমনেও ইহা উৎকৃষ্ট ঔষধ। পাকস্থলীতে খাদ্য দ্রব্য পচিয়া দুর্গন্ধ বাষ্প উদ্গার উঠিলে ইহা সেবনে বিশেষ উপকার হয়। ২, ৩ মিনিম মাত্রায় দেওয়া যায়।

দাঁতে পোকা ধরিয়া বা দাঁত ক্ষয় হইয়া যন্ত্রণা হইলে একটু ক্রিয়াজোটে তুলা ভিজাইয়া দাঁতের পাশে দিলে তৎক্ষণাৎ যন্ত্রণা নিবারণ হয়।

একজিমা, সোরায়াসিস্ প্রভৃতি চর্ম্মরোগে ক্রিয়াজোটের মলম ব্যবহার হয়।

ক্রিয়াজোটের মাত্রা ১—৩ মিনিম। বটিকাকারে। মিশ্চুরা ক্রিয়াজোটি ১—২ আং। ইহার ১ আউন্সে ১ মিনিম ক্রিয়াজোট থাকে।

প্যারাফিনম্ ডুরম্—হার্ডপ্যারাফিন্ (PARAFEINUM DURUM) প্যারাফিনম্ মোলি—সফ্টপ্যারাফিন। (PARAFFINUM MOLLE)

এই দুই দ্রব্যের কেবল মলম তৈয়ার করিতে ব্যবহার হয়। সফ্ট প্যারাফিনের আর একটী নাম ভ্যাসেলিন। ইহা ঘৃতবৎ পদার্থ ইহার স্বাদ গন্ধ কিছুই নাই এবং বেস নরম। এজন্য উৎকৃষ্ট মলম তৈয়ার হয়। ইহা অল্প উত্তাপেই গলিয়া যায়। এজন্য গায়ে লাগাইলে শরীরের তাপে ইহা গলিয়া পড়ে। এই দোষ নিবারণ জন্য সফ্ট প্যারাফিনের সহিত হার্ডপ্যারাফিন মিশাইয়া মলম তৈয়ারি সুবিধাজনক। হার্ডপ্যারাফিন অল্প উত্তাপে গলিয়া যায় না। যে সকল ঔষধ শরীরের ভিতর প্রবেশ করান আব্‌শ্য-

দিগের উদ্দেশ্য, সে সকল ঔষধের মলম তৈয়ার করিতে হইলে ভ্যাসেলিন ব্যবহার না করিয়া লার্ড ব্যবহার করা ভাল। যথা, পারদ, মর্‌ফাইন প্রভৃতির মলম তৈয়ার করিতে লার্ড উপযোগী। আর যে সকল ঔষধের মলম কেবল মাত্র স্থানীয় আবরণরূপে অথবা পচন নিবারকরূপে ব্যবহার করা যায়, সে সকল ঔষধের মলম ভ্যাসেলিন দ্বারা করা কর্ত্তব্য। ভ্যাসেলিন দ্বারা মলম তৈয়ার করিলে সে মলমের ঔষধ শরীরের ভিতর প্রবেশ করিতে পারে না। বোরাছিক এছিড্‌, আইওডোফরম, কার্ব্বলিক এছিড প্রভৃতির মলম ভ্যাসেলিন দ্বারা করা কর্ত্তব্য।

প্যারাল্‌ডিহাইডম্‌—প্যারাল্‌ডিহাইড্‌ (PARALDIHYDUM).

এই ঔষধ উৎকৃষ্ট নিদ্রাকারক। ইহার ক্রিয়া ক্লোরাল হাইড্রেটের ন্যায়। বরঞ্চ ক্লোরাল অপেক্ষাও ভাল। ক্লোরাল হৃদয়ের অবসাদক। কিন্তু ইহা হৃদয়ের অবসাদক নহে। ইহার স্বাদ ও গন্ধ বড় বিকট, এইজন্য টীংচার অরেঞ্জ অথবা পিপারমেণ্ট ওয়াটারের সঙ্গে মিশাইয়া দেওয়া উচিত। ক্লোরাল হাইড্রেট দ্বারা কখন কখন নিদ্রা না হইয়া অত্যন্ত উত্তেজনা হয়, রোগী অস্থির হয়। কিন্তু এই ঔষধে কখন এই উদ্বেগ হয় না। ইহাতে বেশ স্বাভাবিক নিদ্রার ন্যায় নিদ্রা হয়। ইহাতে নিদ্রা ভঙ্গের পর অজীর্ণ, শিরঃপীড়া প্রভৃতি কোন উপসর্গ হয় না। অনিদ্রারোগে, উন্মাদরোগে এবং বিমর্ষোন্মাদরোগে ব্যবহার করা যায়। ইহার মাত্রা ১ ড্রাম।

ফস্‌ফরস—(PHOSPHORUS.)

প্রয়োগরূপ :—(১) ওলিয়ম ফস্‌ফরেটম্‌। (২) পাইলিউলা ফস্‌ফোরি।

ফস্‌ফরস্‌ অধিক মাত্রায় ভয়ানক বিষক্রিয়া করে। ইহার দ্বারা বিষাক্ত হইলে হৃদয়ের ক্রিয়া অতিশয় দুর্ব্বল হয় এবং গা, হাত পা শীতল হয়। সঙ্গে সঙ্গে সর্ব্বাঙ্গ হরিদ্রাবর্ণ হয়। হাত পা খেচে, এবং পরিশেষে মৃত্যু ঘটে। মৃতদেহ ব্যবচ্ছেদের পর দেখা যায় যকৃত, মাংসপেশী প্রভৃতি সমুদয় মেদবৎ পদার্থে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। (যকৃত প্রভৃতির মেদাপকৃষ্টতা হয়)।

বহুদিন পর্য্যন্ত অল্প মাত্রায় ফস্‌ফরাস সেবন করিলে যকৃতের "স্যারোসিস্" নামক রোগ হয়।

ফস্‌ফরাসের ধূম দাঁতের মাড়িতে লাগিলে চোয়ালের অস্থি পচিয়া যায়। চোয়ালের অস্থির নিক্রোসিস্ পীড়া হয়। ইংরেজি দিয়া সলাইয়ে ফস্‌ফরাস থাকে এজন্য যাহারা দিয়া সলাইয়ের কারখানায় কাজ করে তাহাদের এই রোগ হয়। ফস্‌ফরাস সেবনে এই রোগ হয় না। জ্যোৎস্নাপোকার তলপেটে ফস্‌ফরাস আছে। এইজন্য ইহা রাত্রিকালে জ্বলে। ফস্‌ফরাসের ধূম অপকারক। এজন্য আমাদিগের দেশে জ্যোৎস্নাপোকা প্রদীপে পড়িলে লোকে দোষ জ্ঞান করে।

ঔষধের মাত্রায় ইহা মস্তিষ্কের পোষক এবং কামোদ্দীপক। মানসিক পরিশ্রম করিয়া মস্তিষ্ক দুর্ব্বল হইলে এবং স্মরণশক্তি প্রভৃতি কম পড়িলে ফস্‌ফরাস সেবন উপকারক। কেহ কেহ বলেন স্নায়ুশূল (নিউর‍্যাল্‌জিয়া) রোগে ইহা সেবনে স্নায়ুর পোষণ হইয়া উপকার হয়। ধ্বজভঙ্গরোগে ইহা সেবন উপকারক। ধ্বজভঙ্গ রোগে ফস্‌ফেট অব্ জিঙ্ক এবং একসট্রাক্ট নক্সভমিকা একত্রে বটিকাকারে বেশ উপযোগী। ফস্‌ফেট্ অব্ জিঙ্কে ফস্‌ফরাস আছে। ইহার মাত্রা ১ গ্রেণ।

রক্তহীনতা রোগে এবং লিউকোসাইথিমিয়া নামক পীড়াতে ফস্‌ফরস সেবন উপকারী।

ছেলেদের রিকেট নামক পীড়াতে ফস্‌ফরাস উপকারী। খুব অল্পমাত্রায় প্রতিদিন ১/২০০ হইতে ১/৬০ গ্রেণ পরিমাণে সেবন করান যায়। এক একবারে ১/১০০ গ্রেণ মাত্রায় দেওয়া উচিত।

ফস্‌ফরস সেবনে অস্থি বৃদ্ধি হয়। এজন্য অস্থি ভঙ্গ হইলে যদি অস্থি শীঘ্র শীঘ্র জোড়া না লাগে তবে ফস্‌ফরাস সেবনে উপকার হয়।

ফস্‌ফরাস দিতে হইলে প্রথমে খুব কম মাত্রায় (১/৮০ গ্রেণ) দেওয়া উচিত পরে উহার ফল দেখিয়া মাত্রা বাড়ান উচিত। আদত ফস্‌ফরাস প্রায় ব্যবহার হয় না। ইহা সেবনে দিয়াসলাইয়ের ন্যায় দুর্গন্ধ উদ্গার উঠে। ফারমাকোপিয়ার ফস্‌ফরাস পিল বেশ ঔষধ। পিল ৩ গ্রেণ মাত্রায় এবং ওলিয়ম ফস্‌ফরেটম্ ৫ মিনিম মাত্রায় প্রথমে দেওয়া উচিত।

ফস্‌ফেট অব্ ক্যাল্‌ছিয়ম এবং হাইপফস্‌ফাইট্ অব ক্যাল্‌ছিয়ম এবং ফস্‌ফরিক এছিডে ফস্‌ফরাস থাকিলেও ইহারা ফস্‌ফরাসের কার্য্য করে না। সুতরাং ইহাদিগকে সেবনে ফস্‌ফরাসের গুণ হয় না।

ফিনাছেটিনম্—ফিনাছেটিন (PHENACETINUM.)

ফিনাছেটিন্ উৎকৃষ্ট উত্তাপহারক এবং যন্ত্রণা নিবারক ঔষধ। যে সকল ক্ষেত্রে এণ্টিফেব্রিণ এবং এণ্টিপাইরিণের ব্যবহার হয়, ফিনাছেটিনও সেই সেই ক্ষেত্রে দেওয়া যাইতে পারে। এই ঔষধটী সর্ব্বাপেক্ষা নিরাপদ। এণ্টিফেব্রিণ এবং এণ্টিপাইরিণে যেমন সময় সময় কুফল উৎপন্ন করে, ইহাতে তাহা করে না। ইহা জ্বর রোগে উত্তাপ কমাইবার জন্য দেওয়া যাইতে পারে। ইহা বেশ নিরাপদ ঔষধ। ৫—৮ গ্রেণ মাত্রায় প্রতি ৮ ঘণ্টান্তর প্রয়োগ করা যায়।

মাইগ্রেণ, নিউর্যাল্‌জিয়া, তরুণ বাত বেদনা, শিরঃপীড়া প্রভৃতি বেদনায় ইহা যন্ত্রণা নিবারক এবং ঐ সকল পীড়ায় ১২—১৫ গ্রেণ মাত্রায় দেওয়া যাইতে পারে। ডাক্তার বোমেজ নানাবিধ যন্ত্রণা নিবারণার্থে প্রতিদিন ১৫—৩০ গ্রেণ করিয়া মাসাধিক কাল ব্যবহার করিয়া কোন কুফল জানিতে পারেন নাই। এক ডোজ ফিনাছেটিন খাওয়াইলে ৪—৫ ঘণ্টাকাল পর্য্যন্ত গা ঠাণ্ডা থাকে। ফিনাছেটীন প্রয়োগ করিলে ক্রমে ক্রমে উত্তাপ কমে এবং ৬ষ্ঠ ঘণ্টায় সম্পূর্ণরূপে ক্রিয়া প্রকাশ পায়, এইজন্য, যে সকল স্থানে শীঘ্র শীঘ্র উত্তাপ কমাইবার দরকার হয়, সে সকল স্থলে ইহা তাদৃশ উপযোগী নহে।

এণ্টিফেব্রিণ, এণ্টিপাইরিণ এবং ফিনাছিটিন এই তিনটীর মধ্যে ফিনাছিটিন সর্ব্বাপেক্ষা নিরাপদ, আমাদিগের দেশের লোক যেমন দুর্ব্বল শরীর, তাহাতে আমাদিগের পক্ষে জ্বররোগে ফিনাছেটিন ব্যবহার করাই কর্ত্তব্য। ছোট ছোট বালকদিগকে ১—২ গ্রেণ মাত্রায় দেওয়া যায়। ইহা গুড়ার ন্যায়, জলের সঙ্গে সেবন করান যাইতে পারে।

ফিনাজোনম্—(PHENAZONUM.)

"এণ্টিপাইরিন" দেখ।

ব্রোমাইন্—(BROMINE.)

প্রয়োগরূপ :—(১) ব্রোমাইড্ অব্ পটাসিয়ম্। (২) ব্রোমাইড্ অব্ এমনিয়ম্।

আদত ব্রোমাইন্ দাহক বিষ। ঔষধে প্রায়ই ব্যবহার হয় না। ব্রোমাইন্ জলে মিশাইয়া পচা ক্ষতাদিতে প্রয়োগ করিলে ক্ষত পরিষ্কার হয়। জরায়ুর মুখে ক্যান্সার হইলে ব্রোমাইন দ্রবতে লিণ্ট ভিজাইয়া ক্ষতের মুখে স্থাপন করিলে পচা মাস প্রভৃতি ধ্বংস হইয়া উপকার হয়।

ব্রোমাইন্ সচরাচর ব্রোমাইড অব্ পটাসিয়মরূপে ব্যবহার হয়।

ব্রোমাইড অব্ পটাসিয়মের কোন স্থানিক ক্রিয়া নাই এবং স্থানির প্রয়োগ হয় না।

বহুদিন ধরিয়া ব্রোমাইড্ অব্ পটাসিয়ম সেবনে স্নায়ু যন্ত্র দুর্ব্বল হয়। ইহা স্নায়ুর অবসাদ উৎপন্ন করে। তাহাতে শরীর দুর্ব্বল বোধ হয়, অল্প পরিশ্রমে ক্লান্তি বোধ হয়। মাথাঘুরে এবং পা টাওরায়—রোগী স্থির করিয়া পা ফেলিতে পারে না। তা ছাড়া সর্ব্বদা যেন গা ঘুমঘুম করে—নিদ্রালুভাব হয়, পরিশ্রমে ইচ্ছা থাকে না, মৈথুন শক্তি কমিয়া যায়, মুখে দুর্গন্ধ হয় এবং মুখে ও কাঁধে এক রকম চর্ম্মরোগ (একনি) বাহির হয়।

ব্রোমাইড্ অব্ পটাসিয়ম সেবনে মস্তিষ্কের ক্রিয়ার অবসাদ উৎপন্ন হয়। মস্তিষ্ক রক্তশূন্য হয় এবং সেইজন্য ইহা সেবনে নিদ্রা আইসে।

ইহাতে মেরুদণ্ডের প্রতি ফলিত ক্রিয়া কম পড়ে। ইহাতে মেরুদণ্ডের অবসাদ উৎপন্ন করিয়া এই কার্য্য করে। (প্রতি ফলিত ক্রিয়া স্নায়ু যন্ত্রের এক রকম কার্য্য যাহার দ্বারা এক স্নায়ুর কার্য্য অপর স্নায়ুতে নীত হইয়া শারিরীক কার্য্য উৎপন্ন হয়)। ইহাতে বোধ শক্তি উৎপাদক স্নায়ু সূত্র সকলের ক্রিয়াও হ্রাস করে, তাহাতে শরীরের স্থান বিশেষে অসাড়তা উৎপন্ন হয়—বোধ শক্তি থাকে না। ব্রোমাইড সেবী রোগীর গলার ভিতর পশ্চাদ ভাগের (ফ্যারিংস্) বোধ শক্তি লোপ হয়। গলার ভিতর আঙ্গুল দিয়া আঙ্গুল বুলাইয়া লইলেও রোগী বুঝিতে পারে না। ফ্যারিংসের উপর ব্রোমাইড জলে গুলিয়া লাগাইয়া দিলেও ফ্যারিংসের অসাড়তা উৎপন্ন হয়।

ব্রোমাইড অব্ পটাসিয়ম হৃদয়ের অবসাদক। ইহাতে হৃদয়ের ক্রিয়া কিছু দুর্ব্বল হয়, কিন্তু ইহাতে হৃদয়ের খুব অধিক অবসাদ উৎপন্ন করে না। হৃদয় দুর্ব্বল হওয়াতে ধাতও কিছু দুর্ব্বল হয়।

ব্রোমাইড সেবনে শ্বাস প্রশ্বাসের কার্য্য কম পড়ে। ইহাতে শ্বাস প্রশ্বাস নির্ব্বাহকারী স্নায়ুকেন্দ্রের অবসাদ উৎপন্ন করে।

ব্রোমাইড অব্ পটাসিয়ম শরীরস্থ হইয়া শীঘ্রই মস্তিষ্ক এবং মেরুদণ্ডের উপর ও হৃদয়ের উপর ক্রিয়া প্রকাশ করে। তারপর অতি শীঘ্রই ঘাম, প্রস্রাব এবং শ্বাস পরিত্যক্ত বায়ু ও মলের সহিত নির্গত হইয়া যায়।

আময়িক প্রয়োগে:—স্নায়ু যন্ত্রের অবসাদ উৎপন্ন করে বলিয়া ইহা নানাবিধ আক্ষেপ রোগে অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। এপিলেপ্সি বা মৃগী রোগের পক্ষে ইহা একমাত্র মহৌষধ। মৃগীরোগ আরম্ভ হইতেই যদি নিয়ম মত ব্রোমাইড্ অব্ পটাসিয়ম সেবন করান যায়, তবে অবধারিত মৃগী আরাম হয়। রোগ খুব পুরাতন আকার ধারণ করিলে ইহা সেবনে রোগী একবারে আরাম না হইলেও অনেক পরিমাণে উপকার হয়। মৃগীরোগ দুই প্রকারের আছে, পেটিটমল ও হটমল। হটমল মৃগীতেই আক্ষেপ খুব বেশী হয়। আর পেটিটমলে অতি সামান্য মাত্র আক্ষেপ হয়। রোগী অতি স্বল্প কালের জন্য অজ্ঞান হয় মাত্র এবং চক টেরা হয় ও সামান্য ধরণের আক্ষেপ হয়। এই দু রকম মৃগীর মধ্যে হটমল মৃগীতেই ব্রোমাইড বেশী উপকার করে। যে মৃগীর আক্ষেপ দিবাতে বেশী হয়, তাহাতেই এই ঔষধ বেশী উপকারক। যে মৃগীর আক্ষেপ রাত্রে বেশী হয়, তাহাতে তাদৃশ উপকার না হইতে পারে।

মৃগীরোগ আরাম করিতে হইলে ২০—৪০ গ্রেণ মাত্রায় বহুকাল ধরিয়া দিন ৩ বার করিয়া দেওয়া উচিত। ৬ মাস ১ বৎসর ধরিয়া ঔষধ ব্যবহারের প্রয়োজন হয়। ব্রোমাইড্ দ্বারা চিকিৎসার সময় রোগীকে মৎস্য মাংস খাইতে দিবে না।

অন্যান্য আক্ষেপ রোগেও ব্রোমাইড উপকার করে। ছেলেদের তড়কা বা কন্ভলসন রোগে ইহা খুব ভাল ঔষধ। জ্বর বিকারে উগ্র প্রলাপ নিবারণ জন্য ইহা খুব উপযোগী। ছেলেদের লেরিঞ্জিস্মস্ ষ্ট্রাইডুলস্ রোগে

ইহা খুব উপকারী। কোন কোন লোক ঘুমের সময় ভয় পাইয়া চিৎকার করিয়া উঠে। ইহাকে নাইটমেয়ার বা মুখচাপা বলে। রাত্রে শয়নকালে ব্রোমাইড অব্ পটাসিয়ম সেবন করিতে দিলে আর মুখচাপায় ধরে না। হুপকাশিতেও ইহার দ্বারা উপকার হয়। কোন কোন স্নায়ুশূল জনিত শিরঃপীড়ায় ইহার দ্বারা উপকার হয়। স্নায়ুযন্ত্র উগ্র হইয়া হাত পা কাঁপুনি, অনিদ্রা, শিরঃপীড়া প্রভৃতি হইলে ইহার দ্বারা বিশেষ উপকার হয়। মন হুতাশে পরিপূর্ণ হইলে বা মন উড়িয়া উড়িয়া বেড়াইলে ব্রোমাইড অব্ পটাস্ সেবনে মনের স্থৈর্য্য সম্পাদন হয়। ডেলিরিয়ম ট্রমেন্স এবং এজমা রোগে সমূহ উপকার করে। উন্মাদ রোগে ইহাতে সুনিদ্রা আনয়ন করিয়া উপকার করে। ব্রোমাইড কামনাশক এবং জননেন্দ্রিয়ের স্থৈর্য্য সম্পাদক। এইজন্য অযথা ভাবে সঙ্গমেচ্ছা হইলে বা কামোন্মাদ পীড়া হইলে ব্রোমাইড সেবনে জননেন্দ্রিয়ের উগ্রতার দমন হয়। গণরিয়া পীড়ায় রাত্রে লিঙ্গোত্থান হইয়া যন্ত্রণা হইলে ব্রোমাইড অব্ পটাসিয়ম বা কর্পূর সেবনে উপকার হয়। স্বপ্ন-দোষ পীড়ায় ইহা মহোপকারক। মেনরেজিয়া রোগে ব্রোমাইড উপকার করিতে পারে।

স্ত্রীলোকের জরায়ুর বৃদ্ধি রোগে, ওভেরির হাইপেরিমিয়া বা ক্রনিক ওভে-রাইটীস্ রোগে ব্রোমাইড্ অব্ পটাসিয়ম উৎকৃষ্ট ঔষধ। ইহাতে জরায়ুর আয়তন ছোট করে, জরায়ুর রক্তাধিক্য জনিত কষ্ট রজের পীড়ায় ইহা অমোঘ ঔষধ।

অবস্থা বিশেষে ব্রোমাইড অব্ পটাসিয়ম ও ব্রোমাইড অব্ এমনিয়ম অতি উত্তম নিদ্রাকারক। দুশ্চিন্তা বশতঃ অনিদ্রায়, অত্যন্ত অধ্যয়ণ ও মানসিক পরিশ্রম বশতঃ অনিদ্রায় ব্রোমাইড্ অব্ পটাসিয়ম মহোপকারক। মস্তিষ্কের স্থৈর্য্য সম্পাদন করিতে ইহা অমোঘ ঔষধ। ইহাতে মস্তিষ্কের রক্তাল্পতা উপস্থিত করে, মস্তিষ্কের রক্ত কমাইয়া দেয় তাহাতেই এই শুভফল হয়। এই কারণ মস্তিষ্কে রক্ত জমিয়া শিরঃপীড়া হইলে এবং তজ্জন্য অনিদ্রা হইলেও ব্রোমাইড সেবনে মহোপকার হয়।

সেরিব্রাল বা শঙ্কার বোমিতে ব্রোমাইড্ অব্ পটাস্ সেবনে উপকার হয়। সিক্‌নেস্ বা সমুদ্র বমনেও ইহা দ্বারা উপকার হয়।

যুবক যুবতিদিগের স্নায়বীয় প্যাল্‌পিটেশন রোগে (বুক ধড়ফড়ানি। ব্রোমাইড উপকারক।

ব্রোমাইন ঘটিত ঔষধ সকল আইওডাইড্ অব্ পটাসিয়মের ন্যায় পরিবর্ত্তক গুণবিশিষ্ট কিন্তু, ইহা আইওডাইড অব্ পটাসের তুল্য নহে। পুরাতন সিফিলিস্ পীড়া এবং অন্যান্য যে যে ক্ষেত্রে আইওডাইন ও আইওডাইড অব্ পটাসিয়মের ব্যবহার হয়, সেই সেই ক্ষেত্রে ইহা ব্যবহার করা যাইতে পারে, কিন্তু ইহা কোন ক্রমেই আইওডাইড অব্ পটাসের সমকক্ষ নহে।

ব্রোমাইড্ অব্ এমনিয়ম এবং হাইড্রোব্রোমিক এছিডের ক্রিয়াও ব্রোমাইড্ অব্ পটাসিয়মের ন্যায়। অতিরিক্ত কুইনাইন সেবন করিয়া শিরঃপীড়া ও কর্ণে ঝাঁ ঝাঁ শব্দ উপস্থিত হইলে ব্রোমাইড অব্ পটাসিয়ম বা হাইড্রোব্রোমিক এছিড সেবনে তৎক্ষণাৎ ঐ সকল উপসর্গ দূর হয়।

মাত্রা ইত্যাদি :—অনিদ্রা রোগে ব্রোমাইড্ অব্ পটাসিয়ম ক্লোরাল, অহিফেণ অথবা বেলেডোনার সঙ্গে মিশাইয়া প্রয়োগ করিলে অধিকতর ফল পাওয়া যায়। যন্ত্রণাবশতঃ অনিদ্রা উপস্থিত হইলে ব্রোমাইড অব্ পটাসের সঙ্গে অহিফেণ মিশাইয়া দেওয়া উচিত। নিতান্ত নীরক্তাবস্থায় অর্থাৎ রোগী রক্তহীন হইলে ব্রোমাইড্ অব্ পটাসিয়ম না দেওয়াই ভাল। ব্রোমাইড্ সেবনে কথন কথন শিরোঘূর্ণন, শরীরের অবসাদ প্রভৃতি উৎপন্ন হয়। কাহারও কাহারও বা মুখে ও ঘাড়ে এক রকম চর্ম্মরোগ (একনি) বাহির হয়। শরীরের অবসাদ উৎপন্ন হইলে, শরীর দুর্ব্বল হইলে, কিছু দিন ঔষধ প্রয়োগ স্থগিত রাখিবে। ব্রোমাইডের সঙ্গে অল্প পরিমাণে লাইকর আর্সেনিক মিশাইলে আর একনি নির্গত হয় না।

এপিলেপ্‌সি রোগে ব্রোমাইড ১০ হইতে ৪০ গ্রেণ পর্য্যন্ত দেওয়া উচিত। মধ্যে মধ্যে ঔষধ বন্ধ করিয়া পুনর্ব্বার চালাইতে আরম্ভ করিবে। এইরূপে বহুদিন ধরিয়া ঔষধ সেবন করাইতে হইবে।

২০—৩০ গ্রেণ মাত্রায় ইহা নিদ্রাকারক হয়। ১ বৎসরের শিশুকে ৩ গ্রেণ মাত্রায় দেওয়া যাইতে পারে। ৫ বৎসরের শিশুকে ৫—৮ গ্রেণ দেওয়া যায়।

হাইড্রোব্রোমিক এছিড্ এপিলেপ্‌সি পীড়ায় ½—১ ড্রাম মাত্রায় দেওয়া যায়।

এমনিয়া ব্রোমাইডের মাত্রা ২—২০ গ্রেণ। ইহা ব্রোমাইড্ অব্ পটাস অপেক্ষা কম অবসাদক। এইজন্য দুর্ব্বল রোগীকে প্রয়োগের উপযোগী। সোডিব্রোমাইডের মাত্রা ১০—৩০ গ্রেণ।

R এছিড হাইড্রোব্রোমিক ডিল ʒss, একুয়া ad ℥i ১ ডোজ দিন ৩ বার। এপিলেপ্সি রোগে।

R পটাসি ব্রোমাইড্ gr xxx, সিরুপাই অরাণ্টাই ʒi, একুয়া ad ℥ii অথবা একুই ক্লোরিস্ অরাণ্টাই ad ℥ii ১ মাত্রা।

R পটাসাই ব্রোমাইড gr xx, লাইকর আর্সেনিক্যালিস mii, সিরুপস্ অরাণ্টাই ℥i একুই ℥i, ১ মাত্রা।

R পটাসাই ব্রোমাইড gr x, হাইড্রাস্ ক্লোরাল্ gr x, টীং ওপিয়াই mx, একুই ℥i ১ মাত্রা, অতি উত্তম নিদ্রাকারক।

সল্‌ফোনাল—(SULPHONAL.)

সল্‌ফোনাল নিদ্রাকারক ঔষধ। ইহাতে অনেকক্ষণ ধরিয়া সুনিদ্রা হয়। ইহা গন্ধ ও স্বাদ বিহীন; এইজন্য সেবন করিতে কোন কষ্ট নাই। ইহা সেবন করিবা মাত্র নিদ্রা আইসে না। কিছু বিলম্বে নিদ্রা হয়। কখন কখন ইহা নিষ্ফল হয়। আবার কখন কখন ইহাতে অনেকক্ষণ ধরিয়া নিদ্রালুভাব থাকে, মাথা ঘুরে এবং গাত্রে কণ্ডু বাহির হয়। ইহাতে ৬ হইতে ৮ ঘণ্টা পর্য্যন্ত নিদ্রা হয়। প্রোফেসার লিড বলেন কখন কখন ইহাতে নিদ্রা না হইয়া সেবন করিবার পরদিন রোগীর অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত এক রকম নিদ্রালুভাব হয়, রোগী ঝিমাইতে থাকে। অনেক সময় যে দিন সল্‌ফোনাল সেবন করান যায়, সে দিন নিদ্রা না হইয়া তৎপর রাত্রে নিদ্রা হয়। ইহাতে হৃদয়ের অবসাদ উৎপন্ন করে না।

কখন কখন সল্‌ফোনাল সেবনে অস্থিরতা, শিরঃঘূর্ণন প্রভৃতি উপস্থিত হয়। কখন কখন ইহা সেবনে মাতালের ন্যায় পা টলে। দৈবাৎ সল্‌ফোনাল সেবনে ভয়ানক দৌর্ব্বল্য উপস্থিত হয়।

মোটের উপর ধরিতে গেলে ইহা ক্লোরাল হাইড্রেট অপেক্ষা উৎকৃষ্ট নিদ্রাকারক। অনিদ্রা রোগে বিছানায় যাইবার অন্ততঃ ১ ঘণ্টা পূর্ব্বে ৩০ গ্রেণ মাত্রায় গরম জলে মিশাইয়া দেওয়া যাইতে পারে। গরম গরম মাংসের ব্রথের সঙ্গেও দেওয়া যায়। একটু ব্রাণ্ডি বা হুইস্কির সহিত মিশাইয়া দিলে ইহার ক্রিয়া সুনিশ্চিত হয় এবং কোন প্রকার দুর্লক্ষণ প্রকাশ পায় না।

সল্ফার—(SULPHUR.) বাঙ্গালা গন্ধক।

প্রয়োগরূপ ঃ—(১) সল্ফার সব্লিমেটম (ক) কন্ফেক্শিও সল্ফিউরিস্ (খ) অঙ্গুয়েণ্টম্ সল্ফিউরিস্ (২) সল্ফার প্রেছিপিটেটম (ক) ট্রচিছাই সল্ফিউরিস্। (৩) সল্ফিউরিস্ আইওডাইডম (ক) অঙ্গুয়েণ্টম্ সল্ফিউরিস্ আইওডাইডাই (৪) ক্যাল্কস্ সল্ফিউরেটা (৫) পটাসা সল্ফিউরেটা।

সল্ফার চর্ম্মে ঘর্ষণ করিলে ইহার কতক অংশ শরীরস্থ হয়। অক্ষত চর্ম্মের উপর ইহার বিশেষ ক্রিয়া নাই। ক্ষতাদির উপর প্রয়োগে উত্তেজক ক্রিয়া প্রকাশ করে।

সল্ফার বেশী মাত্রায় সেবনে ইহার অধিকাংশই মলের সহিত নির্গত হইয়া যায়। ইহার অল্পাংশ মাত্র শরীরে পরিপাক হয়। ইহা শরীরে পরিপাক হইবার সময় অন্ত্রের শ্লেষ্মাঝিল্লিকে উত্তেজিত করে, তাহাতে দাস্ত খোলসা হয়। ইহা মৃদু বিরেচক, তা ছাড়া, ইহা চর্ম্মে এবং অন্যান্য সমস্ত শ্লেষ্মাঝিল্লির উপর উত্তেজক ক্রিয়া প্রকাশ করে। ইহা চর্ম্মের উত্তেজক হইয়া ঘর্ম্মকারক হয়। শ্বাসপথের শ্লেষ্মাঝিল্লির উত্তেজক হইয়া কফনিঃসারক হয়। শরীরে পরিপাক হইবার পর সল্ফারের কতকাংশ ঘর্ম্মের সহিত সলফারেটেড্ হাইড্রোজেন বাষ্পরূপে নির্গত হয়। কতকাংশ সল্ফেট্রূপে মূত্রের সহিত এবং কতকাংশ প্রশ্বাসের সহিত সল্ফরেটেড্ হাইড্রোজেনরূপে নির্গত হয়। সল্ফার সেবীদিগের অঙ্গে রৌপ্যালঙ্কার পরিধান করিলে উহা কাল হইয়া যায়। যকৃতের পিত্তে সল্ফার থাকে, এইজন্য পিত্ত কম পড়িলে সলফার সেবনে উপকার হয়।

পিঁয়াজ, মূলা এবং সরিশায় সল্‌ফার আছে। পিঁয়াজে খুব বেশী পরিমাণে আছে, সুতরাং পেঁয়াজ সেবনে গন্ধক সেবনের ফল হয়।

আময়িক প্রয়োগ ঃ—স্থানীয় প্রয়োগে ইহা পরাঙ্গপুষ্ট নাশক, পাঁচড়া (Itch) রোগের কীট বিনাশ করিতে ইহা মহৌষধ। ঐ রোগে গরম জল ও সাবান দিয়া উত্তমরূপে চর্ম্ম ধৌত করিয়া সল্‌ফার মলম লাগাইয়া দিলে সমস্ত কীট বিনষ্ট হয়। পাঁচড়া রোগের কীট সকল চর্ম্মের নিম্নে লম্বা লম্বা গর্ত্ত করিয়া বাস করে। ক্ষত উত্তমরূপে পরিষ্কার না করিলে ঐ সকল কীটের গায়ে ঔষধ লাগে না এবং কোন ফলও হয় না। গন্ধক সেবন করিলেও পাঁচড়া ভাল হয়।

সায়েটিকা এবং লম্বেগো রোগে গন্ধকের প্রলেপ মাখাইয়া ফ্লানেল দিয়া জড়াইয়া রাখিলে উপকার হয়।

পুরাতন চর্ম্মরোগে, ইম্‌পেটাইগো, প্রুরাইগো প্রভৃতিতে গন্ধক সেবনে উপকার হয়। পুরাতন ব্রঙ্কাইটীস্‌ রোগে ইহা কফঃনিসারক হইয়া উপকার করে। কোষ্ঠবদ্ধতা রোগে মৃদু বিরেচক হইয়া উপকার করে, ছোট ছোট শিশুদিগের কোষ্ঠবদ্ধতায় ১০ গ্রেণ পরিমাণে সল্‌ফার সেবন করাইলে দাস্ত খোলসা হয়। অর্শরোগে কোষ্ঠ কঠিন হইলে সল্‌ফার সেবনে বিশেষ উপকার হয়। ৩০ গ্রেণ—১ ড্রাম মাত্রায় সল্‌ফার দুগ্ধের সঙ্গে সেবন করান যায়। অর্শরোগের ইহা বেশ একটা ভাল ঔষধ।

পুরাতন রিউম্যাটিজম্‌ রোগে এবং মস্‌কিউলার রিউম্যাটিজম্‌ (পেশীবাত) রোগে ইহা সেবনে উপকার করে।

বিষস্ফোটক (বইল) রোগে পেঁয়াজ সেবনে এবং গন্ধক সেবনে বিশেষ উপকার হয়। এতদ্দেশে গ্রীষ্মকালে শিশুদিগের এবং যুবাদিগেরও গায়ে ছোট ছোট ফোড়া উঠিতে থাকে। এইরূপ ক্ষেত্রে গন্ধক অথবা পেঁয়াজ সেবন বিশেষ উপকারী। সল্‌ফাইড্‌ অব্‌ লাইম সেবনেও উপকার হয়। এই সকল ঔষধের গুণে বিষস্ফোটক মিলাইয়া যায় এবং নূতন স্ফোটক জন্মায় না। একনি (বয়ঃব্রণ) রোগেও সল্‌ফার সেবন এবং সল্‌ফারের মলম মুখে মালিশ করিলে উপকার হয়। গোলাপ জল, এবং গন্ধক একত্রে মর্দ্দন করিয়া মালিশ করা যাইতে পারে।

স্কুল্‌জ্ (Schulz) নামক চিকিৎসক বলেন ক্লোরসিস্ রোগে লৌহ প্রয়োগে উপকার না হইলে গন্ধক সেবনে উপকার হয়।

সলফার পিত্তে আছে, বলিয়া কোন কোন যকৃত পীড়ায় ইহা উপকারক হইতে পারে। পিত্তের অভাব প্রযুক্ত কোন কোন অজীর্ণ রোগে ইহার দ্বারা উপকার হইতে পারে।

মাত্রা ইত্যাদি ঃ—উত্তেজক কফনিঃসারক ১০—১৫ গ্রেণ। মৃদু বিরেচক ৩০—৬০ গ্রেণ। অর্শরোগে ৩০ গ্রেণ মাত্রায় দুগ্ধের সহিত প্রত্যহ প্রাতে ১ ডোজ। কন্‌ফেক্‌শন ৬০—১২০ গ্রেণ। ট্রচিছাই ১—৬ টা।

প্রথম ভাগ সমাপ্ত।

ভৈষজ্য ব্যবহার।

(ভৈষজ্য কল্পতরুর দ্বিতীয়াংশ।)

অতি সরল ভাষায় যাবতীয় ঔষধের ক্রিয়া ও ব্যবহার।

(চিকিৎসক এবং অপর সাধারণ সকলেই বুঝিতে পারিবেন।)

দ্বিতীয় ভাগ।

শ্রীপুলিনচন্দ্র সান্ন্যাল এম্, বি প্রণীত।

A TREATISE ON
THERAPEUTICS IN BENGALLEE.

PART II.

BY

PULIN CHANDRA SANNYAL M. B.

কলিকাতা,
২০১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, বেঙ্গল মেডিকেল লাইব্রেরী হইতে
শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত।
২ নং গোয়াবাগান ষ্ট্রীট্, ভিক্টোরিয়া প্রেসে
শ্রীকুঞ্জবিহারী দাস দ্বারা মুদ্রিত।

১৩০৩ সাল।

[মূল্য ১॥০ দেড় টাকা।]

সূচীপত্র।

ফ্রুক্টস্, ক্লারিওফাইলম্, কাস্কেরা সাগ্রেডা, ক্যাটেকিউ, ক্যাশাই পম, কুয়াশাযি লিগ্নম্, কুয়ার্কস্ কর্টেক্স্, কুইনাইনি সল্ফাস্, কুইনাইনি হাইড্রো-ক্লোরাস্ কিউবেবা, কুশো, কোকা, কোডাইনা, কোনিয়াই, কোপেইবা, কোরিয়াণ্ড্রাই ফ্রুক্টস্, ক্রোকশ, ক্রোটনিস্ ওলিয়ম, ক্র্যামেরাই র্যাডিক্স্, ক্রাইছোরাবাইনম, গলনট, গটাপার্চ্চা, গ্রাণাটি র্যাডিছিস্, গ্লুছাইডম, গ্লাই-ছেরিণম, গ্লাইছিরহাইজি, চিরেতা, ছিংকোনি কর্টেক্স্, ছিনামোমাই কর্টেক্স্, ছিমিছিফিউগি, জুনিপরি ওলিয়ম, জিঞ্জিবার, জেবরাণ্ডি, জেলাপা, জেল্ছিমিয়ম, জেন্শিয়ানি, ট্যাবাকি ফোলিয়া, ট্যামারিণ্ডস্, ট্যারাক্সেছাই র্যাডিক্স, টোববিস্থিনি ক্যানাডেন্‌ছিস্, টেরিবিস্থিনি ওলিয়ম, টেরকার্পাই লিগ্নম্, ট্রাগাকান্থা, ডিজিট্যালিস ফোলিয়া, থস্-আমেরিকেনম্, থাইমল, থিরিয়াকা, থিওব্রোমোটিস্ ওলিয়ম, নক্স-ভমিকা, নাইট্রো-গ্লাইছেরিন্, পডো-ফাইলাই রাইজোমা, পাইরেথ্রাই র্যাডিক্স, পাইপার নাইগ্রম, পাইক্রট্ক্সাইনম, পাইমেণ্টা, পাইনাইসিল্ভেষ্ট্রিস্ ওলিয়ম, পাইরক্সাইলিন্, পিক্স্ বর্গণ্ডিকা, পিক্স লিকুইডা, প্রুণম, প্যাপাভেরিস্ ক্যাপ্সিউল, প্যারেরাই র্যাডিক্স, ফ্যারিণা ট্রিটিছাই, ফাইজস্টিগ্মেটিস্ সিমেন্, ফিক্স, ফিলিক্সমাস, ফিনিকুলাই ফ্রুক্টস্, বাল্ছামম পেরুভায়েনম, বেবিরাইনি সল্ফাস্, বেলি ফ্রুক্টস্, বেলাডোনি ফোলিয়া, বেলাডোনি র্যাডিক্স, বেন্জইন, বুকু ফোলিয়া, ভ্যালিরিয়ানি রাই-জোমা, ভেরাট্রাই ভাইরিডিস্ রাইজোমা, ভেরাট্রাইনা, মর্ফাইনি এছি-টাস্, মর্ফাইনি হাইড্রোক্লোরাস, মর্ফাইনি সাল্ফাস্, মাইরিষ্টিকা, মারহা, ম্যানা, ম্যাষ্টিছ, ম্যাটিছি ফোলিযা, মিক্যাপ্যানিস্, মেস্থি পিপাবেটি ওলিয়ম্, মেস্থি ভিরিডিস্ ওলিয়ম্, মেস্থল, মেজিরিয়াই কর্টেক্স, মোরি সকস্, রামনাই ফ্রাঙ্গিউলি, রাম্নাই পুর্শিয়ানি, রিয়াডস্ পেটালা, রিয়াই র্যাডিক্স, রিছিনি ওলিয়ম, রেজিনা, রোজি-ক্যানাইনি, রোজি ছেণ্টি ফোলিয়া, রোজি গ্যালিশি, রোজ মেরাইনি ওলিয়ম, রুটি ওলিয়ম, লরোছিরেসাই, লারিছিস্, ল্যাক্টি-উকা, ল্যাভাণ্ডিউলি ওলিয়ম, লিমনিস কর্টেক্স, লিনি সেমিনা, লিনি ফেরিনা, লুপুলাইনম্, লোবিলিয়া, সম্বল, সার্পেণ্টারি, সাইস্থাপিস্, সার্সি র্যাডিক্স্, স্থাসাফ্রাস্, স্থাপো ডুরস্, স্থালিছিনম্, সাম্বুছাই ফ্লোরেস্, সাণ্টোনিকা, সাণ্টনাইন, স্থাকারম পিউরিফিকেটম্, স্থাবাডিল, স্থাবাইনি ক্যাকুমিনা,

ভ্রম সংশোধন।

(কম্পাউণ্ডার সহচরে)

৪৭ পৃষ্ঠার প্রথম কলমে "সিম্পেল অইন্টমেণ্ট ১৬ গ্রেণ" স্থলে "সিম্পেল অইন্টমেণ্ট ১ আং" হইবে।

(ভৈষজ্য ব্যবহার ১ম ভাগে)।

১২৩ পৃষ্ঠা ১৭ লাইনে ol, caryophyllac স্থানে "অলিয়ম ক্যারিওফাই-লাই" হইবে।

(ভৈষজ্য ব্যবহার ২য় ভাগে)

১৪ পৃষ্ঠার ফুটনোটে "তাহা পুস্তকের শেষে বলিব" স্থানে "তাহা ডিজি-ট্যালিসের বেলায় বলিব" হইবে।

গ্রন্থকার প্রণীত অন্যান্য পুস্তক।

চিকিৎসা-কল্পতরু ঃ—সাধারণের বোধগম্য অতি সরল ভাষায় যাবতীয় রোগের বিস্তৃত বিবরণ ও চিকিৎসা। চারি খণ্ডে প্রায় ১২০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। মূল্য প্রতি খণ্ড ১।০ সিকা; ডাকমাসুল ৵০ আনা।

চিকিৎসা-কল্পতরু পল্লিগ্রামের চিকিৎসক সম্প্রদায়ের জন্য লিখিত। ইহাতে সমস্ত রোগের লক্ষণ, নিদান এবং চিকিৎসা খুব বিস্তৃত, বিশদ এবং সরল করিয়া বুঝাইয়া দেওয়া গিয়াছে।

সাধারণ শিক্ষিত লোকদিগের মধ্যে অনেকেই চিকিৎসা বিজ্ঞানের মর্ম্ম অবগত হইতে অভিলাষী। কিন্তু বৈজ্ঞানিক বিষয়ের ভাষার কাঠিন্য প্রযুক্ত তাঁহারা চিকিৎসা-গ্রন্থ সকল পাঠ করিয়া সে অভিলাষ পূর্ণ করিতে পারেন না। *চিকিৎসা-কল্পতরু এরূপ ধরণে লিখিত হইয়াছে* যে, যে কেহ সামান্য লেখা পড়া জানেন, তিনিই পাঠ করিয়া আমোদ উপভোগ এবং সঙ্গে সঙ্গে চিকিৎসা-শাস্ত্র শিক্ষা করিতে সক্ষম হইবেন। ইহা সরল বলিয়া যে ইহাতে শিক্ষার বিষয় কম আছে তাহা নহে। বড় বড় ডাক্তারদিগের প্রয়োজনীয় সমস্ত বিষয়ই ইহাতে বর্ণিত আছে। পুস্তকখানি এরূপ ভাবে লিখিত যে, পাশকরা ডাক্তার, পল্লিগ্রামের ডাক্তার এবং অপর সাধারণ সকলেই বুঝিতে পারেন এবং সকলেরই উপকারে আইসে।

কাশীমবাজারের শ্রীশ্রীমতী মহারাণী স্বর্ণময়ীর সুযোগ্য ম্যানেজার রায় শ্রীনাথ পাল বাহাদুর লিখিয়াছেন ঃ—

"আপনার উপহার পুস্তকের স্থানে স্থানে পড়িয়াছি এবং তাহাতে রোগাদির নিদান সম্বন্ধে বিশদ ব্যাখ্যা ও চিকিৎসা-প্রকরণ যে ভাবে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে তাহা আপনার চিকিৎসা-শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি ও বহুদর্শীতার যথেষ্ট পরিচায়ক। শ্রীযুক্তা মহারাণী মহোদয়াও পুস্তকের কোন কোন অংশ দেখিয়া ইহা দ্বারা সাধারণের বিশেষ উপকার হইবে এই অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছেন, অতএব ইহার বহুল প্রচার একান্ত বাঞ্ছনীয়।"

হিতবাদী বলেন,—তাঁহার প্রণীত এই চিকিৎসা-কল্পতরু যে কেহ পাঠ করিবেন তিনিই বুঝিতে পারিবেন দুরূহ চিকিৎসা বিজ্ঞান সাধারণকে

সরল করিয়া বুঝাইয়া দিতে গ্রন্থকারের কেমন ক্ষমতা আছে। সাধারণের বুঝিবার উপযোগী এরূপ উৎকৃষ্ট ধরণের চিকিৎসা-গ্রন্থ অতি বিরল।"

এই পুস্তক যে কেহ পাঠ করিয়াছেন তিনিই বলিয়াছেন, দুরূহ চিকিৎসা বিজ্ঞান এই গ্রন্থে যেমন সরল করিয়া বুঝাইয়া দেওয়া আছে, এমন আর কোন গ্রন্থে নাই। একজন বলিয়াছেন আপনি নাটক নভেলের ভাষায় এই গ্রন্থ লিখিয়া চিকিৎসা-শাস্ত্র প্রচারে যুগান্তর উপস্থিত করিলেন।

কম্পাউণ্ডার সহচর বা মেটিরিয়া মেডিকা ঃ—ইহাতে ব্রিটিশ্ ফার্মাকোপিয়ার অন্তর্গত যাবতীয় ঔষধের প্রস্তুত প্রণালী আছে। ঐ সকল ঔষধের ক্রিয়াও সংক্ষেপে বর্ণিত আছে। এতদ্ভিন্ন, কম্পাউণ্ডার-দিগের প্রয়োজনীয় সমস্ত বিষয় লিখিত আছে। পল্লিগ্রামের ডাক্তার, মেডিকেল স্কুলের ছাত্র এবং কম্পাউণ্ডারদিগের জন্য। মূল্য ২৲ টাকা; ডাকমাসুল ।০ আনা।

ওলাউঠা নিবারণ ও চিকিৎসা ঃ—এই পুস্তকে আধুনিক বিজ্ঞান সম্মত ওলাউঠার প্রতিষেধক উপায় সকল লিখিত হইয়াছে। যে সকল নিয়ম পালন করিলে ওলাউঠা রোগ হইতে পায় না এই পুস্তকে সেই সকল নিয়ম শিক্ষা করিতে পাইবেন। ওলাউঠার লক্ষণ এবং চিকিৎসাও লিখিত আছে। চিকিৎসক এবং অপর সাধারণ সকলের জন্য। মূল্য ।০ আনা; ডাকমাসুল ৴১০ পয়সা।

স্ত্রী-চিকিৎসা ঃ—দ্বিতীয় সংস্করণ (পরিবর্দ্ধিত)। মেডিকেল স্কুলের ছাত্র এবং চিকিৎসকদিগের জন্য। মূল্য ১।০ সিকা; ডাকমাসুল ৴০ আনা।

সরল শিশুপালন ও শিশু-চিকিৎসা ঃ—গৃহস্থদিগের উপযোগী। ২য় সংস্করণ। মূল্য ।৵০ আনা; ডাকমাসুল ৴১০ পয়সা।

এই সকল পুস্তক ২০১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা, শ্রীযুক্ত বাবু গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের নিকট পাওয়া যায়।

ভৈষজ্য ব্যবহার।

দ্বিতীয় ভাগ।

সুরা জাতীয় ঔষধ।

ঈথর—সল্‌ফিউরিক ঈথর (ÆTHER, SULPHURIC ÆTHER.)

ঈথর পিউরস্ (ÆTHER PURUS.)

প্রয়োগরূপ ঃ—(১) স্পারিটস ঈথারিস। (২) স্পারিটস ঈথারিস কো।

ঈথর উদ্বায়ী। বাহিরে থাকিলে বাষ্পাকারে উড়িয়া যায়। চর্ম্মের কোন স্থানে ঈথর সংলগ্ন করিলে ইহা বাষ্প হইয়া উড়িয়া যায় এবং এইরূপে উড়িয়া যাইবার সময় শরীর হইতে তাপ গ্রহণ করে। ঈথরের এই তাপ গ্রহণ শক্তি থাকাতে ঈথর সংলগ্ন করিলে চর্ম্মের সেই স্থান অত্যন্ত শীতল বোধ হয়। দুই এক মিনিট পর্য্যন্ত যদি চর্ম্মের উপর স্প্রে যন্ত্র দ্বারা বিন্দু বিন্দু করিয়া ঈথর ছড়াইয়া দেওয়া যায়, তবে চর্ম্মের সেই স্থান বরফের ন্যায় শীতল কঠিন এবং অসাড় হয়, সেই স্থানে ছুরিকাঘাত করিলেও যন্ত্রণা বোধ হয় না। যদি আরও অধিকক্ষণ পর্য্যন্ত এইরূপে ঈথর স্প্রে করা যায়, তবে চর্ম্মের সেই স্থানে পুড়িয়া যাওযার ন্যায় জ্বলিতে থাকে। সেই স্থান লাল হইয়া উঠে এবং অবশেষে ফোস্কা পর্য্যন্ত উঠিতে পারে।

কোন স্থানে ঈথর সংলগ্ন করিয়া গটাপার্চ্চা বা কলার পাতা দিয়া যদি চাপিয়া রাখা যায়, তবে সেই স্থানে ফোস্কা উঠে।

স্থানীয় অসাড়তা উৎপাদন জন্য "ঈথর পিউরসের" ব্যবহার হয়।

ঈথর স্থানীয় প্রয়োগে স্পর্শহারক, অসাড়তা উৎপাদনকারক, শৈত্য-কারক, এবং প্রদাহজনক।

আভ্যন্তরিক প্রয়োগে ঈথর উত্তেজক এবং আক্ষেপনিবারক। ইহা এল্‌কোহলের ন্যায় মাদক গুণবিশিষ্ট।

ঈথর ক্লোরফরমের ন্যায় সংজ্ঞাহারক। বহু কাল পূর্ব্বে অস্ত্রকার্য্যে ক্লোরফরমের পরিবর্ত্তে ঈথরের ব্যবহার প্রচলন ছিল। এক্ষণে দুরূহ অস্ত্রকার্য্যে ঈথরের ব্যবহার প্রায় উঠিয়া গিয়াছে। ঈথর নাকে শুঁকাইয়া সংজ্ঞাহীন করিতে হইলে ইহা অনেকক্ষণ ব্যাপিয়া এবং অনেক পরিমাণে শুঁকাইতে হয়। ইহার ক্রিয়া ক্ষণিক স্থায়ী এবং শুঁকান বন্ধ করিবামাত্র রোগীর চেতনা হয়। সময়ে সময়ে ঈথর শুথাইবার সময় রোগী অত্যন্ত উত্তেজিত হয়। ক্লোরফরম শুঁথাইবার সময়ও উত্তেজিত হয় বটে, কিন্তু ততদূর নহে। অনেকেরই মত এই যে, ইহা ক্লোরফরম অপেক্ষা নিরাপদ। ক্লোরফরমে যেমন হৃদয়ের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া হঠাৎ রোগী মরিয়া যায়, ঈথরে সেরূপ দুর্ঘটনা প্রায়ই হয় না। ঈথর হৃদয়ের ক্রিয়া দুর্ব্বল করে না। যদি মৃত্যু হয়, তবে শ্বাসরোধ হইয়া মৃত্যু হয়।

আমেরিকায় অস্ত্রচিকিৎসা কার্য্যে ক্লোরফরম অপেক্ষা ঈথরের প্রচলন বেশী। মিষ্টার টোম্‌স্ বলেন যে, আমেরিকায় ঈথর এমন নিরাপদ বলিয়া অস্ত্র-চিকিৎসকগণ বিবেচনা করেন যে, অস্ত্রকার্য্য করিবার সময়, তাঁহারা প্রায়ই নাড়ী পরীক্ষা করেন না। ক্লোরফরম করিবার সময় যখন একজনকে নাড়ী ধরিয়া থাকার দরকার, ঈথর প্রয়োগ করিবার সময় ঐরূপ করা প্রায়ই দরকার হয় না। অধুনা প্রমাণিত হইয়াছে, ক্লোরফরম সর্ব্বপ্রথমে শ্বাস প্রশ্বাস যন্ত্র এবং পরিশেষে হৃদয়ের পক্ষাঘাত উপস্থিত করে। হাইদ্রাবাদ ক্লোরফরম কমিশনের মতে ক্লোরফরম প্রয়োগ কালেও নাড়ী ধরিয়া হৃদয়ের ক্রিয়ার উপর লক্ষ্য করার দরকার নাই। কেবল শ্বাস প্রশ্বাসের উপর লক্ষ্য রাখিলেই হইবে। এক একটি অস্ত্রকার্য্যে তথায় অর্দ্ধ পাউণ্ড পর্য্যন্ত ঈথরের ব্যবহার হয়। একটা স্পঞ্জ গরম জলে ভিজাইয়া নিংড়াইয়া তাহার উপর ২।৩ আউন্স ঈথর ঢালিয়া দিয়া রোগীর নাকের ও মুখের উপর ধরা হয়। ইহাতে সমস্ত

সময় শ্বাস রোধ হইবার উপক্রম হয়। এরূপ হইলে এক আধ মিনিট জন্য ঈথর প্রয়োগ বন্ধ করিলেই উহা সারিয়া যায়। ঈথর রোগীর পক্ষে ক্লোর-ফরমের ন্যায় সুখ সেব্য নয়। ঈথরে রোগীর সংজ্ঞাহীন হইলে প্রায়ই রোগীর অত্যন্ত উত্তেজনা হয়। আর পুনঃ পুনঃ বমন হয়। ক্লোরফরমে এই সকল উপসর্গ হয় না।

ঈথর স্থানীয় সংজ্ঞাহারক বলিয়া কোন স্থানে ঈথর স্প্রে করিয়া অস্ত্রকার্য্য করিলে যন্ত্রণা বোধ হয় না। কিন্তু, ইহাতে বড় বড় অস্ত্রকার্য্য চলে না। ডাক্তার রিচার্ডসন্ যে স্প্রে যন্ত্র আবিষ্কার করিয়াছেন, তদ্দ্বারা সুন্দররূপে ঈথর স্প্রে করা যাইতে পারে। সায়েটিকা, নিউরাল্জিয়া প্রভৃতি পীড়ার যন্ত্রণা নিবারণ জন্য ঈথর স্প্রে উপযোগী। দন্তশূল হইলে দন্তগহ্বরে ঈথর দিলে তৎক্ষণাৎ দন্তশূল নিবারণ হয়। একটু তুলতে সংলগ্ন করিয়া দন্ত-গহ্বরে দেওয়া যাইতে পারে।

আভ্যন্তরিক প্রয়োগে ঈথর আক্ষেপ নিবারক এবং উদরাধ্মান নিবারক। এজ্মা এবং অন্যান্য আক্ষেপ রোগে ঈথরের ব্যবহার উপকারক। উদরাধ্মান এবং হিক্কা রোগে ঈথর সেবন খুব উপকার করে। হিক্কা রোগে ২০—৩০ মিনিম মাত্রায় ঈথর সেবনে তৎক্ষণাৎ হিক্কা নিবারণ হয়।

ঈথর উৎকৃষ্ট উত্তেজক। হুইস্কি মদ্যের সমান উত্তেজক। হৃদয়ের ক্রিয়া দুর্ব্বল হইলে এল্কোহলের পরিবর্ত্তে ঈথর ব্যবহার করা যায়। এর-মেটিক স্পীরিট অব এমোনিয়া এবং ঈথর একত্রে অতি উৎকৃষ্ট ষ্টিমিউ-ল্যাণ্ট মিকশ্চার হয়। অতি শীঘ্র ফল পাইতে হইলে ঈথর চর্ম্মের নিম্নে পিচকারী করিয়া দেওয়াও হইয়া থাকে। ২০ মিনিম ঈথর এক একবার "হাইপডার্ম্মিক" ইন্জেক্‌শন্ (অধঃত্বাচ পিচকারী) করা যাইতে পারে।

ডাক্তার ডুরাণ্ড বলেন, টর্পেণ্টাইন এবং ঈথর একত্রে সেবন করিলে পিত্তশিলা (গলষ্টোন) গলিয়া যায়।

ঈথর পিউরসের আভ্যন্তরিক ব্যবহার নাই। আভ্যন্তরিক সেবন জন্য সল্‌ফিউরিক ঈথরের ব্যবহার হয়। ইহার মাত্রা ২০—৩০ মিনিম (জলের সঙ্গে)। স্পারিটস মাত্রা ৩০—৯০ মিনিম। স্পীরিটস ঈথরিস কো মাত্রা ½—২ড্রাম।

স্পীরিট এমন এরমেটিকস্ ♏xv, ঈথর ♏xx, একুয়া ℥i ১ মাত্রা। এজ্‌মা, হিক্কা, উদরাধ্মান নিবারক। উৎকৃষ্ট উত্তেজক।

স্পারিটস্ ঈথরিস্ নাইট্রোসি—স্পীরিট্ অব্ নাইট্রস্ ঈথর (SPIRITUS ÆTHERIS NITROSI—SPIRIT OF NITROUS ÆTHER.)

ইহা ঘর্ম্মকারক এবং মূত্রকারক। বেশীমাত্রায় মাদক। জ্বর রোগে মূত্রকারক এবং ঘর্ম্মকারক রূপে সচরাচর ব্যবহার হয়। শোথ রোগে শরীর দুর্ব্বল থাকিলে নাইট্রিক্ ঈথর উৎকৃষ্টতর মূত্রকারক। যেহেতু ইহা উত্তেজক গুণবিশিষ্ট—উত্তেজক মূত্রকারক। ছোট ছোট ছেলেদের জ্বর হইলে ইহা উৎকৃষ্ট ঔষধ। ইহাতে অস্থিরতা নিবারণ করে এবং নিদ্রা আনয়ন করে। ১ বৎসরের শিশুকে ১০ মিনিম মাত্রাতেও দেওয়া যায়। ছেলেদের পেটফাঁপা রোগে ইহা বেস ভাল ঔষধ। কলেরা রোগীর মূত্র করাইবার জন্য নাইট্রিক ঈথর বেস উপযোগী। ৫—১০ মিনিম মাত্রায় পুনঃ পুনঃ প্রয়োগ করিবে। বেশী মাত্রায় কাহারও কাহারও বমনোদ্বেগ হয়।

ইহার মাত্রা—½—২ ড্রাম।

℞ লাইকর এমন এছিটেটিস্ ℨi. স্পীরিটস্ ঈথরিস্ নাইট্রোসি ℨi, একুয়া ক্যাম্ফারি ℥i; ১ মাত্রা। অতি উৎকৃষ্ট ঘর্ম্মকারক। জ্বর রোগে ফিবার মিকশ্চার।

ঈথর এছেটিকস্—এছেটিক ঈথর (ÆTHER ACETICUS—ACETIC ÆTHER.)

এছেটিক্ ঈথরের ক্রিয়াও ঈথরের ন্যায়, তবে কিছু মৃদু। ইহা ঘর্ম্মকারক এবং আক্ষেপনিবারক। মাত্রা ২০—৬০ মিনিম।

এল্‌কোহল এথিলিকম্‌ (ALCOHOL ETHYLICUM.)

ইহাই বিশুদ্ধ সুরাবীর্য্য বা এল্‌কোহল।

এল্‌কোহল সর্ব্ব প্রকার সুরাতেই অল্প বা অধিক পরিমাণে থাকে। এই এল্‌কোহল থাকাতেই সুরার মাদকতা শক্তি প্রকাশ করে। ব্রাণ্ডি, হুইস্কি, জিন এবং রম সরাপে শতকরা ৫০ অংশ আন্দাজ এল্‌কোহল থাকে, পোর্ট ওয়াইনে ১৭।১৮ ভাগ, সেরিতে ১৫ ভাগ, ক্লারেট নামক মদ্যে ৫।৭ ভাগ শতকরা বিশুদ্ধ এল্‌কোহল থাকে। সমুদয় স্পীরিটে এল্‌কোহল আছে।

যে কোন মদ্য চোয়াইলে এল্‌কোহল বাহির হয়। চিনি, গুড় প্রভৃতি পচাইলে এল্‌কোহল জন্মায়। ঐ চিনি, গুড় হইতে চোয়াইয়া রেক্‌টিফায়েড স্পীরিট বাহির হয়। ঐ রেক্‌টিফায়েড্‌ স্পীরিট চোয়াইয়া লইলে আন্দাজ এল্‌কোহল বাহির হয়। এই এল্‌কোহলে সল্‌ফিউরিক্‌ এছিড সংযোগ করিলে ঈথর প্রস্তুত হয়। আন্দাজ নির্জ্জল এল্‌কোহল বাহির করা অত্যন্ত কঠিন।

এল্‌কোহলের জলশোষক শক্তি অত্যন্ত অধিক। এল্‌কোহল বায়ী অর্থাৎ বাহিরে রাখিলে অদৃশ্য হয়। তৈলময় দ্রব্য, ধূণা প্রভৃতি এল্‌কোহলে গলিয়া যায়। এল্‌কোহল বা সুরাবীর্য্য দ্বারা নানা ঔদ্ভিজ্জ ঔষধের সার ভাগ গৃহীত হয় অর্থাৎ ঔদ্ভিজ্জ দ্রব্য এল্‌কোহল বা স্পীরিট দিয়া ভিজাইয়া রাখিলে ঐ সকল জিনিষের সার বাহির হইয়া এল্‌কোহলের সহিত মিশ্রিত হয়। এই জন্য টিংচার তৈয়ার করিতে স্পীরিটের ব্যবহার হয়।

এল্‌কোহল অতিশয় দাহ্য পদার্থ। সহজেই জ্বলিয়া উঠে। পুড়িবার সময় এল্‌কোহল হইতে ইহার হাইড্রোজেন (জলজান বাষ্প) বিযুক্ত হইয়া বাহিরের বায়ুর অম্লজান বাষ্পের সঙ্গে মিশ্রিত হইয়া জল হয়। আর ইহার কার্ব্বন বাহিরের অম্লজান বাষ্পের সঙ্গে মিশ্রিত হইয়া কার্ব্বনিক এছিড গ্যাস হয়। একটা স্পীরিটের প্রদীপ জ্বালিয়া ঐ প্রদীপের উপর একটা বাটি ধরিলে ঐ বাটীর গায় বিন্দু বিন্দু জল দেখা যায়। হাইড্রোজেন ও কার্ব্বন এই দুইটি মূল দ্রব্যের দ্বারা এল্‌কোহল তৈয়ার হয়। এল্‌কোহলে

অগ্নি সংযোগ করিলে ঐ দুইটি দ্রব্যই পৃথক্ হইয়া পড়ে। কার্ব্বন বলিতে অঙ্গার বা কয়লা। প্রদীপের শিশায় যে কাল ছাই পড়ে তাহাও অঙ্গার। সমুদয় দাহ্য পদার্থে হাইড্রোজেন বাষ্প এবং অঙ্গার আছে।

এল্‌কোহল আওলালিক দ্রব্যকে সংযত করে। ডিম্বের অণ্ডলাল বা ঘেলুর সমান দ্রব্যের নাম আওলালিক দ্রব্য। ইহার ইংরাজি নাম এল্‌-বিউমেন। এই এল্‌বিউমেন নানা খাদ্য দ্রব্যে আছে। আমাদিগের শরী-রের মাংশে এবং রক্তে এল্‌বিউমেন আছে। পূয ও রক্তে এল্‌কোহল দিলে উহারা জমাট হইয়া যায়। ডিম্বের ঘেলুতে এল্‌কোহল যোগ করিলেও উহা জমাট হয়। এই জন্যই বলিলাম এল্‌কোহল আওলালিক দ্রব্য সংযত করে।

এল্‌কোহল চর্ম্মে লাগাইলে ইহা উড়িয়া যাইবার সময় চর্ম্মের সেই স্থান হইতে উত্তাপ গ্রহণ করে। এই জন্য চর্ম্মে এল্‌কোহল লাগাইবা মাত্র সেই স্থান শীতল বোধ হয়। চর্ম্মে এল্‌কোহল লাগাইয়া যদি সেই স্থান কলার পাতা, পুরু কাপড় বা গটাপার্চ্চা দিয়া আবৃত করিয়া রাখা যায়, তবে সেই স্থান জ্বালা করিতে থাকে এবং অবশেষে সে স্থানে ফোস্কাও উঠিতে পারে। অতএব, এল্‌কোহল এই অর্থে চর্ম্মের প্রদাহকারক এবং চর্ম্মের উত্তেজক।

আমাদিগের খাদ্য দ্রব্য পাক যন্ত্রে পরিপাক হইয়া এক রকম দুগ্ধবৎ তরল পদার্থে পরিণত হয়। ঐ তরল পদার্থে অণ্ডলাল থাকে। ঐ তরল পদার্থ অন্ত্রের শ্লেষ্মা ঝিল্লি হইতে চোঁয়াইয়া বাহির হইয়া লোসিকা নাড়ী দ্বারা গৃহীত হইয়া রক্তস্রোতের সঙ্গে মিশিয়া যায়। উক্ত তরল পদার্থে অণ্ড-লাল থাকার দরুণ উহাতে স্পীরিট যোগ করিলে উহা জমাট হয়, সুতরাং ঐ জমাট অবস্থায় উহা অন্ত্রের শ্লেষ্মা ঝিল্লি ভেদ করিয়া শরীরস্থ হইতে পায় না। এই জন্য, অধিক মাত্রায় সুরা সেবন করিলে খাদ্য দ্রব্যের সারাংশ শরীরে যাইতে বিলম্ব হয়। তাহাতে শরীরের অনিষ্ট হয়। পাক-স্থলীর ভিতর দিক একটি পাতলা শ্লেষ্মা ঝিল্লি দ্বারা আবৃত। ঐ শ্লেষ্মা ঝিল্লির উপর আবার অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রন্থি বা বিচি আছে। ঐ শ্লেষ্মা ঝিল্লি এবং গ্রন্থি সকল হইতে পাচক রস নিঃসৃত হয়। ঐ শ্লেষ্মা এবং গ্রন্থি সকলে এলকোহল লাগিলে উহারা প্রথমে উত্তেজিত হয়। পরে পুনঃ পুনঃ

উত্তেজিত হইতে হইতে ঐ শ্লেষ্মা ঝিল্লি এবং গ্রন্থি সকল এক কালে নষ্ট হইয়া যায়। তাহাতে গুরুতর অজীর্ণ রোগ হয়। যাহারা প্রত্যহ পুনঃ পুনঃ শূন্যোদরে মদ্য পান করে, তাহারা পরিশেষে দুরারোগ্য অজীর্ণ রোগ দ্বারা আক্রান্ত হয়।

এল্‌কোহল পাকস্থলীতে পরিপাক হইয়া রক্তের সহিত মিশ্রিত হয় এবং সর্ব্বাগ্রেই মস্তিষ্ককে আক্রমণ করে। মস্তিষ্ককে আক্রমণ করিয়া ইহা মাদকতা উপস্থিত করে। অল্প মাত্রায় মস্তিষ্ক উত্তেজিত হয়। বেশী মাত্রায় মস্তিষ্কের অবসাদ হয় এবং মদ্যপায়ী ঘুমাইয়া পড়ে।

এল্‌কোহলের একটি গুণ এই যে, ইহা রক্তের সহিত মিশিয়া রক্ত হইতে চর্ব্বিকে পৃথক্ করে। ঐ চর্ব্বি চর্ম্মের নীচে আসিয়া সঞ্চিত হয়। এই কারণে মদ্যপায়ীদিগের মেদ বৃদ্ধি হয়। তা ছাড়া অনেক মদ্যে চিনি মিশ্রিত থাকে। ঐ চিনিও শরীরের চর্ব্বির ভাগ বৃদ্ধি করে।

এল্‌কোহল শরীরের ক্ষয় নিবারক। আমাদিগের শরীরের উপাদান সকল সর্ব্বদাই ক্ষয় প্রাপ্ত হইতেছে। ঐ সকল ক্ষয় প্রাপ্ত অংশ প্রধানতঃ মূত্রের সঙ্গে নির্গত হইয়া যায়। মদ্য, চা, কাফি প্রভৃতি সেবন করিলে এই ক্ষয় বা ধ্বংস কিছু কম হয়। কিন্তু তাহা শরীরের পক্ষে শুভ কি অশুভ তাহা বলা যায় না। কারণ, যেমন শরীর ক্ষয় হয়, তেমনি খাদ্য দ্রব্য দ্বারা ঐ ক্ষয়ের ক্ষতি পূরণ হইয়া যায়। পুরাতন মাংসপেশী প্রভৃতির স্থানে নূতন মাংসপেশী হয়। সুতরাং, মদ্য প্রভৃতিতে ক্ষয় নিবারণ হইলে এই দোষ ঘটে যে নূতন মাংসাদির স্থানে পুরাতন মাংসাদিই শরীরে বহুক্ষণ থাকিয়া যায়। সুতরাং শরীরের স্বাভাবিক ক্ষয় নিবারণ শরীরের পক্ষে পরিণামে অমঙ্গল জনক হইতে পারে।

অধ্যাপক বিন্‌জ এবং ডাক্তার রিচার্ডসন্ পরীক্ষা দ্বারা সপ্রমাণ করিয়াছেন যে, এল্‌কোহল শারীরিক উত্তাপের হ্রাস করে। এল্‌কোহল সেবনে শরীরের উত্তাপ কমিয়া যায়। অল্প মাত্রায় এল্‌কোহল সেবনে যকৃত যন্ত্র উত্তেজিত হয় এবং যকৃত হইতে পিত্ত নিঃসৃত হয়। অধিক মাত্রায় অথবা পুনঃ পুনঃ এল্‌কোহল সেবনে প্রথমে যকৃতে রক্তাধিক্য হয় তাহাতে যকৃত আয়তনে বর্দ্ধিত হয়। পরিশেষে যকৃত ক্ষুদ্রায়তন হয়। এইরূপে মদ্যপায়ী-

দিগের ছারোসিস্ নামক যকৃত পীড়া জন্মে। তদ্ভিন্ন, উষ্ণ দেশে এল্-কোহল সেবনে লিবার এব্‌শেষ বা যকৃত স্ফোটক পীড়াও হয়।

এল্‌কোহল সেবনে হৃদয়যন্ত্রও উত্তেজিত হয়। ইহার ফলে হৃদয় শীঘ্র শীঘ্র স্পন্দিত হয়। যদি হৃদয় বিলম্বে বিলম্বে স্পন্দিত হয়, তবে ১ মাত্রা এল্‌কোহল সেবনে উহা অপেক্ষাকৃত শীঘ্র শীঘ্র স্পন্দিত হয়। আর যদি হৃদয় শীঘ্র শীঘ্র স্পন্দিত হয় তবে এল্‌কোহল সেবনে আরও শীঘ্র শীঘ্র স্পন্দন করিতে থাকে। যদি হৃদয়ের ক্রিয়া দুর্ব্বল হয়, এল্‌কোহল হৃদয়ের ক্রিয়াকে সবল করে। কিন্তু, পরিমিত মাত্রায় এল্‌কোহল সেবনে এই শুভ ফল হয়। অত্যন্ত অধিক মাত্রায় সেবনে হৃদয়ের ক্রিয়া দুর্ব্বল ও ক্ষীণ হয়।

এল্‌কোহল ঘর্ম্মগ্রন্থির কার্য্য বৃদ্ধি করিয়া ঘর্ম্মকারক হয়।

এল্‌কোহল সেবনে মূত্রযন্ত্রও উত্তেজিত হয়। তাহাতে মূত্রের পরিমাণ বৃদ্ধি হয়।

এইরূপে এল্‌কোহল দ্বারা যকৃত, হৃদয়, ফুস্‌ফুস্ চর্ম্ম প্রভৃতি সমস্ত যন্ত্রই আক্রান্ত হয়। এই সকল যন্ত্রেই স্নায়ু আছে। এল্‌কোহলের প্রধান ক্রিয়া স্নায়ুযন্ত্রের উপর। এই স্নায়ুযন্ত্রের মধ্য দিয়াই এল্‌কোহল হৃদয়কে, যকৃতকে কিড্‌নি এবং চর্ম্মগ্রন্থিকে উত্তেজিত করে।

আমাদিগের মস্তিষ্ক সমস্ত স্নায়ুযন্ত্রের কেন্দ্র স্বরূপ। এই মস্তিষ্কই আমাদিগের বুদ্ধিবৃত্তি, বিবেচনা শক্তি, স্মরণশক্তি এবং কল্পনা শক্তির উৎপত্তি স্থান। এই মস্তিষ্কের উপরই এল্‌কোহলের প্রথম ক্রিয়া হইয়া থাকে।

যাহারা পূর্ব্বে কখনও এল্‌কোহল সেবন করে নাই, তাহারা এক ডোজ এল্‌কোহল সেবন করিলেই প্রথমে তাহাদের উদরের ভিতর গরম বোধ হয়, তার পরই মস্তিষ্ক আক্রান্ত হয়, মস্তিষ্ক উত্তেজিত হয়। মস্তিষ্ক উত্তেজিত হইলেই বুদ্ধিবৃত্তি, কল্পনা প্রভৃতি সমস্ত মানসিক গুণাবলিই স্ফূর্ত্তিযুক্ত হয়। এই সময়ে অরসিক রসিক হয় এবং রসিক লোকের রসিকতা বৃদ্ধি হয়। মনে খুব স্ফূর্ত্তি এবং আমোদ বোধ হয়। এই স্ফূর্ত্তিটুকুর জন্যই লোক সমাজে সুরার এত আদর। আরও মাত্রা চড়াইলে মদ্যপায়ী অত্যন্ত উত্তেজিত হয় এবং হাস্য গান প্রভৃতি করিতে থাকে। এই অবস্থায় মাতালের শিরোঘূর্ণন উপস্থিত হয় এবং স্থির হইয়া পা ফেলিতে পারে না। আরও অধিক

মাত্রায় রোগী একবারেই সংজ্ঞাহীন এবং চৈতন্য রহিত হয়। এই অবস্থায় অস্ত্রকার্য্য করিলেও আর রোগীর বোধ থাকে না। ক্লোরফরম আবিষ্কারের পূর্ব্বে গুরুতর অস্ত্রকার্য্য করিতে হইলে রোগীকে মদ্য পান করাইয়া সংজ্ঞাহীন করা হইত। বহুদিন অপরিমিত মাত্রায় এল্‌কোহল সেবন করিতে করিতে মাতালদিগের ডেলিরিয়ম্ ট্রিমেন্স নামক কঠিন রোগ হয়।

সুরা পরিমিত মাত্রায় উত্তেজক। বেশী মাত্রায় প্রথমে উত্তেজক এবং পরে মাদক। বেশী মাত্রায় সুরা সেবনে ইহা ক্লোরফরম এবং অহিফেনের তুল্য মাদক গুণবিশিষ্ট হয়; এবং রোগী ইহার প্রভাবে নিদ্রিত এবং সংজ্ঞাশূন্য হয়। যাহাদের সুরা সেবন করা অভ্যাস নাই, তাহারা অপেক্ষাকৃত অল্পমাত্রা সেবন করিয়াই প্রথমে উত্তেজিত এবং পরে নিদ্রিত হয়। এল্‌কোহলের এই মাদক শক্তি থাকার জন্য ইহা যন্ত্রণা নিবারক এবং নিদ্রাকারক হয়।

অল্পমাত্রায় এল্‌কোহল সেবনে পাকস্থলীর শ্লেষ্মা ঝিল্লি উত্তেজিত হয়; এবং বেশী পাচক রস নিঃসৃত হইয়া ক্ষুধাবৃদ্ধি হয়। অধিক মাত্রায় এবং পুনঃ পুনঃ সেবনে ইহা বিপরীত গুণবিশিষ্ট হয়; অর্থাৎ ক্ষুধানাশ করে। শূন্যোদরে *প্রত্যহ মদ্য পান করিতে করিতে দুরারোগ্য অজীর্ণ রোগ উপস্থিত হয়।* সুরায় অল্প পরিমাণ জল মিশাইয়া সেবনেও অনিষ্ট হয়। অধিক জল মিশ্রিত করিয়া সেবনে তাদৃশ অনিষ্ট হয় না। খালি পেটে নির্জ্জল স্পীরিট, ব্রাণ্ডি প্রভৃতি উগ্র মদ্য সেবন বড় বড় চিকিৎসকদিগের মতে একবারেই নিষিদ্ধ। ডাক্তার ল্যান্‌কেস্‌টার শূন্যোদরে মদ্য পান করিতে একবারেই নিষেধ করিয়াছেন। আহারের পর অল্প মাত্রায় জল মিশ্রিত সুরা সেবনে বিশেষ অনিষ্ট হয় না। যাঁহারা কেবল নেশা করার জন্য সুরা পান করিয়া থাকেন, তাঁহারা শূন্যোদরে সেবন করিতেই ভাল বাসেন। যেহেতু শূন্যোদরে মদ্য পানে শীঘ্র শীঘ্র নেশা উপস্থিত হয়; কিন্তু এইরূপ প্রথা গুরুতর অনিষ্টকর।

বৃদ্ধ বয়সে ক্ষুধা না হইলে আহারের পর জলমিশ্রিত অনুগ্র মদ্য অল্প মাত্র সেবনে পরিপাক শক্তি বৃদ্ধি হয় এবং ক্ষুধার উদ্রেক হয়।

এল্‌কোহল উত্তেজক ঔষধ বলিয়া অনেকে মনে করেন এল্‌কোহল সেবন করিয়া পরিশ্রমে লিপ্ত হইলে অধিক পরিশ্রম করিয়া শরীর ক্লান্ত হয় না; কিন্তু, এই সিদ্ধান্ত ভুল। এল্‌কোহল সেবন করিয়া পরিশ্রমে লিপ্ত

হইলে অতি শীঘ্র শরীর ক্লান্ত ও দেহ অবসন্ন হইয়া পড়ে। মদ্যপায়ীরা অতি পরিশ্রম, অনাহার, ক্লান্তি, বাহিরের শীতোষ্ণাদি প্রভৃতি বেশীক্ষণ সহ্য করিতে পারে না। এতাদৃশ ব্যক্তিগণ অল্প পরিশ্রমেই হাঁপাইয়া পড়ে এবং অল্প রৌদ্র বা অল্প হিম সেবনেই কষ্ট বোধ করে। রুষিয়া দেশের মস্কাউ নগর অবরোধ করিবার জন্য যখন নেপোলিয়ন বোনাপার্টির সৈন্যগণ গমন করে, সেই সময় পরীক্ষা দ্বারা দেখা গিয়াছিল যে, এল্‌কোহল সেবন করিতে না দিয়াও সৈন্যগণের স্বাস্থ্য অব্যাহত ছিল। কিন্তু, যেমন যেমন সৈন্যগণের মধ্যে মদ্যপান আরম্ভ হইল অমনিই তাহাদের শরীরে অসুখ প্রবেশ করিল। মল্লযোদ্ধা এবং কুস্তিগীরগণ মদ্য সেবন করিলে শীঘ্রই ক্লান্ত হইয়া পড়ে। কিন্তু, সমস্ত দিন পরিশ্রমের পর শরীর ক্লান্ত ও অবসন্ন হইলে পরিমিত মাত্রায় মদ্যপানে শরীরের অবসন্নতা এবং ক্লান্তি দূর হয়। অতএব পরিশ্রমের প্রারম্ভে মদ্যপান অপকারী। পরিশ্রমের শেষে পরিমিত মদ্য পান উপকারী।

মদ্যের খাদ্যরূপে ব্যবহার হয়, কিন্তু অবিমিশ্রিত সুরাসারে এমন কোন বিশেষ পুষ্টিকর পদার্থ নাই, যাহা শরীরের পক্ষে হিতকর। ইহাতে কেবল শরীরের মেদ ভাগ রক্ত হইতে পৃথক করিয়া শরীরকে মোটা করে, কিন্তু সবল করিতে পারে না। গুণের মধ্যে ইহা শরীরের ক্ষয় নিবারণ করে; কিন্তু সেই উদ্দেশ্য চা ও কাফি দ্বারাও সিদ্ধ হইতে পারে।

বহু দিন অপরিমিত মাত্রায় মদ্য পান করিতে করিতে হস্ত পদ কম্পন, শিরঃপীড়া, চিত্ত চাঞ্চল্য, অনিদ্রা প্রভৃতি স্নায়ু দৌর্ব্বল্যের লক্ষণ সকল উপস্থিত হয়। অবশেষে ডেলিরিয়ম ট্রিমেন্স নামক প্রলাপ রোগ জন্মাইতে পারে। এপপ্লেক্‌সি, উন্মাদ, পক্ষাঘাত প্রভৃতি রোগ জন্মাইতে পারে। অপরিমিত মদ্যপায়ীর চিত্তের দৃঢ়তা থাকে না, অব্যবস্থিত চিত্ত হয়, মন সন্দেহ ও আশঙ্কায় পূর্ণ হয়; এবং ঐ ব্যক্তি মদ্য পান সম্বন্ধে আত্ম গোপন করে ও মিথ্যা বিবরণ প্রকাশ করে। এই সকল লোক অলীক বিভীষিকা দর্শন করে, সর্ব্বদা ভাবি অমঙ্গলের আশঙ্কা করে। আত্মীয়ের উপর বিরাগ প্রদর্শন করে এবং মধ্যে মধ্যে বিনা কারণে হঠাৎ রাগিয়া উঠে। যাহারা মাঝে মাঝে হঠাৎ কোন দিন একবারে অধিক মদ্য পান করে এবং অনেক দিন ধরিয়া আর মোটেই পান করে না তাহাদের তেমন অনিষ্ট হয় না; কিন্তু যাহারা

প্রত্যহ অধিক পরিমাণে মদ্য পান করে, এবং একই দিনে পুনঃ পুনঃ পান করে তাহারাই পরিশেষে দুর্দ্দমনীয় ব্যাধি সকলের দ্বারা আক্রান্ত হয়। এক-বার মদ্য পান করিলে সেই মদ্য শরীর হইতে সম্পূর্ণরূপে নির্গত হইতে চব্বিশ ঘণ্টা সময় অতিবাহিত হয়। অতএব, যাঁহারা দিন রাত মধ্যে এক-বার মাত্র পরিমিত মাত্রায় মদ্য পান করে তাহারা পীড়িত না হইয়া বরঞ্চ মদ্য পানের উপকার গুলি প্রাপ্ত হয়। শরীরে একবারকার পানীয় মদ্য অবস্থিতি করিতে করিতে পুনর্ব্বার পান করা অনিষ্টজনক।

মানসিক ও শারীরিক অবসন্নতা দূর করিতে মদ্যের ন্যায় পরম উপকারী ঔষধ আর নাই। এই জন্য, পীড়া বশতঃ শরীর ও মন অত্যন্ত দুর্ব্বল হইলে চিকিৎসকগণ মদ্য পানের ব্যবস্থা দেন। এই প্রথা বহুকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। বলহীন নিস্তেজ রোগীকে সবল করিতে, দুর্ব্বল হৃদয়কে প্রকৃ-তিস্থ করিতে এমত উৎকৃষ্ট ঔষধ আর নাই।

ডাক্তার এনাস্‌টাই বলেন বৃদ্ধ বয়সে শরীর দুর্ব্বল হইলে, পরিপাক শক্তি ক্ষীণ হইলে এবং ভাল করিয়া নিদ্রা না হইলে অল্প মাত্রায় মদ্য পান উপকারক।

হঠাৎ ভয়, অতিশয় রক্তস্রাব, গুরুতর আঘাত প্রভৃতি কারণে হৃদয়ের ক্রিয়া দুর্ব্বল হইলে এবং রোগী মূর্চ্ছা প্রাপ্ত হইলে এল্‌কোহল সর্ব্বাপেক্ষা অধিক উপকারী উত্তেজক ঔষধ।

দীর্ঘকাল স্থায়ী জ্বর রোগে শরীর অতিশয় দুর্ব্বল হইলে মদ্য পান করান উপকারক। জ্বর রোগে মদ্য পানে উপকার এবং অনিষ্ট দুইই হইয়া থাকে। ডাক্তার আরম ষ্ট্রং এবং ডাক্তার গ্রেভ্‌স্ জ্বর রোগে সুরা ব্যবহারের নিম্ন-লিখিত নিয়মগুলি বিধিবদ্ধ করিয়াছেন ঃ—

(১) মদ্য ব্যবহারে যদি রোগীর জিহ্বা পূর্ব্বাপেক্ষা আরও শুষ্ক হয়, তবে বুঝিতে হইবে মদ্য পানে অপকার করিতেছে। যদি ইহার ব্যবহারে জিহ্বা সরস হয়, তবে বুঝিতে হইবে ইহাতে উপকার করিতেছে।

(২) যদি নাড়ী দ্রুত হয় তবে অনিষ্ট হয়। যদি নাড়ীর স্পন্দন ধীরগতি হয় তবে উপকার হয়।

(৩) যদি মদ্য ব্যবহারে গা গরম ও শুষ্ক হয় তবে বুঝিবে অনিষ্ট হইবে। যদি অল্প অল্প গা ঘামে তবে উপকার হয়।

(৪) ·যদি শ্বাস প্রশ্বাস দ্রুত হয় তবে অনিষ্ট হয়। যদি শ্বাস প্রশ্বাস ধীর হয় তবে উপকার হয়।

(৫) যদি রোগীর সুনিদ্রা হয় এবং প্রলাপ কম পড়ে তবে উপকার হয়। যদি আরও প্রলাপের বৃদ্ধি হয় তবে অপকার করে।

জ্বর রোগের শেষাবস্থায় রোগী দুর্ব্বল হইলে মাংসের যুষ ও ব্রাণ্ডি একত্রে মিলাইলে খুব বলকারক পথ্য হয়। দুগ্ধ এবং ব্রাণ্ডি অথবা রম এবং দুগ্ধ একত্রে মিলাইলে খুব বলকারক পথ্য হয়।

ম্যালেরিয়া জ্বরে কাহারও কাহারও জ্বর ত্যাগের সময় কোলাপ্স অবস্থা উপস্থিত হয় এবং নাড়ী ছিন্ন ভিন্ন হয়। এই অবস্থায় ব্রাণ্ডি অতি উৎকৃষ্ট উত্তেজক।

তদ্ভিন্ন, যে কোন কারণে হউক হৃদয়ের ক্রিয়া দুর্ব্বল হইলে এল্‌কোহল একমাত্র উৎকৃষ্ট ঔষধ।

এল্‌কোহলের ক্রিয়া রাখিতে গেলে প্রথমে উৎকৃষ্ট ব্রাণ্ডি ১—২ আং মাত্রায় ১ ডোজ দিয়া পরে অল্প অল্প মাত্রায় পুনঃ পুনঃ প্রয়োগ করিবে। কখন কখন ½ ঘণ্টা অন্তর উত্তেজক ঔষধ সেবন করান প্রয়োজন হইয়া উঠে। ব্রাণ্ডি বা হুইস্কি, এমনিয়া এবং সাল্‌ফিউরিক ঈথর এই কয়টি একত্রে মিশ্রিত করিয়া দিলে অতি উৎকৃষ্ট উত্তেজক ঔষধ হয়।

জ্বর রোগীকে সময় সময় প্রতি দিন ৮।৯ আং ব্রাণ্ডি বা হুইস্কি সেবন করান দরকার হইয়া থাকে।

ফার্মাকোপিয়ার ব্রাণ্ডি এবং এগ মিকশ্চার (মিশ্চুরা স্পীরিটস্ ভাইনি গ্যালিসাই) অতি উৎকৃষ্ট পুষ্টিকর খাদ্য। উহা অতি সহজেই জীর্ণ হয়। রোগীর গলাধঃকরণ শক্তি না থাকিলে ১ আং ব্রাণ্ডি এবং এগ মিকশ্চারের সহিত ৩০ মিনিম ডাইলুট·হাইড্রোক্লোরিক এছিড মিলাইয়া গুহ্যদ্বারের ভিতর পিচকারী করিয়া দেওয়া যায়।

পুর্ব্বেই বলা হইয়াছে আদত এল্‌কোহলে পুষ্টিকারক পদার্থ নাই; কিন্তু নানাপ্রকার মদ্যে অনেক পুষ্টিকর পদার্থ মিশ্রিত থাকে। বিয়ার এবং পোর্ট ওয়াইনে অনেক পুষ্টিকর দ্রব্য মিশ্রিত থাকে এবং ঐ মদ্যগুলি খাদ্য ও ঔষধ দুয়েরই কায করে। ২০ আং পোর্ট ওয়াইনে ১৬ আং জল, ৪ আং এল্‌কো-

হল এবং প্রায় ১ আং চিনি থাকে। ২০ আং বিয়ারে ১৯½ আং জল এবং ½ আং মাত্র এল্‌কোহল থাকে। ঐরূপ পরিমাণ স্যাম্পেনে ৩ আং এল্‌কোহল এবং ১ আং ১৩৩ গ্রেণ চিনি থাকে। ২০ আং ব্রাণ্ডিতে ৯½ আং জল, ১০½ এল্‌কোহল এবং ৮০ গ্রেণ চিনি থাকে। ২০ আং রমের মধ্যে ৫ আং জল এবং ১৫ আং এল্‌কোহল থাকে। এ সটাউট্‌ মদ্যে ২০ আং মধ্যে ১৮½ জল এবং ১½ আং এল্‌কোহল থাকে। সেরি মদ্যে ২০ আউন্সে ৪ আং এল্‌কোহল থাকে। হুইস্কি প্রায় ব্রাণ্ডির ন্যায়। ব্রাণ্ডি, হুইস্কি এবং রম মদ্যে এল্‌কোহলের পরিমাণ সর্ব্বাপেক্ষা বেশী।

এল্‌কোহল শরীরে কার্য্য করিবার পর আমাদের শ্বাস পরিত্যক্ত বায়ু এবং ঘর্ম্মের সহিত নির্গত হইয়া যায়।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে এল্‌কোহল শারীরিক উত্তাপ হ্রাস করে। অতএব শরীর গরম করার অনুরোধ যাঁহারা মদ্য পান করেন, তাঁহাদের সিদ্ধান্ত ভুল। শীতকালের রাত্রে পথ চলিতে চলিতে মদ্য পান করিলে আরও শীত বোধ হয়। তবে গৃহে বসিয়া মদ্য পান করিলে শরীর উত্তেজিত হইয়া শরীর কিছু গরম বোধ হয়।

এল্‌কোহলের এই দোষ. যে, ইহা সেবন করিতে করিতে ক্রমে অভ্যস্থ হইয়া যায়, সুতরাং ক্রমেই মাত্রা বৃদ্ধি হইয়া পড়ে। মদ্য পান অভ্যস্ত হইয়া গেলে সহজে পরিত্যাগ করা দুঃসাধ্য। অতএব রোগীকে এলকোহল ব্যবহার করার সময় এই বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখা উচিত। দীর্ঘকাল ধরিয়া প্রতিদিন মদ্য পান করান বিহিত নহে।

এল্‌কোহল এমাইলিকম (ALCOHOL AMYLICUM.)

ইহার আর একটি নাম ফৌজেল অইল। ইহা ঔষধে ব্যবহার হয় না।

এমিল নাইট্রাস্—নাইট্রাইট্ অব্ এমিল (AMYL NITRAS—NITRITE OF AMYL.)

এমিল নাইট্রাস্ সেবন করিলে এবং উহার ঘ্রাণ লইলে মস্তিষ্কের ধমনী সকল প্রসারিত হয়, তাহাতে মস্তকে অধিকতর পরিমাণে রক্ত সঞ্চালিত হয়।

এইরূপ হওয়াতে মাথা ভার ভার বোধ হয় এবং মাথা দপ্ দপ্ করে, শিরো-ঘূর্ণন হয় এবং চিত্ত বিহ্বলতা উপস্থিত হয়। পুনঃ পুনঃ হাই উঠে।

হৃদয়ের ক্রিয়া দ্রুত হয় এবং মুখে লাল আভা হয় এবং শরীরের সমস্ত ধমনী প্রসারিত হয়। বিষাক্ত মাত্রায় ইহার ঘ্রাণ লইলে হৃদয়ের ক্রিয়া খুব দুর্ব্বল হয়।

এমিল নাইট্রাস্ দ্বারা শরীরের সমস্ত ধমনী প্রসারিত হয়, তাহাতে সমস্ত ধমনীতে রক্তের চাপ * কমিয়া যায়। চক মুখ লাল হইয়া উঠে।

এমিল নাইট্রাস্ দ্বারা মৃত্যু হইলে দেখা যায় শরীরের সমস্ত রক্ত কালরূপ ধারণ করিয়াছে। ধামনিক রক্ত ও শৈরিক রক্তের ন্যায় বেগুণে বা কাল বর্ণের হয়।

এমিল নাইট্রাস্ অল্প পরিমাণে আঘ্রাণ করিলে শ্বাস প্রশ্বাস দ্রুত হয়। কিন্তু মাত্রা বেশী হইলে ক্রমে শ্বাস প্রশ্বাস কমিয়া আইসে এবং পরিশেষে এক বারেই স্থগিত হইয়া মৃত্যু হয়। বিষাক্ত মাত্রায় আঘ্রাণ করিলে শ্বাস প্রশ্বাস নির্ব্বাহকারী স্নায়ুকেন্দ্রের পক্ষাঘাত উপস্থিত হয়। শরীর হিমাঙ্গ হয়।

এমিল নাইট্রাস্ আঘ্রাণ করিলে যকৃতের ধমনী সকলও প্রশস্ত হয় এবং তজ্জন্য মূত্রে শর্করা দেখা যায়। ডায়বেটিসের ন্যায় চিনি মিশ্রিত মূত্র হয়।

ব্যবহার :—এমিল নাইট্রাস্ আঘ্রাণ এঞ্জাইনা পেক্টোরিস নামক হৃদয়ের পীড়ার একটা বেস ভাল ঔষধ।

এজমা রোগে ইহা আঘ্রাণ করিলে উপকার হয়।

ক্লোরফরম দ্বারা বিষাক্ত হইলে এমিল নাইট্রাস্ আঘ্রাণ দ্বারা উপকার হয়।

এপিলেপ্সির পীড়ায় উপকার হইয়া থাকে। এপিলেপ্সির ফিট্ আরম্ভ হইলে ইহা আঘ্রাণে উপকার হয় না। এপিলেপ্সির আক্ষেপ হইবার প্রারম্ভেই ইহা আঘ্রাণ করিলে আর ফিট্ হইতে পায় না।

নিউর‍্যাল্‌জিয়া বা স্নায়ুশূল পীড়ায় ইহা আঘ্রাণ করিলে যন্ত্রণা নিবারণ হয়।

গাউট রোগে উপকারক।

মাইগ্রেণ বা সিকহেডেক রোগে ইহা আঘ্রাণ করিলে যন্ত্রণা নিবারণ হয়।

সমুদ্রবমন রোগে উপকারক বলিয়া প্রসিদ্ধ।

---

* রক্তের চাপ কাহাকে বলে, তাহা পুস্তকের শেষে বলিব। চিকিৎসা-কল্পতরু ২য় ভাগে মূর্চ্ছা রোগের বর্ণনা দেখ।

মাত্রা ইত্যাদি। ২—৫ মিনিম এমিল নাইট্রাস্ একখান রুমালে ঢালিয়া আঘ্রাণ করিতে হইবে। এমিল নাইট্রাসের এক রকম ক্যাপ্সিউল বা কাঁচের ঠুঙ্গি তৈয়ার হইয়াছে। সেই ক্যাপ্সিউল ভাঙ্গিয়া আঘ্রাণ লইলে চলিতে পারে।

খুব বৃদ্ধ বয়সে অতি সাবধানে এমিল নাইট্রাস্ ব্যবহার করিবে।

যাহারা স্থূলকায় ব্যক্তি এবং যাহাদিগের মস্তকে রক্তাধিক্য রোগ আছে, যাহারা খুব রক্তপ্রধান ধাতুবিশিষ্ট লোক, তাহাদের পক্ষে এই ঔষধ আঘ্রাণ বিহিত নহে।

ক্লোরাল হাইড্রাস্—হাইড্রেট্ অব্ ক্লোরাল
(CHLORAL HYDRAS–HYDRATE OF CHLORAL.)

ঔষধের মাত্রায় ক্লোরাল হাইড্রেট সেবন করিলে ৬।৭ ঘণ্টা স্বাভাবিক নিদ্রার ন্যায় সুনিদ্রা হয়। ঐ নিদ্রার মধ্যে রোগী কোন স্বপ্ন দেখে না। ইহার মাদকতা শক্তি নাই—মদের ন্যায় ইহাতে নেশা হয় না।

অহিফেনের ন্যায় ইহার যন্ত্রনা নিবারণ শক্তি নাই। সুতরাং অতিশয় যন্ত্রণা হইলে ইহা সেবনে সুনিদ্রা হয় না, তবে অল্প যন্ত্রণায় উপকার করিতে পারে।

ইহা সেবনে নাড়ীর ও শ্বাস প্রশ্বাসের গতি মন্দ হয়।

বিষাক্ত মাত্রায় সেবনে কোমা বা অচৈতন্যাবস্থা উপস্থিত হইয়া মৃত্যু ঘটে। মৃত্যুর কারণ হৃদয়ের পক্ষাঘাত। ইহাতে শরীরের উত্তাপ কমিয়া গা ঠাণ্ডা হয়। চক্ষের কণিকা সংকুচিত হয়।

ইহাতে কখন কখন নিদ্রা না হইয়া রোগীর আরও উত্তেজনা হয়।

ইহা সেবনের পর মূত্রের সহিত নির্গত হইয়া যায়।

ইহা সচরাচর নিদ্রাকারক রূপে ব্যবহৃত হয়। ২০।৩০ গ্রেণ মাত্রায় এক ডোজ প্রয়োগে উত্তম সুনিদ্রা হয়। জ্বরের প্রলাপে ইহা উৎকৃষ্ট নিদ্রাকারক। ডেলিরিয়ম্ ট্রিমেন্স্ রোগে নিদ্রাকরক হইয়া খুব উপকার করে।

প্রসব কালীন অত্যন্ত যন্ত্রণা হইলে এবং রোগী অস্থির হইলে ক্লোরাল হাইড্রেট প্রয়োগে অনেকটা কষ্ট নিবারণ হয়। অথচ প্রসব বেদনাও চলিতে থাকে। ইহাতে জরায়ুর সংকোচন নিবারণ হয় না।

যে কোন অনিদ্রা রোগে ইহাতে নিদ্রা আনয়ন করে।

ক্লোরাল আক্ষেপ নিবারক। ছেলেদের যত প্রকার কন্‌ভল্‌শন রোগ, সূতিকাক্ষেপ রোগ এবং হাঁপ (এজ্‌মা) রোগে ইহাতে উপকার করে।

ক্লোরাল হাইড্রেট টেটেনস্‌ রোগের একটা বেস ভাল ঔষধ। যদি টেটেনস্‌ রোগের কোন আরোগ্যকারী ঔষধ থাকে তবে তাহা ক্লোরাল হাইড্রেট। ২০।৩০ গ্রেণ মাত্রায় প্রতি ৩ ঘণ্টান্তর সেবন করাইবে। রোগীর গলাধঃকরণ শক্তি না থাকিলে ক্লোরাল গুহ্যদ্বারে পিচকারী করিয়া দিবে।

হুপ্‌ কাশী রোগে উপকার করে।

ক্লোরাল্‌ হাইড্রেট্‌ স্থানীয় প্রয়োগে চর্ম্ম রোগের চুলকানী নিবারণ করে। একজিমা প্রভৃতিতে ইহার লোসন প্রয়োগ করিবে। ১ আউন্স জলে ৬—৮ গ্রেণ দিয়া লোসন তৈয়ার হয়। অর্টিকোরিয়া, একজিমা প্রভৃতি চর্ম্ম রোগে অতিশয় চুলকানি হইলে এই লোসন দিয়া ধৌত করিলে তৎক্ষণাৎ উপকার হয়।

নিউর‍্যাল্‌জিয়া রোগে ক্লোরাল এবং ক্যাম্ফর সম পরিমাণে লইয়া মাড়িয়া প্রলেপ দিলে যন্ত্রণা নিবারণ হয়।

মাত্রা ইত্যাদি :—২০—৩০ গ্রেণ মাত্রায় সিরপের সহিত মিশাইয়া সেবন করিতে দেওয়া যায়। জলে মিশাইলে ইহার স্বাদ বিকট হয় এবং ঔষধের গুণও নষ্ট হইবার সম্ভাবনা। নিদ্রা আনয়ন জন্য দিতে হইলে সেবন করিবা মাত্র বিছানায় শোয়া দরকার। ১ বা ২ ঘণ্টা মধ্যে নিদ্রা না হইলে আর এক মাত্রা দেওয়া যায়। ইহাতে সচরাচর ½ ঘণ্টা মধ্যে নিদ্রা আইসে।

বালকদিগকেও নির্ব্বিঘ্নে দেওয়া যায়। ২ বৎসর বয়সের শিশুকে ১ গ্রেণ মাত্রায় প্রতি ৩।৪ ঘণ্টান্তর দেওয়া যাইতে পারে।

হৃদয়ের মেদ পীড়াগ্রস্ত ব্যক্তিদিগকে ক্লোরাল্‌ হাইড্রেট্‌ না দেওয়া উচিত। সেইরূপ খুব বৃদ্ধ বয়সে ধমনী সকলের এথিরোমা হইলে ইহা না দেওয়াই উচিত।

ক্লোরাল বেশী দিন ব্যবহার করিলে রোগীর এক রকম ক্লোরাল নেশা জন্মায়। ক্লোরাল সেবন না করিয়া থাকিতে পারে না।

ক্লোরফর্মম্—ক্লোরফরম (CHLOROFORMUM—CHLOROFORM.)

প্রয়োগরূপ:—(১) একুয়া ক্লোরফর্মাই। (২) লিনিমেণ্টম্ ক্লোরফর্মাই। (৩) স্পীরিটস্ ক্লোরফরমাই। (৪) টীংচ্যুরা ক্লোরফর্মাই কম্পজিটা। (৫) টীংচ্যুরা ক্লোরফর্মাই এট্‌ মর্ফাইনি।

অস্ত্রকার্য্যের সময় রোগীকে অজ্ঞান করার জন্য ক্লোরফরমের সর্ব্বদাই ব্যবহার হয়। ক্লোরফর্ম্ আবিষ্কারের পর হইতে অস্ত্রকার্য্যে যুগান্তর উপস্থিত হইয়াছে। ক্লোরফর্ম্ বাষ্প আঘ্রাণ করাইয়া অস্ত্রকার্য্য করিলে রোগী অস্ত্র করার যন্ত্রণা বুঝিতে পারে না।

ক্লোরফর্ম্ আঘ্রাণ করাইলে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তিতে ভিন্ন ভিন্ন লক্ষণ প্রকাশ হয়। কিন্তু সচরাচর ক্লোরফর্ম্ আঘ্রাণ জনিত লক্ষণ সকলকে তিন শ্রেণীতে বিভাগ করা যায়।

১ম অবস্থা।—প্রথমে ক্লোরফরম শুঁকাইতে আরম্ভ করিলেই রোগীর একটু শ্বাসরোধ হইবার উপক্রম হয়। মাথা ও কাণের মধ্যে শব্দ হয়। মস্তকে রক্তাধিক্য এবং মস্তিষ্ক অল্প উত্তেজিত হয়। তাহাতে মদ্য পানের ন্যায় এক রকম নেশা উপস্থিত হয়। বোধশক্তি কমিয়া আইসে; কিন্তু, একবারে লোপ হয় না।

২য় অবস্থা।—আরও খানিক আঘ্রাণ করাইলে উত্তেজনার অবস্থা উপস্থিত হয়। রোগী মাতালের ন্যায় হয়। কেহ কেহ প্রলাপ বকিতে থাকে এবং জোর প্রকাশ করে। নাড়ীর গতি দ্রুত হয়। চক্ষুকনীনিকা প্রসারিত হয়। শরীরের বোধশক্তি খুব কমিয়া আইসে, কিন্তু একবারে লোপ হয় না।

৩য় অবস্থা।—এই অবস্থায় রোগী সম্পূর্ণ সংজ্ঞাহীন হয়। বোধশক্তি একবারেই লোপ হয়। হাত পা প্রভৃতি অঙ্গ শিথিল হয়। কেবলমাত্র শ্বাস প্রশ্বাস ও হৃদয়ের ক্রিয়া চলিতে থাকে। মস্তিষ্কের সমস্ত ক্রিয়া লোপ হয়।

সম্পূর্ণরূপে রোগীর বোধশক্তি বিলুপ্ত হইয়াছে কি না পরীক্ষা করিবার জন্ত ক্লোরফরম প্রয়োগকারী রোগীর চক্ষের ভিতর আঙ্গুল ছোঁয়াইয়া দেখে। রোগী সম্পূর্ণ অজ্ঞান না হইলে ঐরূপ চক্ষের ভিতর আঙ্গুল ছোঁয়াইলে রোগী চক্ষের পল্লব নড়াইতে থাকে, অন্তথা নড়াইতে পারে না। তদ্ভিন্ন, বগলে বা পাঁজরে চিমটি কাটিয়া বা ফর্‌সেপ দ্বারা চিমটি কাটিয়াও পরীক্ষা করা যায়।

এই অজ্ঞান অবস্থা প্রাপ্ত হইবার পরও ক্লোরফরম আঘ্রাণ করাইতে থাকিলে, শ্বাস রোধ হইয়া মৃত্যু ঘটে। শ্বাস রোধ হইয়া হৃদয়ের ক্রিয়া স্থগিত হয়।

কলিকাতা মেডিকেল কলেজের ভূতপূর্ব্ব রেসিডেণ্ট সার্জ্জন ডাক্তার লরি সাহেব বলিতেন যে, তাঁহার শিক্ষক ইংলণ্ডের ডাক্তার সিমসন্ এবং ডাক্তার সাইম্ তাঁহাকে উপদেশ দিয়া বলিয়াছিলেন যে, ক্লোরফরম আঘ্রাণ করিবার সময় কেবলমাত্র শ্বাস প্রশ্বাসের দিকে লক্ষ্য রাখিবে, হৃদয়ের দিকে লক্ষ্য রাখিবার দরকার নাই। কেবল শ্বাস প্রশ্বাস ভালরূপ চলিতেছে কি না তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিলেই রোগীর আর কোন বিপদ ঘটিবে না। লরি সাহেবও তাঁহার গুরুর উপদেশ মত কার্য্য করিতেন। তাহাতে ক্লোরফরমে তাঁহার হাতে কোন বিপদ ঘটে নাই।

লরি সাহেবের মত এই যে, ক্লোরফরম আঘ্রাণ দ্বারা শ্বাস প্রশ্বাস স্থগিত হইয়াই হৃদয়ের ক্রিয়া স্থগিত হয়।

ডাক্তার লরি হাইদ্রাবাদে নিজাম গবর্ণমেণ্টর অধীনে রেসিডেণ্ট সারজন্ হইয়া যান। তথায় এই বিষয় ভালরূপে পরীক্ষা করার জন্ত কৃতসঙ্কল্প হন। নিজাম গবর্ণমেণ্টর উৎসাহে উৎসাহিত হইয়া ১৮৮৯ খ্রীঃ অক্টোবর মাসে লরি সাহেব তথায় একটি ক্লোরফরম কমিশন বসান। এই কমিশন দ্বারা ক্লোর-ফরমের স্বপক্ষে লরি সাহেবের মতই সমর্থিত হয়।

শ্বাস প্রশ্বাস বন্ধ হেতু হৃদ্‌পিণ্ডের কার্য্য স্থগিত হইয়া ক্লোরফরমে মৃত্যু ঘটে, হাইদ্রাবাদ কমিশন্ ইহাই স্থির করিয়াছেন। শ্বাস প্রশ্বাস বন্ধ হেতু যে হৃদয়ের ক্রিয়া স্থগিত হয়, তাহার কারণ ভেগস্ নামক স্নায়ুর উত্তেজনা।

কমিশন নিম্নলিখিত প্রকারে ক্লোরফরম প্রয়োগের উপদেশ দেন :—

(১) রোগীকে চিত্ করিয়া শোয়ান আবশ্তক এবং শ্বাস প্রশ্বাসে বাধা না জন্মে, তৎপক্ষে বিশেষ দৃষ্টি রাখা আবশ্তক।

(২) যদি এমন কোন অস্ত্রকার্য্য করিবার দরকার হয় যে সে অবস্থায় রোগীকে চিত্ করিয়া শয়ন করাইয়া রাখা অসুবিধাজনক, তাহা হইলে শ্বাস প্রশ্বাসের দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখা আবশ্যক। একবারে অধিক পরিমাণে ক্লোরফরম প্রয়োগ করা না হয়। শ্বাস প্রশ্বাস স্বাভাবিক অবস্থায় বহিতেছে না এরূপ সন্দেহ হইলেই তৎক্ষণাৎ রোগীকে চিত্ করিয়া শয়ন করান আবশ্যক।

(৩) শ্বাস প্রশ্বাসে বাধা জন্মে; তজ্জন্য গলায়, বুকে বা উদরে কোনরূপ চাপ না লাগে তৎপক্ষে দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। রোগী অস্থির হইলে সেই অস্থিরতা নিবারণ জন্য বুকে বা পেটে চাপ না দেওয়া হয়। হাত পা বা কটিদেশ ধরিয়া রোগীকে স্থির রাখিতে হইবে।

(৪) ক্লোরফরম আঘ্রাণ করাইবার জন্য নানারূপ ইন্‌হেলার বা যন্ত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে। কমিশনের মতে সে গুলি সুবিধাজনক নহে। সমস্ত মুখ ও নাক চাপিয়া পড়ে এরূপ যন্ত্র ভাল নহে। তদপেক্ষা একখান রুমাল বা অন্য কাপড়ে টোপরের মত কোণ প্রস্তুত করিয়া তাহার ভিতর দিকে খানিক এব্‌জর্‌বেণ্ট কটন্ (শোষক তুলা) রাখিয়া এই তুলার উপর ক্লোরফরম ঢালিয়া নাকের নিকট ঐ কোণ ধরিলেই নির্ব্বিঘ্নে ক্লোরফরম বাষ্প আঘ্রাণ করান যায়। ক্লোরফরম প্রয়োগের আরম্ভে ঐ কোণ দ্বারা রোগীর মুখ ও নাসিকা একবারে ঢাকা পড়িলে রোগী বিষম ছট্‌ফট্ করে। যদি কেহ ছট্‌ফট্ করে এবং নিশ্বাস বন্ধ করিয়া রাখে, তাহা হইলে গভীর শ্বাস লওন কালীন যাহাতে সে ব্যক্তি একবারে অধিক পরিমাণে ক্লোরফরম আঘ্রাণ করিয়া না ফেলে তৎপক্ষে বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

(৫) বালকগণকে ক্লোরফরম দিবার সময় তাহারা ক্রন্দন করে এবং সময় সময় নিশ্বাস বন্ধ করিয়া ধস্তাধস্তি করে এবং তৎপরেই গভীর শ্বাস লইতে বাধ্য হয়। এইরূপ গভীর শ্বাস লওয়ায় অল্প সময় মধ্যে অধিক ক্লোরফরম আঘ্রাণ করিয়া অতি অল্প সময় মধ্যেই অচেতন হয়। বালকদিগকে ক্লোরফরম দিবার সময় যাহাতে অল্প অল্প বাতাস ফুসফুসের মধ্যে যায় তাহা করিতে হইবে। মাঝে মাঝে ইন্‌হেলার তুলিয়া লইতে হইবে। যে কোন ব্যক্তিকে হউক ক্লোরফরম করার সময় রোগী গভীর নিশ্বাস লইলেই একবার ইন্‌হেলার মুখ হইতে

সরাইয়া লইতে হইবে এবং রোগীকে বাতাস লইতে দিতে হইবে। এরূপ করিলে রোগী আর ছট্‌ফট্ করে না।

(৬) অস্ত্রকার্য্য করিবার পূর্ব্বে রোগী সম্পূর্ণরূপে অজ্ঞান হইয়াছে কি না তাহা জানিবার উপায় চক্ষের মধ্যে অঙ্গুলি দিয়া স্পর্শ করা। যদি রোগী চোক বুজিতে থাকে তবে বুঝিতে হইবে রোগী সম্পূর্ণরূপে অজ্ঞান হয় নাই। যদি চক্ষুপল্লব স্থির থাকে, তবে বুঝিতে হইবে রোগী সম্পূর্ণরূপে অজ্ঞান হই-য়াছে। অস্ত্রকার্য্য মধ্যে বরাবর এইরূপ অবস্থা রাখিতে হইবে। মধ্যে মধ্যে অল্প অল্প করিয়া ক্লোরফরম শুঁকাইতে হইবে, কিন্তু এত অধিক পরিমাণ দিতে হইবে না যে, শ্বাস প্রশ্বাস কার্য্য একবারে বন্ধ হইয়া পড়ে।

(৭) অস্ত্রকার্য্যে ক্লোরফরম শুঁকাইবার নিয়ম এই যে, যতক্ষণ পর্য্যন্ত রোগী সম্পূর্ণরূপে অচেতন ও বোধশূন্য না হয় ততক্ষণ পর্য্যন্ত তাহার অঙ্গে ছুরিকাঘাত করা বা অস্ত্রকার্য্যের চেষ্টা করা কর্ত্তব্য নহে। কারণ অজ্ঞান হইবার পূর্ব্বে অস্ত্রকার্য্য করিতে আরম্ভ করিলে রোগী অত্যন্ত ভয় পায়, তাহাতে হৃদয়ের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া মৃত্যু পর্য্যন্ত ঘটিতে পারে।

(৮) যিনি ক্লোরফরম করিবেন, তাঁহাকে রোগীর শ্বাস প্রশ্বাসের গতির উপর লক্ষ্য রাখিতে হইবে। যেন শ্বাসপ্রশ্বাস রোধ না হইয়া পড়ে।

(৯) ক্লোরফরম করিবার সময় রোগীর বক্ষস্থল ও উদর অনাবৃত রাখা যুক্তিসিদ্ধ। তাহা হইলে শ্বাস প্রশ্বাসের গতি ভালরূপে বুঝিতে পারা যাইবে। যদি ক্লোরফরম দিবার সময়, এমন কি দিবার আরম্ভেই, যদি শ্বাসকার্য্যের কোনরূপ প্রতিবন্ধক হয় কিংবা গলা ঘড় ঘড় করে, তাহা হইলে যতক্ষণ পর্য্যন্ত শ্বাস প্রশ্বাস ভালরূপে না চলিবে ততক্ষণ ক্লোরফরম দেওয়া স্থগিত রাখিবে।

(১০) শ্বাসকার্য্যের কোনরূপ ব্যাঘাত ঘটিলে রোগীর থুত্‌নি ধরিয়া টানিলে নীচের দন্তপাটী উপরের দন্তপাটী হইতে পৃথক হইলেই (মুখ হাঁ হইলেই) শ্বাসকার্য্য উত্তমরূপে চলিবে। এই প্রকরণে এপিগ্লটিস উত্থিত হয় এবং তাহা হইলেই লেরিংস মধ্যে অবাধে বায়ু প্রবেশ করিতে পারে। যদি ইহাতেও শ্বাস প্রশ্বাস না বয় তবে কৃত্রিম উপায়ে শ্বাস প্রশ্বাস কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে হইবে। "আর্টিফিশিয়াল্ রেস্‌পিরেশন্" করিতে হইবে। কৃত্রিম উপায়ে শ্বাস প্রশ্বাস কার্য্য কেমন করিয়া করিতে হয় তাহা সংক্ষেপে বলিতেছি। রোগীর

মাথা ও ঘাড় রোগীর শরীর অপেক্ষা একটু নীচ করিয়া ধরিতে হইবে।. একজন রোগীর থুত্নি টানিয়া ধরিয়া দন্তমাড়ি ফাঁক করিয়া রাখিবে এবং জিহ্বাটিও টানিয়া রাখিবে। আর এক জন রোগীর বাহুদ্বয় উত্তোলন করিয়া রোগীর মাথার দিকে লইয়া গিয়া পুনর্ব্বার ঐ বাহুদ্বয় নামাইয়া ঐ বাহুদ্বয়ই রোগীর দুই পাঁজরে চাপিয়া দিবে। এইরূপ পুনঃ পুনঃ করিবে। রোগীর শ্বাস প্রশ্বাস মিনিটে যতবার বয় অর্থাৎ প্রতি মিনিটে প্রায় ১৫।১৬ বার এইরূপ ভাবে রোগীর বাহুদ্বয় দ্বারা রোগীব পাঁজরে চাপ দিতে হইবে। এই প্রক্রিয়া দ্বারা রোগীর ফুসফুস ক্রমান্বয়ে সংকুচিত ও প্রসারিত হইবে, তাহা হইলেই শীঘ্র ফুস্ফুসের কার্য্য আরম্ভ হইয়া শ্বাস প্রশ্বাস কার্য্য বহিতে থাকিবে।

(১১) যদি কোন আকস্মিক কারণে শ্বাস প্রশ্বাস বন্ধ হয়, তাহা হইলে ক্লোরফরম দেওয়া বন্ধ করিয়া তৎক্ষণাৎ "আর্টিফিশিয়াল রেস্পিরেশন্" (কৃত্রিম শ্বাস প্রশ্বাস কার্য্য) আরম্ভ কবিবে। আর্টিফিশিয়াল রেস্পিরেশন্ সময় অপর এক জন, রোগীর মস্তক পশ্চাদ্দিকে নত রাখিবে এবং রোগীকে হাঁ করাইয়া তাহার জিহ্বা টানিয়া রাখিবে।

(১২) ক্লোরফরম দিবার পূর্ব্বে রোগীর শরীরে অল্প মাত্রায় মর্ফাইনের "হাইপডার্মিক ইন্জেক্শন" (অধঃত্বচে প্রয়োগ) করিলে অচেতনাবস্থা অনেক ক্ষণ পর্য্যন্ত স্থায়ী হয়। এই জন্য, বড় বড় অস্ত্রকার্য্যে দীর্ঘকাল রোগীকে অজ্ঞান করিয়া রাখিতে হইলে এইরূপ উপায় অবলম্বন সুবিধাজনক।

১৩। ক্লোরফরম করিবার পূর্ব্বে রোগীকে অল্প মাত্রায় ব্রাণ্ডি বা হুইস্কি সেবন করান মন্দ নহে। কিন্তু সুরাপানে উন্মত্ততা না ঘটে, তৎপক্ষে দৃষ্টি রাখিতে হইবে। এইরূপ করিলে হৃদয়ের ক্রিয়া দুর্ব্বল হইতে পায় না।

এই হইল হাইদ্রাবাদের কমিশনের মত।

ক্লোরফরম দিবার ৪।৫ ঘণ্টা পূর্ব্ব হইতে রোগীকে উপবাসে রাখিলে ভাল হয়। কিন্তু সমস্ত দিন উপবাসে রাখিয়া রোগীকে দুর্ব্বল করা কর্ত্তব্য নহে।

হৃদয়ের মেদ পীড়া থাকিলে বা অন্য কোন গুরুতর হৃদ্রোগ থাকিলে অতি সাবধানে ক্লোরফরম শুঁকান কর্ত্তব্য।

ক্লোরফরম দ্বারা শ্বাস প্রশ্বাস বন্ধ হইলে এবং হৃদয়ের ক্রিয়া বন্ধ হইলে

কৃত্রিম উপায়ে শ্বাস প্রশ্বাস নির্ব্বাহ করিবে। তা ছাড়া এই অবস্থায় লাইকর এমনিয়া অধঃত্বচে প্রয়োগ অতিশয় উপকারী।

১ ভাগ এব্‌ছোলিউট্‌ এল্‌কোহল, ২ ভাগ ক্লোরফরম এবং ৩ ভাগ ঈথর একত্রে সংযোগ করিয়া A. C. E. নামক মিক্‌শ্চার প্রস্তুত হয়। অনেকে এই মিক্‌শ্চার আঘ্রাণ করান নিরাপদ বোধ করেন।

অস্ত্রকার্য্য ছাড়া নানা প্রকার আক্ষেপ রোগে ক্লোরফরম আঘ্রাণ করান উপকারক, তবে এই সকল ক্ষেত্রে একবারে সংজ্ঞাহীন করার প্রয়োজন হয় না। টেটেনস্‌, হিষ্টিরিয়া, কন্‌ভল্‌শন্‌ প্রভৃতির আক্ষেপে ক্লোরফরম শুঁথাইলে আক্ষেপ নিবারণ হয়। প্রসবকার্য্যে ক্লোরফরম ব্যবহার হয়। এজন্য রোগের আক্ষেপে ক্লোরফরম আঘ্রাণ উপকারক। গল্‌ষ্টোন, রিণ্যাল্‌ ক্যাল্‌কিউলাই প্রভৃতির যন্ত্রণায় ক্লোরফরম আঘ্রাণ উপকারক।

১০—২০ মিনিম্‌ মাত্রায় ক্লোরোফরম সেবন করিলে রোগী অজ্ঞান হইতে আরম্ভ হয় এবং আরও অধিক মাত্রায় সেবনে রোগী একবারে অজ্ঞান হয়। ১—২ মিনিম্‌ মাত্রায় ইহা পাকস্থলীর অবসাদক, যন্ত্রণা-নিবারক, আক্ষেপনিবারক এবং নিদ্রাকারক। অধিক মাত্রায় পাকস্থলীর উপর উগ্র বিষ ক্রিয়া করে। পাকস্থলীয় অবসাদক বলিয়া বমন, পাকাশয় শূল, হিক্কা প্রভৃতিতে উপকার করে।

বাহ্যপ্রয়োগে ক্লোরফরম বেদনা-নিবারক এবং চর্ম্মের প্রদাহকারক। নানাবিধ বেদনার, বাত বেদনার শান্তি হয়।

মাত্রা। আদত ক্লোরফরমের মাত্রা ৩—১০ মিনিম্‌। একটু চিনির সঙ্গে মিশাইয়া সেবন করান যাইতে পারে। মিউছিলেজ, ডিম্বের ঘেলু এবং সিরপের সঙ্গেও দেওয়া যায়। একুয়া ক্লোরফরম মাত্রা ½—২ আং। স্পীরিট ক্লোরফরম ২০—৬০ মিনিম। টিং ক্লোরফরম কো ২০—৬০ মিনিম। টিং ক্লোরফরম এট্‌ মরফাইন্‌ ৫—১০ মিনিম্‌।

টিংচার ক্লোরফরম্‌ এট্‌ মর্‌ফাইনের গুণ ক্লোরোডাইনের সমান। ইহা যন্ত্রণা-নিবারক, আক্ষেপ-নিবারক, বমন ও হিক্কা-নিবারক এবং নিদ্রাকারক। ডিসেণ্টি, কলেরা, হিক্কা, বমন প্রভৃতি রোগে ইহা খুব উপকারক।

ছেরিভাইসায়ি ফার্মেণ্টম—বিয়ার ইয়েষ্ট
(CREVISIÆ FERMENTUM, BEER YEAST.)

প্রয়োগরূপ :—(১) ক্যাটাপ্লাস্‌মা ফার্মেণ্টি।

বিয়ার ইয়েষ্ট সেবন জন্য ব্যবহার হয় না। ইহার পুল্‌টিস্ দুর্গন্ধহারক। এইজন্য পচা ক্ষতের উপর ইহার পুল্‌টিস্ দেওয়া হইয়া থাকে।

বিউটিল ক্লোরাল হাইড্রাস—ক্রোটন ক্লোরাল হাইড্রেট
(BUTYL CHLORAL HYDRAS.)

অধিক মাত্রায় সেবনে ইহা শ্বাস প্রশ্বাস নির্ব্বাহকারী স্নায়ুযন্ত্রের পক্ষাঘাত জন্মাইয়া শ্বাসরোধ করিয়া মৃত্যু আনয়ন করে।

ঔষধের মাত্রায় সেবনে ইহা নিদ্রাকারক। ১৫—২০ মিনিট মধ্যেই নিদ্রাকর্ষণ হয়। ক্লোরাল হাইড্রেট্ অপেক্ষা ইহার গুণ নিকৃষ্ট, তবে ইহা হৃদয়ের অবসাদ উৎপন্ন করে না। ইহা ৫ম স্নায়ুর (ফেসিয়াল স্নায়ু) উপর অবসাদক ক্রিয়া প্রকাশ করে।

ব্যবহার :—ইহার নিদ্রাকারক ক্রিয়া অনিশ্চিত। কোন কোন স্থলে বিপদও আনয়ন করে। যদিও হৃদয়ের উপর ইহা সচরাচর অবসাদক ক্রিয়া প্রকাশ করে না, তত্রাচ কোন কোন স্থলে ইহাতে হৃদয়ের ক্রিয়া অতিশয় দুর্ব্বল করে। এই জন্য হৃদ্‌পীড়াগ্রস্ত ব্যক্তিকে এই ঔষধ সেবন করান যুক্তিযুক্ত নহে।

৫ম স্নায়ুর অবসাদক বলিয়া ফেসিয়াল্ নিউর‍্যাল্‌জিয়া (মুখের স্নায়ুশূল) রোগে ৫—৬ গ্রেণ মাত্রায় ব্যবহার উপকারক হয়।

দন্তশূল রোগে ইহা যন্ত্রণা-নিবারক হয়।

মাত্রা। ২—১৫ গ্রেণ। সিরপের সঙ্গে।

স্পীরিটস্ ভাইনি গ্যালিসাই
(SPIRITUS VINI GALLICI.)

ইহার চলিত সাধারণ নাম ব্রাণ্ডি।

প্রয়োগরূপ :—(১) মিক্‌চ্যুরা স্পীরিটস্ ভাইনি গ্যালিসাই।

ইহাতে শতকরা ৫০ অংশ এল্‌কোহল আছে। ইহা সেবনে এল্‌কোহলের সমস্ত ক্রিয়াই প্রকাশ পায়। উৎকৃষ্ট উত্তেজক ঔষধ করিতে সচরাচর এক্স্‌ নামক ব্রাণ্ডিই ঔষধে ব্যবহার হয়। যে কোন কারণে হউক, হৃদয়ের ক্রিয়া দুর্ব্বল হইলে ব্রাণ্ডি অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। সচরাচর ১—২ আং মাত্রায় জল মিশাইয়া দেওয়া যায়। ব্রাণ্ডি, ঈথর এবং এরমেটিক্‌ স্পীরিট অব্‌ এমনিয়া একত্রে অতি উৎকৃষ্ট উত্তেজক ঔষধ প্রস্তুত হয়।

মিশ্‌চ্যুরা স্পীরিটস ভাইনি গ্যালিসাই খুব পুষ্টিকারক এবং বলকারক পথ্য। দৌর্ব্বল্যাবস্থায় দেওয়া যায়। জ্বর প্রভৃতি রোগে রোগী অত্যন্ত অবসন্ন হইলে ইহা বেশ সুপথ্য। ডিম্বের ঘেলুর ন্যায় পুষ্টিকর ও লঘুপাক দ্রব্য আর নাই। এই ঔষধে সেই ডিম্বের ঘেলু মিশ্রিত থাকে।

স্পীরিটস্‌ রেক্টিফিকেটস্‌—রেক্টিফায়েড স্পীরিট অব্‌ ওয়াইন্‌

(SPIRITUS RECTIFICATUS.)

চিনি গুড় প্রভৃতি চোঁয়াইয়া রেক্‌টিফায়েড স্পীরিট পাওয়া যায়। এই রেক্‌টিফায়েড স্পীরিট পুনর্ব্বার চোঁয়াইয়া লইলে এব্‌সোলিউট্‌ এল্‌কোহল বা বিশুদ্ধ সুরাবীর্য্য বাহির হয়। রেক্‌টিফায়েড্‌ স্পীরিট নানাবিধ টিংচার তৈয়ার করিতে ব্যবহৃত হয়। রেক্‌টিফায়েড স্পীরিট এবং এল্‌কোহল দ্বারা কোন উদ্ভিদ দ্রব্য ভিজাইয়া রাখিলে ঐ উদ্ভিদের সার ভাগ বাহির হইয়া উহাদের সহিত মিশিয়া যায়।

কোন স্থান মোচ্‌ড়াইয়া গেলে সেই স্থান স্পীরিট লোসন দ্বারা ভিজাইয়া রাখিলে শীঘ্রই বেদনা দূর হয়। বেড্‌সোর বা শয্যা ক্ষত হইবার প্রারম্ভে সেই স্থানের চর্ম্মের উপর স্পীরিট লোসন দিলে চর্ম্ম শক্ত হইয়া আর বেড্‌-সোরের উৎপত্তি হইতে পায় না। জল ও স্পীরিট একত্রে মিশাইলে স্পীরিট লোসন তৈয়ার হয়।

স্পীরিটস্‌ টেনুইয়র—প্রুফ স্পীরিট (Spiritus Tenuor—Proof Spirit) এবং সেরি ওয়াইন কতকগুলি ঔষধ প্রস্তুত জন্য ব্যবহৃত হয়।

ঔদ্ভিজ্জ ঔষধ।

অরাণ্টিয়াই ফ্রুক্টস্ (AURANTII, FRUCTUS.)
অরাণ্টিয়াই কর্টেক্স্ (AURANTII CORTEX.)
অরাণ্টিয়াই ফ্লোরেস্ একুয়া (AURANTII FLORES AQUA.)

প্রয়োগরূপ :—(১) ইন্‌ফিউজন্ অরান্‌টিয়াই। (২) ইন্‌ফিউজম্ অরান্‌টিয়াই কম্পোজিটম্। (৩) সিরূপস্ অরান্‌টিয়াই। (৪) টিংচুরা অরান্‌টিয়াই। (৫) টিংচুরা আরন্‌টিয়াই রিছেন্‌টিস্। (৬) ভাইনম্ অরান্‌টিয়াই। (৭) সিরূপস্ অরান্‌টিয়াই ফ্লোরিস্।

অরাণ্টাই কর্টেক্স্ বা কোমলা লেবুর ত্বক বলকারক (টনিক)। ইহা ক্ষুধাবর্দ্ধক এবং পাকস্থলীর বল বিধান করে। অরান্‌টিয়াই কর্টেক্স্, অরান্‌টাই ফ্লোরেস্ একুয়া এবং ইহাদের প্রয়োগরূপ সকলের সচরাচর অন্যান্য ঔষধ সুগন্ধ করিবার জন্য ব্যবহার হয়।

আর্‌নিসি রাইজোমা—আর্ণিকা রাইজোম (ARNICÆ RHIZOME.)

প্রয়োগরূপ :—(১) টিংচুরা আর্‌নিসি।

যদি চর্ম্মের উপর আর্‌নিকা লাগান যায়, তবে কিয়ৎকাল পরে সেই স্থান জ্বালা করে, লাল হইয়া উঠে। কোন কোন ব্যক্তির শরীরের উপর আর্‌নিকা লাগাইলে এরিছিপেলসের ন্যায় প্রদাহ হয়।

অধিক মাত্রায় আর্‌নিকা সেবনে বিষক্রিয়া করে। ইহাতে বিষক্রিয়া করিলে শরীর অত্যন্ত দুর্ব্বল ও অবসন্ন হয়, খেঁচুনি হয় এবং পরিশেষে রোগী হিমাঙ্গ হইয়া মরিয়া যায়। আর্‌নিকা পাকস্থলীতে উগ্রতা গুণ প্রকাশ করে। পেট জ্বালা করে, বমন এবং উদরাময় হয়। ইহা একনাইটের ন্যায় অবসাদক।

আজকাল আর্ণিকার আভ্যন্তরিক ব্যবহার প্রায় উঠিয়া গিয়াছে। পূর্ব্বে পক্ষাঘাত রোগে এবং ডেলিরিয়ম ট্রিমেন্স রোগে ইহার ব্যবহার ছিল।

আর্নিকার টিংচারের সঙ্গে জল মিশাইলে আর্নিকা লোসন্ তৈয়ার হয়। কোন স্থান ভাঙ্গিয়া বা মোচ্ড়াইয়া গেলে আর্নিকার লোসন দিয়া ভিজাইয়া রাখিলে উপকার হয়। ডাক্তার গ্যারড বলেন আর্নিকার এই গুণ নাই। কেবল মাত্র স্পীরিট ও জল দ্বারা লোসন করিয়া ভিজাইলেও যে ফল হয়, আর্ণিকা লোসন প্রয়োগেও সেই ফল হয়। এই কথা সত্য হইলে আর্নিকা ঔষধ ফার্মাকোপিয়া হইতে তুলিয়া দিলেও ক্ষতি নাই।

হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকগণ আর্নিকা ব্যবহার করেন।

আর্মোরেছাই র‍্যাডিক্স্—হর্চর‍্যাডিস্ রূট (ARMORACIÆ—RADIX.)

প্রয়োগরূপ :—(১) স্পিরিটস্ আর্মোরেছাই কম্পোজিটস্।

হর্চর‍্যাডিস্ মূল চর্ব্বণ করিলে লালা গ্রন্থি সকল উত্তেজিত হইয়া লালা নিঃসরণ হয়। ইহা সেবনে পাকস্থলী উত্তেজিত হইয়া পাচকরস নিঃসৃত হয়। ইহা কিড্‌নি যন্ত্রকেও উত্তেজিত করে, তাহাতে প্রস্রাব বৃদ্ধি হয়। অতএব হর্চর‍্যাডিস্ লালানিঃসারক, ক্ষুধাবৃদ্ধিকারক এবং মূত্রকারক। অজীর্ণ এবং শোথ রোগে উপকার করিতে পারে।

আর্গটা—আর্গট (ERGOTA—ERGOT.)

আর্গোটিন (ERGOTIN) আর্গটের সারভাগ।

প্রয়োগরূপ :—(১) এক্‌ষ্ট্রাক্টম্ আর্গটি লিকুইড্। (২) টিংচুরা আর্গটি। (৩) ইন্‌ফিউশন্ আরর্গটি। (৪) ইন্‌জেক্‌শিও আর্গটিনি হাইপডার্ম্মিকা।

আর্গটের ভিতর তিনটী পদার্থ আছে। (১) স্পাছেলিনিক্ এছিড্। (২) কর্‌নুটাইন্ এবং (৩) আর্গটিনিক এছিড। আর্গটের সমস্ত ক্রিয়া এই তিনটি পদার্থের উপর নির্ভর করে।

আর্গট অব্ রাই একপ্রকার শস্য, ইংলণ্ডে জন্মে। ঐ শস্য বিকৃত হইয়া আর্গট জন্মে। ইংলণ্ডের কৃষকশ্রেণী আর্গট্ অব্ রাইয়ের রুটী তৈয়ার করিয়া ব্যবহার করে। যদি ঐ শস্যের মধ্যে বিকৃত শস্য বা আর্গট মিশ্রিত থাকে, তবে বহুদিন ধরিয়া ঐ শস্য খাদ্যরূপে ব্যবহার করিলে কতকগুলি পীড়ার লক্ষণ উপস্থিত হয়। ঐ সকল লক্ষণকে আর্গট জনিত লক্ষণ বলে। এই আর্গট জনিত লক্ষণ সকল দুই প্রকারের হইয়া থাকে। একপ্রকার লক্ষণ এই যে, রোগীর হাত পা মুখ এবং নাসিকায় ড্রাই গ্যাংগ্রিন্ নামক ব্যাধি হয়। ঐ সকল স্থানে রক্ত চলাচল বন্ধ হইয়া যায় এবং তজ্জন্য ঐ সকল স্থান শুষ্ক হয় এবং পচিয়া কাল হইয়া যায়। শরীরের কোন স্থান পচিয়া গেলে তাহার নাম গ্যাংগ্রিন্। ড্রাই গ্যাংগ্রিন্ অর্থাৎ শুষ্ক গ্যাংগ্রিন্। কোন স্থান পচিয়া যায় অথচ ঐ স্থানের মাংসাদি গলিত না হইয়া শুষ্ক হইলে তাহার নাম শুষ্ক গ্যাংগ্রিন্। দ্বিতীয় প্রকারের লক্ষণ এই যে, রোগীর হস্ত পদাদির ভয়ানক রকমের আক্ষেপ উপস্থিত হয়। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ঔষধের মাত্রায় বহুদিন ধরিয়া আর্গট সেবন করিলেও এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয় না। তবে একবারে অধিকমাত্রায় আর্গট সেবনে বিষক্রিয়া করে। বমন, বিরেচন, শরীরের বোধশক্তির বিলোপ (অসাড়তা), আক্ষেপ, অঙ্গবিক্ষেপ (খেঁচুনি) প্রভৃতি উপস্থিত হয়। অবশেষে রুদ্ধশ্বাস হইয়া রোগী মারা পড়ে। রোগীর শ্বাস আটকাইয়া যায় এবং তাহাতেই মৃত্যু হয়।

আর্গট মস্তিষ্কের উপর কোন ক্রিয়া প্রকাশ করে না। কিন্তু ইহা দ্বারা মেরুদণ্ডের (কশেরুকা মজ্জার) পশ্চাদ্ভাগ আক্রান্ত ও উত্তেজিত হয় এবং তজ্জন্য রোগীর আক্ষেপ প্রভৃতি উপস্থিত হয়। রোগী ঠিক করিয়া পা ফেলিয়া চলিতে পারে না। গা বহিয়া পিপীলিকা উঠিতেছে এইরূপ বোধ হয়—গায়ে একপ্রার শড়্ শড়ানি বোধ হয়। হাত পায়ে খাইল ধরে, আর নয়ত হাত পা খেঁচিতে থাকে।

আর্গট হৃদয়ের অল্প অবসাদক। আর্গট সেবনে হৃদয়ের গতি মন্দ হয় এবং নাড়ীর স্পন্দন সংখ্যায় কমিয়া যায়। যে নাড়ী মিনিটে ৭০।৮০ বার স্পন্দন করে, অধিক মাত্রায় আর্গট সেবনে সেই নাড়ীর গতি প্রতি মিনিটে ২০।৩০ বার মাত্র হয়। পরিশেষে হৃদয়ের স্পন্দন অনিয়মিত এবং অত্যন্ত

ক্ষীণ হইতে পারে। ভেগস্ বা নিউমোগ্যাষ্ট্রিক স্নায়ুর উপর কার্য্য করাতে এই ব্যাপার উপস্থিত হয়।

আর্গট ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধমনী ও কৈশিকা সকল সংকুচিত করে। আর্গট সেবনে ছোট ছোট ধমনীর ছিদ্র সংকুচিত হয়, ধমনী সকল কুচ্‌কাইয়া যায় বা জড়শড় হয়। এইটি আর্গটের একটি প্রধান ক্রিয়া। এই জন্য আর্গট একটি প্রধান রক্তরোধক ঔষধ।

আর্গট কিড্‌নির বা মূত্রযন্ত্রের উপর ক্রিয়া করে, তাহাতে প্রস্রাব বৃদ্ধি হয়। ব্লাডার বা মূত্রাধার ইহা দ্বারা সংকুচিত হয়।

আর্গট ধারকগুণবিশিষ্ট। ইহাতে কোষ্ঠবদ্ধ করে। কচিত কখনও উদরাময়, বমন এবং শূল বেদনা হয়, পেট কামড়ায়।

অর্গট জরায়ুসংকোচক। ইহা দ্বারা স্ত্রীলোকের জরায়ু সংকুচিত হয়, তাহাতে জরায়ু মধ্যে যাহা কিছু থাকে তাহা বাহির হইয়া পড়ে।

আর্গট সেবনে স্তনদুগ্ধ কমিয়া যায় এবং ঘর্ম্ম নিঃসরণ কম পড়ে।

ইহাতে অন্ত্রের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধমনী এবং কৈশিকা সকল সংকুচিত হয়। তাহাতে অন্ত্রের রস ক্ষরণ কম পড়ে। এই জন্য আর্গট কোষ্ঠবদ্ধ করে এবং ধারকগুণ প্রকাশ করে।

আর্গট ধারক, রক্তরোধক, জরায়ু-সংকোচক, মূত্রকারক, স্বেদ-নিবারক এবং দুগ্ধস্রাব নিবারক।

আর্গট জরায়ুর উপর বিশেষ ক্রিয়া প্রকাশ করে। ইহাতে জরায়ু সংকুচিত হয়। এই ক্রিয়া সসন্তান জরায়ুর উপরই অধিকতর রূপে প্রকাশ পায়। জরায়ুর ভিতর ভ্রূণ থাকিলে ইহা জরায়ুর উপর অধিক মাত্রায় ক্রিয়া প্রকাশ করে। গর্ভবতী স্ত্রীলোককে বেশী মাত্রায় আর্গট সেবন করাইলে গর্ভস্রাব পর্য্যন্তও হইতে পারে। গর্ভ অল্পদিনের হইলে বড় একটা আর্গটের ক্রিয়া হয় না। গর্ভ যত পূর্ণ হয়, আর্গটের ক্রিয়া ততই প্রকাশ পায়। জরায়ুর উপর আর্গটের এই শক্তি থাকাতে আর্গট প্রসবকার্য্যে এবং প্রসবের পর রক্তস্রাবে বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। প্রসবের সময় জরায়ু পুনঃ পুনঃ সংকুচিত হইতে থাকে। এই জরায়ুর সংকোচন জন্যই স্ত্রীলোকের প্রসব বেদনা উপস্থিত হয়। জরায়ু আপনা আপনি সংকুচিত হইয়া উহার

মধ্যস্থ শিশুকে যেন টিপিয়া বাহির করিয়া দেয়। তাহাতেই সন্তান প্রসব হয়।

আর্গট এই জরায়ু সংকোচনের বৃদ্ধি করে, এই জন্য প্রসবের সময় যদি ভাল করিয়া ব্যথা না আইসে এবং তজ্জন্য প্রসবের বিলম্ব হয়, তবে আর্গট সেবন করাইলে প্রসব বেদনার বৃদ্ধি হইয়া অবিলম্বে সন্তান প্রসূত হয়। সসত্বা জরায়ুর উপর আর্গটের সংকোচন শক্তি অসীম। ইহাতে জরায়ু এত অধিক সংকুচিত হইতে পারে যে, জরায়ু ফাটিয়াও যাইতে পারে। এই জন্য গর্ভের সকল অবস্থায় আর্গট প্রয়োগ নিষিদ্ধ। যদি জরায়ুর মুখ বেস খোলসা থাকে, জরায়ু বা যোনিদ্বারে কোন অবরোধ না থাকে, তবে জরায়ুর সংকোচন অভাবে প্রসবকার্য্যে বিলম্ব হইলে—ব্যথা জুড়াইয়া গিয়া সন্তান হইতে বিলম্ব হইলে—আর্গট দেওয়ায় হানি নাই। কিন্তু যদি কোন বাধা বর্ত্তমান থাকে—যদি সন্তানের মাথা প্রসবের দ্বার অপেক্ষা বড় হয় অথবা প্রসবের দ্বার স্বাভাবিক ক্ষুদ্র হয়—যদি যোনিদ্বার সংকুচিত থাকে—যোনির ছিদ্র ছোট হয়—কিম্বা প্রসূতির পেল্‌ভিস বা বস্তিগহ্বর সংকুচিত হয় তবে এই সকল ক্ষেত্রে আর্গট প্রয়োগে অপকার ভিন্ন উপকার নাই। এইরূপ অবস্থায় আর্গট প্রয়োগে জরায়ু বিদীর্ণ হইয়াও যাইতে পারে। তদ্ভিন্ন, ভ্রূণ মারাও পড়িতে পারে। যেহেতু, আর্গট দিবা মাত্র জরায়ু সজোরে ভ্রূণকে চাপিয়া ধরে, ওদিকে প্রসব দ্বারে বাধা বর্ত্তমান থাকাতে ভ্রূণ বাহির হইতেও পায় না, সুতরাং ভ্রূণ জরায়ু দ্বারা পেষিত হইয়া মারা পড়ে। প্রসবের প্রথম অবস্থায় আর্গট দেওয়া নিষিদ্ধ। প্রসবের দ্বিতীয় অবস্থায় অর্থাৎ জরায়ুদ্বার বেস হইয়া খুলিয়া গেলে এবং মাথা নামিয়া আসিলে যদি পূর্ব্ববর্ণিত কোন প্রকার অবরোধ বর্ত্তমান না থাকে, তবে ব্যথা অভাবে প্রসবকার্য্যে বিলম্ব হইলে আর্গট দেওয়া যুক্তিসিদ্ধ। প্রসবকার্য্য সমাধা হইবার পর ফুল পড়িতে বিলম্ব হইলে আর্গট সেবন করাইবা মাত্র ফুল নির্গত হইয়া যায়। যমজ সন্তান প্রসব সময়ে একটি সন্তান প্রসবান্তে আর একটি সন্তান প্রসব হইতে অযথা বিলম্ব ঘটিলে নিরাপদে আর্গট দেওয়া যাইতে পারে। প্রসবের পর রক্তস্রাব হইলে আর্গট এবং ওপিয়ম একত্রে দিলে বিশেষ ফল হয়। অথবা, তলপেটে আর্গটিন অধঃত্বাচ পিচকারী করিয়া প্রয়োগ করিলে আরও শীঘ্র

রক্তস্রাব বন্ধ হয়। রক্তস্রাব বেশী হইলে ১ ড্রাম মাত্রায় একষ্ট্রাক্ট্ আর্গট লিকুইড্ দেওয়া কর্ত্তব্য। অথবা এক এক বারে ১০ মিনিম ইন্‌জেক্‌শিও আর্গটিনী হাইপডার্ম্মিকা তলপেটের চর্ম্মের নীচে পিচকারী করিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। জরায়ুর ফাইব্রয়েড টিউমর্ পীড়ায় দীর্ঘকাল ধরিয়া আর্গট সেবনে ফাইব্রয়েড টিউমরের আয়তন ছোট হইয়া যায়। মেনরেজিয়া এবং মেট্রেরেজিয়া পীড়ায় আর্গট সেবন মহৌষধ। যে কোন কারণ বশতঃ জরায়ুর ভিতর হইতে রক্তস্রাব হইলেই আর্গট দেওয়া কর্ত্তব্য এবং উপকারক। ক্রনিক্ মেট্রাইটিস্ রোগে আর্গট উপকার করিতে পারে। কোন কারণ বশতঃ জরায়ু বড় হইলে আর্গট সেবনে জরায়ুর আয়তন ছোট হয়। প্রসবের পর জরায়ু হইতে একপ্রকার স্রাব হয়। এই স্রাব এক মাস পরেই প্রায় বন্ধ হইয়া যায়। এই স্রাব শীঘ্র বন্ধ না হইলে আর্গট সেবনে বন্ধ হইবে।

এমিনরিয়া এবং লিউকোরিয়া রোগেও আর্গট উপকারক। তবে সকল ক্ষেত্রে নহে।

হিমাটেমিসিস্, হিমপ্‌টেটিস্ প্রভৃতি পীড়ায় আর্গট রক্তরোধকরূপে সচরাচর ব্যবহৃত হয়। পূর্ব্বে এই সকল রোগে গ্যালিক এছিডের খুব সুখ্যাতি ছিল, এখনও ব্যবহার হইয়া থাকে। কিন্তু এই সকল রোগে আর্গট সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

অতিরিক্ত ঘর্ম্ম হইলে আর্গট সেবনে উপকার হয়। যক্ষ্মাকাশের নিশা ঘর্ম্ম নিবারণ জন্য আর্গটের ব্যবহার হয়। নিউমোনিয়া পীড়ায় ফুস্‌ফুস্ মধ্যে পূয হইলে বা কাশের সঙ্গে রক্তমিশ্রিত থাকিলে আর্গট প্রয়োগে উপকার হয়। উদরাময় ও রক্তামাশয় রোগে আর্গট উপকার করিয়া থাকে। প্লীহা রোগে আর্গট সেবন উপকারক। স্যাভিটিস্‌কাই নামক একজন ডাক্তার কম্পজ্বরে আর্গট ব্যবহার করিয়া ফল পাইয়াছেন।

কশেরুকা মজ্জার রক্তাধিক্য রোগে এবং মাইলাইটিস্ পীড়ায় আর্গট দ্বারা উপকার হয়। কশেরুকা মজ্জার ঐ সকল পীড়া বশতঃ পক্ষাঘাত রোগ হইলে আর্গট ব্যবহারে উপকার পাওয়া যায়।

ডাক্তার ভাইডাল বলেন গুহ্যভ্রংশ (প্রল্যাপ্স অব্ দি এনস্) রোগে গুহ্যদ্বারের ভিতর ৩ গ্রেণ মাত্রায় আর্গটিন পিচকারী করিয়া দিলে প্রল্যাপ্স

আরাম হইয়া যায়। প্রতি ২ বা ৩ দিন অন্তর অন্তর এক একবার পিচকারী করিতে হইবে।

ডায়েবেটিস্ ইন্‌সিপিডস্ (বহুমূত্র) রোগে আর্গট অপকার করে, কিন্তু ডায়েবেটিস্ মেলিটস্ বা আসল ডায়েবেটিস্ রোগে অপকার করে না।

কাইলুরিয়া রোগেও আর্গট উপকারক।

"ইন্‌কণ্টিনেন্স্ অব্ ইউরিন্" (মূত্রধারণা ক্ষমতা) রোগে আর্গট উপকারী। কিন্তু এই রোগে আর্গট অপেক্ষা বেলেডোনা ভাল। বৃদ্ধ বয়সে ব্লাডার বা মূত্রাধারে সংকোচন অভাবে মূত্রধারণা ক্ষমতা রোগ জন্মে, তাহাতে টোপে টোপে প্রস্রাব বাহির হয়। প্রস্রাবের বেগ আসিলে রোগী আর সম্বরণ করিতে পারে না। এই রোগে আর্গট সেবন খুব উপকারী। বৃদ্ধ বয়সে প্রষ্টেট্ গ্রন্থি বড় হইয়া এই রোগ হইলেও আর্গটে উপকার করে। ইহা সেবনে প্রষ্টেট্ গ্ল্যাণ্ড ক্রমে ছোট হয়।

হাইড্রোছিল রোগে হাইড্রোছিল ট্যাপ করিবার পর লিকুইড্ এক্‌ষ্ট্রাক্ট্ অব্ আর্গট ½ ড্রাম মাত্রায় হাইড্রোছিলের থলির মধ্যে পিচকারী করিয়া দিলে হাইড্রোছিল আরাম হইয়া যায়।

মাত্রাদি:—গুঁড়া আর্‌গট ২০—৩০ গ্রেণ। এক্‌ষ্ট্রাক্ট্ আর্‌গট লিকুউড ১০ মিনিম্—১ ড্রাম। ইন্‌ফিউশন ১ আং—২ আং। টীংচার ১০ মিনিম—১ ড্রাম। আর্‌গটিন ২—৫ গ্রেণ। ইন্‌জেক্‌শিও আর্‌গটিনী হাইপডার্মিকা ৩—১০ মিনিম অধঃত্বাচ প্রয়োগ জন্য। প্রসবের পর রক্তস্রাব নিবারণ জন্য টাট্‌কা গুঁড়া সব চেয়ে ভাল।

℞ এক্‌ষ্ট্রাক্ট্ আর্গট লিকুইড্ ʒss, লাইকর্ ষ্ট্রীক্‌নাইনী হাইড্রোক্লোরেটিস্ ♏iii, টিং ডিজিট্যালিস্ ♏v—viii, একুই রোজি ad ℥i, ১ মাত্রা। প্রতি ২ বা ৩ ঘণ্টান্তর। রক্তকাশ, রক্তবমন রোগে।

℞ এক্‌ষ্ট্রাক্ট্ আর্গট লিকুইড ʒi, টিং ওপিয়াই ♏x, একুই ad ℥i, ১ মাত্রা। জরায়ুর রক্তস্রাবে। প্রয়োজন হইলে ১ বা ২ ঘণ্টা পর আর এক মাত্রা।

প্রসবে বিলম্ব হইলে পল্‌ভ আর্গট gr. xx, ১ মাত্রায়।

℞ এক্‌ষ্ট্রাক্ট্ আর্গট্ লিকুইড্ ʒss, ডিকক্টম্ এলোজ কম্পোজিটি ℥i, ১ মাত্রা দিন ২ বার প্রাতে এবং সন্ধ্যায়। রজোহীনতা রোগে।

℞ মিশ্চুরা ফেরি কো ℥i, এক্ষ্ট্রাক্ট আর্গট লিকুইড্ ♏xv, একুই ad ℥i, ১ মাত্রা দিন ২ বার, রজোহীনতা (এমিনোরিয়া) রোগে।

ইলেটিরিয়ম্ ⎫
ইলেটেরিতম্ ⎭ একবেলাই ফ্রক্টস্ দেখ।

ইউক্যালিপ্টাই গমি—গম ইউক্যালিপ্টস্
(EUCALYTI GUMMI.)

ক্রিয়া :—খদিরের ন্যায় সংকোচক। উদরাময় এবং আমাশয় রোগে ব্যবহার হয়। মাত্রা ২—১০ গ্রেণ।

ইউক্যালিপ্টাই ওলিয়ম—অইল অব্ ইউক্যালিপ্টস্
(EUCALYPTI OLEUM.)

প্রয়োগরূপ :—(১) অংগুয়েণ্টম্ ইউক্যালিপ্টাই।

ইউক্যালিপ্টস্ অইল অতিশয় পচননিবারক, স্থানীয় প্রয়োগে ইহা চর্ম্মের প্রদাহ জনক। যে স্থানে মালিস করা যায়, সে স্থান লাল হইয়া উঠে। কুইনাইনের সহিত ইহার ক্রিয়ার অনেকটা সাদৃশ্য আছে। এই নিমিত্ত প্লীহাজ্বর এবং কম্পজ্বর ইউক্যালিপ্টস্ অইল উপকার করিতে পারে। পিউয়ার পিরাল ফিবার, পাইমিয়া এবং সেপ্টিসিমিয়া রোগে ইহা পচননিবারক হইয়া উপকার করে। এই সকল রোগে ৫ মিনিম মাত্রায় দেওয়া যায়। যক্ষ্মাকাশ এবং ব্রঙ্কাইটিস্ রোগে দুর্গন্ধ কাশ উঠিলে ইহা সেবনে উপকার হয়। সিষ্টাইটিস্ রোগে উপকার করে।

ডিপ্‌থিরিয়া এবং ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগে ইউক্যালিপ্টস্ অইলের বাষ্প আঘ্রাণ করাইলে খুব উপকার হয়। ইউক্যালিপ্টস্ অইল এবং রেক্টিফায়েড স্পীরিট সমান পরিমাণে মিশাইয়া উহার ১০—৬০ মিনিম পর্য্যন্ত আঘ্রাণ করাইবে। স্কারলেটিনা এবং এজ্‌মা রোগেও ইহার বাষ্প আঘ্রাণে উপকার হয়।

ফুস্ফুসের গ্যাংগ্রিন্, ওজিনা এবং যক্ষ্মাকাশে ইহার বাষ্প আঘ্রাণ উপকারী। জরায়ু এবং গুহ্যদ্বারে ক্যান্সার ক্ষত হইলে ইউক্যালিপ্টস্ অইলে তুলা বা লিণ্ট ভিজাইয়া ঐ ক্ষতে দিলে দুর্গন্ধ দূর হইয়া উপকার করে। ইহার লোসন দ্বারা পচা ক্ষত ধৌত করিলে এবং ঐ ক্ষতে ইহার মলম লাগাইলে খুব উপকার হয়। এই সকল ক্ষেত্রে ইহা কার্ব্বলিক এছিড অপেক্ষা ভাল। যে হেতু কার্ব্বলিক এছিড উগ্র এবং অধিক পরিমাণে ব্যবহারে বিষক্রিয়া করে, কিন্তু ইহাতে বিষক্রিয়া করে না।

ইউক্যালিপ্টস্ ম্যালেরিয়া-নিবারক। ম্যালেরিয়া প্রপীড়িত দেশে ইউ-ক্যালিপ্টস্ বৃক্ষ রোপণ করিলে ম্যালেরিয়া বিষ নষ্ট হয়।

ইওনাইমি কর্টেক্স্—ইওনিমস্ বার্ক
(EUNYMI CORTEX.)

প্রয়োগরূপ :—(১) এক্ষ্ট্রাক্টম্ ইওনিমাইসিকম্। ইওনিমিন্ যকৃতের উত্তেজক এবং পিত্তনিঃসারক। কোষ্ঠবদ্ধতায় এবং যকৃতের পীড়ায় উপকারক। এক্ষ্ট্রাক্টের মাত্রা ১—৪ গ্রেণ।

ইউভিউর্সাই ফোলিয়া—বিয়ারবেরি লিফ
(UVÆURSI FOLIA.)

প্রয়োগরূপ :—(১) ইন্ফিউজম্ ইন্ভিউর্সাই। ক্রিয়া—সঙ্কোচক এবং বলকারক। ইহাতে আর্বিউটিন্ নামক বীর্য্য আছে। ইউভিউর্সাই এবং ইহার বীর্য্য আর্বিউটিন্ পুরাতন সিষ্টাইটিস্ রোগে অতিশয় উপকারক। গ্লিট, মেনরেজিয়া এবং ডিসেণ্টি (রক্তামাশয়) রোগে উপকারক। লিউ-কোরিয়া এবং মূত্রনালীর যে কোনরূপ প্রদাহে ইউভিউর্সাই এবং আরবিউটিন্ উপকারক। আর্বিউটিনের মাত্রা ২০ গ্রেণ, জলের সঙ্গে। ইন্ফিউশনের মাত্রা ১—২ আং। ডাক্তার লিউইন বলেন, ইউভিউর্সাই হইতে উপকার প্রত্যাশা করিতে হইলে ইহা খুব বেশী মাত্রায় ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। অন্ততঃ ১ আং পত্র চূর্ণের ইন্ফিউশন করিয়া এক এক মাত্রায় দেওয়া উচিত।

ফার্ম্মাকোপিয়ায় যে মাত্রা আছে সে মাত্রায় লিউইনের মতে তেমন উপকারক হয় না।

ইউভি—রেইজিন্ (UVÆ—RAISINS.)

ক্রিয়া :—মৃদুবিরেচক। সুগন্ধের জন্য ব্যবহার হয়।

ইপেকাকুয়ানহা (IPECACUANHA.)

প্রয়োগরূপ :—(১) এছিটম ইপিকাকুয়ানহি। (২) পাইলিউলা ইপি-কাকুয়ানহি কমসিলি (৩) পল্‌ভিস্ ইপিকাকুয়ানহিকো। (৪) ট্রচিছাই ইপিকাকুয়ানহি। (৫) ট্রচিছাই মর্‌ফাইন্ এট্ ইপিকাকুয়ানহি। (৬) ভাইনম্ ইপিকাকুয়ানহি।

ক্রিয়া :—ইপিকাকুয়ানহি চর্ম্মের উপর লাগাইলে কিয়ৎকাল পরে সেই স্থান উষ্ণ বোধ হয়, লাল হইয়া উঠে এবং ফুস্‌কুড়ি বাহির হয়। সময় সময় ঐ সকল ফুস্‌কুড়ি পাকিয়া পূযবটী হয়।

ইপিকাকুয়ানহা চর্ব্বণ করিলে লালা স্রাব হয়। ইহার আস্বাদ তিক্ত।

কোন কোন ব্যক্তি অতি সামান্য মাত্রাতেও ইপিকাকুয়ানহার নাশ লইলে হাঁচি ও সর্দ্দির দ্বারা আক্রান্ত হয়। চক্ষু লাল হয় এবং চখ দিয়া জল পড়ে, ঘন ঘন হাঁচি হয়, নাক দিয়া জল পড়ে। কপাল ব্যথা করে, বুকে বেদনা হয় এবং ঘন ঘন কাশি হয়।

ইপিকাকুয়ানহা শরীরের সমস্ত ঝিল্লির উপর কাজ করে। তাহাদিগকে উত্তেজিত করে এবং শ্লেষ্মা-ঝিল্লির স্রাব বৃদ্ধি হয়। অল্প মাত্রায় ইপিকাকুয়ানহা সেবন করিলে পাকস্থলীর ভিতর গরম বোধ হয় এবং পাকস্থলির শ্লেষ্মা-ঝিল্লি হইতে শ্লেষ্মা স্রাব হয়। কিছু অধিক মাত্রায় সেবন করিলে বমনোদ্বেগ হয়। এবং পাকস্থলী ও শ্বাসনলী সকলের শ্লেষ্মা-ঝিল্লি হইতে শ্লেষ্মা স্রাব হয়। আরও অধিক মাত্রায় ইপিকাকুয়ানহা বমনকারক হয়। ইহাতে প্রথমে, বমনোদ্বেগ এবং পরে বমন হয়। ইহা অবসাদক বমনকারক। বমনের সহিত শরীর দুর্ব্বল বোধ হয় এবং ঘর্ম্ম নিঃসরণ হয়। সর্ব্ব শরীর শিথিল বোধ হয় এবং আক্ষেপ থাকিলে তাহা নিবারিত হয়। অতএব ইপিকাকুয়ানহা ঘর্ম্মকারক, বমনকারক, আক্ষেপনিবারক এবং কফনিঃসারক।

ইপিকাকুয়ানহা বমনকারক বটে, কিন্তু ইহাতে অতি শীঘ্র বমন হয় না। ঐ কাজ কিছু দেরিতে হয়। ইহা অবসাদক বমনকারক বটে, কিন্তু টার্টার এমিটিকের ন্যায় অত দূর অবসাদক নহে। ইহাতে পুনঃ পুনঃ বমন হয় বটে, কিন্তু রোগীর তত বেশী বমনোদ্বেগ হয় না বা শরীর অবসন্ন হয় না। ইপিকাকুয়ানহা সেবনেও বমন হয় এবং পিচকারী করিয়া রক্তের ভিতর প্রবিষ্ট করিয়া দিলেও বমন হয়। ইহা ডাইরেক্ট এবং ইন্‌ডাইরেক্ট বমনকারক। ইপিকাকুয়ানহার বীর্য্য এমেটিন্ অত্যন্ত বমনকারক। বমনকারক গুণ ধরিতে গেলে ইপিকাকুয়ানহা সল্‌ফেট অব্ জিঙ্ক্ এবং টারটার এমেটিক এই দুয়ের মধ্যবর্ত্তী স্থান অধিকার করে। ইহা সল্‌ফেট অব্ জিঙ্কের ন্যায় সত্বর বমন উৎপন্ন করে না এবং টার্টার এমেটিকের ন্যায় বমনোদ্বেগ উপস্থিত করে না। ইহার বমনকারক গুণ তত শীঘ্র প্রকাশ পায় না বলিয়া কোন বিষাক্ত ঔষধ পাকস্থলী হইতে বমন দ্বারা উঠাইয়া দেওয়ার জন্য ইপিকাক্ সল্‌ফেট্ অব্ জিঙ্কের ন্যায় উপযোগী নহে।

ইপিকাক্ মস্তিষ্কের উপর কোন ক্রিয়া প্রকাশ করে না।

ইহা হৃদয়ের এবং রক্তসঞ্চালন যন্ত্রের উপরও বিশেষ কোন ক্রিয়া প্রকাশ করে না। কেবল বমন হইবার সময় ইহা হৃদয়ের অল্প অবসাদ উপৎন্ন করে।

ইহাতে পাকস্থলী, অন্ত্র এবং শ্বাসনলী সকলের শ্লেষ্মা-ঝিল্লির স্রাব বৃদ্ধি করে।

ইপিকাকুয়ানহা যকৃতের ক্রিয়া উত্তেজিত করে এবং পিত্তস্রাব বৃদ্ধি করে।

ইপিকাকুয়ানহা ঘর্ম্মগ্রন্থি সকলকে উত্তেজিত করে এবং তজ্জন্য ঘর্ম্মকারক হয়। একুাট্ ডিসেণ্টি্ বা তরুণ আমাশয় রোগে ইপিকাকের বহুল ব্যবহার হয়। ইউরোপীয় চিকিৎসকগণ তরুণ আমাশয় রোগে ইপিকাক্ একমাত্র উৎকৃষ্ট ঔষধ বিবেচনা করেন এবং খুব বেশী মাত্রায় এমন কি ৩০—৬০ গ্রেণ মাত্রায় ইপিকাকের ব্যবস্থা করেন। তাঁহারা বলেন এইরূপ বেশী মাত্রায় ইপিকাক্ সেবন করাইয়া রোগীকে স্থির করিয়া শোয়াইয়া রাখিলে এবং কেবল তরল দ্রব্য পান করিতে না দিলে আর বমন হয় না। বমন নিবারণ জন্য কেহ কেহ প্রথমে টীংচার ওপিয়ম্ এবং টীং ক্লোরফরম একত্রে মিক্শ্চার করিয়া সেবন করাইয়া তৎপরে ইপিকাকুয়ানহা সেবন করান। টীং ওপিয়ম

১০ মিনিম্ এবং জল ১ আং। ১ মাত্রা। অর্দ্ধ ঘণ্টা পরে ২০ গ্রেণ মাত্রায় ইপিকাক। তাঁহারা বলেন, এইরূপ অধিক মাত্রায় ২।৩ ডোজ ইপিকাক সেবন করাইতে পারিলেই তরুণ আমাশয় বিনষ্ট হয়। কিন্তু এতদ্দেশীয় রোগী-দিগের পক্ষে এত বেশী মাত্রায় ইপিকাক কদাচই সহ্য হয় না। উপকার হওয়া দূরে থাকুক রোগী বমনের জ্বালায় অস্থির হয়। অতএব এতদ্বারা রক্তামাশয় চিকিৎসায় পুনঃ পুনঃ অল্প মাত্রায় ইপিকাক সেবন করান কর্ত্তব্য। ইপিকাক্, অহিফেন এবং বিস্মথ সব্নাইট্রেট এই কয় ঔষধ একত্রে মিশাইয়া সেবন করিতে দিলে আমাশয়ে নিশ্চিতই উপকার হয়। ডোভার্স পাউডার ৫ গ্রেণ, বিস্মথ সব্নাইট্রেট ১৫ গ্রেণ, ১ মাত্রা প্রতি ৩ ঘণ্টান্তর। দিন ৪ বার সেবন।

ডাক্তার রিংগার বলেন, কতকগুলি বমন রোগে ১ ফোটা মাত্রায় ভাইনম ইপিকাক অতিশয় উপকারী। বমন বেশী হইলে ১ ফোটা মাত্রায় প্রতি ঘণ্টান্তর এবং বমন কম হইলে ১ ফোটা মাত্রায় দিন ৩ বার প্রয়োগ করিলেই যথেষ্ট। নিম্নলিখিত বমন রোগে ভাইনম ইপিকাক ১ ফোটা মাত্রায় ফল-প্রদ, যথা :—

(ক) গর্ভিনী স্ত্রীলোকদিগের বমনে। প্রাতেই হউক বা অন্য সময়েই হউক (খ) কোন কোন স্ত্রীলোকের বমন ও বমনোদ্বেগের সঙ্গে বুকজ্বালা ও উদরাধ্মান থাকে। সে ক্ষেত্রে ভাইনম্ ইপিকাক এবং নক্সভমিকা একত্রে উপকার করে। যদি বমন ও বমনোদ্বেগ না থাকিয়া কেবল মাত্র উদরাধ্মান বর্ত্তমান থাকে, তবে সগ্‌ফো কার্ব্বলেট অব্ সোডা ৫ গ্রেণ মাত্রায় প্রয়োগ করিলে উপকার হইবে।

(গ) অনেক স্ত্রীলোক সন্তান হইবার পরও বমন ও বমনোদ্বেগ দ্বারা কষ্ট পায়, এ ক্ষেত্রেও ১ ফোটা মাত্রায় ভাইনম্ ইপিকাক উপকারী।

(ঘ) কোন কোন স্ত্রীলোক প্রতি ঋতুর সময়ে বমন ও বমনোদ্বেগ দ্বারা কষ্ট পায়। এ ক্ষেত্রেও ভাইনম্ ইপিকাক উপকারী।

(ঙ) মাতালদিগের প্রাতঃকালে বমন ও বমনোদ্বেগ হয়, সে ক্ষেত্রেও ১ ফোটা মাত্রায় ভাইনম্ ইপিকাক উপকারক। ভইনম্ ইপিকাক দ্বারা উপকার না পাইলে লাইকর্ আর্সেনিক দ্বারা নিশ্চয় উপকার হয়।

(চ) সাধারণ শারীরিক দৌর্ব্বল্য জন্য প্রাতকালে বমন হইলে।

(ছ) বালকদিগের পাকস্থলীর সর্দ্দি (গ্যাষ্ট্রিক ক্যাটার) হইয়া বমন হইলে।

(জ) অনেক লোকের আহারের কিয়ৎকাল পরেই বমন হইয়া খাদ্য উঠিয়া পড়ে, তাহাতে গা বমি বমি করে না, ধাঁ করিয়া বমন হইয়া যায়। এ ক্ষেত্রে ভাইনম ইপিকাক অথবা লাইকর আর্সেনিক্যালিস্ উপকারক।

হিষ্টিরিয়াগ্রস্ত স্ত্রীলোকদিগের বমনে, শিশুদিগের দুধতোলা রোগ যে খানে দুধ ছানার ন্যায় হইয়া উঠে, সেই সকল স্থানে ইপিকাক দ্বারা উপকার হয়। দুধ ছানার ন্যায় হইয়া উঠিলে দুধের সঙ্গে চুণের জল বা বাইকার্ব্বনেট অব সোডা মিশাইয়া দিলেও উপকার হয়।

যকৃতের ক্রিয়া কম পড়িয়া কোষ্ঠবদ্ধতা হইলে ১ গ্রেণ মাত্রায় প্রতিদিন প্রাতঃকালে পাল্‌ভ ইপিকাক সেবন করিলে উপকার পাওয়া যায়।

ছোট ছোট শিশুদিগের এক রকম উদরাময় হয় তাহাতে আমাশয়ের ন্যায় দাস্তের সঙ্গে আম ও রক্ত মিশ্রিত থাকে। এই ক্ষেত্রে ১ মিনিম মাত্রায় ভাইনম ইপিকাক উপকারী।

শীতকালের কাশি এবং কোন কোন হাঁপরোগে গলার ভিতর জলমিশ্রিত বা বিশুদ্ধ ভাইনম ইপিকাক স্প্রে করিয়া দিলে (স্প্রে যন্ত্রের দ্বারা গলমধ্যে ছড়াইয়া দিলে) রিংগারের মতে বিশেষ উপকার হয়।

নাক দিয়া রক্ত পড়া রোগে (এপিস্ট্যাক্টিস্) হিম্পটেটিস্ রোগে এবং প্রসবের পর রক্তস্রাব রোগে ইপিকাকের গুঁড়া খুব বেশী মাত্রায় উপকারক। কেহ কেহ ১ ড্রাম মাত্রায় দিতে বলেন।

ডোভার্স পাউডার (পল্‌ভ ইপিকাক কো) অতি উত্তম ঘর্ম্মকারক ঔষধ। ওপিয়ম এবং ইপিকাক উভয়েই ঘর্ম্মকারক, কিন্তু এই দুইটী মিশাইয়া দিলে অতি অল্পমাত্রাতেই কার্য্যকারী হয়।

ইপিকাকুয়ানহা কফনিঃসারক এবং কফকে তরল করে এই জন্য ব্রঙ্কাইটিস্ রোগের প্রথম অবস্থায় যখন শ্লেষ্মা শুষ্ক থাকে, তখন উপকারক। ইপিকাক অন্যান্য কফনিঃসারক ঔষধের সঙ্গে মিশাইয়া দেওয়া যায়। পাইলিউলা ইপিকাকুয়ানহি কম সিলি উত্তম কফনিঃসারক। কার্ব্বনেট্ অব্ এমনিয়া, সেনেগা, ইপিকাক এবং সিলা একত্রে উত্তম কফ মিকশ্চার হয়। ℞ স্পীরিটস্ এমন্

এরম্যাট্‌· ℳxv, ভাইনম ইপিকাকুয়ানহি ℳv, টীং সেনেগি ʒss, একুই ক্যাম্ফোরি ad ℥i ; ১ মাত্রা প্রতি ৩ ঘণ্টান্তর। ব্রঙ্কাইটিস্‌ রোগের দ্বিতীয়াবস্থায়।

শিশুদিগের ব্রঙ্কাইটিস্‌ রোগে শিশুর শ্বাসকষ্ট হইলে এবং কফ না উঠিলে ইপিকাক অতিশয় উপকারক। ½—১ গ্রেণ মাত্রায় প্রতি ৩ ঘণ্টান্তর। অথবা বমনকারক মাত্রায় (একবারে ৪—৫ গ্রেণ) ১ বার কি ২ বার।

মাত্রাদি :—ইপিকাকুয়ানহা পাউডার। মাত্রা ১৫—২০ গ্রেণ বমনকারক। ½—২ গ্রেণ কফনিঃসারক। ১ বৎসরের বালক ৪—৫ গ্রেণ বমনকারক, ⅛—¼ গ্রেণ কফনিঃসারক। ভাইনম ইপিকাক শিশুদিগকে খুব বেশী মাত্রায় না দিলে বমন হয় না। কোন কোন ব্যক্তি সামান্য ইপিকাক সেবন করিয়াও বমন করে, কেহ কেহ বা বেশী মাত্রায় খাইয়াও বমন করে না। ছোট ছোট শিশুরা অপেক্ষাকৃত বেশী মাত্রায় না খাইলে বমন করে না। এছিটম্‌ ইপিকাকুয়ানহি ৫—৪০ মিনিম। পাইলিউলা ইপিকাকুয়ানহি কম সিলি, ৫—১০ গ্রেণ। পাল্‌ভিস্‌ ইপিকাকুয়ানহি ১—৩টা। ট্রচিছাই মর্‌ফাইনি এট্‌ ইপিকাকুয়ানহি ১—৬টা। .ভাইনম ইপিকাকুয়ানহি ৫—৪০ মিনিম, বমনকারক ২—৪ ড্রাম।

℞ পল্‌ভ ইপিকাক gr. ii, বিস্‌মথ সব্‌নাইট্রাস্‌ gr. xii, হাইড্রার্জ কম ক্রিটা gr. iii, সোডি বাইকার্ব্ব gr. 40, ওলিয়ম্‌ মেন্থিপিপ ℳii, একত্র মিশাইয়া ১২ পুরিয়া ১ পুরিয়া প্রতি ২ ঘণ্টান্তর। শিশুদিগের উদরাময়ে যেখানে ছানার ন্যায় দাস্ত হয়।

℞ পল্‌ভ ইপিকাক gr. i, ব্লুপিল gr. ii, ওপিয়ম gr. i, একষ্ট্রাক্ট্‌ জেনশেন q. s. ১টী পিল, ২ বেলা ২টি। পুরাতন রক্তামাশয়ে।

একনাইট (ACONITE.)

মূল ও পত্র ঔষধে ব্যবহার হয়। একনাইট হইতে একনিটিয়া বা একনিটিনা নামক উপক্ষার পাওয়া যায়, তাহাও ঔষধে ব্যবহার হয়।

প্রয়োগরূপ :—(১) একষ্ট্রাক্টম্‌ একনিটি। (২) টীংচ্যুরা একনিটি। (৩) লিনিমেণ্টম একনিটি। (৪) অঙ্গুয়েণ্টম একনাইটাইনি।

একনাইট আমাদিগের দেশের কাঠ বিষের অনুরূপ ঔষধ।

একনাইট চর্ম্মে লাগাইলে কুট্‌কুট করে এবং সেই স্থানে অসাড়তা বোধ হয়। ঠোঁটে ও জিহ্বায় একনাইট লাগিলেও ঐরূপ মুখের মধ্যে অসাড় বোধ হয়। একনাইট চর্ম্মের বোধশক্তিবাহিনী স্নায়ুসূত্র সকলের পক্ষাঘাত উপস্থিত করিয়া এই অসাড়তা উৎপন্ন করে।

একনাইট চর্ম্মের উপর মালিস করিলে ক্রমে ক্রমে শরীরের মধ্যে প্রবেশ করে। চর্ম্মের উপর ক্ষতাদি থাকিলে তাহার উপর একনাইট লাগাইলে অধিক মাত্রায় শরীরে প্রবেশ করিয়া বিষ লক্ষণ উপস্থিত করিতে পারে। শ্লেষ্মা-ঝিল্লির উপর এবং চক্ষের ভিতর একনাইট দিলে উহা অতি সত্বর শরীরে প্রবেশ করিয়া অনিষ্ট উৎপন্ন করিতে পারে।

একনাইট সেবন করিলে প্রথমে উদরের মধ্যে উষ্ণতা বোধ হয়, কথন কথন বমন বা বমনোদ্বেগ হয়। পরে ঐ উষ্ণতা বোধ উদর হইতে বিস্তৃত হইয়া সমস্ত শরীরময় ব্যাপ্ত হয় আর সেই সঙ্গে সঙ্গে ঠোঁট, জিহ্বা এবং মুখের ভিতর যেন তিড়বিড় করিয়া ধরিয়া উঠে। জিহ্বা বড় এবং স্থূল বোধ হয় এবং বারে বারে ঢোক গিলিতে ইচ্ছা হয়। বেশী মাত্রায় একনাইট্‌ সেবনে প্রথমে আঙ্গুল গুলিতে ঐ রকম অসাড়তা বোধ হয় এবং কুটকুট করে, পরে ঐ অসাড়তা এবং বোধবিপর্য্যয় সমুদয় শরীরে ব্যাপ্ত হয়। সমস্ত শরীরের বোধশক্তি কমিয়া যায়, শরীরে হাত দিলে শান থাকে না এবং হাত পা সমুদয় অঙ্গ দুর্ব্বল ও অসাড় হয়।

বিষাক্ত মাত্রায় একনাইট্‌ সেবনে শরীর অবসন্ন হয়, নাড়ী ক্ষীণ ও দুর্ব্বল হয়, সমস্ত শরীরে আঠা আঠা পিছল পিছল ঘাম হয়, সর্ব্ব শরীর শীতল হয়, হৃদয় অতিশয় দুর্ব্বল হয় এবং পরিশেষে একবারেই হৃদয়ের কার্য্য স্থগিত হইয়া মৃত্যু ঘটে। কথনও বা শ্বাসকষ্ট উপস্থিত হইয়া প্রাণ বিনষ্ট হয়।

হৃদয় ও রক্তসঞ্চালন যন্ত্রের উপর একনাইটের ক্রিয়া অতিশয় প্রবল। বেশী মাত্রায় একনাইট সেবন করিলে হৃদয়ের ক্রিয়া অত্যন্ত ক্ষীণ ও দ্রুত হয়, সঙ্গে সঙ্গে নাড়ীর গতিও দ্রুত হয়। হয়ত হৃদয়ের ক্রিয়া অনিয়মিত হয়— সমানরূপে স্পন্দন করে না, তাহাতে নাড়ীর গতিও অসমান হয়, ছোট বড় হয়।

অপেক্ষাকৃত কম মাত্রায় সেবনে হৃদয়ের ক্রিয়া বিলম্বিত হয় অর্থাৎ হৃদয় আস্তে আস্তে স্পন্দন করে। স্বাভাবিক শরীরে হৃদয় মিনিটে ৬০—৭০ বার স্পন্দন করে, কিন্তু একনাইট সেবনের পর হৃদয়ের স্পন্দন কমিয়া মিনিটে ৪০—৩৬ বার হয় এবং নাড়ীর গতিও ঐরূপ ধীর হয়।

শ্বাস প্রশ্বাসের উপরও একনাইটের কার্য্য তদ্রূপ। অত্যন্ত বেশী মাত্রায় একনাইট সেবনে শ্বাস প্রশ্বাস খুব দ্রুত এবং ঘন হয়, আর অল্প মাত্রায় সেবনে শ্বাস প্রশ্বাস ধীর গতি হয়, আস্তে আস্তে শ্বাস বয়।

একনাইট হৃদয়ের অবসাদ ঘটাইয়া মৃত্যু আনয়ন করে। একনাইট নিউমো-গ্যাষ্ট্রিক বা ভেগাস নার্ভের উত্তেজনা এবং মেড্যুলা অব্লঙ্গেটার উত্তেজনা উপস্থিত করিয়া হৃদয়ের ক্রিয়া দুর্ব্বল করে। ইহা মেরুদণ্ডীয় ক্রিয়াশক্তি-বাহিনী স্নায়ু সকলের (মোটর নার্ভ) পক্ষাঘাত উপস্থিত করাতে সমস্ত শরীরে মাংসপেশী দুর্ব্বল হয়, তাহাতেই যেন হাত পা সমস্ত অঙ্গে দৌর্ব্বল্য বোধ হয়। মেরুদণ্ডের স্নায়ুকেন্দ্র সকলের প্রতিফলিত ক্রিয়া (Reflex Action) একনাইট দ্বারা লোপ হয় না এবং বোধশক্তিবাহিনী স্নায়ু সকলের ক্রিয়াও একবারে লোপ হয় না। উহারা এক অঙ্গ হইতে অপর অঙ্গে বোধশক্তির চালনা করিতে সক্ষম হয়। একনাইট মস্তিষ্কের উপরও কোন ক্রিয়া করে না, এজন্য এক-নাইট দ্বারা বিষাক্ত হইলে রোগীর বরাবর বেশ জ্ঞান থাকে, কচিৎ কোন কোন স্থলে প্রলাপ (ভুল বকা) উপস্থিত হয়।

একনাইট ছোট ছোট ধমনীগুলিকে প্রসারিত করে। ধমনীগুলির খোল বড় হয়। শরীরের কোন স্থানে প্রদাহ উৎপন্ন হইলে ইহার ফলে সেই স্থানের রক্ত আসিয়া ঐ সকল প্রশস্ত ধমনী মধ্যে প্রবেশ করে এবং তথায় থাকিবার স্থান পায়। তাহাতে প্রদাহের দমন হয়। একনাইট এক রকম রক্তমোক্ষণের কাজ করে, জোঁকের কাজ করে। কোন স্থানে প্রদাহ হইলে, ফুলিয়া উঠিলে এবং বেদনা হইলে আমরা সেই স্থানে জোঁক লাগাইয়া রক্তমোক্ষণ করিয়া উপকার পাই। একনাইট এইরূপে দেহের প্রদাহান্বিত স্থানের রক্ত স্থানান্তরিত করিয়া দেয়, শরীরের আর একদিকে চালাইয়া দেয়, তাহাতে সেই স্থানের প্রদাহ কম পড়ে, শরীরের ভিতর জোঁক লাগানর কাজ হয়।

ঔষধের মাত্রায় একনাইট সেবন করিতে করিতে কখন কখন গাঁইটে

এবং অন্যান্য স্থানে এক রকম কর্ত্তনবৎ বেদনা উপস্থিত হয়। কাহারও কাহারও গায়ে ফোস্কার ন্যায় চর্ম্ম রোগ বাহির হয়।

একনাইট সেবন দ্বারা ঘর্ম্ম হয় এবং শরীরের উত্তাপ কমিয়া যায়। হৃদয়ের এবং সমস্ত রক্তসঞ্চালন যন্ত্রের অবসাদ উৎপন্ন করিয়া একনাইট এই কাজ করে।

পূর্ব্বে যাহা বলা হইল তাহাতেই প্রতীয়মান হইবে, একনাইট অতি উৎকৃষ্ট অবসাদক এবং প্রদাহের দমনকারক ঔষধ। নিউমোনিয়া, প্লুরিসি, টন্সিলাইটিস্ প্রভৃতি নানাবিধ প্রদাহ রোগে একনাইট একটা খুব ভাল ঔষধ। তরুণ টন্সিলাইটিস্ এবং সোরথ্রোট্ রোগে একনাইট অব্যর্থ ঔষধ। এই সকল রোগে একনাইট দিতে হইলে রোগের প্রথমাবস্থাতেই প্রয়োগ করা উচিত। বিলম্ব হইলে তাদৃশ ফল দর্শে না। প্রদাহ বেশী দিন থাকিয়া যান্ত্রিক বিকার উৎপন্ন করিবার, অর্থাৎ যে যন্ত্রে প্রদাহ হয় সেই যন্ত্রের হানি জন্মাইবার, পূর্ব্বেই একনাইট সেবন করান কর্ত্তব্য। কারণ যন্ত্রের বিকৃতি ঘটিলে সেই বিকার দূরীভূত করিতে একনাইটের তাদৃশ ক্ষমতা নাই। তবে প্রদাহের আরম্ভেই একনাইট প্রযুক্ত হইলে ঐ প্রদাহ অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয় এবং যান্ত্রিক বিকৃতি উৎপন্ন করিতে পারে না। রিংগার বলেন, যে সকল প্রদাহ রোগের সহিত জ্বর থাকে, সেই সকল প্রদাহেই একনাইট উপকার করে। জ্বরবিহীন প্রদাহে ইহার দ্বারা তাদৃশ উপকার হয় না। এজন্য, তিনি পরামর্শ দেন যে, প্রত্যেক প্রদাহ রোগে থার্ম্মিটার দ্বারা উত্তাপ বাড়িয়াছে কি না অগ্রে নির্ণয় করিয়া একনাইট দিবে। যে কোন প্রদাহ এবং তাহার সহিত জ্বর থাকিলেই একনাইটে উপকার করে। সোর্-থ্রোট্ এবং টন্সিলাইটিস্ রোগে প্রথমে ½ মিনিম মাত্রায় একটু জলের সঙ্গে মিশাইয়া প্রতি দশ দশ মিনিট বা আধ ঘণ্টা অন্তর ৩।৪ ডোজ প্রয়োগ করিয়া পরে ১ মিনিম্ বা ২ মিনিম্ মাত্রায় ২ ঘণ্টান্তর প্রয়োগ করিবে। তাহাতে বেদনা, জ্বর প্রভৃতি সমস্ত দূর হইবে। তরুণ লেরিঞ্জাইটিস্ রোগেও এই উপায়ে একনাইট প্রয়োগে অতি সত্বর উপকার হয় এবং শ্বাসকষ্ট দূরীভূত হয়।

নিউমোনিয়া এবং প্লুরিসি রোগের প্রথম অবস্থাতেও একনাইট দ্বারা সমূহ উপকার হয়।

তরুণ পেরিকার্ডাইটিস্ রোগেও উপকার করে। কিন্তু, হৃদয়যন্ত্র অত্যন্ত দুর্ব্বল থাকিলে সে অবস্থায় একনাইট না দেওয়াই ভাল।

তরুণ সর্দ্দিতে একনাইট খুব ভাল ঔষধ।

তরুণ আমাশয়ে রোগের প্রথমাবস্থায় একনাইট উপকার করে।

স্কার্লেট ফিবার এবং মিজেল্স্ (হাম) জ্বরে একনাইট উপকারক।

হিম লাগিয়া স্ত্রীলোকদিগের ঋতুস্রাব হঠাৎ বন্ধ হইলে একনাইট সেবনে ঋতু হয়।

মূত্রনালীতে ক্যাথিটার পাস করিবার পর কম্প হইলে খুব অল্প মাত্রায় একনাইট সেবনে সে কম্প দূর হয়।

খুব বলবান ব্যক্তির ও বালকদিগের নাসিকা দিয়া রক্তস্রাব হইলে একনাইট সেবন দ্বারা রক্তস্রাব বন্ধ হয়।

গণরিয়ার তরুণ অবস্থায় একনাইট দ্বারা উপকার হয়।

ব্রঙ্কাইটিসের তরুণ অবস্থার একনাইট প্রয়োগ করা ভাল।

তরুণ বাতজ্বরে (একুাট্ রিউম্যাটিজম্) একনাইট দ্বারা উপকার হয় না।

যে কোন জ্বর রোগের প্রথমাবস্থায় একনাইট দ্বারা উপকার হয়। যদি জ্বরের উত্তাপ ১০১—১০২ হয় তবে একনাইট দ্বারা উত্তাপ কম পড়িয়া উপকার হয়। কিন্তু তাহার বেশী উত্তাপ হইলে একনাইট দ্বারা তাদৃশ উপকার হয় না। জ্বর পুরাতন আকার ধারণ করিলে একনাইট দ্বারা তেমন ফল হয় না। জ্বর রোগের শেষাবস্থায় রোগী রক্তহীন ও দুর্ব্বল হইলে একনাইট সেবন করান নিষেধ।

বুক দপ্‌দপানি (প্যাল্‌পিটেশন্) রোগে একনাইট সেবন দ্বারা উপকার হয়।

যে কোন রোগে একনাইট দিতে হইলে টিংচার একনাইট অল্প মাত্রায় পুনঃ পুনঃ দেওয়া উচিত। উহা অন্যান্য ঔষধের সঙ্গে না দিয়া আলাহিদা দেওয়াই কর্ত্তব্য। অন্য ঔষধ দেওয়া প্রয়োজন হইলে একনাইটের সঙ্গে না দিয়া আলাহিদা দিবে।

ডাক্তার বেইস্ বলেন ওটাইটিস্ (কর্ণের ভিতরের প্রদাহ) রোগে একনাইট সেবনে শীঘ্রই যন্ত্রণার লাঘব হয়।

সায়েটিকা, টিক্‌ডলুরো প্রভৃতি নানাবিধ নিউর্‍যাল্‌জিয়া রোগে একনাইট লিনিমেণ্ট এবং একনিটিয়া অয়েণ্টমেণ্ট মালিস দ্বারা সমূহ উপকার হয়। আধকপালে মাথাধরা (শীরার্দ্ধশূল) এবং সিক্‌হেডেক রোগেও মাথার রগে একনাইট মালিস দ্বারা যন্ত্রণার দূর হয়। কিন্তু, প্লিউরোডাইনিয়া এবং ইণ্টার্‌কষ্টাল্‌ নিউর্‍যাল্‌জিয়া রোগে একনাইট মালিস দ্বারা উপকার হয় না। ঐ সকল রোগে লিনিমেণ্ট বেলেডোনা মালিস প্রশস্ত।

ছোট ছোট ছেলেদের জ্বর, সর্দ্দি, ব্রঙ্কাইটিস্‌ প্রভৃতি রোগে একনাইট সেবন দ্বারা খুব উপকার হয়। খুব অল্প মাত্রায় (½ মিনিম) দুই চারি বার একনাইট সেবনেই ঘাম হইয়া জ্বর ছাড়িয়া যায় এবং যে কোন প্রদাহ থাকিলে অঙ্কুরেই নষ্ট হয়।

বৃদ্ধ ও দুর্ব্বল ব্যক্তিকে খুব সাবধানে একনাইট দিবে।

ব্রিটিস্‌ ফার্মাকোপিয়ায় টীংচার্‌ একনাইটের মাত্রা ৫ হইতে ১৫ মিনিম নির্দ্দিষ্ট আছে। কিন্তু ঐ মাত্রায় প্রায় কেহই একনাইট ব্যবহার করে না। ১।২, বড় জোর ৩ মিনিম্‌ মাত্রায় একনাইট সচরাচর দেওয়া হইয়া থাকে। অল্প মাত্রায় পুনঃ পুনঃ সেবনে যেমন উপকার হয়, বেশী মাত্রায় একবার মাত্র প্রয়োগে তেমন উপকার হয় না। অধিকন্তু, অত্যন্ত অবসাদ উৎপন্ন হয়।

উপরে মালিস করিতে হইলে অয়েণ্টমেণ্ট অপেক্ষা একনাইট লিনিমেণ্ট নিরাপদ। একনিটিয়া অয়েণ্টমেণ্ট অত্যন্ত বিষাক্ত জিনিষ। ঐ মলম মালিস করিতে করিতে সময় সময় বিষাক্ততার লক্ষণ উপস্থিত হয়।

একনাইট শরীরে শোষিত হইয়া রক্তের সঙ্গে মিশিয়া যায় এবং পরে প্রস্রাবের সঙ্গে বাহির হইয়া যায়। ইহাতে সময় সময় মূত্রের পরিমাণ বৃদ্ধি করে।

একনাইট দ্বারা বিষাক্ত হইলে ব্রাণ্ডি, এমনিয়া প্রভৃতি উত্তেজক ঔষধ সেবন করাইবে। ডিজিট্যালিস্‌ একনাইটের প্রতিষেধক।

এলু বার্বাডেন্সিস্ (ALOE BARBADENSIS.)
এলু সাকাট্রিনা (ALOE SOCOTRINA.)

বাঙ্গালা—এলোজ বা মুসব্বর।

প্রয়োগরূপ :—(১) ডিকক্টম্ এলোজ কম্পোজিটম্। (২) এনিমা এলোজ। (৩) এক্‌ষ্ট্রাক্টম্ এলোজ বার্বাডন্সিস্। (৪) এক্‌ষ্ট্রাক্টম্ এলোজ সাকাট্রিনি। (৫) পাইলিউলা এলোজ বার্বাডন্সিস্। (৬) পাইলিউলা এলোজ সাকাট্রিনি। (৭) পাইলিউলা এলোজ এট্ এসাফিটিডি। (৮) পাইলিউলা এলোজ এট্ ফেরি। (৯) পাইলিউলা এলোজ এট্ মার্। (১০) টীংচ্যুরা এলোজ। (১১) ভাইনম্ এলুজ।

উভয় প্রকার এলোতে "এলইন" নামক সার আছে।

ক্রিয়া ও ব্যবহার :—উভয় প্রকার এলুই সমান গুণবিশিষ্ট। মুসব্বর বিরেচক। ইহা কেবল বড় অন্ত্রের উপরই কার্য্য করে। ছোট অন্ত্রের উপর কোন ক্রিয়া করে না। ২—৪ গ্রেণ মাত্রায় এলো সেবনে ১০—১২ ঘণ্টা পর বেস দাস্ত হয়। সঙ্গে সঙ্গে অল্প পেট কামড়ায়। যে কোন প্রকারে হউক ইহা শরীরস্থ হইলেই দাস্ত হয়। রক্তের ভিতর পিচকারী করিয়া দিলেও ইহাতে দাস্ত হয়। যকৃতের উপর এবং ডিওডিনমের উপরও ক্রিয়া করে এবং পিত্ত নির্গত হয়। খুব অল্প মাত্রায় ইহা ক্ষুধা বৃদ্ধি করে। ইহা জরায়ুর উপরও কাজ করে, জরায়ুকে উত্তেজিত করে। এই জন্য এমিনরিয়া বা রজোহীনতা রোগে ঋতুর সম সম কালে এলু সেবন করাইলে রজঃ খোলসা হয়। এই রোগে লৌহের সহিত ব্যবস্থা করা যায়। পাইলিউলা এলোজ এট্ ফেরি দিতে পার। কোষ্ঠকাঠিন্য রোগে এলোজ, নক্স্‌ভমিকা এবং ফেরি সল্‌ফেট একত্র পিল করিয়া রাত্রে শয়নকালে সেবনে দাস্ত খোলসা হয়। এলোজ ২ গ্রেণ, ফেরি সল্‌ফেট ১ গ্রেণ মিশ্রিত করিয়া ১টি পিল। প্রতি রাত্রে শয়ন কালে সেবন। রজোহীনতা রোগে মিশ্চ্যুরা ফেরি কম্পোজিটা এবং ডিকক্টম্ এলোজ কম্পোজিটা একত্রে প্রয়োগ খুব উপকারী।

গর্ভাবস্থায় এলোজ প্রয়োগ নিষিদ্ধ। সেইরূপ জরায়ু অথবা মলনাড়ীর

(রেক্টম) প্রদাহ থাকিলে এলোজ দেওয়া উচিত নয়। অর্শের পীড়ায় এলোজ অল্প মাত্রায় উপকারী। বেশী মাত্রায় অর্শ রোগে এলোজ অপকারক। হুইট্‌লো বলেন ছেলেদের এবং যুবাদিগের দুশ্চিকিৎস্য উদরাময় রোগে অন্যান্য ধারক ঔষধে উপকার না হইলে কম্পাউণ্ড ডিকক্‌শন্‌ অব্‌ এলোজ ১ আং বা ২ আং মাত্রায় ২।৪ ডোজেই উপকার করে।

এলইন এলোজের অর্দ্ধ মাত্রায় দেওয়া যায়। এলইন, একষ্ট্রাক্ট নক্স-ভমিকা এবং সল্‌ফেট অব্‌ আয়রণ একত্রে কোষ্ঠবদ্ধতায় উপকারক। এলইন ½ গ্রেণ, একষ্ট্রাক্ট নক্স-ভমিকা ½ গ্রেণ, সল্‌ফেট্‌ অব্‌ আয়রণ ½ গ্রেণ, একত্রে একটি পিল। সন্ধ্যার সময় সেবন।

পিল এলোজ এট্‌ এছাফিটিডা হিষ্টিরিয়াগ্রস্ত রোগীর কোষ্ঠবদ্ধতায় উপকারী।

মাত্রা ঃ—ডিকক্‌শন ½—২ আং। একষ্ট্রাক্ট ২—৬ গ্রেণ। পিল ৫—১০ গ্রেণ। টিংচার ১—২ ড্রাম। ভাইনম ১—২ ড্রাম।

এমনায়েকম (AMMONIACAM.)

প্রয়োগরূপ ঃ—(১) এম্‌প্ল্যাষ্ট্রম এমনিয়েছাইকম্‌ হাইড্রার্‌জিরো। (১) মিশ্চ্যুরা এমনিয়েছাই।

এমনায়েকম কফনিঃসারক এবং পচননিবারক। পুরাতন ব্রঙ্কাইটিস্‌ রোগে অতিরিক্ত শ্লেষ্মা উঠিতে থাকিলে এমনায়কম সেবনে উপকার হয়। লিম্ফেটিক গ্লাণ্ড বড় হইলে (বিচি বড় হইলে) এবং বাঘি হইলে তাহার উপর এমনায়কম প্ল্যাষ্টার দিলে বিচি ও বাঘি বসিয়া যায়।

এমিগ্‌ডেলা এমারা—বিটার আমণ্ড
(AMYGDALA AMARA—BITTER ALMOND.)

বাঙ্গলা—তিক্ত বাদাম।

এমিগ্‌ডেলা ডল্‌ছিস্—স্থইট আমণ্ড
(AMYGDALA DULCIS—SWEET ALMOND.)

বাঙ্গালা—মিষ্ট বাদাম।

প্রয়োগরূপ:—(১) পল্‌ভিস্ এমিগডেলি কম্পোজিটস্। (২) মিশ্‌চুরা এমিগ্‌ডেলি। (৩) ওলিয়ম্ এমিগ্‌ডেলি (বাদাম তৈল)।

মিষ্ট বাদাম ডায়েবেটিস্ রোগে বেস স্থপথ্য। মিশ্‌চুরা এমিগ্‌ডেলি অন্যান্য ঔষধের সঙ্গে মিলাইয়া দেওয়া যায়। ইহাতে ঔষধের বিকট আস্বাদ ঢাকিয়া যায়। তদ্ব্যতীত ইহা স্নিগ্ধকারক।

উভয় প্রকার বাদামেই স্থায়ী তৈল আছে। বাদামের তৈল স্নিগ্ধকারক। চর্ম্ম রোগে জ্বালা যন্ত্রণা হইলে তথায় বাদাম তৈল মাখাইলে জ্বালা যন্ত্রণা নিবারণ হয়।

তিক্ত বাদামে এমিগ্‌ডেলিন নামক একরূপ বীর্য্য আছে। তিক্ত বাদাম জলে ভিজাইলে এমিগ্‌ডেলিন বিশ্লিষ্ট হইয়া দুইটি দ্রব্যে পরিবর্ত্তিত হয়। হাই-ড্রোছিয়ানিক এছিড এবং বাদামের বায়ী তৈল। হাইড্রোছিয়ানিক এছিড ভয়ানক বিষাক্ত জিনিষ। এই জন্য তিক্ত বাদাম সেবনে কখন কখন মৃত্যু পর্য্যন্ত ঘটিয়াছে। অতএব তিক্ত বাদাম ব্যবহার করা ভাল নয়। উহা মুখের লালায় সংযুক্ত হইয়া বিষাক্ত দ্রব্য উৎপন্ন করিতে পারে।

মিশ্‌চুরা এমিগ্‌ডেলির মাত্রা ১—২ আং। পল্‌ভিস্ এমিগ্‌ডেলি কম্পোজিটসের মিশ্‌চুরা এমিগ্‌ডেলি প্রস্তুত জন্য ব্যবহার হয়।

এমাইলম—ষ্টার্চ (AMYLUM—STARCH.)

বাঙ্গালা—শ্বেতসার।

প্রয়োগরূপ:—(১) গ্লাইছেরিনম্ এমাইলি। (২) মিউছিলেগো এমাইলি। ষ্টার্চ স্নিগ্ধকারক এবং আবরক। স্রাবযুক্ত চর্ম্মরোগে ষ্টার্চ ছড়াইয়া দিলে

জ্বালা যন্ত্রণা নিবারণ হয়। নানাবিধ এনিমা সঙ্গে ষ্টার্চ মিউছিলেজের ব্যবহার হয়। গ্লিছেরিন্ অব ষ্টার্চ চর্ম্মের প্রদাহে স্নিগ্ধকারক হয়। গ্লিছেরিন্ অব ষ্টার্চ দ্বারা অনেকগুলি সপোজিটোরি তৈয়ার হয়। আইওডাইন দ্বারা বিষাক্ত হইলে ষ্টার্চ সেবনে উপকার হয়। শ্বেতসার অতি উত্তম বলকারী খাদ্য। ইহাতে দেহের উত্তাপ রক্ষা হয়।

এনিথাই ফ্রুক্টস্—ডিলফ্রুট

(ANETHI—FRUCTUS.)

প্রয়োগরূপ :—(১) একুয়া এনিথাই। (২) ওলিয়ম এনিথাই।

ডিলফ্রুট উত্তেজক, আক্ষেপ নিবারক, উদরাধ্মান নিবারক এবং পচন-নিবারক। পেটকামড়ানী এবং উদরাধ্মান নিবারণ জন্য সর্ব্বদা ব্যবহার হয়।

একুয়া এনিথাইয়ের মাত্রা ½—২ আং। ওলিয়ম এনিথাইয়ের মাত্রা ১—৪ মিনিম।

এনিছাই ফ্রুক্টস—এনাইচ ফ্রুট

(ANISI FRUCTUS—ANISE FRUIT.)

প্রয়োগরূপ :—(১) একুয়া এনিছাই। (২) ওলিয়ম এনিছাই। (৩) এছেন্সিয়া এনিছাই।

ক্রিয়া, ব্যবহার ও মাত্রা :—এনিথাইয়ের ন্যায় এছেনসিয়া এনিছাইয়ের মাত্রা ১০—২০ মিনিম।

এনথেমেডিস্ ফ্লোরেস্—ক্যামমাইল ফ্লাউয়ার

(ANTHEMEDIS FLORES—CHAMOMILE FLOWER.)

প্রয়োগরূপ :—(১) ইন্‌ফিউজম এনথেসেডিস্। (২) একষ্ট্রাক্টম এনথেমেডিস্। (৩) ওলিয়ম এনথেমেডিস্।

ক্যামমাইল ক্ষুধাবৃদ্ধিকারক। ক্যামমাইল ইন্‌ফিউশন বেশী মাত্রায় বমনকারক। ক্যামমাইল অইল আক্ষেপনিবারক। ষ্ট্রীকনিয়া দ্বারা বিষাক্ত হইলে ক্যামমাইল অইল সেবনে উপকার করিতে পারে। সিক্‌হেডেক রোগে ক্যামমাইল তৈল উপকারক। *

এপমর্‌ফাইনি হাইড্রোক্লোরাস্‌
(APOMORPHENÆ HYDROCHLORAS.)

"ওপিয়ম" দেখ।

এসাফিটিডা (ASAFOETIDA.)

বাঙ্গালা—হিঙ্গ।

প্রয়োগরূপ :—(১) এনিমা এসাফিটিডি। (২) পাইলিউলা এলোজ এট্ এসাফিটিডি। (৩) পাইলিউলা এসাফিটিডি কম্পোজিটা। (৪) স্পারিটস্ এমনাই ফিটিডস্। (৫) টীংচ্যুরা এসাফিটিডি।

এসাফিটিডা কফনিঃসারক, আক্ষেপনিবারক এবং উদরাধ্মান নিবরক। ইহা হিষ্টিরিয়া রোগের পক্ষে একটা বেস ভাল ঔষধ। হিষ্টিরিয়া রোগীর উদরাধ্মানে এসাফিটিডা সেবন ও গুহ্যদ্বারে পিচকারী খুব উপকারক। ফিটিড স্পীরিট অব এমনিয়া হিষ্টিরিয়া রোগে বিশেষ উপকারক। অন্য কারণে উদরাধ্মান (পেটফাঁপা) হইলেও এসাফিটিডার এনিমা উপকার করে। অধিক মাত্রায় এসাফিটিডা সেবনে পরিপাক শক্তির বিকার ঘটে।

মাত্রা :—হিঙ্গুর মাত্রা ৫—১০ গ্রেণ। পিল ৫—১০ গ্রেণ স্পীরিটস্ এমনাই ফিটিডস ½—১ ড্রাম। টীংচার ½—১ ড্রাম।

এট্রোপিনা—এট্রোপাইন (ATROPINE.)

প্রয়োগরূপ :—(১) ল্যামেলি এট্রপাইনি। (২) অঙ্গুয়েন্টম্ এট্রপাইনি। (৩) এট্রপাইনি সল্‌ফাস্।

(ক) লাইকর্ এট্রপাইনি সল্‌ফেটিস।—"বেলেডোনা" দেখ।

একেশিয়ি গমি—গম একেশিয়া
(ACACIÆ GUMMI.)

গম একেশিয়া সাধারণতঃ মিউছিলেজ তৈয়ার করিবার জন্যই ব্যবহৃত হয়। বিস্‌মথ প্রভৃতি যে সকল ভারি ঔষধ জলে দ্রব হয় না এবং শিশির তলে পড়িয়া থাকে সেই সকল ঔষধ মিশাইবার জন্য মিউছিলেজ গম একেশিয়ার ব্যবহার হয়।

গম একেশিয়ার অতি সামান্য পুষ্টিকারিতা গুণ আছে। কেবল মাত্র গম একেশিয়া এবং জল খাইয়া ২।৪ দিন প্রাণধারণ করা যায়।

বাহ্যিক প্রয়োগে গম একেশিয়া আবরকের কায করে। কোন স্থান পুড়িয়া গেলে বা কোন ক্ষত স্থান জ্বালা করিতে থাকিলে তথায় গম একেশিয়ার মিউছিলেজ দিলে জ্বালা যন্ত্রণা নিবারণ হয়। গলায় বা মুখে ক্ষত থাকিলে গম একেশিয়া সেবনে ঐ সকল স্থানে আবরকের কাজ হয়। গম একেশিয়া এক গোটা মুখে করিয়া রাখিলে শ্লেষ্মা নিঃসরণ হয়। ব্রঙ্কাইটিস রোগে শুষ্ক কাশ উঠিলে এবং সোরথ্রোট্ হইলে গম একেশিয়ার মিউছিলেজ সেবনে উপকার হয়। গণরিয়া এবং আমাশয় পীড়ায় গম একেশিয়ার মিউছিলেজ সেবনে উপকার হয়। গণরিয়াতে প্রস্রাবদ্বারের জ্বালা কম পড়ে এবং আমাশয় রোগে অন্ত্রের যন্ত্রণা নিবারণ হয়। পাকাশয় ক্ষতে গম একেশিয়া সেবনে উপকার হইতে পারে।

একবেলাই ফ্রুক্টাস্ (ECBALLI FRUCTUS.).

প্রয়োগরূপ :—(১) ইলেটিরিয়ম্। (২) ইলেটেরিনম (ক) পল্‌ভ ইলেটেরিনাই কম্পোজিটস্।

অত্যন্ত উগ্র বিরেচক। ইহা হাইড্রাগোগ ক্যাথারটিক্, জলবৎ তরল ভেদ করে। ইহার ক্রিয়া কলোসিন্থের অনুরূপ। ইহাতে পেট কামড়ায় এবং পেট জ্বালা করে। ড্রপ্সি এবং ইউরিমিয়া রোগে ব্যবহার হয়। ইহা সাবধান হইয়া ব্যবহার করা উচিত।

আদত ফল ঔষধে ব্যবহৃত হয় না। ইহার সার ইলেটিরিয়ম এবং ঐ সার

হইতে প্রাপ্ত বীর্য্য ইলেটেরিনম ঔষধে ব্যবহার হয়। ইলেটিরিয়ম ১/৬ হইতে ১/২ গ্রেণ মাত্রায় দেওয়া যায়। ইলেটেরিনমের মাত্রা ১/৪০—১/১০ গ্রেণ। কম্পাউণ্ড প্যাউডার ১/২—৫ গ্রেণ।

গর্ভাবস্থায় ইহা নিষেধ।* অন্ত্রের বা পাকস্থলীর প্রদাহ থাকিলেও নিষেধ। অধিক মাত্রায় বিষ ক্রিয়া করে।

এলিমাই (ELEMI.)

প্রয়োগরূপ :—(১) অঙ্গুয়েণ্টম এলিমাই।

আভ্যন্তরিক প্রয়োগ নাই। ইহার মলম উত্তেজক এবং ঈষৎ চর্ম্মের প্রদাহকারক, এই জন্য যে সকল ক্ষত পুরাতন আকার ধারণ করে সেই সকল ক্ষতকে নূতন আকারে আনিবার জন্য ইহার মলম ব্যবহার হয়। যে সকল ক্ষত শীঘ্র সারিতে চায় না তাহাদের উপর দিন কতক ইহার মলম ব্যবহার করিয়া পরে ক্ষত সারিবার অন্যান্য মলম প্রয়োগে সত্বর উপকার হয়। ইহা টর্‌পেণ্টাইন অয়েণ্টমেণ্টের অনুরূপ।

এপমর্‌ফাইনি হাইড্রোক্লোরাস্‌ (APOMORPHINÆ HYDROCLORAS.)

প্রয়োগরূপ :—(১) ইন্‌জেক্‌শিও এপমর্‌ফাইনি হাইড্রোক্লোরাস।

এপমর্‌ফাইন অহিফেনের অন্যতর উপক্ষার বা বীর্য্য। ইহাতে অহিফেনের মাদকতা শক্তি নাই, সুতরাং ইহা সেবনে নিদ্রা হয় না। ইহা বমনকারক। যে কোন প্রকারেই হউক ইহা শরীরস্থ হইলেই বমন উৎপন্ন করে। সুতরাং ইহা ডাইরেক্ট এবং ইন্‌ডাইরেক্ট্‌ এমেটিক। ইহা বমনকারক অথচ অবসাদক নহে, আর ইহাতে বমনোদ্বেগ থাকে না, ধাঁ করিয়া বমন হইয়া যায়—"গা বেশি বমি বমি" করে না। এই সকল গুণ থাকাতে বিষাক্ত পদার্থ উদরস্থ হইলে ঐ বিষ সত্বর বমন করাইয়া তুলিয়া ফেলিবার জন্য এপমর্‌ফাইন অতিশয় উপযোগী। এই সকল ক্ষেত্রে ইহার হাইপডার্ম্মিক ইন্‌জেক্‌শন উপকারী।

২—৮ মিনিম মাত্রায় "এপমরফাইন ইন্‌জেকশন" চর্ম্মের নিম্নে পিচকারী করিয়া দেওয়া যায়।

এপমর্‌ফাইন উৎকৃষ্ট কফনিঃসারক। তরুণ সর্দ্দি, ব্রঙ্কাইটিস প্রভৃতি রোগে যদি শ্বাসপথের শ্লেষ্মা-ঝিল্লি শুষ্ক হইয়া কষ্টকর শুষ্ক কাশি জন্মাইয়া পীড়া দেয়, তবে এপমর্‌ফাইন সেবনে ঐ শুষ্ক শ্লেষ্মা ঝিল্লি হইতে শ্লেষ্মা ক্ষরণ হইয়া শুষ্ক কাশি দূর হয় এবং তরল শ্লেষ্মা উঠিতে থাকে।

ট্রাকিয়াইটিস এবং ব্রঙ্কাইটিস্‌ রোগে আঠা আঠা চট্‌চটে কাশ উঠিতে থাকিলে ইহা সেবনে কাশ তরল হইয়া উঠিয়া পড়ে।

রোসব্যাক বলেন, ছেলেদের ব্রঙ্কাইটিস এবং ক্রুপ রোগে এপমর্‌ফাইন কফনিঃসারক হইয়া অতি উত্তম উপকার করে। এই সকল ক্ষেত্রে ইপিকাক অপেক্ষা এপমর্‌ফাইন ভাল।

মাত্রা ইত্যাদি :—$\frac{1}{2}$—২ গ্রেণ (বমনকারক), কফনিঃসারক $\frac{1}{8}$ গ্রেণ (কর্পূরের জলের সঙ্গে)। অধঃত্বাচ প্রয়োগ $\frac{1}{10}$ গ্রেণ। ইন্‌জেক্‌শিও এপমর্‌ফাইনি হাইপডার্ম্মিকা ২—৮ মিনিম। (পিচকারী করিয়া চর্ম্ম নিম্নে প্রয়োগ)।

সতর্কতা। এপমর্‌ফাইন হৃদয়ের অবসাদক। এ জন্য পুনঃ পুনঃ প্রয়োগ করিতে হইলে খুব অল্প মাত্রায় দেওয়া বিধেয়।

ওপিয়ম (OPIUM.)

বাঙ্গালা—অহিফেন।

প্রয়োগরূপ :—(১) কন্‌ফেক্‌শিও ওপিয়াই। (২) এম্‌প্ল্যাষ্ট্রম ওপিয়াই। (৩) এনিমা ওপিয়াই। (৪) এক্‌ষ্ট্রাক্টম্‌ ওপিয়াই। (৫) এক্‌ষ্ট্রাক্টম্‌ ওপিয়াই লিকুইডম্‌। (৬) লিনিমেণ্টম ওপিয়াই। (৭) পাইলিউলা ইপিকাকুয়ানহি কম সিলি। (৮) পাইলিউলা প্লম্বাই কম ওপিও। (৯) পাইলিউলা স্যাপনিস্‌ কম্পোজিটা। (১০) পল্‌ভিস্‌ ক্রিটিএর য্যাটিকস্‌ কম ওপিও। (১১) পল্‌ভিস্‌ ইপিকাকুয়ানহি কম্পোজিটস্‌। (১২) পল্‌ভিস্‌ কাইনো কম্পোজিটস্‌। (১৩) পল্‌ভিস্‌ ওপিয়াই কম্পোজিটস্‌। (১৪) সাপোজিটোরিয়া প্লম্বাই কম্পোজিটা।

(১৫) টীংচ্যুচা ক্যাম্ফরি কম্পোজিটা। (১৬) টীংচ্যুরা ওপিয়াই। (১৭) টীংচ্যুরা ওপিয়াই এমনিয়েটা। (১৮) টুচিছাই ওপিয়াই। (১৯) অঙ্গুয়েণ্টম্ গ্যালিকস ওপিও। (২০) ভাইনম ওপিয়াই।

ওপিয়ম হইতে মর্‌ফাইন্, কোডিন, এপমর্‌ফাইন, মিকনিক্ এছিড, নার্‌-ছিন থিবেন এবং প্যাপাভেরিন্ নামক উপক্ষার পাওয়া যায়।

অহিফেনের ক্রিয়া ঃ—অক্ষত চর্ম্মের উপর অহিফেন মর্দ্দন করিলে উহা শরীরে প্রবেশ করে না এবং অহিফেন সেবন জনিত কোন লক্ষণও প্রকাশ পায় না। ভারতবর্ষে অহিফেনের কারখানায় অনেক কর্ম্মচারী বহুক্ষণ ধরিয়া অহিফেন নাড়াচাড়া করে, তাহাতে কোনই অপকার হয় না। শ্লেষ্মা ঝিল্লির উপর অহিফেন সংলগ্ন করিয়া রাখিলে উহা শরীরে প্রবেশ করে, কিন্তু সার্ হেন্‌রি টমসন্ বলেন, ব্লাডার বা মূত্রাধারের শ্লেষ্মা ঝিল্লির অহিফেন চুষিয়া লইবার ক্ষমতা নাই, এই জন্য ব্লাডারের ভিতর অহিফেনের পিচকারী দিলে উহা শরীরে প্রবেশ করে না। শরীরের কোন স্থানে ক্ষত থাকিলে তাহার উপর অহিফেন লাগাইয়া দিলে উহা অতি সত্বর শরীরে প্রবেশ করে এবং অহিফেন সেবন জনিত লক্ষণ সকল উপস্থিত করে।

স্নায়ুযন্ত্রের উপর অহিফেনের ক্রিয়া ঃ—পরিমিত মাত্রায় অহিফেন সেবন করিলে ইহার সর্ব্ব প্রথম ক্রিয়া হচ্ছে মস্তিষ্কের উত্তেজনা। তার পরের ক্রিয়া হচ্ছে মস্তিষ্কের অবসাদ। অল্প পরিমাণে অহিফেন সেবন করিলে প্রথমত মনের স্ফূর্ত্তি হয়, মনে এক রকম অপূর্ব্ব ভাবের উদয় হয়। বুদ্ধি খুলিয়া যায় এবং কল্পনা-শক্তির বিকাশ হয়। অহিফেনসেবী কবি হইলে মনে মনে নূতন নূতন ভাব সকল আসিয়া উদয় হয়। অহিফেনসেবীর একটা গান আছে ; যথা—
"কি মজা আফিং খেলে, রাজা মারি বাদসা মারি, চখ বুঁজে যাই চলে।"
বাস্তবিক অহিফেনসেবী মনে মনে নানাবিধ কল্পনা করে, যেন নূতন নূতন স্বপ্ন দেখে, যাহা অসম্ভব তাহা সম্ভব বলিয়া বোধ হয়, দূরের বস্তু নিকটে এবং নিকটের বস্তু দূরে বোধ হয়। সুন্দর কুৎসিত এবং কুৎসিত ব্যক্তি সৌন্দর্য্য বিভূষিত বলিয়া বোধ হয়। এই ক্ষেত্রে অহিফেনের ক্রিয়া কতকটা সুরার ন্যায়। সুরার ন্যায় অহিফেন মাদক গুণবিশিষ্ট। মস্তিষ্কের কন্‌ভলিউসন সকল উত্তেজিত করিয়া অহিফেন এই শক্তি প্রকাশ করে। অহিফেনের পরবর্ত্তী

ক্রিয়া ঐ সকল কম্‌ভোলিউসেনের অবসাদ উৎপন্ন করা। উত্তেজনার অবস্থা কিয়ৎকাল থাকিয়া অবসাদ অবস্থা উপস্থিত হয়। তখন অহিফেনসেবী আপনাকে নিদ্রাতুর বোধ করে এবং শীঘ্রই নিদ্রা আসিয়া উপস্থিত হয়। এই সময়ে শরীরে কোন যন্ত্রণা বোধ থাকে না। নিদ্রা হইতে জাগাইবার চেষ্টা করিলে রোগী জাগিয়া উঠে, কিন্তু পুনর্ব্বার নিদ্রিত হয়। যদি অহিফেনের মাত্রা বেশী হয়, তাহা হইলে আর উত্তেজনার অবস্থা প্রকাশ পায় না। রোগী অবিলম্বেই গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হয়। সে নিদ্রা হইতে রোগীকে সহজে তুলান যায় না।

মস্তিষ্কের তলদেশের স্নায়ুকেন্দ্র (গ্যাংগ্লিয়া) অহিফেন দ্বারা আক্রান্ত হয়। তজ্জন্য অহিফেন সেবন করিলে চক্ষুকনীনিকা সংকুচিত হয়।

অহিফেন সেবন করিলে শরীরের বোধশক্তিবাহিনী স্নায়ু সকলের ক্রিয়া লোপ হয়। এই জন্য অহিফেন সেবন করিলে যন্ত্রণা বোধ থাকে না।

অহিফেন দ্বারা মেরুদণ্ডের ক্রিয়া সর্ব্ব প্রথমে উত্তেজিত এবং পরিশেষে অবসাদগ্রস্ত হয়। মেরুদণ্ডের যে একটা প্রধান কার্য্য প্রতিফলিত ক্রিয়া, ঐ প্রতিফলিত ক্রিয়া প্রথমে বৃদ্ধি হয় এবং পরে কমিয়া যায়। ভেক প্রভৃতি শীতল রক্তবিশিষ্ট জন্তুকে অহিফেন সেবন করাইলে প্রথমে উহার মেরুদণ্ড অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া ধনুষ্টঙ্কারের ন্যায় আক্ষেপ উপস্থিত হয়। পরে মেরুদণ্ডের পক্ষাঘাত উপস্থিত হয়, তাহাতে হাত পা পক্ষাঘাত প্রাপ্ত হয়।

অহিফেন দ্বারা মেডুলা (মস্তিষ্কের অংশ বিশেষ) আক্রান্ত হয়। এই মেডুলা দ্বারা আমাদিগের শ্বাসপ্রশ্বাস কার্য্য নির্ব্বাহ হয়। অহিফেন দ্বারা এই মেডুলা প্রথমে উত্তেজিত এবং পরে অবসাদ প্রাপ্ত হয়। তাহাতে সর্ব্ব প্রথম শ্বাসপ্রশ্বাস দ্রুত হয় এবং পরিশেষে উহা ধীর গতিবিশিষ্ট হয়। বিষাক্ত মাত্রায় অহিফেন সেবন করিলে রোগীর শ্বাসরোধ হইয়া প্রাণ বিয়োগ হয়। শ্বাসপ্রশ্বাস নির্ব্বাহকারী স্নায়ুকেন্দ্রের পক্ষাঘাত হইয়া শ্বাস রোধ হয়।

অহিফেন দ্বারা হৃদয়ের ক্রিয়া প্রথমে উত্তেজিত হয় তাহাতে হৃদয় শীঘ্র শীঘ্র স্পন্দন করে এবং নাড়ীর গতিও সঙ্গে সঙ্গে দ্রুত হয়। কিছুকাল পরে হৃদয় ধীরে ধীরে অজোরে স্পন্দন করে, তাহাতে নাড়ী ধীর গতিবিশিষ্ট,

স্থূল এবং কঠিন বোধ হয়। সমস্ত ধমনীর রক্তের চাপ বৃদ্ধি হয় অর্থাৎ সমস্ত ধমনী রক্ত পরিপূর্ণ এবং তজ্জন্য টান টান বোধ হয়। হৃদয়ের ইন্‌হিবিটারি স্নায়ু উত্তেজিত হওয়ার জন্য হৃদয়ের ক্রিয়া দ্রুত ও বলবান হয়। পরিশেষে হৃদয়ের ক্রিয়া দুর্ব্বল হয়। বিষাক্ত মাত্রায় অহিফেন সেবন করিলে রোগীর মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে নাড়ী ক্ষীণ ও চঞ্চল হয়।

অহিফেন সেবনে পাকস্থলীর পাচকরস নিঃসরণ কম হয় এবং ক্ষুধা নাশ হয়। কখন কখন অহিফেন সেবনে বমনোদ্বেগ হয়। ইহাতে অন্ত্রের রস নিঃসরণ কম পড়ে এবং অন্ত্রের গতিও কম পড়ে। আমাদের পাকস্থলী এবং অন্ত্র হইতে সর্ব্বদাই রস ক্ষরণ হয়, অহিফেন সেবনে ঐ রস ক্ষরণ বন্ধ হয়, তাহার কারণ অহিফেন সেবনে কোষ্ঠবদ্ধ হয়। এই গুণ থাকাতেই উদরাময়ে অহিফেন ধারকক্রিয়া প্রকাশ করে। তার পর আমাদিগের উদরের নাড়ীভূড়ি বা অন্ত্র সর্ব্বদার জন্য নড়িতে থাকে। জীবন্ত ক্রিমির ন্যায় হেলিয়া বাঁকিয়া নড়ে। এই গতির দরুণ আহারীয় দ্রব্য ক্রমেই নীচের দিকে নামিয়া আইসে। অন্ত্রের এই গতিকে অন্ত্রের ক্রিমিগতি বলে। ক্রিমিগতি কিনা ক্রিমির ন্যায় গতি বা নড়াচড়া। অহিফেন সেবনে অন্ত্রের এই ক্রিমিগতিও কম পড়ে। ইহা কোষ্ঠবদ্ধ হইবার একটা কারণ।

অহিফেন সেবনে মুখের লালাস্রাব কম হয়, তাহাতে মুখ এবং জিহ্বা শুষ্ক হয়, প্রস্রাবের পরিমাণও কম পড়ে। যকৃতের ক্রিয়াও কম পড়ে, তাহাতে পিত্ত নিঃসরণ কম হয়।

অহিফেন সেবনে প্রথমে শারীরিক উত্তাপের বৃদ্ধি হয়, পরে উত্তাপ কম পড়ে।

বিষাক্ত মাত্রায় অহিফেন সেবন করিলে সর্ব্বপ্রথমে একটুকু শীরোঘূর্ণন এবং নিদ্রালুভাব উপস্থিত হয় এবং তৎপরেই রোগী গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হয়। ডাকিলে শাড়াশব্দ পাওয়া যায় না। এইরূপ নিদ্রাকে মোহ বা কোমা বলে। শ্বাসপ্রশ্বাস ধীরগতি বিশিষ্ট এবং নাড়িও ধীরগতি বিশিষ্ট হয়। চক্ষু মুদ্রিত এবং চক্ষুকনীনিকা সঙ্কুচিত হয়। প্রথমে প্রথমে চীৎকার করিয়া বা ঝাঁকাইয়া রোগীকে চেতন করা যায়, কিন্তু বিষক্রিয়া অতিরিক্ত মাত্রায় প্রকাশ হইলে আর ঐ সকল উপায়ে রোগীকে জাগাইতে পারা যায়

না। রোগী নাক ডাকাইয়া নিদ্রা যায়, শ্বাসপ্রশ্বাস ধীরে ধীরে বহিতে থাকে, মুখের চেহারা রক্তহীন ও পাণ্ডুবর্ণ দেখা যায়। নাড়ী ধীরে ধীরে বহিতে থাকে, গায়ে শীতল আঠা আঠা ঘর্ম্ম বাহির হয়। বমন এবং বমনোদ্বেগ থাকিতে পারে, নাও থাকিতে পারে। মৃত্যুর পূর্ব্বে কাহারও কাহারও ধনুষ্টঙ্কারের ন্যায় খেঁচুনি হয়; কাহারও সচরাচর শ্বাসরোধ হইয়া রোগী মারা যায়। মৃত্যুর পূর্ব্বে সচরাচর নাড়ী ক্ষীণ ও দ্রুত হয়, কখন কখন বমন, উদরাময় এবং অত্যন্ত অধিক প্রস্রাব হয়। প্রলাপ, আক্ষেপ বা ধনুষ্টঙ্কারের ন্যায় আক্ষেপ। শিশুদিগের সচরাচর খেঁচুনি হয়, কোন কোন ক্ষেত্রে চক্ষুকনীনিকা সঙ্কুচিত না হইয়া প্রসারিত হয় অথবা এক চক্ষু প্রসারিত এবং অপর চক্ষু সঙ্কুচিত হয়। কখন কখন নাড়ী সম্পূর্ণ স্বাভাবিক থাকে। কোন কোন স্থলে রোগী গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত না হইয়া হঠাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হয়। কেহ কেহ আরোগ্যোন্মুখ হইয়া পুনর্ব্বার নিদ্রিত হয় এবং সেই অবস্থাতেই মরিয়া যায়।

প্রগাঢ় নিদ্রাবৎ কোমা বা মোহ অবস্থা তিনটি ক্ষেত্রে উপস্থিত হয়। এপপ্লেক্সি বা সংন্যাস রোগ জনিত কোমা, অহিফেন সেবন জনিত কোমা এবং ইউরিমিক কোমা বা মূত্রাবরোধ বশতঃ কোমা। সংন্যাস রোগেও কোমা হয়, অহিফেন খাইলেও কোমা হয় এবং ইউরিমিয়া পীড়া হইলেও কোমা হয়। সকল ক্ষেত্রেই রোগী যেন গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হয়। এখন এই তিন অবস্থায় কোমা কি করিয়া ঠিক করিবে। যদি পূর্ব্ব হইতে অবস্থা না জানা থাকে, তবে কোন ব্যক্তি হঠাৎ মোহাচ্ছন্ন হইলে কি জন্য মোহাচ্ছন্ন হইয়াছে, তাহা সহসা ঠিক করা কিছু কঠিন। অহিফেন সেবন জনিত মোহ হইলে অনেক চেষ্টায় রোগীকে জাগাইতে পারা যায়; কিন্তু এপপ্লেক্সির কোমা হইলে কোনক্রমেই রোগীকে জাগাইতে পারা যায় না। অহিফেন সেবন জনিত কোমাতে চক্ষুকনীনিকা সচরাচর সঙ্কুচিত হয়, এপপ্লেক্সি হইলে চক্ষুকনীনিকা অসমান হয়। একটা সঙ্কুচিত এবং একটা সহজ হয়। কোন কোন স্থানে বা একটা সঙ্কুচিত এবং একটা প্রসারিত হয়। আবার কোন কোন এপপ্লেক্সিতে চক্ষুকনীনিকা অসমান না হইয়া সঙ্কুচিত হয়। এই সকল ক্ষেত্রে রোগ নির্ণয় অতি কঠিন।

ইউরিমিক কোমা হইলে রোগীর পূর্ব্ব ইতিহাস দ্বারা অনেকটা সন্দেহ দূর হইতে পারে। ইউরিমিক কোমাতে রোগীর পরিত্যক্ত প্রশ্বাসে মূত্রের গন্ধ পাওয়া যাইতে পারে এবং চেষ্টা করিলে রোগীকে জাগাইতে পারা যায়।

অহিফেন গুলিয়া তরল করিয়া অধিক মাত্রায় সেবন করিলে কয়েক মিনিটের মধ্যেই রোগীর নিদ্রালুভাব উপস্থিত হয় এবং অর্দ্ধ ঘণ্টা মধ্যে সম্পূর্ণ মোহ উপস্থিত হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে এক বা দেড় ঘণ্টা পরে মোহ উপস্থিত হয়। কচিত ৩, ৪, ১০ বা ১৬ ঘণ্টা পর মোহ উপস্থিত হয়। শূন্যোদরে অহিফেন সেবনে যত শীঘ্র বিষাক্ততার লক্ষণ উপস্থিত হয়, পূর্ণোদরে অর্থাৎ পূর্ণ আহারের পর সেবনে তত শীঘ্র উপস্থিত হয় না। আবার তরল অবস্থায় সেবনে যত শীঘ্র হয়, গোটা খাইলে তেমন শীঘ্র হয় না।

কখন কখন এক ঘণ্টার মধ্যেই রোগী মরিয়া যায়, কখনও বা দুই ঘণ্টা মধ্যে এবং কখনও বা চব্বিশ ঘণ্টা মধ্যে মৃত্যু ঘটে। গড়ে ৭ হইতে ১২ ঘণ্টা মধ্যে মৃত্যু হয়, বার ঘণ্টা কাটিয়া গেলে রোগীর অনেকটা ভরসা হয়।

৪ গ্রেণ অহিফেন সেবনে প্রাণ বিনষ্ট হইতে পারে, কোন কোন স্থলে অধিক মাত্রায় সেবনেও রোগী বাঁচিয়া যায়। বমন হইয়া উঠিয়া গেলে শুভ লক্ষণ।

ছোট ছোট শিশুদিগের পক্ষে অহিফেন ভয়ানক বিষ। ২ দিনের শিশু $\frac{1}{6}$ গ্রেণ অহিফেন সেবনে নষ্ট হইয়াছে। ১ বৎসরের বালক $\frac{1}{8}$ গ্রেণ অহিফেন দ্বারা মারা পড়িয়াছে। একটি ১ বৎসরের বালক ২ ফোটা টীংচার অহিফেন সেবন করিয়া মরিয়া গিয়াছে।

অহিফেন দ্বারা বিষাক্ত হইলে প্রথমতঃ ষ্টমাক পম্প দ্বারা উত্তমরূপে পাকস্থলী ধৌত করিয়া ফেলিবে। অহিফেন দ্বারা বিষাক্ত হইলে বমনকারক ঔষধে কোন ফল দর্শে না। যেহেতু যে স্নায়ুকেন্দ্রের দ্বারা আমাদিগের বমনকার্য্য নির্ব্বাহ হয়, অহিফেন দ্বারা সে স্নায়ুকেন্দ্র পক্ষাঘাতগ্রস্ত ও অসাড় হইয়া যায়। এজন্য কোন বমনকারক ঔষধে বমন হয় না। তার পর চা এবং কাফি পান করিতে দিবে এবং রোগী যাহাতে না ঘুমাইতে পায় সেইরূপ চেষ্টা করিবে। চকে মুখে জলের ছাট দিবে, রোগীকে হাঁটাইবে এবং গ্যাল্‌ভ্যানিক ব্যাটারি কাছে থাকিলে তাহা প্রয়োগ করিয়া রোগীকে

মস্রাগ রাখিবে। শ্বাসপ্রশ্বাস বন্ধ হইবার উপক্রম হইলে কৃত্রিম উপায়ে শ্বাস প্রশ্বাস করাইবে। কেহ কেহ বলেন, এট্রপিন অহিফেনের প্রতিষেধক। অহিফেনে চক্ষুকনীনিকা সঙ্কুচিত করে এবং এট্রপিন ও বেলেডোনা চক্ষুকনীনিকা প্রসারিত করে।' এট্রপিন ও অহিফেনে এই মাত্র প্রভেদ। অপর পক্ষে এট্রপিন এবং অহিফেন উভয়েই বেদনাহারক এবং নিদ্রাকারক। এই জন্য অনেকে বলেন, এট্রপিন অহিফেনের ভাল প্রতিষেধক ঔষধ নহে। অনেক স্থলে অহিফেন ও এট্রপিয়া পরস্পর পরস্পরের ক্রিয়াকে সাহায্য করিয়া রোগীকে আরও বিপদগ্রস্ত করে।

সম্প্রতি উইলিয়ম্ মুইর নামক একজন ডাক্তার ব্রিটিস্ মেডিকেল জর্নাল নামক চিকিৎসা পত্রিকায় প্রকাশ করিয়াছেন যে, পার্ম্যাংগেনেট্ অব্ পটাসিয়ম অহিফেন বিষের অতি উৎকৃষ্ট প্রতিষেধক। তাঁহার মতে অহিফেন সেবনের *অব্যবহিত পরেই চারি গ্রেণ মাত্রায় পটাস পার্* ম্যাংগেনেট সেবন করিলে আর অহিফেনের বিষক্রিয়া প্রকাশ হয় না। অহিফেন দ্বারা বিষাক্ত হইলেও ৩ গ্রেণ মাত্রায় পার্ম্যাংগেনেট্ অধঃত্বাচ প্রয়োগ করিলেও উপকার হয়। এইরূপ পিচ্‌কারী আবশ্যক হইলে ৫।৬ বার পর্য্যন্তও দেওয়া যায়। ৮ গ্রেণ মাত্রায় সেবন করিলেও উপকার হয়।

অহিফেন অল্পমাত্রায় সেবনে প্রথমে উত্তেজক, পরে নিদ্রাকারক, মাদক এবং যন্ত্রণা-নিবারক।

অহিফেন অতি উত্তম নিদ্রাকারক। জ্বরিতাবস্থায় উগ্র প্রলাপ হইলে অহিফেনের তুল্য উৎকৃষ্ট দ্রব্য আর নাই। শরীর দুর্ব্বল হইয়া অনিদ্রা রোগ হইলেও অহিফেন উপকারী। ডেলিরিয়ম ট্রিমেন্স এবং উন্মাদ রোগেও ইহা উৎকৃষ্ট নিদ্রাকারক। রোগী মোহগ্রস্ত থাকিলে অহিফেন নিষেধ। সেইরূপ, মস্তকে রক্তাধিক্য থাকিলে এবং চক্ষু লাল দেখা গেলে অহিফেন প্রয়োগ নিষেধ। চক্ষুকনীনিকা সঙ্কুচিত দেখা গেলে সে রোগীকে অহিফেন না দেওয়াই ভাল।

অহিফেন এবং উহার বীর্য্য মর্ফাইনের ন্যায় যন্ত্রণা-নিবারক পদার্থ আর দ্বিতীয় নাই। যে কারণেই হউক যন্ত্রণা হইলে অহিফেন সেবন দ্বারা সে যন্ত্রণা তৎক্ষণাৎ নিবারণ হয়। লম্বেগো, সায়েটিকা, নিউর‍্যাল্‌জিয়া, ক্যান্সার,

কলিক, রিনাল কলিক প্রভৃতি যে কোন বেদনায় অহিফেন উপকারক। এই সকল ক্ষেত্রে চর্ম্মের নিম্নে অহিফেনের বীর্য্য মরফাইন পিচ্‌কারী করিয়া দেওয়া সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট উপায়।

একুাট্ রিউম্যাটিজম্ রোগেও বেদনা নিবারক হইয়া উপকার করে। এই রোগে ডোভার্স পাউডার সমধিক ফলদায়ক; যে হেতু উহা ঘর্ম্মকারক।

পেরিটোনাইটিস্ রোগে অহিফেন উপকারী। ক্যালমেল ও ডোভার্স পাউডার এক যোগে দেওয়া যায়।

অন্ত্রাবরোধ রোগে অহিফেন আক্ষেপনিবারক হইয়া উপকার করে।

অহিফেন উৎকৃষ্ট ধারক। উদরাময়ের এমন উৎকৃষ্ট ঔষধ আর দ্বিতীয় নাই। আমাশয় রোগে অহিফেন অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। ইহাতে যন্ত্রণা নিবারণ করে এবং প্রদাহের দমন করে। ইপিকাক, অহিফেন এবং বিসমাথ এক সঙ্গে আমাশয় পক্ষে খুব ভাল ঔষধ।

প্রসবান্তে কয়েক দিন পর্য্যন্ত প্রসূতির তলপেটে এক প্রকার প্রসব বেদনার ন্যায় থাকিয়া থাকিয়া বেদনা ধরে। ঐ বেদনা জরায়ুর সংকোচন জন্য উপস্থিত হয়, উহাকে এতদ্দেশে ভাদালের ব্যথা বলে। এই বেদনায় অহিফেন সেবন অত্যন্ত উপকারক।

গর্ভস্রাবের আশঙ্কা হইলে অহিফেন সেবন একমাত্র মহৌষধি। গুহ্যদ্বারে পিচ্‌কারী করিয়া দিলে আরও উপকার হয়। গর্ভস্রাবের আশঙ্কা হইবামাত্র রোগীকে স্থির করিয়া শোয়াইয়া রাখিবে এবং ২০।৩০ মিনিম মাত্রায় টীংচার ওপিয়ম্ প্রতি ৪ ঘণ্টান্তর বা ৬ ঘণ্টান্তর সেবন করাইবে। অথবা ৪০ মিনিম টীংচার ওপিয়ম ২ আং জলের সঙ্গে মিশাইয়া গুহ্যদ্বারে পিচ্‌কারী করিয়া দিবে। রোগীর বেদনা থামিয়া গেলে অহিফেন সেবন বন্ধ করিয়া দিবে, কিন্তু রোগিণীকে শীঘ্র উঠিয়া হাটিয়া বেড়াইতে দিবে না। যতক্ষণ না রক্তস্রাব হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত অহিফেন দ্বারা উপকার করে। যদি বেশী রক্তস্রাব হয় এবং জরায়ুর মুখ প্রশস্ত হয়, তবে সে গর্ভস্রাব নিবারণ করা যায় না।

ব্রংকাইটিস রোগে অহিফেন কাশির উগ্রতাদমন করে। এই ক্ষেত্রে কম্পাউণ্ড টীংচার অব্ ক্যাম্ফর অধিকতর উপকারী। কিন্তু যদি রোগীর শ্বাসনলী সকল অত্যন্ত শ্লেষ্মা পূর্ণ থাকে অথবা রোগীর গলা ঘড় ঘড় করে বা

কাশের সঙ্গে শ্বাসকষ্ট থাকে, তবে সে অবস্থায় অহিফেন বিষতুল্য অপকারী। এই সকল অবস্থায় হঠাৎ শ্লেষ্মা নিঃসরণ বন্ধ করিয়া ফেলে, তাহাতে শ্বাসরোধ হইয়া রোগী মারা পড়িতে পারে।

তরুণ পেরিটোনাইটিস এবং এণ্টেরাইটিস রোগে অহিফেন খুব ভাল ঔষধ। এই সকল ক্ষেত্রে বেশী বেশী করিয়া অহিফেন দেওয়া উচিত।

হিমপ্‌টোসিস্, মেলিনা, হিমাটেমিসিস্ রোগে অহিফেন অত্যন্ত উপকারী। প্রসবের পর জরায়ু হইতে রক্তস্রাব রোগে আরগটের সঙ্গে অহিফেন অত্যন্ত উপকার করে। সকল প্রকার রক্তস্রাবে অহিফেন উপকারক।

ক্যাথিটার পাস করিবার পর কোন কোন রোগীর কম্প হয়। অহিফেন সেবনে উপকার হয়। কম্পজ্বরের কম্পের অবস্থায় অহিফেন সেবনে উপকার হয়। তা ছাড়া ম্যালেরিয়াসম্ভূত কম্পজ্বরে জ্বর বিরামে কুইনাইন এবং ওপিয়ম একত্রে অত্যন্ত উপকারী। কেবলমাত্র অহিফেন সেবন দ্বারাও কম্পজ্বর আরাম হয়। অমাবস্যা পূর্ণিমায় অনেকের হাত পা কামড়ায় এবং জ্বর হয়, ইহাকে সাজোরের জ্বর বলে। এই জ্বরে অহিফেন উপকারী।

ডায়েবেটিস্ রোগে অহিফেন খুব উপকারী। এই রোগে পুরামাত্রায় ওপিয়ম দিবে এবং ক্রমে মাত্রা বাড়াইবে। অহিফেন হইতে প্রাপ্ত কোডিন নামক দ্রব্যের আজকাল ডায়াবেটিস রোগে খুব ব্যবহার হইয়া থাকে।

বমন রোগে অহিফেন অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। হিক্কা রোগেও মরফাইন এবং অহিফেন উপকারক।

কোষ্ঠবদ্ধতা রোগে অহিফেন অন্ত্রের আক্ষেপ নিবারণ করিয়া উপকার করে। অতি অল্প মাত্রায় অহিফেন মৃদুবিরেচক। অন্ত্রাবদ্ধ রোগে উপকারক।

গ্যাষ্ট্রাইটিস্, গ্যাষ্ট্রডাইনিয়া, ইরিটেটিভ ডিস্‌পেপ্সিয়া রোগে মরফাইন অথবা ওপিয়ম যন্ত্রণা নিবারণ করিয়া উপকার করে। গ্যাষ্ট্রিক অল্সার (পাকস্থলীর ক্ষত) রোগে ওপিয়ম অমোঘ ঔষধ। ইহাতে বেদনা নিবারণ করে এবং পাকস্থলীকে স্থির রাখে, তাহাতে ক্ষত আরোগ্য হইবার সুবিধা হয়।

কলেরায় কোলাপ্স্ অবস্থায় মরফাইন হাইপডার্মিক ইন্‌জেকশন দিলে সমূহ উপকার হয়।

ডেলিরিয়াম ট্রিমেন্স্ রোগে অহিফেন অতি উৎকৃষ্ট নিদ্রাকারক। প্লুরিসি এবং ছিষ্টাইটিস্ রোগে অহিফেন যন্ত্রণানিবারক।

মূত্রকৃচ্ছ্র রোগে গুহ্যদ্বারে অহিফেনের সপোজিটরি প্রয়োগে মূত্রনলীর আক্ষেপ দূর হইয়া মুত্র খোলসা হয়।

গ্যাংগ্রিন্ রোগে, গ্যাংগ্রিনস্ ষ্টমাটাইটিস রোগে অহিফেন সেবন করাইলে যন্ত্রণা নিবারণ হয়, তাছাড়া রোগেরও উপশম হয়। প্রতি রাত্রে শয়নকালে মাত্র দেওয়া যায়।

চক্ষুপ্রদাহ রোগে, চক্ষের মুনির ক্ষত রোগে চক্ষু মধ্যে লডেনমের ফোট দিলে যন্ত্রণা কম হয়। সেবন করিতে দিলেও যন্ত্রণা দূর হয় এবং সুনিদ্রা হয়।

মাত্রা ইত্যাদি :—ওপিয়ম ½—৩ গ্রেণ, কন্‌ফেক্‌শন ৫—২০, এক্‌ষ্ট্রাক্ট ¼—২ গ্রেণ, লিকুইড একষ্ট্রাক্ট ১০—৪০ মিনিম, পাইলিউলা ইপিকাকুয়ানহি কম্ ছিলি ৫—১০ গ্রেণ, পাইলিউলা প্লম্বাই কম্ ওপিও ২৷৫ গ্রেণ, কম্পাউণ্ড সোপ পিল ৩—৫ গ্রেণ, এরমেটিক চক পাউডার উইথ ওপিয়ম ১০—৪০ গ্রেণ, পল্‌ভ ইপিকাক কো ৬—১৫ গ্রেণ, পল্‌ভ কাইনো কো ৫—২০ গ্রেণ, টীং ক্যাম্ফরি কো ½—১ ড্রাম, টীং ওপিয়াই ৫—৪০ মিনিম্, টীং ওপিয়াই এমনিয়েটা ½—১ ড্রাম, ভাইনম ওপিয়াই ১০—৪০ মিনিম।

১। ওপিয়ম এবং অহিফেনঘটিত ঔষধ সকল শৈশবকালে প্রয়োগ করিতে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত। শিশুরা অহিফেন দ্বারা অতি শীঘ্রই বিষাক্ত হয়, এই জন্য ৯ মাসের নিম্ন বয়স্ক শিশুকে অহিফেন ঘটিত ঔষধ না দেওয়াই উচিত। ১ বৎসরের শিশুকে অহিফেন দিতে হইলে ডোভার্স পাউডার ½ গ্রেণ, অথবা টীং ক্যাম্ফর কো ৪ মিনিম, অথবা এর-মেটিক চক পাউডার উইথ্ ওপিয়ম ১ গ্রেণ মাত্রায় দেওয়া যাইতে পারে। ½ গ্রেণ ডোভার্স পাউডারে $\frac{1}{20}$ গ্রেণ মাত্র অহিফেন আছে। শিশুবয়সে একবার অহিফেন দিয়া আর ৬৷৭ ঘণ্টা কাল অতীত না হইলে পুনর্ব্বার আর এক মাত্রা দেওয়া উচিত নয়।

২। পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকে অহিফেন কম সহ্য করিতে পারে।

৩। কোন গুরুতর অসহ্য যন্ত্রণার অবস্থায় রোগী বেশী মাত্রায় অহিফেন

সহ্য করিতে পারে। যন্ত্রণার অবস্থায় অপেক্ষাকৃত বেশী মাত্রায় অহিফেন দেওয়ার দরকার হয়।

৪। অহিফেন সেবন করিতে করিতে অভ্যস্ত হইয়া যায়, সুতরাং ক্রমেই মাত্রা বৃদ্ধি করিবার দরকার হয়। অহিফেন সেবন করিতে করিতে এমত অভ্যাস হয় যে, অহিফেন না খাইয়া আর থাকা যায় না, এইজন্য দীর্ঘকাল অহিফেন সেবন করাইবার দরকার হইলে মধ্যে মধ্যে অহিফেন বন্ধ করা উচিত

৫। কোন কোন ব্যক্তি অতি অল্প মাত্রাতেও অহিফেন সহ্য করিতে পারে না। শিরঃপীড়া, বমন প্রভৃতি উপস্থিত হয়। আবার কেহ কেহ খুব বেশী মাত্রায় সহ্য করিতে পারে।

প্রেস্কৃপ্‌সন্‌ঃ—

℞, টিং ওপিয়াই ♏v, টিং কেটিকিউ ʒss, মিশ্চুরা ক্রিটি ad. ℥i, ১ মাত্রা প্রতি দাস্তের পর। উদরাময়ে ধারক।

℞ পল্‌ভ ইপিকাক কো gr. xxx, বিস্‌মুথাই সবনাইট্রাস ʒi, মিশ্রিত করিয়া ৬টী পুরিয়া ১টী পুরিয়া প্রতি ৩ ঘণ্টান্তর সেবন, আমাশয় রোগে।

℞ টীং ওপিয়াই ♏x, স্পীরিট ক্লোরফর্‌মাই ♏xv, একুয়া ক্যাম্ফরি ℥i, ১ মাত্রা। বমন ও হিক্কা রোগে।

℞ টীং ওপিয়াই ♏xxx, একুয়া ℥i, ১ মাত্রা উদরাময়ে ধারক, যন্ত্রণা নিবারক, নিদ্রাকারক ইত্যাদি।

℞ টীং ওপিয়াই ♏x, পটাসি ব্রমাইড gr. x, হাইড্রাস্ ক্লোরাল gr. x, সিরুপাই ʒi, একুই ক্যাম্ফরি ℥i, ১ মাত্রা। শয়নকালে সেবন। উৎকৃষ্ট নিদ্রাকারক।

℞ ওপিয়াই gr. ii, পিল হাইড্রার্‌জিরাই (ব্লুপিল) gr. iv, পল্‌ভ ইপিকাক gr. iv, এক্‌ষ্ট্রাক্ট জেন্‌শেন্‌. q. s.; মিশ্রিত করিয়া ৪টী বটিকা। প্রতিদিন ৩টী সেবন। পুরাতন রক্তামাশয় রোগে।

℞ ভাইনম ইপিকাক ♏x, টীং ওপিয়াই ♏x, টীং ক্যাটেকিউ ʒi, বিস-মুসাই সবনাইট্রাস্ gr. x, মিউছিলেজ একেশায়ি ad. ℥i, ১ মাত্রা প্রতি ৪ ঘণ্টান্তর। তরুণ আমাশয় রোগে।

℞ টীং ক্যাস্‌করি কো ʒiii, একুয়া ad. ℥vi, মাত্রা ১ আউন্স প্রতি

অঃ ঘণ্টান্তর। উগ্র কাশ রোগে কফনিঃসারক এবং কাশির উগ্রতা দমন করে।

℞ কুইনাইনি সলফেটিস্ gr. xxx, ওপিয়াই gr ii, একষ্ট্রাক্ট জেন্‌শেন্ q. s.; মিশ্রিত করিয়া ৬টী বটিকা। ম্যালেরিয়া জনিত দুরারোগ্য কম্পজ্বরে জ্বর বিরামকাল মধ্যে প্রতি ঘণ্টা কি প্রতি ২ ঘণ্টান্তর ৪টী বটিকা সেবনে অবধারিত জ্বর বন্ধ হইবে।

অহিফেন হইতে মরফাইন (Morphine), নার্‌ছিন (Narceine), প্যাপাভেরাইন (Papaverine), থিবেইন (Thebaine), কোডিন (Codeine) এবং এপমর্‌ফাইন (Aphomorphine) নামক উপক্ষার সকল পাওয়া যায়। এতন্মধ্যে মর্‌ফাইন্, কোডিন এবং এপমর্‌ফাইন ঔষধে ব্যবহৃত হইতেছে। ইহাদের আময়িক প্রয়োগ যথাস্থানে দেওয়া গেল। নার্‌ছিন এবং প্যাপ্যা-ভেরাইন নিদ্রাকারক গুণবিশিষ্ট। থিবেইন আক্ষেপজনক।

কল্‌চিছাই কর্‌মস্—কল্‌ছিকম্ ১কারম্
(COLCHICI CORMUS.)

কল্‌চিছাই সেমিনা—কল্‌সিকম্ বীজ (Colchici Semina)।

প্রয়োগরূপ :—(১) এক্‌ষ্ট্রাক্টস্ কল্‌ছিছাই। (২) এক্‌ষ্ট্রাক্ট কল্‌চিছাই এছেটিকম। (৩) ভাইনম কল্‌চিছাই। (৪) টীং কল্‌চিছাই সেমিনম্।

কল্‌ছিকম বেশী মাত্রায় সেবন করিলে বমন ও দাস্ত হয়। সঙ্গে সঙ্গে পেট বেদনা করে এবং অন্ত্র ও পাকস্থলীর প্রদাহ হয়। ঔষধের মাত্রায় ইহা সেবনে পাকস্থলী হইতে অধিক পরিমাণে পাচকরস নিঃসৃত হয় এবং যকৃত হইতে পিত্ত নিঃসৃত হয়। ইহাতে মল তরল করে। অল্প মাত্রায় ইহা মূত্রকারকও বটে।

কল্‌ছিকম বিরেচক ও মূত্রকারক ক্রিয়ার জন্য ব্যবহৃত হয় না। ইহা তরুণ গাউট রোগের একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ। গাউটের বেদনা ধরিলে দুই এক ডোজ কল্‌ছিকম সেবনেই সমস্ত যন্ত্রণা নিবারণ হয়। গাউট এবং তৎসংক্রান্ত যে কোন পীড়ায় কল্‌ছিকম ব্যবহার করা যাইতে পারে।

তরুণ গাউটের বেদনার সময় ভাইনম কল্‌ছিকম ৩০ মিনিম বা ·১ ড্রাম মাত্রায় দেওয়া যাইতে পারে এবং তাহাতে বেদনার শান্তি না হইলে প্রতি ৩ বা ৪ ঘণ্টান্তর দেওয়া যায়। কল্‌ছিকমের সহিত ম্যাগ্‌নেসিয়া মিশাইয়া দিলে কল্‌ছিকমের দোষ সংশোধন হয়। রোগীর উদরাময় থাকিলে, ভাইনম্ কল্‌ছিকমের সহিত একটু টীংচার ওপিয়ম্ মিশাইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। এক্‌ষ্ট্রাক্ট ½—২ গ্রেণ মাত্রায় বটিকাকারে দেওয়া যায়। এছিটিক এক্‌ষ্ট্রাক্ট মাত্রা ½—২ গ্রেণ, টীংচারের মাত্রা ১০—৩০ মিনিম। ভাইনম কল্‌ছিকম সচরাচর ব্যবহার হইয়া থাকে এবং এইটীই সর্ব্বাপেক্ষা ভাল।

℞ এক্‌ষ্ট্রাক্টম্ কল্‌চিছাই gr. iv, ওপিয়ম gr. i, মিশ্রিত করিয়া ৪টী বটিকা বাঁধ। ১ বটিকা প্রতি ৩ বা ৪ ঘণ্টান্তর। তরুণ গাউট রোগে।

কলোছিন্থাইডিস্ পল্পা—কলোসিন্থ পল্প
(COLOCYNTH PULP.)

প্রয়োগরূপ :—(১) এক্‌ষ্ট্রাক্টম্ কলোসিন্থাইডিস্ কো। (২) পাইলিউলা কলোসিন্থ কো। (৩) পাইলিউলা কলোসিন্থ এট্‌হাইওছিয়ামাই।

কলোছিন্থ উগ্র বিরেচক। জলবৎ তরল ভেদ হয়। অধিক মাত্রায় ইলেটিরিয়ামের ন্যায় বিষাক্ত। অন্যান্য বিরেচক ঔষধের সঙ্গে মিশাইয়া দেওয়া যায়। কম্পাউণ্ড কালাছিন্থ পিল সচরাচর কোষ্ঠবদ্ধতা রোগে ব্যবহার হয়। ইহাতে পেট কামড়ায় এবং উদর জ্বালা করে। লবঙ্গ, পিপারমেণ্ট অয়েল প্রভৃতি কার্ম্মিনেটিভ্ ঔষধের সঙ্গে মিশাইয়া দিলে আর পেট থামচায় না। শোথ, ইউরিমিয়া, সেরিব্রাল্ কনজেস্‌শন প্রভৃতি রোগে তরল ভেদ করিবার জন্য কলোসিন্থ ব্যবহার করা যায়। কোষ্ঠবদ্ধতা রোগে কমপাউণ্ড কলোসিন্থ পিল অথবা পিল কলোসিন্থ এট্ হাইওসায়ামাই অল্প মাত্রায় ব্যবহার করা যায়। গর্ভাবস্থায় কলোসিন্থ নিষিদ্ধ। অন্ত্রের কোন প্রদাহ থাকিলেও নিষেধ।

এক্‌ষ্ট্রাক্টের মাত্রা ৩—১০ গ্রেণ। কম্পাউণ্ড পিলের মাত্রা ৫—১০ গ্রেণ। পিল কলোসিন্থ এট্ হাইওসায়ামাই মাত্রা ও ৫—১০ গ্রেণ।

কলোডিয়ম—কলোডিয়ন্ (COLLODIUM.)

(১) কলোডিয়ম ফ্লেক্সাইল্। (২) কলোডিয়ম্ ভেছিকান্স।

ইহারা বাহ্যিক প্রয়োগের ঔষধ। চর্ম্মের উপর কলোডিয়ন মাখাইয়া দিলে একটা পাতলা আবরণ পড়ে এবং যত শুকাইয়া যায়, ততই চারিদিকের চর্ম্মে টান পড়ে এবং চর্ম্ম কোঁচ্কাইয়া যায়, এইজন্য কোন স্থান কাটিয়া গেলে তাহার উপর কলোডিয়ন মাখাইয়া দিলে ঐ কাটা স্থান জোড়া লাগিয়া যায়। কিন্তু কাটিবা মাত্র দেওয়া চাই। প্রদাহ আরম্ভ হইলে ইহা দেওয়া বৃথা।

নিতাই (জড়ুল) উপর কলোডিয়ন মাখাইয়া দিলে নির্ভাইয়ের দাগ মিলাইয়া যায়। কোন স্থান হইতে রক্ত পড়িতে থাকিলে কলোডিয়ম দিলে রক্ত পড়া নিবারণ হয়। জোঁক লাগাইয়া রক্ত বন্ধ না হইলে কলোডিয়ন প্রলেপ বেস ভাল ঔষধ।

কলোডিয়ন ফ্লেক্সাইলের ক্রিয়াও কলোডিয়নের ন্যায়। তবে ইহার ক্রিয়া কিছু মৃদু। এরিছিপেলস্ রোগে পীড়িত স্থানে প্রলেপ দিলে উপকার হয়। স্ত্রীলোকের স্তন ফাটিয়া ক্ষত হইলে তাহার উপর দেওয়া যায়। মাথার উপর কাটিয়া ক্ষত হইলে তাহার উপর কলোডিয়ন্ ফ্লেক্ছাইল প্রলেপ দিলে উপকার হয়। শয্যাক্ষত হইবার পূর্ব্বে সেই স্থানে কলোডিয়ন্ প্রলেপ দিলে আর শয্যাক্ষত হইতে পায় না।

কলোডিয়ন্ ভেসিকান্স্ বেলেস্তারা দেওয়ার জন্য ব্যবহৃত হয়। যে স্থানে প্রলেপ দেওয়া যায়, সে স্থানে ফোস্কা উঠে।

কস্পেরাই কর্টেক্স্—কস্পেরিয়া বার্ক (CUSPARIÆ CORTEX.)

প্রয়োগরূপ :—(১) ইন্ফিউশন্। বলকারক বা টনিক। সচরাচর ব্যবহার হয় না। ইন্ফিউশনের মাত্রা ১—২ আং। বেশী মাত্রায় বমন এবং ভেদ হয়। কেহ কেহ বলেন, ইহা পর্য্যায়জ্বরে উপকার করে।

কামালা (KAMALA.)

কামালা ক্রিমিনাশক। সকল প্রকার ক্রিমি নষ্ট করে। কখন কখন ইহা সেবনে বমনোদ্বেগ, বমন, উদরাময় এবং কলিক, পেটে শূলব্যথার ন্যায় বেদনা হয়। মাত্রা ঃ—½—২ ড্রাম্ (মধুর সহিত অথবা তেঁতুলের সহিত)।

কাইনো (KINO.)

প্রয়োগরূপ ঃ—(১) পাল্‌ভিস্ কাইনো কম্পোজিটস্। (২) টীংচুরা কাইনো।

কাইনো সংকোচক এবং উদরাময়ে ধারক। ইহার ক্রিয়া ট্যানিক এছিডের ন্যায়। উদরাময় রোগে অন্যান্য ধারক ঔষধের সঙ্গে ব্যবহৃত হয়। তা ছাড়া, মুখে ক্ষত হইলে অথবা দাঁতের মাড়ি শিথিল হইয়া রক্ত পড়িলে ইহার কুলি উপকারক। কম্পাউণ্ড কাইনো পাউডার বেস ধারক ঔষধ। মুখ দিয়া জল উঠা রোগে (পাইরোসিস্) ইহা বেস ভাল ঔষধ। কম্পাউণ্ড কাইনো পাউডারের মাত্রা ৫—২০ গ্রেণ। টীংচারের মাত্রা ½—২ ড্রাম। ℞ টীং ওপিয়াই ♏v, টীং কাইনো ʒss, মিশ্চুরা ক্রিটি ℥i, ১ মাত্রা প্রতি দাস্তের পর। উদরাময়ে ধারক। টীং কাইনো ৪ ড্রাম, জল ৮ আউন্স। একত্র মিশাইয়া কুলি। সোরথ্রোট, পারা সেবন জনিত লালাস্রাবে উপকারী।

কাডিনম ওলিয়ম—অইল অব্ কেড (CADINUM OLEUM.)

আভ্যন্তরিক ব্যবহার নাই। পুরাতন একজিমা এবং সোরায়াসিস্ রোগে স্থানীয় প্রয়োগে উপকার হয়।

কাফিনা—কাফিন (CAFFEINA.)

(১) কাফিনা সাইট্রাস্।

চা এবং কাফি হইতে প্রাপ্ত বীর্য্যের নাম কাফিন।

অধিক মাত্রায় কাফিন সেবনে প্রলাপ এবং মোহ এবং ধনুষ্টঙ্কারের ন্যায় আক্ষেপ হয়। অত্যন্ত অধিক মাত্রায় সেবনে মৃত্যু পর্য্যন্ত হইতে পারে।

অপেক্ষাকৃত কম মাত্রায় কর্ণের মধ্যে ঝাঁ ঝাঁ শব্দ হয়, চখের সম্মুখে আলোক দর্শন হয়, ঘন ঘন প্রস্রাব হয়, শারীরিক উত্তাপের কিছু বৃদ্ধি হয়। হাত পা এবং সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতে থাকে এবং নিদ্রা হয় না। হৃদয়ের ক্রিয়াও দুর্ব্বল হয় এবং প্যাল্‌পিটেশন (বুক দপ্‌দপানি) উপস্থিত হয়। অল্পমাত্রায় অর্থাৎ ২।৩ গ্রেণ মাত্রায় সেবনে ইহা মস্তিষ্ককে উত্তেজিত করে। তাহাতে মনের চঞ্চলতা বৃদ্ধি হয়। শরীরের ও মনের জড়তা বৃদ্ধি হয়, শরীরের আলস্য ভাব ছুটিয়া যায় এবং স্বভাব কিছু অস্থির হয়। কাফিন অল্পমাত্রায় মস্তিষ্কের এবং হৃদয়ের উত্তেজক। বেশী মাত্রায় হৃদয়ের অবসাদক। ইহার ক্রিয়া অনেকটা ডিজিট্যালিসের ন্যায়। যদি হৃদয়ের ক্রিয়া অনিয়মিত এবং দুর্ব্বল হয়, তবে অল্প মাত্রায় কাফিন সেবনে হৃদয়ের ক্রিয়া নিয়মিত এবং সবল হয়। অধিক মাত্রায় ইহার বিপরীত ফল হয়। কাফিন মূত্রকারক। হৃদয়ের জনিত শোথ রোগে ইহা অতি উত্তম মূত্রকারক। এই ক্ষেত্রে ডিজিট্যা সঙ্গে দিলে আরও ভাল কাজ হয়। পুরাতন ব্রাইটের পীড়ায় ইহা মূত্রক রূপে ব্যবহৃত হইয়াছে।

কাফিন, মাইগ্রেণ এবং আধকপালে মাথা ধরা রোগে অতি উৎকৃষ্ট ২—৫ গ্রেণ মাত্রায় দেওয়া যায়।

অহিফেন দ্বারা বিষাক্ত হইলে রোগীকে সজাগ রাখিবার জন্য কাফি যোগী। কাফিনের মাত্রা ২—১০ গ্রেণ। ছাইট্রেটের মাত্রা ২—১০ গ্রে

চা ও কাফি সেবনের গুণ এই কাফিন থাকার জন্যই হয়। কাফি গুণ, চা ও কাফিরও সেই গুণ। চাতে কাফিন ছাড়াও ট্যানিক এছিড এই জন্য আহারের অব্যবহিত পূর্ব্বে বা পরে চা সেবনে অজীর্ণ রোগ হইতে পারে। কাফিতে কাফিন আছে। কিন্তু ট্যানিক এছিড নাই।

অল্প মাত্রায় চা পান করিলে মন ও শরীর স্ফূর্ত্তিবিশিষ্ট হয় এবং লস্য ভাব ছুটিয়া যায় ও শরীরের ক্ষয় নিবারণ হয়। বেশী মাত্রায় চা প বুক দপ্‌দপানি, অনিদ্রা, অস্থিরতা এবং হাত পা কাঁপানি হয়।

কাজুপুটি ওলিয়ম—অইল অব্ ক্যাজুপট
(CAJUPUTI OLEUM.)

প্রয়োগরূপ :—(১) স্পীরিটস ক্যাজুপুটি।

বাহ্যপ্রয়োগে কাজুপট অইল চর্ম্মের উত্তেজক। আভ্যন্তরিক প্রয়োগে ইহা আক্ষেপ নিবারক, উদরাধ্মান নিবারক। ইহাতে কিছু বেদনা নিবারক গুণও আছে। ইহা উত্তেজকও বটে। উদরাধ্মান রোগে ইহা বেস উপকারক। তা ছাড়া, জ্বর, কলেরা প্রভৃতিতে শরীর অবসন্ন হইলে ইহা সেবনে উপকার হয়। হিষ্টিরিয়া রোগে আক্ষেপ নিবারক হইয়া উপকার করে। এই সকল ক্ষেত্রে ১ ড্রাম মাত্রায় স্পীরিটস ক্যাজুপুটি একটু ব্রাণ্ডি বা সেরি ওয়াইনের সঙ্গে মিশাইয়া দেওয়া যায়। কলিক বেদনায় স্পীরিটস ক্যাজুপুটি খুব ভাল ঔষধ।

নানাবিধ বাত বেদনায় ক্যাজুপটের মালিস বেস ভাল ঔষধ। কলেরা রোগে হাত পা সাঁটিয়া ধরিলে ইহার মালিস উপকারী। নিউমোনিয়া এবং ব্রঙ্কাইটিস রোগে বক্ষঃস্থলে ও পাঁজরে মালিস করা যায়। কাজুপট অইলের মাত্রা ১—৪ মিনিম (মিউসিলেজ সঙ্গে)। স্পীরিটের মাত্রা ½—১ ড্রাম।

ক্যালম্বি র‍্যাডিক্স্—ক্যালম্বা রুট
(CALUMBÆ RADIX.)

প্রয়োগরূপ :—(১) এক্‌ষ্ট্রাক্টম্ ক্যালম্বি। (২) ইন্‌ফিউজম্ ক্যালম্বি। (৩) টীংচ্যুরা ক্যালম্বি।

অন্যান্য তিক্ত বলকারক ঔষধের ন্যায় ক্যালম্বা ক্ষুধা বৃদ্ধি করে এবং পাকস্থলীর পাচক রস নিঃসৃত করে। নানাবিধ ডিস্‌পেপ্‌সিয়া রোগে ক্যালম্বা বেস উপকারী। ℞ পল্‌ভ্ ক্যালম্বি gr. x, সোডি বাইকার্ব্ব gr. x, পল্‌ভ রিয়াই gr. v, পল্‌ভ জিন্‌জিবেরিস gr. v, মিশ্রিত করিয়া একটী পাউডার। দিন ২ বার। অজীর্ণ রোগে ক্ষুধা বৃদ্ধি করে। ℞ টীং নিউসিস্ ভমিছি ♏x, এছিড নাইট্রো হাইড্রোক্লোরিক ডিল ♏xv, ইন্‌ফিউজম ক্যালম্বি ad. ℥i, ১ মাত্রা দিন ২ বার আহারের পূর্ব্বে। অজীর্ণ রোগে।

℞ কুইনাইনি সল্‌ফেটিস্‌ gr. ii, এছিড সল্‌ফিউরিক ডিল ♏v, ইন্‌ফউজম ক্যালাম্বি ℥i, ১ মাত্রা দিন ৩ বার। জ্বরান্তে দৌর্ব্বল্যে।

ক্যালম্বা এবং কুয়াসিয়ার সহিত লৌহঘটিত ঔষধ মিশাইয়া দেওয়া যাইতে পারে এবং সচরাচর দেওয়া গিয়া থাকে। ইহাদের সহিত ট্যানিক এছিড নাই। এজন্য লৌহের সহিত উত্তম মিক্‌শ্চার হয়।

℞ ফেরি এট কুইনাইন ছাইট্রাস gr. ii, টীংচুরা ক্যালম্বি ♏xxx, ইন্‌ফিউজম ক্যালম্বি ad. ℥i, ১ মাত্রা দিন ৩ বার। জ্বরান্তে দৌর্ব্বল্যে। নিরক্তাবস্থায় এবং সাধারণ দৌর্ব্বল্যে এবং অজীর্ণ রোগে।

ক্যাম্‌বোজিয়া—গ্যাম্‌বোজ

(CAMBOGIA—GAMBOGE.)

প্রয়োগরূপ :—(১) পাইলিউলা ক্যাম্বোজিয়া কম্পোজিটা।

ইহার ক্রিয়া কলোছিন্থের ন্যায়। উগ্র বিরেচক। জলবৎ তরল দাস্ত হয়। বেশী মাত্রায় বমন হয়। শোথ রোগে অন্যান্য বিরেচক ঔষধের সঙ্গে ব্যবহার করা যাইতে পারে। একাকী প্রায় ব্যবহৃত হয় না। ইহার মূত্রকারক গুণও আছে। ইহা সেবনের পর ইহার কতকাংশ দাস্তের সঙ্গে নির্গত হইয়া যায় এবং কতকাংশ শরীরস্থ হইয়া রক্তের সঙ্গে মিশাইয়া পরে প্রস্রাবের সঙ্গে নির্গত হয়। কম্পাউণ্ড পিল মাত্রা ৫—১০ গ্রেণ। আদত গ্যাম্বোজ মাত্রা ১—৪ গ্রেণ।

কাস্‌কারিলা কর্টেক্‌স—কাস্‌কারিলা বার্ক

(CASCARILLÆ CORTEX.)

প্রয়োগরূপ :—(১) ইন্‌ফিউজম কাস্‌কারিলি। (২) টীংচ্যুরা কাস্‌কারিলি।

ক্ষুধা বৃদ্ধিকারক এবং পাকস্থলীর বলকারক। ডিস্‌পেপ্‌সিয়া রোগে ব্যবহৃত হয়। ইন্‌ফিউশনের মাত্রা ½—২ আং। টীংচার —২ ড্রাম।

ক্যাম্‌ফোরা—ক্যাম্ফর (CAMPHORA.)

বাঙ্গালা—কর্পূর।

প্রয়োগরূপ :—(১) একুয়া ক্যাম্ফোরি। (২) লিনিমেণ্টম ক্যাম্ফোরি। (৩) লিনিমেণ্টম ক্যাম্ফোরি কম্পোজিটম। (৪) টীংচুরা ক্যাম্ফরি কম্পোজিটা। (৫) স্পীরিটস ক্যাম্ফোরি।

ক্যাম্ফর অল্প উত্তাপেই উড়িয়া যায়। ইহা জলে দ্রব হয় না, কিন্তু তৈল এবং এল্‌কোহলে দ্রব হয়। কর্পূর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উদ্ভিদ বিনাশ করে এবং মক্ষিকা, ছারপোকা, মাকড়সা প্রভৃতিও ইহার দ্বারা বিনষ্ট হয়। চর্ম্মে লাগাইলে কর্পূর প্রদাহ উৎপন্ন করে। যে স্থানে লাগান যায় সে স্থান লাল হয় এবং জ্বালা করে। পুরাতন ক্ষতে কর্পূর লাগাইলে সে ক্ষত তরুণ আকার ধারণ করে এবং তৎপরে অন্যান্য মলম প্রয়োগে শীঘ্র আরাম হয়। এক্‌জিমা, ইণ্টার ট্রাইগো প্রভৃতি চর্ম্মরোগে অত্যন্ত চুলকাইতে থাকিলে কর্পূরের জল দিয়া ধৌত করিলে চুলকানি নিবারণ হয়।

বিস্ফোটক উঠিবার সময় তাহার উপর কর্পূর দিলে বিস্ফোটক বসিয়া যায়।

তরুণ সর্দ্দি লাগিলে কর্পূরের নাশ লইলে বা কর্পূর সেবন করিলে সদ্য সদ্য উপকার হয়। সর্দ্দি ও তজ্জনিত শিরঃপীড়ায় কর্পূরের নাশ লওয়া খুব একটা ভাল ঔষধ।

অনেক লোকের মাঝে মাঝে সর্দ্দি লাগে এবং খুব ঘন ঘন হাঁচি হয়। ২।৪ মাস ভাল থাকিয়া পুনর্ব্বার ঐরূপ হাঁচি ও সর্দ্দি হয়। এই রোগে কর্পূর গুঁড়ার নাশ লওয়া এবং কর্পূর সেবন খুব উপকারী।

অধিক মাত্রায় কর্পূর সেবনে পেট বেদনা, বমন এবং বমনোদ্বেগ হয়।

শিশুদিগের গ্রীষ্মকালীন উদরাময়ে কর্পূর বেস ভাল ঔষধ। কলেরা রোগের আরম্ভে কর্পূর সেবনে উপকার হয়। ডাক্তার রুবিনির ক্যাম্ফর বিখ্যাত ঔষধ। ১ আং ক্যাম্ফর ১ আং ওজনের এব্‌ছোলিউট এল্‌কোহলে দ্রব করিলে রুবিনির ক্যাম্ফর হয়। ইহার মাত্রা ৩—৮ মিনিম (চিনির সঙ্গে মিশাইয়া)। ক্যাম্ফরের আরক জলে মিশাইবা মাত্র কর্পূর আলাহিদা হইয়া যায়, এই জন্য কর্পূরঘটিত ঔষধ চিনির সঙ্গে দেওয়াই ভাল।

ক্যাম্ফর অল্প মাত্রায় হৃদয়ের উত্তেজক। বেশী মাত্রায় অবসাদক। অ

মাত্রায় ইহা মস্তিষ্কের উত্তেজক। বেশী মাত্রায় ইহাতে প্রলাপ, শিরোঘূর্ণন, আক্ষেপ প্রভৃতি উপস্থিত হয়। সঙ্গে সঙ্গে গা ঠাণ্ডা হয় এবং প্রস্রাব করিতে কষ্ট হয়।

জ্বর রোগে রোগী দুর্ব্বল হইলে অল্প মাত্রায় কর্পূর হৃদয়ের উত্তেজক। ইহাতে নাড়ী সবলকার এবং মৃদু প্রলাপেও উপকার করে। ডাক্তার গ্রেভ্স্ বলেন যখন জ্বরবিকারের রোগী খুব দুর্ব্বল হইয়া বিড় বিড় করিয়া বকিতে থাকে, তখন বেশী মাত্রায় (২০ গ্রেণ প্রতি ৩ ঘণ্টান্তর) কর্পূর সেবনে উপকার করে।

হিক্কা, বুক দপ্‌দপানি, বিমর্ষোন্মাদ এবং নানাবিধ আক্ষেপ রোগে কর্পূর উপকার করে।

বেশী মাত্রায় কর্পূর কামনাশক। এ জন্য কামরিপুর বৃদ্ধি হইলে বেশী মাত্রায় কর্পূর সেবনে উপকার করে। অল্প মাত্রায় ইহা কামরিপুর উত্তেজনা ও বৃদ্ধি করে।

গণরিয়া পীড়ার লিঙ্গোত্থান রোগে (কর্ডি) কর্পূর সেবনে সবিশেষ উপকার হয়। গণরিয়া পীড়ায় রাত্রিকালে লিঙ্গ অত্যন্ত দৃঢ় হইয়া কষ্টকর হয়, তাহার নাম কার্ডি (Chordee)।

কর্পূর আমাদিগের শ্বাস পরিত্যক্ত বায়ু এবং প্রস্রাবের সহিত নির্গত হইয়া যায়।

কম্পাউণ্ড টীংচার অব্ ক্যাম্ফরে অহিফেন এবং বেন্‌জইক এছিড আছে। এই জন্য ইহা অতি উৎকৃষ্ট অবসাদক কফনিঃসারক। অনবরত শুষ্ক ধরণের কাশি হইতে থাকিলে ইহা সেবনে অতিশয় উপকার হয়।

কম্পাউণ্ড ক্যাম্ফর লিনিমেণ্ট অতি উৎকৃষ্ট উত্তেজক মালিস। নিউমোনিয়া ব্রঙ্কাইটিস প্রভৃতি রোগে বক্ষঃস্থলে এবং পাঁজরে মালিস করা যায়। বাতগ্রস্ত অঙ্গে মালিস করা উপকারক। বিবিধ পক্ষাঘাত রোগে পীড়িত অঙ্গে মালিস করা উপকারক। কোন স্থানে কম্পাউণ্ড ক্যাম্ফর লিনিমেণ্ট লাগাইয়া দিয়া কলার পাতা বা তুলা দিয়া জড়াইয়া রাখিলে সে স্থান জ্বালা করিতে থাকে। তখন ইহা চর্ম্মের প্রদাহ উৎপন্ন করে। পুরাতন বাত রোগে গাইট ধরিয়া গেলে গাঁইটের উপর লিনিমেণ্ট ক্যাম্ফর দিয়া পূর্ব্বোক্ত প্রকারে বাঁধিয়া

রাখিলে উপকার হয়। ঐ গাঁইটে টীংচার আইওডিন অথবা বেলেস্তারা দেওয়ায় কাজ হয়।

ক্যানেলি কর্টেক্স্—ক্যানিলা বার্ক
(CANELLÆ CORTEX.)

ক্যানিলা বার্ক ক্ষুধাবৃদ্ধিকারক এবং বলকারক। ইহার গুণ কাস্কারিলার ন্যায়। গুঁড়ার মাত্রা ১০—৩০ গ্রেণ।

ক্যানাবিস্ ইণ্ডিকা—ইণ্ডিয়ান হেম্প্
(CANNABIS INDICA.)

বাঙ্গালা—গাঁজা।

প্রয়োগরূপ ঃ—(১) এক্ষ্ট্রাক্টম্ ক্যানাবিস ইণ্ডিছি। (২) টীংচ্যুরা ক্যানাবিস ইণ্ডিছি।

গাঁজা, মদ ও আফিংয়ের ন্যায় মাদক। ইহাতে প্রথমে উত্তেজনা এবং পরে নিদ্রাকর্ষণ হয়। অহিফেন এবং মদ্য অপেক্ষা ইহার উত্তেজক শক্তি অধিকক্ষণ স্থায়ী হয় এবং এই উত্তেজনার অবস্থায় গাঁজাসেবী এল মেল বাকিতে থাকে এবং নানাবিধ কল্পনা করে। মনে এক রকম সুখের উদয় হয়। বেশী দিন গাঁজা খাইতে খাইতে মানুষ পাগলও হইতে পারে। গাঁজাসেবী গাঁজা খাইয়া অসম সাহসের কাজে প্রবৃত্ত হইতে পারে এবং অধিক পরিশ্রম করিতেও সমর্থ হয়।

গাঁজা খাইলে চক্ষুকনীনিকা প্রশস্ত হয় এবং চর্ম্মের বোধশক্তিও কমিয়া যায়। গায়ে হাত দিলে বা গায়ে চিম্‌টি কাটিলে বোধ হয় না। গাঁজাসেবী গাঁজার নেশায় নিদ্রিত হইলেও নানাবিধ স্বপ্ন দেখে। ইহাতে শিরোঘূর্ণন উপস্থিত হয়। গাঁজায় দম দিয়া শয়ন করিলে বোধ হয় বিছানা ও খাট উল্টাইয়া পড়িতেছে। তদ্ভিন্ন, গাঁজা খাইলে ডবল দৃষ্টি হয়,—একটা জিনিষ দুইটা বলিয়া বোধ হয়। যেখানে কোন দ্রব্য নাই, সেখানে কোন দ্রব্য আছে বলিয়া দেখা যায়।

সিদ্ধির নেশাও গাঁজার ন্যায়। গাঁজা ও সিদ্ধি খাইলে কৃত্রিম ক্ষুধা উপস্থিত হয়। খাইতে বসিয়া অনেক খাইয়া ফেলে। কিন্তু পরিশেষে উহাতে অজীর্ণ উপস্থিত হয়। গাঁজা কামরিপুর উত্তেজনা করে। গাঁজাসেবী নেশার অবস্থায় অনেকবার সহবাস করিতে পারে। কিন্তু বহু দিন গাঁজা ও সিদ্ধি সেবন করিতে করিতে কামরিপুর একবারে অবসাদ উপস্থিত হয়।

ডেলিরিয়ম ট্রিমেন্স, অনিদ্রা, মাইগ্রেন্ (সিক-হেডেক) এবং নিউর‍্যাল্‌জিয়া রোগে গাঁজা বেদনানিবারক হইয়া উপকার করে। টেটেনস্ রোগে গাঁজা উপকারক বলিয়া প্রসিদ্ধ। টেটেনস্ রোগীকে গাঁজার ধূম পান করান কর্ত্তব্য। কলিকায় তামাক সাজার ন্যায় সাজিয়া হুঁকা বা গুড়্‌গুড়ি করিয়া তামাক খাওয়ার ন্যায় গাঁজার ধূম পান করাইলে ধনুষ্টঙ্কার রোগে বিশেষ উপকার হয়। ডাক্তার ষ্টীফেন ম্যাকঞ্জি বলেন, শিরঃপীড়া রোগে প্রাতে ও সন্ধ্যায় গাঁজা সেবনে উপকার হয়। স্ত্রীলোকের ওভেরির হাইপেরিমিয়া পীড়াতে এবং মেনরেজিয়া পীড়াতে ক্যানাবিস উপকারক। গ্যাষ্ট্রাইটিস্, গ্যাষ্ট্রাল্‌জিয়া প্রভৃতি পীড়ায় পাকস্থলীতে বেদনা হইলে গাঁজায় বেদনা নিবারণ করে। বিস্‌মথ এবং এক্‌ষ্ট্রাক্ট ক্যানাবিস্ ইণ্ডিকা একত্রে উপকারী। (এক্‌ষ্ট্রাক্ট ক্যানাবিস্ ইণ্ডিকা ½ গ্রেণ, বিস্‌মাথ সবনাইট্রেট্ ২০ গ্রেণ। একত্র মিশ্রিত করিয়া ২টী বটিকা করিয়া একত্রে সেবন করিবে। এইরূপ দিন ৩ বার সেবন করিবে। পাকাশয় শূলে এবং অম্লশূলে খুব উপকারী)।

ধ্বজভঙ্গ রোগে গাঁজা উপকারী। স্ত্রীলোকের কষ্টরজ (ডিস্‌মেনোরিয়া) রোগে এক্‌ষ্ট্রাক্ট বা টীংচার আকারে ক্যানাবিস ইণ্ডিকা বেদনা নাশক হইয়া উপকার করে। এজ্‌মা বা হাঁপ রোগে গাঁজার ধূম পান করিলে উপকার হয়।

টীং ক্যানাবিস্ ৫—১৫ মিনিম মাত্রায় মিউছিলেজ সঙ্গে দেওয়া যায়, ইহা জলের সঙ্গে অসম্মিলিত হয়। এক্‌ষ্ট্রাক্টের মাত্রা ½—১ গ্রেণ।

কার্ডামোমাই সেমিনা—কার্ডামম

(CARDAMOMI SEMINA.)

বাঙ্গালা—ছোট এলাচ।

প্রয়োগরূপ :—(১) টীংচ্যুরা কার্ডামমাই কম্পোজিটা।

ছোট এলাচ উদরাধ্মান নিবারক। ইহাতে ক্ষুধাও বৃদ্ধি করে। বিরেচক ঔষধের সহিত মিশাইয়া দিলে ঐ বিরেচক ঔষধে আর পেট কামড়ায় না। টীংচার কার্ডামম ঔষধের বর্ণ ভাল করিবার জন্য এবং ঔষধের বিকট আস্বাদ ঢাকিবার জন্য সচরাচর ব্যবহৃত হয়। টীংচারের মাত্রা ½—২ ড্রাম।

ক্যারুই ফ্রুক্টস—ক্যারাওয়ে
(CARUI FRUCTUS)

প্রয়োগরূপ :—(১) একুয়া ক্যারুই। (২) ওলিয়ম ক্যারুই।

ক্যারাওয়ে উদরাধ্মান নিবারক। ইহার ক্রিয়া এনিথাইয়ের ন্যায়। একুয়া ক্যারুয়ের মাত্রা ১—২ আং। ওলিয়ম ক্যারুয়ের মাত্রা ১—৪ মিনিম।

ক্যাপ্সিছাই ফ্রুক্টস্—ক্যাপ্সিকম্ ফ্রুট
(CAPSICI FRUCTUS.)

বাঙ্গালা—লঙ্কা মরিচ।

প্রয়োগরূপ :—(১) টীংচ্যুরা ক্যাপ্সিছাই।

ক্যাপ্ছিকমের স্থানীয় ক্রিয়া [illegible]গ্রতা সাধক। চর্ম্মে লাগাইলে সে স্থান লাল হইয়া উঠে এবং জ্বালা করে [illegible] ইহাতে ফোস্কাও হইতে পারে। সেবন করিলে ইহাতে পাকস্থলীও [illegible] করে এবং বেশী মাত্রায় সেবনে পাকস্থলী এবং অন্ত্রের প্রদাহ হয়।

ঔষধের মাত্রায় ইহাতে পাচকরস নিঃসৃত হয়, তাহাতে ক্ষুধা বৃদ্ধি হয়। ইহা উত্তেজকও বটে। ইহাতে শরীরের অবসন্নতা দূর করে। ইহাতে কাম-রিপুর বৃদ্ধি করে। সুরাপায়ীদিগের পক্ষে ইহা বেস একটী ভাল ঔষধ। ইহাতে মদ্যপানেচ্ছা নিবারণ করে। পুনঃ পুনঃ মদ্যপানেচ্ছা হইলে টীংচার ক্যাপ্সিকম্ এবং টীং নক্স্ভমিকা একত্র সেবনে মদের পিপাসা কমিয়া যায়। মদ ছাড়িবার পক্ষে ক্যাপ্সিকম্ মন্দ নয়। জরায়ু হইতে অতিরিক্ত রক্তস্রাব হইতে থাকিলে ইহা সেবনে রক্ত বন্ধ হয়। এই ক্ষেত্রে লঙ্কার গুঁড়া ৫—১০ গ্রেণ মাত্রায় দেওয়া যায়। সোরথ্রোট্ রোগে ইহার কুলি উপকারক।

১ ড্রাম্ টিংচারের সঙ্গে ১০ আং জল বা গোলাব জল মিশাইয়া কুলি করা যাইতে পারে। ডেলিরিয়ম্ ট্রিমেন্স্ রোগে ইহা ১৫—২০ গ্রেণ মাত্রায় সেবনে নিদ্রা আনয়ন করে। কেহ কেহ বলেন, কলেরার পীড়ায় টিংচার ক্যাপ্সিকম্ উপকারী। অল্প মাত্রায় আহারের সঙ্গে ক্যাপ্সিকম্ সেবনে ক্ষুধা বৃদ্ধি করে। টিংচার্ ক্যাপ্সিকমের মাত্রা ১০ হইতে ২০ মিনিম্।

ক্যারিওফাইলম্—ক্লোভ (CARYOPHYLLUM.)

বাঙ্গালা—লবঙ্গ।

ক্লোভ বা লবঙ্গ উদরাধ্মান নিবারক। ইহার ক্রিয়া এলাচের ন্যায়। তবে ইহা কিছু ঝাল ও উগ্র। পেটফাঁপা ও পেট কামড়ানীর পক্ষে লবঙ্গের তৈল অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। লবঙ্গের তৈল স্থানীয় প্রয়োগে স্নায়ুশূল নিবারণ করে। দন্ত ক্ষয় হইয়া টাটাইতে থাকিলে দাঁতের ফাঁপে তুলাতে করিয়া লবঙ্গের তৈল প্রয়োগ করিলে তৎক্ষণাৎ দন্তশূল নিবারণ হয়। ছেলেদের পেট ফাঁপিলে ১টা লবঙ্গ ঘসিয়া খাওয়াইলে তৎক্ষণাৎ উপকার হয়। লবঙ্গের তৈলের মাত্রা ১ হইতে ৫ মিনিম্ পর্য্যন্ত। একটু চিনি বা সোডার সহিত মিশাইয়া দেওয়া যাইতে পারে।

কাস্কেরা স. গ্রেডা
(CASCARA SA RADA.)

প্রয়োগরূপ :—(১) এক্ষ্ট্রাক্টম্ কাস্কেরি গ্রেডি। (২) এক্ষ্ট্রাক্টম্ কাস্কেরি সাগ্রেডি লিকুইডম্।

কাস্কেরা সাগ্রেডা বেশী মাত্রায় সেবনে অত্যন্ত অধিক দাস্ত হয়। অপেক্ষাকৃত অল্প মাত্রায় কোষ্ঠবদ্ধতা নিবারণ করে এবং দাস্ত পরিষ্কার হয়। খুব অল্প মাত্রায় ইহাতে ক্ষুধা বৃদ্ধি করে এবং পাকস্থলীর বল বিধান করে। ইহাতে যকৃতের ক্রিয়াও বৃদ্ধি করে। কোষ্ঠবদ্ধতা রোগে কাস্কেরা সাগ্রেডা অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। ½—১ ড্রাম্ মাত্রায় লিকুইড্ এক্ষ্ট্রাক্ট, প্রাতে ও বৈকালে সেবনে দাস্ত পরিষ্কার হয়। ১০—১৫ মিনিম্ মাত্রায় কোন তিক্ত ঔষধের সহিত সেবনে দাস্ত খোলসা হয় এবং ক্ষুধা বৃদ্ধি হয়।

ক্যাসাই পল্প (CASSAIÆ PULP.)

ক্যাসিয়া মৃদু বিরেচক। অন্য কোন গুণ নাই। কন্‌ফেক্‌শিও সেনিতে ক্যাসিয়া পল্প আছে।

ক্যাটেকিউ (CATECHU.)

বাঙ্গালা—খদির।

প্রয়োগরূপ :—(১) ইন্‌ফিউজম্ ক্যাটেকিউ। (২) টিংচ্যুরা ক্যাটেকিউ। (৩) পল্‌ভিস্ ক্যাটেকিউ কম্পোজিটস্। (৪) ট্রচিছাই ক্যাটেকিউ।

ক্যাটাকিউ বা খদির সংকোচক। ইহা ছেলেদের উদরাময়ে বেস উৎকৃষ্ট ধারক। তা ছাড়া সোরথ্রোট রোগে ইহার কুলি উপকারক। সোরথ্রোট রোগে ক্যাটেকিউ লোজেঞ্জ মুখে রাখিয়া অল্প অল্প চুষিলে উপকার হয়। এ পক্ষে ইহার ক্রিয়া ট্যানিক এছিডের ন্যায়। খদির ভিজা জল দ্বারা ক্ষতাদি ধৌত করিলেও উপকার হয়। পাইরোসিস্ বা মুখ দিয়া জল উঠা রোগে খদির সেবন উপকারক।

পল্‌ভিস্ ক্যাটেকিউ কম্পোজিটস্ অতি উৎকৃষ্ট ধারক ঔষধ।

মাত্রাদি। টীংচার্ ½—২ ড্রাম্, কম্পাউণ্ড পাউডার ২০—৪০ গ্রেণ। লোজেঞ্জ ১—৬টা। ইন্‌ফিউশন্ ১—২ আং।

℞ টিংচ্যুরা ক্যাটেকিউ ʒss, টিং ওপিয়াই ♏v, মিশ্চ্যুরা ক্রিটি ℥i, ১ মাত্রা প্রতি দাস্তের পর। উদরাময়ে ধারক।

বালকদিগের পক্ষে ক্যাটাকিউ লোজেঞ্জ এবং ইন্‌ফিউশন উপযোগী। ১টি লোজেঞ্জে ১ গ্রেণ করিয়া খদির আছে। বালকদিগকে প্রতি দাস্তের পর ১টি করিয়া লোজেঞ্জ সেবন করিতে দেওয়া যায়।

কুয়াশাই লিগ্নম্—কুয়াশিয়া উড (QUASSIÆ LIGNUM.)

প্রয়োগরূপ :—(১) এক্‌ষ্ট্রাক্টম্ কুয়াশাই। (২) টিংচ্যুরা কুয়াশাই। (৩) ইন্‌ফিউজম্ কুয়াশাই।

কুয়াশিয়া ক্ষুধা বৃদ্ধিকারক এবং বলকারক। ইহাতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ক্নমি বিনষ্ট হয়। জ্বরান্তে দৌর্ব্বল্যে এবং অন্যান্য রোগে শরীর দুর্ব্বল হইলে কুয়াশিয়া এবং লৌহঘটিত ঔষধ বেস্ ভাল টনিক। কুয়াশিয়াতে ট্যানিক এছিড নাই। এইজন্য ইহার সহিত লৌহ মিশাইলে মিক্শ্চারে বর্ণ কাল হয় না। গুহ্যদ্বারে ছোট ছোট ক্রিমি হইলে কুয়াশিয়া ভিজা জল গুহ্যদ্বারে পিচকারী করিয়া দিলে ঐ সকল ক্রিমি মরিয়া যায়। তা ছাড়া কুয়াশিয়া সেবন করিলেও ক্রিমি মরিয়া যায়।

কুয়ার্কস্ কর্টেক্স—ওকবার্ক
(QUERCUS CORTEX.)

প্রয়োগরূপ ঃ—(১) ডিকক্টম্ কুয়ার্কস্।

ওকবার্ক সংকোচক গুণবিশিষ্ট। ইহার আভ্যন্তরিক ব্যবহার খুব কম। ইহার ডিককশন্ ধৌতরূপে ব্যবহার করা যায়। সোরথ্রোট রোগে এবং দাঁতের মাঢ়ি শিথিল হইয়া রক্তস্রাব হইলে ইহার ধৌত উপকারী। লিউকোরিয়া রোগে ইহার ধৌত উপকার করিয়া থাকে। ইহাতে ট্যানিক্ এছিড আছে। এই জন্যই ইহা সংকোচক।

কুইনাইনি সল্ফাস্—সল্ফেট্ অব্ কুইনাইন
(QUININÆ SULPHAS.)

চলিত নাম কুইনাইন্।

কুইনাইনি হাইড্রোক্লোরাস্—হাইড্রোক্লোরেট্ অব্ কুইনাইন।
(QUININÆ HYDROCHLORAS.)

প্রয়োগরূপ ঃ—(১) টিংচ্যুরা কুইনাইনি। (২) টিংচ্যুরা কুইনাইনি এমনিয়েটা। (৩) ভাইনম্ কুইনাইনি। (৪) ফেরি এট কুইনাইনি ছাইট্রাস্।

অক্ষত চর্ম্মের উপর কুইনাইনের কোন ক্রিয়া নাই। কুইনাইন কতক পরিমাণে পচননিবারক এবং রোগবীজবিনাশক।

খুব অল্প মাত্রায়, যেমন ½ হইতে ২ গ্রেণ কুইনাইন ক্ষুধা বৃদ্ধিকারক এবং

বলকারক। খুব বেশী মাত্রায় ইহাতে ক্ষুধা নাশ হয় এবং শরীর দুর্ব্বল বোধ হয়।

অধিক মাত্রায় কুইনাইন্ সেবনে অন্ধকার দৃষ্টি হয়—"চখে যেন আঁধার দেখে", মাথা ঘুরে, সম্মুখ কপালে মাথা ধরে, কাণের মধ্যে এক রকম ঝাঁ ঝাঁ শব্দ হয় এবং কাণে কম শুনে। মস্তিষ্কের উপর কুইনাইনের ক্রিয়া জন্য এই সকল উপসর্গ উপস্থিত হয়। কুইনাইন সেবন জনিত এই সকল লক্ষণকে কুইনিজ্‌ম্ বা সিঙ্কোনিজ্‌ম্ বলে। কুইনাইন এবং সিঙ্কোনা শব্দে ইংরেজির ভাবার্থে ইজ্‌ম্ প্রত্যয় হয়। সিঙ্কোনা হইতে কুইনাইন উৎপন্ন হয়। অতএব কুইনাইন সেবন জনিত লক্ষণের নাম সিঙ্কোনিজ্‌ম্। ডাক্তার বিন্‌জ বলেন, কুইনাইন সেবনে মস্তিষ্ক রক্তশূন্য হয়, এবং সেই জন্য কুইনিজ্‌ম্ উপস্থিত হয়। অন্যান্য অনেক চিকিৎসকের মতে কুইনাইন দ্বারা মস্তিষ্কে রক্তাধিক্য হইয়া এই সকল উপসর্গ উপস্থিত হয়।

মধ্যবিদ্ মাত্রায় কুইনাইন্ সেবনে হৃদয়ের ক্রিয়া বলবান এবং হৃদয়ের স্পন্দন বৃদ্ধি হয়। কিন্তু অত্যন্ত অধিক মাত্রায় সেবনে হৃদয়ের স্পন্দন কমিয়া যায়; হৃদয় দুর্ব্বল হয় এবং আরও অধিক মাত্রায় কোলাপ্স (পতনাবস্থা), এবং আক্ষেপ হইয়া মৃত্যু উপস্থিত হয়। রোগীর ধাত ছাড়িয়া যায় এবং ঘর্ম্ম হয়।

আমাদের রক্তে দুই প্রকারের কণিকা পাওয়া যায় শ্বেত ও লোহিত। এই দুই প্রকার রক্তকণিকার উপরই কুইনাইনের প্রভাব দৃষ্ট হয়। কোন স্থানে প্রদাহ হইলে এই সকল শ্বেতকণিকা ধমনী ভেদ করিয়া বাহিরে আসিয়া পূযরূপে পরিণত হয়। কুইনাইন সেবনে এই সকল শ্বেতকণিকা ধমনী ভেদ করিয়া বাহিরে আসিতে পারে না এবং পূযও হইতে পায় না। কুইনাইনের এই গুণ থাকাতে কুইনাইন প্রদাহনাশক হয়। কুইনাইন সেবনে কোন স্থলে শীঘ্র পাকিয়া উঠিতে পারে না। এই জন্য যে সকল ক্ষতে অত্যন্ত পূযস্রাব হয় এমত ক্ষত রোগে কুইনাইন সেবনে উপকার হয়। পাইমিয়া সেপ্টিছিমিয়া প্রভৃতি পূয়জ রোগে এবং যক্ষ্মারোগে ফুস্‌ফুসে পূয হইলে কুইনাইন সেবনে উপকার হইতে পারে। কুইনাইন্ সেবনে রক্তের লোহিত কণিকার আয়তন বৃদ্ধি হয়।

শ্বাসপ্রশ্বাসের উপর কুইনাইনের কোন কার্য্য নাই। ইহা সেবনে শ্বাস-

প্রশ্বাস বারে বৃদ্ধিও হয় না, কমিয়াও যায় না। সহজ শরীরে কুইনাইন সেবনে শরীরের উত্তাপ কমে না, কিন্তু জ্বরকালীন বেশী মাত্রায় কুইনাইন সেবনে শরীরের উত্তাপ কম পড়ে। কিন্তু আজ কাল উত্তাপ হ্রাস করিবার জন্য কুইনাইনের বড় একটা প্রচলন নাই। কারণ, ফিনাসিটিন, শীতল জল প্রভৃতি আরও নানাবিধ ভাল ভাল উত্তাপহারক ঔষধ আছে। কুইনাইন সেবনে বেশী উত্তাপ জন্মাইতে পারে না, তা ছাড়া ইহাতে ঘর্ম্মও হয়। এই দুই কারণে ইহাতে উত্তাপ কমায়।

কুইনাইন অধিক মাত্রায় সেবন করিলে জরায়ু সঙ্কুচিত হয়। এই জন্যই গর্ভাবস্থায় খুব বেশী মাত্রায় কুইনাইন দিলে গর্ভস্রাবের আশঙ্কা হয়। গর্ভাবস্থায় কুইনাইন দিতে হইলে কুইনাইনের সঙ্গে একটু অহিফেন মিশাইয়া দিলে কুইনাইনের আর দোষ থাকে না।

কুইনাইন ম্যালেরিয়া জ্বরের অমোঘ অব্যর্থ ঔষধ। ম্যালেরিয়া বিষ শরীরস্থ হইলে রক্তের ভিতর এক রকম জীবাণু পাওয়া যায়, তাহাদের নাম প্ল্যাস্মোডিয়ম্ ম্যালেরাই (Plasmodium Malariæ)। এই সকল জীবাণু শরীরের রক্তকণিকা সকল বিনাশ করে, তাহাতেই ম্যালেরিয়া জ্বরে শরীর রক্তহীন ও দুর্ব্বল হয়। কুইনাইন এই সকল ম্যালেরিয়া জীবাণু নষ্ট করিয়া ফেলে। ম্যালেরিয়া জনিত কম্প জ্বরে দুই প্রকারে কুইনাইন দেওয়া যায়। জ্বর আসিবার পূর্ব্বে অর্থাৎ জ্বরের বিরাম সময়ে অল্প অল্প মাত্রায় তিন চারি বার দেওয়া যায়। অথবা জ্বর আসিবার ঠিক অর্দ্ধ ঘণ্টা পূর্ব্বে এক বারেই ১০—১৫ গ্রেণ মাত্রায় একবার দেওয়া যায়। এইরূপ জ্বর আসিবার অব্যবহিত পূর্ব্বেই বেশী মাত্রায় একবার কুইনাইন দিলে আর জ্বর আসিতে পারে না। অবস্থা বিশেষ ১২, ১৫, ২০, ৩০ গ্রেণ বা ৩৫ গ্রেণ পর্য্যন্ত কুইনাইন জ্বরের ব্যবধান সময়ে তিন চারি বারে প্রয়োগ করা উচিত, নচেৎ জ্বর বন্ধ হয় না। ইংলণ্ডে ৭০।৭৫ গ্রেণ পর্য্যন্ত এমন কি ইউরোপের কোন কোন্ দেশে ১ আং পর্য্যন্ত কুইনাইন সেবন করান হইয়া থাকে। কিন্তু এতদ্দেশে এইরূপ বেজায় মাত্রায় কুইনাইন দিলে নিশ্চয়ই বিপদ ঘটে। এতদ্দেশীয় রোগীদিগকে ৫—৬ গ্রেণ মাত্রায় ৩০ গ্রেণ পর্য্যন্ত কুইনাইন সেবনেই জ্বর আসা বন্ধ হয়। এক দিনে ইহার অতিরিক্ত প্রায় দরকার

হয় না। নিতান্ত দুর্ব্বল রোগীকে কুইনাইন দিতে হইলে একটু ব্রাণ্ডি বা অন্য কোন উত্তেজক ঔষধের সঙ্গে মিশাইয়া দিলে ভাল হয়। কুইনাইনের সহিত হিরেকশ অথবা আফিং মিশাইয়া দিলে ম্যালেরিয়া জ্বর আরও শীঘ্র শীঘ্র আরাম হয়। ওপিয়ম ম্যালেরিয়া জ্বরের একটা বেশ ভাল ঔষধ। যে কম্পজ্বর কিছুতেই নিবারণ হয় না, সে স্থলে ২০ কি ২৫ গ্রেণ কুইনাইন এবং ১ গ্রেণ ওপিয়ম একত্রে মিশাইয়া তিনটী বা চারিটী বড়ী বাঁধিয়া জ্বরের বিরাম অবস্থায় সেবন করাইলেই নিশ্চয়ই জ্বর বন্ধ হয়। কুইনাইন সেবন কালে যাহাতে যকৃতের ক্রিয়া ভাল করিয়া হয়, যাহাতে কোষ্ঠ পরিষ্কার হয় সে দিকে নজর রাখা কর্ত্তব্য। কুইনাইন সেবনে প্লীহার আয়তনও কমিয়া যায়; কিন্তু জ্বরের সঙ্গে প্লীহা থাকিলে কুইনাইনের সঙ্গে হিরেকশ প্রভৃতি লৌহঘটিত ঔষধ মিশাইয়া দিলে আরও শীঘ্র শীঘ্র উপকার হয়। জ্বর পুরাতন আকার ধারণ করিলে কুইনাইনের সঙ্গে লৌহঘটিত ঔষধ মিশাইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। উদরাময় থাকিলে তদবস্থায় খালি কুইনাইন দেওয়া বিধেয় নহে। যেহেতু অধিক মাত্রায় কুইনাইন সেবনে পেট ভার হয় এবং উদরাময় হয়। এরূপ স্থলে কুইনাইনের সঙ্গে বিস্‌মথ অথবা অহিফেন মিশাইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। বেশী কুইনাইন খাইয়া "কুইনিজম্‌" হইলে অর্থাৎ শিরঃপীড়া প্রভৃতি হইলে হাইড্রোব্রোমিক এছিড অথবা ব্রোমাইড্‌ অব্‌ পটাসিয়ম্‌ বা ব্রোমাইড্‌ অব্‌ এমনিয়ম্‌ সেবন করাইলেই ঐ সকল লক্ষণ অতি ত্বরায় নিবারিত হয়। জ্বর ভাল হইয়া গেলেও দিন কতক অল্প মাত্রায় কুইনাইন সেবন করান কর্ত্তব্য, নচেৎ পুনর্ব্বার জ্বর ফিরিবার আশঙ্কা থাকে। অনেকের সংস্কার আছে, কুইনাইন সেবনে একবারে জ্বর বন্ধ হয় না। দিন কতকের জন্য জ্বর চাপা থাকে মাত্র। এই বিশ্বাস নিতান্ত অলিক নহে। এক দিন তাড়াতাড়ি বার কতক কুইনাইন খাইয়া জ্বর বন্ধ করিয়া যথেচ্ছা আহার বিহার করিলে অতি সত্বর পুনর্ব্বার জ্বর ঘুরিয়া থাকে। জ্বর ছাড়িয়া গেলেও দিন কতক স্নান আহার বিষয়ে বিশেষ সাবধানে থাকা কর্ত্তব্য; তা ছাড়া দিন কতক অল্প অল্প মাত্রায় কুইনাইন সেবন কর্ত্তব্য। ম্যালেরিয়া জ্বরে জ্বরান্তে দৌর্ব্বল্যাবস্থায় শীতল জলে স্নান বিহিত নহে। শরীর সবল না হইলে শীতল জলে স্নান করিলেই জ্বর ঘুরিয়া থাকে। তা

ছাড়া অজীর্ণ হইলেও জ্বর ফিরিয়া থাকে। ম্যালেরিয়া প্রকোপ সময়ে চাউল ভাজা প্রভৃতি অজীর্ণকর গুরুপাক দ্রব্য ভোজন করা কর্ত্তব্য নহে।

কুইনাইন ম্যালেরিয়া জ্বরের প্রতিষেধক বটে। জ্বর আসিবার সূত্রপাত হইতেই, একটু বেশী করিয়া ১ মাত্রা কুইনাইন সেবন করিলে আর জ্বর আসিতে পায় না। কিন্তু জ্বর হইবার আশঙ্কায় প্রতিদিন কুইনাইন সেবন করা কর্ত্তব্য নহে এবং ম্যালেরিয়া পীড়িত স্থানে বাস করিয়া ঐ রকম কুই-নাইন সেবনে জ্বর আসা বন্ধ হয় না। অধিকন্তু, এই রকম প্রত্যহ কুইনাইন সেবনে কুইনাইন অভ্যস্ত হইয়া পড়ে এবং প্রকৃত প্রয়োজনের সময় কুইনাইন সেবনে শীঘ্র ফল পাওয়া যায় না। ম্যালেরিয়ার হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইতে হইলে কিছু দিনের জন্য সে স্থান পরিত্যাগ করাই পরম ঔষধ। বহু দিন ম্যালেরিয়া ভোগ করিয়া শরীর খুব খারাপ হইলে আর কেবলমাত্র কুইনাইন সেবনে উপকার হয় না।

ম্যালেরিয়া জ্বর ছাড়া ম্যালেরিয়া জনিত শিরঃপীড়ায় কুইনাইন সেবনে উপকার হয়। যে সকল শিরঃপীড়া রোগ পর্য্যায়ক্রমে হয় অর্থাৎ পালাজ্বরের ন্যায় ছাড়িয়া ছাড়িয়া হয়, সেই সকল শিরঃপীড়ায় কুইনাইন অমোঘ ঔষধ। তা ছাড়া পর্য্যায়শীল নিউর্য্যাল্‌জিয়া (স্নায়ুশূল) রোগেও কুইনাইন দ্বারা উপকার পাওয়া যায়।

ম্যালেরিয়া-জনিত রেমিটেণ্ট বা স্বল্পবিরাম জ্বরে যে সময় জ্বর কম থাকে, সেই সময় প্রত্যহ দুই এক ডোজ মাত্রায় কুইনাইন দিলে ক্রমে ক্রমে জ্বরের প্রকোপ কমিয়া যায় এবং জ্বর ছাড়িয়া যায়। জ্বরের বৃদ্ধি হইতে আরম্ভ হইলে কিন্তু কুইনাইন দেওয়ায় ফল হয় না। এই জ্বর কুইনাইন দ্বারা চিকিৎসা করিতে হইলে তাপমান যন্ত্রের বড় দরকার। মনে কর এক জনের রেমিটেণ্ট জ্বর হইয়াছে। বেলা ১টা ২টার সময় ১০৪° উত্তাপ হয়। প্রাতে দেখিলে ১০২°এ নামিয়াছে। এই সময়ে ৫ গ্রেণ মাত্রায় দুই বার ১ ঘণ্টা মধ্যে কুইনাইন দিলে। যেই জ্বর বাড়িতে আরম্ভ করিল অর্থাৎ ১০২°এর উপর উত্তাপ হইল আর কুইনাইন বন্ধ করিলে, এইরূপ ২।৪ দিন কুইনাইন দিতেই জ্বরের প্রকোপ কমিয়া যায়। যদি সময় পাও দুই বারের জায়গায় ৩।৪ বারও কুইনাইন দিতে পার।

ম্যালেরিয়া জনিত রেমিটেণ্ট জ্বরে কুইনাইন সেবনে উপকার হয় বলিলাম। অন্য একরূপ রেমিটেণ্ট ফিবার আছে তাহাতে কুইনাইন সেবনে অপকার ভিন্ন উপকার হয় না। জ্বরের সঙ্গে প্রলাপ, উদরাধ্মান প্রভৃতি থাকিলে ঐ সকল লক্ষণ অপনীত না হইলে কুইনাইন দেওয়া কর্ত্তব্য নহে।

কুইনাইন কেবল মাত্র ম্যালেরিয়া জ্বরেই উপকার করে। প্রদাহোৎপন্ন জ্বরে বা অন্যান্য প্রকার জ্বরে ইহা দ্বারা উপকার হয় না। অনেক ডাক্তারে জ্বর দেখিলেই কুইনাইন দিয়া থাকেন। তাহাতে কোনই উপকার নাই। নিউমোনিয়া, ব্রঙ্কাইটিস্ প্রভৃতি রোগসংযুক্ত জ্বরে কুইনাইন দ্বারা বিশেষ ফল পাওয়া যায় না। তবে ঐ সকল জ্বর যদি ম্যালেরিয়া সংসৃষ্ট হয়, তবে কুইনাইন দ্বারা উপকার পাওয়া যায়। তত্রাচ, এই সকল অবস্থায় শুধু কুইনাইনে উপকার হয় না। সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য ঔষধও দেওয়া চাই।

কুইনাইন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীববিনাশক। পাঁচড়া রোগে নারিকেল তৈলের সঙ্গে কুইনাইন মিশাইয়া পাঁচড়ায় দিলে পাঁচড়া আরাম হয়। কুইনাইন পচননিবারক, এই জন্য কুইনাইন লোসন দ্বারা পচা ক্ষত সারিয়া যায়। গণরিয়ার পীড়ায় কুইনাইন দ্বারা উপকার হয়। কুইনাইন জলে গুলিয়া মূত্রনালী মধ্যে পিচকারী করিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য।

কুইনাইন রক্তের ভিতর মিশ্রিত হইয়া কাজ করে। ইহা সেবন করিলে অতি শীঘ্রই পাকস্থলীর পাকরসে গলিয়া যায় এবং শরীরস্থ হয়। শরীরস্থ হইয়া ইহা চারি পাঁচ ঘণ্টার মধ্যেই প্রস্রাবের সঙ্গে শরীর হইতে নির্গত হইতে আরম্ভ হয় এবং দুই তিন দিনের মধ্যেই প্রায় সমুদয় কুইনাইন শরীর হইতে বাহির হইয়া যায়। ইহার কতকাংশ মুখের লালা, এবং ঘর্ম্মের সহিত নির্গত হয়। কিন্তু অধিকাংশই প্রস্রাবের সঙ্গে বাহির হইয়া পড়ে। চর্ম্মের নিম্নে পিচকারী করিয়া দিলে বা গুহ্যদ্বারের ভিতর পিচকারী করিয়া প্রয়োগ করিলেও কুইনাইন শরীরস্থ হয়। চর্ম্মের ভিতর পিচকারী করিয়া দিবার একটু দোষ এই যে, প্রায়ই ইহাতে পিচকারী করিবার যায়গায় প্রদাহ ও ক্ষত উৎপন্ন করে। এছিড দ্বারা দ্রব কুইনাইন চর্ম্মের নীচে পিচকারী করা সুবিধা জনক নহে। চর্ম্মের নীচে পিচকারী করিয়া দিবার জন্য নিউট্রাল্ সল্‌ফেট অব কুইনাইন নামে এক রকম প্রয়োগরূপ পাওয়া যায়।

ঐ কুইনাইন ১০ গ্রেণ লইয়া ½ ড্রাম জলের সঙ্গে মিশাইয়া চর্ম্মের নিম্নে পিচকারী করিতে পারা যায়। হাইড্রোব্রোমেট্ অব কুইনাইন নামক আর এক রকম প্রয়োগরূপ পাওয়া যায়, ইহাও ইঞ্জেক্ট্ করিতে পারা যায়। রোগীর গলাধঃকরণ শক্তি না থাকিলে বা অত্যন্ত বমনোদ্বেগ থাকিলে চর্ম্মের নিম্নে পিচকারী করিয়া কুইনাইন দেওয়ার সুবিধা আছে। গুহ্যদ্বারে পিচকারী করিয়া দিতে হইলে ১৫-৩০ গ্রেণ কুইনাইন এছিড দ্রব করিয়া পিচকারী সাহায্যে গুহ্যদ্বারের ভিতর দিলেই উহা শরীরে হজম হইয়া যায়।

কুইনাইন সেবনে সকল লোকেরই কান ভোঁ ভোঁ করে, তাহা সকলেই জানেন। তা ছাড়া কুইনাইন সেবনে দুই এক জন লোকের গায়ে চুলকানি বাহির হয়, তাহাতে ভারি গা চুলকায়। গায়ে অর্টিকোরিয়া বা আমবাত বাহির হয়। কাহারও বা গায়ে লাল ফুস্কুড়ি বাহির হয়। কুইনাইন সেবন করিলে কাহারও কাহারও প্রস্রাব করিতে জ্বালা করে, এমন কি রক্ত-প্রস্রাবও হয়। বৃদ্ধ বয়সে এই উপসর্গ বেশী হয়। কেহ কেহ ১ গ্রেণ মাত্র কুইনাইন সেবন করিয়াও সহ্য করিতে পারে না। হয় পেটের অসুখ হয়, না হয় গায়ে চুলকনা হয়, নয়ত রক্তপ্রস্রাব হয়।

কোন কোন রোগী অল্প মাত্রায় কুইনাইন সেবনেই অত্যন্ত অবসন্ন হয়। কুইনাইন দ্বারা অবসাদ উৎপন্ন হইলে কাপি এবং ব্রাণ্ডি একত্রে অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ।

অধিক মাত্রায় কুইনাইন সেবনে রতিশক্তি কম পড়ে।

অনেক দিন ধরিয়া কুইনাইন সেবনে শরীর রক্তহীন এবং দুর্ব্বল হয়। কেহ কেহ বলেন, বেশী দিন ধরিয়া অধিক মাত্রায় কুইনাইন সেবনে যকৃত, প্লীহা বৃদ্ধি হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে এক রকম পুরাতন আকারের জ্বর হয়, তাহাকে কুইনাইন ফিবার বলে। এই কথা কত দূর সত্য তাহা বলা যায় না।

কুইনাইনের তিক্ত আস্বাদ ঢাকিবার জন্য মধু বেস ভাল জিনিষ। ছেলেদিগকে কুইনাইন দিতে হইলে মধুর সঙ্গে কুইনাইন মিশাইয়া দেওয়া যাইতে পারে। হরিতকী, চিকি সুপারি বা কচি পিয়ারা প্রভৃতি কষায় জিনিষ চিবাইয়া পরে কুইনাইন খাইলে আর তিক্ত বোধ হয় না। কুই-নাইনের সঙ্গে ট্যানিক এছিড মিশাইলে আর তিক্ত বোধ হয় না। কুই-

নাইন বড়ী অথবা মিক্শ্চার আকারে দেওয়া যাইতে পারে। কুইনাইন খুব বেশী জলে না মিশাইলে গলে না। ডাইলুটেড সল্‌ফিউরিক এসিড উত্তম দ্রাবক। ১ গ্রেণ কুইনাইন গলাইতে ১ মিনিম বা কিছু বেশী ডাইলুট সল্‌ফিউরিক এছিডের দরকার হয়। অগ্রে একটু জল দিয়া কুইনাইনটুকু ভিজাইয়া লইয়া পরে ফোটা ফোটা করিয়া এছিড ঢালিয়া দিতে হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে পাত্রটী নাড়িতে হয়, তাহা হইলে উত্তমরূপে গলিয়া যায়।

ছেলেদিগকে দুধের সঙ্গে মিশাইয়া কুইনাইন খাওয়াইতে পারা যায়। কুইনাইনের পিল পাতলা টিস্যুর পেপারে মুড়াইয়া সেবন করিতে কোনই কষ্ট হয় না।

হাইড্রোব্রোমিক এসিড এবং কুইনাইন দিলে আর কুইনিজম উপস্থিত হয় না। এবং হাইড্রোব্রোমিক এছিডে কুইনাইনও বেস গলিয়া যায়।

অল্প মাত্রায় কুইনাইন (১—২ গ্রেণ) নক্সভমিকা এবং জেন্‌শেন্‌ একত্রে টনিক ঔষধ। জ্বরান্তে বা অন্যান্য পীড়ার পর দৌর্ব্বল্যে ব্যবহার করা যায়।

প্রেস্‌ক্রপশন :—

℞ কুইনাইন সল্‌ফেটিস্ *gr.* xx, ওপিয়াই *gr. i*, এক্‌ষ্ট্রাক্ট জেন্‌শিয়ানি q. s. একত্র করিয়া ৪টি বটীকা কর। ম্যালেরিয়া জ্বরের বিরাম অবস্থায় এক এক বারে ২টি বড়ি সেবন।

℞ কুইনাইনি সল্‌ফেটিস্ gr. xx, এছিড সল্‌ফিউরিক ডিল ♏xxx, সিরপ অরাইনটাই ʒiv, একোয়া ad ℥iv, মিশ্রিত করিযা ৪ ডোজ কর।

℞ কুইনাইন সল্‌ফেটিস্ gr. x, এছিড ট্যানিক *gr. iii*, সিরুপস লিমনিস ʒi, একুয়া ad ℥i, একত্রে মিশাইয়া ৩ ভাগের ১ ভাগ সেবন। বালকদিগের জন্য। ট্যানিক এছিডে তিক্ত আস্বাদ থাকিবে না।

কিউবেবা—কিউবেব (CUBEBA.)

বাঙ্গালা—কাবাবচিনি।

প্রয়োগরূপ :—(১) ওলিও রেজিনা কিউবেবি। (২) ওলিয়ম কিউবেবি। (৩) টিংচ্যুরা কিউবেবি।

কাবাবচিনির ক্রিয়া কোপেইবার ন্যায়। গণরিয়া রোগে ব্যবহার হয়। অর্শ রোগে কাবাবচিনি সেবনে উপকার হয়। ব্রঙ্কাইটিস রোগে অতিশয় শ্লেষ্মা উঠিলে কাবাবচিনি সেবনে উপকার হয়।

ওলিওরেজিন কিউবেবের মাত্রা ৫—৩০ মিনিম। মিউছিলেজের সঙ্গে বা অন্য কোন দ্রব্যের সঙ্গে মিশাইয়া বাটিকাকারে সেবন করা যায়। টীংচারের মাত্রা ½—২ ড্রাম।

কুশো (CUSSO.)

প্রয়োগরূপ :—(১) ইন্‌ফিউজম কুশো।

কুশো ফিতার ন্যায় কৃমি বিনাশ করে। ইন্‌ফিউশনের মাত্রা ৪—৮ আং।

কোকা (COCA.)

প্রয়োগরূপ :—(১) একষ্ট্রাক্টম কোকি লিকুইডম। (২) কোকেইনি হাইড্রোক্লোরাস। (ক) ল্যামেলি কোকেইনি। (খ) লাইকর কোকেইনি হাইড্রোক্লোরাস।

কোকা পত্র আমেরিকায় জন্মে। আমেরিকার আদিম নিবাসী বন্য লোকেরা কোকা পত্র চর্ব্বন করিয়া খায়। কোকা পত্রের এমনি গুণ যে, তাহারা কেবলমাত্র কোকা খাইয়া দুই এক দিন অনাহারে কাটাইতে পারে এবং অত্যন্ত পরিশ্রম করিয়াও ক্লান্ত হয় না।

অল্প মাত্রায় কোকা অথবা ইহার বীর্য্য কোকেইন সেবনে কাফি খাওয়ার ন্যায় গুণ হয়। ইহাতে সর্ব্বশরীর উষ্ণ বোধ হয়, শ্রান্তি দূর হয় এবং মন ও শরীরের স্ফূর্ত্তি হয়।

অধিক মাত্রায় কোকা সেবনে শিরোঘূর্ণন উপস্থিত হয় এবং হাটিবার চেষ্টা করিলে পা টলিতে থাকে। খুব অধিক মাত্রায় সেবনে মস্তিষ্কের মেডুলা এবং মেরুদণ্ডীয় স্নায়ুর পক্ষাঘাত হয়। অবশেষে শ্বাস প্রশ্বাস বন্ধ হইয়া মৃত্যু ঘটে। কোকেইন দ্বারা বিষাক্ত হইলে চক্ষুকনীনিকা প্রসারিত হয়। এই অংশ ইহার ক্রিয়া এট্রপিনের ন্যায়।

কোকেইন হাইড্রোক্লোরেটের চলিত নাম কোকেইন। এই কোকেইন

স্থানীয় স্পর্শহারক। অর্থাৎ যে স্থানে কোকেইন দ্রব লাগান যায়, সে স্থান অসাড় হয়, কোন বোধশক্তি থাকে না। এই অসাড়তা বোধ চর্ম্ম অপেক্ষা শ্লেষ্মা ঝিল্লিতে বেশী প্রকাশ পায়। এই জন্য সামান্য সামান্য অস্ত্রচিকিৎসায় আজকাল কোকেইন দ্রব খুব প্রচলিত হইয়াছে। চক্ষের ভিতর কোকেইন দ্রব দিলে চক্ষের ভিতর আর বোধশক্তি থাকে না এই জন্য ক্যাটারাক্ট অস্ত্রকার্য্য এবং চক্ষুতে অন্য কোন অস্ত্রকার্য্য করিতে কোকেইন দ্রব খুব উপযোগী।

চক্ষের ভিতর অস্ত্রকার্য্যে শতকরা ৪ ভাগ কোকেইন থাকে এরূপ ভাবে জল মিশাইয়া লোসন ব্যবহার করিবে।

নাসিকার ভিতর, মুখের ভিতর বা টাক্‌বার নিকট অস্ত্রকার্য্য করিতে হইলে শতকরা ২০ অংশ কোকেইন দ্রব ঐ সকল স্থানে বুলাইয়া দিয়া অস্ত্রকার্য্য করিলে আর যাতনা বোধ থাকে না।

বিউবো এবং ছোট ছোট টিউমর প্রভৃতিতে অস্ত্রকার্য্য করিবার পূর্ব্বে ঐ বিউবো বা টিউমারের নিকটবর্ত্তী স্থানে ১/৪ গ্রেণ কোকেইন জল মিশাইয়া চর্ম্মের নিম্নে পিচকারী করিয়া দিয়া অস্ত্রকার্য্য করিলে আর যন্ত্রণা বোধ হয় না।

স্নায়ুশূল বেদনায় বেদনা স্থানে ১/৪—১/২ গ্রেণ কোকেইন অধঃত্বাচ প্রয়োগ করিলে স্নায়ুশূল আরাম হয়।

গুহ্যদ্বারের ভিতর অস্ত্রকার্য্য করিতে হইলে কোকেইন দ্রব ব্যবহার করা যাইতে পারে।

অক্ষত চর্ম্মের উপর কোকেইন দ্রব মাখাইলে ইহা শরীরে শোষিত হয় না। এইজন্য চর্ম্মের উপর অস্ত্রকার্য্যে কোকেইন তাদৃশ উপযোগী নহে। বড় বড় অস্ত্রকার্য্যে ইহার দ্বারা যন্ত্রণা নিবারণ হয় না। তবে যে স্থানে অস্ত্রকার্য্য করিতে হইবে, সেই স্থানের চর্ম্মের নিম্নে ১/২—১ গ্রেণ মাত্রায় কোকেইন জলে দ্রব করিয়া পিচকারী করিয়া ছোট ছোট অস্ত্রকার্য্য করিলে যন্ত্রণা বোধ হয় না।

অল্পমাত্রায় কোকেইন হৃদয়ের বলকারক। এইজন্য জ্বর প্রভৃতি পীড়ায় হৃদয়ের ক্রিয়া দুর্ব্বল হইলে কোকেইন সেবন দ্বারা উপকার হয়।

এজ্‌মা এবং হুপিংকফ রোগে কোকেইন সেবন দ্বারা উপকার হইতে পারে।

গর্ভিণীদিগের বমন রোগে কোকেইন সেবনে বমন নিবারণ হয়।

সাধারণ শারীরিক দৌর্ব্বল্যে, জ্বর প্রভৃতি পীড়া অন্তে শরীর দুর্ব্বল হইলে এবং স্নায়বীয় দৌর্ব্বল্যে কোকেইন সেবনে উপকার হয়।

কখন কখন কোকেইন সেবন দ্বারা শিরঃপীড়া, অস্থিরতা, শিরোঘূর্ণন প্রভৃতি উপসর্গ উপস্থিত হয়; এবং হৃদয়ের স্থানে একরকম অসুখ বোধ এবং হৃদয়ের ক্রিয়া দুর্ব্বল হয়। অস্ত্রকার্য্যে কোকেইন ব্যবহারেও সময় সময় শ্লেষ্মা ঝিল্লির দ্বারা কোকেইন শরীরস্থ হইয়া এই সকল উপসর্গ আনয়ন করে।

মাত্রা :—লিকুইড এক্‌ষ্ট্রাক্ট ½—২ ড্রাম। লাইকর কোকেইন ২—১০ মিনিম। ইহাতে শতকরা ১০ ভাগ কোকেইন হাইড্রোক্লোরেট আছে।

কোডাইনা—কোডিন (CODEINA—CODEINE.)

ইহা অহিফেন হইতে পাওয়া যায়। মর্‌ফিয়ার ন্যায় ইহা অহিফেনের অন্যতর বীর্য্য বা উপক্ষার।

জীবদেহের উপর কোডিনের ক্রিয়া মর্‌ফাইনের সমতুল্য। তবে ইহার ক্রিয়া মর্‌ফাইন অপেক্ষা অনেক মৃদু। কোডিন সেবনে ক্ষুধামান্দ্য, কোষ্ঠ-বদ্ধতা প্রভৃতি উপস্থিত হয় না। কোডিন, মর্‌ফাইন বা আহিফেনের ন্যায় মাদকগুণ বিশিষ্ট। ইহা সেবনেও নেশা ও নিদ্রা উপস্থিত হয়, কিন্তু মর্‌ফাইন বা অহিফেনের ন্যায় নহে।

অহিফেন ও মর্‌ফাইন সেবন করিতে করিতে যেমন অভ্যস্ত হইয়া পড়ে, কোডিন সেরূপ শীঘ্র অভ্যস্ত হয় না।

কোডিন বেদনা-নিবারক, নিদ্রাকারক, স্নায়বীয় অবসাদক। ইহা সেবনে ডায়েবেটিস রোগে মূত্রের এবং শর্করার পরিমাণ হ্রাস হয়।

ব্যবহার :—নানাবিধ কাশ রোগে কাশির উগ্রতা দমন জন্য কোডিন সেবন খুব উপকারী। ইহাতে শুষ্ক কাশি দমন করে এবং তজ্জনিত যন্ত্রণা নিবারণ করে। অনেকের কাশরোগ বশতঃ রাত্রে সুনিদ্রা হয় না।

এই সকল ক্ষেত্রে কোডিন বিশেষ উপযোগী। দীর্ঘকাল সেবন করাইলেও ইহা দ্বারা অহিফেনের ন্যায় ক্ষুধামান্দ্য, কোষ্ঠবদ্ধতা প্রভৃতি উপস্থিত হয় না। ইহা খুব অল্প মাত্রায় শিশুদিগকেও দেওয়া যায়। শিশুদিগের হুপ্‌কাশি রোগে ইহা উপকারক।

শ্বাসকাশ, ব্রঙ্কাইটিস্, প্লুরিশি প্রভৃতি কাশরোগে কোডিন বিশেষ উপকারক। ডাক্তার ফিস্কার বলেন, কাশের উগ্রতা দমন করিতে মর্‌ফাইন ও ওপিয়ম অপেক্ষা কোডিন শ্রেষ্ঠ। তিনি বলেন, ⅙ গ্রেণ মর্‌ফিয়ায় যে কার্য্য না হয়, ½ গ্রেণ কোডিন দ্বারা সেই কার্য্য হয়। উগ্র কাশরোগে ½ গ্রেণ মাত্রা কোডিন প্রতিদিন ৪—৫ বার প্রয়োগ করা যাইতে পারে। ইহাতে কাশেরও উগ্রতা দমন হয় এবং শ্লেষ্মাও তরল হয়। শিশুদিগকে নির্ব্বিঘ্নে প্রয়োগ করা যায়। অহিফেন এবং মর্‌ফিয়া শিশুদিগকে প্রয়োগ করিতে যেমন আশঙ্কা হয়, কোডিন প্রয়োগে তাদৃশ আশঙ্কা হয় না।

অহিফেন ও কোডিন উভয়ই মধুমেহ বা ডায়েবেটিস্ পীড়ার ঔষধ। কিন্তু, অহিফেনে কোডিন থাকে বলিয়াই উহা ডায়েবেটিস্ পীড়ায় উপকার করে। এক্ষণে বিশেষ রূপে প্রমাণিত হইয়াছে যে, কোডিন ডায়েবেটিস্ মেলিটস্ পীড়ায় একটি অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। তবে সকল রোগীতে সমান উপকার করে না। ক্বচিৎ কোন রোগীর উপকার হয় না।

কোডিনা সেবন করিতে আরম্ভ করিলেই ডায়েবেটিস্ রোগে মূত্রের পরিমাণ এবং শর্করার পরিমাণ কমিয়া যায়। প্রথমে ¼—½ গ্রেণ মাত্রায় প্রতিদিন দুই বা তিন বার করিয়া সেবন করিবে। পরে মূত্রের শর্করা অদৃশ্য হইলে ক্রমে ক্রমে মাত্রা কমাইয়া দিবে। পুনর্ব্বার শর্করা দেখা দিলে অবার ক্রমে মাত্রা বাড়াইবে, ক্রমে ২ গ্রেণ পর্য্যন্ত মাত্রা বাড়াইতে পারা যায়। এই হইল সাধারণ নিয়ম। কিন্তু অনেক স্থানে ক্রমে আরও মাত্রা বাড়াইয়া দেওয়া যাইতে পারে। প্রতিদিন ৩ বারে ৬ গ্রেণ মাত্রাতেও দেওয়া যায়। ডাক্তার ফারকিউহার্সন বলেন, প্রতিদিন ১—২০ গ্রেণ মাত্রায় কোডিন দিয়া উপকার পাওয়া গিয়াছে।

কোডিনার আর একটি বিশেষ গুণ আছে। ইহা সেবন করিতে

করিতে অহিফেন ও মরফাইনের ন্যায় অভ্যস্ত হয় না, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। তদ্ভিন্ন ইহার আর একটী গুণ এই যে, ইহা সেবন করিতে করিতে হঠাৎ ছাড়িয়া দিলে কোন কষ্ট বোধ হয় না। অহিফেন ও মরফাইন সেবন করিয়া অভ্যস্ত হইয়া পড়িলে উহা হঠাৎ ছাড়িয়া দেওয়া বিশেষ কষ্টকর। ওদিকে কোডিন সেবনে অনেকটা ওপিয়ম বা মরফাইন সেবনের কাজ হয়। ১/২ গ্রেণ কোডিন প্রায় ১/৬ গ্রেণ মরফাইনের সমান এবং ১/৪ গ্রেণ মরফাইন ১ গ্রেণ অহিফেনের সমান। অতএব কোন ব্যক্তি মরফাইন বা ওপিয়ম সেবনে অভ্যস্ত হইয়া পরে ঐ অভ্যাস ত্যাগ করিতে ইচ্ছুক হইলে প্রথমে ওপিয়ম বা মরফাইন না খাইয়া তৎপরিবর্ত্তে কোডিন ব্যবহার করিয়া কিছু দিবস পরে ক্রমে ক্রমে ঐ কোডিন সেবনও ছাড়িয়া দিতে পারেন। এইরূপে ক্রমে ক্রমে কোডিন দ্বারা আফিং সেবন ত্যাগ করিতে পারা যায়। ডাক্তার লাউডন ব্রাউণ্টন বলেন যে, ডিস্মেনোরিয়া (কষ্টরজঃ) পীড়ার বেদনা ১/২ গ্রেণ মাত্রায় কোডিন সেবনে বেদনার উপশম হয়। ঐ মাত্রায় সেবনে ওভেরিয়ান ইরিটেশন, ওভেরির বেদনা এবং জরায়ুর নানাবিধ বেদনায় উপকার করে।

পাকস্থলীর উগ্রতা জন্য বমন ও বমনোদ্বেগ নিবারণ জন্য কোডিনের ব্যবহার হয়। গ্যাষ্ট্রোডাইনিয়া এবং এণ্টিরোডাইনিয়া, যকৃত শূল (পিত্ত শূল) এবং উদর গহ্বরের অন্যান্য যন্ত্রের শূল বেদনায় কোডিন বিশেষ উপকারক।

পাকস্থলীর উগ্রতা জন্য বমন ও বমনোদ্বেগ হইলে কোডিন সেবনে তৎক্ষণাৎ উপকার হয়।

মানসিক চাঞ্চল্য, অতিরিক্ত অধ্যয়ন, স্নায়বীয় উত্তেজনা (সহজ কথায় বায়ু বৃদ্ধি) হইয়া অনিদ্রা উপস্থিত হইলে কোডিন সেবনে সুনিদ্রা হয়। ইহাতে স্নায়ুর উত্তেজনা দমন করে। উন্মাদ রোগী অত্যন্ত অস্থির হইলে এবং উৎপাত করিলে ২১/২ গ্রেণ মাত্রায় ১ মাত্রা কোডিন সেবন করাইতে পারিলে তৎক্ষণাৎ স্থির হয়।

কোডিনের মাত্রা ১/২—২ গ্রেণ। ডায়েবেটিস্ পীড়ায় আরও বেশী মাত্রায় ব্যবহার হয়। কিন্তু তাহা ফার্ম্মাকোপিয়ার অনুমোদিত মাত্রা নহে।

কোডইন চূর্ণ অথবা বটিকাকারে দেওয়া যায়। ইহা অত্যন্ত তিক্ত। এক্‌ষ্ট্রাক্ট্‌ জেন্‌শন্‌ এবং লিকরাইচের গুঁড়া দ্বারা পিল করা যায়। কোডিন ½ গ্রেণ, এক্‌ষ্ট্রাক্ট জেনশেন এবং লিকরাইচ যথা-প্রয়োজন। একত্রে মিশাইয়া একটী বটিকা দিন ৩ বার সেবন বা ২ বার সেবন।

কোনিয়াই ফোলিয়া—হেমলক্‌ লিফ্‌ (CONII FOLIA.)
কোনিয়াই ফ্রুক্টস্‌—হেমলক ফ্রুট (CONII FRUCTUS.)

প্রয়োগরূপ :—(১) ক্যাটাপ্লাস্‌মা কোনিয়াই। (২) এক্‌ষ্ট্রাক্টম্‌ কোনিয়াই। (৩) পাইলিউলা কোনিয়াই কম্পোজিটা। (৪) টীংচ্যুরা কোনিয়াই। (৫) সকস্‌ কোনিয়াই। (৬) অঙ্গুয়েণ্টম্‌ কোনিয়াই। (৭) ভেপর কোনাইনি।

কোনায়ম বিষাক্ত উদ্ভিদ। এই বিষ সেবন করাইয়া পণ্ডিত সক্রেটিসের প্রাণবধ করা হইয়াছিল।

বিষাক্ত মাত্রায় কোনায়ম সেবনে প্রথমে চক্ষের পাতা পড়িয়া যায়, রোগী চক্ষের পাতা মেলিতে পারে না। কোনায়ম চক্ষের তৃতীয় স্নায়ুর পক্ষাঘাত জন্মাইয়া এই কার্য্য করে। চক্ষুকনীনিকা প্রসারিত হয়, পরে পদদ্বয় ভার ভার ও অসাড় বোধ হয়। রোগী স্থির করিয়া পা ফেলিতে পারে না, পরিশেষে হাত পা সমস্ত পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়। রোগী হাত পা নাড়িতে একবারেই অসমর্থ হয়। পক্ষাঘাত হয় বটে, কিন্তু সম্পূর্ণ পক্ষাঘাত হয় না। অঙ্গের বোধশক্তি অব্যাহত থাকে, কিন্তু গতিশক্তি থাকে না। বোধশক্তিবাহী স্নায়ু সকলের উপর কোনায়ম কার্য্য করে না। প্রথমে শ্বাস প্রশ্বাসে কোন কষ্ট হয় না; কিন্তু পরিশেষে শ্বাসরুদ্ধ হইয়া রোগী প্রাণত্যাগ করে।

কোনায়াম দ্বারা বিষাক্ত হইলে রোগীর আগাগোড়া বেশ জ্ঞান থাকে। মস্তিষ্কের উপর ইহার কোন ক্রিয়া নাই।

কোনায়ম রক্তের সঙ্গে মিশ্রিত হইয়া পরিশেষে মূত্র এবং শ্বাসবায়ুর সঙ্গে নির্গত হইয়া যায়।

কোনায়ম বড় একটা ঔষধে ব্যবহার হয় না। আধুনিক চিকিৎসক-

দিগের মতে ইহার তাদৃশ গুণ কিছুই নাই। টেটেনস, প্যারিল্লিসমস, হুপিংকফ, কোরিয়া এবং নানাবিধ আক্ষেপ রোগে কোনায়ম্ ব্যবহৃত হয়, কিন্তু কোন রোগেই তাদৃশ ফল দর্শে না। ডাক্তার হ্যাণ্ডফিল্ড জোন্স প্যারালিসিস্ এজিট্যান্স রোগে ব্যবহার করিতে উপদেশ দেন। ম্যানিয়া বা উন্মাদ রোগে রোগী অত্যন্ত দুরন্ত হইলে কোনায়ম প্রয়োগ উপকার হইবার সম্ভাবনা। ইহাতে অতিরিক্ত আক্ষেপ নিবারণ করিয়া রোগীকে সুস্থির করে।

গুহ্যদ্বারে অর্শ, ভগন্দর, ফিসার (ক্ষত) প্রভৃতি হইয়া অত্যন্ত যন্ত্রণা হইলে তথায় কোনায়মের মলম প্রয়োগে যন্ত্রণা নিবারণ হয়। এই ফলটি প্রত্যক্ষ।

অনেক ভাল ভাল ডাক্তারদিগের মতে কোনায়ামেব প্রায় সমস্ত প্রয়োগ-রূপ *সম্পূর্ণ ক্ষমতা শূন্য। কেবল মাত্র সকস্ কোনাইটিই তাঁহাদের মতে* ভাল। এই সকস্ কোনাইতেও ফল পাইতে হইলে অত্যন্ত অধিক মাত্রায় প্রয়োগ করার দরকার। ডাক্তার হার্স ১ আং হইতে ৩।৪ আউন্স মাত্রায় প্রয়োগ করিতে উপদেশ দেন। বিষাক্ততাব লক্ষণ উপস্থিত হইতেই কোনায়ম প্রয়োগ বন্ধ করিতে হইবে। হাত পা অসাড় বোধ হইলে বা গলাধঃকরণে কষ্ট বোধ হইলেই ঔষধ বন্ধ করা উচিত।

শিশুরা অধিক মাত্রায় কোনায়ম সহ্য করিতে পারে। ৮ বৎসরের বালিকা ১ আং মাত্রায় সকস্ কোনাই সহ্য করিতে পারে।

কোনায়ম হইতে প্রাপ্ত বীর্য্যের নাম কোনাইন। এই কোনাইন খুব বিষাক্ত জিনিষ।

কোপেইবা (COPAIBA.)

প্রয়োগরূপ :—(১) ওলিয়ম্ কোপেইবি।

কোপেইবা মূত্রকারক। অধিক মাত্রায় কোপেইবা সেবনে বমন ও উদরাময় হয়। মূত্রনালী এবং ব্লাডারের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লির উপর কোপেই-বার ক্রিয়া দেখা যায়। ইহাতে ঐ সকল শ্লেষ্মা ঝিল্লি উত্তেজিত হয় এবং ঐ সকল শ্লেষ্মা ঝিল্লি হইতে স্রাব হইতে থাকিলে কোপেইবা ঐ সকল

স্রাব বন্ধ করে। এই কারণে কোপেইবা গণরিয়া এবং সিষ্টাইটিস্ পীড়ার ঔষধ। গণরিয়া পীড়ার প্রথমাবস্থায় যখন খুব জ্বালা যন্ত্রণা থাকে তখন কোপেইবা ব্যবহারে বরঞ্চ পীড়ার বৃদ্ধি হয়। যখন জ্বালা যন্ত্রণা কমিয়া গিয়া গণরিয়া পীড়া দ্বিতীয় অবস্থায় উপস্থিত হয় এবং পূযের ন্যায় স্রাব হইতে থাকে, সেই সময় কোপেইবা সেবনে গণরিয়া পীড়া অতি সত্বর আরোগ্য হয়। গণরিয়ার প্রথম অবস্থায় বিরেচন প্রভৃতি ক্রিয়া দ্বারা প্রদাহ নাশ করিবে—লাইকর পটাসি প্রয়োগ করিবে, শীতল জল পান করিতে দিবে এবং রোগীকে অল্পাহারে রাখিবে। পরে প্রদাহের অবস্থা গত হইলে কোপেইবা সেবন করিতে দিবে। পুরাতন সিষ্টাইটিস্ রোগে এবং পুরাতন ব্রঙ্কাইটিস্ রোগে কোপেইবা সেবন উপকারক। ইহা মূত্রকারক হইলেও মূত্রকারক বলিয়া প্রায় ব্যবহৃত হয় না। কিড্‌নি যন্ত্রের প্রদাহ থাকিলে ইহার প্রয়োগ নিষিদ্ধ।

সেরায়াসিস্ রোগে চর্ম্মের উপর কোপেইবা মালিস করিলে উপকার হইয়া থাকে।

কোপেইবা রক্তে মিশিয়া মূত্র এবং প্রশ্বাসের সঙ্গে বাহির হইয়া যায়। প্রস্রাবের সঙ্গে বাহির হইবার সময় ইহা ব্লাডার এবং মূত্রনালীর শ্লেষ্মা ঝিল্লির উপর ক্রিয়া করে। অতএব কোপেইবার ক্রিয়া কতকটা স্থানীয়, কিন্তু তাহা বলিয়া মূত্রনালী মধ্যে কোপেইবা পিচকারী করিয়া দিলে ইহার দ্বারা বিশেষ ফল হয় না। ইহা সেবন করিয়া শরীর হইতে পরিবর্ত্তিত আকারে মূত্রনালী দিয়া বাহির হয় এবং সেই পরিবর্ত্তিত কোপেইবাই মূত্রনালীর শ্লেষ্মা ঝিল্লির উপর কার্য্য করে।

কোপেইবা সেবনে অনেক রোগীর পেট ভার বোধ উদরাময় এবং বমন হয়। ইহার ঘ্রাণ অত্যন্ত দুর্গন্ধ। এই জন্য সকলে কোপেইবা সেবন করিতে পারে না। আজ কাল চিনি ও জেলেটিন যোগে কোপেইবার ক্যাপসিউল প্রস্তুত হইতেছে, ঐ গুলি সেবনে কোন অসুবিধা নাই।

কোপেইবা সেবনে অনেক রোগীর গায়ে এক রকম চর্ম্ম রোগ বাহির হয়।

কোপেইবা জলে মিশ্রিত হয় না। এই জন্য কোপেইবার মিক্শ্চার

তৈয়ার করিতে হইলে উহাতে একটু লাইকর পটাসি যোগ করিয়া দিতে হয়। তদ্ভিন্ন, ম্যাগ্নেসিয়া, জিঞ্জার প্রভৃতি মিশাইয়া কোপেইবা বটিকাকারেও দিতে পারা যায়।

কোপেইবার মাত্রা ½ হইতে ১ ড্রাম। তৈলের মাত্রা ৫—২০ মিনিম।

℞ কোপেইবা ʒss, লাইকর পটাসি mxv, স্পীরিট ঈথর নাইট্রোসি mxv, টীংচুরা ওপিয়াই mx, মিউসিলেজ একেশায়ি ad ʒi, ১ মাত্রা দিন ৩ বার। গণরিয়া পীড়ায়।

℞ কোপেইবা ʒss, ম্যাগ্নেসিয়া q. s. মিশ্রিত করিয়া ২টী বড়ী। এক বারে দুইটী সেবন করিবে। প্রত্যহ ৩ বার সেবন।

ওলয়াম কোপেইবার গুণ কোপেইবার ন্যায়। ইহাও লাইকর পটাসি এবং নাইট্রিক ঈথরের সঙ্গে মিক্শ্চার করিয়া দেওয়া যায়।

গণরিয়ার শেষাবস্থায় অনেকে কোপেইবা এবং টীংচার ফেরি একত্রে ব্যবস্থা করেন।

কোরিএণ্ড্রাই ফ্রক্টস্
(CORIANDRI FRUCTUS.)

বাঙ্গালা—ধনিয়া।

প্রয়োগরূপ :—(১) ওলিয়ম কোরিএণ্ড্রাই।

ধনিয়া উদরাধ্মান এবং পেট কামড়ানি নিবারণ করে। ছেলেদের পেট ফাঁপিলে ধনিয়া ভিজা জল খুব উপকারক। গরম জলে ধনিয়া ভিজাইলে ধনিয়ার জল তৈয়ার হয়। ফলচূর্ণের মাত্রা ১০—৬০ গ্রেণ। কিন্তু ফল অপেক্ষা ইহার তৈল উপকারী। তৈলের মাত্রা ১—৪ মিনিম। চিনির সঙ্গে মিশাইয়া সেবন করিবে।

ক্রোকস্—স্যাফ্রণ (CROCUS.)

বাঙ্গালা—জাফ্রাণ।

প্রয়োগরূপ :—(১) টীং ক্রোকি।

ইহা ঔষধ রং করিবার জন্য ব্যবহৃত হয়। টীংচারের মাত্রা ½—১ ড্রাম।

ক্রোটনিস্‌ ওলিয়ম—ক্রোটন অইল

(CROTONIS OLEUM—CROTON OIL.)

বাঙ্গালা—জয়পালের তৈল্‌।

প্রয়োগরূপ :—(১) লিনিমেণ্টম ক্রোটনিস্‌।

ক্রোটন অইল চর্ম্মে লাগাইলে সেই স্থান জ্বালা করে, লাল হইয়া উঠে এবং অবশেষে পাঁচ্‌ড়ার ন্যায় পূষপূর্ণ ছোট ছোট স্ফোটক হয়।

অধিক মাত্রায় ক্রোটন অইল সেবনে কলেরার ন্যায় লক্ষণ উপস্থিত হয়। অতিশয় ভেদ, বমন, উদরজ্বালা এবং কোলাপ্স (পতনাবস্থা) উপস্থিত হয়। অল্পমাত্রায় ইহা উগ্র বিরেচক। কিন্তু ইহাতে পেট জ্বালা করে।

এপপ্লেক্‌সি এবং মস্তিষ্কের রক্তাধিক্য রোগে ইহা বিরেচকরূপে ব্যবহৃত হয়। যে সকল স্থলে রোগী সহজে ঔষধ সেবন করিতে চায় না, সেই সকল স্থলে দাস্ত করাইতে হইলে ক্রোটন অইল বেস সুবিধা জনক। কারণ ইহা খুব কম মাত্রায় কাজ করে। দুরন্ত উন্মাদ রোগীকে দাস্ত করাইতে হইলে যোগেযাগে ১ মিনিম ক্রোটন অইল তাহার জিহ্বার গোড়াতে দিতে পারিলেই রোগী ঔষধ গিলিয়া ফেলে।

ক্রোটন অইল লিনিমেণ্ট চর্ম্মের প্রদাহকারক, ইহা প্রত্যুগ্রতা সাধক মালিস। নিউমোনিয়া, প্লুরিসি প্রভৃতি পীড়ায় ব্যবহার করা যাইতে পারে। কিন্তু ইহা অপেক্ষা অনেক ভাল মালিস আছে। ক্রোটন লিনিমেণ্ট বড় একটা ব্যবহার হয় না।

ক্রোটন অইলের মাত্রা ½—১ মিনিম। চিনির সঙ্গে মিশাইয়া দেওয়া যায়। ক্যাষ্টর অইলের সঙ্গেও দেওয়া যাইতে পারে।

ক্র্যামেরাই র‍্যাডিক্‌স্‌—র‍্যাটনি রুট

(KRAMERIÆ RADIC—RHATANY ROOT.)

প্রয়োগরূপ ;—(১) একৃষ্ট্রাক্টম্‌ ক্র্যামিরাই। (২) ইন্‌ফিউজন ক্র্যামেরাই। (৩) টীংচ্যুরা ক্র্যামেরাই।

র‍্যাটানিতে ট্যানিক এছিড আছে। এই জন্য ইহার গুণ সংকোচক।

ইহার ক্রিয়া ও ব্যবহার ট্যানিক এছিডের ন্যায়। টীংচার ক্যামিরাই উদরাময়ে ব্যাবহার করা যাইতে পারে। ইহার মাত্রা ১—২ ড্রাম।

ক্রাইছারোবাইনম্—ক্রাইছারোবিন
(CHRYSAROBINUM—CHRYSA ROBIN.)

চলিত নাম—গোয়া পাউডার (Goa Powder)।

প্রয়োগরূপ :—(১) অঙ্গুয়েণ্টম ক্রাইছাবোবাইনি।

ব্যবহার :—দদ্রু এবং সোরায়াসিস্ রোগে ইহার মলম উপকারী। দদ্রু রোগে ইহার মলম মালিস করিলে অতি সত্বর রোগ সারিয়া যায় বটে ; কিন্তু অল্পদিন মধ্যে পুনর্ব্বার প্রকাশ হয়।

গলা—গল নট (GALLA—GULL NUTS.)

বাঙ্গালা—মাজুফল।

ইহা হইতেই ট্যানিক এছিড এবং গ্যালিক এছিড পাওয়া যায়।

(১) টীংচুারা গলি। (২) অঙ্গুয়েণ্টম গ্যালি। (৩) অঙ্গুয়েণ্টম্ গালি কম্ ওপিও।

মাজুফল অত্যন্ত সংকোচক। ইহার ক্রিয়া গ্যালিক এছিড এবং ট্যানিক এছিডের ন্যায়। উদরাময়ে ধারক, রক্তরোধক। ইহার মলম অর্শ রোগে অতি উৎকৃষ্ট। অর্শের বলির উপর লাগাইলে শীঘ্রই বলি বসিয়া যায়। ওপিয়ম সংযুক্ত মলম অর্শের বেদনাও নিবারণ করে। অন্যান্য নানাবিধ ক্ষতে গল অয়েণ্টমেণ্ট লাগাইলে উপকার হয়। যে সকল ক্ষত হইতে অতিশয় পূঁয বা রস পড়ে, তাহাতে ইহার মলম উপকারী। টীংচার গল উদরাময়ে ধারক। রক্তস্রাব রোগে উপকারক। মাত্রা ½—২ ড্রাম।

গটা পার্চ্চা (GUTTA PERCHA.)

প্রয়োগরূপ :—(১) লাইকর গটা পার্চ্চা।

গটা পার্চ্চা আবরক। ক্ষতাদি ড্রেস্ করিতে সর্ব্বদা ব্যবহার হয়। তরুণ ক্ষতাদির উপর লাইকর গটা পার্চ্চা লাগাইলে ইহা ঐ ক্ষতের আবরক

স্বরূপ হইয়া উপকার করে। বাহিরের বাতাস, কুটা, ধূলিকণা প্রভৃতি হইতে ক্ষত সংরক্ষিত হয়। বসন্ত, এরিছিপেলস্ প্রভৃতিতে লাইকর গটা পার্চ্চা লাগাইলে উপকার হয়।

গাছিপায়ম—কটন উল
(GOSSYPIAM—COTTON WOOL.)

বাঙ্গলা—তুলা।

অস্ত্রচিকিৎসা কার্য্যে সর্ব্বদা তুলার ব্যবহার হইয়া থাকে। ইহাও আবরক। তুলাতে মলম প্রভৃতি মাখাইয়া ক্ষতাদির উপর দেওয়া যায়। ইহা নরম বলিয়া ক্ষতের উপর প্রয়োগে ক্ষতের কোন উত্তেজনা হয় না। কোন স্থান পুড়িয়া গেলে মসিনার তৈলে তুলা ভিজাইয়া তাহার উপর বেস পাতলা করিয়া বিছাইয়া দিলে আর জ্বালা যন্ত্রণা থাকে না এবং ঐ ক্ষতে বাহিরের বাতাস লাগিয়া অনিষ্ট হয় না। অস্থি ভগ্ন হইলে স্পীণ্ট বাঁধিবার সময় তুলার প্রয়োজন। স্ত্রীলোকের অস্‌ইউরেটরই, যোনি প্রভৃতিতে ঔষধ লাগাইতে হইলে তুলার পুঁটলিতে ঔষধ মাখাইয়া অনায়াসে লাগান যাইতে পারে।

গন্‌কটন বা পাইরক্সাইলিন প্রস্তুত করিতে তুলার ব্যবহার হয়।

গাল্‌বেনম্—(GALBANUM.)

প্রয়োগরূপ :—(১) এম্‌প্লাষ্টম্ গ্যালবেনি।

গালবেনামের ক্রিয়া কতকটা এসাফিটিডির ন্যায়। বড় একটা ব্যবহার নাই। কফনিঃসারক। বগলের, কুচ্‌কির এবং অন্যান্য স্থানে বিচি উঠিলে ইহার প্ল্যাষ্টার লাগান যায়।

গুয়াইসাই লিগ্‌নম—গোয়েকম
(GUAIACI LIGNUM—GUAICUM.)

অন্য নাম লিগ্‌নম্ ভাইটি (Lignum Vitæ)।

প্রয়োগরূপ :—(১) গোয়েকম রেজিন। (২) মিশ্‌চুরা গুয়াইসাই। (৩) টিংচুরা গুয়াইসাই এমনিয়েটা।

পূর্ব্বকালে গোয়েকম সিফিলিস পীড়ায় ব্যবহৃত হইত। এইক্ষণে প্রমাণিত হইয়াছে, ইহার সিফিলিস্ বিষনাশক কোনও গুণ নাই। ইহা ঘর্ম্মকারক এবং রজোনিঃসারক।

পুরাতন বাতরোগ (ক্রনিক নিউম্যাটিজম্) ইহা বেস উপকারী ঔষধ। বৃদ্ধদিগের পুরাতন ধরণের রিউম্যাটিজম্ রোগে ইহা সেবনে বেদনা দূর হয়। এমিনোরিয়া এবং ডিস্‌মেনোরিয়া রোগে ইহা বেস উপকারী। এমিনোরিয়া রোগে গোয়েকম রেজিন ১০ গ্রেণ মাত্রায় আহারের পূর্ব্বে ১ বার এবং ডিস্‌মেনোরিয়া রোগে টীংচার গোয়েকম এমনিয়েটা ½ ড্রাম মাত্রায় প্রতি ২ ঘণ্টা অন্তর দিতে ডাক্তার স এয়ার পরামর্শ দেন।

গোয়েকম "ডিককৃশন্ সালসা কম্পাউণ্ড" নামক ঔষধে আছে। ডিককৃশন্ সার্‌সার অনেক গুণ ঐ গোয়েকম থাকার জন্য হইয়া থাকে।

গোয়েকম রেজিনের মাত্রা ১০—৩০ গ্রেণ। মিক্‌শ্চার ½—২ আং, এমনিয়েটেড টিংচার ½—১ ড্রাম।

গ্রাণাটি রাডিছিস কর্‌টেক্স—পোম্ গ্র্যানেট রুট বার্ক (GRANATI RADICIS CORTEX—POME GRANATE ROOT BARK.)

বাঙ্গালা—দাড়িম্ব মূলের ছাল।

প্রয়োগরূপ ঃ—(১) ডিকক্টম্ রাডিছিস।

দাড়িম্ব মূলের ডিককৃশন ফিতার ন্যায় ক্রিমি বিনাশ করে। ইহার মাত্রা ২—৪ আঃ। খালি পেটে প্রাতঃকালে সেবন করিতে দিবে।

গ্লুসাইডম্—গ্লুছাইড্ (GLUSIDUM—GLUSIDE.)

চলিত নাম স্যাকারিন (Saccharin)। ইহার আস্বাদ মিষ্ট। চিনির ন্যায়। অনেকের মতে ইহা চিনির ন্যায় পুষ্টিকারক নহে। চিনির যেমন উত্তাপ সংরক্ষক গুণ আছে, ইহার তাহা নাই।

গ্লাইছেরিনম্—গ্লাইছেরিন

(GLYCERINUM—GLYCERINE.)

প্রয়োগরূপ :—(১) সাপাজিটোরিয়া গ্লাইছেরিনাই। তদ্ভিন্ন, নানাবিধ গ্লাইছেরিন ঔষধে গ্লাইছেরিন আছে, যেমন গ্লাইছেরিনাই এছিডাই কার্ব্বলিছাই। সমস্ত ল্যামেলি এবং আরও কয়টী ঔষধে গ্লাইছেরিন লাগে।

গ্লাইছেরিনের গুণ স্নিগ্ধকারক। মুখের ভিতর ক্ষত হইয়া ঐ ক্ষত জ্বালা করিতে থাকিলে উহাতে গ্লাইছেরিন লাগাইয়া দিলে জ্বালা নিবারণ হয়। ঠোঁট ফাটিয়া গেলে তথায় গ্লাইছেরিন দিলে যন্ত্রণা দূর হয়। স্তন ফাটিয়া গেলেও লাগান যায়। অন্যান্য স্থানের ক্ষত শুষ্ক হইয়াও জ্বালা করিতে থাকিলে তাহার উপর এই ঔষধ লাগাইলে ক্ষত ভিজিয়া নরম হয় এবং জ্বালা যন্ত্রণা দূর হয়।

উগ্র কাশ রোগে গ্লাইছেরিন সেবনে কাশির উগ্রতা কমিয়া যায় এবং এবং সরল হইয়া কাশ উঠে। যক্ষ্মাকাশে কড্‌লিবর অইলের সঙ্গে ব্যবহার করা উপকারক। ইহা সেবনে কঠিন মল সরল হয়। এই জন্য কোষ্ঠ বদ্ধতা রোগে গ্লাইছেরিন' সেবন উপকারক। গ্লাইছেরিনের পচননিবারক গুণও আছে। এই জন্য, টিকাদারেরা বসন্তের বীজ ভাল করিবার জন্য গ্লাইছেরিন মিশাইয়া রাখে। ছোট ছোট ছেলেদের কোষ্ঠবদ্ধতা রোগে ১—২ ড্রাম গ্লাইছেরিন লইয়া ½ আং জলের সঙ্গে মিশাইয়া গুহ্যদ্বারে পিচকারী দিলে দাস্ত হয়। গুহ্যদ্বার ফাটিয়া গিয়া যন্ত্রণা (ফিসার অব দি এনস্) হইলে তথায় গ্লাইছেরিন লাগাইয়া দিলে উপকার হয়। কোষ্ঠবদ্ধতা রোগে গুহ্যদ্বারে গ্লাইছেরিন সাপোজিটারি লাগান যায়। শয্যাক্ষত (বেড্‌সোর) হইবার পূর্ব্বে চর্ম্মের উপর গ্লাইছেরিন লাগাইলে আর বেড্‌সোর হইতে পারে না। অনেকে বলেন গ্লাইছেরিন সেবন করিলে কড্‌লিবর অইল সেবনের গুণ হয়। কিন্তু সে কথার কোন প্রমাণ নাই। ইহার মাত্রা ½—২ ড্রাম।

গ্লাছিরহাইজি র‍্যাডিক্স্—লিকরাইজ রুট
(GLYCYRRHIZÆ RADIX—LIQUORICE ROOT.)

বাঙ্গালা—যষ্টিমধু।

প্রয়োগরূপ :—(১) এক্‌ষ্ট্রাক্টম্ গ্লাইছিরহাইজি। (২) এক্‌ষ্ট্রাক্টম্ গ্লাই-ছিরহাইজি লিকুইডম। (৩) পল্‌ভিস্ গ্লাইছিরহাইজি কম্পোজিটস।

লিকরাইচ বা যষ্টিমধু স্নিগ্ধকারক গুণবিশিষ্ট। ইহার আস্বাদ মিষ্ট। এই জন্য অন্যান্য ঔষধের বিকট আস্বাদ ঢাকিবার জন্য ব্যবহার হয়। অনেক পিল এবং গুঁড়া ঔষধে লিকরাইচ আছে। কম্পাউণ্ড পাউডার অব লিকারাইচ মৃদু বিরেচক। ইহার সহিত সেনা এবং সাল্‌ফার আছে। ইহার মাত্রা ৩০—৬০ গ্রেণ।

চিরেতা (CHIRETA.)

বাঙ্গালা—চিরাতা।

প্রয়োগরূপ :—(১) ইন্‌ফিউজম্ চিরেটি। (২) টীংচুরা চিরেটি।

চিরেতা বলকারক (টনিক), ক্ষুধাবৃদ্ধিকারক। অজীর্ণ রোগে এবং জ্বরান্তে দৌর্ব্বল্যে ব্যবহার করা যায়।

ইন্‌ফিউশন্ মাত্রা ১—২ আং। টীংচার ½—২ ড্রাম।

ছিংকোনি কর্‌টেক্স—ছিংকোনা বার্ক
(CINCHONÆ CORTEX—CINCHONA BARK.)

প্রয়োগরূপ :—(১) ডিককৃটম্ ছিংকোনি। (২) এক্‌ষ্ট্রাক্টম্ ছিংকোনি লিকুইডম। (৩) ইন্‌ফিউজম্ ছিংকোনি এছাইডম। (৪) টীংচুরা ছিংকোনি। (৫) টীংচুরা ছিংকোনি কম্পোজিটা।

তদ্ভিন্ন ছিংকোনা হইতে ছিংকোনাইডাইনি সল্‌ফাস এবং ছিংকোনাইনি সল্‌ফাস পাওয়া যায়।

ছিংকোনা বার্ক হইতে কুইনাইন বাহির হয়। এই কুইনাইনের গুণ পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। ছিংকোনা বার্ক পর্য্যায় জ্বরনিবারক, কিন্তু কুই-নাইনের ন্যায় উপকারী নহে। ইহা সংকোচক এবং বলকারক। ইহা

দৌর্ব্বল্যাবস্থার উৎকৃষ্ট টনিক। নিউমোনিয়া রোগের শেষাবস্থায় বার্ক এবং কার্ব্বনেট্ অব্ এমনিয়া উৎকৃষ্ট বলকারক ঔষধ। ইহা অল্প মাত্রায় ক্ষুধা-বৃদ্ধিকারক, কিন্তু অধিক মাত্রায় পেট ভার করে। ছিংকোনাইডিন এবং ছিংকোনাইনের ক্রিয়াও কুইনাইনের ন্যায়। কিন্তু কুইনাইনের সমকক্ষ নহে।

মাত্রা :—ডিকক্শন ১—২ আং। লিকুইড্ এক্ষ্ট্রাক্ট ৫—১০ মিনিম। ইন্‌ফিউজন ১—২ আং। টীংচার ১—২ ড্রাম। কম্পাউণ্ড টীংচার ½—২ ড্রাম। ছিংকোনাইডাইনি সল্‌ফাস ১—১০ গ্রেণ। ছিংকোনাইনি সল্‌ফাস্ ১—১০ গ্রেণ।

ছিনামোমাই কর্টেক্স্—ছিনামন বার্ক
(CINNAMOMI CORTEX—CINNAMON BARK.)

বাঙ্গালা—দারুচিনি।

প্রয়োগরূপ :—(১) একুয়া ছিনামোমাই। (২) ওলিয়ম ছিনামোমাই। (৩) স্পীরিটস ছিনামোমাই। (৪) টীংচুরা ছিনামোমাই। (৫) পল্‌ভিস্ ছিনামোমাই কম্পোজিটা।

ছিনামম সুগন্ধ বলিয়া অন্যান্য ঔষধের সঙ্গে ব্যবহার হয়। ইহা উদ-রাধ্মান নিবারক এবং ক্ষুধাবৃদ্ধিকারক। অল্প মাত্রায় সেবনে ইহাতে পাক-স্থলীর শ্লেষ্মা ঝিল্লি উত্তেজিত হয় এবং পাচকরস নিঃসৃত হয়, এই জন্য তরকারী ও মাংসের সঙ্গে দারুচিনি মিশাইয়া আমরা খাইয়া থাকি। দারু-চিনি কিছু সংকোচক, এজন্য উদরাময় এবং ফুস্‌ফুস হইতে রক্তস্রাবে ইহা সেবনে উপকার করে। বমনোদ্বেগ হইলে অল্প দারুচিনি খাইলে নিবারণ হয়। ইহার তৈল উদরাধ্মান নিবারক। পেট কামড়াইলে দারু-চিনির তৈল সেবনে উপকার হয়।

মাত্রা :—একুয়া ১—২ আং। ওলিয়ম ১—৪ মিনিম। কম্পাউণ্ড পাউ-ডার ৩—১০ গ্রেণ। টিংচার ½—২ ড্রাম।

ছিমিছিফিউগি রাইজোমা
(CIMICIFUGÆ RHIZOMA.)

নামান্তর—এক্‌টি রেস্‌মোসা (Actæ Racemosa)।

প্রয়োগরূপ :—(১) এক্‌ট্রাক্টম্‌ ছিমিছিফিউগি লিকুইডম। (২) টিঞ্চুরা ছিমিছিফিউগি।

ক্রনিক রিউম্যাটিজম্‌, লম্‌বেগো এবং ছায়েটিকা রোগে ছিমিছিফিউগা উপকারক বলিয়া কথিত আছে। ইহা রজোনিঃসারক বলিয়া এমিনোরিয়া রোগে ব্যবহার হয়।

কন্‌জেস্‌টিভ ডিস্‌মেনোরিয়া রোগে ইহার টীংচার ৫—১০ মিনিম মাত্রায় প্রতি ২—৩ ঘণ্টান্তর প্রয়োগে বিশেষ উপকার হয়। কোরিয়া রোগে পূর্ব্বে একটিরেসমোসা খুব উপকারক বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। কিন্তু এইক্ষণে ঐ রোগ চিকিৎসায় আর ইহার আদর নাই।

অধিক মাত্রায় সেবনে বমন, শিরোঘূর্ণন এবং হৃদয়ের অবসাদ উৎপন্ন হয়। অল্প মাত্রায় ইহা হৃদয়ের বলকারক। কিন্তু হৃদ্‌রোগে ইহার তাদৃশ ব্যবহার নাই।

মাত্রা :—লিকুইড এক্‌ট্রাক্ট ৩—১০ মিনিম। টীংচার ১৫—৬০ মিনিম।

জুনিপেরি ওলিয়ম—অইল অব্‌ জুনিপার
(JUNIPERI OLEUM—OIL OF JUNIPER.)

প্রয়োগরূপ :—(১) স্পীরিটস্‌ জুনিপেরি।

জুনিপারের ক্রিয়া টুর্‌পেণ্টাইনের ন্যায়। ইহা উত্তেজক মূত্রকারক। তা ছাড়া, ইহা আক্ষেপনিবারক এবং ক্ষুধাবৃদ্ধিকারক।

জুনিপার শোথ রোগে মূত্রকারকরূপে ব্যবহৃত হয়। অধিক মাত্রায় ইহাতে রক্তপ্রস্রাব হয় এবং মূত্রাশয়ের প্রদাহ হয়।

জুনিপার রক্তের ভিতর প্রবেশ করিয়া ক্রিয়া করে এবং পরিশেষে প্রস্রাবের সঙ্গে নির্গত হইয়া যায়।

অইল অব্ জুনিপারের মাত্রা ১—৪ মিনিম। স্পীরিটের মাত্রা ½—২ ড্রাম্।

জিঞ্জিবার—জিঞ্জার (GINGIBER—GINGER.)

বাঙ্গালা—সুঁঠ।

প্রয়োগরূপ :—(১) সিরপস্ জিঞ্জিবেরিস। (২) টীংচ্যুরা জিঞ্জিবেরিস ফর্‌টিয়র। (৩) টীংচ্যুরা জিঞ্জিবেরিস।

জিঞ্জারের ক্রিয়া ক্যাপ্‌ছিকমের তুল্য। ইহা ক্ষুধাবৃদ্ধিকারক। লালা নিঃসারক এবং উত্তেজক।

সিরপের মাত্রা ১ ড্রাম, ষ্ট্রং টীংচার ৫—১০ মিনিম, টীংচার ১৫—৬০ মিনিম।

জেবরাণ্ডি (JABORANDI.)

প্রয়োগরূপ :—(১) একষ্ট্রাক্টম জ্যাবরাণ্ডি। (২) ইন্‌ফিউশন জ্যাবরাণ্ডি। (৩) টীংচ্যুরা জ্যাবরাণ্ডি।

জ্যাবরাণ্ডি হইতে "পাইকার্পাইন" পাওয়া যায়। জ্যাবরাণ্ডি প্রবল ঘর্ম্মকারক, লালানিঃসারক এবং উত্তাপহারক।

জ্যাবরাণ্ডি সেবনের পর দশ বার মিনিট মধ্যেই শরীর অত্যন্ত দুর্ব্বল বোধ হয়, গা বোমি বোমি করিতে থাকে, খুব ঘর্ম্ম হয় এবং মুখ দিয়া লালাস্রাব হয়। ইউরিয়া নামক পদার্থ শরীর ক্ষয় হইয়া উৎপন্ন হয় এবং মূত্রের সহিত নির্গত হয়। কিন্তু জ্যাবরাণ্ডি সেবন করিলে ইউরিয়া ঘর্ম্মের সহিত নির্গত হয়। জ্যাবরাণ্ডির ক্রিয়া তিন চারি ঘণ্টার বেশী স্থায়ী হয় না। জ্যাবরাণ্ডি চর্ম্মের ভাসোমোটর স্নায়ু সকলের পক্ষাঘাত উৎপন্ন করে। তাহাতে চর্ম্মের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধমনী সকল প্রশস্ত হয়, তাহাতেই ঘর্ম্ম হয়। ইহাতে লালাস্রাবক গ্রন্থি সকলের স্নায়ু সকলকে উত্তেজিত করে, তাহাতেই লালাস্রাব হয়। আর অতিরিক্ত ঘর্ম্ম হয় বলিয়া ইহা উত্তাপহারক হয়। ইহার বীর্য্য পাইলোকার্পাইন জ্যাবরাণ্ডির ধর্ম্মবিশিষ্ট।

জ্যাবরাণ্ডি সেবনে চক্ষুকনীনিকা সঙ্কুচিত হয়। ইহাতে হৃদয়ের ক্রিয়া

দ্রুত হয় এবং ঔষধ সেবনকারী চক্ষে ঝাপ্সা দেখে। অতিরিক্ত মাত্রায় হৃদয়ের অবসাদ উৎপন্ন করে।

জ্যাবরাণ্ডি সেবনে চক্ষু হইতে জলস্রাব হয়, স্তন হইতে দুগ্ধনিঃসারিত হয়, নাসিকা এবং শ্বাসনলী হইতে শ্লেষ্মা স্রাব হয় এবং অন্ত্র হইতেও জলস্রাব হয়। ইহাতে মূত্রের পরিমাণও বেশী হয়। পিত্ত ব্যতীত শরীরের সমস্ত স্রাব বৃদ্ধি হয়।

জ্যাবরাণ্ডি এবং ইহার বীর্য্য পাইলকার্পাইন অতিশয় অবসাদক ঔষধ। বেশীমাত্রায় ইহাতে অতিরিক্ত ঘর্ম্ম হইয়া এবং হৃদয়ের ক্রিয়া দুর্ব্বল হইয়া রোগীর ধাত ছাড়িয়া যায় এবং পতনাবস্থা উপস্থিত হয়।

ব্যবহার :—ইউরিমিয়া রোগের কোমা (অচেতনাবস্থা) এবং আক্ষেপ ক্ষেত্রে জীবন নাশ হইবার সম্ভাবনা হইলে ⅓ গ্রেণ মাত্রায় পাইলকার্পিন অধঃত্বাচ প্রয়োগ করিলে শরীর হইতে ইউরিয়া বাহির হইয়া সমূহ উপকার হয়। শোথ রোগে এক্‌ষ্ট্রাক্ট্ জ্যাবরাণ্ডি ৫ গ্রেণ মাত্রায় সেবনে উপকার হয়। ব্রাইটের পীড়ায় এল্‌বিউমিনিরিয়া রোগে জ্যাবরাণ্ডি উপকার করে। কর্ণগহ্বরের ল্যাবিরিন্থ পীড়িত হইয়া বধিরতা রোগ হইলে জ্যাব-রাণ্ডি অথবা পাইলকার্পিন সেবনে উক্ত প্রকার বধিরতা আরাম হয়। ডায়েবেটিস্ ইন্‌সিপিডস্, ডিপ্‌থিরিয়া এমিনরিয়া, ল্যারিঞ্জাইটিস্ প্রভৃতি নানা রোগে জ্যাবরাণ্ডি দ্বারা উপকার হয়। আইওডাইন্, এট্রপাইন্, মার্কুরি, এবং আর্সেনিক দ্বারা বিষাক্ত হইলে জ্যাবরাণ্ডি প্রয়োগে ঐ সকল বিষ শরীর হইতে বাহির হইয়া যায়। নাইট্রেট্ অব্ পাইলকার্পাইন্ মাথায় লেপিলে টাক রোগ আরাম হয়। নাইট্রেট্ অব্ পাইলকার্পাইন্ ১ গ্রেণ ১ আং মলমের সহিত সংযুক্ত করিয়া টাকের মলম প্রস্তুত করা যাইতে পারে।

গ্লকোমা, আইরাইটিস্ রেটিনাইটিস্ রোগে চক্ষে পাইলোকার্পাইন্ লোসনের ফোঁট দিলে উপকার হয়। জোসাস্ বলেন, ⅙ গ্রেণ মাত্রায় পাইলকার্পাই নাইট্রেট্ অধঃত্বাচ প্রয়োগ করিলে স্তনদুগ্ধ বৃদ্ধি হয়।

পাইলকার্পাইন্ জরায়ুর সঙ্কোচক। এজন্য গর্ভাবস্থায় ইহার প্রয়োগ নিষেধ। ⅙ গ্রেণ মাত্রায় সেবনে গর্ভস্রাব হইয়াছে।

জ্বরের উত্তাপ বৃদ্ধি হইলে অধঃত্বাচ রূপে পাইলকার্পাইন্ প্রয়োগে ঘর্ম্ম হইয়া জ্বরের উত্তাপ কমিয়া যায়। কিন্তু ইহা প্রয়োগের সময় বিশেষ সতর্ক হওয়া উচিত এবং ঔষধ প্রয়োগের অর্দ্ধ ঘণ্টা পর পুনর্ব্বার রোগী দেখা কর্ত্তব্য। যেহেতু, ইহাতে অতিরিক্ত ঘর্ম্ম হইয়া কোলাপ্স পর্য্যন্ত হইতে পারে।

পাইলকার্পাইন্ দ্বারা উৎকট লক্ষণ সকল উপস্থিত হইলে এট্রপিন প্রয়োগ সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট উপায়। এট্রপিন পাইলকার্পাইনের প্রতি-ষেধক।

মাত্রা :—ইন্‌ফিউশন্ ১—২ আং। টীংচার ½—১ ড্রাম। একষ্ট্রাক্ট্ ২—১০ গ্রেণ। পাইলকার্পিন নাইট্রেট্ $\frac{1}{20}$—½ গ্রেণ।

জেলেপা—জেলাপ (JALAPA—JALAP.)

বাঙ্গালা—জোলাপ।

প্রয়োগরূপ :—(১) একৃষ্ট্রাক্টম্ জ্যালাপি। (২) পল্‌ভিস্ জেলাপি কম্পো-জিটা। (৩) টীংচ্যুরা জ্যালাপি। (৪) জেলাপি রেজিনা।

ক্রিয়া ও ব্যবহার :—জোলাপ বিরেচক। অল্প মাত্রায় মৃদু বিরেচক। বেশী মাত্রায় জলের ন্যায় তরল দাস্ত হয়। ইহাতে পিত্ত নিঃসরণ করে না। যকৃতের উপর কোন ক্রিয়া নাই। জোলাপে পেট কামড়ায়, এজন্য লবঙ্গ, জিঞ্জার প্রভৃতি মিশাইয়া দেওয়া উচিত।

মাত্রা :—জোলাপের গুঁড়া ১০—৩০ গ্রেণ; একৃষ্ট্রাক্ট্ ৫—১০ গ্রেণ। কম্পাউণ্ড পাউডার ২০—৬০ গ্রেণ। টীংচার ½—২ ড্রাম। রেজিন ২—৫ গ্রেণ।

জেল্‌সিমিয়ম্—ইওলো জ্যাচ্মাইন্

(GELSIMIUM—YELLOW JASMINE.)

প্রয়োগরূপ :—(১) একৃষ্ট্রাক্টম্ জেলসিমিয়াই এল্‌কোহলিকম্। (২) টীংচ্যুরা জেল্‌সিমিয়াই।

অল্প মাত্রায় জেল্‌সিমিয়ম্ সেবন করিলে চক্ষু লাল হইয়া উঠে, চখের পাতা বেদনা করে, রোগী চখের পাতা মেলিতে পারে না।

বেশী মাত্রায় সেবনে শিরোঘূর্ণন হয় (মাথা ঘুরে) এবং রোগী একটী জিনিষকে দুইটী বলিয়া দেখে। চক্ষুকনীনিকা প্রশস্ত হয়। রোগীর পা অবশ হয় এবং স্থির করিয়া পা ফেলিতে পারে না। অবশেষে রোগীর হাত পা সমস্ত অবশ ও অশাড় হয়। জেল্‌সিমিয়ম্ মেরুদণ্ডীয় মজ্জার পক্ষাঘাত উপস্থিত করিয়া এই সকল লক্ষণ আনয়ন করে।

জেল্‌সিমিয়মের ক্রিয়ার একটী বিশেষত্ব এই যে, ইহা অল্প মাত্রায় সেবনে চক্ষুকনীনিকা সঙ্কুচিত হয়। বেশী মাত্রায় সেবনে চক্ষুকনীনিকা প্রশস্ত হয়। আবার চক্ষে জেল্‌সিমিয়মের ফোট দিলে চক্ষুকনীনিকা প্রশস্ত হয়।

খুব বেশী মাত্রায় জেল্‌সিমিয়ম্ সেবনে মেরুদণ্ডের পক্ষাঘাত উপস্থিত হইয়া মৃত্যু হয়। ইহাতে ডায়েফ্রাম্ নামক মাংসপেশীর এবং শ্বাসপ্রশ্বাস নির্ব্বাহকারী মাংসপেশী সকলের পক্ষাঘাত উপস্থিত করে, তাহাতে শ্বাস রোধ হইয়া মৃত্যু হয়। ইহার দ্বারা বিষাক্ত হইলে খুব ঘর্ম্ম হয় এবং তজ্জন্য শরীরের উত্তাপ কমিয়া যায়।

ব্যবহার :—৫ম স্নায়ুর স্নায়ুশূল (নিউর‍্যাল্‌জিয়া অব্ দি ফিফ্‌থ নার্ভ) রোগে জেল্‌সিমিয়ম্ সেবন খুব উপকারী। ডাক্তার ট্যালার বলেন, ইহা নিউর‍্যাল্‌জিয়া (স্নায়ুশূল) মাত্রেই উপকারী। ইহাতে মায়াল্‌জিয়া বা মস্‌কিউলার্ রিউম্যাটিজ্‌ম্ এবং ওভেরিয়ান্ নিউর‍্যাল্‌জিয়া (স্ত্রীলোকের ডিম্বকোষের স্নায়ুশূল) রোগেও উপকারী।

৫ম স্নায়ুর স্নায়ুশূল হইলে উপর এবং নীচ উভয় দন্তমাড়ি এবং চোয়ালে শূল বেদনা ধরে। এই শূলবেদনায় জেলসিমিয়ম অমোঘ ঔষধ। টীং জেল্‌সিমিয়ম ১৫ মিনিম মাত্রায় দেওয়া যায়। তাহাতে যন্ত্রণা নিবারণ না হইলে ২ ঘণ্টা পরে আর এক মাত্রা দেওয়া যায়। চক্ষু লাল হইলে বা শিরোঘূর্ণন উপস্থিত হইলে, অথবা রোগী চক্ষের পাতা মেলিতে না পারিলে জেল্‌সিমিয়া দেওয়া বন্ধ করিবে। কোন কোন ব্যক্তি অল্প মাত্রায় জেল্‌সিমিয়ম্ সেবনেই পীড়িত হইয়া পড়ে। এইজন্য অধিকাংশ স্থানেই একবারে ১৫—২০ মিনিম না দিয়া প্রথমে ২।৩ মিনিম মাত্রায় দিবে। পরে ক্রমে মাত্রা বৃদ্ধি করিবে।

ডাক্তার বার্থোলোর মতে নিউমোনিয়া, প্লুরিসি এবং আক্ষেপযুক্ত কাশ রোগে জেল্‌সিমিয়ম উপকারক হইতে পারে।

মাত্রাঃ—এক্‌ষ্ট্রাক্ট —২ গ্রেণ এবং টীংচার ৫—২০ মিনিম। এক্‌ষ্ট্রাক্টের মাত্রা ফার্মাকোপিয়ায় ২ গ্রেণ নির্দ্দিষ্ট থাকিলেও অত মাত্রায় দেওয়া উচিত নহে।

জেন্‌সিয়ানি র‍্যাডিক্‌স্—জেন্‌শিয়ান রুট
(GENTIANÆ RADIX—GENTIAN ROOT.)

প্রয়োগরূপঃ—(১) এক্‌ষ্ট্রাক্টম্ জেন্‌শিয়ানি। (২) ইন্‌ফিউজম্ জেন্সিয়ানি কম্পোজিটা। (৩) টীংচ্যুরা জেন্সিয়ানি কম্পোজিটা।

ক্রিয়া ও ব্যবহারঃ—জেন্‌শিয়ানের ক্রিয়া চিরতার ন্যায়। চিরতা অপেক্ষাও ভাল। ইহা উৎকৃষ্ট তিক্ত বলকারক এবং ক্ষুধাবৃদ্ধিকারক ঔষধ। জ্বরান্তে দৌর্ব্বল্যে এবং অজীর্ণ রোগে অন্যান্য ঔষধের সঙ্গে ব্যবহার করা যায়।

মাত্রাঃ—এক্‌ষ্ট্রাক্ট ২—১০ গ্রেণ, কম্পাউণ্ড টীংচার ২—ড্রাম। কম্পাউণ্ড ইন্‌ফিউশেন ১—২ আং।

℞ এছিড নাইট্রোমিউরিয়েটিক ডিল ♏xv, টীং নিউছিস্‌ভমিসি ♏x, টীংচার জেন্‌শেন কো ʒss, একুয়া ad ℥i, ১ মাত্রা প্রতিদিন আহারের পূর্ব্বে দিন ২ বার। ক্ষুধাবৃদ্ধিকারক। প্রতিদিন ৩ বার বলকারক।

℞ স্পীরিট এমন এরম্যাটিকস্ ♏xx, ইন্‌ফিউজম জেন্‌শিয়ানি কো ad ℥i। উৎকৃষ্ট বলকারক। মদের খোঁয়ারি এবং মদ্যপানেচ্ছা নিবারণ করে।

ট্যাবাকি ফোলিয়া—টোবাকো লিফ
(TABACI FOLIA—TOBACCO LEAF.)

বাঙ্গালা—তামাক।

টোবাকো বা তামাক বিষাক্ত দ্রব্য। ইহাতে নিকটিন (Nicotine) নামক ভয়ানক বিষাক্ত পদার্থ আছে। উহা দেখিতে তৈলবৎ। ঐ নিকটিন

হইতেই তামাকের ঝাঁজ হয়। ঐ নিকটিন এমন ভয়ানক বিষ যে, উহার ৩ মিনিম মাত্র সেবন করাইলে একটা কুকুর মরিয়া যায়। তা ছাড়া তামাকে এম্পাইরিউম্যাটিক অয়েল (Empyreumatic oil) নামক আর একটি বিষ আছে। উহা হুকার কাইটে পাওয়া যায়। তামাক হৃদয়ের অবসাদক বিষ। এইজন্য ঔষধে বড় একটা ব্যবহার হয় না।

প্রথম তামাকের ধূম পান আরম্ভ করিলে কাশি হয়, গা ঘূরে এবং শরীর অবসন্ন হয়। হয়ত জল পিপাসা পায়। তার পর ক্রমে ক্রমে সহ্য হইয়া তখন ইহাতেও সুখবোধ হয়। তামাকপায়ীরা বলেন, তামাক সেবনে শ্রান্তি দূর হয় এবং ক্ষুধাও কমিয়া যায়। তামাক সেবন অভ্যস্ত হইয়া গেলে তখন আর সহজে ছাড়া যায় না।

তামাকের ধূম পানে অপকারও তেমন নাই, উপকারও তেমন নাই। বেশী মাত্রায় সেবনে শরীর দুর্ব্বল বোধ হয়। শিরোঘূর্ণন হয় এবং বুক দপ্ দপ্ করে (প্যাল্পিটেশন্ হয়)। হৃদ্পীড়াগ্রস্ত ব্যক্তির তামাকের ধূমপান না করাই ভাল। তামাক চর্ব্বণ করিয়া খাওয়া সমূহ অপকারক। চুরোট টানা অপেক্ষা হুকায় ধূমপান কম অনিষ্টকর। হুকার মধ্যে উহার অনেকটা থাকিয়া যায়। এম্পাইরিউম্যাটিক অয়েল হুকার কাইটরূপে অবস্থিতি করে। নিকটাইনের কতকটা হুকার জলে থাকিয়া যায়।

ট্যামারিন্ডস্—ট্যামারিণ্ড

(TAMARINDUS—TAMARIND.)

বাঙ্গালা—তেঁতুল।

তেঁতুলের শাঁশে ছাইট্রিক এছিড, টার্টারিক এছিড এবং ম্যালিক এছিড আছে। ইহাতে অম্লরস থাকাতে ইহা উৎকৃষ্ট পিপাসা নিবারক। ইহা মৃদু বিরেচকও বটে। অল্প তেঁতুল ভিজা জল জ্বরকালীন উত্তম পিপাসা নিবারক।

এতদ্দেশে অনেক লোকের সংস্কার আছে যে, কুইনাইন সেবনের পর তেঁতুল ও লেবু প্রভৃতি খাইলে জ্বর ফিরিয়া থাকে, কিন্তু অন্য অম্ল দ্রব্যের

পক্ষে যাহাই হউক জ্বরের সময় এবং জ্বরান্তে অল্প মাত্রায় তেঁতুল ও লেবু সেবনে উপকার বই অনুপকার হয় না।

ট্যারাক্‌সেছাই র‍্যাডিক্‌স্—ড্যান্‌ডিলিয়ন্ রুট.
(TARAXACI RADIX.)

প্রয়োগরূপ :—(১) ডিকক্টম ট্যারাক্‌শেছাই। (২) একষ্ট্রাক্‌টম্ ট্যারাকসেছাই। (৩ এক্‌ষ্ট্রাক্টম্ ট্যারাকসেছাই লিকুইডম। (৪) সকস্ ট্যারাকসেছাই।

টাট্‌কা ট্যারাক্‌সেকম মূলের রস মৃদুবিরেচক এবং পিত্তনিঃসারক। ইহার মূত্রকারক গুণও আছে। ফার্‌মাকোপিয়ার প্রয়োগরূপ সকল তাদৃশ ফলদায়ক নহে।

মাত্রা :—ডিকক্‌শন ২—৪ আং, এক্‌ষ্ট্রাক্ট ৫—৩০ গ্রেণ, লিকুইড এক্‌ষ্ট্রাক্ট ২ ড্রাম, সকস ১—২ ড্রাম।

টেরিবিন্‌থিনি ক্যানাডেন্‌সিস্—ক্যানেডা টর্‌পেন্‌টাইন
(TEREBINTHINÆ CANADENSIS.)

চলিত নাম—ক্যানেডা বালসাম (Canada Balsam)।

ইহার গুণ তার্পিনের ন্যায়। ঔষধে বড় একটা ব্যবহার হয় না। গ্লিট এবং গণরিয়া রোগে উপকারক। ইহার কফনিঃসারক গুণও আছে। মাত্রা ২০—৩০ গ্রেণ।

টেরিবিন্‌থিনি ওলিয়ম—অইল অব টর্‌পেন্‌টাইন
(TEREBINTHINÆ OLEUM—
OIL OF TURPENTINE.)

প্রয়োগরূপ :—(১) কন্‌ফেক্‌শিও টেরিবিন্থিনি। (২) এনিমা টেরিবিন্থিনি। (৩) লিনিমেণ্টম্ টেরিবিন্থিনি। (৪) লিনিমেণ্টম্ টেরিবিন্থিনি এছেটিকম। (৫) অংগুয়েণ্টম্ টেরিবিন্থিনি।

চর্ম্মের উপর টর্‌পেণ্টাইন লাগাইলে সে স্থলে লাল হইয়া উঠে এবং যদি

ক্রমাগত লাগান যায় তবে ফোস্কা পর্য্যন্ত হইতে পারে। ইহা চর্ম্মের উত্তেজক এবং প্রদাহকারক।

টর্‌পেণ্টাইল সেবন করিলে প্রথমে পেটের মধ্যে গরম বোধ হয় এবং কাহারও অল্প বমনোদ্বেগ হয়। বেশী মাত্রায় ইহাতে বমন এবং দাস্ত হয়। যদি দাস্ত না হয়, তবে টর্‌পেণ্টাইন্ রক্তের সঙ্গে মিশ্রিত হইয়া খারাপ উপসর্গ সকল উপস্থিত করে। ইহাতে রোগী উত্তেজিত হয়, শিরোঘূর্ণন হয়, দৃষ্টি ক্ষীণ হয়, নাড়ী দ্রুত হয়, চক্ষুকনীনিকা প্রশস্ত হয়, এবং পরিশেষে রোগী অজ্ঞান হইয়া পড়ে। ইহাতে প্রস্রাব বন্ধ হয় আর নয়ত রক্তপ্রস্রাব হয়, কখন কখন অতি কষ্টের সহিত ফোটা ফোটা হইয়া মূত্র নির্গত হয়।

অল্প মাত্রায় ইহা মূত্রকারক, কফনিঃসারক, উত্তেজক, কৃমিনাশক, রক্তরোধক এবং উদরাধ্মান নিবারক। বেশী মাত্রায় বিরেচক।

টরপেণ্টাইন শরীরস্থ হইয়া মূত্র, মল এবং শ্বাস পরিত্যক্ত বায়ুর সহিত নির্গত হইয়া যায়।

ব্যবহার:—টরপেণ্টাইন অথবা টরপেণ্টাইনের মালিস নানাবিধ বাত বেদনায় উপকারী। প্লুরিসি, নিউমোনিয়া প্রভৃতি রোগে বক্ষস্থলে মালিস উপকারক। ইহা অতি উৎকৃষ্ট উত্তেজক, এবং প্রত্যুগ্রতা সাধক মালিস। প্লুরিসি, নিউমোনিয়া, যকৃতে রক্তাধিক্য প্রভৃতি রোগে "টরপেণ্টাইন ষ্টুপ" খুব ভাল ঔষধ। টরপেণ্টাইন ষ্টুপ এই প্রকারে দিতে হয়:—এক টুকরা ফ্লানেল খুব গরম জলে ডুবাইয়া নিঙ্গড়াইয়া তাহার উপর টার্পিন বা টরপেণ্টাইন লিনিমেণ্ট ছড়াইয়া দিয়া যে স্থানে সেক দিতে হইবে সেই স্থানে গরম গরম বিছাইয়া দিবে। জুড়াইয়া গেলে পুনর্ব্বার গরম জলে ডুবাইয়া নিঙ্গড়াইয়া তার্পিন ছড়াইয়া দিয়া ঐরূপে ধরিবে। এইরূপ পুনঃ পুনঃ করিবে। সেই স্থান জ্বালা করিতে থাকিলে বা লাল হইয়া উঠিলে আর সেক দিবে না। অতিরিক্ত সেক দিলে ফোস্কা হইবে। ছোট ছোট কচি শিশুদিগকে টরপেণ্টাইন ষ্টুপ দেওয়া উচিত নয়। নিউমোনিয়া এবং প্লুরিসি রোগে এইরূপ সেক খুব ভাল ঔষধ। কেবল এইরূপ টারপণ্টাইন ষ্টুপ দ্বারা অনেক নিউমোনিয়া রোগী আরোগ্য লাভ করে। নিউমোনিয়া রোগী মোহগ্রস্ত হইলে এইরূপ বক্ষস্থলে টরপেণ্টাইন ষ্টুপ

প্রয়োগে রোগী সজ্ঞান হয়। অতিশয় উদরাধ্মান হইলে পেটের উপর কয়েকবার টরপেণ্টাইন ষ্টুপ দিবামাত্র উপকার হয়।

ফিতার ন্যায় ক্রিমি হইলে টরপেণ্টাইন সেবনে ক্রিমি মরিয়া যায়। ছোট ছোট ক্রিমি হইলে গুহ্যদ্বারে টরপেণ্টাইন পিচকারী করিয়া দিলে কৃমি বিনষ্ট হয়।

উদরাধ্মান রোগে গুহ্যদ্বারে টরপেণ্টাইন এনিমা দিলে উপকার হয়।

রক্তবমন এবং রক্তভেদ রোগে ৫—১০ মিনিম মাত্রায় পুনঃ পুনঃ টরপেণ্টাইন সেবনে সবিশেষ উপকার হয়। পাকস্থলীতে ক্ষত হইয়া রক্তবমন হইলে এবং অন্ত্রে ক্ষত হইয়া রক্ত ভেদ হইলে টরপেণ্টাইন অমোঘ ঔষধ। এ সকল ছাড়া রক্তকাশ, এপিস্‌ট্যাক্‌সিস্‌, রক্তপ্রস্রাব প্রভৃতি রোগেও টরপেণ্টাইন উপকারক।

এই সকল রোগে ডাক্তার রিংগর ১ ড্রাম মাত্রায় ৩ ঘণ্টান্তর প্রয়োগের উপদেশ দেন। এইরূপ মাত্রায় প্রয়োগে বমনোদ্বেগ বা রক্তপ্রস্রাব হইলে ঔষধ বন্ধ করিবে। ব্রাইটের পীড়াতে রক্তপ্রস্রাব হইলে ঔষধ বন্ধ করিবে।

টাইফয়েড জ্বরে টরপেণ্টাইন উপকারক। ডাক্তার উড বলেন, টাইফয়েড জ্বরে যদি জিহ্বার ময়লা উঠিয়া যায় এবং জিহ্বা লাল ও শুষ্ক দেখায় এবং সঙ্গে সঙ্গে উদরাধ্মান থাকে তবে ১০ মিনিম মাত্রায় প্রতি ২ ঘণ্টান্তর টরপেণ্টাইন প্রয়োগে সাতিশয় উপকার হয়। ইহা প্রয়োগে জিহ্বা ভিজা হয়, পেট ফাঁপা থাকিয়া যায় এবং নাড়ী সবল হয়। ডাক্তার উড বলেন, টাইফয়েড জ্বরে জিহ্বা শুষ্ক থাকিলে কেবল এক টরপেণ্টাই প্রয়োগে রোগী আরোগ্য লাভ করে।

ডাক্তার গ্রেভস্‌ বলেন, টাইফয়েড জ্বরে উদরাধ্মান, মৃদু প্রলাপ, বিছানা খোঁটা, সাতিশয় দুর্ব্বলতা প্রভৃতি উপস্থিত হইলে প্রতি ৬ ঘণ্টান্তর ১ ড্রাম মাত্রায় টারপেণ্টাইন প্রয়োগে উপকার হয়। টাইফয়েড জ্বরে উদরাময় থাকিলে ইহা প্রয়োগ নিষিদ্ধ।

টরপেণ্টাইন ফস্‌ফরসের প্রতিষেধক। ডাক্তার লেথেবই বলেন, ষ্ট্যাফার্ড নগরের দিয়াসলাইয়ের কারখানার মজুরেরা একটা পাত্রে টার্পিন পুরিয়া তাদের বুকের উপর বাঁধিয়া রাখে। ঐ পাত্রের মুখ খোলা থাকে। তাহাতে

সর্ব্বদা তাহাদের নাকে টার্পিনের ঘ্রাণ লাগে। এইরূপ করাতে ফস্‌ফরাসের ধূমে তাহাদের কোন অপকার করিতে পারে না। পাঠকগণ জানেন ইংরেজী দিয়াশলাইয়ের কারখানায় ফস্‌ফরাস ব্যবহার হয় এবং ফস্‌ফরাসের ধূম মুখে লাগিলে দন্তমাঢ়ির অস্থি পচিয়া যায়।

পারপিউরা রোগে, বিশেষতঃ রক্তস্রাবযুক্ত পরপিউরা রোগে, কন্‌ফেক্‌শন টরপেণ্টাই খুব উপকারক।

ব্রংকাইটিস রোগে টরপেণ্টাই উপকারক।

ডিপ্‌থিরিয়া রোগে ১ ড্রাম মাত্রায় উপকারক।

সোরায়াসিস, একজিমা, পিটিরিয়াসিস প্রভৃতি চর্ম্মরোগে টরপেণ্টাইন সেবনে উপকার হয়।

হিষ্টিরিয়া এবং আইরাইটিস পীড়ায় কন্‌ফেকশন্ টরপেণ্টাইন্ উপকারক।

মাত্রা ইত্যাদি :—টরপেণ্টাইন ১০ হইতে ৪০ ড্রাম মাত্রার মিউছিলেজের সঙ্গে মিশাইয়া দেওয়া যায়।

কন্‌ফেকশনের মাত্রা ১—২ ড্রাম। ক্রিমি বিনাশ করিতে হইলে ২—৩ ড্রাম মাত্রায় ক্যাষ্টর অইলের সঙ্গে মিশাইয়া সেবন করাইবে।

টরপেণ্টাইন মালিস করিলে কাহারও কাহারও চর্ম্মের উপর লাল ফুস্কুড়ি বাহির হয়। ঐ গুলি পরিশেষে পূযবড়ীতে পরিণত হয়। এইরূপ স্থলে টরপেণ্টাইন মালিস নিষেধ করিবে।

টেরকার্পাই লিগনম—রেড সাণ্ডাল উড
(PTEROCARPI LIGNUM—RED SANDAL WOOD.)

বাঙ্গালা—রক্তচন্দন কাষ্ঠ।

ইহা বর্ণক পদার্থ। কম্পাউণ্ড টীংচার অব্ লেভেণ্ডার প্রস্তুত করিতে ব্যবহার হয়।

ট্রাগাকান্থা (TRAGACANTHA.)

বাঙ্গালা—কতিরা।

প্রয়োগরূপঃ—(১) গ্লাইছেরিনম ট্রাগাকান্থি। (২) মিউছিলেগো ট্রাগা-কান্থি। (৩) পল্‌ভিস ট্রাগাকান্থি কম্পোজিটস্‌।

ট্রাগাকান্থা ঔষধ মিশাইবার জন্য ব্যবহার হয়। ভারি গুঁড়া দ্রব্য সকলের মিকশ্চার প্রস্তুত করিতে ট্রাগাকান্থা উপযোগী।

ডিজিট্যালিস ফোলিয়া—ফক্স গ্লোভ লিফ (DIGITALIS FOLIA—FOX GLOVE LEAF.)

প্রয়োগরূপঃ—(১) ইন্‌ফিউজম্‌ ডিজিট্যালিস। (২) টীংচুরা ডিজিট্যালিস্‌।

চর্ম্মের উপর ডিজিট্যালিস পত্র লাগাইলে বিশেষ কোন ক্রিয়া প্রকাশ পায় না। তবে ইহার বীর্য্য চর্ম্মের দ্বারা শোষিত হইয়া রক্তে মিশিয়া যায় এবং ডিজিট্যালিস সেবনের লক্ষণ সকল উপস্থিত করে।

অধিক মাত্রায় ডিজিট্যালিস্‌ সেবনে বমন, উদরাময় এবং বমনোদ্বেগ হয়। যে পদার্থ বমন হইয়া উঠে তাহা দেখিতে সবুজ বর্ণ হয়। কখন কখন খুব অল্প মাত্রায় ডিজিট্যালিস সেবনেও এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয়।

ডিজিট্যালিস মস্তিষ্কের উপর বিশেষ কোন ক্রিয়া প্রকাশ করে না।

ইহার সর্ব্বপ্রধান ক্রিয়া হচ্ছে হৃদয়ের উপর এবং তজ্জন্যই ইহার নানা-প্রকার হৃদ্‌রোগে ব্যবহার হয়।

অধিক মাত্রায় ডিজিট্যালিস হৃদয়ের উপর বিষক্রিয়া উৎপন্ন করে। ইহাতে হৃদয়ের কার্য্য অনিয়মিত হয়, এবং নাড়ীর গতিও অনিয়মিত হয়। অবশেষে হৃদয়ের পক্ষাঘাত উপস্থিত হইয়া হৃদয়ের কার্য্য একবারেই থামিয়া যায় এবং তদবস্থায় মৃত্যু ঘটে। ইহাতে শ্বাসপ্রশ্বাস কার্য্যও অনিয়মিত এবং দুর্ব্বল হয়। অপেক্ষাকৃত কম মাত্রায় শরীরের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধমনী সকল সংকুচিত হয়, তাহাতে রক্তের চাপ বৃদ্ধি হয় এবং হৃদয়ের ক্রিয়াও দ্রুত হয়। খুব অল্প মাত্রায় ইহাতে হৃদয়ের ভেন্ট্রিকেলের সংকোচন বলবান হয়, দ্রুত

নাড়ী ধীরগতি বিশিষ্ট হয় এবং ছোট ছোট ধমনী সংকুচিত হইয়া রক্তের চাপও বৃদ্ধি হয়।

ডিজিট্যালিস বেশী মাত্রায় নিম্নলিখিত ক্রিয়া প্রকাশ করে।

১। ভেক প্রভৃতি জন্তুকে বিষাক্ত মাত্রায় ডিজিট্যালিস প্রয়োগে হৃদয় অত্যন্ত সঙ্কুচিত ও শক্ত হয়, তাহাতে হৃদয়ের ক্রিয়া একবারেই থামিয়া যায়।

২। মনুষ্য এবং অন্যান্য উচ্চতর জীবকে বেশী মাত্রায় ডিজিট্যালিস প্রয়োগে হৃদয়ের ক্রিয়া ধীরগতি হয়, এবং আরও বেশী মাত্রায় নাড়ীর গতি দ্রুত এবং ক্ষীণ হয়।

৩। হৃদয়ের ক্রিয়া অনিয়মিত হয়।

৪। ধমনীতে রক্তের চাপ বৃদ্ধি হয়।

মনুষ্যের উপর ডিজিট্যালিসের ক্রিয়া চারিভাগে বিভাগ করা যায়।

১। অল্প মাত্রায় হৃদয়ের ক্রিয়া বলবান এবং দ্রুত হয়, নাড়ীর গতি ধীর হয় এবং ধমনী সকলে রক্তের চাপ বৃদ্ধি হয়।

২। অপেক্ষাকৃত বেশী মাত্রায় নাড়ী ক্রমে দ্রুত হয়, রক্তের চাপ আরও বৃদ্ধি হয়।

৩। আরও বেশী মাত্রায় হৃদয়ের ক্রিয়া অনিয়মিত হয় এবং নাড়ীর স্পন্দনও অনিয়মিত হয়।

৪। খুব বেশী মাত্রায় হৃদয়ের ক্রিয়া একবারেই থামিয়া যায়, শ্বাসপ্রশ্বাসের গতি মৃদু হয় এবং মৃত্যু ঘটে।

লডার ব্রণ্টন্ বলেন, ডিজিট্যালিস দ্বারা শরীরের সমস্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধমনী সংকুচিত হয় এবং তাহাতেই ধমনীর মধ্যে রক্তের চাপ বৃদ্ধি হয়।

রক্তের চাপন কথাটি পুনঃ পুনঃ ব্যবহার করিলাম। ধমনীগুলি রবারের নলের ন্যায় স্থিতিস্থাপক। ঐ সকল ধমনীর মধ্য দিয়া আমাদিগের দেহে রক্ত চলাচল হইয়া থাকে। হৃদয় ঐ সকল ধমনীর মধ্যে রক্ত চালাইয়া দেয়। সুতরাং হৃদয়ের ক্রিয়া বলবান এবং দ্রুত হইলেই খুব অধিক রক্ত ধমনী মধ্যে প্রবেশ করে, তাহাতে রবারের নলের ন্যায় স্থিতিস্থাপক ধমনীগুলি সটান হইয়া উঠে। অত্যন্ত রক্তপূর্ণ হইয়া ধমনী সটান হইয়া উঠে। অত্যন্ত

রক্তপূর্ণ হইয়া ধমনী সটান হইলেই আমরা বলি রক্তের চাপ বৃদ্ধি হইয়াছে। তা ছাড়া ধমনীগুলি কোন কারণে সঙ্কুচিত হইলে ধমনীর ভিতর রক্তের চাপ বৃদ্ধি হয়। কারণ সঙ্কুচিত ধমনীর ভিতর বেশী রক্ত গেলেই উহা টান টান হয়।

সুস্থ শরীরে ডিজিট্যালিস্ সেবনে শরীরের উত্তাপ কমে না, কিন্তু নিউ-মোনিয়া, একুট্ রিউম্যাটিজম প্রভৃতি রোগে ডিজিট্যালিস প্রয়োগে শরীরের উত্তাপ কমে। তবে ইহার ক্রিয়া অনিশ্চিত। ট্রুব বলেন, ডিজিট্যালিস্ সেবনের পর ৩৬ হইতে ৬০ ঘণ্টা অতিবাহিত না হইলে ডিজিট্যালিসের উত্তাপহারক গুণ প্রকাশ পায় না। তবেই হইল, ইহাকে উত্তাপহারক রূপে ব্যবহার করিয়া বিশেষ কোন উপকার নাই।

ইহাতে পরিপাক শক্তি হ্রাস করে।

ডিজিট্যালিস্ মূত্রকারক। যদি হৃদয়ের পীড়া বশতঃ শোথ হয় তবে ডিজিট্যালিস্ উৎকৃষ্ট মূত্রকারক। হৃদ্পীড়ার শোথ ব্যতীত অন্যান্য পীড়ায় ইহা তেমন মূত্রকারক নহে। সহজ শরীরে ডিজিট্যালিস্ সেবনে মূত্র বৃদ্ধি হয় না। ডিজিট্যালিস্ হৃদয়কে সবল করে এবং ধমনী মধ্যে রক্তের চাপ বৃদ্ধি করে। এই গুণ থাকাতে ইহাতে কিড্নির ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধমনী-গুচ্ছের (গ্লোমেরুলাই) ভিতর রক্তের চাপ বৃদ্ধি করে, তাহাতেই ইহা মূত্রকারক হয়। ডাক্তার কবার্ট বলেন, ডিজিট্যালিসের ভিতর দুইটী বীর্য্য আছে। *ডিজিট্যালিন্* এবং *ডিজিটক্সিন*। *ডিজিট্যালিন্* শরীরের সমস্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধমনী সঙ্কুচিত করে; পক্ষান্তরে, ডিজিটক্সিন্ শরীরের সমস্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধমনী সঙ্কুচিত করে, অথচ কিড্নির ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধমনী গুলিকে প্রসা-রিত করে। এইরূপে ডিজিট্যালিস্ দ্বারা শরীরের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধমনী সঙ্কুচিত এবং কিড্নির ধমনী প্রসারিত হওয়াতে কিড্নির কার্য্য বৃদ্ধি হয়।

ডিজিট্যালিস্ দ্বারা জরায়ু সঙ্কুচিত হয়।

ব্যবহার :—ডিজিট্যালিসের হৃদয়ের উপর ক্রিয়া পর্য্যালোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই ঔষধের মাত্রায় ডিজিট্যালিস্ ব্যবহারে নিম্নলিখিত কয়েক প্রকারে ইহা হৃদয়ের পীড়ায় উপকারক।

(১) ইহাতে দুর্ব্বল হৃদয়কে সবল করে, দুর্ব্বল হৃদয়কে কার্য্যক্ষম করে।

(২) . যদি হৃদয় খুব সজোরে স্পন্দিত হয় তবে ডিজিট্যালিস্ হৃদয়ের স্পন্দনকে মৃদু করে।

(৩) হৃদয় খুব দ্রুত স্পন্দিত হইলে ইহাতে হৃদয়ের গতি ধীর করে।

(৪) হৃদয়ের অনিয়মিত কার্য্য ডিজিট্যালিস্ দ্বারা নিয়মিত হয়।

হৃদয়ের নানাবিধ পীড়ায় ডিজিট্যালিসের ব্যবহার হইয়া থাকে। ইহা বলিলে অত্যুক্তি হইবে না যে, হৃদয়ের পীড়ায় ডিজিট্যালিসই এক মাত্র উৎকৃষ্ট ঔষধ।

হৃদয়ের কপাটের (ভাল্ভ্) নানা রকম পীড়ায় ইহা উপকারক।

মাইট্রাল্ ভাল্বের অবরোধ (মাইট্রাল্ অবষ্ট্রক্শন্) পীড়ায় ইহা উপকারক। হৃদয়ের হাইপার্ট্রফি (হৃদয়ের বৃদ্ধি) রোগে হৃদয় খুব জোরে জোরে স্পন্দিত হইলে ডিজিট্যালিস্ হৃদয়ের ক্রিয়া নিয়মিত করিয়া উপকার করে।

এয়োটিক্ রিগর্জিটেশন্ পীড়ায় প্রথম অবস্থায় ডিজিট্যালিস্ প্রয়োগে উপকার না হইয়া অপকার হয়।

হৃদয়ের ফ্যাটি ডিজেনেরেশন্ (হৃদয়ের মেদ পীড়া বা মেদাপকৃষ্টতা) হইলে হৃদয়ের মাংসপেশী দুর্ব্বল ও ভঙ্গপ্রবণ থাকে, সুতরাং ডিজিট্যালিস্ অপকার করে। যেহেতু ডিজিট্যালিস্ দ্বারা হৃদয়ের ভঙ্গপ্রবণ দুর্ব্বল মাংসপেশী সজোরে সঙ্কুচিত হইয়া ভাঙ্গিয়া যাইতে পারে, তাহাতে হঠাৎ মৃত্যুও হইতে পারে।

ধমনী সকলের "এথিরোমা" থাকিলে ডিজিট্যালিস্ নিষিদ্ধ। যেহেতু, উহা প্রয়োগে এথিরোমাগ্রস্ত ভঙ্গপ্রবণ ধমনী সকলে রক্তের চাপ বৃদ্ধি হইয়া ঐ সকল ধমনী বিদীর্ণ হইয়া যাইতে পারে।

হৃদয়ের ভাল্বের পীড়া ব্যতীত যে কোন কারণে হউক হৃদয়ের ক্রিয়া অনিয়মিত হইলে ডিজিট্যালিস্ দ্বারা উপকার হইয়া থাকে। হৃদয়ের প্যাল্পিটেশন্ রোগে ইহা উপকারক। রিঙ্গার বলেন যে, হৃদয় যদি খুব সজোরে স্পন্দিত হয়, অথচ সেই সময়ে নাড়ীর স্পন্দন দুর্ব্বল হয়, অর্থাৎ নাড়ী ও হৃদয়ের স্পন্দনের সহিত সামঞ্জস্য না থাকে, তবে ডিজিট্যালিস্ অমোঘ ঔষধ। অনেক রোগী প্যাল্পিটেশন্ দ্বারা আক্রান্ত হয় সেই সময়

হৃদয় এত জোরে জোরে স্পন্দিত হয় যে, রোগীর খাট ও বিছানা পর্য্যন্ত কাঁপিয়া উঠে অথচ নাড়ী পরীক্ষা করিলে নাড়ীর স্পন্দন দুর্ব্বল ও ক্ষীণ বলিয়া প্রতীয়মান হয়। এইরূপ ক্ষেত্রে ডিজিট্যালিস্ অমোঘ ঔষধ। নাড়ী ক্ষীণ ও দুর্ব্বল, অথচ হৃদয়ের ক্রিয়া সবল, এইরূপ ক্ষেত্রে ডিজিট্যালিস্ প্রয়োগের উপযুক্ত স্থান। ইহা প্রয়োগ করিবা মাত্র হৃদয়ের ক্রিয়া নিয়মিত হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে নাড়ীর গতিও সবল হয়।

হৃদয়েব বাম ভেণ্টি্কেলের হাইপারট্রফি এবং ডাইলেটেশন্ একযোগে হইলে ডিজিট্যালিস্ দ্বারা খুব উপকার হয়। এইরূপ পীড়াগ্রস্ত ব্যক্তির হৃদয় খুব জোরে জোরে স্পন্দিত হয়, তাহাতে বোগী প্যাল্পিটেশন্ এবং শ্বাস প্রশ্বাস কষ্ট অনুভব করে। ডিজিট্যালিস্ এই সকল লক্ষণ দূরীভূত করে।

হৃদয়ের বাম কোটরের ডাইলেটেশন্ এবং তৎসঙ্গে অতিশয় শোথ ও ও শ্বাসপ্রশ্বাস কষ্ট বর্ত্তমান থাকিলে ডিজিট্যালিস্ প্রয়োগে উপকার হয়।

ডা কষ্টা বলেন, কোন কোন ব্যক্তির হৃদ্প্রদেশে তীব্র কর্ত্তনবৎ বেদনা হয়, এই বেদনা হৃদয়ের শীর্ষদেশে (বাঁ দিকের স্তনের বোঁটার নিকট) আরম্ভ হইয়া চারি দিকে বিস্তৃত হয়—বাঁ হাত পর্য্যন্ত বেদনা নামে। এই বেদনা সর্ব্বদার জন্য থাকে, অধিকন্তু রোগী মাঝে মাঝে ভয়ানক প্যাল্পিটেশন্ দ্বারা আক্রান্ত হয়। এই রোগ সৈন্যদিগের মধ্যে প্রায়ই হইয়া থাকে। ডাঃ কষ্টা এই পীড়ার নাম "ইরিটেবল্ হার্ট" (Irritable Heart) বলেন। এই পীড়ায ডিজিট্যালিস্ খুব ভাল ঔষধ।

হৃদদয়ের পীড়া বশতঃ শোথ রোগে ডিজিট্যালিস্ অতি উৎকৃষ্ট মূত্র-কারক। লৌহঘটিত ঔষধের সঙ্গে মিশাইয়া দেওয়া যায়। টিং ফেরি পার্-ক্লোরাইড্ এবং টীংচার্ ডিজিট্যালিস্ একত্রে দেওয়া যায়। ডিজিট্যালিস্ দ্বারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধমনী সকল সঙ্কুচিত হয়, এই জন্য রক্তোৎকাশ, রক্তবমন প্রভৃতি রক্তস্রাব রোগে ডিজিট্যালিস্ দ্বারা উপকার হয়। ইহাতে হৃদয়ের ক্রিয়া নিয়মিত করিয়াও রক্তস্রাব নিবারণ করে। জরায়ু সঙ্কুচিত করে বলিয়া মেনরেজিয়া পীড়ায় (জরায়ু হইতে রক্তস্রাব) ইহা খুব একটা উপ-কারী ঔষধ।

ডিজিট্যালিসের বীর্য্য ডিজিটক্সিন্ দ্বারা কিড্নির ধমনী সকল প্রশস্ত হয়। এই জন্ত অনুমান করা যায় ডিজিট্যালিস্ দ্বারা কিড্নি হইতে রক্তস্রাবে উপকার হয় না।

উত্তাপহারক বলিয়া ডিজিট্যালিসের বড় একটা ব্যবহার নাই।

জার্সি নগরের ডাক্তার জোন্স বলেন, ½ আং মাত্রায় টীং ডিজিট্যালিস্ প্রয়োগে "ডেলিরিয়ম্ ট্রিমেন্স" আরাম করে। কিন্তু এত অধিক মাত্রায় এইরূপ ভয়ানক ক্ষমতাশালী ঔষধ কোন ক্রমেই প্রয়োগ করা যুক্তি-যুক্ত নহে।

ডিজিট্যালিসের একটা দোষ এই যে, ইহা সেবন করিতে করিতে শরীরের ভিতর জমিয়া যায়; তাহাকে ডিজিট্যালিসের "কমিউলেটিভ এক্সন্" (Comulative Action) বলে। এই জন্য অল্প মাত্রায় বহুদিন ধরিয়া ডিজি-ট্যালিস্ সেবন করিতে করিতে অনেক ডিজিট্যালিস্ শরীরের মধ্যে একত্রে জমিয়া হঠাৎ এক মাত্রা অধিক পরিমাণ ডিজিট্যালিস্ সেবন করার ন্যায় ভয়ানক লক্ষণ সকল উপস্থিত করে। ডিজিট্যালিস্ শরীরে পরিপাক হওয়ার পর প্রস্রাব দ্বারা বাহির হইয়া যায়। অতএব, ডিজিট্যালিস্ সেবনের সময় রোগীর প্রস্রাব খোলসা হইতেছে কিনা, সে পক্ষে অনুসন্ধান লওয়া কর্ত্তব্য। আর, অনেক দিন ধরিয়া ডিজিট্যালিস্ ব্যবহারের প্রয়ো-জন হইলে মধ্যে মধ্যে ঔষধ বন্ধ করা ভাল। অধিক মাত্রায় ডিজিট্যালিস্ সেবন করাইয়া কদাচ রোগীকে উঠিয়া বসিতে দেওয়া হইবে না। উঠিয়া বসিলে হঠাৎ মৃত্যু হইতে পারে।

মাত্রা ইত্যাদি :—ডিজিট্যালিস্ পত্র চূর্ণ (পাউডার) ½—১½ গ্রেণ, ইন্-ফিউশন ২—৪ ড্রাম, টীংচার ১০—৩০ মিনিম।

হৃদয়ের যান্ত্রিক বিকৃতি রোগে বহুকাল ধরিয়া ডিজিট্যালিস্ সেবন করা দরকার। বহুদিন ধরিয়া ঔষধ সেবন করাইতে হইলে মধ্যে মধ্যে ঔষধ বন্ধ করা উচিত এবং রোগীর যাহাতে প্রস্রাব খোলসা হয় তাহাও দেখা কর্ত্তব্য।

℞ টীংচ্যুরা ডিজিট্যালিস্ ʒi, টীং ফেরি পারক্লোরাইডাই ʒi, এছিড ফস্ফরিক্ ডিল ♏xxx, ইন্‌ফিউজাই ক্যালম্বি ad ℥vi; ১ আং মাত্রায়

দিন ৩ বার। হৃৎপীড়া জনিত শোথ রোগে উপকারক। হৃদয়ের বল-কারক। এছিড ফস্ফরিক মিশাইলে মিক্‌শ্চারের বর্ণ কাল হইতে পায় না। ডিজিট্যালিসের সঙ্গে ট্যানিক এছিড থাকে। অতএব উহার সহিত কেবল টীং ফেরি মিশাইলে উহার মিক্‌শ্চারের বর্ণ কাল হইত। এই জন্যই ফস্ফরিক এছিড মিশান গেল।

℞ টীং ডিজিট্যালিস ♏viii, স্পীরিট্ ঈথর নিট ʒss, ইন্‌ফিউজাই বুকু ad. ℥i; ১ মাত্রা দিন ৩ বার। মূত্রকারক।

℞ টীং ডিজিট্যালিস্ ♏x, লাইকর ষ্ট্রীক্‌নিয়া ♏v, একষ্ট্রাক্ট্ আর্‌গট লিকুইড ʒss, একুয়া ad ℥i; ১ মাত্রা প্রতি ৩ ঘণ্টান্তর। রক্তকাশ, মেনরেজিয়া প্রভৃতি রোগে উপকারক।

℞ পলভ্ ডিজিট্যালিস্, পলভ্ সিলি, ব্লুপিল, aa gr. i; একত্রে ১টী পিল, দিন দুইটী সেবন। হৃদ্‌পীড়া জনিত শোথ রোগে মূত্রকারক। ইহার নাম গাইয়ের পিল (Guy's pill)।

℞ পলভ্ ডিজিট্যালিস্ gr. ss, কুইনাইন gr. i, ওপিয়াম gr. ½; একত্রে মিশাইয়া একটী বটিকা দিন দুই বেলা দুইটী। যক্ষ্মা রোগে উপকারক। ইহার নাম নিমেয়ারের পিল (Niemeyer's pill)।

থস্ আমেরিকেনম্—ফ্রান্‌কিন্‌সেন্স্
(THUS AMERICANUM—FRANKINCENSE.)

সেবনীয় নহে। এম্প্ল্যাষ্ট্রম পাইসিস প্রস্তুতে লাগে। গুণ উত্তেজক। আর ইহাতে প্ল্যাষ্টার তৈয়ারি করিলে বেস আঠা হইয়া লাগে।

থাইমল (THYMOL.)

থাইমল অতি উৎকৃষ্ট পচননিবারক ঔষধ। ২ আং জলে ১ গ্রেণ দ্রব করিয়া লোসন প্রস্তুত করিলে উৎকৃষ্ট পচননিবারক দ্রব প্রস্তুত হয়। ইহা কার্ব্বলিক এছিড এবং স্যালিসাইলিক এছিড অপেক্ষাও ভাল। পরাঙ্গপুষ্ট

জাত চর্ম্মরোগে থাইমলের মলম উপকারক। ইহা দক্র রোগের একটা বেস ভাল ঔষধ। ১৫ ভাগ ঈথর, ১৮ ভাগ পেট্রলিয়ম এবং ১ ভাগ থাইমল একত্রে মিশাইয়া মলম করিয়া মস্তকের এবং দাড়ির দক্র রোগে (টাইনিয়া সাইকোসিস্) পিটিরিয়াসিস্ প্রভৃতি রোগে মালিস করিলে খুব উপকার হয়। একজিমা এবং সোরায়াসিস্ রোগে থাইমলের মলম মালিস উপকারী (থাইমল ১ ড্রাম, ভ্যাসেলিন্ ১ আং।

থাইমল কেবল পচননিবারক নহে। ইহা দুর্গন্ধহারক, পরাঙ্গপুষ্ট নাশক, রোগবীজ বিনাশক। আসামের কালাজ্বর ডাক্তার জাইলাসের মতে এক রকম ক্রিমি দ্বারা সংঘটিত হয়। এজন্য কালাজ্বরে থাইমল সেবন উপকারী বলিয়া প্রসিদ্ধ।

১০০০ ভাগে ১ ভাগ থাইমল এইরূপ লোসন দ্বারা যোনি ধৌত করিলে উপকার হয় এবং দুর্গন্ধ দূর হয়।

ক্রনিক সিষ্টাইটিস্ রোগে থাইমল সেবনে উপকার হয়।

ডিসিল্ভা বলেন, নিউমোনিয়া, প্লুরিসি এবং ব্রঙ্কাইটিস রোগে থাইমল সেবনে উপকার হয়। ব্রঙ্কাইটিস রোগে ইহা টর্‌পেণ্টাইনের ন্যায় কফ-নিঃসারক।

১০০০ ভাগে জলে ১ ভাগ থাইমল লোসন দ্বারা ক্ষতাদি ধৌত করা যায় এবং অস্ত্রকার্য্যের সময় কার্ব্বলিক লোসনের ন্যায় স্প্রে করিয়া দেওয়া যায়।

১ আং ভ্যাসালিনে ৫ হইতে ৩০ গ্রেণ থাইমল মিশাইয়া উৎকৃষ্ট পচন-নিবারক এবং পরাঙ্গপুষ্ট নাশক মলম তৈয়ার হয়। পচাক্ষত এই মলম দ্বারা ড্রেস করিলে শীঘ্রই আরাম হয়। তা ছাড়া, সোরায়াসিস্, দক্র প্রভৃতি চর্ম্ম রোগে মালিস করা যায়।

সেবন জন্য থাইমলের মাত্রা ½—২ গ্রেণ। বটিকাকারে দেওয়া যায়। ইহা জলে দ্রব করিয়া সেবন করাইলে গলার ভিতর জ্বালা করে।

থিরিয়াকা—ট্রিয়াকেল (THERIACA—TREACLE.)

বাঙ্গালা—ঝোলা গুড়।

ইহা ঔষধার্থে ব্যবহার হয় না।

থিওব্রোমেটিস্ ওলিয়ম—অইল অব্ থিওব্রোমা (THEOBROMATIS OLEUM—OIL OF THEOBROMA.)

সাপোজিটরি প্রস্তুত জন্য ব্যবহার হয়।

নক্সভমিকা—(NUXVOMICA.)

বাঙ্গালা—কুঁচিলা।

প্রয়োগরূপ :—(১) একষ্ট্রাক্টম নিউছিস্ ভমিছি। (২) টীংচ্যুরা নিউছিস ভমিছি।

নক্স-ভমিকাতে ষ্ট্রীকনিয়া নামক উপক্ষার বা বীর্য্য আছে। ঐ ষ্ট্রীকনিয়া হইতেই নক্স্ ভমিকার ক্রিয়া হয়।

মস্তিষ্কের উপর ষ্ট্রীকনিয়ার কোনই ক্রিয়া নাই। নক্স-ভমিকা বা ষ্ট্রীকনিয়ার দ্বারা বিষাক্ত হইলে আমরণ পর্য্যন্ত বেস জ্ঞান থাকে।

ইহার প্রধান ক্রিয়া হচ্ছে কশেরুকা মজ্জা বা মেরুদণ্ডের মজ্জার উপর। মেরুদণ্ডের সকল অংশ ইহা দ্বারা আক্রান্ত হয় না। ইহা দ্বারা কেবল কশেরুকা মজ্জার ক্রিয়াশক্তিবাহিনী স্নায়ুকেন্দ্র উত্তেজিত হয়। এই কেন্দ্র উত্তেজিত হওয়াতে হাত, পা, বুক, পিঠ প্রভৃতির মাংসপেশী সকলের আক্ষেপ হয়। কশেরুকা মজ্জার স্নায়ু সকল দ্বারা যে সকল মাংসপেশীর কার্য্য পরিচালিত হয় তৎসমুদয়েই আক্ষেপ হয়। ষ্ট্রীকনিয়া দ্বারা বিষাক্ত হইলে ঠিক ধনুষ্টঙ্কারের ন্যায় আক্ষেপ হয়। ধনুষ্টঙ্কারের আক্ষেপ হইতে ষ্ট্রীকনিয়ার আক্ষেপের বিভিন্নতা এই যে, ধনুষ্টঙ্কারের আক্ষেপ অবিরাম (টনিক) এবং ষ্ট্রীকনিয়ার আক্ষেপ সবিরাম (ক্লনিক)। অনেকক্ষণ ধরিয়া হাত-পা ইত্যা-

দির মাংসপেশী শক্ত হইয়া থাকিলে তাহার নাম অবিরাম আক্ষেপ, আর থাকিয়া থাকিয়া আক্ষেপ হওয়ার নাম সবিরাম আক্ষেপ। প্রকৃত ধনুষ্টঙ্কারে অবিরাম আক্ষেপ হয়। অনেকক্ষণ ধরিয়া চোয়াল ঘাড়, বুক, পিঠ প্রভৃতি বাঁকিয়া শক্ত হইয়া থাকে। আর ষ্ট্রীক্নিয়ার আক্ষেপে হাত, পা, বুক, পিঠের মাংসপেশী একবার শক্ত এবং একবার শিথিল হয়। তদ্ভিন্ন, ষ্ট্রীক্নিয়া দ্বারা বিষাক্ত হইলে সর্ব্বাগ্রে চোয়াল ধরিয়া যায় না। ষ্ট্রীক্নিয়া বিষাক্ত মাত্রায় সেবন মাত্রেই টঙ্কার আরম্ভ হয়, ঐ টঙ্কার অল্পক্ষণ পরেই ভাল হইয়া যায়, আর নয়ত অল্পক্ষণের মধ্যেই রোগী মরিয়া যায়।

অল্প মাত্রায় ষ্ট্রীক্নিয়া সেবনে বোধশক্তিবাহিনী স্নায়ু সকল উত্তেজিত হয়, তাহাতে সমস্ত শরীরের বোধশক্তি প্রখর হয়। চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের কার্য্য প্রখর হয় এবং মানসিক বৃত্তি সকল প্রস্ফুটিত হয়।

ষ্ট্রীক্নিয়া দ্বারা ধমনীর রক্তের চাপ বৃদ্ধি হয়। রক্তের চাপ কাহাকে বলে তাহা ১১২ পৃষ্ঠায় বলা গিয়াছে।

ষ্ট্রীক্নিয়া দ্বারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধমনী সকল সঙ্কুচিত হয়। ইহা হৃদয়েরও বলকারক।

ষ্ট্রীক্নিয়া পাকস্থলীর বলকারক। তদ্ভিন্ন, ইহাতে অন্ত্রের সঙ্কোচন-শক্তি বৃদ্ধি করে।

ষ্ট্রীক্নিয়া দ্বারা বিষাক্ত হইলে ধনুষ্টঙ্কারের ন্যায় আক্ষেপ এবং তজ্জন্য শ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ হইয়া রোগী বিনষ্ট হয়।

ব্যবহার :—প্যারাপ্লেজিয়া, হেমিপ্লাজিয়া প্রভৃতি বিবিধ প্রকার পক্ষাঘাত রোগে নক্স-ভমিকা এবং ষ্ট্রীক্নিয়া উপকারী। ইহাতে কশেরুকা মজ্জার স্নায়ুকেন্দ্র সবল করিয়া উপকার করে। কোন অঙ্গ বিশেষে আবদ্ধ পক্ষাঘাত রোগেও ষ্ট্রীক্নিয়া উপকারী। মস্তিষ্কের পীড়া জনিত পক্ষাঘাতে ইহা তাদৃশ উপকারক নহে। পক্ষাঘাতের তরুণ অবস্থাতেও ইহা তাদৃশ ফলদায়ক নহে। কশেরুকা মজ্জার প্রদাহ জন্য পক্ষাঘাতে যতদিন প্রদাহের তরুণ অবস্থা অপনীত না হয়, ততদিন নক্সভমিকা প্রয়োগ করা উচিত নহে। প্রতিফলিত ক্রিয়া বিকার ঘটিত প্যারাপ্লেজিয়া এবং হেমিপ্লেজিয়া রোগে (রিফ্লেক্স প্যারাপ্লেজিয়া এবং হেমিপ্লেজিয়া) ষ্ট্রীক্নিয়া উপকারী।

মস্তিষ্কের প্রদাহ জনিত মস্তিষ্কে আঘাত জনিত হেমিপ্ল্যাজিয়া রোগে ষ্ট্রীক্-নিয়া উপকারক নহে। বহুদিন স্থায়ী পক্ষাঘাতে যখন মাংসপেশী সকল একেবারে ক্ষয় হইয়া যায় অর্থাৎ অঙ্গ শুকাইয়া যায়, তখন আর ষ্ট্রীক্‌নিয়া সেবনে ফল দর্শে না।

অতিশয় পরিশ্রম জন্য অনিদ্রা রোগে ৫—১০ মিনিম্ মাত্রায় টীং নক্স-ভমিকা উপকার করে, এবং নিদ্রা আনয়ন করে।

ষ্ট্রীক্‌নিয়া এবং নক্সভমিকা কামোদ্দীপক, এজন্য ধ্বজভঙ্গ রোগে বিশেষ উপকার করিয়া থাকে। নক্সভমিকার দ্বারা বিষাক্ত হইলে জননেন্দ্রিয় উত্তেজিত হয়। বুক জ্বালা রোগে উপকারক।

সাধারণ দৌর্ব্বল্য রোগে ষ্ট্রীক্‌নিয়া বলকারক হইয়া উপকার করে।

রক্তকাশ রোগে ষ্ট্রীক্‌নিয়া, আর্গট এবং ডিজিট্যালিস একত্রে খুব উপকার করে।

গ্যাষ্ট্রডাইনিয়া রোগে ১—২ মিনিম মাত্রায় টীং নক্সভমিকা সেবনে উপকার হয়।

বমন রোগে খুব অল্প মাত্রায় লাইকর ষ্ট্রীক্‌নিয়া উপকারক।

ষ্ট্রীক্‌নিয়া অথবা নক্সভমিকা দ্বারা পুরাতন আকারের জ্বরের উপকার হয়। অজীর্ণজনিত জ্বরে ইহাতে বেস উপকার করে।

যক্ষ্মা রোগের অতি ঘর্ম্মে ষ্ট্রীক্‌নিয়া উপকার করে।

½ গ্রেণ ষ্ট্রীক্‌নিয়া দ্বারা মৃত্যু হইতে পারে। ষ্ট্রীক্‌নিয়া বা নক্সভমিকা দ্বারা বিষাক্ত হইলে প্রথমে ট্যানিক্ এছিড সেবন করান কর্ত্তব্য। তৎপরে ষ্টমাক পম্প দ্বারা পাকস্থলী ধৌত করা কর্ত্তব্য। ষ্ট্রীক্‌নিয়া শরীরে পরিপাক হইয়া গেলে ক্লোরাল্ ক্লোরফরম্, ব্রোমাইড্ অব্ পটাসিয়ম, ক্যালাবারবিন প্রভৃতি ধনুষ্টঙ্কারের ঔষধ প্রয়োগ করিবে।

ষ্ট্রীক্‌নিয়া হাইপডার্ম্মিক রূপে দেওয়া যায়। তখন ইহা $\frac{1}{120}$—$\frac{1}{60}$ গ্রেণ মাত্রায় দেওয়া যাইতে পারে। কোন অঙ্গ বিশেষে কোন একটা মাংস-পেশীর পক্ষাঘাত হইলে তথায় ষ্ট্রীক্‌নিয়ার অধঃত্বাচ প্রয়োগে বিশেষ উপকার হয়।

ষ্ট্রীক্‌নিয়ার অধঃত্বাচ প্রয়োগ সর্প বিষের একটা ঔষধ বলিয়া আজকাল

অনেকেই ব্যবহার করিতেছেন। সময় সময় ইহা দ্বারা বেস ফল পাওয়া যায়। কিন্তু সর্পদষ্ট রোগীকে ইহা খুব বেশী মাত্রায় অধঃত্বাচ প্রয়োগ করিতে হয়। $\frac{1}{8}$ গ্রেণ মাত্রায় একবার অধঃত্বাচ প্রয়োগ করিয়া কিয়ৎকাল পরে আবার $\frac{1}{8}$ গ্রেণ মাত্রায় প্রয়োগ করিতে হয়, তাহাতে উপকার না হইলে পুনর্ব্বার প্রয়োগ করা দরকার। এইরূপে ১ গ্রেণ পর্য্যন্ত ষ্ট্রীক্‌নিয়া প্রয়োগ করারও উপদেশ আছে। অষ্ট্রেলিয়া দেশের ডাঃ মূলার এই চিকিৎসা বাহির করিয়াছেন।

মাত্রাদি :—টীংচার ১০—২০ মিনিম। এক্‌ষ্ট্রাক্ট $\frac{1}{8}$—১ গ্রেণ। ষ্ট্রীক্‌নিয়া $\frac{1}{60}$—$\frac{1}{12}$ গ্রেণ। লাইকর ষ্ট্রীক্‌নিয়া ৫—১০ মিনিম।

℞ টীংচ্যুরা নিউছিস্ ভমিছি ♏x, এছিড্ নাইট্রো হাইড্রোক্লোরিক্ ডিল ♏xv, টীং জেন্‌শিয়ানি কো ʒi, একুয়া ad ℥i; ১ মাত্রা প্রতিদিন ৩ বার। ক্ষুধা বৃদ্ধিকারক।

℞ ফেরি এট্ কুইনাইনী ছাইট্রাস্ gr. ii, টীং নক্সভম ♏x, একুয়া ℥i; ১ মাত্রা প্রতিদিন ৩ বার। পক্ষাঘাত রোগে, জ্বরান্তে দৌর্ব্বল্যে উপকারক।

℞ লাইকর ষ্ট্রীক্‌নাইনী হাইড্রোক্লোরেটিস্ ♏iii, ইন্‌ফিউজম্ কুয়াশায়ি vel, ইন্‌ফিউজম্ জেন্‌শিয়ানি ad ℥i; ১ মাত্রা প্রতিদিন ৩ বার। মদ্যপান জনিত হস্তপদ কম্পনে উপকারক।

℞ এক্‌ষ্ট্রাক্ট নিউছিস্ ভমিছি gr. iii, জিন্‌ছাই ফস্ফেটিস্ gr. iii, এক্‌ষ্ট্রাক্ট জেন্‌শেন্ q. s. মিশ্রিত করিয়া ৬টী বটিকা। প্রতিদিন ২ বার ২টী সেবন। প্রাতে এবং সন্ধ্যায়। কামোদ্দীপক।

নাইট্রো গ্লাইছেরিন (NITRO GLYCERINE.)

অপর নাম ট্রাইনাই ট্রাইনি (TRINI TRINÆ.)

গ্নোনইন্ (GLONOIN.)

প্রয়োগরূপ :—(১) নাইট্রো গ্লিছেরিনাই ট্যাবেলি। (২) লাইকর নাইট্রো গ্লিছেরিনাই।

নাইট্রো গ্লাইছেরিনের ক্রিয়া নাইট্রাইট্ অব্ এমিল্‌এর ন্যায়। ঔষধের মাত্রায় নাইট্রো গ্লাইছেরিন সেবনের দুই তিন মিনিট মধ্যেই চখ মুখ লাল

হইয়া উঠে, মাথা ভার হয় এবং মাথার ধমনী তড়পাইতে থাকে, ধাত সবল ও দ্রুত হয়। কখন কখন শিরোঘূর্ণন এবং শিরঃপীড়া উপস্থিত হয়।

বিষাক্ত মাত্রায় সেবনে নাড়ী ও শ্বাসপ্রশ্বাস দ্রুত হয়, হৃদয়ের ক্রিয়া দুর্ব্বল হয়। অবশেষে শ্বাসপ্রশ্বাস নির্ব্বাহকারী স্নায়ুকেন্দ্রের পক্ষাঘাত উপস্থিত হয়। তাহাতে শ্বাসপ্রশ্বাস বন্ধ হইয়া রোগীর প্রাণ নাশ হয়।

নাইট্রো গ্লাইছেরিনের বাষ্প আঘ্রাণ করিলেও মাথা ভার বোধ, এবং শিরঃপীড়া উপস্থিত হয়।

নাইট্রো গ্লাইছেরিন এন্‌জাইনা পেক্টোরিস রোগের একটা ভাল ঔষধ। ডাক্তার মরেল বলেন, এন্‌জাইনার বেদনা ধরিবা মাত্র প্রতি ৩ বা ৪ ঘণ্টান্তর ১টী করিয়া নাইট্রো গ্লাইছেরিন ট্যাব্‌লেট্ সেবন করাইলে তৎক্ষণাৎ প্রতিকার হয়। এইরূপে প্রত্যেক এন্‌জাইনার আক্রমণে ৩টী হইতে ৬টী পর্য্যন্ত ট্যাব্‌লেট্ সেবন করান যাইতে পারে।

ফার্‌কিউহার্‌সন বলেন, এন্‌জাইনা রোগে লাইকর ট্রাইনাই ট্রাইনি ½ মিনিম মাত্রায় প্রতি ৩ ঘণ্টান্তর প্রয়োগে বেদনার শান্তি হয়।

এজ্‌মা, এপিলেপ্‌সি এবং মাইগ্রেন রোগেও নাইট্রো গ্লাইছেরিন ব্যবহার করা যাইতে পারে।

মাত্রা :—ট্যাব্‌লেট ১—২টী ; লাইকর ½—২ মিনিম।

পডোফাইলাই রাইজোমা
(PODOPHYLLI RHIZOMA.)

পডোফাইলাই রেজিনা—রেজিন অব পডোফাইলম্
(PODOPHYLLI RESINA.)

প্রয়োগরূপ :—(১) টীংচুরা পডোফাইলাই।

পডোফাইলম অন্ত্রের গ্রন্থি সকলকে উত্তেজিত করে, তাহাতে অন্ত্র হইতে রস ক্ষরণ হয় এবং সেই জন্য ইহা সেবনে জলবৎ তরল ভেদ হয়। ঐ দাস্তের

সঙ্গে পিত্তও মিশ্রিত থাকে। পডোফাইলম্ যকৃৎকে উত্তেজিত করে এবং তাহাতে যকৃৎ হইতে পিত্ত নিঃসৃত হয়।

জন্ডিস্ (কামলা) রোগে এবং যকৃতের নানা প্রকার ক্রিয়া বিকার ঘটিত রোগে পডোফাইলম্ পিত্তনিঃসারক এবং বিরেচক হইয়া উপকার করে। সাধারণ কোষ্ঠবদ্ধতা রোগেও ইহা দ্বারা উপকার হয়। ছেলেদের শক্ত শক্ত দাস্ত হইলে ইহা দ্বারা উপকার করে। পক্ষান্তরে, মৃত্তিকার ন্যায় বা শাদা পিত্ত রহিত ফেনা ফেনা দাস্ত হইলেও পডোফাইলম মলের দোষ সংশোধন করে। ছেলেদিগকে প্রয়োগ করিতে হইলে টীংচার পডোফাইলম ৫—৬ মিনিম মাত্রায় প্রতিদিন ৩ বা ৪ বার দেওয়া যায়।

পডোফাইলম ক্রিয়া অনিশ্চিত। কোন কোন রোগীতে ইহা বেশ কাজ করে। আবার কোন কোন স্থলে কোনই উপকার হয় না। অনেক স্থলে ইহাতে পেট কামড়ায়।

মাত্রা ইত্যাদি :—রেজিন $\frac{1}{8}$—$\frac{1}{2}$ গ্রেণ (বটিকাকারে); টীংচার ১৫—৬০ মিনিম।

℞ পডোফাইলাই রেজিনা gr. ii, এক্‌ষ্ট্রাক্ট বেলাডোনি gr. ii, ওলিয়ম ক্যারিওফাইলাই ♏ii; একত্র করিয়া ৪টী পিল কর। প্রতি রাত্রে ১টী। কোষ্ঠবদ্ধতায়, যকৃতের রক্তাধিক্য রোগে উপকারী।

পাইরেথ্রাই র‍্যাডিক্‌স্—পেলিটোরি রুট

(PYRETHRY RADIX—PELLITORY ROOT.)

প্রয়োগরূপ :—(১) টীংচুরা পাইরেথ্রাই।

পাইরেথ্রাই লালানিঃসারক। ইহা চর্ব্বন করিলে মুখ ধরে এবং প্রচুর লালাস্রাব হয়।

আলজিহ্বা বড় হইলে অথবা জিহ্বার অসাড়তা রোগ হইলে ইহার কুলি করিলে উপকার হয়। রথ বলেন, গ্লোবস্ হিষ্টিরেকিস্ রোগে ইহা সেবনে উপকার হয়।

পাইরেথ্রাই সেবন জন্য ব্যবহৃত হয় না। ইহার টীংচার মুখে রাখিলে লালাস্রাব হয়।

পাইপার নাইগ্রম—ব্ল্যাক পেপার
(PIPER NIGRUM—BLACK PEPPER.)

বাঙ্গালা—গোলমরিচ।

প্রয়োগরূপ :—(১) কন্‌ফেক্‌শিও পাইপেরিস্‌।

গোলমরিচ পাকস্থলীর উত্তেজক, সাধারণ উত্তেজক ক্ষুধাবৃদ্ধিকারক, লালানিঃসারক এবং উদরাধ্মান নিবারক। অশরোগে উপকারক বলিয়া কথিত আছে। গোলমরিচ ১০—২০ গ্রেণ মাত্রায় সেবন করা যাইতে পারে। কন্‌ফেক্‌শনের মাত্রা ১—২ ড্রাম।

পাইক্রটক্‌সাইনম—পাইক্রটক্‌সিন
(PICROTOXINUM—PICROTOXIN.)

পাইক্রটক্‌সিন অতি. ঘর্ম্মনিবারক। যক্ষ্মাকাশ রোগীর অতিশয় ঘর্ম্ম হইলে ইহা সেবনে উপকারক। মাত্রা $\frac{1}{100}$—$\frac{1}{60}$ গ্রেণ বটিকাকারে। ইহা খুব বিষাক্ত জিনিষ। বেশী মাত্রায় আক্ষেপ হইয়া মৃত্যু হয়। ইহাতে গতিশক্তিবাহিনী স্নায়ুকেন্দ্র এবং মেড্যুলা উত্তেজিত হয়। এইজন্য পক্ষাঘাত প্রভৃতি রোগে উপকার করিতে পারে।

পাইমেণ্টা—পাইমেণ্টো
(PIMENTA—PIMENTO.)

চলিত নাম—অল্‌স্‌পাইচ (Allspice)।

প্রয়োগরূপ :—(১) একুয়া পাইমেণ্টি। (২) ওলিয়ম পাইমেণ্টি।

গুণ :—পাকস্থলীর উত্তেজক ; উদরাধ্মান নিবারক।

মাত্রা :—একুয়া ১—২ আং ; ওলিয়ম ১—৪ মিনিম চিনি বা গঁদের সঙ্গে।

পাইনাই সিল্‌ভেস্‌ট্রিস্‌ ওলিয়ম—ফারউল অইল
(PINI SYLVESTRIS OLEUM—FIR WOOL OIL.)

প্রয়োগরূপ :—(১) ভেপর ওলিয়াই পাইনি সিল্‌ভেস্‌ট্রিস্‌।

ইহার ক্রিয়া ও গুণ :—টর্‌পেণ্টাইনের ন্যায়। বড় একটা প্রয়োগ নাই। ইহার ভেপর শ্বাসপথে টানিলে কাশির উগ্রতা নাশ করে।

পাইরকসাইলিন—গনকটন
(PYROXYLLIN—GUNCOTTON.)

গনকটনের কলোডিয়ন প্রস্তুত জন্য ব্যবহার হয়।

পিক্স বর্‌গণ্ডিকা—বর্‌গণ্ডি পিচ
(PIX BURGUNDICA.)

প্রয়োগরূপ :—(১) এম্‌প্লাষ্ট্রম পাইছিস্‌।

আভ্যন্তরিক প্রয়োগ নাই। ইহার প্ল্যাষ্টার প্রত্যুগ্রতা সাধক পটি। লম্বেগো, সায়টিকা, রিউম্যাটিজম প্রভৃতি রোগে ইহার প্ল্যাষ্টার প্রয়োগে উপকার হয় এবং বেদনা দূর হয়।

পিক্স লিকুইডা—টার (PIX LIQUIDA—TAR.)

বাঙ্গালা—আলকাতরা।

প্রয়োগরূপ :—(১) অঙ্গুয়েণ্টম পাইছিস।

টার উত্তেজক মূত্রকারক, কফনিঃসারক এবং পচননিবারক। টারের সঙ্গে অল্প অল্প টর্পেণ্টাইন এবং ক্রিয়াজোট থাকে; এবং ঐ সকল দ্রব্য থাকাতেই ইহা পচননিবারক এবং কাশির দমনকারক হয়। ব্রঙ্কাইটিস রোগে অধিকবার শ্লেষ্মা উঠিলে টার সেবনে বা টারের ধূম টানিলে উপকার হয়। সোরায়াসিস এবং পুরাতন একজিমা রোগে টারের মলম মালিস খুব উপকারী।

প্রুণম্—প্রুণ (PRUNUM—PRUNE.)

গুণ :—মৃদুবিরেচক। কন্‌ফেকশন্ সেনা প্রস্তুতে ব্যবহার হয়।

প্যাপাভেরিস্ ক্যাপ্‌সিউলি—পপি ক্যাপ্‌সিউল (PAPAVERIS CAPSULE—POPPY CAPSULE.)

বাঙ্গালা—পোস্তঢেঁড়ি।

প্রয়োগরূপ :—(১) ডিকক্টম্ প্যাপাভেরিস। (২) এক্‌ষ্ট্রাক্টম প্যাপাভেরিস। (৩) সিরপস্ প্যাপাভেরিস্।

পোস্তঢেঁড়িতে অতি অল্প মাত্রায় ওপিয়ম্ থাকে। এই জন্য ইহা কিছু যন্ত্রণা-নিবারক এবং নিদ্রাকারক। ইহার ডিককৃশন উষ্ণ থাকিতে থাকিতে বেদনা স্থানে সেক দিলে উপকার পাওয়া যায়।

এক্‌ষ্ট্রাক্টের মাত্রা ২—৫ গ্রেণ। সিরপের মাত্রা ১ ড্রাম।

প্যারিরি র‍্যাডিক্‌স্—প্যারিরি রুট (PAREIRÆ RADIX—PAREIRÆ ROOT.)

প্রয়োগরূপ :—(১) ডিকক্টম্ প্যারিরি। (২) এক্‌ষ্ট্রাক্টম্ প্যারিরি। (৩) এক্‌ষ্ট্রাক্টম্ প্যারিরি লিকুইডম।

প্যারিরি তিক্ত বলকারক এবং মৃদু বিরেচক। ইহা মূত্রকারক। ব্লাডার কিডিনি এবং মূত্রনালীর প্রদাহ রোগে প্যারিরি উপকারক। পুরাতন সিষ্টাইটিস্ রোগে সপূয প্রস্রাব হইলে এবং সপরেটিভ নেফ্রাইটিস, পাই-লাইটিস পুরাতন গণরিয়া এবং গ্লিট রোগে প্যারিরি সেবনে উপকার করে। প্যারিরি তিক্ত বলিয়া ইহা পাকস্থলীর বলকারক এবং ক্ষুধা-বৃদ্ধিকারক। কিন্তু ইহার ক্ষুধা-বৃদ্ধিকারক বলিয়া ব্যবহার নাই।

মাত্রাদি :—(১) ডিককৃশন ১—২ আং, এক্‌ষ্ট্রাক্ট ১০—৩০ গ্রেণ, লিকুইড এক্‌ষ্ট্রাক্ট ½—২ ড্রাম্।

℞ এক্‌ষ্ট্রাক্ট প্যারিরি লিকুইড ℥i, লাইকর পট্যাসি ℳx, ডিকক্টম

প্যারিরি.ad ℥i ; ১ মাত্রা প্রতিদিন ৩ বার সেবন। পুরাতন সিষ্টাইটিস এবং গণরিয়া রোগে।

ফ্যারিনা ট্রিটিছাই—হুইটেন ফ্লোর
(FARINA TRITICI—WHEATEN FLOUR.)

বাঙ্গালা—গমের ময়দা।

ময়দার পুলটীস দেওয়া যায়। ইয়েষ্ট পুলটীস তৈয়ার করিতে ময়দা লাগে, তাছাড়া ময়দা উৎকৃষ্ট পুষ্টিকারক খাদ্য।

ফাইজস্টিগ্মেটিস্ সিমেন—ক্যালাবার বিন
(PHYSOS TIGMATIS SEMEN—CALABER BEAN.)

প্রয়োগরূপ :—(১) একষ্ট্রাক্টম্ ফাইজস টিগ্মেটিস। (২) এছেরাইন বা ফাইজসটিগ্মিনা। (৩) ল্যামেলি ফাইজসটিগমিনি।

শরীরের বাহিরে চর্ম্মের উপর ক্যালাবারবিন্ লাগাইলে কোন ক্রিয়া প্রকাশ হয় না। চক্ষের ভিতর দিলে ইহাতে চক্ষুকনীনিকা সঙ্কুচিত হয় (চকের পুঁতলো ছোট হয়)। প্রায় ১৫ মিনিট মধ্যে এই সঙ্কোচন ক্রিয়া উপস্থিত হয় এবং প্রায় ৮ ঘণ্টা পর্য্যন্ত স্থায়ী হয়। ইহাতে রোগী চখে ঝাপ্সা দেখে এবং কপাল টন্টন করে। মস্তিষ্কের তৃতীয় স্নায়ু চক্ষের আইরিসে (উপতারা) ব্যাপ্ত হইয়া আছে। চক্ষের আইরিস পুঁতলোর চারি দিক ঘেরিয়া আছে। ঐ আইরিস মাংসময় পদার্থ। ক্যালাবার বিন ঐ তৃতীয় স্নায়ুকে উত্তেজিত করিয়া চক্ষু কনীনিকা সঙ্কুচিত করে।

ক্যালাবারবিন বিষাক্ত ঔষধ। মস্তিষ্কের উপর ইহার কোন ক্রিয়া নাই। ইহার দ্বারা বিষাক্ত হইলে আমরণ রোগীর বেস জ্ঞান থাকে।

ইহার প্রধান ক্রিয়া হচ্ছে মেরুদণ্ডীয় মজ্জার উপর। ইহাতে মেরুদণ্ডীয় স্নায়ুকেন্দ্রের গতিশক্তিবাহিনী অংশের (মেরুদণ্ডের সম্মুখ কর্ণুয়া) অবসাদ হয়। এই জন্য ক্যালাবারবিন দ্বারা বিষাক্ত হইলে হস্তপদ প্রভৃতি অঙ্গের পক্ষাঘাত হয়। ঐ সকল অঙ্গের গতিশক্তি একবারে লোপ হয়। সঙ্গে সঙ্গে

মেরুদণ্ডের বোধশক্তিবাহিনী স্নায়ুকেন্দ্রেরও কথঞ্চিত অবসাদ হয়, তাহাতে অঙ্গ সকলের বোধশক্তি কমিয়া যায়। সুতরাং সম্পূর্ণ পক্ষাঘাত উপস্থিত হয়। অঙ্গ সকলের গতিশক্তিও থাকে না এবং বোধশক্তিও কম পড়িয়া যায়।

ক্যালাবার বিন সেবন করিলেও চক্ষুকনীনিকা সঙ্কুচিত হয়।

বিষাক্ত মাত্রায় ক্যালাবার বিন সেবনে হৃদয়ের ক্রিয়া দুর্ব্বল ও দ্রুত হয়, অল্প মাত্রায় সেবনে হৃদয়ের ক্রিয়া সবল হয়।

বিষাক্ত মাত্রায় সেবনে শ্বাসপ্রশ্বাস নির্ব্বাহকারী স্নায়ুকেন্দ্রের পক্ষাঘাত উপস্থিত হয়, তাহাতে রোগী রুদ্ধশ্বাস হইয়া মারা পড়ে। অল্প মাত্রায় সেবনে শ্বাসপ্রশ্বাস ধীর হয়।

অধিক মাত্রায় সেবনে ইহাতে বমন এবং উদরে শূল বেদনার ন্যায় বেদনা হয়।

ইহার দ্বারা মুখের লালাস্রাব এবং ঘর্ম্ম নিঃসরণ বৃদ্ধি হয়।

বিষাক্ত মাত্রায় সেবনে রোগীর শ্বাসপ্রশ্বাস বন্ধ হইয়া অথবা হৃদয়ের কার্য্য স্থগিত হইয়া মৃত্যু ঘটে।

ক্যালাবার বিন হইতে দুইটি উপক্ষার বা বীর্য্য পাওয়া যায়। এছেরাইন এবং ক্যালাবারাইন। এছেরাইনের ক্রিয়া ক্যালাবার বিনের ন্যায়। ক্যালাবারাইন দ্বারা ধনুষ্টঙ্কারের ন্যায় আক্ষেপ হইয়া মৃত্যু হয়।

ষ্ট্রীকনিয়া এবং এট্রপিন দ্বারা বিষাক্ত হইলে ক্যালাবার বিন সেবনে উপকার হয়। ক্যালাবার বিন ষ্ট্রীক্‌নিয়া এবং এট্রপাইনের প্রতিষেধক। ক্যালাবার বিন মেরুদণ্ডীয় স্নায়ুর অবসাদ উৎপন্ন করে এই জন্য, টেটেনস্ রোগে ক্যালাবার বিন একটা ভাল ঔষধ। তদ্ভিন্ন, কোরিয়া, প্যারালিসিস্ এজিটান্স এবং উন্মাদ রোগে ইহা দ্বারা উপকার হয়।

বিবিধ চক্ষু পীড়ায় এছেরাইন ব্যবহার করা যাইতে পারে। এছেরাইন সল্যুসন চখের ভিতর ফোট দিলে চক্ষুকনীনিকা সঙ্কুচিত হয়। এট্রপিনের ফোট দিলে চক্ষুকনীনিকা প্রসারিত হয়, এজন্য এট্রপিন ব্যবহারে, চক্ষুকনী-নিকা প্রসারিত হইলে এছেরাইনের ফোট দিলে চক্ষুকনীনিকা স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হয়। তার পর চক্ষের তারাতে ক্ষত হইলে বা চখের মণিতে আঘাত লাগিয়া ক্ষত হইলে এছেরাইনের ফোট দ্বারা উপকার হয়। গ্লকোমা,

কিরাটাইটিস, ডিট্যাস্ মেণ্ট্ অব্ রেটিনা প্রভৃতি নানাবিধ চক্ষুরোগে এছেরাইনের ব্যবহার হয়।

মাত্রা ইত্যাদি :—একৃষ্ট্রাক্ট $\frac{1}{৬}$—$\frac{1}{৪}$ গ্রেণ। টেটেনস্ রোগে $\frac{1}{৪}$ গ্রেণ অধঃত্বাচ্ পিচকারী দেওয়া যায় (হাইপডার্ম্মিক ইঞ্জেকশন)। চখে ফোট জন্য এছেরাইন লোসন (২ গ্রেণ জল ১ আং) ব্যবহার হয়। এছেরাইন ডিস্ক (ল্যামেলি ফাইজস্টিগ্ মিনি) চক্ষে দিবার জন্য।

ফিকস্—ফিগ (FICUS—FIG.)

ইহা মৃদুবিরেচক। কন্ফেক্শন্ সেনা প্রস্তুত জন্য ব্যবহার হয়।

ফিলিক্স মাস্—মেল ফার্ণ (FILIX MASS—MALE FERN.)

প্রয়োগরূপ :—(১) একৃষ্ট্রাক্টম ফিলিছিস লিকুইডম। মেলফার্ণ ফিতার ন্যায় ক্রিমিনাশক। একৃষ্ট্রাক্টের মাত্রা ১৫—৩০ মিনিম।

ফিনিকিউলাই ফ্রুক্টস্—ফেনেল ফ্রুট (FŒNICULI FRUCTUS—FENNEL FRUIT.)

প্রয়োগরূপ :—(১) একুয়া ফিনি কিউলাই।

ইহার গুণ ধনিয়া প্রভৃতির ন্যায়। উদরাধ্মান নিবারক, আক্ষেপ-নিবারক। একুয়ার মাত্রা ১—৩ আং।

বাল্সামম্ পেরুভিয়েনম—বালসাম পেরু (BALSAMUM PERUVIANUM—BALSAM OF PERU.)

বাল্সামম্ টোলুটেনম্—বালসাম টলু (BALSAMUM TOLUTANUM—BALSAM OF TOLU.)

প্রয়োগরূপ :—(১) টীংচুয়ারা টলুটেনা। (২) সিরুপস টলুটেনা।

ইহারা কফনিঃসারক। অন্যান্য কফনিঃসারক ঔষধের সঙ্গে ব্যবহার হইতে পারে। ব্রঙ্কাইটিস রোগে উপকারক। বেডসোর (শয্যাক্ষত) উপর বালসাম পেরু দিয়া ড্রেস করিলে উপকার হয়। অন্যান্য পুরাতন ধরণের ক্ষতের উপর প্রয়োগেও উপকার করে। বাল্‌সাম পেরু এবং বাল্‌সাম টলু উভয়ই ইকুন এবং পাঁচড়া কীট বিনাশ করে। চুলকোনা এবং পাঁচড়া রোগে গায়ে মাখিলে উপকার হয়।

বালসাম পেরুর মাত্রা ১০—১৫ মিনিম। মিউসিলেজের সঙ্গে মিশাইয়া দেওয়া যায়। বালসাম টলুর মাত্রা ১০—২০ গ্রেণ। সিরপ ১—ড্রাম। টীংচার ২০—৪০ মিনিম।

বেবিরাইনি সলফাস (BEBERINÆ SULPHAS.)

নেক্টাণ্ড্রা দেখ।

বেলি ফ্রুক্টস্—বেল ফ্রুট (BELÆ FRUCTUS—BAEL FRUIT.)

বাঙ্গালা—বেলফল।

প্রয়োগরূপ :—(১) এক্‌ষ্ট্রাক্টম বেলি লিকুইডম।

বেলফলের শাঁস আমাশয় ও উদরাময় রোগে বিশেষ উপকারক বলিয়া প্রসিদ্ধ। কিন্তু বেলের দ্বারা উপকার পাইতে হইলে ফল টাট্‌কা হওয়া কর্ত্তব্য। ফার্মাকোপিয়ার লিকুইড এক্‌ষ্ট্রাক্ট তেমন কার্য্যকারী নহে। পাকা বেল অধিকতর ধারক গুণবিশিষ্ট। কাঁচা বেল সারক। বেলের এই একটী বিশেষ গুণ যে, ইহা উদরাময়ে ধারক এবং কোষ্ঠবদ্ধতায় সারক গুণবিশিষ্ট। তরুণ আমাশয় পীড়া কেবল মাত্র বেল দ্বারা আরোগ্য হয় না। তবে ইহা পথ্যরূপে ব্যবহার করা যাইতে পারে। পাকা বেল ঘোলের সঙ্গে মাড়িয়া চিনি ও লবণ দিয়া সরবত করিয়া আমাশয়গ্রস্ত রোগীকে পান করান যাইতে পারে।

লিকুইড এক্‌ষ্ট্রাক্টের মাত্রা ১—২ ড্রাম্।

বেলাডোনি ফোলিয়া (BELLADONNÆ FOLIA.)

বেলোডোনি র‍্যাডিক্স (BELLADONNÆ RADIX.)

বেলেডোনা হইতে এট্রপাইন্ নামক বীর্য্য বা উপক্ষার পাওয়া যায়।

প্রয়োগরূপ :—(১) এক্‌ষ্ট্রাক্টম্ বেলাডোনি। (২) সকস বেলাডোনি। (৩) টীংচ্যুরা বেলাডোনি। (৪) এক্‌ষ্ট্রাক্টম্ বেলাডোনি এল্‌কোহলিকম্। (৫) লিনিমেণ্টম্ বেলাডোনি। (৬) এম্‌প্ল্যাষ্ট্রম্ বেলাডোনি। (৭) অঙ্গুয়েণ্টম্ বেলাডোনি।

বেলেডোনা হইতে এট্রপাইন্ নামক বীর্য্য বা উপক্ষার পাওয়া যায়। এই এট্রপাইন হইতেই বেলেডোনার কার্য্য হইয়া থাকে।

অক্ষত চর্ম্মের উপর বেলেডোনা অথবা এট্রপাইন্ জল মিশ্রিত করিয়া প্রয়োগ করিলে উহা শরীরে প্রবেশ করে না। কিন্তু এল্‌কোহল, ক্লোর-ফরম্, ক্যাম্ফর এবং গ্লিছেরিনের সহিত মিশাইয়া প্রয়োগ করিলে উহা শরীরের ভিতর প্রবেশ করে। শ্লেষ্মা ঝিল্লি এবং ক্ষতের উপর প্রয়োগ করিলে বেলেডোনা এবং এট্রপাইন শরীরে প্রবেশ করে। ডাক্তার ফার্-কিউ হার্‌সন্ কিন্তু বলেন যে অক্ষত চর্ম্মের উপর বেলেডোনা লেপন করিলে উহার কতক অংশ শরীরে প্রবেশ করে। বেলেডোনা অথবা এট্রপাইন চক্ষে প্রবেশ করিলে চক্ষুকনীনিকা (চকের পুতলো) প্রশস্ত হয়।

নিম্নশ্রেণীর জীব জন্তু বেলেডোনা বা এট্রপাইন্ দ্বারা মনুষ্যের ন্যায় আক্রান্ত হয় না। একটা পায়রা বধ করিতে ২ গ্রেণ এট্রপাইন্ লাগিয়া থাকে। ১৫ গ্রেণ বেলেডোনার কাথে একটি খরার জীবন নষ্ট হয় না। একটি ঘোড়া ১ পাউণ্ড বেলেডোনা পত্র খাইয়াও পীড়িত হয় না। উদ্ভিদ্-ভোজী জন্তু অপেক্ষা মাংসভোজী জন্তু বেলেডোনার দ্বারা বেশী আক্রান্ত হয়।

অধিক মাত্রায় বেলেডোনা সেবন করিলে মুখ লাল হইয়া উঠে, চক্ষু রক্ত-বর্ণ হয়, চক্ষুকনীনিকা প্রশস্ত হয়, দৃষ্টি ঝাপ্সা হয় এবং রোগী দূরের বস্তু দেখিতে পায় না। কল্পনা-শক্তি উত্তেজিত হয় এবং রোগী একপ্রকার প্রলাপ বকিতে থাকে এবং মনে মনে সুখ অনুভব করে। কোন কোন

ব্যক্তি বেলেডোনা খাইয়া সে প্রত্যহ যে কাজ করিয়া থাকে, সেই কাজ করিবার ভাণ করে এবং ক্রমাগতই সেইরূপ ভাবে হাত পা নাড়িতে থাকে। একজন দর্জ্জি বেলেডোনা খাইয়া কয়েক ঘণ্টা পর্য্যন্ত যেন সেলাই করিতেছে এইরূপ ভাবে হাত নাড়িয়াছিল, আর বিড় বিড় করিয়া যেন কি বলিতেছে এইরূপ ভাবে তাহার ঠোঁট নড়িতেছিল, কিন্তু একটিও কথা বলিতে পারে নাই।

কেহ কেহ বেলেডোনা খাইয়া একবারে উন্মত্ত হইয়া উঠে এবং চীৎকার করিয়া বকিতে আরম্ভ করে। এই অবস্থায় তাহাকে বাঁধিয়া রাখিবার দরকার হয়।

কোন কোন ব্যক্তি অতি অল্প মাত্রায় বেলেডোনা খাইয়া প্রলাপ বকিতে আরম্ভ করে।

বেলেডোনা সেবনে রোগীর হস্তপদ চালনকারী মাংসপেশী দুর্ব্বল হয়। এই জন্য রোগী ইচ্ছামত পা ফেলিতে পারে না। এক যায়গায় পা ফেলিতে আর এক যায়গায় পা পড়ে এবং এক দিকে যাইতে আর এক দিকে যায় তাহাতে বৃক্ষপ্রাচীর প্রভৃতিতে মাথায় টক্কর লাগে।

চথ এবং সম্মুখ কপালে খুব বেদনা বোধ হয়। মাথা ঘুরে এবং কাণের মধ্যে এক রকম ঝাঁ ঝাঁ শব্দ হয়।

বেলেডোনার দ্বারা বিষাক্ত হইলে মূত্রাধারের (ব্লাডার) আক্ষেপ হয় এবং চিড়িক চিড়িক করিয়া প্রস্রাব হয়। গায়ে, বিশেষতঃ সন্ধিস্থল সকলে এক রকম লাল লাল ফুস্কুড়ি বাহির হয়।

ইহাতে মুখ ও গলার ভিতর শুষ্ক হয়। হৃদয়ের উপর বেলেডোনার প্রথম কার্য্য ইহার স্পন্দন বৃদ্ধি। হৃদয় প্রতি মিনিটে ১২০।১৩০ বার স্পন্দিত হয়। মৃত্যুর পূর্ব্বে নাড়ী ক্ষীণ, অনিয়মিত এবং অতিশয় দ্রুত হয়।

বেলেডোনার দ্বারা মস্তিষ্কের কন্‌ভোলিউশন্ উত্তেজিত হয় এবং তজ্জন্যই ইহাতে প্রলেপ উপস্থিত হয়। অত্যন্ত অধিক মাত্রায় মস্তিষ্কের কন্‌ভোলিউশন অবসাদগ্রস্ত হয় এবং রোগী একবারেই জ্ঞানশূন্য হয়।

বেলেডোনা মস্তিষ্কের মেডুলার উপর ক্রিয়া করে। এই মেডুলাতে শ্বাসপ্রশ্বাস নির্ব্বাহকারী স্নায়ুকেন্দ্র, হৃদয়ের স্পন্দন নির্ব্বাহকারী স্নায়ুকেন্দ্র,

ধমনীর মাংসপেশীর কার্য্যনির্ব্বাহক (ভাসোমোটর) স্নায়ুকেন্দ্র এবং বাকশক্তি, গলাধঃকরণ-শক্তি প্রভৃতির স্নায়ুকেন্দ্র অবস্থিতি করে। বেলেডোনার দ্বারা মেডুলার প্রথম তিনটি স্নায়ুকেন্দ্রই আক্রান্ত হয়। ইহা দ্বারা শ্বাসপ্রশ্বাস নির্ব্বাহকারী স্নায়ুকেন্দ্র প্রথমে উত্তেজিত হয়, তাহাতে শ্বাসপ্রশ্বাস ঘন হয়, কিন্তু পরিশেষে ঐ কেন্দ্র অবসাদগ্রস্ত হয়, তাহাতে শ্বাসপ্রশ্বাস দুর্ব্বল হয় এবং অবশেষে একবারেই থামিয়া যায় এবং মৃত্যু ঘটে। হৃদয়ের স্নায়ুকেন্দ্রও প্রথমে উত্তেজিত হয়, তাহাতে প্রথমে হৃদয়ের ক্রিয়া ধীর হয়, কিন্তু এই উত্তেজনা বেশী ক্ষণ স্থায়ী হয় না। ভাসোমোটর স্নায়ুকেন্দ্রও প্রথমে উত্তেজিত এবং পরে অবসাদগ্রস্ত হয়। এই কেন্দ্র উত্তেজিত হওয়াতে ধমনী সকল সঙ্কুচিত হয় এবং রক্তের চাপ বৃদ্ধি হয়। রক্তের চাপ কাহাকে বলে তাহার বর্ণনা "ডিজিট্যালিস"এ দেখ। পরিশেষে ভাসোমোটর কেন্দ্র অবসন্ন হওয়াতে ধমনী সকল শিথিল এবং প্রশস্ত হয় ও তন্মধ্যে রক্তের চাপ কমিয়া যায়।

বেলেডোনা দ্বারা বোধশক্তিবাহিনী স্নায়ু সকল অবসাদগ্রস্ত হয়। এই জন্যই বেলেডোনা বেদনা নিবারণ করিতে সমর্থ হয়।

চক্ষের আইরিসে (উপতারা) মস্তিষ্ক হইতে উত্থিত তৃতীয় স্নায়ু নামক একটী স্নায়ু তাহার শখা প্রশাখা বিস্তার করিয়াছে। ঐ তৃতীয় স্নায়ুর শাখা প্রশাখা দ্বারা আইরিস সঙ্কুচিত হয়। আর সমবেদক স্নায়ু বিশেষ দ্বারা (সিম্প্যাথেটিক নার্ভ) ঐ আইরিস প্রসারিত হয়। আইরিস মাংসময় পদার্থ। ঐ আইরিস চখের পুতলোর চারিদিকে আছে। বেলেডোনা ঐ তৃতীয় স্নায়ুর শাখা প্রশাখা সকলকে পক্ষাঘাতগ্রস্ত করে, ঐ স্নায়ু সকলের ক্রিয়া লোপ করে, সেই জন্য বেলেডোনা ও এট্রপিন সেবন করিলে অথবা চখের ভিতর দিলে চখের পুতলো বড় হয়। আইরিস সঙ্কুচিত হয়। তাহাতেই পুতলো বড় হয়।

সব্ম্যাক্জিলারি গ্লাণ্ড নামক স্রাবণ-গ্রন্থির স্নায়ু বেলেডোনার দ্বারা পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়, তাহাতে মুখের লালাস্রাব বন্ধ হয়। এই কারণে বেলেডোনার দ্বারা মুখ ও গলা শুষ্ক হয়।

ইহার দ্বারা ঘর্ম্মগ্রন্থি সকলের স্নায়ু সকলও পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়, তাহাতে ঘর্ম্ম নিঃসরণ থামিয়া যায়।

বেলেডোনার দ্বারা হৃদয়ের ক্রিয়া দ্রুত ও সবল হয়। হৃদয়ের স্পন্দন দুই রকম স্নায়ু দ্বারা নিয়মিত হয়। সিম্প্যাথেটিক স্নায়ু দ্বারা হৃদয়ের স্পন্দন বৃদ্ধি হয়, আর নিউমোগ্যাষ্ট্রিক বা ভেগস নামক স্নায়ুব দ্বারা ঐ স্পন্দন নিয়মিত হয়। ভেগস স্নায়ু হৃদয়কে অযথা অথবা খুব দ্রুত স্পন্দিত হইতে নিবারণ করে। বেলেডোনা ঐ ভেগস স্নায়ুর অবসাদ উৎপন্ন করে, তাহাতে ঐ ভেগাসের ক্রিয়া কম পড়ে এবং উহা আর হৃদয়ের স্পন্দন নিয়মিত করিতে পারে না। তখন সিম্প্যাথেটিক স্নায়ু সমান জোরে হৃদয়কে চালায় তাহাতেই বেলেডোনা সেবনে হৃদয়ের স্পন্দন বৃদ্ধি হয়।

বেলেডোনার দ্বারা মূত্রাধার এবং অন্ত্রের মাংসপেশী সঙ্কুচিত হয়। তা ছাড়া, বেলেডোনা অন্ত্রেব গতি দমনকারী স্নায়ু সকলের (স্প্ল্যান্ চেনিক নার্ভ) অবসাদক উৎপন্ন করে। তাহার ফলে অন্ত্রের গতি বৃদ্ধি হয়।

বেলেডোনা সেবনে এবং স্তনে বেলেডোনার প্রলেপ দিলে দুগ্ধ নিঃসরণ কম পড়ে—স্তনের দুগ্ধ কমিয়া যায়।

এট্রপাইন শরীরস্থ হইবার পর মূত্রের সঙ্গে নির্গত হইয়া যায়। ১০ হইতে ২০ ঘণ্টা মধ্যে সমস্তটা বাহির হইয়া যায়। ইহাতে মূত্রের জলীয় ভাগ, ফস্‌ফেট এবং সল্‌ফেট পদার্থ বৃদ্ধি হয়। কিন্তু ক্লোরাইড্ বৃদ্ধি হয় না। ইহা এক কথায় মূত্রকারক। কিন্তু মূত্রকারক রূপে বেলেডোনার ব্যবহার নাই।

ব্যবহার ঃ—বেলেডোনা উত্তম বেদনানিবারক। প্লুরোডাইনা, যক্ষ্মাকাশ বশতঃ বক্ষ বেদনা, সায়েটিকা এবং লম্বেগো প্রভৃতি পীড়ায় বেলেডোনা লিনিমেণ্টের মালিস অতিশয় উপকারী। এই সকল ক্ষেত্রে বেলেডোনা প্লাষ্টার দেওয়া যাইতে পারে।

প্রসূতিদিগের স্তনে অধিক দুগ্ধ জমিয়া স্তনে বেদনা এবং প্রদাহ হইলে বেলেডোনার প্রলেপ বা বেলেডোনার মালিসে দুগ্ধ নিঃসরণ বন্ধ করে এবং প্রদাহের দমন করে। বেলেডোনার দ্বারা স্তনপাকাও নিবারণ হয়। লিনিমেণ্ট বেলেডোনা, একষ্ট্রাক্ট অথবা টীংচার যাহা ইচ্ছা প্রলেপ দেওয়া যায়।

যাহাদের হাত পা ঘামা রোগ থাকে, তাহাদের হাত পায়ে বেলেডোনা লিনিমেণ্ট মালিস করিলে হাত পা ঘামা নিবারণ হয়। শরীরের অন্য কোন স্থান ঘামিলেও ইহা দ্বারা নিবারিত হয়।

কোন স্থানে প্রদাহ হইলে বেলেডোনার প্রলেপে ঐ প্রদাহ অতি শীঘ্রই নিবারিত হয় এবং ঐ স্থান আর পাকিয়া যায় না।

ফিসার অব দি এনস রোগে (গুহ্যদ্বার বিদারণ) বেলেডোনার একষ্ট্রাক্ট ছড়াইয়া দিলে যন্ত্রণা নিবারণ হয়।

কার্ব্বংকেল, বিষস্ফোটক প্রভৃতির উপর বেলেডোনার প্রলেপ অতিশয় উপকারী।

ট্রুসো বলেন, অস্‌ইউটেরাই নামক স্থানে ক্ষত হইয়া লিউকোরিয়া বা প্রদরের পীড়া হইলে ১ আং ট্যানিক এছিড এবং ১ গ্রেণ একষ্ট্রাক্ট বেলেডোনা মিশ্রিত করিয়া একটা তুলার পুটলিতে মাখাইয়া অস্‌ইউটেরায়ের মুখে সংলগ্ন করিয়া দিলে নিশ্চয় প্রতিকার হয়।

বিবিধ প্রকার চক্ষু রোগে চখে বেলেডোনার প্রলেপ অথবা চখের ভিতর এট্রপাইনের ফোট দেওয়া যায়। চখে ফোট দেওয়ার জন্য সলফেট অব এট্রপিয়ার লোসন সচরাচর ব্যবহার হয়। চখে ফোট দিতে হইলে টাট্‌কা এট্রপিন লোসন ব্যবহার করা উচিত। ফার্মাকোপিয়ায় লাইকর এট্রপাইনি সল্‌ফেটিস্ কিছু বেশী বীর্য্যশালী। ইহাতে অতি শীঘ্র শীঘ্র চখের পুতলো বড় হয়, তাহাতে রোগী কিছু বিরক্ত হয়, তা ছাড়া উহার ফোট পুনঃ পুনঃ দিলে রোগীর চখের গ্লকোমা নামক দুরারোগ্য পীড়া হওয়ার সম্ভাবনা, এই জন্য ¼ গ্রেণ বা ½ গ্রেণ সল্‌ফেট্ অব এট্রপাইন এবং ১ আং ডিষ্টিল্ড ওয়াটার দিয়া লোসন তৈয়ার করিয়া উহার ফোট ব্যবহার করা উচিত। আইরাইটিস্ রোগে চখে এট্রপাইনের ফোট দেওয়া উপকারক। তদ্ভিন্ন, চখের মণিতে ক্ষত হইলে এবং কর্ণিয়ার প্রদাহ হইলে এবং অন্যান্য চক্ষু রোগে চখে বেদনা হইলেও এট্রপিনের ফোট অথবা চখের পাতার উপর বেলেডোনার প্রলেপ উপকারী।

সেবনে বেলেডোনা যন্ত্রণানিবারক, নিদ্রাকারক, আক্ষেপনিবারক, অতি ঘর্ম্মনিবারক, কাশ রোগের দমনকারক; এবং অহিফেন এবং জ্যাবরাণ্ডি নামক ঔষধের প্রতিষেধক।

ডাক্তার এনাস্‌টাই বলেন, কোন স্থানে অতিশয় যন্ত্রণা হইলে এট্রপিন হাইপডার্ম্মিক্ ইঞ্জেকশন দিলে তৎক্ষণাৎ যন্ত্রণা নিবারণ হয়। এই ক্ষেত্রে

ইহা মর্‌ফাইনের তুল্য। প্রথমে ১/১২০ গ্রেণ মাত্রায় ইঞ্জেক্ট করিয়া পরে প্রয়োজন হইলে ১/৬০ গ্রেণ পর্য্যন্ত মাত্রা বৃদ্ধি করা যাইতে পারে।

২০—৩০ মিনিম মাত্রায় টীংচার বেলেডোনা সেবনে গর্ভিণী স্ত্রীলোকের দুর্দ্দমনীয় বমন আরাম হয়।

কোষ্ঠবদ্ধতা রোগে ১/৬ গ্রেণ বা ১/৪ গ্রেণ একষ্ট্রাক্ট বেলেডোনা এক্‌ষ্ট্রাক্ট জেন্‌শেনের সঙ্গে মিশাইয়া বড়ি বাঁধিয়া প্রতি রাত্রে সেবনে দাস্ত খোলসা হয়।

কোষ্ঠবদ্ধতা রোগে গুহ্যদ্বারে ১ গ্রেণ বেলেডোনার এক্‌ষ্ট্রাক্টের সপোজিটোরি প্রয়োগে দাস্ত হইয়াছে। যেখানে কড়া বিরেচক ঔষধ দ্বারাও দাস্ত হয় না, সেখানে এইরূপ সাপোজিটোরি দ্বারা দাস্ত হইয়াছে। সপোজিটোরি লৌহঘটিত ঔষধের সঙ্গে মিশাইয়া দিলে আর ঐ লৌহঘটিত ঔষধ কোষ্ঠবদ্ধতা করে না।

ডাক্তার জে, হার্‌লি বলেন, বেলেডোনা হৃদয়ের বলকারক এবং নানাবিধ পীড়ায় হৃদয় দুর্ব্বল হইলে বেলেডোনা সেবনে উপকার হয়।

ডাক্তার আর, টি, স্মিথ বলেন, এক্স্‌অপথ্যাল্‌মিক গয়টার রোগে টীং বেলেডোনা ৫ মিনিম্‌ মাত্রায় প্রতি ঘণ্টায় সেবন করাইলে ৪।৫ দিনের মধ্যেই পীড়ার উপশম হয়।

ডাক্তার এনাস্‌টাই বলেন অন্ত্র, পাকস্থলী প্রভৃতি উদরের যে কোন যন্ত্রের স্নায়ুশূল বেদনায় বেলেডোনা উপকার করে।

ডাক্তার ট্রুসো বলেন, নিউর‍্যাল্‌জিয়া বা স্নায়ুশূল পীড়ায় ১/২ গ্রেণ মাত্রায় প্রতি ঘণ্টায় বেলেডোনা প্রয়োগে উপকার করে। শিরোঘূর্ণন উপস্থিত হইলে তিনি মাত্রা আরও কম করিতে বলেন। এইরূপ ২।৪ দিন চিকিৎসা করিলেই পীড়া আরোগ্য হয়।

ডাক্তার ট্রুসো এপিলেপ্সি রোগে বেলেডোনা সেবন করাইয়া উপকার পাইয়াছেন। তাঁহার মতে প্রথম মাসে রোগী ১/২ গ্রেণ মাত্রায় বটিকা প্রতিদিন ১ বার করিয়া সেবন করিবে। যদি দিবাতে ফিট হয়, তবে দিবাতে সেবন করিবে; আর যদি রাত্রে ফিট হয় তবে সন্ধ্যার সময় ঔষধ খাইবে। প্রতি মাসে ১টী করিয়া ঐ মাত্রায় বড়ি বাড়াইয়া দিবে, অর্থাৎ ১/২ গ্রেণের

২টী বড়ি একত্রে সেবন করিবে। কিন্তু প্রতিদিন একই সময়ে সেবন করিবে। এইরূপে প্রতি মাসে মাত্রা বাড়াইয়া শেষে ৫ হইতে ২০টী পর্য্যন্ত বড়ী সেবন করিতে পারিবে। রোগীর অবস্থানুসারে বটিকার হ্রাসবৃদ্ধি করিতে হইবে। এইরূপ চিকিৎসায় রোগী আরাম না হইলেও অনেক উপকার হয়।

এজ্‌মা রোগে পুরা মাত্রায় বেলেডোনা প্রয়োগে বিলক্ষণ উপকার করে। হাঁপানি ও কাশি দুইই কম পড়ে।

ডাক্তার বিংগার বলেন, শিশুদিগেব হুপকাশী বোগে বেশী মাত্রায় বেলেডোনা প্রয়োগে উপকার হয়। তিনি ২।৩ বৎসরের শিশুকে ১০ মিনিম মাত্রায় টীং বেলেডোনা প্রতি ঘণ্টায় প্রয়োগ করেন, তাহাতেও কোন অনিষ্ট হয় না। এস্থলে বলা উচিত যুবা ও বৃদ্ধ অপেক্ষা শিশুরা অনেক বেশী মাত্রায় বেলেডোনা খাইয়া সহ্য করিতে পারে।

কাশরোগে কাশির উগ্রতা দমন জন্য বেলেডোনার ব্যবহার হয়। কাশি অত্যন্ত কষ্টকর হইলে একষ্ট্রাক্ট বেলেডোনা এবং ওপিয়ম্ একত্রে বটিকা করিয়া প্রয়োগ করিলে খুব উপকার হয়। যক্ষ্মা প্রভৃতি কাশ রোগে কাশী কষ্টকর হইলে ইহাতে খুব উপকার হয়। ১ গ্রেণ বেলেডোনা এবং ½ গ্রেণ অহিফেন একত্রে মিশাইয়া ২টী বড়ি। প্রাতে ১টী এবং সন্ধ্যায় একটী সেবন করিবে।

শিশুদিগের শয্যায় প্রস্রাব রোগে এবং মূত্রধারণাক্ষমতা রোগে (Incontinence of Urine) বেশী মাত্রায় বেলেডোনা প্রয়োগে পীড়া অবধারিত আরাম হয়। মাত্রা ১০—১৫ মিনিম, দিন ৩ বার। প্রায় ২ সপ্তাহ ঔষধ সেবনে রোগের প্রতিকার হইয়া থাকে। বৃদ্ধ বয়সেও মূত্রধারণাক্ষমতা রোগে বেলেডোনায় উপকার করে।

স্বপ্নদোষ রোগে এবং অনিচ্ছায় রেতঃপাত রোগে বেলেডোনা সেবনে উপকার করে। সল্‌ফেট অব্ জিঙ্ক্ ১½ গ্রেণ, একষ্ট্রাক্ট বেলেডোনা ⅙ গ্রেণ, ১ বটিকা দিন ৩।৪ বার।

বেলেডোনা চক্ষুকনীনিকা প্রশস্ত করে এবং অহিফেন চক্ষুকনীনিকা সঙ্কুচিত করে, এই সূত্র ধরিয়া অহিফেন দ্বারা বিষক্রিয়ায় বেলেডোনা অথবা এট্রপাইন প্রতিবেধক বলিয়া ব্যবহার হয়। যদি অহিফেন ও বেলেডোনার

ক্রিয়া পরস্পর তুলনা করা যায়, তবে আমরা দেখিতে পাই যে (১) বেলেডোনা এবং অহিফেন উভয়ই যন্ত্রণা-নিবারক। (২) বেলেডোনা এবং অহিফেন উভয়ই নিদ্রা আনয়ন করে। (৩) অহিফেন এবং বেলেডোনা উভয়ই বিষাক্ত মাত্রায় সেবন করিলে প্রথমে নাড়ী বলবান হইলেও পরিশেষে দ্রুত ও ক্ষীণ হয়। (৪) বেলেডোনা চক্ষুকনীনিকা প্রশস্ত করে এবং অহিফেন চক্ষুকনীনিকা সঙ্কুচিত করে। (৫) বেলেডোনায় প্রলাপ হয়। অহিফেন সেবনে প্রলাপ উপস্থিত হয় না।

উপরোক্ত রূপে অহিফেন ও বেলেডোনার কার্য্য পরস্পর তুলনা করিলে দেখা যায়, বেলেডোনা বা এট্রপিয়া অহিফেন বিষের সম্পূর্ণ প্রতিষেধক নহে। তত্রাচ অহিফেন দ্বারা বিষাক্ত হইলে এট্রপিন উপকারক বলিয়া ব্যবহৃত হইয়া থাকে। চীনদেশস্থ সাংগাই নগরের ডাক্তার জে, জন্ সেটান্ বলেন, অনেক অহিফেন-বিষগ্রস্ত রোগীতে তিনি এট্রপিয়ার হাইপডার্ম্মিক ইন্‌জেক্‌শন্ করিয়া অনেক রোগীর প্রাণদান করিয়াছেন। রোগী অহিফেন বিষে মর মর হইলে তিনি একবারেই ⅟₂ গ্রেণ এট্রপিয়া ইন্‌জেক্ট্ করেন। দুই ঘণ্টা মধ্যে কোন ফল না হইলে পুনর্ব্বার ঐ মাত্রায় ইন্‌জেক্ট্ করেন।

ডাক্তার ফ্রেজার বলেন, এট্রপাইন ক্যালাবার বিনেরও প্রতিষেধক।

ফ্রেয়ার বলেন, এট্রপাইন হাইড্রোছিয়ানিক্ এছিডের প্রতিষেধক।

স্পাইনাল কর্ডের (কশেরুকা মজ্জার) প্রদাহ হইয়া পক্ষাঘাত রোগে বেলেডোনা সেবন এবং পৃষ্ঠের দাঁড়ার উপর বেলেডোনা পলস্তারা দিলে সবিশেষ উপকার হয়।

প্যাল্‌পিটেশন্ রোগে বেলেডোনা সেবন এবং বুকের বাঁ দিকে হৃদয়ের উপর বেলেডোনা পলস্তারা দিলে উপকার হয়।

বেলেডোনা, হাইওসায়ামস্ এবং ষ্ট্রামোনিয়ম্ এই তিনটিই এক শ্রেণীর ঔষধ। কষ্টিক্ পটাস্, কষ্টিক সোডা এবং কষ্টিক লাইমের সঙ্গে বেলে-ডোনার অসম্মিলন হয়। উহারা বেলেডোনার গুণ নষ্ট করিয়া ফেলে। এই জন্য, বেলেডোনার দ্বারা বিষাক্ত হইলে লাইকর পটাসি সেবনে উপকার হয়। বাইকার্ব্বনেট্ অব্ পটাস্ এবং বাইকার্ব্বনেট্ অব্ সোডার সঙ্গে বেলেডোনার অসম্মিলন হয় না।

মর্‌ফাইনের হাইপোডার্ম্মিক ইন্‌জেক্‌শন্‌ দিবার সময় মর্‌ফাইন্‌ মধ্যে ১।২ মিনিম্‌ মাত্রায় লাইকর্‌ এট্রপিয়া যোগ করিয়া দেওয়া আজকাল ডাক্তার-দিগের মধ্যে প্রচলিত। ঐরূপ করিলে মর্‌ফিয়ার দ্বারা রোগীর কোন খারাপ উপসর্গ (বমনাদি) উপস্থিত হয় না।

হস্‌ম্যান বলেন, রক্তোৎকাশ রোগে আর্গট প্রভৃতিতে উপকার না হইলে $\frac{1}{100}$ গ্রেণ মাত্রায় সল্‌ফেট অব্‌ এট্রপিয়া ইন্‌জেক্ট্‌ করিয়া দিলে উপকার পাওয়া যায়।

শিশুরা অধিক মাত্রায় বেলেডোনা সহ্য করিতে পারে তাহা বলিয়াছি। কোন কোন ব্যক্তি অতি অল্পমাত্রায় বেলেডোনা সেবন করিলে প্রলাপ বকিতে আরম্ভ করে।

সর্দ্দি কাশি রোগে লাইকর আর্সেনিক্যালিস এবং টীং বেলেডোনা একত্রে খুব উপকার করে। পুরাতন সর্দ্দি কিছুতে আরাম না হইলে আর্সেনিক ও বেলেডোনার দ্বারা আরাম হয়।

অবষ্ট্রক্‌টেন অব্‌ বাউএল (অন্ত্রাবরোধ) রোগে পুরা মাত্রায় বেলে-ডোনা প্রয়োগে কোষ্ঠ খোলসা হয়।

মাত্রা :—একষ্ট্রাক্ট $\frac{1}{4}$—১ গ্রেণ, টীংচার ৫—২০ মিনিম, সকস ৫—১৫ মিনিম, এল্‌কোহলিক একষ্ট্রাক্ট্‌ $\frac{1}{16}$—$\frac{1}{4}$ গ্রেণ।

℞ লাইকর আর্সেনিকেলিস ♏xx, টীং বেলেডোনি ʒi, একুয়া ক্যাম্‌-ফোরি ad ℥vi, ১ মাত্রা দিন ৩ বার। পুরাতন সর্দ্দি রোগে।

℞ এক্‌ষ্ট্রাক্ট্‌ বেলেডোনি gr. i, পিল কলোছিন্থ কো gr. viii, একত্র মিশাইয়া দুইটী বটিকা। প্রতি রাত্রে ১টী। কোষ্ঠবদ্ধতা রোগে।

বেন্‌জইন (BENZOIN.)

প্রয়োরূপ :—(১) টীংচ্যুরা বেন্‌জইনি কো। (২) বেনজইক এছিড্‌।

বেনজইন উত্তেজক কফনিঃসারক। পুরাতন কাশ রোগে উপকার করে। কম্পাউণ্ড টীংচারের অপর নাম ফ্রায়ার্স বাল্‌সাম। ইহা ব্রঙ্কাইটিস রোগে উপকার করে। পুরাতন ধরণের ক্ষত এবং শয্যাক্ষতে ফ্রায়ার্স বাল্‌সাম লাগাইলে খুব উপকার হয়। ইহা উত্তেজক এবং পচননিবারক।

নালী ঘা (সাইনস) ইহা দ্বারা আরাম হয়। কোন স্থান হইতে রক্ত-স্রাব হইতে থাকিলে তুলায় মাথাইয়া ফ্রায়ার্স বাল্‌সাম প্রয়োগ করিলে রক্ত বন্ধ হয়। তরুণ সর্দ্দি এবং ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগ টীং বেন্‌জইনের ভাপ শ্বাসপথে টানিলে (নাকে শুঁখিলে) তৎক্ষণাৎ ভাল হয়। কম্পাউণ্ড টীংচারের মাত্রা ½—১ ড্রাম।

বুকুফোলিয়া (BUCHU FOLIA.)

প্রয়োগরূপ :—(১) ইন্‌ফিউজম্ বুকু। (২) টীংচ্যুরা বুকু।

বুকু উত্তেজক মূত্রকারক। ইহা পুরাতন ছিষ্টাইটিস রোগ বিশেষে উপকারক। পুরাতন গণরিয়া পীড়াতেও ইহার ব্যবহার হয়।

ভ্যালিরিয়ানি রাইজোমা (VALERIANÆ RHIZOMA.)

*প্রয়োগরূপ :—(১) ইন্‌ফিউজম ভ্যালিরিয়ানি। (২) টীংচ্যুরা ভ্যালি-*রিয়ানি। (৩) টীংচ্যুরা ভ্যালিরিয়ানি এমনিয়েটা।

ভ্যালিরিয়ান স্নায়বিক বলকারক এবং স্নায়ুবিক উত্তেজক। ইহা হিষ্টিরিয়া রোগের প্রসিদ্ধ ঔষধ। অধিক মাত্রায় সেবনে নাড়ী দ্রুত হয়, ঘর্ম্ম হয়। শিরোঘূর্ণন, হিক্কা বমন ও বমনোদ্বেগ হয়। ইন্‌ফিউশন, মাত্রা ১—২ আং, টীংচার ১—২ ড্রাম, এমনায়েটেড টীংচার ½—১ ড্রাম।

ভেরট্রোই ভিরিডিস রাইজোমা (VERATRI VEREDIS RHIZOMA.)

প্রয়োগরূপ :—(১) টীংচ্যুরা ভেরাট্রোই ভিরিড়িস্।

ভেরাট্রাই ভিরিডিস বেশী মাত্রায় সেবনে জলবৎ এবং রক্ত মিশ্রিত তরল দাস্ত হয় এবং পেট বেদনা করে। চক্ষুকনীনিকা প্রশস্ত হয় এবং হৃদয়ের স্পন্দন কমিয়া যায় এবং হৃদয়ের ক্রিয়াও দুর্ব্বল হয়। প্রথম মাংস-

পেশীর আক্ষেপ এবং পরে অত্যন্ত অবসাদ হয়, তাহাতে রোগী আর হাত পা নাড়িতে পারে না। সহজ শরীরে ইহাতে শরীরের উত্তাপ কমে না। কিন্তু জ্বর প্রভৃতি রোগে ইহা প্রয়োগে উত্তাপ হ্রাস হয়।

ভেরাট্রাই ভিরিডিস্ এঁকোনাইটের তুল্য অবসাদক ঔষধ। তরুণ বাত, তরুণ নিউমোনিয়া এবং তরুণ উন্মাদ রোগে ইহার টীংচার ব্যবহারে বেস উপকার পাওয়া যায়। এই সকল পীড়ায় প্রতি ঘণ্টায় ২ মিনিম মাত্রায় ব্যবহার করা উচিত। অবসাদ উৎপন্ন হইলে অথবা নাড়ী ক্ষীণ হইলে ঔষধ সেবন বন্ধ করা কর্ত্তব্য। ব্রিটিশ ফার্মাকোপীয়ায় টীংচারের মাত্রা ৫—২০ মিনিম নির্দ্দিষ্ট আছে, কিন্তু অত অধিক মাত্রায় প্রায় ইহার ব্যবহার নাই।

ভেরাট্রাইনা—ভেরাট্রাইন
(VERATRINA—VERATRINE.)

সেভাডিলা—(SABADILLA) হইতে প্রাপ্ত বীর্য্য বা উপক্ষার।

প্রয়োগরূপ :—(১) অঙ্গুয়েণ্টম ভেরাট্রাইনি।

ইহা অত্যন্ত উগ্র বিষাক্ত পদার্থ। সেবনে ভেদ, বমন, উদরে বেদনা, আক্ষেপ এবং হৃদয়ের অত্যন্ত অবসাদ হয়। আর শরীরে ছুঁচ ফুটার ন্যায় বেদনা বোধ হয়। ইহাতে প্রথমে অঙ্গ সকলের আক্ষেপ এবং পরে পক্ষাঘাত হয়। অল্পমাত্রায় শ্বাস প্রশ্বাস দ্রুত হয়, পরিশেষে শ্বাসযন্ত্রের পক্ষাঘাত হইয়া রোগী রুদ্ধশ্বাস হইয়া মারা পড়ে।

স্থানীয় প্রয়োগে ভেরাট্রাইন বোধশক্তিবাহিনী স্নায়ু সকলের শাখা প্রশাখার পক্ষাঘাত উপস্থিত করে, তাহাতে সেই স্থানের চর্ম্মের বোধশক্তি কমিয়া যায়। এই জন্য, নানাবিধ নিউর‍্যাল্জিয়া রোগে ইহার মলম প্রয়োগে বেদনা নিবারণ হয়। ৫ম স্নায়ুর নিউর‍্যাল্জিয়া রোগে ইহার মলম বেস উপকারী। ভেরাট্রাইনের মলম অল্পমাত্রায় নাসিকার ভিতর দিলে হাঁচি হয়।

ভেরাট্রাইনের আভ্যন্তরিক প্রয়োগ নাই।

মর্‌ফাইনি এছিটাস্ (MORPHINÆ ACETAS.)
মরফাইনি হাইড্রোক্লোরাস্ (MORPHINÆ HYDROCHLORAS.)
মরফাইনি সল্‌ফাস্ (MORPHINÆ SULPHAS.)

প্রয়োগরূপ :—(১) লাইকর মর্‌ফাইনি এছিটেটিস্। (২) ইন্‌জেক্‌সিও মর্‌ফাইনি হাইড্রোক্লোরাস্। (৩) লাইকর্ মর্‌ফাইনি হাইড্রোক্লোরোটিস্। (৪) সপোজিটোরিয়া মর্‌ফাইনি। (৫) সপোজিটোরিয়া মর্‌ফাইনিকম্ সোপান। (৭) ট্রেচিছাই মর্‌ফাইনি। (৮) ট্রচিছাই মর্‌ফাইনি এট্ ইপিকাকু-য়ানহি। (৯) টীংচ্যুরা ক্লোরফরম্ এট্ মর্‌ফাইনি। (১০) লাইকর্ মর্‌ফাইনি সল্‌ফেটিক্।

মর্‌ফাইন্ হচ্ছে অহিফেনের সর্ব্বপ্রধান বীর্য্য। ইহার ন্যায় যন্ত্রণা নিবারক পদার্থ আর নাই। ইহার ক্রিয়া "অহিফেন" দেখ। যে সকল স্থলে অহিফেনের ব্যবহার হয়, মর্‌ফাইনও সেই সকল স্থলে ব্যবহৃত হয়। ইহা যন্ত্রণানিবারক এবং আক্ষেপনিবারক। অত্যধিক যন্ত্রণা হইলে মর্‌ফাইনের অধঃত্বাচ প্রয়োগে তৎক্ষণাৎ যন্ত্রণা নিবারণ করে।

মর্‌ফিয়া এছিটেটের মাত্রা ⅛—½ গ্রেণ, লাইকর মর্‌ফাইনি এছেট ১০—৬০ মিনিম্, হাইপোডার্ম্মিক ইন্‌জেক্‌শন, মাত্রা ১—২ মিনিম্। হাইড্রোক্লোরেট্ অব্ মর্‌ফাইন্ ⅛—½ গ্রেণ, লাইকর্ ১০—৬০ মিনিম্, বাইসিকানটিস্ ৫—৪০ মিনিম্, লোজেঞ্জ ১—৬টি, সল্‌ফেট্ ⅛—½ গ্রেণ, লাইকর্ ১০—৬০ মিনিম্।

মাইরিষ্টিকা—নট্‌মেগ (MYRISTICA—NUTMEG.)

বাঙ্গালা—জায়ফল।

প্রয়োগরূপ :—(১) ওলিয়ম মাইরিষ্টিসি। (২) স্পীরিটস্ মাইরিষ্টিসি। (৩) ওলিয়ম মাইরিষ্টিছি একস্প্রেসম।

অধিক মাত্রায় জায়ফল সেবনে গা ঘুরে, মাথা ঘুরে এবং রোগী অজ্ঞান হইয়া পড়ে। অল্প মাত্রায় ইহা পাকস্থলীর উত্তেজক সুতরাং ক্ষুধাবৃদ্ধি-

কারক। ইহা উদরাধ্মান নিবারক। পেট কাঁপিলে এবং পেট কামড়াইলে উপকার করে।

নটমেগের মাত্রা ৫—১০ গ্রেণ, অইল ১—৪ মিনিম্, স্পীরিট ½—১ ড্রামণ

এক্সপ্রেস্‌ড অইল অব নটমেগের আভ্যন্তরিক প্রয়োগ নাই। বাত বেদনায় মালিস করিলে উপকার হয়।

মারহা—মার (MYRRHA—MYRRH.)

প্রয়োগরূপ :—(১) টীংচ্যুরা মার্‌হি।

মারের বড় একটা গুণ নাই। দন্তমাড়িতে এবং মুখে ও জিহ্বার ক্ষত হইলে টীংচার মার মিশ্রিত জলের দ্বারা ধৌত করিলে উপকার হয়। মার রজোনিঃসারক বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে, কিন্তু সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। ইহার কফনিঃসারক গুণ আছে। টীংচারের মাত্রা ½—১ ড্রাম।

ম্যানা (MANA.)

ম্যানা মৃদুবিরেচক। শিশুদিগের পক্ষে উপযোগী।

মাত্রা ১ ড্রাম—½ আং।

ম্যাস্‌টিছ (MASTICHE.)

ঔষধে ব্যবহার নাই। পিল প্রস্তুত করিতে ব্যবহার হয়। ইহার কফ-নিঃসারক গুণ আছে।

ম্যাটিছি ফোলিয়া (MATICÆ FOLIA.)

প্রয়োগরূপ :—(১) ইন্‌ফিউজম ম্যাটিছি।

ম্যাটিকো সঙ্কোচক। পুরাতন গণরিয়া পীড়ায় উপকারী। স্থানীয় প্রয়োগে ইহা রক্তরোধক। কোন স্থান হইতে রক্তপাত হইলে ম্যাটিকো লাগাইয়া দিলে রক্ত পড়া বন্ধ হয়। ইন্‌ফিউশনের মাত্রা ১—৪ আং।

মিকা প্যানিস—ব্রেড ক্রম্ব (MICA PANIS.)

পিল প্রস্তত জন্য ব্যবহার হয়। ক্যাটাপ্লাজমা কার্ব্বনিস প্রস্তুতে ব্যবহার হয়।

মেস্থি পিপারেটি ওলিয়ম্—অইল অব্ পিপার্মিণ্ট্ (MENTHÆ PIPERITÆ OLEUM.)

প্রয়োগরূপ :—(১) একুয়া মেস্থি পিপারেটি। (২) এসেন্সিয়া মেস্থি পিপারেটি—এসেন্স অব্ পিপারমেণ্ট। (৩) স্পীরিটস্ মেস্থি পিপারেটি।

পিপারমেণ্ট অইল কিছু উত্তেজক, পাকস্থলীর অবসাদক এবং উদরাধ্মান নিবারক। বাহ্য প্রয়োগে উত্তেজক এবং স্নায়ুশূল নিবারক। পেট কামড়ানি, পেট ফাঁপা এবং বমন রোগে ইহা উপকারক। বিরেচক ঔষধের সঙ্গে মিশাইয়া দিলে ঐ ঔষধে আর পেট কামড়ায় না। স্নায়ুশূল রোগে স্থানীয় প্রয়োগে বেদনা নিবারণ হয়। আধ কপালে মাথা ধরায় রগে পিপারমেণ্ট অইল লাগাইয়া দিলে যন্ত্রণা নিবারণ হয়। দন্তশূল রোগে দাঁতের ফাঁশে দিলে যন্ত্রণা নিবারণ হয়। পিপারমেণ্ট অইল বেস পচন নিবারক। পিপার্মেণ্ট অইলের সঙ্গে জল মিশাইয়া পচা ক্ষত ধৌত করিলে উপকার হয়।

মাত্রা:—অইল ১—৪ মিনিম (চিনির সঙ্গে); এসেন্স্ ১০—২০ মিনিম, স্পীরিট ½—১ ড্রাম্। একুয়া ১—২ আং।

মেস্থি ভিরিডিস্ ওলিয়ম্—অইল অব্ স্পিয়ারমিণ্ট (MENTHI VIRIDIS OLEUM.)

প্রয়োগরূপ :—(১) একুয়া মেস্থি ভিরিডিস।

ইহার ক্রিয়া ও ব্যবহার পিপারমেণ্ট অইলের ন্যায়। ইহার মাত্রা ১—৪ মিনিম, একুয়া ১—২ আং।

মেন্থল (MENTHOL.)

প্রয়োগরূপ :—(১) এমপ্ল্যাষ্ট্রাম্ মেন্থল।

মেন্থল স্থানীয় প্রয়োগে সংজ্ঞাহারক। সেবনে পচননিবারক এবং কফনিঃসারক।

চর্ম্মের উপর মেন্থল লাগাইলে সে স্থানের বোধশক্তি কমিয়া যায়। এই জন্য সায়েটিকা, লাম্বগো, প্লুরোডাইনিয়া প্রভৃতি স্নায়ুশূল বেদনায় মেন্থল মালিস করিলে তৎক্ষণাৎ বেদনা নিবারণ হয়। দাঁতে পোকা লাগিয়া বেদনা হইলে দাঁতের ফাঁশে মেন্থল লাগাইলে তৎক্ষণাৎ যন্ত্রণা নিবারণ হয়। ১ আং ইথরে ১ ড্রাম মেন্থল লাগাইলে স্থানীয় প্রয়োগের জন্য উত্তম ঔষধ হয়। ইহা বেদনা স্থানে মালিস করা যায়।

মেন্থলের মাত্রা ½—২ গ্রেণ (বটিকাকারে)।

মেজিরিয়াই কর্টেক্স্—মেজিরিয়ন বার্ক (MEZEREI CORTEX.)

চর্ম্মের উপর মেজিরিয়নের একষ্ট্রাক্ট লাগাইলে সে স্থানে প্রদাহ হয় এবং ফোস্কা উঠে। ইহার মূত্রকারক গুণ আছে। আজ কাল আর মেজিরিয়নের বড় একটা ব্যবহার নাই। কম্পাউণ্ড ডিককৃশন অব্ সার্সাতে মেজিরিয়ন বার্ক আছে। যেমন সার্সার উপদংশ ও বাতনাশক গুণ আছে বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে, মেজিরিয়নেরও সেইরূপ প্রসিদ্ধি আছে, কিন্তু এক্ষণে প্রমাণিত হইয়াছে, মেজিরিয়ন এবং সার্সার বাত ও সিফিলিস নাশক কোন গুণ নাই।

মোরি সকস্—মল্বেরি জুস্ (MORI SUCCUS.)

প্রয়োগরূপ :—(১) সিরুপাস মোরি।

মলবেরি জুস্ পিপাসা নিবারক এবং অল্প বিরেচক। ঔষধের বিকট আস্বাদ ঢাকিবার জন্য ইহার সিরপের ব্যবহার হয়। ইহার সিরপ বেস লালবর্ণের। এই জন্য ঔষধ মিশাইলে তাহার বর্ণও ভাল হয়।

রাম্‌নাই ফ্রাঙ্গিউলি কর্টেক্‌স্‌—ফ্রাঙ্গিউলা বার্ক

(RHAMNI FRANGULÆ CORTEX.)

প্রয়োগরূপঃ—(১) একৃষ্ট্রাক্টম্‌ রাম্‌নাই ফ্রাঙ্গিউলি। (২) একৃষ্ট্রাক্টম্‌ রাম্‌নাই ফ্রাঙ্গিউলি লিকুইডম্‌।

টাট্‌কা ফ্রাঙ্গিউলি বার্ক উগ্র বিষাক্ত জিনিষ। সেবন করিলে বমন ও ভেদ হয়। ইহার ১ বৎসরের পুরাতন ছাল ব্যবহার হয়। এই পুরাতন ছাল অল্প মাত্রায় মৃদু বিরেচক। ইহার ক্রিয়া কাস্‌কেরা সাগ্রেডার ন্যায়। কোষ্ঠবদ্ধতায় উপকারী। একৃষ্ট্রাক্ট মাত্রা ১৫—২০ গ্রেণ, লিকুইড্‌ একৃষ্ট্রাক্ট ১—৪ ড্রাম।

রাম্‌নাই পুরশিয়ানি কর্টেক্‌স্‌

(RHAMNI PURSHIANÆ CORTEX.)

ইহার অপর নাম "কাস্‌কেরা সাগ্রেডা"। কাস্‌কেরা সাগ্রেডা দেখ।

রিয়াডস্‌ পেটালা—রেড্‌ পপি পেটাল

(RHŒADOS PETALA.)

প্রয়োগরূপ :—(১) সিরুপস্‌ রিয়াডস্‌।

রেড পপি পেটালে অতি অল্প মাত্রায় অহিফেন থাকে। ইহার গাছ আফিং গাছের ন্যায়। অল্প মাত্রায় অহিফেন থাকাতে ইহা শিশুদিগকে দিলে উহাদিগকে অহিফেন সেবন করানর কাজ হয়, অথচ বিষাক্ত হইবার আশঙ্কা থাকে না। ইহা সচরাচর ঔষধ দ্রব্য রং করিতে ব্যবহার হয়। সিরপের মাত্রা—১ ড্রাম। শিশুদিগকে ৫—১০ মিনিম মাত্রায় দেওয়া যায়।

রিয়াই র‍্যাডিক্স—রুবার্ব্ব রুট (RHEI RADIX.)

প্রয়োগরূপ :—(১) একৃষ্ট্রাক্টম্‌ রিয়াই। (২) ইন্‌ফিউজম রিয়াই। (৩) পাইলিউলা রিয়াই কম্পোজিটা। (৪) পল্‌ভিস্‌ রিয়াই কম্পোজিটা। (৫) সিরুপস্‌ রিয়াই। (৬) টীংচ্যুরা রিয়াই। (৭) ভাইনম্‌ রিয়াই।

অল্প মাত্রায় রুবার্ব্ব সেবনে পাকস্থলীর পাচকরস নিঃসৃত হয় এবং ক্ষুধা বৃদ্ধি হয়। ইহা পাকস্থলীর বলকারক। ডিস্পেপ্‌সিয়া (অজীর্ণ) রোগে ইহা বেস উপকারক। রুবার্ব্ব অতি উত্তম পিত্তনিঃসারক ঔষধ। ইহা সেবনে যকৃত হইতে পিত্ত নির্গত হয়, এই জন্য যকৃতের রক্তাধিক্য প্রভৃতি পীড়ায় অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ।

রুবার্ব্ব বেশী মাত্রায় (২০—৩০ গ্রেণ) বিরেচক। কিন্তু ইহার এই একটী বিশেষ গুণ আছে যে, ইহা প্রথমে বিরেচক হইয়া শেষে সংকোচক হয়। ইহাতে ট্যানিক এছিড এবং গ্যালিক এছিড থাকাতে ইহার এই সংকোচক ক্রিয়া প্রকাশ পায়। যে সকল স্থলে অজীর্ণকর পদার্থ উদরে অবস্থিতি করিয়া উদরাময় হয়, সে সকল স্থলে একটু বেশী মাত্রায় রুবার্ব্ব সেবন করাইলে প্রথমে দাস্ত হইয়া ঐ সকল অজীর্ণ পদার্থ বাহির হয়, পরে রুবার্ব্বের সংকোচক গুণ থাকাতে উদরাময়ও ভাল হইয়া যায়। অজীর্ণ রোগ বশতঃ পুরাতন ধরণের উদরাময়ে খুব অল্পমাত্রায় রুবার্ব্ব সেবনে বেশ উপকার করে। কম্পাউণ্ড রুবার্ব্ব পাউডারের আর একটী নাম গ্রেগরির পাউডার। এই গ্রেগরির পাউডার ক্ষুধাবৃদ্ধিকারক, অম্লনাশক এবং মৃদুবিরেচক। ইহা দুধের সঙ্গে মিশাইয়া খাওয়া বেস সুবিধা।

রুবার্ব্বের সঙ্গে বাইকার্ব্বনেট অব সোডা মিশ্রিত করিলে উহার সংকোচক গুণ প্রকাশ পায় না, তখন উহা যকৃতের পীড়ার আরও উপকারী হয়। ইহার বিরেচন ক্রিয়ার সঙ্গে ইহার পিত্তনিঃসারক ক্রিয়ার কোন সম্বন্ধ নাই। খুব অল্প মাত্রায় রুবার্ব্ব সেবনেও পিত্ত নিঃসৃত হয়। রুবার্ব্বের ভিতর ক্রাইছোফ্যানিক এছিড থাকে। এই ক্রাই-ছোফ্যানিক এছিড সোরায়াসিস নামক চর্ম্ম রোগের বেস একটা ভাল ঔষধ। এই জন্য রুবার্ব্ব সেবনে সোরায়াসিস্ আরাম হইয়া থাকে।

মাত্রা :—রুবার্ব্ব গুঁড়ার মাত্রা ৫—২০ গ্রেণ। এক্‌ষ্ট্রাক্ট ৫—১৫ গ্রেণ, ইন্‌ফিউশন ১—২ আং, কম্পাউণ্ড পিল ৫—২০ গ্রেণ, কম্পাউণ্ড পাউডার ২০—৬০ গ্রেণ, সিরপ ১—৪ ড্রাম, টীংচার ১—২ ড্রাম, ভাইনম ১—২ ড্রাম।

রিছিনি ওলিয়ম—ক্যাষ্টর অইল

(RICINI OLEUM—CASTOR OIL.)

প্রয়োগরূপ :—মিশ্চুরা অলিয়াই রিছিনি।

ক্যাষ্টর অইল বিরেচক ঔষধ। ইহার পিত্তনিঃসারক গুণ নাই। ইহাতে সামান্য পরিমাণে অন্ত্রের স্রাব বৃদ্ধি হয়—অন্ত্র হইতে রস ক্ষরণ হয়। এক মাত্রা ক্যাষ্টর অইল সেবন করিলে ৪।৬ ঘণ্টা মধ্যে ২।৩ বার স্বাভাবিক তরল দাস্ত হয়। দাস্তের সঙ্গে তৈল নির্গত হইয়া যায়। ইহা যে কেবল সেবন করিলেই দাস্ত হয় তাহা নহে। যে কোন প্রকারে হউক ক্যাষ্টর অইল শরীরস্থ হইলেই দাস্ত হয়। ক্যাষ্টব অইল গরম করিয়া পেটের উপর মালিস করিলেও দাস্ত হয়। আবার ক্যাষ্টর অইল গুহ্যদ্বারে পিচকারী করিয়া দিলেও দাস্ত হয়। প্রসূতিকে ক্যাষ্টর অইল খাওয়াইলে স্তন্যপায়ী শিশুর দাস্ত হয়।

ক্যাষ্টর অইলে পেটকামড়ানী প্রভৃতি কোন উপসর্গ হয় না। ইহা বেস নিরাপদ বিরেচক এবং ইহার কার্য্য প্রায় নিষ্ফল হয় না। শিশুদিগের পক্ষে এবং গর্ভিণী স্ত্রীলোকদিগের পক্ষে ইহা বেস নিরাপদ বিরেচক।

ক্যাষ্টর অইল ½ আং মাত্রায় ১ বার সেবন করাই যথেষ্ট। ১ মাত্রা ক্যাষ্টর অইলের সঙ্গে ৫—২০ মিনিম মাত্রা টীংচার ওপিয়ম মিশাইয়া দিলে আর বেশী দাস্ত হইবার আশঙ্কা থাকে না। শিশুদিগকে দিতে হইলে ১—২ ড্রাম মাত্রায় দেওয়া যায়। সদ্যোজাত শিশুকে ½ ড্রাম মাত্রায় দিলেই দাস্ত হয়।

রক্তামাশয় রোগের প্রথমাবস্থায় ১ মাত্রা ক্যাষ্টর অইল সেবন করাইলে সঞ্চিত গোটা মল নির্গত হইয়া উপকার হয়। রক্তামাশয় পীড়ায় অত্যন্ত শূলানি ও যন্ত্রণা হইলে এক মাত্রা ক্যাষ্টর অইল সেবন করাইলে সমস্ত যন্ত্রণা ভাল হইয়া যায়।

ক্যাষ্টর অইল সেবন করা সকলের পক্ষে সহজ নয়। আর একটি দোষ ইহার এই যে, সমস্তটা পাত্র হইতে পড়ে না এবং তজ্জন্য পরিমাণ মাফিক ঔষধ উদরস্থ হয় না। একটু গরম দুধের উপর ফেলিয়া সেবন

করা সর্ব্বাপেক্ষা সুবিধাজনক। মিশ্‌চ্যুরা ওলিয়াই রিছিনাই মন্দ নহে, কিন্তু ইহার মাত্রা অত্যন্ত বেশী। একুয়া ছিনামনের সঙ্গে মিশাইয়া খাইলে মন্দ হয় না।

চখের ভিতর কুটাকাটা ধূলিকণা পড়িয়া চখ জ্বালা করিলে চখের ভিতর ১ ফোটা ক্যাষ্টর অইল ফেলিয়া দিলে চখের যন্ত্রণা নিবারণ হয়।

বেড্‌সোর (শয্যাক্ষত) হইলে সমান পরিমাণ ক্যাষ্টর অইল এবং বাল্‌সাম পেরু একত্র করিয়া প্রত্যহ ক্ষতে লাগাইয়া দিয়া রাখিলে ক্ষত ভাল হয়।

মাত্রাদি :—ক্যাষ্টর অইল ½—১ আং। মিশ্‌চ্যুরা ওলিয়াই রিছিনি ½—১ আং।

গুহ্যদ্বারে এনিমা দিবার জন্য ১—২ আং ক্যাষ্টর অইল সমান পরিমাণ মিউছিলেজ অব্ ষ্টার্চ (মিউছিলেগো এমাইলম) সঙ্গে যোগ করিয়া সমস্তটা গুহ্যদ্বারের ভিতর পিচ্‌কারী করিয়া দিবে, তাহাতেই দাস্ত হইবে।

℞ অলিয়াই রিছিনি ℥ss, মিউছিলেগো একেশাঘি, সিরপ সিম্‌প্লেক্স্ āā ℨii, একুয়া ছিনামোমাই ad. ℥ii ; ১ মাত্রা।

রেজিনা—রেজিন্
(RESINA—RESIN.)

প্রয়োগরূপ :—(১) অঙ্গুয়েণ্টাম্ রেজিনা। (২) এম্‌প্ল্যাষ্ট্রাম্ রেজিনা।

রেজিন প্ল্যাষ্টার আঠার ন্যায় ব্যবহার হয়। চর্ম্মের সঙ্গে লাগিয়া থাকে। ইহার চলিত নাম ষ্টীকিং প্ল্যাষ্টার। রেজিনের মলম উত্তেজক। যে সকল ক্ষত শীঘ্র আরাম হইতে চায় না। সেই সকল ক্ষতে এই মলম লাগাইলে উপকার হয়।

রোজি কেনাইনী ফ্রুক্টস্—হিপ্
(ROSÆ CANINÆ FRUCTUS—HIP.)

প্রয়োগরূপ :—(১) কন্‌ফেক্‌শিও রোজি কেনাইনী।

ইহার কন্‌ফেক্‌শন পিল প্রস্তত করিতে ব্যবহার হয়। মাত্রা ½—৪ ড্রাম্‌।

রোজি ছেন্‌টি ফোলাই পেটালা—কাবেজ রোজ পেটাল।

প্রয়োগরূপ :—(১) একুয়া রোজি (গোলাব জল)।

অন্য ঔষধ সুগন্ধ করিবার জন্য গোলাব জলের ব্যবহার হয়। গোলাব জল অল্প সংকোচক। চক্ষের প্রদাহ (অপ্‌থ্যাল্‌মিয়া) হইলে গোলাব জল দিয়া চক্ষু ধৌত করিয়া দিলে উপকার হয়।

রোজি গ্যালিসি পেটালা—রেড্‌ রোজ পেটাল
(ROSÆ GALLICÆ PETALA.)

প্রয়োগরূপ :—(১) কন্‌ফেক্‌শিও রোজি। (২) ইন্‌ফিউজম রোজি এছাইডম। (৩) সিরুপস রোজি গ্যালিসি।

ইহার কন্‌ফেক্‌শন পিল তৈয়ার জন্য ব্যবহার করা যায়। ইহার ইন্‌ফিউশন সংকোচক। উদরাময়ে ধারক। ইহাতে সল্‌ফিউরিক এছিড আছে, এইজন্য ইহার গুণ সল্‌ফিউরিক এছিডের ন্যায়। রক্তকাশ, যক্ষ্মাকাশের অতি ঘর্ম্মে ব্যবহার করা যায়। মাত্রা ১—২ ড্রাম। ইহার সিরপ অন্য ঔষধের বিকট আস্বাদ ঢাকিবার জন্য ব্যবহার করা যায়। মাত্রা ১—ড্রাম।

রোজমেরাইনি ওলিয়ম—অইল অব্‌ রোজমেরি
(ROSMARINI OLEUM.)

প্রয়োগরূপ :—(১) স্পীরিটস্‌ রোজমেরাইনি।

অইল অব রোজমেরি চর্ম্মের প্রদাহ জনক। টাক রোগে রোজমেরি অইল মালিস করিলে মাথার চুল উঠে। ইহার সেবন জন্য প্রায় ব্যবহার হয় না। স্পীরিট রোজমেরি উদরাধ্মান নিবারক এবং উত্তেজক। হিষ্টিরিয়া রোগে উপকার করে। ইহার মাত্রা ½—১ ড্রাম।

অইল অব রোজমেরি ৪ ড্রাম, টীংচার ক্যান্থারাইডিস্ ২ ড্রাম, টীংচার জ্যাবরাণ্ডি ৪ ড্রাম, স্পীরিট ক্যাম্ফর ২ আং, গোলাপ জল ৪ আং; একত্রে মিশাইয়া টাকের উপর মালিস করিলে নূতন চুল উঠে।

রুটি ওলিয়ম—অইল অব্ রু (RUTÆ OLEUM.)

রুটি ওলিয়ম চর্ম্মের প্রদাহকারক। সেবনে রজোনিঃসারক এবং জরায়ু সংকোচক। বেশী মাত্রায় গর্ভস্রাব হয় এবং মৃত্যু পর্য্যন্তও হইতে পারে। সচরাচর ব্যবহার নাই। এমিনোরিয়া, হিষ্টিরিয়া প্রভৃতি পীড়ায় ব্যবহার করা যাইতে পারে। তৈলের মাত্রা ১—৪ মিনিম।

লরোছিরেসাই ফোলিয়া—চেরিলরেল লিফ (LAUROCERASI FOLIA.)

প্রয়োগরূপ :—(১) একুয়া লরোছিরেসাই।

ইহাতে হাইড্রোছিয়ানিক এছিড আছে। একুয়া লরোছিরেসাইতে শত-করা ১ অংশ হাইড্রোছিয়ানিক এছিড থাকে, সুতরাং ইহার ক্রিয়া হাইড্রো-ছিয়ানিক এছিডের ন্যায়। মাত্রা ৫—৩০ মিনিম।

লারিছিস্ কর্টেক্স্—লার্চ বার্ক (LARICIS CORTEX.)

প্রয়োগরূপ :—(১) টীংচ্যুরা লারিছিস্।

লার্চ বার্কে ট্যানিক এছিড থাকে। ইহা পুরাতন ব্রংকাইটিস রোগে অত্যন্ত শ্লেষ্মা উঠিলে ইহাতে শ্লেষ্মা নিঃসরণ কম করিয়া উপকার করে। রক্তকাশ রোগে ইহা উপকারক। টীংচারের মাত্রা ২০—৩০ মিনিম।

ল্যাক্টিউকা—লেটুচ (LACTUCA—LETTUCE.)

প্রয়োগরূপ :—(১) এক্‌ষ্ট্রাক্টম ল্যাক্টিউছি।

লেটুচ কিছু মাদক, কিছু নিদ্রাকারক এবং কিছু যন্ত্রণা নিবারক। বড় একটা ব্যবহার নাই। এক্‌ষ্ট্রাক্টের মাত্রা ৫—১৫ গ্রেণ।

ল্যাভাণ্ডিউলী ওলিয়ম—অইল অব্ ল্যাভেণ্ডার
(LAVANDULÆ OLEUM—OIL OF LAVENDER.)

প্রয়োগরূপ :—(১) স্পীরিটস ল্যাভাণ্ডিউলি। (২) টীংচ্যুরা ল্যাভাণ্ডিউলি কো।

ল্যাভেণ্ডারের তৈল উদরাধ্মান নিবারক এবং কিছু আক্ষেপ নিবারক। স্থানীয় মালিসে উত্তেজক। ইহা হিষ্টিরিয়া রোগে উপকার করে। কম্পাউণ্ড টীংচার লেভেণ্ডার ঔষধ সুগন্ধ করিতে এবং রং করিতে প্রায় ব্যবহার হয়। ইহার মাত্রা ½—২ ড্রাম। স্পীরিটের মাত্রা ½—২ ড্রাম।

লিমনিস্ কর্টেক্স্—লিমন পীল
(LIMONIS CORTEX—LEMON PEEL.)

প্রয়োগরূপ :—(১) ওলিয়ম লিমনিস। (২) সক্কস লিমনিস। (৩) সিরুপস্ লিমনিস। (৪) টীংচ্যুরা লিমনিস।

অইল লিমন উদরাধ্মান নিবারক। ইহার টীংচার এবং সিরপ অন্যান্য মিক্‌শ্চারের বিকট আস্বাদ ঢাকিবার জন্য ব্যবহার হয়। সক্কস লিমনিস্‌তে ছাইট্রিক এছিড আছে। ইহার গুণ ছাইট্রিক এছিডের ন্যায় পিপাসা নিবারক। স্কর্ভি রোগে লেবুর রস পানে উপকার করে।

টাট্‌কা লেবু জলে সিদ্ধ করিয়া সেই জল পান করিলে ম্যালেরিয়া জ্বরে উপকার করে।

অইলের মাত্রা ১—৪ মিনিম। টীংচার ½—২ ড্রাম। সিরপ ১ ড্রাম, সক্কস ½—২ আং।

লিনি সেমিনা—লিন্‌সিড্

(LINI SEMINA—LINSEED.)

বাঙ্গালা—মসিনা।

লিনি ফেরিনা—লিন্‌সিড মিল

(LINI FARINA—LINSEED MEAL.)

বাঙ্গালা—মসিনার খৈল।

প্রয়োগরূপ ঃ—(১) ক্যাটাপ্লাস্‌মা লিনি। (২) ইন্‌ফিউজম লিনি। (৩) ওলিয়ম লিনি।

মসিনার গুণ স্নিগ্ধকারক। ছিষ্টাইটিস রোগে মসিনা সিদ্ধ জল পান করিলে যন্ত্রণা নিবারণ হয় এবং প্রস্রাব খোলসা হয়। ইহা কিছু মূত্রকারক।

মসিনার পুল্‌টিসের সচরাচর ব্যবহার হইয়া থাকে। কোন যন্ত্রের রক্তাধিক্য হইলে মসিনার গরম গরম পুল্‌টিস দিলে রক্ত সরিয়া যায় এবং সে স্থানে আর প্রদাহ হয় না। কোন স্থানে প্রদাহ হইলে পুল্‌টিস প্রয়োগে সে স্থান আর পাকে না, আর পাকা ফোড়ার উপর পুল্‌টিস দিলে আরও শীঘ্র পাকিয়া উঠে এবং উপরে পূয ভাসিয়া উঠে, তাহাতে অস্ত্র করিবার সুবিধা হয়। পুল্‌টিস দিতে হইলে ফ্লানেল কাপড়ের উপর গরম গরম পুল্‌টিস মাখাইয়া ঐ কাপড় দোপুরু করিয়া পুল্‌টিস ঢাকিয়া যথাস্থানে স্থাপিত করিবে। পুল্‌টিস দুই পুরু কাপড়ের মাঝখানে থাকিবে।

মসিনার তৈল স্নিগ্ধগুণ বিশিষ্ট। কোন স্থান পুড়িয়া গিয়া জ্বালা করিলে থাকিলে মসিনার তৈল লাগাইয়া দিলে জ্বালা নিবারণ হয়। মসিনার তৈল ও চূণের জল সমান পরিমাণে লইয়া মিশ্রিত করিলে “ক্যারণ অইল” হয়। ইহা পোড়া ঘার বেস ঔষধ। তুলাতে করিয়া ক্ষতের উপর লাগাইয়া দিতে হয়।

ইন্‌ফিউশন লিনির মাত্রা ২—৫ আং।

লুপুলস—হপ (LUPULUS—HOP.)

লুপুলাইনম—লুপুলিন (LUPULINUM—LUPULIN.)

লুপুলাইনের বীর্য্য।

প্রয়োগরূপ :—(১) এক্‌ষ্ট্রাক্টম লুপুলাই। (২) টীংচ্যুরা লুপুলাই। (৩) ইন্‌ফিউজম লুপুলাই।

লুপুলস্ কিছু মাদকগুণ বিশিষ্ট এবং নিদ্রাকারক। ইহাতে ক্ষুধা বৃদ্ধিও করে। গণরিয়া পীড়ায় রাত্রিকালে লিঙ্গোত্থান হইয়া যন্ত্রণা হইলে শয়নকালে ১ ডোজ লুপুলাইন (৫ গ্রেণ) অথবা এক্‌ষ্ট্রাক্ট (১০ গ্রেণ) সেবন করিলে ঐ উপসর্গ হইতে পারে না এবং সুনিদ্রা হয়। বিয়ার ও সন্ট মদ্যের সঙ্গে হপ্ মিশান থাকে।

লুপুনাইনের মাত্রা ২—৫ গ্রেণ, এক্‌ষ্ট্রাক্ট ৫—১৫ গ্রেণ, ইন্‌ফিউশেন ১—২ আং, টীংচার ½—২ ড্রাম।

লোবিলিয়া—(LOBELIA.)

প্রয়োগরূপ :—(১) টীংচ্যুরা লোবিলাই। (২) টীংচ্যুরা লোবিলাই ঈথিরিয়া।

লোবিলিয়ার ক্রিয়া অনেকটা তামাকের ন্যায়। বেশী মাত্রায় ইহাতে হৃদয়ের অবসাদ করে। শিরঃপীড়া, শিরোঘূর্ণন উপস্থিত হয়, অবশেষে শ্বাস বন্ধ হইয়া রোগী মারা পড়িয়া থাকে। ইহাতে বমন এবং বমনোদ্বেগ হয় এবং ঘর্ম্ম হয়।

লোবিলিয়ার কেবল এজ্‌মা বা হাঁপ রোগে ব্যবহার হয়। ইহাতে হাঁপের প্রতিকার করে না, তবে হাঁপ রোগের আক্ষেপের সময় ইহা প্রয়োগ করিলে ঐ আক্ষেপ অনেকটা নিবারণ হয়। ইহার ঈথিরিয়াল টীংচার সমধিক উপকারক। টীংচারের মাত্রা ১০—৩০ মিনিম, ঈথিরিয়াল টীংচার ১০—৩০ মিনিম।

℞ টীংচ্যুরা লোবিলাই ঈথিরিয়া ʒss, স্পীরিট এমন এরম্যাট্ ½ ড্রাম, একুয়া ad ℥i ; ১ মাত্রা প্রতি ২ দুই ঘণ্টান্তর, এজ্‌মা রোগে।

সম্বল র‍্যাডিক্স্—সম্বল রুট (SUMBUL RADIX.)

প্রয়োগরূপ :—টীংচ্যুরা সম্বল।

সম্বল—স্নায়বীয় বলকারক। বড় একটা ব্যবহার নাই। হিষ্টিরিয়া, এপিলেপ্সি, কোরিয়া পীড়ায় উপকার করিতে পারে। টীংচারের মাত্রা ১০—৩০ মিনিম।

সার্পেণ্টারি রাইজোমা
(SERPENTARY RHIZOMA.)

প্রয়োগরূপ :—(১) ইন্ফিউজম সার্পেণ্টারি। (২) টীংচ্যুরা সার্পেণ্টারি।

সার্পেণ্টারি পাকস্থলীর বলকারক এবং ক্ষুধাবৃদ্ধিকারক। পুরাতন অজীর্ণ রোগের একটা বেস ভাল ঔষধ। বেশী মাত্রায় বমন ও উদরাময় হয়। ইহার সিফিলিস্, বাত প্রভৃতি পীড়ায় পূর্ব্বে ব্যবহার হইত, এখন আর ইহার তেমন যশ নাই।

ইন্ফিউশনের মাত্রা ১—২ আং, টীংচারের মাত্রা ½—২ ড্রাম।

সাইন্যাপিস নাইগ্রা সেমিনা—ব্লাক মষ্টার্ড
(SINAPIS NIGRA SEMINA—BLACK MUSTARD SEED.)

বাঙ্গালা—কালসর্ষপ।

সাইন্যাপিস এল্বি সেমিনা—হোয়াইট মষ্টার্ড
(SINAPIS ALBÆ SEMINA—WHITE MUSTARD SEED.)

বাঙ্গালা—শ্বেতসর্ষপ।

প্রয়োগরূপ :—(১) চার্টা সাইনাপিস্। (২) ক্যাটাপ্লাস্মা সাইনাপিস্। (৩) ওলিয়ম সাইন্যাপিস। (৪) লিনিমেণ্টম সাইন্যাপিস কো।

মষ্টার্ড বা সরিসার গুঁড়ার আকারে ব্যবহার করা যায়। ইহাতে জল মিশা-

ইলে ঝাঁজ বাহির হয়। তখন ইহা চর্ম্মের উপর লাগাইলে সে স্থান লাল হইয়া উঠে এবং জ্বালা করিতে থাকে। বহুক্ষণ রাখিলে ফোস্কাও উঠে। মষ্টার্ডের পটি প্রত্যুগ্রতা ক্রিয়া সাধন জন্য সচরাচর ব্যবহার করা হইয়া থাকে। মষ্টার্ডের পটি দেওয়ার ইংরেজি নাম "সাইন্যাপিজম" (Sinapism)—বেলেস্তারা দিলে যে কাজ হয়, মষ্টার্ডের পটি দিলেও সে কাজ হয়। ব্লিষ্টার অপেক্ষা ইহা কম উগ্র। কিন্তু ইহার ক্রিয়া সত্বর উপস্থিত হয়। যকৃতে রক্তাধিক্য হইলে যকৃতের উপর মষ্টার্ডের পটি দিলে যকৃতের রক্তাধিক্য ভাল হয়। প্লুরিসি, নিউমোনিয়া প্লুরোডাইনিয়া প্রভৃতি রোগে বুকে মষ্টার্ডের পটি দিলে বেদনা কম পড়ে। হৃদয়ের ক্রিয়া দুর্ব্বল হইলে হৃদয়ের উপর ইহার পটি দিলে হৃদয় উত্তেজিত হয়। রোগী সংজ্ঞা হীন হইলে ঘাড়ের লতায় মষ্টার্ডের পটি বসাইয়া দিলে রোগীর সংজ্ঞা হয়। আধকপালে মাথা ধরা রোগে কপালের রগে এক খান মষ্টার্ডের পটি দিলে যন্ত্রণা দূর হয়। প্রস্রাব রোধ রোগে কলেরা রোগীকে প্রস্রাব করাইবার জন্য মাজাতে দুই কিডনির উপর মষ্টার্ডের পটি দিলে প্রস্রাব হয়। এমিনরিয়া রোগে ঋতুর সম সম কালে তলপেটে জরায়ুর উপর ঐ পটি দিলে রজঃস্রাব হয়। ফল কথা, কোন যন্ত্রকে উত্তেজিত করিতে হইলে সেই যন্ত্রের নিকট চর্ম্মের উপর মষ্টার্ডের পটি দিলেই কাজ হয়। শিরঃপীড়া, কন্‌ভল্‌সন্‌ প্রভৃতি পীড়ায় মষ্টার্ড ফুট বাথ দিলে উপকার হয়। ২০ গ্যালন পরিমাণ গরম জলে ২ আং মষ্টার্ডের গুঁড়া মিশাইয়া তাঁহাতে পা হইতে হাটু পর্য্যন্ত ডুবাইয়া রাখার নাম মষ্টার্ড ফুট বাথ (Mustard Eoot Bath)।

মষ্টার্ড জলে না মিশাইলে উহার ঝাঁজ হয় না। এই জন্য খালি গায়ে মষ্টার্ডের গুঁড়া ঘসিলে তেমন কাজ হয় না।

মষ্টার্ডের গুঁড়া বমনকারক। ইহা বমনকারক অথচ অবসাদক নহে। এই জন্য বিষাক্ত জিনিস খাইয়া ফেলিলে ঐ বিষ বমন করাইয়া উঠাইবার জন্য ইহা বেশ ভাল বমনকারক ঔষধ। ½ আং মষ্টার্ড গরম জলে গুলিয়া সেবন করাইলেই বমন হয়। মষ্টার্ড তরকারিতে মসল্লা স্বরূপ ব্যবহার করা যায়। ইহার ক্ষুধা বৃদ্ধিকারক গুণ আছে।

সরিসার তৈল আমরা গায়ে মাখিয়া থাকি এবং তরকারীর সঙ্গে খাইয়া

থাকি।৽ সরিসার তৈলে অল্প গন্ধক আছে। ইহা কিছু উত্তেজক এবং পাঁচড়া কীটনাশক। টাট্‌কা সরিসার তৈল বেশ উত্তেজক মালিস। বাত বেদনা স্থানে মালিস করিলে, পক্ষাঘাত অঙ্গে মালিস করিলে উপকার হয়? ঐ তৈলের সঙ্গে কর্পূর মিশাইয়া দিলে বেশ উত্তেজক মালিস হয়। আমরা মষ্টার্ডের যে তৈল ব্যবহার করি, তাহা মষ্টার্ডের স্থায়ী তৈল। মষ্টার্ডের স্থায়ী তৈল বাহির করিয়া লইয়া ঐ মষ্টার্ড চোয়াইলে আর এক রকম তৈল পাওয়া যায়। উহা মষ্টার্ডের বায়ী তৈল। এই বায়ী তৈল অত্যন্ত বিষাক্ত জিনিষ। ইহার দ্বারা লিনিমেণ্ট সাইন্যাপিস তৈয়ার হয়। এই লিনিমেণ্ট খুব উত্তেজক মালিস। পুরাতন রিউম্যাটিজম, পক্ষাঘাত প্রভৃতি রোগে উহার মালিস ব্যবহার করা যায়।

এইক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে, মষ্টার্ডের পটি দিয়া প্রত্যুগ্রতা সাধন, রক্তাধিক্য দূরীভূত ও যন্ত্রণা নিবারণ করিতে হইলে কতক্ষণ পর্য্যন্ত পটি বসাইয়া রাখা যাইতে পারে? তদুত্তরে এই বলা যায় যে, লাগাইবার স্থানে চর্ম্ম লাল হইয়া উঠিলেই পটি তুলিয়া ফেলা কর্ত্তব্য। আন্দাজ ১০—১৫ মিনিট রাখিলেই প্রায় কাজ হয়। ছোট ছোট শিশুদিগকে মষ্টার্ডের পটি দিতে হইলে ১ ভাগ মষ্টার্ডের গুঁড়া ও ৩ ভাগ ময়দা একত্র মিশাইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। নচেৎ ফোস্কা ও অত্যন্ত প্রদাহ হইতে পারে।

সার্‌সি র‍্যাডিক্‌স—জামকা সারসা প্যারিলা
(SARSÆ RADIX—JAMAICA SARSA PARILA.)

প্রয়োগরূপ :—(১) ডিকক্টম সারসি। (২) এক্‌ষ্ট্রাক্টম সারসি লিকুইডম। (৩) ডিকক্টম সারসি কম্পোজিটম।

সার্‌সা পরিবর্ত্তক ও ঘর্ম্মকারক। পুরাতন সিফিলিস ও রিউম্যাটিজম রোগে বহুকালাবধি সারসার ব্যবহার হইয়া আসিতেছে। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে সার্‌সার যেমন মূল্য বেশী, তেমন কোন গুণ নাই। কেবল মাত্র সার্‌সা সেবনে বিশেষ কোনই উপকার নাই। ইহার কম্পাউণ্ড ডিকক্‌সনের সঙ্গে

গোয়েকম মিশ্রিত আছে বলিয়া পুরাতন ধরণের বাত বেদনায় উপকার করিয়া থাকে। সার্‌সার বিশেষ কোন গুণ না থাকিলেও আজিও সার্‌সার আদর সর্ব্বত্র দেখা যায়। এইরূপ নির্গুণ ঔষধের কেন যে এত সমাদর তাহার কারণ অনুধাবন করিলে দেখা যায়, সার্‌সার সঙ্গে প্রায়ই নানাবিধ ঔষধ একত্র করিয়া ব্যবহার হয়। সুতরাং সেই সকল ঔষধের গুণ সারসার উপর আরোপিত হয়। যেমন জগতে নানাবিধ ভ্রমাত্মক মত বলিয়া আসিয়াছে, সেইরূপ সার্‌সা খাইলে সকল রোগ সারে এবং শরীর পুষ্ট হয়, এই একটা মহান জমকাল অথচ সম্পূর্ণ অলীক কথা জগতের লোককে মোহিত করিয়া রাখিয়াছে।

মাত্রাদি ঃ—ডিককৃশন ২—১০ আং, লিকুইড্ এক্‌ষ্ট্রাক্ট ২—৪ ড্রাম। (৩) ডিকক্টম সার্‌সি কো ২—১০আং।

সাসাফ্রাস র‍্যাডিক্‌স্—সাসাফ্রাস রুট
(SASSAFRAS RADIX.)

সাসাফ্রাস ডিকক্টম্ সার্‌সি কোর সঙ্গে ব্যবহার হয়। ইহার গুণ ঘর্ম্মকারক এবং পরিবর্ত্তক।

স্যাপো ডুরস—হার্ড সোপ
(SAPO DURUS—HARD SOAP.)
স্যাপো মোলিস্—সফ্‌ট সোপ
(SAPO MOLLIS—SOFT SOAP.)

বাঙ্গালা—সাবান।

প্রয়োগরূপ ঃ—(১) লিনিমেণ্টম স্যাপনিস্। (২) পাইলিউলা স্যাপনিস্ কো।

সাবান দুই প্রকারের আছে। অলিভ অইল ও সাজিমাটি বা সোডাযোগে হার্ড সোপ হয়, আর অলিভ অইল ও পটাস যোগে নরম বা সফ্‌ট সোপ হয়। আর চর্ব্বির দ্বারা সাবানের নাম স্যাপো এনিমেলিস বা কর্ড সোপ।

কঠিন সাবান আমরা সচরাচর ব্যবহার করিয়া থাকি। সাবান নানাবিধ পিল ও লিনিমেণ্টের সঙ্গে ব্যবহার করা যায়। ফার্মাকোপিয়ার অনেক পিল ওলি নিমেণ্টতে সাবান থাকে। তদ্ভিন্ন, গাইট ধরিয়া গেলে, কোন স্থানে

মোচড় লাগিয়া ব্যথা হইলে সাবানের লিনিমেণ্ট মালিস করিলে ফল পাওয়া যায়।

সাবানে পটাস ও সোডা থাকে বলিয়া ইহার অম্লনাশক গুণ আছে। ১০—১৫ গ্রেণ মাত্রায় সেবনে ইহাতে বুকজ্বালা প্রভৃতি ভাল হয়, তা ছাড়া ইহা শরীরে হজম হইয়া মূত্রের ও অম্লনাশ করে। সাবান সেবনে পিত্ত শিলা এবং পাথরি গলিয়া যায় এরূপ মত কেহ কেহ প্রকাশ করেন।

কম্পাউণ্ড সোপ পিলেতে ওপিয়ম আছে। ইহার মাত্রা ৩—৫ গ্রেণ। গুণ অহিফেনের ন্যায়।

সাবান গায়ে মাখিলে শরীরের ময়লা কাটিয়া যায়। অর্টিকেরিয়া রোগে গা চুলকাইতে থাকিলে সাবান জল দিয়া গাত্র ধৌত করিলে চুলকানি নিবারণ হয়।

ছোট ছোট শিশুদিগের দাস্ত খোলসা না হইলে এক টুক্‌রা সাবান সরু করিয়া গুহ্যদ্বারে দিয়া রাখিলে দাস্ত খোলসা হয়। সাবান গোলা জল দ্বারা এনিমা দিলে সকলেরই দাস্ত খোলসা হয়।

স্যালিসিনম—স্যালিসিন (SALICINUM—SALICIN.)

ইহার ক্রিয়া স্যালিসিলিক এছিডের ন্যায়। তা ছাড়া, ইহা বলকারক এবং কতকটা পর্য্যায়নিবারক। পালাজ্বরে উপকার করিয়া থাকে। ডাক্তার ম্যাক্‌ল্যাগান বলেন, তরুণ রিউম্যাটিজম্ রোগে স্যালিছিলেট অব্ সোডা এবং স্যালিছিলিক এছিড অপেক্ষা স্যালিছিন ভাল এবং অপেক্ষাকৃত নিরাপদ। ম্যালেরিয়া জনিত পর্য্যায়শীল শিরঃপীড়ায় স্যালিছিন্ উপকারক হয়। স্যালিছিনের মাত্রা ৩—২০ গ্রেণ।

সাম্বুছাই ফ্লোরেস্—এল্‌ডার ফ্লাউয়ার
(SAMBUCI FLORES—ELDER ELOWER.)

প্রয়োগরূপ :—(১) একুয়া সাম্বুছাই।

সেবনজন্য ব্যবহার হয় না। একুয়া সাম্বুছাই চর্ম্মে মালিস করিলে গা শীতল হয়। ঘামাছির উপর মালিস করিলে উপকার হয়।

সাণ্টোনিকা (SANTONICA.)

সাণ্টনাইনম—সাণ্টনিন

(SANTONINUM—SANTONIN.)

প্রয়োগরূপ :—(১) ট্রচিছাই স্যাণ্টনাইনি।

সাণ্টনিন সেবন করিবার আধ ঘণ্টা মধ্যেই সমস্ত শাদা জিনিস হরিদ্রাবর্ণ দেখায়। ঔষধ সেবনের ৫ মিনিট মধ্যেই প্রস্রাবের বর্ণও হরিদ্রা হয়, আর যদি প্রস্রাবে ক্ষারের ভাগ বেশী থাকে, তবে প্রস্রাবের বর্ণ লাল হয়। সাণ্টনিন সেবনে মূত্রের পরিমাণও বৃদ্ধি হয়, কাহারও কাহারও বারে বারে প্রস্রাবের বেগ হয় এবং প্রস্রাব করিতে কষ্টও হয়। সাণ্টনিন সেবনে কাহারও কাহারও শিরঃপীড়া হয় এবং শরীর অবসন্ন বোধ হয়। অধিক মাত্রায় সাণ্টনিন সেবনে ধনুষ্টঙ্কারের ন্যায় আপেক্ষ এবং পরিশেষে মোহ হইয়া মৃত্যুও ঘটিতে পারে। একদা দুই বৎসরের একটী বালককে ১২ গ্রেণ মাত্র সাণ্টনিন সেবন করানতে আক্ষেপ এবং শ্বাসকষ্ট উপস্থিত হইয়াছিল।

সাণ্টনিন শরীরস্থ হইয়া ঝ্যান্ থপ্‌সিন (Xan thopsin) নামক এক রকম বিষাক্ত দ্রব্যে পরিণত হয়। ঐ আকারে ইহা মূত্রের সঙ্গে নির্গত হইয়া যায়।

সাণ্টনিন কেঁচোর ন্যায় ক্রিমিনাশক। কেঁচোর ন্যায় ক্রিমি বিনাশ পক্ষে ইহা অদ্বিতীয় মহৌষধ। ইহার কোন আস্বাদ নাই, এই জন্য শিশুরাও অনায়াসে খাইতে পারে। একটু চিনির সঙ্গে মিশাইয়া দিলে শিশুরা আনন্দপূর্ব্বক খাইয়া ফেলে। ১ বৎসরের শিশুকে ½ গ্রেণের বেশী দেওয়া উচিত নহে। ইহা শূন্যোদরে প্রয়োগ করা উচিত। সাণ্টনিন লোজেঞ্জের প্রত্যেকটীতে ১ গ্রেণ করিয়া সাণ্টনিন থাকে। এই লোজেঞ্জ আজকাল যেখানে সেখানে বেণের দোকানে পাওয়া যায়।

সাণ্টনিকার মাত্রা ১০—৬০ গ্রেণ। সাণ্টনিনের মাত্রা ২—৬ গ্রেণ। সাণ্টনিন হচ্ছে সাণ্টনিকার সারাংশ। সাণ্টনিকা এক রকম ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বীজাকৃতি পুষ্প।

স্যাকারম পিউরিফিকেটম—রিফাইণ্ড সুগার
(SACCHARUM PURIFICATUM—REFINED SUGAR.)

বাঙ্গালা—পরিষ্কৃত চিনি।

প্রয়োগরূপ :—নিরূপস।

চিনি উৎকৃষ্ট তাপোৎপাদক খাদ্য। ঔষধ মিষ্ট করিবার জন্য ইহার সিরপ বা সরবতের ব্যবহার হয়।

সাবাডিলা—ছেবাডিলা
(SABADILLA—CEVADILLA.)

"ভেরাট্রাইন্" দেখ।

স্যাবাইনি ক্যাকুমিনা—স্যাভিন টপ্স্
(SABINÆ CACUMINA—SAVIN TOPS.)

প্রয়োগরূপ :—(১) ওলিয়ম স্যাবাইনি। (২) টীংচ্যুরা স্যাবাইনি। (৩) অঙ্গুয়েণ্টম সেবাইনি।

বাহ্য প্রয়োগে সেভিন চর্ম্মের প্রদাহজনক এবং ফোস্কাকারক। অধিক মাত্রায় সেবনে ইহাতে ভেদ ও বমন হয়। গর্ভবতী স্ত্রীলোকের গর্ভস্রাব হয় এবং অবশেষে কোল্যাপ্স হইয়া মৃত্যু ঘটে।

সেভিন উৎকৃষ্ট রজোনিঃসারক। এমিনোরিয়া রোগে ২ মিনিম বা ৩ মিনিম মাত্রায় ওলিয়ম সেভাইনি প্রয়োগ করিলে রজোনিঃসরণ হয়। সেভিন অতিশয় জরায়ু সঙ্কোচক বা একবোলিক। কিন্তু গর্ভস্রাব করাইতে হইলে খুব বেশী মাত্রায় দিতে হয়, তাহাতে রোগীর বিলক্ষণ বিপদ ঘটে।

বেলেস্তারা দিয়া ক্ষত করিবার পর সেই ক্ষত যদি অনেক দিন রাখিবার দরকার হয়, তবে তাহার উপর এই ঔষধের মলম লাগাইতে হয়। এই

ঔষধের মলম লাগাইলে আর ক্ষত শুষ্ক হয় না এবং ক্ষত হইতে স্রাব হইতে থাকে।

• সেভাইন মূত্রকারক। অধিক মাত্রায় সেবনে রক্ত প্রস্রাব হয়। মূত্রকারক বলিয়া ইহার ব্যবহার নাই।

ইহার তৈলের মাত্রা ১—৪ মিনিম, টীংচারের মাত্রা—২০ মিনিম—১ ড্রাম।

সিলা—স্কুইল (SCILLA—SQILL)

প্রয়োগরূপ :—(১) এছিটম সিলি। (২) অক্সিমেল সিলি। (৩) পাইলিউলা সিলি কো। (৪) সিরুপস্ সিলি। (৫) টীংচ্যুরা সিলি। (৬) পাইলিউলা ইপিকাকুয়ানহি কম সিলি।

বেশী মাত্রায় স্কুইল উগ্র বিষক্রিয়া করে। ইহাতে বমন ও ভেদ হইয়া মৃত্যু হয়। ঔষধের মাত্রায় ইহা উত্তেজক মূত্রকারক এবং উত্তেজক কফ-নিঃসারক। ইহা বিরেচকও বটে। কিন্তু বিরেচক বলিয়া ইহার ব্যবহার নাই। স্কুইলের ক্রিয়া অনেকটা ডিজিট্যালিসের ন্যায়। ইহা অল্প মাত্রায় হৃদয়ের বলকারক, কিন্তু হৃদ্‌রোগে ইহার ব্যবহার নাই। ইহা সচরাচর কফমিক্শ্চারের সঙ্গে ব্যবহৃত হয়। ব্রঙ্কাইটিস রোগে ইপিকাকের সহিত ব্যবহার করিলে বেস্ ফল পাওয়া যায়। সিরপ সিলি শিশুদিগের পক্ষে বেস ঔষধ। হৃদ্‌পীড়া বশতঃ শোথ রোগে ইহা মূত্রকারক।

মাত্রাদি :—এছিটম ১০—৪০ মিনিম, সিরপ ½—১ ড্রাম, টীংচার ১০—২০ মিনিম, অক্সিমেল ½—১ ড্রাম, কম্পাউণ্ড পিল ৫—১০ গ্রেণ, পিল ইপিকাক সিলি ৫—১০ গ্রেণ।

℞ এমন কার্ব্ব gr. x, ভাইনম ইপিকাক ♏x, টীং সিলি ♏x, টীং সেনেগি ʒss, একুয়া ক্যাম্ফোরি ad ℥i ; ১ মাত্রা প্রতি ৪ ঘণ্টান্তর ; উত্তেজক কফমিক্শ্চার। নিউমোনিয়া এবং ব্রঙ্কাইটিস রোগের দ্বিতীয় অবস্থায়।

সেনেগি র‍্যাডিক্স—সেনেগা রুট
(SENEGÆ RADIX—SENEGA ROOT.)

প্রয়োগরূপ :—(১) ইন্‌ফিউজম সেনেগি। (২) টীংচ্যুরা সেনেগি।

সেনেগা শ্বাসপথের শ্লেষ্মা ঝিল্লির উত্তেজক এবং বলকারক। এই জন্য ইহা উত্তেজক কফনিঃসারক। ইহা ঘর্ম্মকারক এবং মূত্রকারকও বটে। কিন্তু ঘর্ম্মকারক ও মূত্রকারক বলিয়া ইহার ব্যবহার নাই। নিউমোনিয়া এবং ব্রঙ্কাইটিস রোগের দ্বিতীয় ও তৃতীয় অবস্থায় ইহা উৎকৃষ্ট কফনিঃসারক। এমনিয়ার সঙ্গে ব্যবহার করা যায়।

মাত্রাদি :—ইনফিউজম্ ½—২ আং, টীংচার ½—২ ড্রাম।

℞ এমনাই কার্ব্বনেটিস gr. v, টীং সিলি ♏xv, টীং ক্যাম্ফরিকো ♏xx, ইন্‌ফিউজম্ সেনেগি ad ℥i ; ১ মাত্রা দিন ৩ বার। পুরাতন ব্রঙ্কাইটিস্ এবং পুরাতন নিউমোনিয়া।

সেনা (SENNA.)

বাঙ্গালা—সোণামুখি।

প্রয়োগরূপ :—কন্‌ফেক্‌শিও সেনি। (২) ইন্‌ফিউজম সেনি। (৩) মিশ্চ্যুরা সেনি কো। (৪) টীংচ্যুরা সেনি। (৫) সিরুপস্ সেনি।

সেনা বিরেচক। ইহাতে পাতলা হরিদ্রা বর্ণের দাস্ত হয়। ইহাতে অন্ত্রের গতি বৃদ্ধি হইয়া দাস্ত খোলসা হয়। ডাক্তার রুথারফোর্ড বলেন, ইহা অল্প পরিমাণ যকৃতের উত্তেজক। সেনাতে পেট কামড়ায়, এই জন্য সেনার সঙ্গে অন্যান্য ঔষধ মিশাইয়া দেওয়া যায়। ফার্‌মাকোপিয়ার সমস্ত প্রয়োগরূপে জিঞ্জার, অইল অব কেরাওয়ে প্রভৃতি পেট কামড়ানী নিবারক ঔষধ মিশ্রিত আছে।

সাধারণ কোষ্ঠবদ্ধতা রোগে, এবং জ্বর প্রভৃতি পীড়ায় সামান্য বিরেচনের জন্য সেনা উপযোগী।

কন্‌ফেক্‌শনের মাত্রা ১—২ ড্রাম, ইন্‌ফিউশন ১—২ আং, কম্পাউণ্ড মিক্‌শ্চার ১—½ আং, টীংচার ১—৪ ড্রাম, সিরপ ১—৪ ড্রাম।

স্ক্যামনাই র‍্যাডিক্স্—স্ক্যামনি রুট
(SCAMMONIÆ RADIX—SCAMMONY ROOT.)

প্রয়োগরূপ :— (১) স্ক্যামনিয়ম (ক) মিশ্চ্যুরা স্ক্যামনি। (২) স্ক্যামনাই রেজিনা (ক) কনফেক্শিও স্ক্যামনাই, (খ) পাইলিউলা স্ক্যামনিয়াই কো, (গ) পল্ভিস্ স্ক্যামনাই কো।

স্ক্যামনি সেবনে অন্ত্রের অত্যন্ত উত্তেজনা হয় এবং জলবৎ তরল ভেদ হয়। ইহা জলীয় বিরেচক (হাইড্রাগোগ ক্যাথার্টিক)। ইহাতে পেট কামড়ায়। শোথ, মস্তিষ্কে রক্তাধিক্য এবং এপোপ্লেক্সি রোগে ইহা উপযুক্ত বিরেচক।

স্ক্যামনির মাত্রা ৫—১০ গ্রেণ, মিক্শ্চার ১—৩ আং, রেজিন ১—৮ গ্রেণ, কন্ফেক্শন ১০—৩০ গ্রেণ, কম্পাউণ্ড পিল ৫—১৫ গ্রেণ, কম্পাউণ্ড পাউডার ১০—২০ গ্রেণ।

স্কোপেরাই ক্যাকুমিনা—ব্রুম টপ্
(SCOPARII CACUMINA—
(BROOM TOPS.)

প্রয়োগরূপ :—(১) ডিকক্টম স্কোপেরাই। (২) সকস স্কোপেরাই।

স্কোপেরাই বেশী মাত্রায় সেবনে ভেদ ও বমন হয়। অল্পমাত্রায় সেবনে মূত্র বৃদ্ধি হয়। স্কোপেরই হইতে দুইটি বীর্য্য পাওয়া যায় ;—(১) স্কোপেরাইন এবং স্পার্টীন। এই স্কোপেরাই হইতেই ইহার মূত্রকারক গুণ হয়। স্পার্টীন বিষাক্ত জিনিষ। ইহাতে শ্বাস প্রশ্বাস বন্ধ হইয়া প্রাণ বিয়োগ হয়।

স্কোপেরাই উত্তম মূত্রকারক ঔষধ। শোথ রোগে বিশেষ উপকারক। কিড্নির পুরাতন পীড়ায় যেমন পুরাতন ব্রাইটের, পীড়ায় ইহা উৎকৃষ্ট মূত্রকারক।

সকস মাত্রা ১—২ ড্রাম, ডিককৃশন ২—৪ আং।

℞ পটাস ছাইট্রাস্ gr. x, স্পীরিট ঈথর নাইট্রিক ℥ss, টীং ফেরি পার-

ক্লোরাইড ♏x, ডিকক্টম্ স্কোপেরাই ad ℥ii; ১ মাত্রা প্রতিদিন ৩ বার। মূত্রকারক। শোথ রোগে ব্যবহার্য্য।

ষ্ট্যাফিসেগ্রাই সেমিনা—ষ্টেভসেকার
(STAPHISAGRIÆ SEMINA..)

প্রয়োগরূপ :—(১) অঙ্গুয়েণ্টম ষ্ট্যাফিসেগ্রাই।

ইহার মলম পরাঙ্গপুষ্টনাশক। ইকুন ও পাঁচড়ার বেস ভাল ঔষধ।

ষ্ট্র্যামনিয়াই ফোলিয়া—ষ্ট্র্যামনিয়ম লিফ্
(STRAMONIÆ FOLIA—STRAMONIUM LEAF.)
ষ্ট্র্যামনিয়াই সেমিনা—ষ্ট্র্যামনিয়ম্ সিড
(STRAMONIÆ SEMINA—STRAMMONIUM SEED.)

প্রয়োগরূপ :—(১) এক্ষ্ট্রাক্টম্ ষ্ট্র্যামনিয়াই। (২) টীংচুরা ষ্ট্র্যামনিয়াই।

ষ্ট্র্যামোনিয়ামের ক্রিয়া বেলেডোনার ন্যায়। ষ্ট্র্যামোনিয়াম কেবল এজ্মা রোগে ব্যবহৃত হয়। ½ আং সোরা, ১ আং ষ্ট্র্যামোনিয়ম পত্র এবং ½ আং এলাইচ ফল একত্র করিয়া আগুণ দিয়া পোড়াইয়া উহার ধূম গ্রহণ করিলে হাঁপ নিবারণ হয়। ইহার এক্ষ্ট্রাক্টের মাত্রা ⅛—½ গ্রেণ। টীংচার ১০—৩০ মিনিম।

ষ্ট্রিক্নাইনা—ষ্ট্রিক্নাইন্
(STRYCNINA—STRYCNINE.)

প্রয়োগরূপ :—লাইকর ষ্ট্রিক্নাইনি হাইড্রোক্লোরেটিস্। ইহা নক্স ভমিকার বীর্য্য। "নক্সভমিকা" দেখ। লাইকরের মাত্রা ৫—১০ মিনিম।

ষ্ট্রোফ্যান্থস্—(STROPHANTHUS.)

প্রয়োগরূপ ঃ—(১) টীংচুয়া ষ্ট্রোফ্যান্থাই।

ষ্ট্রোফ্যান্থসের ক্রিয়া ডিজিট্যালিসের অনুরূপ এবং ডিজিট্যালিসের ন্যায় হৃদ্‌রোগে ব্যবহার্য্য। ইহা ডিজিট্যালিস্ অপেক্ষা নিকৃষ্ট। তবে ইহার এই গুণ আছে যে, ডিজিট্যালিস্ সেবন করিতে করিতে যেমন শরীরের ভিতর জমিয়া গিয়া হঠাৎ ভয়ানক লক্ষণ উপস্থিত করে, ইহা সে রকম শরী-রের ভিতর জমে না এবং কোন খারাপ উপসর্গও উপস্থিত করে না। ডিজি-ট্যালিস অপেক্ষা ইহার ক্রিয়া সত্বর উপস্থিত হয়।

টীংচারের মাত্রা ২—১০ মিনিম। ১৫ মিনিম মাত্রাতেও দেওয়া যায়। ডিজিট্যালিস যে যে ক্ষেত্রে নিষেধ, ষ্ট্রোফ্যান্থস্‌ও সেই সেই ক্ষেত্রে নিষেধ।

ষ্টাইর্‌্যাক্স্ প্রিপ্যারেটা—প্রিপেয়ার্ড ষ্টোরাক্স্ (STYRAX PREPARATA—PRE-PARED STORAX.)

ষ্টোরাক্স কফনিঃসারক। বাল্‌সাম পেরুর ন্যায়। বড় একটা ব্যবহার নাই। টীংচার বেন্‌জইন কোতে ষ্টোরাক্স আছে। মাত্রা ১০—২০ গ্রেণ।

হর্‌ডিয়ম্ ডিকর্‌টিকেটম্—পার্ল বার্লি (HORDEUM DECORTICATUM—PEARL BARLEY.)

প্রয়োগরূপ :—(১) ডিকক্টম্ হর্‌ডিয়াই।

বার্লি পোষক এবং স্নিগ্ধকারক সুপথ্য। ইহার ডিককৃশন ইচ্ছামত পান করা যাইতে পারে। জ্বরের অবস্থায় বেস সুপথ্য। ইহার ডিককৃশনের নাম বার্লি ওয়াটার।

হাইড্রাষ্টিস রাইজোমা (HYDRASTIS RHIZOMA.)

প্রয়োগরূপ :—(১) এক্‌ষ্ট্রাক্টম্ হাইড্রাষ্টিস্ লিকুইড। (২) টীংচুয়া হাইড্রাষ্টিস্।

হাইড্রাষ্টিসের ক্রিয়া আরগটের ন্যায়। যে যে ক্ষেত্রে আরগটের ব্যবহার হয়, ইহারও সেই সেই ক্ষেত্রে ব্যবহার হয়। তা ছাড়া, হাইড্রাষ্টিস সমুদয় শ্লেষ্মা ঝিল্লির বলকারক। ইহা জরায়ুর শ্লেষ্মা ঝিল্লির দোষ সংশোধন করে এবং শ্বাসপথের শ্লেষ্মা ঝিল্লিরও দোষ সংশোধন করে। জরায়ু হইতে রক্তস্রাব, রক্তকাশ প্রভৃতিতে উপকার করে।

লিকুইড এক্ষ্ট্রাক্টের মাত্রা ৪—৩০ মিনিম। টীংচারের মাত্রা ২০—৬০ মিনিম।

হাইওসিয়ামাই ফোলিয়া—হেন্‌বেন্ লিফ
(HYOSCIAMI FOLIA—HENBANE LEAF.)

প্রয়োগরূপ ঃ—এক্‌ষ্ট্রাক্টম হাইওসিয়ামাই। (২) সক্কস্ হাইওসিয়ামাই। (৩) টীংচ্যুরা হাইওসিয়ামাই।

হাইওসিয়ামসের ক্রিয়া বেলেডোনা ও ষ্ট্রামোনিয়মের ন্যায়। ইহার বীর্য্যের নাম হাইওসিয়ামাইন। হাইওসিয়ামস্ অথবা হাইওসিয়ামাইন্ সেবনে মুখ শোষ হয়, প্রলাপ হয় এবং পদদ্বয় অসাড় হয়; রোগী উন্মাদের ন্যায় হয়। ধুতুরা সেবন করিয়া যেমন লোক উন্মাদ হয়, ষ্ট্র্যামোনিয়ম এবং হাইওসিয়ামস্ সেবনে সেই রকম হয়।

হাইওসিয়ামস ঔষধের মাত্রায় মাদক, যন্ত্রণা-নিবারক এবং নিদ্রাকারক। হাইওসিয়ামস্ বেলেডোনা অপেক্ষাও বেশী মাদক।

ছিষ্টাইটিস্ রোগে হাইওসিয়ামস যন্ত্রণা নিবারক হইয়া উপকারক। কফ-মিক্‌শ্চারের সঙ্গে হাইওসিয়ামস মিশাইয়া দিলে কাশির উগ্রতা কম পড়ে। বিরেচক ঔষধের সঙ্গে হাইওসিয়ামস মিশাইয়া দিলে বিরেচন ক্রিয়া বৃদ্ধি হয় এবং বিরেচক ঔষধের উদর জ্বালা করণ, পেট কামড়ানী প্রভৃতি দোষ নিবারণ করে। উন্মাদ রোগে হাইওসিয়ামস উত্তম নিদ্রাকারক। ডেলিরিয়ম বা প্রলাপে হাইওসিয়ামস সুনিদ্রা আনয়ন করে।

ইহার বীর্য্য হাইওসিয়ামাইন খুব বীর্য্যশালী ঔষধ। উন্মাদ রোগী অত্যন্ত দুরন্ত হইলে হাইওসিয়ামাইন খুব উপকার করে। ডাক্তার রিংগার

বলেন, একটি উন্মাদগ্রস্ত রোগীকে ১ গ্রেণ মাত্র হাইওসিয়ামাইন সেবন করানর পর তাহার চখ মুখ লাল হইয়া উঠিয়াছিল এবং রোগী স্থির হইয়া নিদ্রা গিয়াছিল। ডাক্তার রবার্ট লছন বলেন, তিনি হাইওসিয়ামাইন দ্বারা অনেক উৎকট উন্মাদ রোগী আরাম করিয়াছেন। হাইওসিয়মাইন খুব বীর্য্যশালী এবং বিষাক্ত জিনিষ। অধিক মাত্রায় হৃদয়ের ক্রিয়া স্থগিত হইয়া মৃত্যু হইতে পারে, এই জন্য প্রথমে খুব অল্প মাত্রায় ব্যবহার করা উচিত। ⅙—⅕ গ্রেণ মাত্রায় বটিকাকারে দেওয়া যায়। ডাক্তার রিংগার বলেন, ডেলিরিয়াম ট্রিমেণ্ট রোগে ইহা তেমন উপকারক নহে।

মাত্রাদি ঃ—একষ্ট্রাক্ট ৫—১০ গ্রেণ, টীংচার ½—১ ড্রাম, সকস ½—১ ড্রাম।

ছোট ছোট শিশুরা খুব বেশী মাত্রায় হাইওসিয়ামস সহ্য করিতে পারে। বৃদ্ধ বয়সে ইহা খুব কম মাত্রায় দেওয়া উচিত। বৃদ্ধেরা বেশী মাত্রায় সহ্য করিতে পারে না।

℞ একষ্ট্রাক্টম্ বেলেডোনি gr. ii, একষ্ট্রাক্টম হাইওসিয়ামাই gr. xxx, ক্যাম্ফোরি gr xii; মিশ্রিত করিয়া ৬টী বড়ী কর। প্রতি রাত্রে শয়নকালে ১টী সেবনে নিদ্রাকারক। কাশির উগ্রতা দমন জন্যও ইহা উপকারক। রাত্রে কাশির বেগ হইলে সন্ধ্যাকালে ১টী, এবং প্রাতে হইলে প্রাঃতকালে ১টী বটীকা সেবন।

℞ ভাইনম ইপিকাক ♏x, সিরুপস টলু ʒi, টীংচুরা হাইওসিয়ামাই ʒss, একুয়া ক্যাম্ফরি ad ℥i; ১ মাত্রা, দিন ৩ বার। কফমিক্শ্চার। উগ্র কাশি হইলে কাশি নিবারণ করে এবং কফ সরল করে।

℞ পটাস এছিটাস্ gr. x, টিংচুরা হাইওসিয়ামাই ʒi, ডিকক্টম প্যারিরি ad ℥i; ১ মাত্রা দিন ৩ বার। ছিষ্টাইটিস্ রোগে ঘন ঘন প্রস্রাবের বেগ আসিলে এবং যন্ত্রণা হইলে।

হ্যামামেলাইডিস্ কর্‌টেক্‌স—হ্যামামেলিস বার্ক (HAMMAMELIDIS CORTEX—HAMMAMELIS BARK.)

হ্যামামেলাইডিস ফোলিয়া—হ্যামামেলিস লিফ (HAMMAMELIDIS FOLIA—HAMMAMALIS LEAF.)

প্রয়োগরূপ :—(১) টীংচ্যুরা হ্যামামেলিস। (২) এক্‌ষ্ট্রাক্টম্ হ্যামামেলিস লিকুইড। (৩) অঙ্গুয়েণ্টম হ্যামামেলিস্।

হ্যামামেলিস সঙ্কোচক এবং রক্তরোধক। বিবিধ প্রকার রক্তস্রাব রোগে ইহার ব্যবহার হয়। ইহা কিন্তু আর্গট ও গ্যালিক এছিডের সমকক্ষ নহে। ইহার মলমের গুণ গল অইণ্টমেণ্টের ন্যায়। হ্যামামেলিস হইতে "হ্যাজেলিন্" নামক ঔষধ প্রস্তুত হয়। অর্শের বলির উপর হ্যাজেলিন অথবা হ্যামামেলিসের মলম প্রয়োগ করিলে বলি বসিয়া যায় এবং রক্তস্রাবও নিবারণ হয়। নাসিকা হইতে রক্তস্রাব হইলে হ্যাজেলিনে বা টীংচার হ্যামামেলিসে তুলা ভিজাইয়া নাকের মধ্যে দিলে উপকার হয়। ফল কথা হ্যামামেলিসের ও হ্যাজেলিনের ক্রিয়া ট্যানিক এছিডের ন্যায়।

টীংচারেরর মাত্রা ২—৫ মিনিম, লিকুইড্ এক্‌ষ্ট্রাক্ট ২—৫ মিনিম।

হিমাটক্‌সাইলাই লিগ্‌নম—লগউড (HIMATOXYLI LIGNUM—LOGWOOD.)

প্রয়োগরূপ :—(১) এক্‌ষ্ট্রাক্টম হিমাটক্‌সাইলি। (২) ডিকক্টম হিমাটক্‌সাইলাই।

লগউড সঙ্কোচক। উদরাময়ে ধারক। ছেলেদের উদরাময়ে ইহা খুব উৎকৃষ্ট ঔষধ। ছেলেদিগকে ইহার এক্‌ষ্ট্রাক্ট জলে গুলিয়া সেবন করান যাইতে পারে।

মাত্রা :—এক্‌ষ্ট্রাক্ট ১০—৩০ গ্রেণ, ডিকক্‌শন ১—২ আং।

℞ টীং কাইনো ʒss, এক্‌ষ্ট্রাক্ট হিমাটক্‌সাইলাই gr. x, ডিকক্টম্ হিমাটক্‌সাইলাই ad ʒi, ১ মাত্রা প্রতি দাস্তের পর।

হেমিডেস্মাই র‍্যাডিক্স্ (HEMIDESMI RADIX.)

বাঙ্গালা—অনন্তমূল।

প্রয়োগরূপ :—(১) সিরুপস্ হেমিডেস্মাই।

অনন্তমূল বেস বলকারক ও শরীর সংশোধক ঔষধ। পুরাতন বাত, পুরাতন সিফিলিস্ এবং অজীর্ণ রোগে উপকার করে। ছোট ছোট শিশুগণ রক্তহীন এবং দুর্ব্বল হইলে অনন্তমূলের ইন্‌ফিউশন তৈয়ার করিয়া দুধের সঙ্গে মিশাইয়া গরম গরম সেবন করাইলে বেস উপকার হয়। ১ আং অনন্ত মূল ছেঁচিয়া ১০ আং জল দিয়া ১ ঘণ্টা পর্য্যন্ত ফুটাইয়া ছাঁকিবে। এই ইন্‌ফিউশন যুবাদিগকে ২—৩ আং মাত্রায় এবং শিশুদিগকে ১—২ ড্রাম মাত্রায় সমপরিমাণ দুধের সঙ্গে দিয়া সেবন করান যায়। সিরপের মাত্রা ১ ড্রাম।

পুরাতন রিউম্যাটিজম এবং পুরাতন সিফিলিস রোগে আইওডাইড অব্ পটাসিয়মের সঙ্গে মিশাইয়া দেওয়া যায়।

অনন্তমূল সার্সা অপেক্ষা ভাল।

হোমট্রোপাইন (HOMATROPINE.)

ইহার ক্রিয়া এট্রপিনের ন্যায়। চক্ষুকনীনিকা প্রসারক। ১ আউন্স জলে ৪ গ্রেণ দ্রব দ্বারা চক্ষে ফোট দিলে চক্ষুকনীনিকা প্রসারিত হয়।

জান্তব ঔষধ।

এডেপ্স প্রিপ্যারেটস্ প্রিপেয়ার্ড লার্ড (ADEPS PREPARATUS PREPARED LARD.)

এডেপ্স বেন্‌জোয়েটাস—বেন্‌জোয়েটেড্ লার্ড (ADEPS BENZOATUS.)

প্রয়োগরূপ :—অঙ্গুয়েণ্টম্ সিম্প্লেক্স্।

লার্ডের কেবল মলম তৈয়ার করিবার জন্য ব্যবহার হয়। সিম্পেল

অইণ্টমেণ্ট হচ্ছে সাধারণ মলম। ইহার সহিত অন্যান্য ঔষধ মিশাইয়া নানা প্রকার মলম তৈয়ার হয়।

এডেপ্স্ লেনি (ADEPS LANÆ) এবং এডেপ্স লেনি হাইড্রোসস্ (ল্যানলাইন)।

ল্যানলাইনও মলমের জন্য ব্যবহার করা যায়। ইহার পচননিবারক গুণ আছে।

ওভাই এল্‌বিউমেন—(OVI ALBUMEN.)

এবং

ওভাই ভাটেলস্ (*OVI VITLLUS*) *হচ্ছে পুষ্টিকর পথ্য।*

ডিম্বের ন্যায় পুষ্টিকর ও সহজ পাচ্য খাদ্য আর নাই। কাঁচা ডিম্ব সহজে পরিপাক হয়। সিদ্ধ ডিম্ব গুরুপাক। ৫ মিনিট মাত্র গরম জলে সিদ্ধ করিলে লঘু পাক হয়।

ক্যান্থারিস—ক্যান্থারাইডিস (CANTHARIS—CANTHARIDIS.)

প্রয়োগরূপ :—(১) এছিটম ক্যান্থারাইডিস্। (২) এমপ্লাষ্ট্রম ক্যান্থারাইডিস। (৩) এমপ্লাষ্ট্রম ক্যালিফেসিয়েন্স। (৪) চার্টা এপিস প্যাষ্টিকস। (৫) অঙ্গুয়েণ্টম ক্যান্থারাইডিস। (৬) লাইকর এপিস প্যাটিকস। (৭) কলোডিয়ম ভেসিকান্স। (৮) টীংচুরা ক্যান্থারাইডিস।

চর্ম্মের উপর ক্যান্থারাইডিস লাগাইলে সে স্থান লাল হয় এবং জ্বালা করে। পরিশেষে ফোস্কা হয়। ঐ ফোস্কা গালিয়া দিলে জল বাহির হয়। খুব অধিকক্ষণ রাখিলে অবশেষে ক্ষত হয় বা সে স্থান পচিয়া যায়। ক্যান্থারাইডিস গায়ে লাগাইলেও কখন কখন শরীরের ভিতর প্রবেশ করে, তাহা হইলে রক্তপ্রস্রাব হয়।

ক্যান্থারাইডিস অধিক মাত্রায় সেবনে উগ্র বিষক্রিয়া করে।

ইহাতে গলনলী (ইসফেগস) ফ্যারিংস পাকস্থলার এবং অন্ত্রের প্রদাহ হয়। বমন এবং আমরক্ত ভেদ হয়, গলাধঃকরণে কষ্ট হয় এবং পেরিটো- নিয়ম ঝিল্লির প্রদাহ হইয়া পেরিটোনাইটিসের সমস্ত লক্ষণ উপস্থিত হয়।

ইহা রক্তে পরিপাক হইয়া কিড্‌নির প্রদাহ উপস্থিত করে, তাহাতে রক্ত প্রস্রাব হয় এবং প্রস্রাব করিতে অত্যন্ত যন্ত্রণা বোধ হয়। শিরঃপীড়া, অচেতনাবস্থা খেঁচুনি এবং অবশেষে মৃত্যু পর্য্যন্তও হইয়া থাকে।

বেশী মাত্রায় ক্যান্থারাইডিস সেবনে জরায়ু এবং জননেন্দ্রিয় উত্তেজিত হয় এবং রেতঃস্খলন হয়।

ক্যান্থারাইডিস সেবনের পর ইহার অধিকাংশ মূত্রের সঙ্গে নির্গত হইয়া যায়, কতক অংশ ঘর্ম্মের সঙ্গে বাহির হইয়া যায়।

অল্প মাত্রায় ক্যান্থারাইডিস উত্তেজক, মূত্রকারক, এবং কামোদ্দীপক।

ক্যান্থারাইডিসের ব্যবহার সাধারণতঃ বেলেস্তারা দেওয়ার জন্য। বেলে- স্তারা মানেই হচ্ছে ক্যান্থারাইডিস দ্বারা ফোস্কা তোলা। ক্যান্থরাইডিসের তুল্য প্রত্যুগ্রতা সাধক ঔষধ আর নাই।

চর্ম্মের উপর বেলেস্তারা দিলে ভিতরকার যন্ত্রেও বেলেস্তারা দেওয়ার কাজ হয়।

১। ডাক্তার ইনম্যান্ প্রমাণ করেন যে, বুকে অথবা পেটের উপরে বেলেস্তারা দিলে বক্ষের ভিতরস্থ প্লুরা ঝিল্লি এবং উদরের ভিতরস্থ পেরি- টোনিয়ম ঝিল্লির প্রদাহ হয়।

২। কোন স্থানে প্রদাহ হইলে তাহার নিকটস্থ যন্ত্রেরও প্রদাহ হয় যথা ;—দাঁতের মাড়িতে ক্ষত হইলে জিহ্বায় এবং গালেও ক্ষত হয়।

৩। ব্রাউন সেকার্ড বলেন, কিড্‌নির অব্যবহিত উপরে চর্ম্মের উত্তেজনা হইলে রিনাল ধমনী সঙ্কুচিত হয়। একটা বাহুড়ের ডানায় ঠাণ্ডা জল দিলে অপর দিকের ডানার ধমনীগুলি সঙ্কুচিত হয়।

৪। এক যায়গার উত্তেজনা স্নায়ু দ্বারা বাহিত হইয়া দূরস্থিত অঙ্গে গমন করে। পোকায় খাওয়া দাঁত থাকিলে ঐ দাঁতের উত্তেজনা যে স্নায়ুর শাখা প্রশাখায় বিস্তৃত হইয়া মুখের একধারের স্নায়ুশূল পীড়া উপস্থিত করে।

উপরোক্ত বিষয়গুলি বুঝিয়া দেখিলেই বেলেস্তারা অথবা প্রত্যুগ্রতা সাধক ঔষধের ফল বুঝিতে পারা যাইবে।

বেলেস্তারা দেওয়ার প্রথম ফল হচ্ছে সেই স্থানের এবং সমস্ত শরীরের উত্তেজনা। ইহার পরবর্ত্তী ফল হচ্ছে শরীরের অবসাদ। যদি বেলেস্তারা সামান্য ক্ষণ মাত্র রাখা যায়, তবে সেই স্থানের চর্ম্ম লাল হইয়া উঠে এবং সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত শরীরের উত্তেজনা হয়। আর যদি বেশীক্ষণ রাখা যায় এবং ফোস্কা উঠিতে দেওয়া যায়, তাহা হইলে শরীরের অবসাদ উৎপন্ন হয়। বেলেস্তারার ফোস্কা হইতে যে রস ক্ষরণ হয়, ঐ রস রক্তের সিরম ভিন্ন আর কিছুই নহে। উহাতে এল্‌বিউমেন থাকে। সুতরাং রোগীর রক্তমোক্ষণ করিলেও যে ফল হয়, বেলেস্তারা দিয়া ফোস্কা তুলিলেও সেই ফল হয়।

ডাক্তার গ্রেভ্‌স বলেন, তরুণ জ্বর, নিউমোনিয়া প্রভৃতি নানাবিধ পীড়ায় রোগী কোমাগ্রস্ত (অচেতন) হইয়া জড়ভাবাপন্ন হইলে বুকে, পেটে এবং পায়ের নালায় বেলেস্তারা দিলে রোগীর চেতনা হয়, এবং তাহার বাচিবার আশা হয়।

প্লুরিসি, নিউমোনিয়া, প্লুরোডাইনিয়া প্রভৃতি পীড়ায় বেলেস্তারা দিয়া উপকার পাওয়া যায়।

প্লুরিসি রোগে যত দিন জ্বর ও প্রদাহ থাকে, ততদিন বেলেস্তারা দেওয়া অকর্ত্তব্য। প্রদাহ ও জ্বর দূর হইলে যখন প্লুরা গহ্বরে জল থাকে, তখন পার্শ্বে বড় একখান বেলেস্তারা দিলে শীঘ্র শীঘ্র জল বসিয়া যায়।

নিউমোনিয়া এবং প্লুরিসিতে বেলেস্তারা দেওয়া উচিত বটে, কিন্তু ফোস্কা উঠান কর্ত্তব্য নহে। তাহাতে রোগী দুর্ব্বল হয়।

রিউম্যাটিজ্‌ম্ রোগে গাইটের উপর বেলেস্তারা দিলে উপকার হয়।

ফেসিয়াল পেরালিসিস্ রোগে কর্ণের পশ্চাতে বেলেস্তারা দিলে ফল পাওয়া যায়।

পুরাতন যক্ষ্মা রোগে বুকের উপর প্রত্যুগ্রতাসাধক পলস্তারা দিলে কাশি ও বক্ষস্থলে বেদনা কম পড়ে। কিন্তু এই সকল দুর্ব্বল রোগীকে বেলেস্তারা দিয়া ফোস্কা উঠান কর্ত্তব্য নহে। তাহাতে রোগী আরও দুর্ব্বল হয়। বেলেস্তারা অপেক্ষা আইওডাইন লিনিমেণ্ট ভাল।

স্নায়ুশূল রোগে বেলেস্তারা দেওয়ায় বেদনা দূর হয়। অর্দ্ধশিরঃশূল রোগে কপালের রগে বেলেস্তারা দেওয়া যায়। ফেসিয়াল নিউর‍্যাল্জিয়া রোগে কর্ণের পশ্চাতে বেলেস্তারা দেওয়া যায়। ইণ্টার কষ্টাল নিউর‍্যাল্-জিয়াতেও বেলেস্তারা উপকার করে।

বমনরোগে পেটের উপর মষ্টার্ড অথবা বেলেস্তারা দিলে বমন ভাল হয়।

আইরাইটিস্ রোগে কপালের রগে বেলেস্তারা অথবা আইওডাইন লিনি-মেণ্ট দিলে অতি সত্বর যন্ত্রণা দূর হয়।

সতর্কতা—

(১) বৃদ্ধ ও শিশুর শরীরে বেলেস্তারা দেওয়া নিষেধ।

(২) কিড্নির তরুণ প্রদাহ থাকিলে বেলেস্তারা দেওয়া উচিত নয়।

(৩) কোন প্রদাহান্বিত স্থানের উপর প্রদাহের তরুণ অবস্থায় বেলেস্তারা দেওয়া নিষেধ।

(৪) পক্ষাঘাতগ্রস্ত অঙ্গের উপর বেলেস্তারা দেওয়া উচিত নয়।

(৫) যে স্থানে পূর্ব্বে ক্ষত ছিল, তাহার উপর বেলেস্তারা দিবে না।

বেলেস্তারা ১০ হইতে ২০ ঘণ্টা পর্য্যন্ত দিয়া রাখিতে পারা যায়। ফোস্কা তুলিবার দরকার না হইলে ৬ বা ৮ ঘণ্টা রাখিতে হয়। সময় সময় তাহারও কম সময় রাখিলেই চলিতে পারে। ফোস্কা উঠিলে ফোস্কা গালিয়া দিয়া তাহার উপর তূলা দিয়া বাঁধিয়া দেওয়া উচিত।

কোক্কস্—কোচিনিয়াল (COCCUS—COCHINEAL.)

প্রয়োগরূপ ঃ—টীংচ্যুরা কোক্কাই।

ঔষধ রং করিবার জন্য কোচিনিয়ালের ব্যবহার হয়।

ছিরা এলবা (CERA ALBA.)

এবং

ছিরা ফ্লেভা (CERA FLAVA.)

সাদা এবং পীত মোম।

ইহাদের মলমের জন্য ব্যবহার হয়।

ছিটাছিয়ম—স্পার্মেছেটি
(CETACEUM—SPERMACETI.)

প্রয়োগরূপ ঃ—(১) অঙ্গুয়েণ্টম্ ছিটাছিয়াই।

কেবল মলম তৈয়ারির জন্য স্পার্মেছেটির ব্যবহার হয়। অঙ্গুয়েণ্টম ছিটাছিয়াইয়ের গুণ সিম্পেল অইণ্টমেণ্টের ন্যায়।

জিলাটিনম্—জিলাটিন (GELATINUM.)

ঔষধ প্রস্তুতে ব্যবহার হয়।

পেপ্সিন্ (PEPSIN.)

পেপ্সিনের গুণ পাকস্থলীর পাচক রসের সমান। পাচক রসে যে সকল দ্রব্য থাকে, তাহার মধ্যে পেপ্সিনই প্রধান। পেপ্সিন দ্বারা আণ্ডলালিক এবং যবক্ষার জান খাদ্য দ্রব্য পরিপাক হয়। গব্‌লার বলেন, পেপ্সিন পাকস্থলীর শ্লেষ্মা ঝিল্লিকে উত্তেজিত করে, তাহাতে উক্ত শ্লেষ্মা ঝিল্লি হইতে পাচক রস নিঃসরণ হয়।

পাচক রসের অভাব বশতঃ অজীর্ণ রোগে পেপ্সিন অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। এই সকল স্থলে পেপ্সিন এবং হাইড্রোক্লোরিক এছিড একত্রে মিশাইয়া দেওয়া উচিত। হাইড্রোক্লোরিক এছিড এবং পেপ্সিন একত্রে মিশাইলে প্রায় পাচক রসের সমান হয়।

অম্লাজীর্ণ রোগে পেপ্সিন দ্বারা উপকার না হইয়া অপকার হয়।

শিশুদিগের অজীর্ণজনিত উদরাময়ে পেপ্সিন উপকারক।

নিউট্রিয়েণ্ট এনিমা দেওয়ার সময় দুগ্ধ, মাংসের যূষ প্রভৃতির সহিত পেপ্সিন এবং হাইড্রোক্লোরিক এছিড মিশাইয়া দিলে উহা পরিপাকের উপযোগী হয়। গুহ্যদ্বার দিয়া পথ্য প্রয়োগের নাম নিউট্রিয়েণ্ট এনিমা। (১মভাগ ১৬ পৃষ্ঠা দেখ)।

ভাইনম্ পেপ্সিন কোন কাজের জিনিষ নয়। ঐরূপ প্রয়োগরূপে

পেপ্সিনের গুণ নষ্ট হইয়া যায়। অাদত পেপ্সিন ব্যবহার করাই উচিত। পেপ্সিনের মাত্রা ২—৫ গ্রেণ।

ফেল বোভাইনম্ পিউরিফিকেটম্—পিউরিফাইড অক্সবাইল (FEL BOVINUM PURIFICATUM—PURIFIED OXBILE.)

পরিষ্কৃত গো-পিত্ত।

পিত্তের অভাব প্রযুক্ত অজীর্ণ রোগ হইলে গো-পিত্ত ব্যবহার করিলে উপকার পাওয়া যায়। পিত্তের দ্বারা মল সরল হয় এবং খাদ্য দ্রব্যের তৈলময় অংশ পরিপাকের উপযোগী হয়। ইহার মাত্রা ৫—১০ গ্রেণ।

মস্কস্—মস্ক (MOSCHUS—MUSK.)

বাঙ্গালা—মৃগনাভি।

মৃগনাভির যেমন মূল্য বেশী তেমন গুণ নাই। মৃগনাভি আক্ষে নিবারক এবং উত্তেজক ঔষধ। জ্বর, নিউমোনিয়া প্রভৃতি পীড়ায় রো অতিশয় ক্ষীণ এবং মৃদু প্রলাপগ্রস্ত হইলে মৃগনাভি দ্বারা উপকার হই পারে। কিন্তু এই সকল ক্ষেত্রে সাল্‌ফিউরিক ঈথর, ব্রাণ্ডি প্রভৃ মৃগনাভি অপেক্ষা ফলপ্রদ। মৃগনাভির দ্বারা হিক্কার উপশম হয়। আব বেশী মাত্রায় প্রয়োগে হিক্কার বৃদ্ধি হয়। আজ কাল আর মৃগনাভির তাদৃ ব্যবহার নাই। মাত্রা ৫—১০ গ্রেণ।

মরুহুই ওলিয়ম—কড্‌লিবর অইল (MORRHUE OLEUM—CODLIVER OIL.)

কড্‌লিবর অইল একটী উৎকৃষ্ট ঔষধ। ইহা পরিবর্ত্তক, মেদ বৃদ্ধিকারক স্নায়বীয় বলকারক, পুষ্টিকর এবং যক্ষ্মা রোগে ক্ষয় নিবারক। ইহা কঃ নিঃসারক। এই জন্য সমস্ত কাশ রোগেই উপকার করে।

কড্‌লিবর অইল চর্ম্মের উপর মালিস করিলে শরীরস্থ হয়। যাহারা কড্‌লিবর অইল সেবন করিতে পারে না তাহাদের পেটের চর্ম্মের উপর কড্‌-লিবর অইল মালিস করিলে উহা সেবন করার ফল হয়।

কড্‌লিবর অইল সমস্ত স্নায়ুযন্ত্রের এবং স্নায়ুকেন্দ্রের পোষক। স্নায়ুতে যে তৈলময় পদার্থ আছে, কড্‌লিবর অইল স্নায়ুযন্ত্রের সেই অংশে পোষক হইয়া স্নায়বীয় বলকারক হয়।

ইহাতে হৃদয়ের মাংসপেশী সবল করে, শিরা ও ধমনীর পোষণ করে এবং রক্তের পুষ্টিকারিতা শক্তি বৃদ্ধি করে। ইহাতে রক্তের শ্বেতকণিকার সংখ্যা বৃদ্ধি হয়।

ব্রণ্টন বলেন, কড্‌লিবর অইল শ্বাসনলীর শ্লেষ্মা ঝিল্লির ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কোষ সকলের পুষ্টি বিধান করে, তাহাতে উক্ত শ্লেষ্মা ঝিল্লির বল বিধান হয়।

কডলিবর অইল উৎকৃষ্ট তাপোৎপাদক খাদ্য। তৈল, ঘৃত, চর্ব্বি, ঐ সকলই উৎকৃষ্ট তাপোৎপাদক খাদ্য। তন্মধ্যে কড্‌লিবর অইল সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। ঔদ্ভিজ্জ তৈল অপেক্ষা জৈবিক তৈল (যেমন মাছের তৈল, ইত্যাদি) আমাদিগের শরীরে সহজে পরিপাক হয়, কারণ আমরাও জীব। এই জন্য সরিসার তৈল অপেক্ষা আমরা বেশী ঘৃত পরিপাক করিতে সমর্থ হই। এই সমস্ত জৈবিক তৈলের মধ্যে মৎস্যের তৈল শ্রেষ্ঠ এবং সর্ব্ব প্রকার মৎস্য তৈলের মধ্যে কড্‌লিবর অইল শ্রেষ্ঠ। কডলিবর অইল সহজে পরিপাক হয় এবং দেহে চর্ব্বির বা মেদময় পদার্থের বৃদ্ধি করে। ঐরূপ মেদের বৃদ্ধি করিয়া ইহা ক্ষীণ শরীরকে স্থূল করে। মাংস, স্নায়ু প্রভৃতি শারীরিক পদার্থ সকল মেদ ভিন্ন পরিপোষিত হয় না। কডলিবর অইলই মেদের পূরণ করে। শরীরের যাবতীয় উপাদান ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কোষ দ্বারা নির্ম্মিত। এই সকল কোষের একটী প্রধান উপাদান হচ্ছে মেদ বা চর্ব্বি। অতএব কডলিবর অইল সেবনে শরীরের সমস্ত যন্ত্রের পোষণ ক্রিয়া নির্ব্বাহ হয়।

পুরাতন ধরণের ফুস্‌ফুস পীড়া সমূহে কডলিবর অইল সেবন মহোপকারী। পুরাতন ব্রঙ্কাইটিস রোগে ইহা বিশেষ হিতকর। পুরাতন ধরণের যক্ষা-রোগে কড্‌লিবর অইল অদ্বিতীয় মহৌষধ; পুরাতন যক্ষা রোগের প্রারম্ভ

হইতে নিয়ম পূর্ব্বক কড্‌লিবর অইল সেবন করিতে আরম্ভ করিলে আর রোগ প্রবল হইতে পারে না। যক্ষ্মা রোগে কড্‌লিবর অইল সেবনে দিন দিন শরীরের ভার বৃদ্ধি হয়।

রোগীকে ওজন করিয়া কিছু দিবস পর্য্যন্ত কড্‌লিবর অইল সেবন করাইয়া পুনর্ব্বার ওজন করিলেই ভার বৃদ্ধি বুঝিতে পারা যায়। ব্রঙ্কাইটিস সংযুক্ত এজ্‌মা (শ্বাসকাশ) রোগে কড্‌লিবর অইল উৎকৃষ্ট আরোগ্যকারক ঔষধ।

স্নায়ুশূল, স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য, উন্মাদ রোগ এবং স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য বশতঃ হস্তপদ কম্পন, সাহস হীনতা, স্নায়বীয় অবসাদ প্রভৃতি রোগে কড্‌লিবর অইল মহৌষধ। স্নায়বিক অবসন্নতা প্রযুক্ত শরীর ও মন স্ফূর্ত্তি বিহীন ও উৎসাহ শূন্য হইলে এই তৈল মহৌষধ। স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য বশতঃ বুক দপদপানি (প্যাল্‌পিটেশন) পীড়ায় ইহা খুব উপকারক। প্রসূতিদিগের স্তনে দুধ কম পড়িলে এবং স্তন্যদান বশতঃ দুর্ব্বল হইলে কড্‌লিবর অইল সেবনে প্রসূতি সবল হয় এবং স্তনদুগ্ধের বৃদ্ধি হয়।

অত্যন্ত ইন্দ্রিয় সেবা বশতঃ শরীর ও মন স্ফূর্ত্তি-বিহীন হইলে এবং সহবাসেচ্ছা হ্রাস হইলে কড্‌লিবর অইলে উপকার করে। যে কোন কারণে হউক শরীর দুর্ব্বল হইলে ইহা সেবনে দৌর্ব্বল্য দূর হয়।

তরুণ নিউমোনিয়া এবং ব্রঙ্কাইটিস রোগ আরাম হইবার পর কড্‌লিবর অইল সেবনে ফুস্‌ফুসের যে কিছু দোষ থাকে তাহা অপসারিত হয় এবং শরীর সবল হয়।

যক্ষ্মাকাশে এবং পুরাতন ব্রঙ্কাইটিস রোগে অনেক দিন ধরিয়া তৈল সেবন না করিলে উপকার বুঝিতে পারা যায় না। তৈল অন্ততঃ তিন মাস নিয়মপূর্ব্বক ব্যবহার না করিলে শরীর পুষ্ট হইতেছে কি না এবং রোগের উপশম হইতেছে কি না তাহা বুঝিতে পারা যায় না। যে অবস্থাতেই হউক তৈল ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। এই তৈল সম্বৎসর ধরিয়া ব্যবহার করা যাইতে পারে। ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিয়া ক্রমে মাত্রা বাড়াইয়া দেওয়া যাইতে পারে। বহুকাল ব্যবহারে ইহার গুণের কোন ব্যত্যয় হয় না। কারণ ইহা একরূপ পুষ্টিকর খাদ্য দ্রব্যের ন্যায়।

মাত্রা ইত্যাদি :—কডলিবার অইলের মাত্রা ১ ড্রাম্ হইতে ১ আং পর্য্যন্ত নির্দ্দিষ্ট আছে। আহারের পর সেবন করিলে সহজে পরিপাক হয়। একটু দুগ্ধের উপর তৈল ঢালিয়া সেবন করাই সুবিধা। ইহার গন্ধ বড় খারাপ। নাক ধরিয়া ধাঁ করিয়া খাইয়া ফেলিলে আর তেমন কষ্ট হয় না। তৈল খাওয়ার পর পান খাওয়া মন্দ নহে। একটা পান মুখে দিলে আর উহার বিকট আঁস্‌টে গন্ধ অনুভূত হয় না। শিশুরা কড্‌লিবার অইল সেবন করিতে তাদৃশ কষ্ট অনুভব করে না। কোন কোন ব্যক্তি কড্‌লিবর অইল সেবন করিতে অত্যন্ত কষ্ট বোধ করে। তাহাদিগকে কোন সুগন্ধ ঔষধের সঙ্গে মিশাইয়া দেওয়া যাইতে পারে। টীংচার ল্যাভেণ্ডার কম্পাউণ্ড এবং মিউছিলেজ গম একেশিয়া ও কড্‌লিবর অইল একত্রে মিশাইয়া দেওয়া যাইতে পারে। অনেকে কড্‌লিবর অইল সেবন করিয়া সহ্য করিতে পারে না, অবিলম্বে উদরাময় দ্বারা আক্রান্ত হয়। এই সকল লোককে প্রথমে খুব কম মাত্রায় দিয়া ক্রমে মাত্রা বাড়াইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। কড্‌লিবর অইলের সঙ্গে প্যানক্রিয়াটিক ইমলশন মিশাইয়া বেস করিয়া মিশ্রিত করিয়া সেবন করাইলে আর অজীর্ণ ও উদরাময় হয় না। গ্রীষ্মকালে অতি শীঘ্রই তৈল অসহ্য হইয়া উঠে। এজন্য, গ্রীষ্মকালে মাঝে মাঝে তৈল সেবন বন্ধ রাখা কর্ত্তব্য। কড্‌লিবর অইলের সঙ্গে নাইট্রিক ঈথর বা সাল্‌ফিউরিক ঈথর মিশাইয়া দিলে ইহা শীঘ্র পরিপাক হয়। ডাব্ উলিয়ম্ ফষ্টার বলেন, প্রতি মাত্রা কড্‌লিবর অইল ১০ মিনিম হইতে ১ ড্রাম মাত্রায় ঈথর পিউরস্ মিশাইয়া দিলে উহা শীঘ্র পরিপাক হয়। লেবুর রস, একটু লবণ এবং কড্‌লিবর অইল একত্রে মিশাইয়া সেবন করিলে ইহার বিকট আস্বাদ টের পাওয়া যায় না এবং শীঘ্রই পরিপাক হয়।

বেশী জ্বর থাকিলে বা উদরাময় থাকিলে তদবস্থায় কড্‌লিবর অইল সেবন নিষেধ। তবে পুরাতন যক্ষ্মা এবং পুরাতন ব্রঙ্কাইটিস রোগের সঙ্গে পুরাতন আকারের জ্বর থাকিলে সে অবস্থায় ইহা দেওয়া নিষেধ নহে।

যাহারা কড্‌লিবর অইল মোটেই সহ্য করিতে পারে না, তাহাদের উদর প্রদেশে বগলে বা উরতের ভিতর দিকে চর্ম্মের উপর তৈল মালিস করিয়া শরীরে বসাইয়া দেওয়া যাইতে পারে।

কড্‌লিবর অইল, প্যান্‌ক্রিয়েটিক ইমলশন এবং পেপ্‌সিন্‌ একত্রে মিশাইয়া গুহ্যদ্বারে এনিমা দিলেও তৈল শরীরস্থ হয়।

মেল—হনি (MELL—HONEY.)

বাঙ্গালা—মধু।

প্রয়োগরূপ ঃ—(১) মেল ডেপুরেটম্‌। (২) মেল বোরাছিস্‌। (৩) অক্‌সিমেল।

মধু স্নিগ্ধকারক। চক্ষে কুটা পড়িয়া চখ কর কর করিলে ১ ফোটা মধু চখের মধ্যে দিলে যন্ত্রণা নিবারণ হয়। ঠোঁট ফাটিয়া বা স্তন ফাটিয়া কষ্ট হইলে তাহার উপর মধু দিলে যন্ত্রণা নিবারণ হয়। কোন ক্ষত শুষ্ক হইয়া যন্ত্রণা হইলে তাহার উপর মধু দেওয়া উপকার করে। মুখের ক্ষতে মধু লাগাইয়া দিলে উপকার হয়। মধু এবং সোহাগা একত্রে মাড়িয়া মুখের ক্ষতে দেওয়া অতিশয় উপকারক। মধু মৃদুবিরেচক। শিশুদিগের দাস্ত খোলসা না হইলে একটু মধু সেবন করাইয়া দিলে দাস্ত খোলসা হয়। কোষ্ঠবদ্ধ হইয়া শিশুদিগের কাশি ও সর্দ্দি হইলে মধু সেবনে উপকার করে। মধুর সঙ্গে কুইনাইন মিশাইলে কুইনাইন সেবন করিতে তিক্ত লাগে না। শিশুদিগকে কুইনাইন খাওয়াইতে হইলে মধুর সঙ্গে মিশাইয়া দিলে আর শিশুরা খাইতে আপত্তি করে না।

ল্যাক্—মিল্ক্ (LAC—MILK.)

বাঙ্গালা—দুগ্ধ।

প্রয়োগরূপ ঃ—(১) স্যাকারম্‌ ল্যাক্‌টিস্‌। ব্রিটিশ্‌ ফার্‌মাকোপিয়ার মিক্‌চ্যুরা অ্যামনিয়াই কো প্রস্তুত জন্য দুগ্ধের ব্যবহার হয়।

দুগ্ধ বেস লঘু পাক এবং পুষ্টিকর খাদ্য। রোগের অবস্থায় পরিপাক শক্তি ক্ষীণ হইলে দুগ্ধ বেস সুপথ্য। কেহ কেহ দুগ্ধ সেবন করিয়া পরিপাক করিতে পারে না। দুগ্ধ পাকস্থলীতে অম্ল হইয়া জমাট বাঁধিয়া যায়। দুধের সঙ্গে কিঞ্চিৎ চূণের জল বা সোডা মিশাইলে দুধের অম্লত্ব গুণ নষ্ট হয়। উদরাময়ে দুগ্ধ কুপথ্য। ক্ষয় রোগ, যক্ষ্মা রোগ এবং শোথ রোগে দুগ্ধ বেস

সুপথ্য। অত্যন্ত দৌর্ব্বল্যাবস্থায় দুগ্ধ ও ব্রাণ্ডি একত্রে মিশাইলে খুব বলকারক পথ্য হয়।

স্যাকারাম ল্যাক্‌টিস বা দুগ্ধ শর্করা কোন কোন ঔষধ প্রস্তুতে ব্যবহার হয়।

পুল্‌টীস্ এবং ফোমেণ্টেশন।

মসিনা চূর্ণ, মসিনার খৈল, শ্বেতসার, ময়দা, গমের ভূষি, ছাতু ও যবের ভূষি প্রভৃতি জল মিশ্রিত ও অগ্নিতে উত্তপ্ত করিয়া কাপড়ে মাখাইয়া প্রয়োগ করার নাম পুলটীস এবং উষ্ণ জলে ফ্ল্যানেল ডুবাইয়া এবং নিঙড়াইয়া শরীরের স্থান বিশেষে প্রয়োগ করার নাম ফোমেণ্টেশন। মসিনা চূর্ণ এবং ষ্টার্চ বা শ্বেতসার দ্বারা সব চেয়ে ভাল পুলটীস তৈয়ার হয়। ইহাদের পুলটিস বেস নরম এবং ইহাদের উত্তাপ অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত স্থায়ী হয়। ভাল পুলটীস তৈয়ার করিতে হইলে মসিনা চূর্ণ বা ময়দা বেস করিয়া জলে গুলিয়া লেইয়ের ন্যায় হইলে উত্তপ্ত করিয়া খুব গরম থাকিতে থাকিতে ফ্লানেল নির্ম্মিত পোরোর ভিতর ঢালিয়া দুই হাত দিয়া চাপিয়া রুটীর মত করিয়া যথাস্থানে স্থাপন করিয়া বাঁধিয়া দিবে। সাধারণ কাপড়ের ন্যাকড়াতেও পুল্‌টীস হয়, কিন্তু শীঘ্রই জুড়াইয়া যায়। উষ্ণতা এবং আর্দ্রতা প্রয়োগ পুল্‌টীস্ এবং ফোমেণ্টেশনের উদ্দেশ্য। পুল্‌টীস্ পুনঃ পুনঃ দেওয়া কর্ত্তব্য। পুল্‌টীস্ জুড়াইয়া গেলে নূতন পুল্‌টীস দেওয়া বিধেয়। পুল্‌টীস তুলিয়া লইবার পর সে স্থানে বাহিরের বাতাস লাগিলে অনিষ্ট হয়, এইজন্য পুল্‌টীস তুলিয়া লইবা মাত্র নূতন পুল্‌টীস দেওয়া বিধেয়। বক্ষঃস্থলে বা পাঁজরে পুল্‌টীস দেওয়ার সময় এই নিয়মটীর প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা আবশ্যক। বক্ষস্থলে পুল্‌টীস লাগাইবার পর আর পুল্‌টীস দেওয়া আবশ্যক না হইলে পুল্‌টীস তুলিয়া লইবার পর সে স্থানে উত্তম শুষ্ক তোয়ালে দিয়া মুছিয়া ফেলিয়া ফ্লানেল বস্ত্র দিয়া সেই স্থান আবৃত রাখা কর্ত্তব্য।

যে কোন প্রদাহ পীড়ায় পুল্‌টীস এবং ফোমেণ্টেশন উপকারক। এব্‌শেষ, বয়েল নিউমোনিয়া, প্লুরিসি, পেরিটোনাইটিস্ প্রভৃতি রোগে পুল্‌টীস দেওয়া যায়। কোন স্থানে ফোড়া বা এব্‌শেষ উঠিবার উপক্রম হইলে সেই স্থানে পুনঃ পুনঃ পুল্‌টীস দিলে সেখানে আর ফোড়া বা এব্‌শেষ জন্মাইতে পায় না

না। আর ঐ ফোড়া বা এব্‌শেষ পাকিবার উপক্রম হইলে পুল্‌টীস-প্রয়োগে শীঘ্রই পাকিয়া যায়। অতএব, পুল্‌টীসে ফোড়া প্রভৃতি বসিয়াও যায়, পাকিয়াও যায়। যে কোন প্রদাহ রোগে পুলটীস স্নিগ্ধকারক গুণবিশিষ্ট হইয়া উপকার করে। পেরিটোনাইটিস রোগে সমস্ত উদর প্রদেশ ব্যাপিয়া থাকে এরূপ বড় আকারের পুলটীস দিবে। পেরিটোনাইটিস হইলে পেটের উপর অত্যন্ত বেদনা হয়, এই জন্য পুলটীস বেশী পুরু না করিয়া পাতলা করিয়া তৈয়ার করা প্রয়োজন। পুলটীসের উপর পাতলা তুলা বিছাইয়া বাঁধিয়া দিলে অনেক ক্ষণ পর্য্যন্ত উহার উত্তাপ থাকিয়া যায়। সায়েটিকা, লম্বেগো, প্লুরোডাইনিয়া, রিউম্যাটিজম প্রভৃতি রোগেও পুলটীস উপকারক।

নিউমোনিয়া এবং প্লুরিসি রোগে জ্যাকেট্‌ পুলটীস দেওয়া যায়। জ্যাকেট্‌ পুলটিস আর কিছুই নয়, বুক ও পাঁজর বেড়িয়া পুলটীস দিয়া বুকের সম্মুখে টেপ্‌ দিয়া পুলটীসের দুই মুড়া বাঁধিয়া দিতে হয়। তাহাতে পুলটীস আর খসিয়া পড়ে না।

একজিমা প্রভৃতি চর্ম্ম রোগে চর্ম্ম প্রদাহযুক্ত এবং শুষ্ক হইলে পুলটীস প্রয়োগে চর্ম্ম নরম হয় এবং প্রদাহের দমন হয়। ছেলেদের মাথার চুলের ভিতর একজিমা হইয়া শক্ত শক্ত মামড়ি পড়িলে মাথার উপর পুলটীস দিলে ঐ সকল মামড়ি নরম হইয়া উঠিয়া যায়।

যে যে অবস্থায় পুলটীস দেওয়া যায়, সেই সেই অবস্থায় ফোমেণ্টেশন করা যায়। গরম জলে ফ্লানেল সিক্ত করিয়া নিঙ্‌ড়াইয়া সেক দেওয়ার নাম ফোমেণ্টেশন। ঐ উষ্ণ জল সিক্ত ফ্লানেলের উপর ২০।৩০ ফোটা টরপেণ্টাইন ছড়াইয়া গরম গরম সেক দিলে তাহার নাম টর্‌পেণ্টাইন ষ্টুপ্‌ (Turpentine Stupe) এইরূপ ভাবে ফ্লানেল ও টার্পিনের সেক প্রত্যুগ্রতা সাধক ঔষধের কাজ করে। সুতরাং অত্যন্ত অধিকক্ষণ পর্য্যন্ত ঐরূপ সেক দিলে পরিশেষে সে স্থানে ফোস্কা পর্য্যন্ত উঠিতে পারে। নিউমোনিয়া পীড়ায় পাঁজরে এইরূপ টর্‌পেনটাইন ষ্টুপ প্রয়োগে মহোপকার সাধিত হয়।

বইল, কার্ব্বঙ্কেল, একনি ইন্‌ডিউরেটা প্রভৃতিতে পুলটীস উপকারী।

পচা ক্ষত এবং গ্যাংগ্রিণ হইলে চারকোল পুলটীস (কয়লার পুলটীস) উপকারী। ইহাতে দুর্গন্ধ দূর হয়। ফার্‌মাকোপিয়ায় ক্যাটাপ্লাস্‌মা কার্ব্ব-

নিস হইওয়া যাইতে পারে। ক্ষতে অত্যন্ত দুর্গন্ধ হইলে ক্ষতের উপর কয়লার গুঁড়া ছড়াইয়া দিয়া তাহার উপর থইল বা মসিনার সাধারণ পুলটীস দিয়া বাঁধিয়া দেওয়া যায়। আদত কয়লায় যেমন দুর্গন্ধ বাষ্প শোষণ করে ভিজা কয়লায় তেমন করে না।

কোন অঙ্গে আক্ষেপ এবং বেদনা হইলে একখান টাইল উত্তপ্ত করিয়া ফ্লানেল মুড়াইয়া সেই স্থানে ধরিলে বেদনা ও আক্ষেপ দুইই দূর হয়।

গ্যাষ্ট্রাইটিস এবং বমন রোগে পেটের উপর পুলটীস দিলে উপকার হয়।

এনিমা।

গুহ্যদ্বারে ঔষধ পিচকারী করিয়া দেওয়ার নাম এনিমা। এই পুস্তকের প্রথমে এনিমার কথা কতক বলিয়াছি। এনিমা নানা প্রকার উদ্দেশ্যে দেওয়া গিয়া থাকে। ১ম, দাস্ত করাইবার জন্য; ২য়, উদরাময় নিবারণ জন্য; ৩য়, পেলভিস বা তলপেটের মধ্যস্থ যন্ত্র সকলের বেদনা নিবারণ জন্য; ৪র্থ, ক্রিমি বিনাশ জন্য; ৫ম, শরীরে ঔষধ প্রবেশ করাইবার জন্য; ৬ষ্ঠ, শরীরে আহার্য্য প্রবেশ করাইবার জন্য।

১ম, দাস্ত করাইবার জন্য। সাধারণ উষ্ণ জল, সাবান মিশ্রিত উষ্ণ জল, এবং ক্যাষ্টর অইল ও সাবান মিশ্রিত ব্যবহার করা যাইতে পারে। ক্যাষ্টর অইল মিশাইতে হইলে কিছু সাবান গুলিয়া দেওয়া দরকার, নচেৎ তৈল ও জল মিশ্রিত হয় না। উষ্ণ জল অথবা খুব শীতল জলও ব্যবহার করা যাইতে পারে। যে জল এনিমা দেওয়া যাইবে তাহার উত্তাপ শরীরের উত্তাপ হইতে ভিন্ন প্রকার হওয়া উচিত। দাস্ত করান জন্য এনিমা দিতে হইলে এনিমার পরিমাণ খুব বেশী হওয়া দরকার, নচেৎ দাস্ত হয় না। ১।২।৩ পাইণ্ট পর্য্যন্ত পরিমাণ হওয়া উচিত। এনিমার জল তৈয়ার করিয়া রোগীকে চিত্ করিয়া বা বাম পার্শ্বে শোয়াইয়া এনিমা দেওয়া পিচকারী দ্বারা ধীরে ধীরে গুহ্যদ্বার দিয়া মলনাড়ীর (রেক্টম) ভিতর উক্ত জল পম্প করিয়া দিতে হইবে। এইরূপে কয়েক মিনিট পিচকারী করিয়া দিবার পর রোগীর বাহ্যের বেগ আসিবে। তার পর পিচকারী খুলিয়া লওয়ার পরই অঙ্গুলি ও হস্ত দ্বারা গুহ্যদ্বার ৫—১০ মিনিট পর্য্যন্ত চাপিয়া ধরিয়া রাখিয়া ছাড়িয়া

দিলেই ঐ জল এবং তৎসঙ্গে সঙ্গে মল সজোরে নির্গত হইবে। ছেলেদের দাস্ত করাইতে হইলে ৪—৬ আং এনিমাই যথেষ্ট। সদ্যোজাত শিশুর পক্ষে ১ আউন্স্ বা ২ আউন্সই যথেষ্ট।

যেখানে শীঘ্রই মল নির্গত করাইবার দরকার হয়, এবং যেখানে রোগী ঔষধ সেবন করিতে অপারগ হয়, সেই সকল স্থানে এনিমা দ্বারা দাস্ত করাইবার দরকার হয়।

কখন কখন কঠিন কঠিন মলের গোটা মল নাড়ীতে আটকাইয়া থাকে। কখন কখন এই সকল কঠিন মল ঠেলিয়া এনিমায় জল প্রবেশ করিতে পারে না। এই সকল স্থলে অঙ্গুলি প্রবিষ্ট করাইয়া মলের গোটা ভাঙ্গিয়া দেওয়া উচিত।

অনেকে এনিমা দ্বারা দাস্ত করাইতে ভয় করেন। এত জল উদরের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া যদি নির্গত না হয়, এই ভাবিয়া আকুল হন। পরন্তু এনিমা দ্বারা দাস্ত করানতে কোনই আশঙ্কা নাই। তবে নিতান্ত অবসাদ-গ্রস্ত, এখন তখন অবসাদগ্রস্ত রোগীকে যেমন বিরেচক ঔষধ দিয়া দাস্ত করানও নিষিদ্ধ, সেইরূপ এনিমা দ্বারা দাস্ত করানও নিষিদ্ধ।

অন্ত্রে প্রদাহ এবং ক্ষতাদি থাকিলে উষ্ণ জলের এনিমা দিলে রোগী বেস আরাম বোধ করে। পুরাতন আমাশয় রোগে উষ্ণ জলের পিচকারী দিয়া সময় সময় অন্ত্র ধৌত করিয়া দিলে কোঁতপাড়া, শুলানি প্রভৃতি নিবারণ হয়।

ব্লাডারের প্রদাহে, প্রষ্টেটগ্রন্থির প্রদাহ ইত্যাদি পেল্‌ভিসের নিকটস্থ যন্ত্রের প্রদাহে উষ্ণ জলের পিচকারী স্নিগ্ধকারক এবং যন্ত্রণা নিবারক। ইহা স্মরণ রাখা কর্তব্য যে, ক্রমাগত উষ্ণ জলের এনিমা দিলে গুহ্যদ্বারের অসাড়তা উপস্থিত হয়।

২য়, উদরাময় নিবারণ জন্য। উষ্ণ জলে ষ্টার্চ বা শ্বেতসার গুলিয়া মণ্ড প্রস্তুত করিয়া এনিমা দিলে ভয়ানক রকমের উদরাময় নিবারণ হয়। এই এনিমা খুব অল্প মাত্রায় অর্থাৎ এক বা দুই আউন্স মাত্র পরিমাণে দেওয়া উচিত। এনিমা যাহাতে শীঘ্র বাহির হইয়া না আইসে, এমতে গুহ্যদ্বার অঙ্গুলি দিয়া টিপিয়া ধরিয়া রাখিতে হইবে। এই ষ্টার্চ এনিমার সঙ্গে অবস্থা বিশেষে কয়েক ফোটা টিং ওপিয়ম মিশাইয়া দিলে অধিকতর উপকার হয়।

কিছু এছিটেট্ অব লেড্ অথবা সাল্‌ফেট্ অব্ কপার মিশাইয়াও দেওয়া যায়। ছেলেদের গ্রীষ্মকালীন ভয়ঙ্কর উদরাময়, যাহা কলেরা বলিয়া প্রতীয়মান হয়, সেই উদরাময় প্রাণনাশক হইয়া উঠিলে উক্ত ষ্টার্চ এনিমা ২।৩ ড্রাম্ বা ½ আং মাত্রায় ২।৪ গ্রেণ এছিটেট্ অব্ লেড্ মিশাইয়া ৪।৬ ঘণ্টান্তর পিচকারী করিয়া দিলে অবধারিত উপকার হয়। ষ্টার্চ অভাবে ভাতের মাড় বা খইয়ের মাড় পিচকারী করিতে পারা যায়।

৩য়, পেলভিস্, অন্ত্র প্রভৃতির যন্ত্রণা নিবারণ জন্য উষ্ণ জল অথবা টীং ওপিয়ম মিশ্রিত উষ্ণ জল পিচকারী করিয়া দিলে যন্ত্রণা নিবারণ হয়।

৪র্থ, কৃমি বিনাশ জন্য। গুহ্যদ্বারের নিকট ছোট ছোট কৃমি থাকিলে চূণের জল, ইন্‌ফিউশন্ কুয়াশিয়া অথবা লবণ মিশ্রিত জল পিচকারী করিয়া দিলে উহারা বিনষ্ট হয়।

মাত্রা—শিশুদিগের পক্ষে ১—২ আউন্স, যুবকের পক্ষে ৮—১০ আউন্স্।

৫ম, এবং ৬ষ্ঠ শ্রেণীর এনিমার কথা এই পুস্তকের ১ম ভাগের গোড়াতেই ভাল করিয়া বলা গিয়াছে।

ড্রাই কপিং।

কপিং জন্য ছোট ছোট পোর্সলেনের বাটি আছে। ঐ বাটির ভিতর স্পীরিট্ লেপিয়া জ্বলন্ত প্রদীপে ধরিলে উহার ভিতরের স্পীরিট জ্বলিয়া উঠে। ঐরূপ অবস্থায় অর্থাৎ না নিবাইতে, ঐ বাটি শরীরের উপর বসাইয়া দিলে আঁটিয়া বসিয়া যায়, টানিয়া তোলা যায় না। কিছুকাল পরে আপনিই খসিয়া পড়ে। এইরূপ করার নাম ড্রাই কপিং। আভ্যন্তরিক যন্ত্রের যেমন কিড্‌নির, যকৃতের রক্তাধিক্য হইলে এইরূপ কপিং করা উপকারক। কিড্‌নির রক্তাধিক্য হইলে দুই পাঁজরে কিড্‌নির যায়গায় ড্রাই কপিং করা উপকারক। ইহাতে রক্তাধিক্য দূর হয়।

পথ্য প্রস্তুত করণ।

পক্ষী মাংসের ব্রথ। একটা মুরগী বা পায়রার মাংস খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া আধ ঘণ্টা পর্য্যন্ত শীতল জলে ভিজাইয়া রাখিবে। পরে উহার

অর্দ্ধ বা এক সের জল দিয়া আস্তে আস্তে জ্বাল দিবে। বেস হইয়া মাংস গলিয়া গেলে একখান মোটা গ্রাকড়ায় ছাঁকিয়া এবং চিপিয়া ঝোলটুকু মাত্র লইবে। ঐ ঝোল শাদা দুধের ন্যায় দেখাইবে। ইহা খুব লঘুপাক এবং পুষ্টিকর পথ্য। উদরাময় রোগে, দৌর্ব্বল্যাবস্থায় বিশেষ উপকারী। অবস্থা বিশেষে ঐ দ্রবের সঙ্গে ব্র্যাণ্ডি বা পোর্ট ওয়াইন মিশাইয়া দেওয়া যায়। যূষ তৈয়ার করিয়া উহাতে একটু ধনিয়ার জল মিশাইয়া এবং থান দুই তেজপাত ও একটু লবণ দিয়া সম্বরা দিয়া লইলে আব আমিষ গন্ধ থাকে না এবং খাইতে সুস্বাদ হয়।

জগস্যুপ।—মাংস ছোট ছোট করিয়া কুটিয়া উহাতে গোটাকতক এলাচের দানা এবং ধনিয়া ও একটু লবণ মিশাইয়া একটা চিনা মাটির বড় কৌটায় পুরিয়া উক্ত কৌটা খসিয়া না যায় এরূপে টেপ বা সূতা দিয়া বাঁধিবে। পরে একটু ময়দা দিয়া উহার জোড়ের মুখ বন্ধ করিবে, তারপর একটা বড় হাঁড়িতে অর্দ্ধ হাঁড়ী জল পুরিয়া তাহার ভিতর উক্ত কৌটা স্থাপন করিবে এবং ঐ হাঁড়ি চুল্লাতে চড়াইয়া ক্রমাগত জ্বাল দিতে থাকিবে। ঐ হাঁড়ির জল ফুটিবে এবং জলের মধ্যস্থ মাংসও সিদ্ধ হইবে। এইরূপে প্রায় ৩ ঘণ্টা ফুটাইতে হইবে। পরে নামাইয়া ঐ যগের ভিতরের সিদ্ধ মাংস বাহির করিয়া মোটা গ্রাকড়ায় পুরিয়া চিপিয়া রস বাহির করিয়া লইবে। এই মাংসের রস বা সার অতিশয় পুষ্টিকর এবং লঘুপাক দ্রব্য। অল্প জিনিষে অধিক পুষ্টিকর দ্রব্য অবস্থিতি করে। রোগের অবস্থায় এইরূপে খাদ্য দ্রব্যই উপযোগী। যগস্যুপ এইরূপ ধরণেব খাদ্য মধ্যে একটি অতি উৎকৃষ্ট জিনিস। পরিপাক শক্তি ক্ষীণ হইলে, জীবনী শক্তি অবসাদগ্রস্ত হইলে ইহার তুল্য উপকারক পদার্থ খুবই কম আছে।

দুগ্ধ, ডিম্ব এবং ব্রাণ্ডি।—আধ পোয়াটেক দুধ অল্প করিয়া জ্বাল দিয়া নামাইয়া রাখ, যেন বলক না উঠে। পরে একটা গ্লাসে একটা ডিম্বের যেলু লইয়া উহার সহিত একটু চিনি বা মিছরি দিয়া মিশ্রিত কর। পরে উহার সহিত ২ ড্রাম ব্রাণ্ডি মিশ্রিত কর এবং শেষে দুগ্ধ মিশ্রিত কর। দুধ জুড়াইয়া শীতল হইলে মিশাইবে।

এরারুট পান।—দুই চামচ এরারুট লইয়া দেড় আউন্স শীতল জলে

মিশাও এবং উহার সহিত অর্দ্ধ পাইণ্ট ফুটন্ত গরম জল মিশাও। তার পর জল ও এরারুট উত্তমরূপে মিশ্রিত হইলে আরও অর্দ্ধ পাইণ্ট শীতল জল ক্রমে ঢালিয়া দেও এবং নাড়িতে থাক। উহার সহিত ২ আউন্স ব্রাণ্ডি যোগ কর, কিছু মিছরি বা পরিষ্কৃত চিনি মিশাইয়া দেও এবং রোগীকে ক্রমে ক্রমে সেবন করাও। উদরাময়ে রোগী দুর্ব্বল হইলে উত্তম পথ্য।

দুগ্ধ ভাল রাখা।—১ কুয়ার্ট পরিমাণ দুধে ১৫ গ্রেণ বাইকার্ব্বনেট্ অব্ সোডা মিশাইয়া রাখিলে আর দুধ নষ্ট হইয়া যায় না।

লেমনেড।—দুইটী কাগ্‌জি বা পাতি লেবুর রস লও এবং উহার সহিত ১ পাইণ্ট পরিষ্কার জল মিশাও। খানিক চিনি মিশাইয়া মিষ্ট কর। ইহার অর্দ্ধেক গেলাসে ঢালিয়া তাহার সহিত ১ চা-চামচ কার্ব্বনেট্ অব্ সোডা মিশাও এবং ফুটিয়া উঠিলে পান কর। উত্তম সুশীতল পানীয়। পিপাসা এবং বমন নিবারক, পাকস্থলীর স্নিগ্ধকারক।

লেমনেড (প্রকারান্তর)।—৪টী লেবুর রস, ২টী লেবুর খোসা, ½ পাইণ্ট সেরি, ৪টী ডিম্ব, ৬ আং চিনি, ২½ পাইণ্ট ফুটন্ত গরম জল।

লেবুর খোসা পাতলা পাতলা করিয়া কাট। চিনির সহিত মিশাইয়া একটা পাত্রে রাখ এবং উহার উপর গরম জল ঢালিয়া দেও। শীতল হইলে ছাঁকিয়া লও এবং সেরি মদ্য, লেবুর রস এবং ডিম্বের ঘেলু মিশ্রিত করিয়া উহার সহিত যোগ কর। পুষ্টিকর এবং স্নিগ্ধ পানীয়। বমন রোগে সুপথ্য।

দুধভাত।—উৎকৃষ্ট সূক্ষ্ম চাউল ৩ টেবেল স্‌পুনফুল, দুগ্ধ ১ কুয়ার্ট। চাউল গুলি জল দিয়া ধৌত করিয়া দুধের সঙ্গে মিশাও এবং অল্প অল্প জ্বাল দেও। সিদ্ধ হইলে একটু চিনি মিশাইয়া দেও। ইহাকে আমরা পরমান্ন বলি। পরমান্ন বেস পুষ্টিকর খাদ্য। শিশুরা বেস আনন্দ পূর্ব্বক খাইয়া থাকে।

দুগ্ধ এবং দারুচিনি।—১ পাইণ্ট দুধ একটু দারুচিনি দিয়া জ্বাল দেও। ফুটিয়া উঠিলে একটু চিনি মিশাইয়া নামাও। শীতল হইলে পান করিতে দেও।

ডিম্ব এবং ব্রাণ্ডি।—৪ আউন্স পরিষ্কার জলে ৩টা ডিম্বের হরিদ্রাবর্ণ শাঁস মিশ্রিত কর। তার পর খানিক চিনি এবং ৪ আউন্স ব্রাণ্ডি এবং একটু দারুচিনির গুঁড়া মিশাইয়া দেও। ইহা একেবারে সমস্ত না দিয়া অল্প অল্প করিয়া খাইতে দেও। উত্তম লঘুপাক এবং পুষ্টিকর খাদ্য।

যব মণ্ড এবং খইমণ্ড।—কেমন করিয়া তৈয়ার করিতে হয়, সকলেই জানেন। ইহাও বেস লঘুপাক পথ্য।

ভাতের আমানি বা কাঁজি জ্বরকালীন শীতল পানীয়।

মুগের ডাইল বা মশুরির ডাইলের কাথ খুব পুষ্টিকর এবং লঘু পাক।

ব্রিটিশ্ ফার্মাকোপিয়ার অতিরিক্ত ঔষধ।

ব্রিটিশ্ ফার্মাকোপিয়ায় গৃহীত হয় নাই এমন অনেক ঔষধ আজি কালি ব্যবহৃত হইতেছে। প্রায় প্রতি বৎসরই নূতন নূতন ঔষধ আবিষ্কৃত হইতেছে। এই সকল ঔষধের মধ্যে বাছিয়া বাছিয়া কতকগুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদত্ত হইল।

আইওডাইজ্ড্ ফিনোল (IODIZED PHENOL.)

১ আং আইওডাইন এবং ৪ আং কার্ব্বলিক এছিড লইয়া মৃদু সন্তাপে মর্দ্দন করিলে এই দ্রব্য তৈয়ার হয়।

কষ্টিক এবং দাহক। জরায়ুর সার্ভিক্সে পুরাতন আকারের ক্ষতে এবং দানাময় ক্ষতে লাগাইলে উপকার হয়। দদ্রু রোগ বিনাশ করে।

ইন্‌গ্লুভিন্ (INGLUVIN.)

মুরগীর পাকস্থলী হইতে প্রাপ্ত পেপ্‌সিন। গর্ভাবস্থায় বমন রোগের একটা বেস ভাল ঔষধ। ১০—২০ গ্রেণ মাত্রায় প্রতি ৪ ঘণ্টান্তর দেওয় যায়।

এরিষ্টল (ARISTOL.)

অপর নাম ডাইথাইমল ডাইআইওডাইড (DITHYMOL DIIODIDE)।

আইওডাইন যুক্ত আইওডাইড অব্ পটাসিয়ম দ্রবের উপর থাইমলের ক্রিয়া দ্বারা উৎপন্ন হয়। কটাবর্ণ গুঁড়ার আকার; জলে দ্রব হয় না। তৈলে দ্রব হয়। আইওডোফরমের পরিবর্ত্তে ব্যবহার করা যায়। পুরাতন সিফিলিসের ক্ষতে, স্ক্রফিউলার ক্ষতে এবং ক্যান্‌ছারের ক্ষতে ছড়াইয়া দিলে অথবা মলমের সঙ্গে মিশাইয়া প্রয়োগ করিলে উত্তম ফল

পাওয়া যায়। (১ আং সিম্পল অয়েণ্টমেণ্ট এবং ২০ গ্রেণ এরিষ্টল) চখের মণির ক্ষতে ইহার মলম (১ আউন্সে ১০ গ্রেণ) প্রয়োগে খুব উপকার হয়। জরায়ু এবং ভ্যাজাইনার ক্ষতে দেওয়া উপকারক। অন্যান্য নানা ক্ষতে ছড়াইয়া দেওয়া যায়)। একজিমা, ওজিনা, সোরায়াসিস্ আরাম হয়।

এলেম ব্রথ সল্ট (ALEM BROTH SALT.)

অপর নাম—এমনিও মার্কিউরিক ক্লোরাইড
(AMMONIO MERCURIC CHLORIDE)।

করোসিভ সব্লিমেট এবং ক্লোরাইড অব্ এমনিয়ম এই দুই দ্রব্য দ্রব করিয়া মিশ্রিত করিলে পাওয়া যায়। দানাদার পদার্থ, জলে দ্রব হয়। ইহা পচন নিবারক। ইহার দ্বারা গজ প্রস্তুত করিয়া পচন নিবারক ড্রেসিং প্রস্তুত হয়, তাহার নাম স্যাল এলেম ব্রথ ড্রেসিং। গরমির পীড়ায় ইহার দ্রব হাইপডার্ম্মিক ইন্‌জেকশন রূপে ব্যবহার করা যায়। করোসিভ সব্লিমেট ৩২ গ্রেণ, ক্লোরাইড অব্ এমনিয়ম ১৬ গ্রেণ, পরিস্রুত জল ২ আং। মাত্রা ১০ মিনিম, হাইপডার্ম্মিক ইন্‌জেকশন্।

এছিড ক্যাথার্টিকম্
(ACID CATHARTICUM.)

ক্যাথার্টিক এসিড। সেনা (সোনামুখী) হইতে পাওয়া যায়। মৃদু বিরেচক। মাত্রা ৬ গ্রেণ। ইহাতে সেনার ন্যায় পেট কামড়ায় না।

কন্‌ভ্যালেরিয়া ম্যাজালিস্
(CONVALLARIA MAJALLS.)

এক রকম গাছড়া ঔষধ। রুসিয়া এবং ইউরোপের অন্যান্য স্থানে পাওয়া যায়। ইহার ক্রিয়া ডিজিট্যালিসের অনুরূপ, অথচ ডিজিট্যালিসের ন্যায় ইহার কোন দোষ নাই। মূত্রকারক এবং হৃদ্‌রোগে হৃদয়ের বলকারক। একষ্ট্রাক্টের মাত্রা ৫ গ্রেণ। হৃদয়ের নানাবিধ পীড়ায় ডিজিট্যালিসের পরিবর্ত্তে ব্যবহার করা যায়।

কালমেঘ
(ANDROGRAPHIS PANICULATA.)

গাছড়া ঔষধ। ভারতবর্ষে সর্ব্বত্র ইহার গাছ পাওয়া যায়। ভগ্ন ইষ্টক প্রাচীরে খুব পাওয়া যায়। গুণ :—জ্বরনাশক, বলকারক।

প্রয়োগরূপ :—একষ্ট্রাক্টম্ এণ্ড্রাফিস লিকুইডম এবং টীংচ্যুরা এণ্ড্রাফিস।

মাত্রা—একষ্ট্রাক্ট্ ½—১ ড্রাম্, টীংচার ½—১ ড্রাম।

ক্যাম্ফরা মনোব্রোমেটা
(CAMPHORA MONOBROMATA.)

নামান্তর—ব্রোমাইড্ অব্ ক্যাম্ফর (Bromide of Camphor)।

ক্যাম্ফর্ এবং ব্রোমাইন দ্বারা প্রস্তুত। দানার আকারে পাওয়া যায়। অধিক মাত্রায় বিষাক্ত। রোগী অবসাদগ্রস্ত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়। ঔষধের মাত্রায় আক্ষেপ নিবারক। হিষ্টিরিয়া, এপিলেপ্সি, কোরিয়া এবং এজ্মা রোগে ব্যবহার হয়। তেমন ভাল ঔষধ নহে।

মাত্রা—৫—১০ গ্রেণ।

কিরাটাইন (KERATINE.)

এক রকম জান্তব পদার্থ। শৃঙ্গ হইতে পাওয়া যায়। শিরিসের ন্যায় আঠাবৎ পদার্থ। ঔষধের বটিকায় মাখান যায়। যদি এই মতলবে ঔষধ সেবন করান যায় যে, ঔষধ পাকপাকস্থলীতে দ্রব না হইয়া বরাবর অন্ত্রে গিয়া দ্রব হইবে এবং তাহার কাজ করিবে, তবে পিলের উপর কিরাটিন মাখাইলে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়। কারণ কিরাটিন দ্বারা আবৃত বটিকা পাকস্থলীর পাচকরসে দ্রব হয় না। অন্ত্রের রসে দ্রব হয়।

কুইনাইনি হাইড্রোব্রোমাস্
(QUININÆ HYDROBROMAS.)

কুইনাইনের পরিবর্ত্তে সেবন্ করা যায়। কুইনাইন সেবনে যেমন কাণের মধ্যে ঝাঁ ঝাঁ করে এবং শিরঃপীড়া হয়, ইহাতে সেরূপ হয় না। ১ ড্রাম জলে

৪ গ্রেণ্‌ দ্রব করিয়া হাইপডার্ম্মিক ইন্‌জেক্‌শন দেওয়া যায়। ৪ ঘণ্টান্তর পুনর্ব্বার দেওয়া যায়। কুইনাইন সেবনে অসমর্থ হইলে ইহার অধঃত্বাচ্‌ প্রয়োগে কুইনাইন সেবন করানর ফল হয়। এইরূপ অধঃত্বাচ প্রয়োগে চর্ম্মের প্রদাহ প্রভৃতি কোন খারাপ উপসর্গ উপস্থিত হয় না।

কুইনাইনি স্যালিছিলাস্‌
(QUININÆ SALICYLAS.)

তরুণ রিউম্যাটিজম্‌ রোগে উৎকৃষ্ট ঔষধ। কুইনাইন এবং স্যালিছিলিক এছিড্‌ এই দুই ঔষধের ধর্ম্মবিশিষ্ট। মাত্রা, ৩—৪ গ্রেণ বটিকাকারে।

কুইনাইনি সাল্‌ফো-কার্ব্বলাস্‌
(QUININÆ SULPHO-CARBOLAS.)

মাত্রা—২—৮ গ্রেণ। পচননিবারক এবং ম্যালেরিয়া বীজ বিনাশক।

কুইনাইনি ট্যানাস্‌
(QUININÆ TANNAS.)

ট্যানিক এছিড্‌ এবং কুইনাইন। মাত্রা, ২—১০ গ্রেণ। ইহা সেবনে কুইনাইনের তিক্ত আস্বাদ লাগে না। এই জন্য ছেলেদিগকে দেওয়া সুবিধা।

কুইনাইনি ভ্যালিরিয়ানাস্‌
(QUININÆ VALERIANUS.)

ভ্যালিরিয়ান এবং কুইনাইন। মাত্রা ২—৩ গ্রেণ। আক্ষেপ নিবারক হিষ্টিরিয়া রোগীর জ্বরে দেওয়া যায়।

কুর্‌চি। লাটিন নাম—রাইটিয়া এণ্টিডিজেণ্টেরিকা
(WRIGHTIA ANTIDYSENTERICA.)

ইহার ছাল ও বীজ ঔষধে ব্যবহৃত হয়। বীজের নাম ইন্দ্রযব। রক্ত আমাশয় রোগে উপকারক বলিয়া প্রসিদ্ধ। বীজচূর্ণের মাত্রা ৫—১০ গ্রেণ।

ছালের পাঁচন ব্যবহার করা যায়। ছাল সিদ্ধ জল অগ্নি সন্তাপে ক্রমে ঘন করিলে এক্‌ষ্ট্রাক্ট্ তৈয়ার হয়। উহার মাত্রা ৫—১০ গ্রেণ। অহিফেনের সঙ্গে বটিকাকারে উৎকৃষ্ট আমাশয় নিবারক। কুর্চি এক্‌ষ্ট্রাক্ট্ ৫ গ্রেণ, ওপিয়ম ½ গ্রেণ, ১ বটি প্রত্যহ ২ বা ৩ বার।

কুক্‌শিমা
(CELSIA COROMANDELIA.)

চলিত নাম কুকুর শোঁথা। বাঙ্গালা দেশে ভিজে স্যাঁতসেঁতে যায়গায় যথেষ্ট পাওয়া যায়। ইহার পাতার রস সঙ্কোচক এবং আমাশয় নিবারক। ডিসেণ্টি (রক্তামাশয়) রোগে খুব উপকার করে। মাত্রা ½—১ ড্রাম।

গর্জ্জন বালসাম
(GURJUN BALSAM.)

গর্জ্জন তৈল। কুষ্ঠরোগে মলমরূপে মালিস করিলে উপকার হয়। গর্জ্জন তল এবং চূণের জল সমান পরিমাণে লইয়া মর্দ্দন করিলে মলম হয়।

গছিপাই র‍্যাডিছিস্ কর্টেক্স্
(GOSSYPI RADICIS CORTEX.)

বাঙ্গালা তুলা বৃক্ষের মূলের ছাল। গুণ জরায়ু সঙ্কোচক। আর্গটের ন্যায়। ইহার তরল সারের মাত্রা ১—২ ড্রাম। মূলের ছাল ১ ড্রাম লইয়া ৮ আং ফুটন্ত গরম জল দিয়া ইন্‌ফিউশেন তৈয়ার হয়, এবং প্রসবকালীন জরায়ু সঙ্কোচক জন্য আর্গটের পরিবর্ত্তে এক মাত্রায় সমস্তটা শোওয়ান যায়।

গুয়াকোল (GUAIACOL.)

বর্ণহীন দ্রব আকারে। ক্রিয়াজোট হইতে প্রাপ্ত হওয়া যায়। যক্ষ্মা রোগে খুব উপকারক বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিতেছে। মাত্রা ১—৩ মিনিম বটিকাকারে।

গুলঞ্চ (TINOSPORA CORDIFOLIA.)

ইহার লতা ঔষধে ব্যবহার হয়। টাট্‌কাগুলঞ্চ শীতল জলে ভিজাইলে ইন্‌ফিউশন তৈয়ার হয়। মাত্রা ১—২ আং। ক্রিয়া—বলকারক, পর্য্যায়নিবারক এবং মূত্রকারক। গুলঞ্চের পালো বা চিনি ব্যবহার করাও যাইতে পারে।

গুয়ারানা (GUARANA.)

ব্রাজিল দেশজাত পলিনিয়া সরবিলিস্ নামক লতার বীজ হইতে প্রাপ্ত। মাইগ্রেণ বা সিকহেডেক্ রোগে খুব উপকারী বলিয়া প্রসিদ্ধ। মাত্রা ১—৫ গ্রেণ।

চালমুগরা, লাটিন নাম—গাইনো-কার্ডিয়া ওডোরেটা (GYNO CARDIA ODORATA.)

সিকিম ও আশাম হইতে। বীজের তৈল ব্যবহার্য্য। আভ্যন্তরিক প্রয়োগে শরীর সংশোধক। যক্ষ্মাকাশে উপকারক। বাহ্য প্রয়োগে কুষ্ঠরোগ এবং বাতরোগে মালিসরূপে ব্যবহৃত হয়। তৈলের মাত্রা ১০—৩০ ফোটা।

জাম্—কাল জাম (JAMBUL.)

ইহার বীজচূর্ণ ডায়েবেটিস্ রোগে উপকারক। চূর্ণের মাত্রা ৫ গ্রে দিন ৩ বার।

নিম্ব—নিম, লাটিন—এজাডিরাক্টা ইণ্ডিকা (AZADIRACTTA INDICA.)

নিম্বের ছাল্ বলকারক এবং জ্বরনাশক। পর্য্যায় বা পালা জ্বরে উপকার করে। জ্বরান্তে দৌর্ব্বল্যাবস্থায় উপকারক। নিম্ব বীজের তৈল-পচ নিবারক। পাঁচড়া, পচাক্ষত এবং নানাবিধ চর্ম্মরোগে ব্যবহার্য্য। নিম্বে ছাল সিদ্ধ জলে পচাক্ষত ধৌত করা যায়।

প্রয়োগরূপঃ—

১। টীংচুরা এজাডিরেক্‌টি—টীংচার অব্ নিম বার্ক (নিম্বের ছালের ভিতরকার অংশ ২॥০ আং, প্রুফ স্পীরিট ১ পাইণ্ট, ম্যাসিরেশন, পার্কোলেশন) মাত্রা ১—২ ড্রাম।

২। ডিকক্টম এজাডিরেক্‌টি—ডিকক্‌শন অব্ নিম বার্ক (নিম্বের ভিতর-কার ছাল ২ আং, জল ১॥০ পাইণ্ট। ৫ মিনিট সিদ্ধ করিয়া ছাঁকিয়া লইবে। মাত্রা ২—১ আং।

৩। ক্যাটাপ্লাস্‌মা এজাডিরেক্‌টি—পুলটীস্ অব্ নিম লিভ (Poultice of Nim leaves)। নিম্বের টাট্‌কা পত্র বাটিয়া পুলটীস। পচাক্ষতের উপর প্রয়োগ।

পেপিয়া (CARICA PAPAYA.)

পেপেফল। ইহার ফলের আঠার নাম প্যাপেওটিন (Papayotin) বা প্যাপেইন (Papain)। পেঁপের আঠায় এল্‌কোহল সংযুক্ত করিলে প্যাপেইন অধঃস্থ হয়। ইহা শাদা গুঁড়ার আকার পাওয়া যায়। প্যাপেওটিন এবং প্যাপেইন অর্থাৎ পেঁপের ফলের আঠা খুব পাচক ঔষধ। ক্রিয়া পেপ্‌সিন অপেক্ষাও ভাল। মাংসে পেঁপের আঠা দিলে উহা শীঘ্র সিদ্ধ এবং নরম হয়। পাকস্থলীর পাচকরসের অভাব প্রযুক্ত অজীর্ণ রোগে পেঁপের আঠা বেস উপকারী। ইহা সেবনে কেচোর ন্যায় ক্রিমি এবং ফিতার ন্যায় ক্রিমি বিনষ্ট হয়। পেঁপের আঠা সেবনে স্তনে দুগ্ধ বৃদ্ধি হয়। বিবর্দ্ধিত প্লীহা রোগে প্লীহার উপর পেঁপের আঠা প্রয়োগে প্লীহার আয়তন কমিয়া যায়। আঠার মাত্রা ২—৩ গ্রেণ। অজীর্ণ রোগে সোডা এবং বিস্‌মথের সঙ্গে দেওয়া যায়। পাকস্থলীর ক্ষত রোগে ওপিয়ম বা মর্‌ফাইনের সঙ্গে দেওয়া যায়।

পল্‌সেটিলা (PULSATILLA.)

এনিমোন পল্‌সেটিলা নামক উদ্ভিদ। ইহার টীংচার ঔষধে ব্যবহার হয়। তরুণ অণ্ডকোষ প্রদাহ এবং এপিডাইডিমাইটিস্ রোগে ২ মিনিম মাত্রায় ২ ঘণ্টান্তর প্রয়োগে শীঘ্রই প্রদাহের দমন হয়। এজমা, পার্টুসিস্, স্প্যাজ্‌মোডিক ডিস্‌মেনরিয়া, এমিনরিয়া এবং নিউর‍্যাল্‌জিয়া রোগে অল্প মাত্রায় উপকারক। টীংচারের মাত্রা ২—৫ মিনিম (জলের সঙ্গে)। টীংচারে ঔষধের পরিমাণ ৮ ভাগে ১ ভাগ। বেশী মাত্রায় পাল্‌সেটিলা বিষক্রিয়া করে। বমন, উদরাময়, রক্তপ্রস্রাব, এবং শ্বাস প্রশ্বাসের বিশৃঙ্খলা বিষাক্ততার লক্ষণ। রোগী রুদ্ধশ্বাস হইয়া মারা পড়ে।

ব্রাইওনিয়া (BRYONIA.)

ব্রাইওনিয়া এল্‌বা নামক উদ্ভিদের টাট্‌কা মূল। ইহার টীংচার ১—১০ মিনিম মাত্রায় তরুণ প্লুরিসি রোগে উপকারক। তরুণ রিউম্যাটিজ এবং জ্বর রোগে একনাইটের পরিবর্ত্তে ব্যবহার করা যাইতে পারে।

মল্ট এক্‌ষ্ট্রাক্ট্‌ (MALT EXTRACT.)

কেপ্‌লারের এক্‌ষ্ট্রাক্ট্‌ মল্ট আজকাল ব্যবহার হইতেছে। গুণ পাচক এবং পুষ্টিকারক। খাদ্যের শ্বেতসার পরিপাক করে। পরিপাক শক্তি ক্ষীণ হইলে মল্ট ব্যবহার করা যায়। কড্‌লিবর অইলের সঙ্গে মিশাইয়া দিলে কড্‌লিবর অইল পরিপাক হয়। পুষ্টিকারক গুণ থাকাতে যক্ষ্মা কাশ, স্ক্রফিউলা এবং শারীরিক দৌর্ব্বল্যাবস্থায় কড্‌লিবর অইলের সঙ্গে বা একাএক ব্যবহার করা যায়। যক্ষ্মাকাশে অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ ও পথ্য।

স্যালোল (SALOL.)

অপর নাম স্যালিছিলেট অব্‌ ফিনোল। শাদা স্বাদবিহীন দানার আকারে। জলে দ্রব হয় না। সুগন্ধ। বেশী মাত্রায় মূত্রের বর্ণ কাল হয় এবং কার্ব্বলিক এছিডের ন্যায় বিষক্রিয়া করে। ইহা উত্তাপহারক। তরুণ ও পুরাতন রিউম্যাটিজম্‌ রোগে বেস উপকার করে। জ্বর রোগে উত্তাপহারক রূপে ব্যবহার করা যাইতে পারে, কিন্তু প্রায় ব্যবহার হয় না। মাত্রা ১৫ গ্রেণ। তরুণ রিউম্যাটিজম রোগে প্রতি ৪ ঘণ্টান্তর। নিউর্যাল্‌জিয়া, লম্বেগো এবং সায়েটিকা রোগেও স্যালোল উপকারী বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। গল্‌ষ্টোন (পিত্তঃশিলা) রোগে স্যালোল সেবনে পিত্তশিলা গলিয়া যায়। পিত্তপ্রণালীর প্রদাহ রোগে (Catarrh of bile ducts) উপকারক। ১ ড্রাম স্যালোল, ২ ড্রাম ঈথর এবং ২ ড্রাম কলোডিয়ন একত্র করিয়া বাত বেদনার সন্ধিস্থলে প্রলেপ দেওয়া উপকারক।

দ্বিতীয় ভাগ সমাপ্ত।